যোগেন্দ্র গ্রন্থাবলী

(প্রথম খণ্ড)

১। জোসেফ ম্যাটসিনি ও নব্য ইতালী,

২। জোসেফ গ্যারিবল্ডি,

৩। বীরাঙ্গনা।

আর্য্যদর্শন সম্পাদক

পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

গ্রন্থাবলী সিরিজ

যোগেন্দ্র গ্রন্থাবলী

(প্রথম খণ্ড)

১। জোসেফ ম্যাটসিনি ও নব্য ইতালী,
২। জোসেফ গ্যারিবল্ডি,
৩। বীরাঙ্গনা।

আর্য্যদর্শন সম্পাদক
পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভুষণ প্রণীত

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত
বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

[দ্বিতীয় সংস্করণ]
১৩৫৯

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী-বৈদ্যুতিক-রোটারী-মেসিনে"
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত

[মূল্য ১॥০ টাকা]

মুখবন্ধ

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

একদিন ভারতের অধিবাসিগণ সমস্বরে এই গান করিয়াছিলেন। জন্মভূমি একদিন তাঁহাদিগের নিকট স্বর্গ অপেক্ষাও প্রিয়তর ছিল। সেই জন্মভূমির গৌরব-বর্দ্ধনার্থ একদিন তাঁহারা প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিয়াছিলেন। স্বজাতিপ্রেম ও স্বদেশানুরাগ একদিন ভারতবাসী আর্য্যগণের অন্তরের জীবন্তভাব ছিল। ভারতের বা ভারতবাসীর অবমাননা করিলে একদিন ভারতবাসিমাত্রেরই নখাগ্র হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত জ্বলিয়া উঠিত। কি পাপে আমাদের অন্তর হইতে সেই দেবদুর্লভ ভাব অন্তর্হিত হইল, তাহা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু আমাদের অন্তর এখন যে আর সে দেবদুর্লভ ভাবে সমুজ্জ্বলিত নহে—ইহা একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। সেই দেবদুর্লভ ভাবের অভাবে আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব বিলুপ্তপ্রায়। অধীন জাতি বলিয়া এইরূপ বলিতেছি, এমন নহে। অধীন জাতির অভ্যন্তরেও জাতীয় ভাব জলন্ত থাকিতে পারে। অধীনতার কষ্টে, পরস্পরের সমবেদনায় সেই জাতীয় ভাব বরং অধিকতর প্রজ্বলিত থাকিতে পারে। অধীনতার অবস্থাতেই আমেরিকার জাতীয় ভাব বিশেষ বিকাশ পাইয়াছিল। রুসপদদলিত পোলণ্ডের জাতীয় ভাবের নাম অদ্যাপি জগতে কীর্ত্তিত। অধীন আইরিশদিগের অন্তরে জলন্ত জাতীয় ভাব বিদ্যমান। রোমপরাজিত ব্রিটনের জাতীয় ভাব বিলুপ্ত হয় নাই। অধীনতায় স্বদেশানুরাগ বিলুপ্ত হয় নাই বলিয়াই আজ আমেরিকার এত গৌরব। ক্ষুদ্র পোলণ্ড জাতির অস্তিত্ব বিসর্জ্জন দিল, তথাপি জাতীয় অভিমান ছাড়িল না। দুর্ব্বল আয়র্লণ্ড প্রবল ব্রিটিশ সিংহের নিকট পরাজিত হইয়াও জাতীয় অভিমান ভুলিতে পারিতেছে না। রোমপরাজিত ব্রিটন অধীনতায় জাতীয় গৌরব ভুলে নাই বলিয়া, আজ তাহার কীর্ত্তি জগদ্ব্যাপিনী। কিন্তু দাসত্ববিষে ভারতের জীবনীশক্তি বিলুপ্তপ্রায়। বহুদিনের অধীনতায় ভারতবাসীমাত্রেরই অন্তর হইতে স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতিপ্রেমের ভাব সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়াছে। জন্মভূমির মঙ্গলোদ্দেশে ধন-প্রাণ বিসর্জ্জন করা—স্বজাতির উন্নতি-সাধনে জীবন উৎসর্গ করা—ভারতবাসীর নিকট অবিশ্বাস্য অলীক ঘটনা। ভারতবাসী এক্ষণে জাতীয় জীবন ভুলিয়া পারিবারিক-জীবন-প্রিয় হইয়াছেন। তাঁহার চিন্তার একমাত্র বিষয় পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গ। এ পৃথিবীতে আসিয়া, এই ভারতভূমিতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া—পারিবারিক ব্যক্তিবর্গ ভিন্ন আর কাহারও বিষয় ভাবিতে তিনি শিক্ষা করেন নাই। পারিবারিক কর্ত্তব্য ভিন্ন আর কোন কর্ত্তব্য তাঁহার কার্য্যের নিয়ামক নহে। সাধারণ কর্ত্তব্য তাঁহার উপহাসের বিষয়। জন্মভূমি প্রপীড়িত হউক, তাহাতে তাঁহার ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। শূন্য ও দূষিত আমোদ-প্রমোদে তিনি লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিবেন, তথাপি স্বদেশের উন্নতিসাধনে কপর্দ্দকমাত্র প্রদান করিবেন না। তাঁহার লজ্জা নাই, ভাবনা নাই, উঠিবার ইচ্ছা নাই। তাঁহার তেজ নাই, বীর্য্য নাই, সাহস নাই। তিনি জাতীয় অভিমান ও ব্যক্তিগত অভিমান পরিপাক করিয়া বৈদেশিকের অধীনে দাসত্ব করিতে বিশেষ অভ্যস্ত হইয়াছেন। গোলামী যেন তাঁহার প্রকৃতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনন্তকালের গোলামীতে তাঁহাদিগের জাতীয় একতা বিলুপ্ত হইয়াছে। তাঁহারা দুইজনে একত্র হইয়া কোন কাজ করিতে পারেন না। বলবতী স্বার্থপরতা, পরস্বার্থের সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে পারেন না। সুতরাং ভীষণ সংঘর্ষ আসিয়া উপস্থিত হয়। এইরূপ নিরন্তর সংঘর্ষে ভারতের অন্তর্দৌর্ব্বল্য দিন দিন অধিকতর সম্বর্দ্ধিত হইতেছে। এইরূপে অন্তর্দৌর্ব্বল্যের বৃদ্ধির সহিত ভারতের উন্নতির আশা অঙ্কুরে বিদলিত হইতেছে। এই ভীষণ রোগের প্রধান ঔষধ আত্মত্যাগ শিক্ষা। আমরা যত দিন না আত্মভাব ভুলিয়া জন্মভূমির নিকট জীবন উৎসর্গ করিব, যত দিন না আমরা দেবী ভারতীর উপাসনায় তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইব, তত দিন আমাদের জাতীয় জীবনের কোন আশা নাই। যাঁহারা মনে করেন যে, ইংরাজ তাড়াইলেই

আমরা জাতীয় জীবন প্রাপ্ত হইব, তাঁহাদিগকে আমরা ভ্রান্ত মনে করিব। যে সকল উপাদানে জাতীয় জীবন গঠিত হয়, আমাদিগের অভ্যন্তরে সেই উপাদান সামগ্রীর অসদ্ভাব আছে। সেই অসদ্ভাব থাকিতে বৈদেশিক শৃঙ্খল আমাদিগের পক্ষে অপরিহার্য্য। ইংরাজ যায়, রুস আসিবে; রুস যায়, জার্ম্মান আসিবে—এইরূপে অনন্ত বৈদেশিক বিজেতৃস্রোত ভারত-বক্ষ প্লাবিত করিবে। যে উপাদান-সামগ্রীতে জাতীয় জীবন সংগঠিত হয়, তাহার মধ্যে জননী জন্মভূমির চরণে আত্মবলি-প্রদান সর্ব্বপ্রধান। যখন অধিকাংশ ভারত-বাসী জননী জন্মভূমির চরণে আত্মোৎসর্গ করিতে শিখাইবেন, তখন দেবীপ্রসাদে ভারতবাসীর চরণ হইতে বৈদেশিক শৃঙ্খল আপনিই মুক্ত হইবে। ইতালী-বাসীরাও বহুদিনের দাসত্বে জাতীয় জীবন ভুলিয়া পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ ও বিশ্বাসশূন্য হইয়া উঠিয়াছিলেন। বহুকাল-ব্যাপিনী অধীনতায় তাঁহারাও জাতীয় অভিমান ভুলিয়া বৈদেশিক গোলামীতে বিশেষ দীক্ষিত হইয়াছিলেন। সে সময়ে তাঁহারাও স্বদেশের জন্য ও স্বজাতির জন্য বিন্দুমাত্রও আত্মত্যাগ করিতে পারিতেন না। এই জন্য পদে পদে তাঁহাদিগকে বৈদেশিক চরণে প্রণত হইতে হইত। তখন ইউরোপীয় সমাজে তাঁহারা নগণ্য ও ঘৃণাস্পদ ছিলেন। কিন্তু সেই ইতালীই আবার যখন ম্যাট্‌সিনি প্রভৃতি কতিপয় মহাত্মার উদ্দীপনায় জন্মভূমির চরণে আত্মোৎসর্গ করিতে শিখিল, তখন বৈদেশিক শৃঙ্খল অনায়াসেই ইতালীয়গণের চরণ হইতে উন্মুক্ত হইল। যে যে প্রাতঃস্মরণীয়-চরিত মহাত্মাগণের নিরন্তর যত্নে ও অদ্ভুত আত্মোৎসর্গের মোহিনী শক্তিতে দাসত্বপ্রপীড়িত জাতি সকল আত্ম ভুলিয়া জন্মভূমির চরণে আত্মবিসর্জ্জন করিতে শিখিয়াছেন, তাঁহাদিগের জীবিতমালা জাতীয় ভাষায় গ্রথিত করা আমার জীবনের একটি প্রধান ব্রত। সেই সকল জীবনের বলবতী উদ্দীপনায় যদি একজন ভারতবাসীও জন্মভূমির চরণে জীবন উৎসর্গ করিতে শিখেন, যদি একজনও আত্মস্বার্থ জাতীয় স্বার্থে বলিদান করিতে শিখেন, যদি সেই সকল জীবনের মোহিনী শক্তিবলে দুই জন ভারতবাসীও ভারতের মঙ্গলোদ্দেশে সমবেত হইতে শিখেন—তাহা হইলেও আমার পরিশ্রম সফল মনে করিব।

গ্রন্থকারস্য।

বিজ্ঞাপন।

যে প্রণালীতে মিলের জীবন-বৃত্ত লিখিত হইয়াছে, ইহাতেও সেই প্রণালী অনুসৃত হইয়াছে। ইউরোপীয় রাজনৈতিক ভাব সকল বঙ্গভাষায় প্রতিবিম্বিত করা যে কিরূপ দুরূহ ব্যাপার—যাঁহারা এ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহারা ভিন্ন অপরে তাহা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। বঙ্গভাষা সংস্কৃত হইতে প্রসূতা। সেই সংস্কৃত ভাষাতেই আধুনিক রাজনৈতিক ভাবের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং পদে পদে আমাকে সংস্কৃত ধাতুমূল লইয়া নূতন শব্দ সংগঠিত করিতে হইয়াছে। এরূপ না করিলেও বঙ্গভাষার উন্নতিসাধন করা সম্ভবপর নয়। বঙ্গভাষা দীনা বলিয়া সুশিক্ষিত বঙ্গবাসিগণ ইহাকে অনাদর করিয়া থাকেন। বঙ্গভাষায় কথোপকথন করা, বঙ্গভাষায় বক্তৃতা করা, বঙ্গভাষায় গ্রন্থাদি রচনা করা, অনেকে অর্দ্ধ-শিক্ষিতের লক্ষণ বলিয়া মনে করেন। অনেকের সংস্কার যে, যাহা শিখিতে হইবে, ইংরাজী হইতেই তাহা শিক্ষা করা উচিত। এই সমস্ত ভ্রান্ত ও লজ্জাকর মতের মূল—বঙ্গভাষার দারিদ্র্য। যাঁহারা মাতৃভাষায় সেই দারিদ্র্যবিমোচনে জীবন উৎসর্গ করেন, তাঁহারাই প্রকৃত দেশহিতৈষী, তাঁহারাই ভবিষ্য পুরুষের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন। যাঁহারা ইংরাজীতে লিখিয়া ও ইংরাজীতে বক্তৃতা করিয়া বৈদেশিক ভাষায় কলেবর বৃদ্ধিকরণে জীবন উৎসর্গ করেন, তাঁহারা বিজেতৃ-জাতির নিকট আদরণীয় হইতে পারেন, উচ্চপদে আরূঢ় হইতে পারেন—কিন্তু তাঁহাদিগ কর্তৃক স্বদেশের কোন চিরস্থায়ী মঙ্গল সাধিত হইবে বোধ হয় না।

২রা চৈত্র ১২৮৬
কলিকাতা।

গ্রন্থকারস্য।

জোসেফ ম্যাটসিনি

ও

নব্য ইতালী

প্রথম অধ্যায়

অদ্য উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ। ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি ও সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি সকল বিষয়েই এক্ষণে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। মনুষ্যের মন উন্নতির দিকে প্রবলবেগে ধাবমান। কোন বাধা-বিপত্তি এই বেগ সংরুদ্ধ করিতে অক্ষম। বাষ্পীয় পোত, বাষ্পীয় শকট, তড়িদ্বার্ত্তাবহ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক উপকরণ সকল মানবসমাজকে একত্র আত্মোৎকর্ষ-সাধনের জন্য যেন ক্রমেই ঘনিষ্ঠ করিয়া তুলিতেছে। সমুদায় পৃথিবী যেন ক্রমে এক সাধারণতন্ত্ররূপে পরিণত হইতেছে। মানবমাত্রই যেন এক্ষণে পরস্পরের সাহায্যে পরস্পরকে সামাজিক, রাজনৈতিক ও ভ্রান্ত ধর্ম্মের দুর্ভেদ্য শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টায় উদ্যত হইয়াছেন। যে দিকে নয়ন নিক্ষেপ করি, সেই দিকেই দেখি, যেন প্রলয়কাল উপস্থিত। মানবমাত্রই এক্ষণে নিজের অস্তিত্ব বুঝিতে পারিয়াছেন। প্রত্যেকের জীবনের, প্রত্যেক জাতির জীবনের, মানব-সাধারণের জীবনের স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য ও আবশ্যকতা মানবমাত্রেই এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছেন। কি ধর্ম্মনীতি, কি রাজনীতি, কি সমাজবিজ্ঞান, কোন বিষয়েই ব্যক্তিবিশেষের, জাতিবিশেষের বা সম্প্রদায়-বিশেষের অধীনতা স্বীকার করায়,—মানবপ্রকৃতির অবমাননা, মানবী উন্নতির গতি রোধ করা হয়, ইহা মানবমাত্রেই এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছেন। ব্যক্তিবিশেষের, সম্প্রদায়বিশেষের বা জাতিবিশেষের প্রভুত্বে যে জগতের মানব-সাধারণের উন্নতি সম্ভাবিত নহে, তাহা এক্ষণে মানবমাত্রই বুঝিতে পারিয়াছেন। এতদিন তাঁহারা চিরনিদ্রায় অভিভূত ছিলেন। প্রথম ফরাসী-বিপ্লবের উন্মাদিনী উত্তেজনায় মানবসমাজ যেন এখন সেই চির-নিদ্রা হইতে অভ্যুত্থিত হইয়াছেন। সেই ভীষণ বিপ্লবকালে হত অসংখ্য মানবের রুধির, হতাবশিষ্ট মানবজাতির মৃতদেহে যেন জীবন-সঞ্চার করিয়াছে। প্রোটেষ্টাণ্টিজম যেমন পোপপ্রচারিত ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করিয়াছে, মানবধর্ম্ম যেমন প্রোটেষ্টাণ্টিজমকে অধঃকৃত করিয়াছে, সেইরূপ বিশ্বব্যাপী সাধারণতন্ত্রের ভাব রাজ্যতন্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে। ব্যক্তি-বিশেষ, জাতিবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষ আর এক্ষণে মানবজাতির উপাস্য দেবতা নাই। মানবসাধারণই এক্ষণে মানবমাত্রেরই উপাস্য দেবতা! ব্যক্তিগত ও জাতিগত স্বাধীনতা, সাম্য, একতা ও মানবপ্রেম এক্ষণে মানবমাত্রেরই উপাস্য দেবতা হইয়া উঠিয়াছে। এই ভাব ফরাসীবিপ্লবের পূর্ব্বে ভল্টেয়ার প্রভৃতি কতি-পয় বৈজ্ঞানিকের মনে প্রথম সমুদিত হয় এবং তাঁহাদিগের নিকট হইতেই সমস্ত ফরাসী দেশে ব্যাপ্ত হইয়া ফরাসী-বিপ্লবরূপে সেই ভীষণ প্রলয় উপস্থাপিত করে। সেই প্রলয়ের বেগ ইউরোপের প্রায় সমস্ত দেশকেই ক্রমে উপপ্লাবিত করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এই গভীর ও উন্নত ভাব কোন দেশেই সর্ব্বপ্রথমে প্রজাসাধারণের মনে সমুদিত হয় না। ইহা সর্ব্বপ্রথমে কতিপয় মনীষীরই মনকে আন্দোলিত করে। তাঁহাদিগেরই জ্ঞানরশ্মির বিকীরণে ক্রমে প্রজাসাধারণের চিরনিমীলিত জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হয়।

যৎকালে ইতালী অষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যের ভীষণ নিগড়ে আবদ্ধ ছিল, তৎকালে ইতালীর প্রজাসাধারণের মনে কোন গভীর যাতনা উপস্থিত হয় নাই। দাসত্বের ভীষণ মূর্ত্তি তাহাদিগের নিকট প্রশান্ত ও রমণীয় আকার ধারণ করিয়াছিল। অভ্যাসবশতঃ তাহারা

আপন অদৃষ্টে আপনারা সুখী হইয়া আসিতেছি'। তাহাদিগের হৃদয়, মন ও শরীর ভীষণ দাসত্বভরে যে ক্রমে জীর্ণ ও বিশুষ্ক হইয়া আসিতেছিল, তাহা তাহারা প্রথমে কিছুই উপলব্ধি করিতে পারে নাই। যখন তাহারা প্রায় কঙ্কালাবিশিষ্ট হইয়াছে, যখন তাহাদিগের দুর্দ্দশার আর পরিসীমা নাই, তখনও তাহারা নিদ্রায় অভিভূত। কিন্তু এই গভীর নিদ্রার সময়েও স্থানে স্থানে কতিপয় বীরপুরুষ কর্তৃক শৃঙ্খলভেদের চেষ্টা অনুষ্ঠিত হইত। কিন্তু সাধারণ প্রজাবর্গের অভ্যুত্থান বিরহে এরূপ আংশিক চেষ্টা প্রায় উক্ত বীরপুরুষদিগের নির্ব্বাসনে বা শিরশ্ছেদে পর্য্যবসিত হই ।

এই সময় একদিন কতিপয় পলাতক বিদ্রোহীকে দেখিয়া ম্যাটসিনি নামক একজন ইতালীয় যুবকের মনে এই গভীর চিন্তা সমুদিত হয়—"ইতালী আর কত দিন এরূপ নিদ্রায় অভিভূত থাকিবে? ইতালীর দাসত্ব কি কখনই উন্মোচিত হইবে না? আমরা—ইতালীর—অধিবাসীরা—যদি সকলেই দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করি, তাহা হইলেও কি ইতালীর স্বাধীনতা পুনঃ সংস্থাপিত করিতে পারিব না?" যেন কোন দৈববাণী এই প্রশ্নের উত্তরে বলিল, "ইতালী আর অধিক দিন এরূপ নিদ্রায় অভিভূত থাকিবে না। ইতালী অষ্ট্রীয়ার দাসত্বশৃঙ্খল হইতে অচিরাৎ উন্মুক্ত হইবে। ইতালীর অধিবাসীরা যদি সকলেই প্রাণপণে চেষ্টা করে, তাহা হইলে একদিনেই দুর্গোপরি জাতীয় জয়পতাকা উড্ডীন হইতে পারে।" এই বাক্যগুলি সুমধুর বীণাধ্বনির ন্যায় তাঁহার কর্ণ-কুহরে যেন মধুধারা বর্ষণ করিল।

ম্যাটসিনি আশৈশব পিতামাতাকর্তৃক সাম্য ও সাধারণতন্ত্রপ্রণালীর উপাসনায় দীক্ষিত হইয়াছিলেন। কি ধনী, কি দরিদ্র, সকলের প্রতিই তাঁহার পিতামাতার সমান ব্যবহার ছিল। অবস্থাভেদে তাঁহাদিগের নিকট ব্যবহারভেদ ছিল না। সকল অবস্থাতেই একজন সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি তাঁহাদিগের আদরের পাত্র ছিলেন। ম্যাটসিনির নিজেরও স্বাভাবিকী প্রবণতা সাম্য ও স্বাধীনতার দিকেই ছিল। সেই স্বাভাবিকী প্রবণতা ফরাসী সাধারণতন্ত্রী লেখকগণের পুস্তক ও পত্রিকা পাঠে এবং লিভি ও ট্যাসিটস্ প্রভৃতি লাটিন্ গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থাবলীর আলোচনায় অধিকতর পরিবর্দ্ধিত ও পরিণত হইল।

এই পরিণত ও পরিবর্দ্ধিত স্বাভাবিকী স্বাধীনতা-প্রবণতা হইতেই ইতালীকে অষ্ট্রীয়ার শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত করার ইচ্ছা ম্যাটসিনির অন্তরে অতিশয় বলবতী হয়। ১৮২১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে জেনোয়া নগরে জননীর সহিত পরিভ্রমণ করিতে করিতে পলায়মান অকৃতকার্য্য পীডমন্টিস বিদ্রোহীদিগের সহিত যে দিন তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়, সেই দিন হইতেই স্বদেশের উদ্ধারসাধন তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত হইয়া উঠিল। ইতালীর অধিবাসীমাত্রেরই স্বদেশের অত্যাচার-নিবারণে প্রাণপণে চেষ্টা করা উচিত; তিনিও ইতালীর অধিবাসী, সুতরাং তাঁহারও এই গুরুতর উদ্যমের অংশভাগী হওয়া উচিত—এই চিন্তা এই দিন হইতে এক দিনের জন্য তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। দিবসে যখন জাগরিত থাকিতেন, রজনীতে যখন নিদ্রায় অভিভূত হইতেন, সকল সময়েই সেই পলায়মান বিদ্রোহীদিগের মূর্ত্তি তাঁহার স্মরণপথে আবির্ভূত হইয়া যেন তাঁহার আত্মাকে কর্ত্তব্যের অকরণ জন্য তিরস্কার করিত। এই সকল উন্মাদিনী উত্তেজনায় তাঁহার অন্তর নাচিয়া উঠিল। তিনি এই কিশোর বয়সেই সেই বিদ্রোহের অকৃতকার্য্যতার কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন এবং সেই বিদ্রোহকালে যে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল ও যে যে লোক তাহাতে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সকলের তালিকা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। সমস্ত ঘটনাবলী পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, সকলেই যদি প্রাণপণে চেষ্টা করিত, তাহা হইলে এ বিদ্রোহ কখনই অকৃতকার্য্য হইত না। সকলেই প্রাণপণে চেষ্টা করিলে ইতালীর উদ্ধারসাধন সম্ভবপর হয়, তবে সে চেষ্টার পুনরারম্ভ করা না যায় কেন?

এই ভাব সেই বাল্যবয়স হইতেই তাঁহার হৃদয় অধিকৃত করিল। এক্ষণে কি উপায়ে তাঁহার অভীষ্টসাধন করিবেন, এই ভাবনায় তাঁহার শরীর ও মন জর্জ্জরিত হইতে লাগিল। যৎকালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাষ্ঠমঞ্চকে উপবিষ্ট, অন্যান্য সমপাঠী বালকবৃন্দ তাঁহার চতুর্দ্দিকে প্রফুল্লমনে হাসিতেছে, খেলিতেছে, বেড়াইতেছে, কিন্তু তিনি বিষণ্ণ ও গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। বোধ হইত, যেন অকালে জরা আসিয়া তাঁহার শরীর ও মন আচ্ছন্ন করিয়াছে। লোকে আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যুতে যেরূপ কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করে, তিনি স্বদেশের শোকচিহ্নস্বরূপ আপনাকে সেইরূপ কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদে সতত আচ্ছাদিত রাখিতেন। ক্রমে এই শোকের ভাব এত গভীরতর হইয়া আসিত যে, তাঁহার দুঃখিনী জননীর অন্তরে ভয়ের সঞ্চার হইল—পাছে তাঁহার প্রাণাধিক পুত্র আত্মহত্যা করেন।

ক্রমে শোকের নবীনতা-জনিত উদ্বেলতা তিরোহিত হইয়া হৃদয়ে শান্তি পুনঃ সংস্থাপিত হইল। এই সময় রফিনি নামক ভ্রাতৃগণের সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব সংঘটিত হয়। এত দিন তাঁহার নিকট জীবন কেবল

সুখময় বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল; কিন্তু এই বন্ধুত্ব ঘটনায় তাঁহার বিশুদ্ধ জীবন যেন সজীব হইয়া উঠিল। যে আভ্যন্তরীণ বহ্নি তাঁহার হৃদয়কে দগ্ধ করিতেছিল, তাহা যেন কিঞ্চিৎ পরিমাণে নির্ব্বাপিত হইল। তাঁহাদিগের সহিত সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন ও দার্শনিক ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনায়; এবং কিরূপে ইতালীর পুনরুদ্ধারসাধন হইবে, তজ্জন্য কিরূপে নানা স্থানে সভা সংস্থাপন করিতে হইবে, তাহার উপায়-চিন্তনে তাঁহার জীবন এক্ষণে কথঞ্চিৎ সুখে অতিবাহিত হইতে লাগিল। কার্য্যের প্রসার পাওয়ায় তাঁহার হৃদয় প্রশান্ততর হইল। ক্রমে ক্রমে ইতালীর পুনরুদ্ধারে কৃতসংকল্প কতিপয় যুবক তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন। ইহাদিগের সাহায্যে তাঁহার হৃদয়ের গভীর যাতনা কথঞ্চিৎ অপনীত হইল। জগৎ তাঁহার নিকট আর শূন্য ও জীর্ণারণ্যবৎ প্রতীয়মান হইল না।

এই সময় পস্থিনীয়াব নামে এক ব্যক্তি জেনোয়ার ইণ্ডিকেটর নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। কিন্তু ম্যাটসিনি ও তাঁহার বন্ধুবর্গ এই পত্রিকায় গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অভিপ্রায় প্রকাশ করায়, গবর্ণমেণ্টের আদেশে অচিরকালমধ্যেই ইহার প্রচার রহিত হইল। যাহা হউক, যেরূপ তেজে ইহাতে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে লেখা হয়, তাহাতেই ম্যাটসিনির যশ জেনোয়ার সর্ব্বত্র উদ্‌ঘোষিত হইল।

এই সময় গোয়েরাটসি নামক একজন সুবিখ্যাত নাটককারের সহিত ম্যাটসিনির বিশেষ আত্মীয়তা জন্মিল। সাডিনীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক জেনোয়ার ইণ্ডিকেটর প্রচার রহিত হইলে—ম্যাটসিনি, গায়েরাটসি ও তাঁহাদিগের বন্ধুবর্গ স্থির করিলেন যে, লেগহরণে ইণ্ডিকেটর পুনঃ প্রচার আরম্ভ করিবেন। এই দ্বিতীয় পত্রিকায় তাঁহাদিগের রাজবিরোধী ভাব অভ্রান্তরূপে পরিব্যক্ত হইল। ফস্‌কোলো, পীট্রোজিয়ানন্, জিয়োভনি, বাচেট প্রভৃতি যে সকল লেখকগণ বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে লেখার জন্য নির্ব্বাসন প্রভৃতি নানা দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন, ইহাঁরা এই নূতন পত্রিকায় তাঁহাদিগেরই স্তুতিবাদ আরম্ভ করিলেন। ইহাদিগের সাহস এতদূর বাড়িয়া উঠিল যে, নিদ্রাভিভূত টস্কান্ গবর্ণমেণ্টেরও নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং ইহার আদেশে তাঁহাদিগের পত্রিকার প্রচার রহিত হইল। এরূপ বলপূর্ব্বক পত্রিকার প্রচার রহিত করায় ইতালীর ভাবী মঙ্গলের সূত্রপাত করা হইল। উহাতে দেশের লোকের মনে ইতালীর বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট সকল যে সর্ব্বপ্রকার উন্নতির শত্রু, এই ভাব দৃঢ়বদ্ধ হইল; সুতরাং সকলেরই মনে এই প্রতীতি জন্মিল যে, ইহাঁদিগের উন্মূলন ব্যতীত ইতালীর আর মঙ্গল নাই। যে সকল হৃদয়তন্ত্রী এতদিন নীরব ছিল, তাহা এক্ষণে এক রবে বাজিয়া উঠিল।

এই সময় কারোন্সারিজম্ নামে একটি গুপ্ত সম্প্রদায় ইতালীতে পুনঃ সংস্থাপিত হয়। এই সম্প্রদায়ের সহিত অনেক বিষয়ে ম্যাটসিনির সহানুভূতি ছিল না। কিন্তু ইহাদিগের যে গুণের তিনি স্তাবক ছিলেন, তাহা এই—যে কথা সেই কাজ! যে চিন্তা, সেই কাজ! যে বিশ্বাস, সেই কাজ! নির্ব্বাসন ও প্রাণদণ্ডের ভয় ইহাঁদিগকে কর্ত্তব্যসাধনে রেখামাত্রও বিচলিত করিতে পারিত না। অধ্যাবসায় ইহাঁদিগের জীবন ছিল। ইহাঁদিগের আর একটি বিশেষ ক্ষমতা এই ছিল যে, যতবার পুরাতন জাল ছিন্ন করিবে, ততবারই ইহাঁরা নূতন জাল প্রস্তুত করিতে পারেন। এই সকল কারণে ম্যাটসিনি এই সম্প্রদায়ে দীক্ষিত হইলেন।

যে গুরুর দ্বারা তিনি এই সম্প্রদায়ে দীক্ষিত হন, তাঁর নাম রায়মন্‌ডো ডোরিয়া। তিনি অতি গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "আদেশমাত্র কার্য্য করিতে পারিবে কি না? প্রয়োজন হইলে এই সম্প্রদায়ের মঙ্গলের জন্য প্রাণ দিতে পারিবে কি না?" ম্যাটসিনি বলিলেন, "পারিব।" তাহার পর তাঁহাকে জানুপরি বসিতে বলিয়া, অসি নিষ্কোশিত করিয়া, সেই সম্প্রদায়ের মূলমন্ত্রস্বরূপ কতিপয় নিয়ম পালন করিবার জন্য শপথ করাইলেন। পরে সেই সম্প্রদায়ের ভ্রাতৃগণকে চিনিতে পারা যায়, এমন দুই তিনটি সঙ্কেত প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে বিদায় করিলেন। ম্যাটসিনি আজ হইতে কার্ব্বোন্সারো হইলেন।

"আদেশমাত্র কার্য্য করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে এই সম্প্রদায়ের মঙ্গলের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জনও করিতে হইবে।"—কাহার আদেশ? কি কার্য্য? এই সম্প্রদায়ভুক্ত কতগুলি লোক আছেন এবং তাঁহাদিগের নামই বা কি? কোন্ মঙ্গলই বা তাঁহাদিগের অভীষ্ট? ম্যাটসিনি এই সকল বিষয়ের বিশেষ অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু কিছুই জানিতে পারিলেন না। তিনি কেবল এইমাত্র জানিতে পারিলেন যে, তাঁহাকে নিস্তব্ধভাবে আদেশ প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে এবং আদেশ ও মন্ত্রণা গোপন রাখিতে হইবে। তাঁহার দীক্ষাগুরু মূলমন্ত্রোচ্চারণকালে আদেশ-প্রতিপালন ভিন্ন আর কোন কথাই উল্লেখ করেন নাই। কি উদ্দেশ্য সংসাধিত করিতে হইবে, তাঁহার তিনি কিছুই উল্লেখ করেন নাই। বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই দীক্ষাগুরু-প্রদত্ত মূলমন্ত্রের উদ্দেশ্য বটে; কিন্তু বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টকে কিরূপে উন্মূলিত করিতে হইবে এবং ইহা

উন্মূলিত করিয়া ইতালীর ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশকে এক শাসনের অধীন করিতে হইবে কি স্বতন্ত্র রাখিতে হইবে, ইতালীতে সাধরণতন্ত্র কি রাজ্যতন্ত্র সংস্থাপিত হইবে, তিনি তদ্বিষয়ে কোন উপদেশ দেন নাই।

দীক্ষাকালে প্রত্যেক সভ্যকে কুড়ি ফ্রাঙ্ক এবং মাসিক পাঁচ ফ্রাঙ্ক করিয়া দিতে হইত। যদিও ইহা ম্যাটসিনির ন্যায় ছাত্রের পক্ষে অতিশয় গুরুভার, তথাপি তিনি ইহা আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রদান করিতেন। মন্দ উদ্দেশ্যে পরের নিকট হইতে অর্থ-সংগ্রহ করা পাপ বটে, কিন্তু যে কার্য্যে একটি মহৎ উদ্দেশ্য সংসাধিত হইবার সম্ভাবনা আছে, এরূপ কার্য্যে অর্থ প্রদান করিতে সঙ্কুচিত হওয়া তাহা অপেক্ষাও অধিকতর পাপ সন্দেহ নাই।

এই সময়কার লোকের এই কয়টি বিষম রোগ উপস্থিত হইয়াছে যে, তাঁহারা সৎকার্য্যে একটি টাকা ব্যয় করিতে হইলে সহস্র তর্ক সহস্র বিতণ্ডা উপস্থাপিত করিবেন; কিন্তু আমোদ-প্রমোদে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে একটি বাক্যব্যয়ও করিবেন না। শরীরের রক্তের বিনিময়ে যাঁহাদিগের দেশের উদ্ধারসাধন করা উচিত, স্বদেশের স্বাধীনতা ক্রয় করা উচিত, তাঁহারাই বারংবার আত্মস্বার্থত্যাগের অসম্ভবনীয়তা খ্যাপন করিতে লজ্জিত হইবেন না। বরং তাঁহারা আপনাদিগের মান, সম্ভ্রম, জীবন পর্য্যন্তও বিপদ্‌রাশিতে নিমগ্ন করিবেন, স্বদেশবাসিগণের—ভ্রাতৃগণের আত্মাকে দাসত্বরূপ নরকে নিক্ষিপ্ত করিবেন, তথাপি আপনাদিগের কোষভাণ্ডারের দ্বার কখনই উদ্‌ঘাটন করিবেন না।

প্রাচীন খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা আপনাদিগের জন্য যৎকিঞ্চিৎ রাখিয়া দরিদ্র ভ্রাতৃগণের উপকারার্থে তাঁহাদিগের সমস্ত ধনসম্পত্তি ধর্ম্মগুরুর চরণে নিক্ষেপ করিতেন; কিন্তু এক্ষণে ইতালীর দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ লোকের মধ্যে এমন এক লক্ষ লোক পাওয়া যায় না, যাঁহারা ইতালী উদ্ধারের জন্য প্রত্যেকে একটি করিয়া মুদ্রা দিতে পারেন; অথচ ইতালীতে এমন লোক নাই—যিনি ইতালীর স্বাধীনতা চান না।

দীক্ষিত হওয়ার অল্পদিন পরেই ম্যাটসিনি কার্ব্বোন্নারো সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় শ্রেণীতে আরোহণ করেন। এখন হইতে তিনি স্বয়ং অন্যকে দীক্ষিত করিবার অধিকার পাইলেন। তথাপি এই সম্প্রদায় কি প্রণালীতে কার্য্য করিতেছে ও কি প্রণালীতে কার্য্য করিবে, তদ্বিষয়ে তিনি এখনও সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ রহিলেন। ক্রমে তাঁহার এই প্রতীতি জন্মিল যে, অদ্যাপি ইঁহারা কোন কার্য্যই করেন নাই। ইঁহারা সতত বলিতেন যে, ইতালীর কার্য্যকরী শক্তি একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং আপনাদিগকে বিশ্বস্বাধীনতাবাদী বলিয়া পরিচয় দিতেন। যাঁহারা জগতের অধিবাসিমাত্রেরই স্বাধীনতার জন্য ব্যগ্র, তাঁহারাই উক্ত পদের অভিবাচ্য। কিন্তু ইঁহারা জানিতেন না যে, যাঁহারা স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারেন না, তাঁহাদিগের পক্ষে জগতের অধিবাসিমাত্রেরই স্বাধীনতা রক্ষা করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

যাহা হউক, ম্যাট্‌সিনি এই সম্প্রদায়ের সহিত এক্ষণে কোন প্রকাশ্য বিবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া নবাধিগত অধিকার অনুসারে এই সম্প্রদায়ে নব নব শিষ্য দীক্ষিত করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন যে, এমন এক দিন আসিতে পারে, যখন তাঁহার শিষ্যসংখ্যা এত বেশী হইতে পারে যে, তিনি তাহাদিগের সাহায্যে একটি নূতন সমাজ স্থাপন করিয়া, সেই সম্প্রদায়ের মৃতদেহে নব-জীবন সঞ্চারিত করিতে পারিবেন।

এই সময় ফ্রান্সে দশম চার্লস ও সাধারণতন্ত্রীদিগের পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হয়। গিজো, বার্থ, লাফেটী প্রভৃতি মহাপুরুষগণ সাধারণতন্ত্রীদলের অধিনায়ক ছিলেন। ইহাঁদিগের সহিত কার্ব্বোন্নারোদলের অধিনায়কদিগের বিশেষ সহানুভূতি ছিল। আবশ্যক হইলে ইহাঁদিগের সাহায্য করিতে হইবে, এই ভাবিয়া কার্ব্বোন্যারোদলের অধিনায়কেরা আপনাদিগের কার্য্যচেতনা উদ্দীপিত করিতে লাগিলেন। ম্যাটসিনির উপর আদেশ হইল, তিনি টসকানীতে গিয়া কার্ব্বোন্যারিজম সম্প্রদায়ের শিষ্যসংখ্যা বর্দ্ধিত করেন। টস্‌কানী-যাত্রার পূর্ব্বদিন রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় তিনি এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, তৎকর্ত্তৃক দীক্ষিত সমস্ত শিষ্য সেই স্থানে তদাগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। এই সম্প্রদায়ের সমস্ত কার্য্য এত নিভৃত ভাবে সংসাধিত হইত যে, ম্যাটসিনির শিষ্যেরা কেহই জানিত না যে, তাহাদিগকে কোথায় যাইতে হইবে। যাহা হউক, এই শিষ্যবর্গ সমভিব্যাহারে ম্যাটসিনি অবশেষে লেগহরণে উপস্থিত হইয়া টসকানী ও অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসীদিগকে এই সম্প্রদায়ে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন।

এই স্থানে কার্লোবিনি নামে একজন কার্ব্বোন্যারো ম্যাটসিনির বিশেষ সহায়তা করেন। এই যুবকের হৃদয় অতি উদার ও পবিত্র এবং বুদ্ধিবৃত্তি অতি তেজস্বিনী ছিল। বাণিজ্যের অনুসরণে সতত ব্যস্ত

থাকায় ও তাৎকালিক মনুষ্য ও ঘটনাবলীর কৃতকার্য্যতার উপর বিশ্বাস না থাকায়, এমন উদারহৃদয় ও এতাদৃশী তেজস্বিনী বুদ্ধির বিস্ফুরণ সতত হইতে পারিত না। পারলৌকিক পুরস্কারের আশা ও বিশ্বাস বিনা অসাধারণ ধর্ম্মনৈতিক দৃঢ়তা ও অসীম আত্মত্যাগ সম্ভাবিত নয়—যাঁহাদিগের এরূপ বিশ্বাস, কার্লোবিনির চরিত্র তাঁহাদিগের বিশ্বাসের অমূলকতা সপ্রমাণ করিতে সমর্থ।

কার্লোবিনিও ম্যাটসিনির ন্যায় কার্ব্বোনারিজমের সঙ্কেতাদির উপর বিশেষ বিরক্ত ছিলেন। তথাপি তিনি যে কোনপ্রকার সভা স্থাপনের বিশেষ আবশ্যকতা স্বীকার করিতেন। ইঁহারা দুই জনে ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন মন্টিপল্‌সিয়ানো নগরে উপস্থিত হইলেন। এখানে এই সময়ে কসিমো ডেল্‌ফ্যান্টি নামক সাহসিক সৈনিক পুরুষের প্রশংসাসূচক গীতি করার অপরাধে গোয়েরাট্‌সি কারাগারে অবরুদ্ধ ছিলেন। বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট সকলের এত দূর আভ্যন্তরীণ দুর্ব্বলতা সংঘটিত হইয়াছিল যে, অধীন জাতি কোন বীরপুরুষের যশোগান করিয়া আপনাদিগের বিপজ্জনোম্মুখ আত্মাকে কথঞ্চিৎ উত্তোলিত করিতে গেলেও, তাহারা ভয়ে কম্পিত হইত। তাহাদিগের সাধ্য থাকিলে তাহারা ইতিহাসকে জগৎ হইতে নির্ব্বাসিত করিত সন্দেহ নাই। অবশেষে গোয়েরাট্‌সির সহিত তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা দেখিলেন, গোয়েরাট্‌সি সেই ভীষণ কারাগারে বসিয়াও তাঁহার "অ্যাসিডিও ডি ফিরেঞ্জ" নামক গ্রন্থের রচনায় নিমগ্ন আছেন। তিনি উপক্রমণিকাটি তাঁহাদিগের নিকট পাঠ করিয়া স্বয়ং এতদূর উত্তেজিত হইয়াছিলেন যে, মস্তকে জলসিঞ্চন দ্বারা তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিতে হইয়াছিল। স্বদেশের অতীত অবদানপরম্পরার উপর তাঁহার গভীর ভক্তি ও ভাবী মহত্ত্বের উপর তাঁহার অবিচলিত বিশ্বাস ছিল। যে সকল অদ্ভুত ঘটনা ইতালী ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে সংঘটিত হইবে, তাঁহার অতীব তেজস্বিনী কল্পনা তাঁহার মনোদর্পণে তাহাদিগের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত করিত। কিন্তু কি উপায়ে সেই মহৎ কার্য্য সকল সম্পাদিত হইবে, তদ্বিষয়ে তাঁহার বুদ্ধি কোন স্থিরতা অবলম্বন করিতে পারিত না। এই সময়ে মধ্যে মধ্যে তাঁহারা গিজো ও কুজিনদত্ত ঐতিহাসিক দার্শনিক উপদেশ সকল প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। গিজো ও কুজিনের মত সকল উন্নতিপক্ষপাতী ছিল; এই জন্য তাঁহাদিগের উপদেশ সকলের আগমনকাল তাঁহারা ঔৎসুক্যের সহিত প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন। ম্যাটসিনি ডান্টের "ডেলা মনার্কিয়া" নামক পুস্তক পাঠ করা অবধি এই মতের পক্ষপাতী হন। তিনি সেই অবধি এই মতটি অধিষ্ঠাত্রী-দেবতাস্বরূপ হৃদয়ে ধারণ করিয়া আসিতেছিলেন। এই জন্য তিনি গোয়েরাটসির নিকট গিজো ও কুজিনের উপদেশ সকলের বিশেষ প্রশংসা করিলেন। "উন্নতি—" তিনি বলিলেন, "উন্নতি প্রাণীদিগের প্রাণ, ঈশ্বরদত্ত প্রধান প্রসাদ, ঈশ্বরের অলঙ্ঘ্য বিধি; এই বিধির জ্ঞানে ও অনুসরণে মনুষ্যজাতির ভবিষ্যৎ অচিরাৎ উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত হইবে।"

গোয়েরাট্‌সি ঈষৎ হাসিলেন। তাঁহার হাস্যে যেন ঈশ্বরের অলঙ্ঘ্য বিধির প্রতি অবিশ্বাস মাখা ছিল। ম্যাটসিনির ঈশ্বরপরায়ণ হৃদয় ইহাতে ব্যথিত হইল। তিনি এত দূর বিরক্ত ও কাতর হইলেন যে, বিনির হস্তে তাঁহাদিগের আগমনের উদ্দেশ্য ন্যস্ত করিয়া গোয়েরাট্‌সির কারামন্দির পরিত্যাগপূর্ব্বক জেনোয়ায় প্রত্যাগত হইলেন।

জেনোয়ায় প্রত্যাগত হইয়া তিনি দেখিলেন যে, তাঁহাদিগের সম্প্রদায়ের অধিনায়কদিগের মধ্যে মনান্তর উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহার উপর আদেশ হইল, তিনি যেন তদীয় দীক্ষাগুরু ডোরিয়ার নিকট তাঁহার কার্য্যের কোন বিবরণ না দেন এবং ডোরিয়ার উপর আদেশ হইল, তিনি তৎকৃত কোন অজ্ঞাত অপরাধের দণ্ডস্বরূপ যেন কিছুকালের জন্য জেনোয়া নগর পরিত্যাগ করেন। একদিন প্রত্যূষে ম্যাটসিনি ব্যাভেরীগ্রামস্থ তদীয় জননীর বাসস্থান হইতে আসিতেছিলেন, এমন সময় পথিমধ্যে ডোরিয়ার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। ডোরিয়া কোথা হইতে আসিতেছিলেন, তাহা তিনি জানিতে পারিলেন না। কিন্তু এইমাত্র জানিতে পারিলেন যে, ডোরিয়া এই সম্প্রদায়ের উপর ক্রোধে অন্ধ হইয়াছেন এবং এই সম্প্রদায়ের প্রতি, ইহার উদ্দেশ্যের প্রতি ও ইহার নবদীক্ষিত সভ্যদিগের প্রতি হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছেন।

এই সময় ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে ফরাসীবিপ্লব উপস্থিত হয়। উক্ত সম্প্রদায়ের অধিনায়কেরা যেন সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ম্যাটসিনির ন্যায় যুবা সভ্যেরা গোলাগুলী প্রভৃতি যুদ্ধের উপকরণ-সামগ্রী সকল প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের তেজস্বিনী-কল্পনাবলে তাঁহারা যেন যুদ্ধক্ষেত্র সম্মুখে দেখিতে লাগিলেন। এমন সময় ম্যাটসিনি হঠাৎ একদিন আদেশ পাইলেন যে, তাঁহাকে লায়ন্ রুগ নামক হোটেলে যাইতে হইবে। তথায় মেজর কটিন্ নামক এক জন সেভয়বাসী সৈনিক

পুরুষের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইবে। সে পূর্ব্বেই এই সম্প্রদায়ের প্রথম শ্রেণীতে দীক্ষিত হইয়াছে, এক্ষণে তাহাকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে দীক্ষিত করিতে হইবে। এই সম্প্রদায়ের যুবা সভ্য সকল প্রাচীন সভ্যদিগের দ্বারা যেন যন্ত্রের ন্যায় চালিত হইতেন। এই জন্য ম্যাটসিনি মনে করিলেন—এ কার্য্যে তাঁহাকে নিযুক্ত না করিয়া উক্ত সৈনিকপুরুষের সহিত পরিচিত কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হইল না কেন—এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা অনাবশ্যক। সুতরাং তিনি দ্বিরুক্তি না করিয়া এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন। তথায় যাইবার পূর্ব্বে ম্যাটসিনির মনে মনে দৈবী শক্তিবলে কোন ভাবী অনিষ্টের আশঙ্কা উপস্থিত হইল। তাঁহার বোধ হইল যেন, তিনি কারারুদ্ধ হইবেন। এই জন্য তিনি জননীর পত্রের অভ্যন্তরে রফিনিদিগকে এই মর্ম্মে এক পত্র লিখেন এবং অনুরোধ করেন যে, যদি তিনি যথার্থই কারারুদ্ধ হন, তাহা হইলে তাঁহারা যেন জননীর শোকাপনোদন করিতে চেষ্টার ত্রুটি না করেন।

তাঁহার আশঙ্কা ফলবতী হইল। তিনি নির্দ্দিষ্ট দিবসে উক্ত হোটেলে উপস্থিত হইলেন। গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবার সময় একটি ঘরে প্যাসানো নামক উক্ত সম্প্রদায়ের একজন সভ্যকে দেখিতে পাইলেন; কিন্তু প্যাসানো এরূপ ভঙ্গী করিল, যেন তাঁহাকে চিনিতে পারিল না।

তিনি কটিনের বিষয় জিজ্ঞাসা করায়, একজন অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ পূর্ব্বক কটিন্‌কে দেখাইয়া দিল। কটিন্ দেখিতে খর্ব্বাকৃতি, তাহার চক্ষুর্দ্বয় সংপ্রবমান, তাহার আকৃতি দেখিয়াই যেন ম্যাটসিনির মনে কোন অসুখের ভাব উদিত হইল। কটিন্ সৈনিক-পরিচ্ছদে আবৃত ছিল না। সে ফরাসী ভাষায় কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিল।

ম্যাট্‌সিনি নির্দ্দিষ্ট সঙ্কেতদ্বারা কটিন্‌কে জানাইলেন যে, তিনি একজন সাম্প্রদায়িক ভ্রাতা এবং বলিলেন যে, তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য বোধ হয়, তাঁহার অবিদিত নাই। কটিন্ উত্তর না করিয়া তাঁহাকে নিজ শয্যাগৃহে লইয়া গেল এবং তাঁহার সম্মুখে জানুপরি বসিল। তদনন্তর ম্যাটসিনি নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে যষ্টি হইতে অসি নিষ্কোশিত করিয়া যেমন তাহাকে শপথ উচ্চারণ করাইতে যাইবেন, অমনি শয্যাপার্শ্বস্থ প্রাচীর-সংলগ্ন একটি গবাক্ষদ্বার দিয়া একটি অপরিচিত মুখ তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল। সেই অপরিচিত মুখ ক্ষণকালের জন্য ম্যাটসিনির প্রতি কঠোর দৃষ্টিপাত করিয়া গবাক্ষদ্বার পাতন পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইল। কটিন্ যেন ইহাতে লজ্জিত হইল এবং ম্যাটসিনিকে এ বিষয়ে উদ্বিগ্ন হইতে বারণ করিল, এবং বলিল যে, ঐ ব্যক্তি তাহার বিশ্বস্ত ভৃত্য বই আর কেহই নহে, আর গবাক্ষদ্বার রুদ্ধ করিতে ভুলিয়া যাওয়ার জন্য যে অপরাধ হইয়াছে, তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিল। অবশেষে দীক্ষাকার্য্য সমাপ্ত হইলে কটিন্ বলিল যে, সে অচিরাৎ কিছু দিনের জন্য নাইছ গমন করিবে, তথায় সেনামধ্যে সে অনেক কার্য্য করিতে পারিবে। কিন্তু নিজ স্মরণশক্তির উপর তাহার কোন বিশ্বাস নাই; এই জন্য তাহার প্রার্থনা, তিনি যেন স্বহস্তে দীক্ষামন্ত্রগুলি তাহাকে লিখিয়া দেন। ম্যাটসিনি ইহাতে অস্বীকৃত হইলেন এবং বলিলেন যে, এরূপ কার্য্য তাঁহার অভ্যাসের বিপরীত; তবে তিনি মন্ত্রগুলি মুখে বলিয়া দিতে পারেন, ইচ্ছা থাকিলে সে স্বয়ং সেগুলি লিখিয়া লইতে পারে। কটিন্ স্বীকৃত হইল এবং স্বহস্তে মন্ত্রগুলি লিখিয়া লইল। ম্যাটসিনি তাহার পর তাহার নিকট হইতে বিদায় লইলেন; কিন্তু এই ব্যাপারে তিনি অতিশয় বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হইলেন।

ম্যাটসিনি অবশেষে বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারিলেন যে, সেই অপরিচিত ব্যক্তি একজন ছদ্মবেশী পুলিস-কর্ম্মচারী। এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই ম্যাটসিনি পুলিসের হস্তে পতিত হইলেন। যৎকালে তিনি পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হন, তখন তাঁহার বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টের অনেকগুলি অভিযোগ ছিল। প্রথমতঃ গুলী প্রস্তুতকরণ, দ্বিতীয়তঃ বিনির নিকট হইতে সাঙ্কেতিক পত্রপ্রাপ্তি, তৃতীয়তঃ ত্রিবর্ণ কাগজে জুলাই মাসের তিন দিবসের ইতিহাস লেখেন, চতুর্থতঃ কটিন্‌কে কার্ব্বোন্যারো সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় শ্রেণীতে দীক্ষিতকরণকালে মন্ত্রোচ্চারণ এবং শেষতঃ অসিগর্ভ যষ্টি ব্যবহারকরণ। ম্যাটসিনি এক এক করিয়া সমস্ত অভিযোগ হইতে আপনাকে উন্মুক্ত করিলেন। গবর্ণমেণ্টের প্রজাপীড়ন করিবার ইচ্ছা অতিশয় বলবতী ছিল, কিন্তু কিরূপে প্রজাপীড়ন করিতে হয়, গবর্ণমেণ্ট তাহা জানিত না। ম্যাটসিনির গৃহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোড়ন করিয়াও গবর্ণমেণ্ট তাঁহার বিরুদ্ধে কোন কাগজপত্র পাইল না।

প্রটোলঙ্গ নামে যে কমিশনর ম্যাটসিনির বিচারার্থ নিযুক্ত হন, তিনি প্রমাণাভাবে ম্যাটসিনিকে দোষী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারিলেন না। গবর্ণমেণ্ট তথাপি তাঁহাকে ছাড়িতে পারিলেন না। ম্যাটসিনি পিয়াটসা সার্জ্জেনের শিবিরে অবরুদ্ধ থাকিতে আদিষ্ট হইলেন। এখানে একজন প্রাচীন কমিশনর কর্ত্তৃক তিনি পুনর্ব্বার পরীক্ষিত হইলেন। তিনি ম্যাটসিনির

প্রতি নানারূপ প্রশ্ন প্রয়োগ করিতে লাগিলেন; তথাপি তাঁহার নিকট হইতে কিছুই বাহির করিতে পারিলেন না। অবশেষে ক্লান্ত ও ক্রোধান্ধ হইয়া ম্যাটসিনিকে হতবুদ্ধি করিবার নিমিত্ত বলিলেন, "তুমি এখনও স্বীকার কর, তোমার সমুদয় বিষয় প্রকাশ হইয়া গিয়াছে, এখন গোপন করা বৃথা। তুমি অমুক দিন, অমুক সময় মেজর কটিন্ নামক কোন ব্যক্তিকে কার্ব্বোন্যারিজম সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় শ্রেণীতে দীক্ষিত করিয়াছিলে ?"

ভয়ে ম্যাটসিনির সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল, কিন্তু তিনি কথঞ্চিৎ ভয় সংবরণ করিয়া বলিলেন—"স্বকপোলকল্পিত মিথ্যাপবাদের অসত্যতা প্রমাণ করার চেষ্টা বিড়ম্বনামাত্র। আচ্ছা, যদি ইহা সত্য হয়, তবে আপনি কেন উক্ত মেজর কটিন্‌কে আমার সম্মুখীন করুন না।"

কিন্তু কমিশনর মেজর কটিন্‌কে ম্যাটসিনির সম্মুখীন করিতে পারিলেন না। কারণ, ম্যাটসিনির বিরুদ্ধে গোয়েন্দার কার্য্য গ্রহণ করার সময় কটিন্ গবর্ণমেণ্টকে এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করেন যে, তাঁহাকে যেন কোন মতেই বিচারস্থলে আনয়ন করা না হয়।

ম্যাটসিনি কিছুদিন সেই শিবিরেই অবরুদ্ধ রহিলেন। যে কয়েক দিন তিনি তথায় ছিলেন, সৈনিকেরা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া নানা প্রকার রহস্য-কৌতুক করিত। তিনি যেন তাহাদিগের ক্রীড়ার সামগ্রী হইয়া উঠিলেন। যত দিন তিনি শিবিরে আবদ্ধ ছিলেন, প্রতিদিনই গৃহ হইতে তাঁহার জন্য আহার্য্য দ্রব্যাদি আসিত। একদিন তাঁহার জননী আহারীয় দ্রব্যাদির অভ্যন্তরে একটি পেন্সিল্ পাঠাইয়া দেন। ম্যাটসিনি ধৌত করিবার নিমিত্ত বাটীতে যখন তাঁহার লিনেন্ জামা পাঠাইয়া দিতেন, সেই সময় সেই পেন্সিল্ দিয়া আপনার মন্তব্য কথা সেই জামায় লিখিয়া পাঠাইতেন। এই প্রকারে তিনি তাঁহার বন্ধুবান্ধবদিগকে গৃহস্থিত কতকগুলি কাগজপত্র নষ্ট করিয়া ফেলিবার উপদেশ দেন। সেই কাগজপত্রগুলি ধরা পড়িলে টস্কানীর অনেকগুলি কার্ব্বোন্যারোর প্রাণদণ্ড, নির্ব্বাসন বা কারারোধ হইত সন্দেহ নাই।

যৎকালে ম্যাটসিনি কারারুদ্ধ হন, তৎকালে মরেলি নামক একজন ব্যবহারাজীব, ডোরিয়া নামক একজন পুস্তকবিক্রেতা এবং প্যাসানো ও টোরি প্রভৃতি আরও অনেকগুলি কার্ব্বোন্যারো কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়।

একদিন ম্যাটসিনির পিতা জেনোয়ার গবর্ণর ভেনান্সনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁহার পুত্র কি কি অপরাধে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন ?" তদুত্তরে গবর্ণর বাহাদুর বলিলেন, "এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই, তথাপি যদি জানিতে ইচ্ছা কর, তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, তোমার পুত্রের বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ এবং তাহার প্রকৃতি অতি চিন্তাশীল; কিন্তু তাহার চিন্তার বিষয় যে কি, তাহা সে জিজ্ঞাসা করিলেও কোনমতে প্রকাশ করে না। আর সে রজনীতে নির্জ্জন প্রদেশে ভ্রমণ করিতে অতিশয় ভালবাসে। এরূপ তীক্ষ্ণধীশক্তিসম্পন্ন যুবকবৃন্দ—যাহাদিগের গভীর চিন্তার বিষয় গবর্ণমেণ্টের নিকট অবিদিত—কখন গবর্ণমেণ্টের প্রীতিভাজন হইতে পারে না।"

একদিন রজনীতে ম্যাটসিনি গভীর নিদ্রায় অভিভূত আছেন, এমন সময় দুইজন সৈনিকপুরুষ আসিয়া তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ তাহাদের অনুবর্ত্তন করিতে বলিল। ম্যাটসিনি মনে করিলেন, তাঁহাকে বুঝি আবার পরীক্ষা করিবে বলিয়া লইয়া যাইতেছে। কিন্তু যখন তাহারা তাঁহাকে বস্ত্রাদি সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে বলিল, তখন তিনি বুঝিলেন যে, তাঁহাকে এ শিবির পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে হইবে। তখন তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহাকে কোথায় যাইতে হইবে। তদুত্তরে তাহারা বলিল যে, তাঁহার নিকট তাহা ব্যক্ত করার নিষেধ আছে। তখন হঠাৎ স্নেহময়ী জননীর কথা ম্যাটসিনির মনে উদিত হইল। জননী যদি পরদিন জানিতে পারেন যে, তাঁহার পুত্রকে স্থানান্তরে লইয়া গিয়াছে, তাহা হইলে পুত্রের জীবন-বিষয়ে হতাশ হইয়া হয় ত তিনি আত্মহত্যা করিবেন। এই জন্য ম্যাটসিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, বলচালিত না হইলে জননীকে পত্র না লিখিয়া তিনি এক পাদও বিচলিত হইবেন না। সৈনিকদ্বয় অনেক চিন্তার পর আপনাদিগের দলপতির সহিত পরামর্শ করিয়া ম্যাটসিনিকে পত্র লিখিতে অনুমতি প্রদান করিল। ম্যাটসিনি জননীকে এই মর্ম্মে কতিপয় পংক্তি লিখিলেন যে, তিনি শিবির পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতেছেন বটে, কিন্তু তজ্জন্য তাঁহার কোন ভয়ের কারণ নাই। পত্র সমাপ্ত হইলে তিনি সেই সৈনিকপুরুষদিগের অনুগমন করিলেন। শিবির-দ্বারে তাঁহার জন্য একখানি সিডান চেয়ার প্রস্তুত ছিল। ম্যাটসিনি ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবামাত্র সৈনিকেরা ইহা অবরুদ্ধ করিয়া দিল। এই সময় হঠাৎ দূর হইতে অশ্বের পদশব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। বোধ হইল, যেন, কোন অশ্বারোহী বহুদূর হইতে অতিবেগে আগমন করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে অশ্ব সমীপবর্ত্তী

হইল এবং "ভয় নাই! ভয় নাই! প্রফুল্ল হও! প্রফুল্ল হও!" পিতৃদেবের এই চিরপরিচিত স্বর ম্যাটসিনির কর্ণকুহরে অমৃত-বর্ষণ করিল।

ম্যাটসিনির পিতা পুত্রের স্থানান্তরীকরণ-বৃত্তান্ত কোথা হইতে শুনিয়াছিলেন, ম্যাটসিনি তাহা জানিতে পারেন নাই। ম্যাটসিনির পিতা সেই স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র সৈনিকেরা যেরূপ নিষ্ঠুরতার সহিত তাঁহাকে তথা হইতে দূরীকৃত করিয়া দিল, ম্যাটসিনি পিতার করস্পর্শ-জনিত সুখেও যাহাতে বঞ্চিত হন, সেই অভিপ্রায়ে যেরূপ নিষ্ঠুরতার সহিত তাঁহাকে সিডান্ চেয়ার হইতে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া বন্দিশকটে আরোপিত করিল,—যেরূপ নিষ্ঠুরতার সহিত তাহারা ম্যাটসিনির দুঃখে কাতর সমীপবর্ত্তী কোন যুবকের প্রতি যেন গ্রাস করিবার মানসে ধাবমান হইল,—ওরূপ নিষ্ঠুরতার নিদর্শন ম্যাটসিনি পূর্ব্বে আর কখন দেখেন নাই। যে যুবক অদূরে দাঁড়াইয়া ম্যাটসিনির দুঃখে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছিলেন, তাঁহার নাম অগষ্টিনো রফিনি। এই পরিবারের সহিত ম্যাটসিনির ভ্রাতৃভাব ছিল। ইহার অনতিকাল পরেই এই অনুপম যুবক নির্ব্বাসিত হইয়া কয়েক বৎসরের মধ্যেই স্কটলণ্ডের পার্ব্বত্য প্রদেশে মানবলীলা সংবরণ করেন। হৃদয়ের কোমলতা, বুদ্ধিবৃত্তির গভীরতা এবং আত্মার অপাপবিদ্ধতা প্রভৃতি গুণে তাঁহার নাম, শুদ্ধ ইতালীর কেন, স্কটলণ্ডের অধিবাসীদিগের চিত্তপটে চির অঙ্কিত হইয়াছিল।

দেখিতে দেখিতে বন্দিশকট সেণ্ট অ্যাণ্ড্রিয়া কারাগারের সম্মুখে উপস্থিত হইল। সেই কারাগার হইতে একজন বন্দী আনীত ও শকটমধ্যে প্রবেশিত হইল। এই বন্দীর পাদ হইতে চক্ষু পর্য্যন্ত সমস্ত শরীর বস্ত্রে আচ্ছাদিত ছিল; তথাপি ম্যাটসিনি তাহাকে প্যাসানো বলিয়া চিনিতে পারিলেন। প্যাসানোর সহিত বন্দুকধারী দুই জন সৈনিকপুরুষ ছিল। তন্মধ্যে এক জন লায়ন্ রুগ হোটেলের সেই গুপ্তচর।

বন্দিশকট পুনরায় প্রবাহিত হইল এবং অনতিবিলম্বে সেভোনার দুর্গের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। দুই বন্দীই দুর্গের অভ্যন্তরে নীত ও তৎক্ষণাৎ পৃথক্কৃত হইলেন। পূর্ব্বে তাঁহাদিগের আসার কোন সংবাদ ছিল না, এই নিমিত্ত তাঁহাদিগের জন্য কোন গৃহ প্রস্তুত করিয়া রাখা হয় নাই। এই জন্য ম্যাটসিনিকে প্রথমে এক অন্ধকারময় স্থানে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হয়। তথায় সেভোনার গবর্ণর ডিমেরি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। সেই সপ্ততিবর্ষবয়স্ক বৃদ্ধ পুরুষ বক্রোক্তি পূর্ব্বক ম্যাটসিনিকে বলিলেন—"তুমি অনেক রজনী বিদ্রোহী-সভায় জাগরণে অতিবাহিত করিয়াছ, অনিদ্রায় ও চিন্তায় তোমার শরীর ও মন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে; আশা করি, এক্ষণে এই নির্জ্জন ও নিভৃত প্রদেশে বিশ্রাম লাভ করায় অনিদ্রা ও চিন্তাজনিত ক্লম অপনীত হইবে।" ম্যাটসিনি তাঁহার নিকট একটি চুরুট প্রার্থনা করায় আবার বক্রোক্তি পূর্ব্বক বলিলেন—"আমি জেনোয়ার গবর্ণরের নিকট এ বিষয়ে লিখিয়া পাঠাইব। তিনি যদি অনুমতি করিয়া পাঠান, তাহা হইলে আমার দিবার কোন আপত্তি থাকিবে না।" এই বলিয়া গবর্ণর প্রস্থান করিলেন। ম্যাটসিনি কারারুদ্ধ হওয়া অবধি অনেকবার অবমানিত হইয়াছেন, অনেক যন্ত্রণা পাইয়াছেন, তথাপি ম্যাটসিনির চক্ষু দিয়া এক বিন্দুও জল কখন পতিত হয় নাই। কিন্তু আজ গবর্ণর চলিয়া গেলে—তাঁহাবা গর্ব্বিত নয়ন ভেদ করিয়া গুটিকত অশ্রুবিন্দু নিপতিত হইল। কিন্তু এ অশ্রু দুঃখের অশ্রু নহে—কাতরতার অশ্রু নহে—ক্রোধের অশ্রু; পিঞ্জরবদ্ধ সিংহের ক্রোধাশ্রু; ক্রোধের কারণ এই যে, তিনি এরূপ ঘৃণিত ও পাষণ্ডদিগের হস্তে নিপতিত হইয়াছেন।

গবর্ণরের সহিত কথোপকথনের এক ঘণ্টার মধ্যে তিনি তাঁহার নবনির্ম্মিত গৃহপিঞ্জরে আবদ্ধ হইলেন। এই নবগৃহ সেই দুর্গের শিখরোপরি অবস্থিত ছিল। সুতরাং সেখান হইতে অনন্ত সাগরের লহরীলীলা ভিন্ন আর কিছুই অবলোকন করা যাইত না। ইহাও ম্যাটসিনির পক্ষে তখন সামান্য সুখের বিষয় হইল না। যখনই তিনি তদীয় গৃহপিঞ্জরের লৌহজালবদ্ধ গবাক্ষ দিয়া নয়ন প্রসারণ করিতেন, তখনই অনন্ত সাগর ও আকাশ—প্রকৃতির দুই প্রকাণ্ডতম পদার্থ—তাঁহার নয়নপথে পতিত হইত। সেই গৃহটি এত উচ্চে অবস্থিত ছিল যে, তথা হইতে মৃত্তিকা দেখা যাইত না। অনিলদেব যখন সেই গবাক্ষের দিকে প্রবাহিত হইতেন, তখনই সুদূর হইতে জালোপজীবীদিগের আনন্দগীতি শুনিতে পাওয়া যাইত। প্রথম মাসে ম্যাটসিনির হস্তে কোন পুস্তক প্রদত্ত হয় নাই; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এই সময় ডি মেরির পরিবর্ত্তে ক্যাভালীয়ার ফণ্টানা নামক একজন সদাশয় ব্যক্তি সেভোনার গবর্ণরের পদে অভিষিক্ত হন। ইনি দয়া করিয়া একখানি বাইবল, একখানি ট্যাসিটস্ ও একখানি বাইরণ ম্যাটসিনির হস্তে প্রদান করেন। এখানে একটি ক্ষুদ্র পক্ষী তাঁহার একমাত্র কারাসহচর ছিল। ইহার সুমিষ্ট রব ও বিবিধ গতি দ্বারা অনেক সময় তাঁহার মানসিক ক্লেশ অপনীত হইত।

তাঁহার সদয় কারাধ্যক্ষ সার্জেণ্ট অ্যাণ্টোনীটি, দৈনন্দিন কারাপ্রহরী, ক্যাটেরিনা নামক পীডমণ্টিস্ রমণী—যিনি প্রত্যহ তাঁহার আহার-সামগ্রী আনয়ন করিতেন, —এবং গবর্ণর ফণ্টানা—মানবজাতির এই কয়েকজনমাত্র সেই কারাগারে তাঁহার নয়নপথে পতিত হইতেন। অ্যাণ্টোনীটি প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে অবিচলিত গাম্ভীর্য্যের সহিত ম্যাটসিনিকে বলিতেন,—"যদি আমি কোন বিষয়ে আদেশ প্রদান করি ?" তদুত্তরে ম্যাটসিনি প্রায়ই বলিতেন,—"হাঁ, কিসের আদেশ, তাহা আমি বুঝিয়াছি, আমায় জেনোয়ায় লইয়া যাইবার জন্য একখানি শকটের।"

ফণ্টানা একজন বৃদ্ধ সৈনিকপুরুষ। ইতালীতেই তাঁহার জন্ম; মাতৃভূমির দুঃখে তিনি কাতর ছিলেন না, এরূপ নহে। কিন্তু তাঁহার মনে এই গভীর প্রতীতি জন্মিয়াছিল যে, কার্ব্বোন্যারো সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য কেবল লুণ্ঠন, ধর্ম্মের নির্ব্বাসন এবং প্রকাশ্য স্থানে নরবলি প্রদান ইত্যাদি। ম্যাটসিনির ন্যায় এমন যুবকের মনে এরূপ ভ্রম প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া তাঁহার জন্য তিনি অতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিতেন এবং সদয় ব্যবহারে তাঁহাকে সৎপথে আনিবার নানা প্রকার চেষ্টা করিতেন। অধিক কি, তিনি কর্ত্তৃপক্ষের উপদেশ লঙ্ঘন করিয়াও প্রতিদিন সায়ংকালে তাঁহার ও তদীয় পত্নীর সহিত কাফি পান করিবার নিমিত্ত ম্যাটসিনিকে নিমন্ত্রণ করিতেন।

ইত্যবসরে ম্যাটসিনি জেনোয়াস্থিত বন্ধুদিগের সাহায্যে নির্ব্বাণোন্মুখ কার্ব্বোন্যারিজম্ সম্প্রদায়ের প্রকৃত জীবনের স্ফুলিঙ্গ উত্থাপিত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রতি দশম দিবসে তিনি জননীর নিকট হইতে একখানি করিয়া হস্তলিপি প্রাপ্ত হইতেন। এই হস্তলিপি খোলা অবস্থায় আসিত এবং তাঁহার হস্তে প্রদত্ত হওয়ার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী দ্বারা পরীক্ষিত হইত। জননীর পত্রের উত্তর দিতে তিনি পারিতেন বটে; কিন্তু অ্যাণ্টোনীটির সাক্ষাতে তাঁহাকে উহার উত্তর লিখিতে হইত এবং তাঁহারই হস্তে খোলা অবস্থায় ইহা দিতে হইত। গবর্ণমেণ্টের এতদূর সতর্কতাতেও বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত তাঁহার ষড়যন্ত্র নির্ব্বিবাদে চলিতেছিল। তাঁহাদিগের সহিত ম্যাটসিনির এরূপ সঙ্কেত ছিল যে, তিনি জননীকে যে চিঠি লিখিবেন, তাহার একটি অন্তর প্রত্যেকপদের প্রথম অক্ষরগুলি একত্র করিলে যে লাটিন্ পদগুলি প্রস্তুত হইবে, সেইগুলিই তাঁহাদিগের মনোযোগের বিষয়। এইরূপ সাঙ্কেতিক উপায় অবলম্বন করিয়া তাঁহার বন্ধুবান্ধব ও তাঁহার জননীর পত্রে আপনাদিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া পাঠাইতেন।

এইরূপে তিনি বন্ধুদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন, তাঁহারা যেন তাঁহার পরিচিত কার্ব্বোন্যারোগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার প্রস্তাব সকল ব্যক্ত করেন। কিন্তু তৎকালে কার্ব্বোন্যারোগণ এতদূর ভীত ও চকিত হইয়াছিলেন যে, ম্যাটসিনির বন্ধুবর্গের প্রস্তাবে কর্ণপাতও করিলেন না।

এই সময় পোলণ্ডে অন্তর্বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। ম্যাটসিনি বন্ধুদিগের নিকট হইতে এই সংবাদ পাইয়া যৌবনসুলভ অসাবধানতা বশতঃ ফণ্টানাকে ইহা বলিয়া ফেলিলেন। ফণ্টানা কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে তাঁহাকে বলিয়া গিয়াছেন যে, এক্ষণে ইউরোপের সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করিতেছে। ম্যাটসিনি কেমন করিয়া এই সংবাদ পাইলেন ভাবিয়া গবর্ণর বিস্মিত হইলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, ম্যাটসিনির সহিত কোন ভূতযোনির কথোপকথন হইত। এই ঘটনায় এই বিশ্বাস এখন হইতে আরও দৃঢ়ীভূত হইয়া গেল।

যাহা হউক, কার্য্যকালে ভীতি, কোন অবিচলিত বিশ্বাস বা নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্যের অভাব এবং অন্যান্য কারণে ম্যাটসিনির মনে প্রতীতি জন্মিল যে, কার্ব্বোন্যারিজম্ সম্প্রদায় এখন আর জীবদ্দশায় নাই। সুতরাং মৃতদেহে জীবন-সঞ্চার করার বৃথা চেষ্টায় সময় ও শক্তি পর্য্যবসিত না করিয়া, জীবিত ব্যক্তিদিগকে উত্তেজিত করিলে এবং নব ভিত্তির উপর নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করিলে, অধিকতর মঙ্গল সংসাধিত হইবে।

এই কারাবাসের সময়েই ম্যাটসিনির মনে "নব্য ইতালী" নামক সমাজ-সংস্থাপনের কল্পনা উদিত হয়। কি কি মূল মতের উপর এই সমাজ-মন্দির সংস্থাপিত হইবে, ইহার সভ্যদিগের পরিশ্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই বা কি হইবে, ইহার ঘটনা-প্রণালীই বা কিরূপ হইবে, ইহার সৃষ্টিবিষয়ে তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য কিরূপ লোকই বা মনোনীত করিতে হইবে এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশের বর্ত্তমান বিদ্রোহী দলের কার্য্য-প্রণালীর সহিত ইহার কার্য্য-প্রণালী কি সূত্রেই বা সংবদ্ধ করা যাইতে পারে ইত্যাদি গুরুতর বিষয়ের গভীর চিন্তায় তাঁহার দিবা-রজনী অতিবাহিত হইত।

তিনি এবং তাঁহার বন্ধুবর্গ সংখ্যায় অল্প, বয়সে কনিষ্ঠ এবং ধন ও প্রভাবে দরিদ্র ছিলেন। তথাপি তাঁহার প্রতীতি জন্মিল যে, যে ইতালীবাসীর হৃদয় এক দিন স্বাধীনতার নামে মাতিয়া উঠিত, যে ইতালীবাসীর হৃদয় আজ উত্তাপ অভাবে শীতল

হইয়া পড়িয়াছে, সেই ইতালীবাসীর হৃদয়কে উত্তাপিত ও উত্তেজিত করিতে পারিলে তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য অবশ্যই সফল হইবে—ইতালীর পুনরুদ্ধার অবশ্যই সংসাধিত হইবে।

সাধারণ লোকসমূহ হইতেই জাতীয় সমস্ত সুমহৎ কার্য্যের সূত্রপাত হয়। আপনার কার্য্যকরী শক্তির উপর অটল বিশ্বাস এবং অবিচলিত ইচ্ছা—সাধারণ লোকসমূহের একমাত্র বল। সময়ের দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান ও নানা প্রকার বাধাবিপত্তিও এ বলের প্রতিরোধ করিতে পারে না। কার্য্যের সূত্রপাত হইলে, তখন সম্ভ্রান্ত লোক সাধারণ লোকসমূহের অনুগমন করেন এবং ধনসম্পত্তি ও মানসম্ভ্রম দ্বারা আরব্ধ কার্য্যের সমর্থন ও বহন করিয়া থাকেন। সময়ে সময়ে এরূপও ঘটে যে, সম্ভ্রান্ত লোকের সংস্রবে আরব্ধ কার্য্যের লক্ষ্যেরও পরিবর্ত্তন হইয়া যায়।

ইতালীর অতীত ইতিহাস ও সামাজিক গঠনপ্রণালী পর্য্যালোচনা করিয়া ম্যাট্‌সিনি একতা ও সাধারণতন্ত্র—এই প্রস্তাবিত সমাজের লক্ষ্য নির্দ্ধারিত করিলেন। তিনি যে শুদ্ধ ছিন্ন-ভিন্ন, উৎপীড়িত ও অবনত ইতালীরই প্রদেশ সকলে একতা ও সাধারণতন্ত্র সংস্থাপিত করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিলেন, এরূপ নহে; ইতালীতে একতা ও সাধারণতন্ত্র সংস্থাপন করা তাঁহার চরম লক্ষ্য রহিল।

ইতালী যে একদিন স্বাধীন হইবে, ইতালীতে যে একদিন একতা ও সাধারণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে এবং ইতালীর সাহায্যে যে এক দিন সমস্ত ইউরোপের একতা ও সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহা যেন তিনি নখদর্পণে দেখিতে লাগিলেন, তাহা তাঁহার জীবন্ত বিশ্বাসে পরিণত হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—ইতালী যখন স্বাধীন হইবে, ইতালীতে যখন একতা ও সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন সেই এক, স্বাধীন ও সাধারণতন্ত্রী ইতালীর কোন নিভৃত স্থানে যদি তিনি তাঁহার কষ্টযন্ত্রণাপূর্ণ জীবনের এক বৎসরও অতিবাহিত করিতে পারেন, তাহা হইলেও আপনার জীবনকে সার্থক বলিয়া মনে করিবেন।

এতদিন তাঁহার হৃদয়াকাশ চিন্তামেঘে আচ্ছন্ন ছিল; আজ সেই হৃদয়াকাশ এই ভাবের বিদ্যুদ্বিকাশে সহসা উজ্জ্বলিত হইল। তিনি যেন দেখিতে পাইলেন, চিরনিদ্রোত্থিত ইতালী জগতে—উন্নতি ও ভ্রাতৃভাব,—এই নবীন ও অভূতপূর্ব্ব ধর্ম্ম উদ্‌ঘোষিত করিতেছে। পূর্ব্বে ইতালী জগতে যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিল, এই নবধর্ম্মের সহিত তাহার তুলনা নাই।

রোম—যে রোম এক দিন জগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ছিল—যে রোম এক দিন জগতের একতার মধ্যবিন্দু ছিল—যে রোম একদিন জগতের একমাত্র জীবন ছিল—সেই রোমই এখন ম্যাট্‌সিনির জীবনের উপাস্য দেবতা হইয়া উঠিল। রোম ব্যতীত জগতের শাসনভার দুইবার গ্রহণ করা আর কোন রাজ্যেরই ভাগ্যে ঘটে নাই। তথায় জীবন এক দিন অনন্ত ও মৃত্যু অজ্ঞাত ছিল। গ্রীসীয় সভ্যতার পরে যে রোম জগতের সভ্যতার নেতা ছিল সেই সাধারণতন্ত্রী রোম—সেই রোম—সীজরদিগের হস্তে যে রোমের জীবিত পর্য্যবসান হয়—তিনি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলেন—যেন সেই রোম এক্ষণে নবজীবন প্রাপ্ত হইয়া অতীত জগৎকে স্মরণপথের অতীত করিয়াছে, যেন তাহার নবীন জয়পতাকা সমস্ত জগতে উড্ডীন করিয়াছে, যেন স্বত্ব ও স্বাধীনতার স্রোত সমস্ত জগতে প্রবাহিত করিতেছে।

ইহার প্রথম পতনের পর লোকে যখন ইহার জন্য শোকে অভিভূত ছিল, তখনই ইহা আবার উঠিল, আবার বৃহত্তর আকার ধারণ করিল, আবার জগতের অন্য প্রকার একতার মধ্যবিন্দু হইল। এক সময়ে ইহা পার্থিব বিধির অধিনায়ক ছিল, এক্ষণে ইহা স্বর্গীয় বিধির অধিনায়ক হইল এবং জগতের হৃদয়ে স্বত্বের পরিবর্ত্তে কর্ত্তব্যের ভার অঙ্কিত করিল।

"রোম যদি একবার পড়িয়া আবার উঠিয়াছিল, তবে কেন তৃতীয়বার উঠিবে না? তবে কেন নূতন রোম—ইতালীর সাধারণ লোকের রোম—তৃতীয় যুগের সৃষ্টি করিবে না? কেন ইতালীতে বিস্তৃততর একতার ভিত্তি সংস্থাপিত করিবে না? কেন স্বত্ব ও কর্ত্তব্যের সামঞ্জস্যবিধান দ্বারা পৃথিবী ও স্বর্গকে একসূত্রে সংবদ্ধ করিবে না? কেন—শুদ্ধ ব্যক্তিমাত্রের নিকট নয়—জাতিমাত্রেরই নিকট 'সমাজ' এই শব্দটি উদ্‌ঘোষিত করিবে না? এবং কেনই বা স্বাধীন ও সম ব্যক্তিমাত্রকেই তাহাদিগের ইহলোকের কর্ত্তব্যের উপদেশ দিবে না?"

কারাধ্যক্ষ আণ্টোনীটি ও গবর্ণর ফণ্টানার সহিত তাঁহার মতবিষয়ে দৈনন্দিন বিবিধ তর্ক-বিতর্কের পর যাহা কিছু সময় পাইতেন, তাহাতে তিনি তাঁহার গৃহপিঞ্জরে বসিয়া এইরূপ চিন্তায় অতিবাহিত করিতেন। ইহার পর নির্ব্বাসিত অবস্থায় ইংলণ্ডের ক্ষুদ্র কুটীরে বসিয়া যখন তিনি আত্মজীবনবৃত্তান্ত লিখেন, তখনও এ গভীর চিন্তা সকল তাঁহাকে

পরিত্যাগ করে নাই। তাঁহার জীবদ্দশায় এই সকল কারণে তাঁহাকে কেহ অসম্ভবানুসারী, কেহ বা উন্মত্ত বলিয়া উপহাস করিত। কিন্তু তিনি নিশ্চয় জানিতেন যে, তাঁহার এই চিন্তা সকল কখনই উন্মাদ-বিজৃম্ভিত নহে। এমন দিন অবশ্যই আসিবে, যখন সেগুলি প্রকৃত ঘটনায় পরিণত হইবে।

যাহা হউক, তিনি দেখিলেন, যে সকল উপায়ে ইতালীর পুনরুদ্ধারসাধন করিতে হইবে, সেগুলি শুদ্ধ রাজনৈতিক নহে, বরং অধিকতর নৈতিক। বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট সকলের উচ্ছেদসাধন করিলেই যে ইতালীর উদ্ধার সাধিত হইবে, তাহা তাঁহার বিশ্বাস ছিল না। তিনি জানিতেন যে, ইতালীর অধিবাসীদিগের নৈতিক উন্নতি ব্যতীত কখন চিরস্থায়ী মঙ্গল সংসাধিত হইবে না।

এ দিকে ম্যাটসিনির বিচারের ভার টিউরিণের সিনেটারদিগের কমিটীর হস্তে অর্পিত হইল। গবর্ণমেণ্ট কটিনের নিকট যে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ ছিলেন, তাহাতে তাঁহার বিরুদ্ধে একমাত্র সাক্ষী লায়ন্ রুগ্ হোটেলের সেই ছদ্মবেশী পুলিস-কর্ম্মচারী। কিন্তু ম্যাটসিনির নিজের অস্বীকার এই একমাত্র সাক্ষ্যের সমতুল্য, সুতরাং ইহা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, সিনেটারেরা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবেন এবং তিনি নবীন উৎসাহের সহিত পুনর্ব্বার কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন। বস্তুতঃও সিনেটারেরা তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন। কিন্তু জেনোয়ার গবর্ণর ভেনান্দন্ ইহাতে আপনাকে অপমানিত মনে করিয়া কার্লো ফেলিসের চরণে গিয়া শরণাপন্ন হইলেন; বলিলেন, তিনি স্বয়ং যে প্রমাণের বিষয় অবগত আছেন, তাহাতে তিনি শপথ করিয়া বলিতে পারেন যে, ম্যাটসিনি অপরাধী এবং গবর্ণমেণ্টের ভয়ের কারণ। কার্লো ফেলিস্ গবর্ণরের কাতরতায় মুগ্ধ হইয়া ম্যাটসিনির আত্মগত স্বত্ব, তাঁহার বিচারকদিগের আদেশ, তাঁহার জনক-জননীর নিস্তব্ধ ক্রন্দন, সকলই পদদলিত করিলেন। তিনি ম্যাটসিনিকে এই মর্ম্মে সংবাদ দিয়া পাঠান যে, তিনি জেনোয়া টিউরিণ এবং তৎসদৃশ অন্যান্য বড় বড় নগরে অথবা লিগিউরিয়ান্ উপকূলের কোন স্থানে অবস্থিতি করার আশা যেন পরিত্যাগ করেন। অ্যাষ্টি, আকুই, ক্যাসেইল্‌স প্রভৃতি ইতালীর অভ্যন্তরস্থ কোন ক্ষুদ্র নগরে তাঁহাকে বাসস্থান মনোনীত করিতে হইবে, অথবা তাঁহাকে কোন অনিশ্চিত কালের জন্য নির্ব্বাসনে যাইতে হইবে। এই নির্ব্বাসনের অবসান তাঁহার চরিত্র ও রাজানুগ্রহের উপর নির্ভর করিবে।

কার্লো ফেলিসের আদেশানুসারে সৈনিক পুরুষ দ্বারা তাঁহাকে জেনোয়ায় লইয়া যাওয়া হইল এবং তথায় শুদ্ধ অতি নিকট-সম্বন্ধে সংবদ্ধ ব্যক্তিদিগের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ করাইয়া তাঁহাকে নির্ব্বাসনে পাঠান হইল। ম্যাটসিনির পিতা পুত্রকে এই যাতনা হইতে রক্ষা করিবার জন্য কার্লো ফেলিসের আদেশের মর্ম্ম সেভোনায় আসিয়া স্বয়ং তাঁহাকে অবগত করান।

যৎকালে ম্যাটসিনির উপর এই কঠোর আদেশ প্রদত্ত হয়, তখন প্যাসানো কর্শিকার অধিবাসী বলিয়া এবং অ্যাঙ্কোনা নগরে কিছু দিন ফ্রেঞ্চ কন্‌সলের পদে অভিষিক্ত ছিলেন বলিয়া কারামুক্ত হন। তৎকালে সকল রাজতন্ত্র গবর্ণমেণ্টই ফ্রান্সকে হৃদয়ের সহিত ঘৃণা করিত, অথচ তাহার তোষামোদ, তাহার আদেশ প্রতিপালন এবং যে কোন প্রকারে তাহার তুষ্টিবিধান করিতে ত্রুটি করিত না।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ম্যাটসিনি কারামুক্ত হন। ইহার অনতিপূর্ব্বে ইতালীর অভ্যন্তরে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল। ম্যাটসিনি শুনিলেন যে, নির্ব্বাসিত ব্যক্তিগণ ইতালীর সীমাভিমুখে ধাবমান হইতেছেন এবং তথায় ফ্রান্সের নূতন গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে সাহায্য ও আশাদান দ্বারা প্রোৎসাহিত করিতেছেন। সুতরাং ম্যাটসিনি নির্ব্বাসনই স্বীকার করিলেন। তিনি দেখিলেন, যদি তিনি পীডমণ্টের কোন ক্ষুদ্র নগরে অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে পুলিসের সতত নির্য্যাতনে তিনি অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবেন এবং সামান্য সন্দেহে পুনরায় কারারুদ্ধ হইতে পারেন। এ জন্যও তিনি নির্ব্বাসনই শ্রেয়ঃকল্প মনে করিলেন। তিনি দেখিলেন যে, নির্ব্বাসন তাঁহাকে পুনর্ব্বার স্বাধীনতায় পুনঃসংস্থাপিত করিবে। কিন্তু তিনি তখন ভাবিয়াছিলেন যে, এ নির্ব্বাসন অতি অল্পদিন-স্থায়ী হইবে। তিনি এই আশ্বাসবাক্যেই বিদায়কালে পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা করিলেন। যাইবার সময় পিতাকে বলিলেন—"পিতঃ, আপনি কাতর হইবেন না, আমি অচিরকালমধ্যেই স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিব।" কিন্তু তখন তিনি জানিতে পারিলেন না যে, তিনি এ জীবনের মত আর পিতৃমুখ দেখিতে পাইবেন না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ম্যাটসিনি পিতার নিকট জন্মের মত বিদায় লইয়া দেশান্তরবাসে নির্গত হইলেন। তিনি

সেন্তয়ের মধ্য দিয়া গমন করিয়া সিনিস্ পর্ব্বতের আধিত্যকাপ্রদেশে পর্য্যটনানন্তর জেনিভায় অবতরণ করেন। জেনিভা হইতে ফ্রান্সে গমনপূর্ব্বক তথায় রাজাদেশ পর্য্যন্ত দেশান্তরবাসকাল অতিবাহিত করিবেন—এইরূপ সঙ্কল্প করিলেন। তৎকালে ম্যাটসিনির মাতুল ফ্রান্সে অবস্থিতি করিতেন। এই জন্য ম্যাটসিনির জননী পূর্ব্বেই স্থির করেন যে, পুত্রের ফ্রান্সে ভ্রমণ ও অবস্থিতিকালে তদীয় ভ্রাতাই তাঁহার সহচর থাকিবেন। ম্যাটসিনির মাতুল বহুদিন পর্য্যন্ত ফ্রান্সে অবস্থিতি করিতেছেন, সুতরাং ম্যাটসিনির ভ্রমণসহচরত্ব কার্য্যে ব্রতী হইবার তিনি সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিলেন।

সুইজরলণ্ডে যাইয়া ম্যাটসিনি সর্ব্বপ্রথমেই সাধারণতন্ত্রী ইতিবেত্তা সিস্মণ্ডির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি ও তদীয় পত্নী উভয়েই ম্যাটসিনিকে অতিশয় সহৃদয়তার সহিত গ্রহণ করিলেন।

সিস্মণ্ডি এই সময় "ফ্রান্সের ইতিবৃত্ত" নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেছিলেন। তাঁহার আকৃতি হৃদয়গ্রাহিণী ও বিনয়নম্র, তাঁহার স্বভাব সরল ও অমায়িক এবং তাঁহার হৃদয় সম্পূর্ণরূপে ইতালীয় ছিল। তিনি সস্নেহ ঔৎসুক্যের সহিত ম্যাটসিনির নিকট ইতালীর বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ইতালীয়েরা যে অষ্টাদশ শতাব্দীর মত সকলের অনুবর্ত্তন করিতেছেন, তজ্জন্য তিনি আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিলেন; কিন্তু এই বলিয়া আবার আপনিই ইহার মীমাংসা করিলেন যে, সংঘর্ষকালে এরূপ ভাব অনিবার্য্য। সিস্মণ্ডি ইতালীয়দিগের মতের অপযশ করিলেন বটে; কিন্তু তাঁহার নিজের মতও সম্পূর্ণ উদার ছিল না। তদীয় বুদ্ধি—অধিকার ও অধিকারের অবশ্যম্ভাবিফলস্বরূপ স্বাধীনতামাত্র উপলব্ধি করিতে পারিত; কিন্তু স্বাধীনতার সহিত একতার সামঞ্জস্যের আবশ্যকতা ও সম্ভবপরতা উপলব্ধি করিতে পারিত না। তিনি ইচ্ছা করিতেন যে, সুইজরলণ্ডের ন্যায় ইতালীর বিভিন্ন বিভিন্ন প্রদেশ স্বাধীন হইয়া স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করে। ইতালীর বিভিন্ন বিভিন্ন প্রদেশগুলি বিদেশীয় শাসনের অধীনতা হইতে উন্মুক্ত হইয়া স্বদেশীয় এক শাসনের অধীন হয়, ইহা প্রার্থনীয় বা সম্ভবপর বলিয়া তিনি মনে করিতেন না।

সিস্মণ্ডি ম্যাটসিনিকে "লটারেরি ক্লাব" নামক একটি সভার সভ্যদিগের সহিত পরিচিত করিয়া দেন। সভার সভ্যদিগের অনেকগুলিই ইতালীর নির্ব্বাসিত ব্যক্তি। ইঁহাদিগের বিষয় দূর হইতে শুনিয়া ম্যাটসিনির মনে যে আশালতা অঙ্কুরিত হইয়াছিল, তাঁহাদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া ম্যাটসিনির মনে সেই আশালতা সমূলে উৎপাটিত হইল। তিনি দেখিলেন যে, তাঁহাদিগের কাহারও স্বাধীন যুক্তি বা স্বাধীন চিন্তা নাই। তাঁহাদিগের চক্ষে ফ্রান্সই সকলই, ফ্রান্সের অনুবর্ত্তনই তাঁহাদিগের একমাত্র লক্ষ্য। তাঁহাদিগের রাজনীতি কোন অপ্রক্ষালনীয় নৈতিক ভিত্তির উপর অবস্থাপিত ছিল না। রাজনীতি বিষয়ে তাঁহাদিগের কোন নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল না। ঘটনা-স্রোতের পরিচালন করা তাঁহাদিগের লক্ষ্য ছিল না, তাহার অনুবর্ত্তন করাই তাঁহাদিগের প্রধান লক্ষ্য।

সেই সভার সভ্যদিগের মধ্যে একজন লম্বার্ডি হইতে নির্ব্বাসিত। ইঁহার নাম জিয়াকোমো সিয়ানি। ইনি ১৮২১ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রীয়া কর্তৃক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া প্রাণভয়ে স্বদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক দেশান্তরে পলায়ন করেন। যৎকালে ম্যাটসিনি সিস্মণ্ডির নিকট হইতে বিদায় লইতেছিলেন, তৎকালে এই নির্ব্বাসিত ব্যক্তি ম্যাটসিনির কানে কানে এই কথা বলিলেন যে,—যদি আপনি কিছু কাজ করিতে চাহেন, তাহা হইলে লিয়ন্স নগরে গমন করিবেন এবং যে সকল নির্ব্বাসিত ইতালীয়েরা তথাকার "কাফি ডেলা ফিন্স" নামক হোটেলে সর্ব্বদা যাতায়াত করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের নিকট আত্মপরিচয় প্রদান করিবেন। এই উপদেশ নিবন্ধন ম্যাটসিনি এই ব্যক্তির নিকট চিরঋণে বদ্ধ ছিলেন।

লিয়ন্সে আসিয়া ম্যাটসিনি ইতালীয়দিগের মধ্যে প্রকৃত জীবনের স্ফুলিঙ্গ দেখিতে পাইলেন। যে সকল নির্ব্বাসিত ব্যক্তি তথায় সমবেত হইয়াছিলেন এবং যাঁহারা প্রতিদিন তথায় আসিয়া জুটিতেছিলেন, সকলেই সৈনিকপুরুষ। যে সকল বীরপুরুষদিগকে দশ বৎসর পূর্ব্বে ম্যাটসিনি জেনোয়ার রাজপথে মনের বিষাদে ভ্রমণ করিতে দেখিয়াছিলেন, যাঁহারা স্পেন ও গ্রীসে স্বাধীনতা-সমরে অবতীর্ণ হইয়া ইতালীর নাম জগৎপূজ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন, সেই বীরপুরুষদিগের অনেককেই ম্যাটসিনি তথায় সমবেত দেখিতে পাইলেন। এতদ্ব্যতীত বর্সো ডি কামিনেটি, কর্লোবিয়াঙ্কো, ভোয়ারিণো, টেডেস্কি প্রভৃতি অনেক নির্ব্বাসিত ব্যক্তির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল।

লিয়ন্সে সমবেত নির্ব্বাসিত ব্যক্তিদিগের অধিকাংশই নিয়মতন্ত্র রাজত্বের পক্ষপাতী। তাঁহাদিগের যে আন্তরিক বিশ্বাস এইরূপ ছিল, তাহা নহে। ফ্রান্সে যেরূপ শাসন-প্রণালী প্রচলিত, তাহার অনুরূপ শাসনপ্রণালীর পক্ষপাতী হইতে তাঁহারা কোনমতে সাহসী হইতেন না।

ক্রমে ইতালীয় নির্ব্বাসিতেরা চারিদিক্ হইতে আসিয়া লিয়নসে মিলিত হইতে লাগিলেন। সেভয়ের আক্রমণ তাঁহাদিগের লক্ষ্য। সেভয়-আক্রমণোদ্যত সৈন্যের সংখ্যা ক্রমে দুই সহস্র ইতালীয় ও কতিপয় ফরাসী শ্রমজীবীতে পরিণত হইল। অভিযানোদ্যত ব্যক্তিদিগের কোষ ধনে পূর্ণ ছিল। তাহার কারণ এই, ফরাসী গবর্ণমেণ্ট এই অভিযানের পোষকতা করিবেন এবং অভিযানোদ্যত ব্যক্তিগণ রাজ্যতন্ত্রের পক্ষপাতী—এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া অসংখ্য নির্ব্বাসিত ধনী ও রাজন্যবর্গ এই অভিযানে মিলিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা প্রকাশ্যরূপে এই অভিযানের আয়োজন করিতে লাগিলেন। ইতালীয় ত্রৈবর্ণিক পতাকার সহিত ফ্রান্সের ইগল্ "কাফি ডেলা ফিনিস" হোটেলের শিখরে উড্ডীন হইতে লাগিল। অধিক কি, আভিযাত্রিক কমিটীর লিয়নসের প্রিফেক্টরের সহিত লেখালেখিও চলিতে লাগিল।

কিন্তু রাজচরিত্র কে বুঝে? রাজাদিগের উপর যাঁহারাই বিশ্বাস ন্যস্ত করিয়াছেন, তাঁহাদিগেকেই পরিণামে অনুতাপ করিতে হইয়াছে। ম্যাটসিনি স্বচক্ষে এই তৃতীয়বার রাজকীয় বিশ্বাসঘাতকতা অবলোকন করিলেন। প্রথম ক্যার্বোন্যারোনায়ক চারল্‌স অ্যাল্‌বার্টের শত্রুশিবিরে পলায়ন। দ্বিতীয় মডেনার ডিউক চতুর্থ ফ্রান্সিস্ কর্ত্তৃক সাইরোমিনোতি নামক ব্যক্তি দ্বারা বিদ্রোহের উত্তেজনা ও পরে অষ্ট্রীয়ার উত্তেজনায় তাহার প্রাণ-বিনাশন। তৃতীয় ফরাসী গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক হতভাগ্য ইতালীয় নির্ব্বাসিত ব্যক্তিদিগের সর্ব্বস্বান্তীকরণ।

একদিন ম্যাটসিনি "কাফি ডেলা ফিনিসে"র দিকে দ্রুতপদে গমন করিতেছেন—তাঁহার মন অব্যবহিত কার্য্যের পূর্ণ আশায় উচ্ছ্বসিত—এমন সময়ে দেখিলেন, গবর্ণমেণ্ট প্রাকারোপরি যে একটি ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিবার জন্য অসংখ্য লোক ধাবিত হইতেছে। সেভয়ের বিরুদ্ধে প্রস্তাবিত ইতালীয় অভিযান নিবারণ করাই এই ঘোষণাপত্রের উদ্দেশ্য। নির্ব্বাসিত ব্যক্তিরা যেন অবিলম্বে ছত্রভঙ্গ হয়—যাহারা মিত্ররাজ্য সকলের সীমা-প্রদেশের শান্তিভঙ্গ করিয়া সেই সকল রাজ্যের সহিত ফ্রান্সের সন্ধিবন্ধন শিথিলিত করিবে, তাহারা দণ্ডবিধির উচ্চতম দণ্ডে দণ্ডিত হইবে—ঘোষণাপত্র ইহাই প্রচার করিতেছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই ঘোষণাপত্র লিয়ন্সের প্রিফেক্টরের আফিস হইতে প্রচারিত হয়।

ম্যাটসিনি দেখিলেন, আভিযাত্রীর কমিটী সম্পূর্ণরূপে চূর্ণীকৃত—অভিযানোদ্যত ব্যক্তিগণ হতবুদ্ধি ও ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ়—কাফি ডেলা ফিনিস্ হোটেলের মস্তক পতাকাশূন্য—অস্ত্রাগার হৃতাস্ত্র—অভিযান-সেনাপতি বৃদ্ধ রেজিস্ সাগ্রনয়র—এবং অভিযানোদ্যত নির্ব্বাসিত ব্যক্তিগণ ফরাসীরাজের অদ্ভুত বিশ্বাসঘাতকতা ভাবিয়া করতলবিন্যস্তকপোল। ম্যাটসিনি স্বচক্ষে এই সমস্ত দেখিলেন—অমনি তাঁহার মনে এই চিন্তা সমুদিত হইল—যে জাতি স্বদেশের উদ্ধার-সাধন বিষয়ে বিদেশীয় রাজ্যের উপর নির্ভর করে, তাহারা এইরূপেই বিধাতার কোপানলে ভস্মীভূত হয়।

কোন কোন ব্যক্তির রাজভক্তি এত অচলা যে, তাঁহারা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিলেন না যে, উদারচেতা লুই ফিলিপ লিবারেলদিগের আশালতা এরূপে সমূলে উন্মূলিত করিবেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন যে, অভিযান নিবারণ করা ফরাসী গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য না হইতে পারে। ফরাসী গবর্ণমেণ্ট এই অভিযানের সহায়তা করেন নাই—এরূপ বিশ্বাস উৎপাদন করাই এই ঘোষণাপত্রের উদ্দেশ্য। ম্যাটসিনি এই বলিয়া পূর্ব্বোক্ত নানা বিতর্কের মূলোচ্ছেদ করিলেন যে, ফরাসী গবর্ণমেণ্ট বাস্তবিক এই অভিযানের প্রতিকূল কি না, সেভয়ের অভিমুখে এক দল সৈন্য প্রেরণ করিলেই জানা যাইবে। ম্যাটসিনির পরামর্শের অনুসরণ করা হইল। সেভয়ের অভিমুখে ফরাসী শ্রমজীবী-বহুল এক দল সেনা যেই প্রেরিত হইল, অমনি ফরাসী অশ্বারোহী সেনা দ্বারা তাহাদিগের গতি প্রতিরুদ্ধ ও ছত্রভঙ্গ হইল। ফরাসী শ্রমজীবীরা সর্ব্বপ্রথমেই ছত্রভঙ্গ হইল। ফরাসী সেনানায়ক তাহাদিগের এই বলিয়া উপদেশ দিলেন—বিদেশীয়দিগকে যথেচ্ছাচারের হস্ত হইতে উন্মুক্ত করার ভার স্বদেশীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তেই নিহিত আছে। তাহাতে হস্তক্ষেপ করা তোমাদিগের কর্ত্তব্য নহে। তাহারা সেনানায়কের এই উপদেশের মর্ম্ম বুঝিল, আর তৎক্ষণাৎ দলভঙ্গ করিয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইল। এইরূপে সেভয় অভিযানের উদ্যম নিষ্ফল হইল।

ফরাসী গবর্ণমেণ্ট ইহাতেও ক্ষান্ত হইলেন না। যে সকল নির্ব্বাসিত ব্যক্তি ছত্রভঙ্গ হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করেন, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাঁহাদিগের অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। অনেকেই ধৃত হইলেন এবং শৃঙ্খলিত হস্তে ক্যালে নগরে আনীত ও ক্যালে হইতে ইংলণ্ডে প্রেরিত হইলেন।

যৎকালে চতুর্দ্দিক্—কারারোধ, পলায়ন, ভয়প্রদর্শন ও হতাশ্বাসতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, সেই ভীষণ সময়ে বর্সে্ৰা গোপনে ম্যাটসিনিকে বলিলেন যে, তিনি তাঁহার কতিপয় সাধারণতন্ত্রী সহচর সমভিব্যাহারে সেই

রাত্রিতেই কর্সিকা যাত্রা করিবেন স্থির করিয়াছেন এবং তথা হইতে অস্ত্র ও অর্থসাহায্য লইয়া ইতালীর মধ্যভাগে নির্ব্বাপ্যমান বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত করিবেন, দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার ইচ্ছা যে, তিনিও তাঁহাদিগের অনুগমন করেন। ম্যাটসিনি তৎক্ষণাৎ ইহাতে সম্মত হইলেন। কিন্তু কর্সিকা-যাত্রার বিষয় মাতুলের নিকট সম্পূর্ণরূপে অবিদিত রাখিলেন। কেবল যাইবার সময় তাঁহাকে এই মর্ম্মে একখানি পত্র লিখিয়া গেলেন যে, তিনি যেন তাঁহার কর্সিকা-যাত্রার জন্য বিশেষ ভীত না হন, আর এই ঘটনা যেন তাঁহার জনক-জননীর গোচর না করেন।

তাঁহারা লিয়নস্ হইতে যাত্রা করিয়া অবিশ্রান্ত ভ্রমণের পর মার্সেলিস্ নগরে উপনীত হইলেন। মার্সেলিস্ হইতে টুলনে এবং টুলন হইতে একখানি নিয়োপলিটান্ বাণিজ্য-অর্ণবযানে আরোহণ করিয়া অত্যুচ্চ তরঙ্গমালা-সমাকুলিত সাগরের উপর দিয়া ব্যাষ্টিয়া নগরে উত্তীর্ণ হইলেন। বহুদিন পরে জন্মভূমির মুখাবলোকন করিলে হৃদয়ে যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপস্থিত হয়, আজ ম্যাটসিনির হৃদয়ে সেই আনন্দ আবির্ভূত হইল। ইতালীয় মারুত-হিল্লোলে তাঁহার মৃতপ্রায় দেহ আজ পুনরুজ্জীবিত হইল।

ফ্রান্সের অত্যাচারে ও ইতালীয় গবর্ণমেণ্টের অনবধানতা বশতঃ কর্সিকা যে কি শোচনীয় অবস্থায় আনীত হইয়াছিল, তাহা ব্যক্ত করা যায় না; তথাপি এ কথা অখণ্ডনীয় যে, এই দ্বীপ আজ পর্য্যন্ত কি জলবায়ু, কি প্রাকৃতিক দৃশ্য, কি ভাষা, কি স্বদেশানুরাগ —সকল বিষয়েই প্রকৃত ইতালীয় ছিল। এই দ্বীপে ফ্রান্সের প্রভুত্ব শুদ্ধ শিবিরেই সন্নিবেশিত ছিল। ব্যাষ্টিয়া ও অ্যাজাসিয়ো নগরে বেতনভোগী কর্ম্মচারীর সংখ্যা অধিক হওয়াতে, সমুদয় কর্সিকার মধ্যে সেই নগরদ্বয়ই কেবল বেতনদাতা ফরাসী গবর্ণমেণ্টের প্রতি অনুরক্ত ছিল। এতদ্ব্যতীত কর্সিকার আর সমস্ত অধিবাসীই অন্তরে আপনাদিগকে ইতালীয় বলিয়া মনে করিত এবং বাহিরেও তাহা ব্যক্ত করিতে পরাঙ্মুখ হইত না। সকলেই উৎসুক অন্তরে কেন্দ্রোত্থ বিগ্রহের পরিণাম অবলোকন করিতেছিল; এবং সকলেরই অন্তরের বলবতী ইচ্ছা যে, এই দ্বীপ জননীর সহিত পুনঃ সংযোজিত হয়।

ম্যাটসিনি কর্সিকার মধ্যস্থলে যতদূর ভ্রমণ করিয়াছিলেন, সর্ব্বত্র ফরাসীদিগের প্রতি প্রজ্বলিত বিদ্বেষ বৈরভাব অবলোকন করিয়াছিলেন।

এই দ্বীপের মধ্যস্থল পর্ব্বতমালা সমাকুলিত। এই পার্ব্বত্য প্রদেশের অধিবাসীরা প্রায় সকলেই সুদৃঢ়কায়, বীরপুরুষ এবং অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত। ইহারা এই সময় রোমাগ্না প্রদেশের স্বাধীনতা সমরে অবতীর্ণ হইবে সঙ্কল্প করিতেছিল; সুতরাং তাহারা ম্যাটসিনি প্রভৃতিকে পাইয়া পরম সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে আপনাদিগের অধিনায়কত্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিল। এই প্রভুপরায়ণ, আতিথেয়, পার্ব্বতীয় জাতি সাধারণতঃ স্বাধীন প্রকৃতি, স্ত্রীজাতি বিষয়ে অতিশয় ঈর্ষাপরতন্ত্র; সাম্যপ্রিয় এবং বিদেশীয়দিগের প্রতি সন্দিগ্ধচিত্ত। কিন্তু ইহারা যখন জানিতে পারে যে, বিদেশীয়দিগের নিকট কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই, যখন জানিতে পারে যে, বিদেশীয়েরা তাহাদিগের সহিত সমভাবে ব্যবহার করিতেছেন, যখন জানিতে পারে যে—যেমন সভ্যতাভিমানী ব্যক্তিরা অসভ্য ব্যক্তির সহিত কথোপকথন করেন, বিদেশীয়েরা তাহাদিগের সহিত সে ভাবে কথোপকথন করিতেছেন না, তখন তাহারা প্রাণ দিয়াও তাঁহাদের সাহায্য করিবে। ইহারা অতিশয় প্রতিহিংসা-প্রিয়, কিন্তু বরং নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন করিবে, তথাপি গুপ্তভাবে প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবে না।

নিয়োপলিটান্ নির্ব্বাসিতেরাই সর্ব্বপ্রথমে কর্সিকায় কার্ব্বোন্যারিজম্ প্রচারিত করেন। সেই অবধি কার্ব্বোন্যারিজম্ তথায় একটি ধর্ম্মের ন্যায় অনুসৃত হইত। যাহারা পরস্পরের সহিত চিরশত্রুতা-পাশে সংবদ্ধ, তাহারাও এই নূতন ধর্ম্মের বলে পরস্পরের মিত্র হইয়া উঠিল। এই নূতন ধর্ম্মের বলে সকলেই স্বদেশের উদ্ধাররূপ মহৎকার্য্যের অনুষ্ঠানোৎসাহে মাতিয়া উঠিল।

এইরূপ সঙ্কল্প হইল যে, যে তিন সহস্র কর্সিকান্ অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত ও সুশৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছে, তাহার অধিনায়ক হইয়া ম্যাটসিনি ও তৎসহচরবর্গ সাগর পার হইয়া ইতালীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবেন। কিন্তু তাঁহাদিগের হস্তে তৎকালে এমন অর্থ ছিল না যে, তরণোপযোগী যান ভাড়া করেন—বা যে সকল দীন দ্বীপবাসী তাঁহাদিগের সহিত সমরসাগরে অবতীর্ণ হইতেছে, তাহাদিগের অসহায় পরিবারবর্গের জন্য কিছু রাখিয়া যান। অনেকেরই নিকট অর্থসাহায্য প্রার্থনা করা হইল, অনেকেই অর্থসাহায্য করিতে অঙ্গীকার করিলেন, কিন্তু কেহই সে অঙ্গীকার কার্য্যে পরিণত করিলেন না। অবশেষে বলগনার প্রোভিসনল্ গবর্ণমেণ্টের নিকট অর্থ ও অস্ত্র-সাহায্য প্রার্থনা করা হইল। কিন্তু সেই গবর্ণমেণ্ট আপনার দীনতা ও ভীরুতা গোপন করিয়া এই মর্ম্মে পত্র লিখিলেন যে, যাহারা আপনাদিগের স্বাধীনতা প্রার্থনা করে, তাহাদিগের স্বদেহের বিনিময়ে তাহা ক্রয় করা উচিত।

এই বিপ্লবনিবন্ধন যে যে ইতালীয় প্রদেশে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল, সেই সেই প্রদেশের অধীশ্বরেরা অষ্ট্রীয়ার সাহায্যে স্ব স্ব রাজ্যে শান্তি পুনঃস্থাপন করিতে সমর্থ হইলেন।

ম্যাটসিনি ভগ্ন-মনে ও রিক্ত-হস্তে কর্সিকা পরিত্যাগপূর্ব্বক মার্সেলিসে প্রত্যাগত হইলেন। তাঁহার মাতুলও তাঁহার জনক-জননীর নামে তাঁহাকে তথায় প্রত্যাগত হইতে বার বার অনুরোধ করিতেছিলেন।

ম্যাটসিনি মার্সেলিসে প্রত্যাগত হইয়া "নব্য ইতালী" নামক চিরাভিলষিত সভার অধিষ্ঠাপনের সঙ্কল্প পুনর্গ্রহণ করিলেন।

এই সময় মডেনা, পার্ম্মা এবং রোম্যাগ নার নির্ব্বাসিত ব্যক্তিগণ সকলেই আসিয়া মার্সেলিসে একত্র হইলেন। তাঁহাদিগের সংখ্যা ক্রমে এক সহস্রে পরিণত হইল। তাঁহাদিগের অধিনায়কগণের সহিত ম্যাটসিনির পরিচয় হইল। স্বদেশানুরাগ ইঁহাদিগের ধমনীমণ্ডলে প্রবলবেগে রুধিরস্রোত প্রবাহিত করিতেছিল। যে যে ভ্রমবশতঃ ইতালী-উদ্ধারের পূর্ব্বোদ্যম সকল এত দিন বিফল হইয়াছিল, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এই জন্য তাঁহারা ম্যাটসিনির সহিত স্থির-সঙ্কল্প করিলেন যে, ভবিষ্যতে তাঁহারা কখন এরূপ ভ্রমের অধীন হইবেন না।

তাঁহারা ম্যাটসিনির সহিত পবিত্রতম বন্ধুত্ব-সম্বন্ধে সংবদ্ধ হইলেন। এই সম্বন্ধ—লক্ষ্যের একতা, সুখদুঃখের সহভাগিতা, বিদেশে সহবাস প্রভৃতি কারণে ক্রমেই ঘনীভূত হইতে লাগিল। তাঁহারা এক্ষণে পরস্পর যে শৃঙ্খলে সংবদ্ধ হইলেন, মৃত্যু ব্যতীত আর কিছুতেই সে শৃঙ্খল ভেদ করিতে সমর্থ হন নাই।

ম্যাটসিনি "নব্য ইতালী" নামক তদীয় অভীপ্সিত সভার নিয়মাবলী প্রস্তুত করিলেন; এবং জেনোয়াস্থিত তদীয় বন্ধুবর্গের নিকট নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া পাঠাইলেন।

ইত্যবসরে, সেই বৎসরে এপ্রিল মাসে কার্লো-ফেলিসের মৃত্যু হওয়ায় ১৮২১ খৃষ্টাব্দের কার্ব্বোনারো ষড়যন্ত্রী—চার্লস্ অ্যালবার্ট সার্ডিনিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন; চার্লসের সিংহাসনাধিরোহণে অনেক দুর্ব্বল-প্রকৃতি লোকের মনে প্রবল আশা জন্মিল যে, ষড়যন্ত্রী রাজকুমার রাজসিংহাসনে আসীন হইয়া এক্ষণে অবশ্যই স্বাভিপ্রেত সকল কার্য্যে পরিণত করিবেন। কিন্তু তাহারা জানিত না যে, তাহাদিগের রাজকুমার কখন কোন হৃদ্গত শুভকর ভাবের উন্মাদকরী উত্তেজনায় সঞ্চালিত হন নাই—দুর্দ্দমনীয় দুরাকাঙ্ক্ষাবৃত্তির অনুসরণই তাঁহার সমস্ত কার্য্যের লক্ষ্য ছিল। তাহারা জানিত না যে, তাহাদিগের রাজকুমার যৎকালে কার্ব্বোনারো ষড়যন্ত্রে নির্লিপ্ত ছিলেন, তখন তাঁহার হারাইবার কিছুই ছিল না; কিন্তু এক্ষণে তিনি একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধীশ্বর; সুতরাং ষড়যন্ত্রে কৃতকার্য্য না হইলে তিনি অনিশ্চিত মহত্তর সিংহাসনের জন্য নিশ্চিত ক্ষুদ্রতর সিংহাসন হারাইবেন। এরূপ বীরোচিত সাহসিকতায় প্রবৃত্ত হওয়া তাঁহার ন্যায় ক্ষুদ্রচেতা ব্যক্তির কার্য্য নহে।

চারলস্ অ্যালবার্ট—কার্ব্বোনারো ষড়যন্ত্রী—সার্ডিনিয়ার বর্ত্তমান অধীশ্বর—ইতালীর উদ্ধারব্রতে অবশ্যই ব্রতী হইবেন।—এই ভ্রান্ত বিশ্বাস ইতালীর অধিকাংশ অধিবাসীর চিত্ত অধিকার করিয়াছিল। এই অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া ম্যাটসিনির ইতালীস্থ বন্ধু-বান্ধবেরা সকলেই বলিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহার সঙ্কল্প উৎকৃষ্ট হইলেও এক্ষণে অনাবশ্যক ও অসাময়িক; যত দিন না সার্ডিনিয়ার নূতন রাজা তাঁহাদিগের চিরলালিত আশালতার উন্মূলন করিতেছেন, তত দিন তাঁহারা কেহই এ ব্যাপারে যোগ দিতে পারিতেছেন না।

ম্যাটসিনি এ ব্যাপারে হতাশ হইলেন না। তিনি বুঝিলেন যে, যত দিন তাঁহারা সেই মুগ্ধ-আশ্বাসে বঞ্চিত হইবেন, তত দিন তাঁহাকে তাঁহাদিগের সহকারিতায় বঞ্চিত থাকিতে হইবে। কিন্তু তিনি জানিতেন, তাঁহাদিগকে সেই মুগ্ধ আশ্বাসে বঞ্চিত করিতে অধিক আয়োজনের প্রয়োজন হইবে না; সংবাদপত্রযোগে চারলস্ অ্যালবার্টকে একখানি পত্র লিখিলেই তাহার সমস্ত অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়া পড়িবে।

ম্যাটসিনি চার্লস্ অ্যালবার্টকে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রকটিত হইল।—

"১৮২১ খৃষ্টাব্দের কার্ব্বোনারো ষড়যন্ত্রী রাজকুমার চারলস্ অ্যালবার্টের সার্ডিনিয়ার সিংহসনাধিরোহণ ইতালীর অধিবাসীমাত্রেরই অন্তরে এই আশার সঞ্চার হইয়াছে—যে; রাজকুমার ১৮২১ খৃষ্টাব্দে যে সকল প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হন এবং তৎকালে অক্ষমতা বশতঃ যে সকল প্রতিজ্ঞাপালনে পরাঙ্মুখ হন, এক্ষণে রাজসিংহাসনে আরূঢ় হইয়া অবশ্যই সে সকল প্রতিজ্ঞা কার্য্যে পরিণত করিবেন। ইতালীর অধিবাসীরা অহ্লাদপূর্ব্বক ইহা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত আছে—তিনি সেই সময় সহচরবৃন্দকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিয়া যে গুরুতর ভ্রমে পতিত হন, তাহা অবস্থাজনিত—নিজের ইচ্ছাজনিত নহে। ইউরোপে এমন হৃদয় নাই, যাহার শিরাসমূহে আপনার সিংহাসনাধিরোহণ-সংবাদ-শ্রবণে প্রবলতরঙ্গরূপে রুধিরস্রোত প্রবাহিত হয় নাই; ইউরোপে এমন নেত্র নাই, যাহা এই নবজীবনে প্রবর্ত্তিত

আপনার কার্য্যপ্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত আপনার উপর পতিত হয় নাই।

রাজন্! আপনার সম্মুখে জীবন-ক্ষেত্র সঙ্কটাপন্ন। ইউরোপ এক্ষণে, দুই দলে বিভক্ত হইয়াছে। অধিকার ও ক্ষমতা—কার্য্যপ্রবণতা ও স্থিতিপ্রবণতা লইয়া চতুর্দ্দিকে ঘোরতর সমর উপস্থিত হইয়াছে। এক দিকে রাজবৃন্দ বহুদিন হইতে যে সকল অধিকার ও ক্ষমতা উপভোগ করিয়া আসিতেছেন, তাহা পরিত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক—অন্য দিকে প্রজাসাধারণ, যে সকল প্রকৃতিদত্ত অধিকার সকল হইতে এতদিন বঞ্চিত ছিল, তাহাদিগের পুনরুদ্ধারে দৃঢ়সঙ্কল্প। তর্ক-বিতর্কের সময় অতীত হইয়াছে। এক্ষণে হয় সমর, নয় প্রজাদিগের অধিকার প্রত্যর্পণ—এই দুই বিকল্পের মধ্যে যেটি ইচ্ছা আপনি অবলম্বন করিতে পারেন। প্রজারা বরং সমরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিবে, তথাপি তাহাদিগের প্রকৃতিলব্ধ অধিকার সকলের একটিরও পুনরুদ্ধারে পরাঙ্মুখ হইবে না।

রাজন্! এক্ষণে দুইটি পথ আপনার সম্মুখে উন্মুক্ত আছে। আপনি ইচ্ছা করিলে বল ও ভয় প্রদর্শন দ্বারা প্রজাদিগকে করায়ত্ত করিতে চেষ্টা করিতে পারেন, ইচ্ছা করিলে প্রার্থিত অধিকার সকল প্রজাদিগকে প্রদান-পূর্ব্বক তাহাদিগের অনুবর্ত্তন করিতে পারেন। কিন্তু প্রথম পথের অনুসরণে অসংখ্য বিপদ্—অসংখ্য বিঘ্ন। রক্তের পরিবর্ত্তে রক্ত—প্রজাদিগের শরীর হইতে একবিন্দু রক্তপাত করিবেন কি তৎক্ষণাৎ আপনার শরীর হইতে দুই বিন্দু রক্ত পতিত হইবে। একজন প্রজার প্রাণবধ করিবেন কি ষড়যন্ত্রীর নিষ্কোশিত অসি প্রচণ্ডতর হইয়া উঠিবে। যদি দ্বিতীয় পথের অনুসরণ করিতে চান, তাহা হইলে—বিচারক ও শাসনকর্ত্তার পরিবর্ত্তন, করের যথাযথ নির্দ্ধারণ ও বিনিয়োগ, দণ্ডবিধির কাঠিন্য সংযমন এবং শাসনকার্য্যের অত্যাচার সকল নিবারণ প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা আপনার অভীষ্টসিদ্ধি হইবে, এরূপ মনে করিবেন না। শাসনপ্রণালী অপরিবর্ত্তনীয় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত না হইলে, রাজা ও প্রজা একটি দুশ্ছেদ্য সন্ধিসূত্রে সংবদ্ধ না হইলে রাজ্যের শাসনকার্য্যে প্রজাদিগের অলঙ্ঘ্য ক্ষমতা ও অধিকার আছে, স্পষ্টাক্ষরে তাহা ব্যক্ত না করিলে—আপনার সে অভীষ্টসিদ্ধির কোন আশা নাই।

রাজন্! অতঃপর প্রজাদিগের প্রতি আপনার এরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, যাহাতে তাহারা আপনাদিগকে স্বাধীন বলিয়া মনে করে। আংশিক সংস্কার যথেচ্ছাচারের অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইবে। যতদিন অযথাচারী রাজকর্ম্মচারীদিগের মধ্যে কে দোষী ও কে নির্দ্দোষ, তাহার নির্ব্বাচন-ক্ষমতা প্রজাদিগের হস্তে সংন্যস্ত না হইতেছে, যতদিন প্রজাসাধারণ রাজদণ্ডের ঔচিত্যানৌচিত্য নির্ণয় করিবার অধিকারে বঞ্চিত থাকিবে, ততদিন অনুপযুক্ত কর্ম্মচারীর কর্ম্মচ্যুতিতেও প্রজাদিগের হৃদয় প্রশান্ত হইবে না, তাহারা এরূপ কার্য্যকে যথেচ্ছাচারের আর একটি অঙ্গ বলিয়া মনে করিবে। দণ্ডপ্রণালীর অবৈষম্য ও বিচারের প্রকাশ্যতা—প্রজা-রক্ষনার্থ এই দুইটি বিষয় সর্ব্বথা অপরিহার্য্য।

রাজন্! অল্প স্বাধিকারত্যাগে আর প্রজাদিগকে প্রশান্ত করিতে পারিতেছেন না। মানবজাতির যে সকল প্রকৃতিসিদ্ধ অধিকারে তাহারা এত দিন বঞ্চিত হইয়া আসিতেছে, সেই সমস্তেরই পুনরুদ্ধারসাধন এক্ষণে তাহাদিগের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা রাজকীয় বিধির অধীন হইতে প্রস্তুত আছে—কিন্তু তদ্বিনিময়ে তাহারা ব্যক্তিগত ও জাতীয় স্বাধীনতা এবং জাতীয় একতা চায়। তাহারা এক্ষণে বিভক্ত, বিচ্ছিন্নাঙ্গ এবং উৎপীড়িত; তাহাদিগের এক্ষণে জাতীয় নাম বা জাতীয় অস্তিত্ব নাই। বিদেশীয়েরা তাহাদিগকে দাসজাতি বলিয়া পরিহাস ও ঘৃণা করিয়া থাকে। তাহারা দেখিতে পায় যে, স্বাধীন দেশের লোক এ দেশ দর্শন করিতে আসিয়া ইহাকে মৃত মহাত্মাদিগের জন্মভূমি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। তাহারা দাসত্ব-হলাহলে উদর পরিপূরিত করিয়াছে, আর তাহারা পারে না—এক্ষণে তাহাদিগের দৃঢ় সঙ্কল্প যে, এ হলাহল তাহারা স্পর্শও করিবে না।

রাজন্! ইতালীর প্রদেশমাত্রেই যে অষ্ট্রীয়ার বিদ্বেষী, তাহা বোধ হয়, আপনার অবিদিত নাই। আপনি জাতীয় স্বাধীনতার জন্য অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিলে যে ইতালীর প্রদেশমাত্রেরই সহানুভূতি ও সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন—তাহা বোধ হয়, আপনি অনায়াসেই বুঝিতে পারেন। এই নূতন পথ আপনার সম্মুখে উন্মুক্ত রহিয়াছে। আপনি এই নূতন পথে অগ্রসর হউন—প্রজাসাধারণের উপর নির্ভর করুন—দেখিবেন, ফ্রান্স বা অষ্ট্রীয়া অপেক্ষা তাহারা আপনার অবিচলিত ও অসন্দিগ্ধ মিত্রের কার্য্য করিবে। রাজন্! আমি যে রাজমুকুটের কথা বলিতেছি—তাহা পীড্‌মণ্টের মুকুট অপেক্ষা সহস্র গুণে উজ্জ্বলতর ও মহত্তর। এই মুকুট মস্তকে ধারণ করার ভাব মনে আনিতে যে ব্যক্তির সাহস আছে, যে ব্যক্তি এই ভাব কার্য্যে পরিণত করিতে প্রাণবিসর্জ্জনেও প্রস্তুত আছে, যে ব্যক্তির ধর্ম্মপ্রবৃত্তি এতদূর বলবতী যে, সে এই

মুকুটমণি হইতে সমুত্থিত কিরণমালা নিজ পাপে ও অত্যাচারে কলুষিত করিবে না, এই মুকুট—এই দেব-দুর্লভ মুকুট—সেই মহাত্মারই শিরোভূষণ হইবে।

রাজন্! আপনি যদি এই ইতালীয় জাতীয় স্বাধীনতা-সমরের অধিনায়ক না হন, তাহা হইলে ইহাকে কিছুদিন বিলম্বিত করিবেন মাত্র, কখনই একেবারে নিবারিত করিতে পারিবেন না। বিধাতা ইতালীয় জাতির ললাটে ভাবী স্বাধীনতা অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন। বিধাতার লেখন কে খণ্ডন করে? 'আপনি যদি ইহা না করেন, অপরে করিবে, তাহারা আপনার অভাবেও ইহা করিবে, অধিক কি, আপনার বিরুদ্ধেও করিবে।'

রাজন্! আপনার সিংহাসনাধিরোহণে সাধারণ আনন্দ ও সাধারণ উৎসাহ দেখিয়া আপনি ভ্রান্ত হইবেন না। আপনি অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন, এই আনন্দ ও উৎসাহের মূল কি? প্রজাসাধারণ আপনাকে তাহাদিগের সমস্ত আশা ও উচ্চাভিলাষের প্রতিভূ বলিয়া মনে করে এবং আপনার নাম স্মরণমাত্র তাহাদিগের মনে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ষড়্‌যন্ত্রী রাজকুমারের কথা সমুদিত হয়।

রাজন্! আমি আপনাকে ভূতার্থ বিদিত করিলাম। স্বাধীনতাপক্ষপাতী প্রজাবৃন্দ আপনার কার্য্যাবলীতে এই পত্রের উত্তর প্রতীক্ষায় উন্মুখ হইয়া রহিল। সে উত্তর যাহাই হউক, ইহা নিশ্চিত জানিবেন যে, ভবিষ্যৎ পুরুষ আপনাকে হয় মহত্তম পুরুষ—নয় ইতালীর শেষ প্রজাদ্রোহী রাজা—বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে। এক্ষণে আপনার যথাভিরুচি।"

চার্‌লস অ্যালবার্টের প্রতি লিখিত এই পত্রখানি ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে পুনর্মুদ্রিত হয়। সেই পত্রখানির প্রথমে প্রকাশকের প্রতি লেখকের নিম্নলিখিত উক্তি-নিচয় সন্নিবেশিত হয়।

লণ্ডন, এপ্রিল ২৭,১৮৪৭।

"মহাশয়!

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে আমি রাজা চার্‌লস অ্যালবার্টকে যে পত্রখানি লিখি, তাহার পুনর্মুদ্রাঙ্কনের জন্য আপনি আমার অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন। তদুত্তরে আমি এইমাত্র বলিতেছি,—যে, সেই সময় হইতে আমি যাহা কিছু লিখিয়াছি বা যাহা কিছু প্রকাশ করিয়াছি, তৎসমস্তই সাধারণের সম্পত্তি। যিনি ইচ্ছা করেন, তিনিই যে কোনও প্রকারে সেই সমস্তের সদ্ব্যবহার করিতে পারেন; তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই।

"কিন্তু আমি ইচ্ছা করি না যে, এই অনুমোদন পরামর্শ বা উপদেশরূপে গৃহীত হয়। অনুগ্রহপূর্ব্বক এই বিষয়টিতে সাবধান হইবেন, তাহা হইলেই আমি পরিতৃপ্ত হইব

"আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, রাজা প্রিন্স বা পোপ দ্বারা, কি বর্ত্তমানে, কি ভবিষ্যতে, ইতালীর উদ্ধারসাধন হইবে না।

"ইতালীর বিচ্ছিন্ন প্রদেশ সকলকে একত্র করা, বিদেশীয় অধীনতা হইতে ইতালীকে উন্মুক্ত করা—সামান্য রাজার কার্য্য নহে। এরূপ রাজার অসাধারণ প্রতিভা চাই, নেপোলিয়নের ন্যায় তেজস্বিনী কার্য্যপ্রবণতা চাই এবং অসামান্য ধর্ম্মপ্রবণতা চাই। অসাধারণ প্রতিভা—যদ্দ্বারা এই গুরুতর ব্যাপারের ভাব মনে অঙ্কিত করিতে পারা যায়—যদ্দ্বারা জয়লাভের সহিত অনিবার্য্যরূপে সংশ্লিষ্ট কর্ত্তব্য-নিচয়ের জ্ঞান উপলব্ধ করিতে পারা যায়। নেপোলিয়নের ন্যায় তেজস্বিনী কার্য্যপ্রবণতা—সঙ্কল্পিত গুরুতর কার্য্যের অনিবার্য্য সহচর বিপদ্-পরম্পরার সম্মুখীন হইবার জন্য ইহার প্রয়োজন নহে, কারণ, প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট সে বিপদের সংখ্যা অতি অল্পই হইবে;—কিন্তু সর্ব্বপ্রকার পারিবারিক বন্ধন ও সর্ব্বপ্রকার সন্ধিবন্ধন ছেদনের জন্য,—রাজকীয় জীবনের যে সকল অভ্যাস ও আবশ্যকতা প্রজাদিগের অভ্যাস ও আবশ্যকতা হইতে স্বতন্ত্র ও দূরবিক্ষিপ্ত, তাহাদিগের মূলোৎপাটনের জন্য,—ধূর্ত্ত ও ভীত মন্ত্রিদলের বাগ্‌জাল ও কূট মন্ত্রজাল হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য। অসামান্য ধর্ম্ম-প্রবণতা—যদ্দ্বারা ইচ্ছাপূর্ব্বক এতাবৎকালভুক্ত অধিকারনিচয়ের অন্ততঃ কিয়দংশও পরিত্যাগ করিতে পারা যায়। প্রজাদিগের অধিকার প্রজাদিগকে ফিরাইয়া না দিলে তাহারা সমরে ধন ও প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে কখনই প্রস্তুত হইবে না।

"যে সকল মহীপাল এক্ষণে পৃথিবী শাসন করিতেছেন, তাঁহাদিগের কেহই এ সমস্ত গুণের আধার নহেন। তাঁহাদিগের শিক্ষা, তাঁহাদিগের স্বভাব, এবং প্রজাদিগের প্রতি তাঁহাদিগের প্রকৃতিসিদ্ধ অবিশ্বাস—তাঁহাদিগকে এ সমস্ত রাজোচিত গুণে চিরবঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। বুঝি বিধাতা প্রজাদিগের সম্মুখে স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত করিবার জন্য—রাজাদিগকে এই সমস্ত রাজোচিত গুণে ভূষিত করেন নাই। যখন আমি রাজা চার্লসকে পত্রখানি লিখি, তখন আমার এইরূপ বিশ্বাস ছিল, এখনও সেইরূপ বিশ্বাস আছে। চার্লস অ্যালবার্ট যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তাঁহার পূর্ণ-যৌবন; ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের গম্ভীরতর প্রতিজ্ঞা সকল তখনও তাঁহার স্মৃতিতে দেদীপ্যমান,—

বিদ্রোহী প্রজাবৃন্দের আর্ত্তনাদ তখনও তাঁহার শ্রুতিতে বিরাজমান,—তিনি প্রজাসাধারণকে অষ্ট্রীয়ার দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত করিবেন, এই আশায় ও উৎসাহে প্রজাদিগের যে হৃদয়তন্ত্রী এক দিন বাজিয়া উঠিয়াছিল—তাহার প্রতিঘাতে তখনও তদীয় হৃদয়তন্ত্রী আডামান। ইহাতেও তিনি ইতালীয়দিগের অভাব ও ইচ্ছা কি, তাহা জানিলেন না—ইহাতেও তিনি প্রজাদিগের প্রতি কর্ত্তব্য কি, তাহা বুঝিলেন না।

"ইতালীয়েরা তাঁহার উপর যে প্রকাণ্ড আশাসৌধ নির্ম্মিত করিয়াছিল, আমি তাঁহার নিকট তাহা বিদিত করিয়াছিলাম মাত্র; সে সৌধ নির্ম্মাণে আমার কোন আশা ছিল না।

"আপনি যদি মল্লিখিত সেই পত্রখানি পুনঃ প্রকাশিত করেন, তাহা হইলে—ফ্রান্সে যাঁহারা আপনাদিগকে নবদলের স্রষ্টা ও অধিনায়ক বলিয়া পরিচয় দিতেছেন এবং নিয়মতন্ত্র রাজত্বের পক্ষপাতী বলিয়া আপনাদিগের গৌরব করিতেছেন—তাঁহারা অন্ততঃ বুঝিতে পারিবেন যে, তাঁহাদিগের এই দল নূতন দল নহে—ষোড়শ বৎসর পূর্ব্বে ইতালীয়দিগের মধ্যে যে জাতীয় দল সংস্থাপিত হয়, ইহা তাহার প্রতিবিম্ব মাত্র; এবং তাঁহারা যে মত নূতন বলিয়া জগতে ঘোষণা করিতেছেন, সে মত সেই জাতীয় দলের মতের ছায়া মাত্র, জাতীয় দল অনেক বৎসরের প্রবঞ্চনার পর—অজস্র ভ্রাতৃরুধির-পতনের পর—যে মত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, ইহা সেই মতের অনুকরণ মাত্র। ইতালীয়েরা অসংখ্য বিপদ্-পাতের পর,—বহু দিনের পরীক্ষার পর,—এই সত্য জানিতে পারিয়াছেন যে—

তাঁহাদিগের সমস্ত আশা ও সমস্ত ভরসা তাঁহাদিগের নিজের উপর ও ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিতেছে।

আপনার যোসেফ ম্যাটসিনি।"

চারল্‌স অ্যাল্‌বার্টের প্রতি লিখিত পত্রখানি সর্ব্বপ্রথমে মার্সেলিসে প্রকাশিত হইল। সার্ডিনিয়ার যে যে অধিবাসীকে ম্যাটসিনি নামতঃ চিনিতেন, ইহার এক এক খণ্ড ডাকযোগে তাঁহাদিগের নিকট প্রেরিত হইল। বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় ডাকের চিঠি খোলার পদ্ধতি তখন সাধারণ নিয়মে পরিণত হয় নাই। তথাপি কি প্রকারে ইহার দুই চারিটি গুপ্ত মুদ্রাঙ্কন সম্পাদিত হইল। এইরূপে অনতিকালমধ্যেই ইহা ইউরোপের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। রাজা চার্লস ইহার এক খণ্ড প্রাপ্ত হইলেন এবং পাঠ করিলেন।

অমনি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সার্ডিনিয়ার সীমাস্থিত কর্ম্মচারিগণের প্রতি এই সার্কুলার জারী হইল যে, —'ম্যাটসিনি নামক কোন নির্ব্বাসিত ইতালীয়, যদি ইতালী প্রবেশ করিতে উদ্যত হয়, তাহা হইলে তাহাকে যেন তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করা হয়।'

যাহা হউক, এই পত্র প্রচারিত হইলে, ইতালীর যুবকসম্প্রদায় উৎসাহে মাতিয়া উঠিলেন। ম্যাটসিনি মার্সেলিসে বসিয়া ইতালীর একতাসমর্থক যে স্বর মুখ হইতে সমুচ্চারিত করিলেন, সেই স্বরের প্রতিঘাতে ইতালীর যুবকসম্প্রদায়ের নিদ্রিতপ্রায় হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল এবং সেই বাদ্যে তাঁহাদিগের হৃদয়ের নিদ্রিত বা অননুভূত হৃদয়াবেগের অতিশয় প্রাবল্য হইয়া উঠিল। ম্যাটসিনি এই ভাবী শুভসূচনা সাহ্লাদে শিরোধার্য্য করিলেন। ম্যাটসিনির অসমসাহসিকতা এই প্রথম উৎসাহ পাইল।

যদিও যুগে যুগে ইতালীর পুরুষশ্রেষ্ঠগণের মুখ হইতে ইতালীর ভাবী একতা-সূচক ভবিষ্যদ্বাণী সমুদ্গীরিত হইয়াছে, তথাপি বর্ত্তমান রাজমন্ত্রণাতত্ত্ববেদীরা ইহাকে কার্য্যবিষয়িণী রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করেন না এবং ইহাকে অসম্ভব-প্রলাপীর উক্তি বলিয়া উপহাস করিয়া থাকেন; ইহাকে কার্য্যে পরিণত করিলেও করা যাইতে পারে, ইহা তাঁহারা স্বপ্নেও ভাবেন না। ইতালীর স্বাধীন প্রদেশ সকলকে এক সন্ধিসূত্রে সংবদ্ধ করা ভিন্ন অন্য কোন একতার ভাব তাঁহারা মনে ধারণা করিতে পারেন না।

তাঁহাদিগের চিন্তা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা লইয়া যতদূর ব্যাপৃত ছিল, জাতীয় স্বাধীনতা লইয়া ততদূর ব্যাপৃত ছিল না। কিন্তু যে দেশ জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষা করিতে অসমর্থ, সে দেশে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কিরূপে সংরক্ষিত হইতে পারে?

যাহা হউক, ইতালীর প্রজাসাধারণ—চারল্‌স অ্যাল্‌বার্ট সম্বন্ধে যে সকল ভ্রমে পতিত হন, তদীয় রাজত্বের প্রথম কার্য্য দ্বারাই সে সকল ভ্রমের অপনয়ন হয়। যে সকল লোক ১৮২১ খৃঃ তত্ত্বাবিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অপরাধে নির্ব্বাসিত হন, চারল্‌স রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়া তাঁহাদিগের স্বদেশে প্রত্যানয়ন আবশ্যক বলিয়া মনে করিলেন না। তাঁহাদিগের অধিকাংশই বোধ হয় তৎপ্ররোচনা ব্যতীত কখনও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইতেন না। তাঁহাদিগের মধ্যে কতকগুলি আবার চারল্‌সের প্রিয় সহচর ছিলেন; তথাপি তাঁহাদিগের স্বদেশে প্রত্যানয়ন বিষয়ে চারল্‌স একবারও ভাবিলেন না।

ম্যাটসিনি এই ঘটনানিচয়ের অন্তর্নিহিত গূঢ় তত্ত্ব

বুঝিতে পারিলেন। এই সকল শুভ চিহ্ন ইতালীর ভাবী স্বাধীনতা-সূচক, তাহাও তিনি বুঝিলেন। তিনি কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে চতুর্দ্দিকস্থ ঘটনাবলীর প্রতি সাবধান-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং কি প্রণালীতে কার্য্যারম্ভ করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

এই সময়ে কার্লো বিয়াঙ্কো—যাঁহার সহিত ম্যাটসিনি তৎকালে মার্সেলিসে সহবাস করিতেছিলেন—অ্যাপোফেসিমিনিস্ নামক একটি গুপ্ত সমাজের অস্তিত্বের বিষয় ম্যাটসিনিকে বিদিত করিলেন। ইহাকে এক প্রকার সৈনিক সভাও বলা যাইতে পারে। ইহার সভ্যদিগের নিকট হইতে শপথ গৃহীত হইত ও তাঁহাদিগকে পরস্পর-পরিচায়ক সাঙ্কেতিক চিহ্ন প্রদত্ত হইত। ইঁহাদিগের মধ্যে পদ ও পদের ক্রমারোহণও প্রচলিত ছিল; এবং ইঁহাদিগের মধ্যে এরূপ কঠিন শাসন প্রচলিত ছিল যে, সে কঠিন শাসনে হৃদয়ের উৎসাহ ও একাগ্রতার উৎস পর্য্যন্ত বিশুষ্ক হইয়া যাইত। অধিকন্তু এই সমাজ কোন সুদৃঢ় নৈতিক ভিত্তির উপর সংস্থাপিত ছিল না।

কিন্তু ম্যাটসিনির সমাজবন্ধনের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। সুশিক্ষা-বিধান ও বিদ্রোহের বীজ-বপন—এ দুইটিই তাঁহার সমাজবন্ধনের উদ্দেশ্য ছিল। চিন্তা ও কার্য্যের সামঞ্জস্যবিধানই তাঁহার প্রবলতর হৃদ্গত ভাবের বিষয় ছিল। বিশেষতঃ কেন্দ্রোথ বিদ্রোহের পতনে তাঁহার মনে এই দৃঢ় সংস্কার জন্মিয়াছিল যে, যে সকল সমাজ দ্বারা সেই বিদ্রোহ নিয়মিত ও সঞ্চালিত হইয়াছিল, সে সকলের মধ্যে অবশ্যই সজীবতার পূর্ণ অভাব বর্ত্তমান ছিল। এই জন্য তিনি নূতন লোক লইয়া তাঁহার সমাজ গঠিত করিবেন স্থির করিলেন।

ইতালীকে স্বাধীন করা তাঁহার সমাজবন্ধনের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু ইতালীর মহত্ব ও ক্ষমতা পরিবর্দ্ধিত করা—ইতালীকে তাহার অতীত কীর্ত্তি-নিচয়ের উপযোগিনী করা এবং ইতালীর হৃদয়ে তাহার ভাবী কর্ত্তব্যনিচয়ের ভাব দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করা তাঁহার সমাজবন্ধনের প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ম্যাটসিনির এই উচ্চতম মত সকল ইতালীর তৎকাল-প্রচলিত সাধারণ মত সকলের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল।

ইতালী সকল বিষয়েই ফ্রান্সের মুখ চাহিয়া থাকিত। ইতালীর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রদেশগুলিকে অধীনতার শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত করা এবং ইতালীর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রদেশগুলির স্বতন্ত্রভাবে অবস্থোন্নতি করাই—ইতালীর সাধারণের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। সমস্ত ইতালীকে এক শাসনের অধীন করা, সমস্ত ইতালীকে এক শিক্ষা-প্রণালীতে দীক্ষিত করা, সমস্ত ইতালীকে এক নৈতিক ভিত্তির উপর সংস্থাপিত করা, সমস্ত ইতালীকে এক জাতিতে পরিণত করা—এ সমস্ত ইতালীয় সাধারণের বুদ্ধি ও চিন্তার অতীত ছিল। ইঁহাদিগের কোন উচ্চ নৈতিক আদর্শ ছিল না। অধিক কি, বর্ত্তমান অসহ্য ক্লেশরাশি হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য তাহারা যে কোন প্রকার শাসনপ্রণালীর এবং যে কোনও লোকের অধীন হইতে প্রস্তুত ছিল।

ইতালী যে পর-সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া স্বয়ং স্বাধীনতা-সমরে অবতীর্ণ হইতে সমর্থ—এ ভাব কেবল ম্যাটসিনিরই অন্তরে সর্ব্বপ্রথমে আবির্ভূত হয়। ম্যাটসিনির অবিচলিত বিশ্বাস ছিল যে—

আত্ম-নির্ভর-পর না হইলে কোন জাতিই
স্বাধীন হইতে পারে না।

এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি ফরাসী গবর্ণমেণ্টের জঘন্য অনুবর্ত্তিতা হইতে স্বদেশকে উন্মুক্ত করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন।

ম্যাটসিনি জানিতেন যে—ইতালীয় হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্বার্থপরতাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া সেই সিংহাসনে "নিরভিসন্ধি আত্মত্যাগ"রূপ দেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে তাঁহার সঙ্কল্পসিদ্ধির কোন আশা নাই। তিনি জানিতেন যে, নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ ব্যতিরেকে ইতালীয়েরা কখনই বিজয়মার্গে অগ্রসর হইতে পারিবে না। তিনি জানিতেন যে, অবিচ্ছিন্ন আত্মত্যাগ ব্যতিরেকে ইতালীয়েরা বিজয়ী হইয়াও বহুদিন আত্মগৌরবরক্ষণে সমর্থ হইবে না।

কার্ব্বোন্যারিজম সম্প্রদায় ম্যাটসিনির নিকট এই সকল গুরুতর উদ্দেশ্যসাধনের সম্পূর্ণ অনুপযোগী বলিয়া প্রতীত হইল। অষ্টাদশ লুই এবং দশম চার্লসের রাজত্বকালে ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠিত সমদর্শী সমাজের ন্যায়, ইহার লক্ষ্য এত অনির্দ্দিষ্ট ছিল যে, তাহা কার্য্যে পরিণত করা সুকঠিন। অটল বিশ্বাস ও নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য ব্যতিরেকে কখনই একতা সম্পাদিত হয় না এবং একতা ব্যতিরেকেও কখনও মহতী অবদান-পরম্পরা সংসাধিত হইতে পারে না।

যৎকালে দুর্দ্দান্ত নেপোলিয়ন ইউরোপের ভস্মরাশির উপর প্রকাণ্ড একতাসৌধ নির্ম্মাণ করেন, যৎকালে ইউরোপে এক দিকে ভাবী শুভের বলবতী আশা যুবক হৃদয়কে এবং অন্যদিকে দুর্দ্দমনীয়

সর্ব্বগ্রাসকরী বৃত্তি বৃদ্ধ-সৈনিকহৃদয়কে আন্দোলিত করিতেছিল, যৎকালে এক দিকে প্রজারা দূর হইতে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবী রাজ্যের মোহন মূর্ত্তির ছায়ামাত্র অবলোকন করিয়া আনন্দে পুলকিত হইতেছি। ও অন্যদিকে গবর্ণমেণ্ট অতীত ঘটনাবলীর নিদর্শন দেখাইয়া পূর্ব্বপ্রচলিত অত্যাচার সকল পুনরাবির্ভূত করিতে চেষ্টা করিতেছিল, সেই কালে—সেই পরস্পর-বিরোধী মত সকলের সংঘর্ষকালেই—কার্ব্বোন্যারিজম সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। কোন নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের অভাবহেতু পূর্ব্বোক্ত সকল প্রকার লোকেই এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইল এবং যে ভীষণ তমোরাশি তৎকালে ইউরোপ আচ্ছন্ন করিয়াছিল, তাহার অভ্যন্তরে ইহার প্রকৃত অবয়ব অতি অস্পষ্টরূপেই উপলব্ধি হইতে লাগিল।

যত দিন কার্ব্বোন্যারিজম সম্প্রদায়কে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত করা সম্ভবপর ছিল, তত দিন ইহা সিসিলির রাজগণের আদর ও সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই সামান্য উদ্দেশ্যে ব্যাপৃত থাকিয়া কার্ব্বোন্যারিজম দেশীয় লোকের মনকে প্রকৃত লক্ষ্যের অনুসরণ হইতে বিরত রাখিয়াছিল। যদিও রাজগণ কর্ত্তৃক প্রতাড়িত হইয়া ইহা রাজকীয় উপাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রকৃত মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল, তথাপি ইহা অতর্কিতভাবে পূর্ব্বের কতকগুলি অভ্যাসের অনুসরণ করিত। এই সম্প্রদায়ের আর একটি সাংঘাতিক দোষ এই ছিল যে, ইহা সমাজের উচ্চতম শ্রেণী হইতেই অধিনায়ক সকল মনোনীত করিত। ইঁহার এই ভ্রান্ত বিশ্বাস ছিল যে, ইতালীর উদ্ধার উচ্চশ্রেণীর দ্বারাই সংসাধিত হইবে। ইঁহারা জানিতেন না যে, বৃহৎ বিপ্লব সকল প্রজাবৃন্দ ব্যতিরেকে আর কাহারও দ্বারা সংসাধিত হইতে পারে না। অনেক রাজনৈতিক সমাজেই এই ভয়ঙ্কর ভ্রম অদ্যাপিও প্রচলিত রহিয়াছে।

কার্ব্বোন্যারিজমের আর একটি প্রধান দোষ এই ছিল যে, ইহা সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিদিগকে সমাজসৌধের কিরূপে মূলাকর্ষণ করিতে হয়, তাহাই শিখাইত; কিন্তু কিরূপে সেই স্থলে নব সৌধ নির্ম্মাণ করিতে হয়, তাহা শিখাইত না।

এই সম্প্রদায়ের অধিনায়কেরা দেখিলেন যে, যদিও জাতীয় স্বাধীনতা বিষয়ে সমস্ত ইতালীয়েরাই একবাক্য; তথাপি জাতীয় একতা বিষয়ে তাঁহাদিগের মধ্যে গুরুতর মতভেদ আছে এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও জাতীয় স্বাধীনতার মধ্যে যে গুরুতর প্রভেদ আছে, তাহা তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই অবগত নহেন।

তাঁহারা এই সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া কোন্ পক্ষ অবলম্বন করিবেন, স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে এক মধ্যপথ অবলম্বন করিলেন। তাঁহারা তাঁহাদিগের পতাকার উপর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও জাতীয় স্বাধীনতা—এ উভয়ই অঙ্কিত করিলেন। কিন্তু ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কাহাকে বলে এবং কি উপায়েই বা তাহা প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে, তাহা স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিলেন না, কেবল এইমাত্র বলিলেন যে, ভবিষ্যতে যখন আবশ্যক হইবে, তখন দেশের উচ্চশ্রেণীস্থ লোকেরাই তাহার মীমাংসা করিবেন।

এইরূপে তাঁহারা "জাতীয় একতা" শব্দ স্থানে "জাতীয় মিলন" শব্দ প্রয়োগ করিলেন। ইতালীর বিচ্ছিন্ন প্রদেশ সকল এক শাসনের অধীন হইবে—ইতালীর বিচ্ছিন্ন প্রদেশ সকল এক সন্ধি-সূত্রে পরস্পর-সংবদ্ধ হইবে,—"জাতীয় মিলন" শব্দে এই দুই অর্থই বুঝাইতে পারে।

সাম্য বিষয়ে এই সম্প্রদায় কোন কথাই উল্লেখ করেন নাই। অথবা এরূপ অস্পষ্টভাবে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাহা হইতে প্রয়োজনমত বিভিন্ন বিভিন্ন অর্থও ব্যক্ত হইতে পারে।

এইরূপে কার্ব্বোন্যারিজম্ একতাবন্ধন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া ও তৎকালে সাধারণমনে যে সকল সন্দেহের ও প্রশ্নের আন্দোলন হইতেছিল, সে সকল সন্দেহের কোন উৎকৃষ্ট মীমাংসা বা সে সকল প্রশ্নের কোন সন্তোষজনক উত্তর দিল না। যাহাদিগকে বিপদ্-প্রাঙ্গণে আহ্বান করিতেছে, যাহাদিগের নিকট হইতে বিবিধ সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে, তাহাদিগের নিকটও ভবিষ্যৎ কার্য্য-প্রণালীর কোন বিবরণ প্রকাশ করিল না।

সকল শ্রেণীর লোকই ইহার সভ্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইতে লাগিল। কারণ, প্রায় সকল শ্রেণীর লোকই বর্ত্তমান শাসন-প্রণালীর উপর বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সকলেরই ইচ্ছা এবং সকলেরই চেষ্টা, যাহাতে বর্ত্তমান শৃঙ্খলা পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়।

এইরূপে এই সমাজের সভ্যসংখ্যা অসাধারণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। যদিও এই সম্প্রদায়ের মত সকল সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইতে লাগিল, তথাপি ইহার অধিনায়কদিগের প্রজাসাধারণের উপর বিশ্বাস না থাকায় তাহাতে বিশেষ ফলোদয় হইল না। প্রজাসাধারণের

সহানুভূতি ও সহকারিতা প্রাপ্ত হইলে এই সম্প্রদায়ের প্রতি উচ্চশ্রেণীর লোকের শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে, এই জন্যই কেবল এ সম্প্রদায়ের অধিনায়কেরা প্রজাসাধারণের সহানুভূতি ও সহকারিতা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে কোন অব্যবহিত কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন, তাঁহাদিগের এরূপ কোন ইচ্ছা ছিল না।

এই সমাজের যুবক-সম্প্রদায় উৎসাহপূর্ণ ও কার্য্যদক্ষ, স্বদেশহিতৈষী ও সাধারণতন্ত্রপ্রিয় যুদ্ধকুশল ও গৌরবপ্রিয়; কিন্তু প্রাচীন সম্প্রদায় সাম্রাজ্যপ্রিয় ও কার্য্যকুণ্ঠ, বিশ্বাসশূন্য ও আশাবিরহিত এবং শুদ্ধ নিজেরাই উৎসাহ ও সাহসে বঞ্চিত হইয়াও ক্ষান্ত নহেন—যুবক-হৃদয়ের উৎসাহ ও সাহসের বীজ পর্য্যন্ত উৎপাটিত করিতে কৃতসঙ্কল্প। দুর্ভাগ্যবশতঃ এরূপ প্রাচীন সম্প্রদায়ের হস্তে তাদৃশ যুবক-সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব অর্পিত হইল।

ক্রমে কার্ব্বোন্যারোদিগের সংখ্যা এত অধিক হইল যে, তাঁহাদিগের গুপ্তভাব অরক্ষণীয় হইয়া উঠিল। অনতিকালমধ্যে কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত দেখিয়া দলপতিরা দলস্থ ব্যক্তিদিগকে অবিলম্বে কার্য্যক্ষেত্রে অবতারিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু সেই গুরুতর কার্য্য তাঁহারা স্বয়ং অসমর্থ হইয়া একজন অধিনায়কের—একজন রাজার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এই দিন হইতেই কার্ব্বোন্যারিজমের পতন আরম্ভ হইল—এই দিন হইতেই কার্ব্বোন্যারিজম একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ে পরিণত হইল।

তৃতীয় অধ্যায়

জাতীয় অভ্যুত্থান ও ইহার পতন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যে দিন হইতে কার্ব্বোন্যারোগণ ইতালীর উদ্ধারসাধনের জন্য একজন রাজার অন্বেষণ আরম্ভ করিলেন, সেই দিন হইতেই তাঁহারা একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়রূপে পরিণত হইলেন।

রাজতন্ত্র শাসনপ্রণালীর উপর যে কার্ব্বোন্যারোদিগের বিশেষ আস্থা ছিল, এরূপ নহে, কারণ, তাঁহারা আপনাআপনির মধ্যে রাজতন্ত্র লক্ষ্য করিয়া বিদ্রূপ ও উপহাস করিতেও ত্রুটি করিতেন না। তত্রাপি তাঁহারা যে এত আদরের সহিত ইহাকে গ্রহণ ও এত উৎসাহের সহিত ইহার পক্ষসমর্থন করিয়াছিলেন, তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব ছিল। প্রথমতঃ তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে, ইহা তাঁহাদিগের বলপ্রাপ্তির প্রধান কারণ হইবে। দ্বিতীয়তঃ নিম্নশ্রেণীস্থ প্রজামণ্ডলীকে তাঁহারা অতিশয় ভয় করিতেন; তাঁহাদিগের বিশ্বাস ছিল, তাহাদিগকে শৃঙ্খলোন্মুক্ত করিলে—তাঁহাদিগের হস্তে ক্ষমতা প্রদান করিলে—বিপ্লবের বিশেষ উপকার না হইয়া বরং রাজ্যে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে, নির্ম্মুক্ত বৃষের ন্যায় তাহাদিগকে শেষে আয়ত্ত করা দুরূহ হইবে; তাঁহাদিগের বিশ্বাস ছিল, রাজতন্ত্রের আশ্রয় পাইলে তাঁহাদিগকে এই ভয়ঙ্কর বিপদে পড়িতে হইবে না, অথচ তাঁহাদিগের অভীষ্ট কিয়ৎপরিমাণে সংসিদ্ধ হইবে। তৃতীয়তঃ তাঁহাদিগের বিশ্বাস ছিল যে, এই অভ্যুত্থানের সহিত কোন রাজনাম সংশ্লিষ্ট করিলে তাঁহারা অষ্ট্রীয়ান ক্রোধানল কিয়ৎপরিমাণে নিবারিত করিতে পারিবেন এবং—ইংলণ্ড কি ফ্রান্স—কোন না কোন রাজতন্ত্র গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

এই জন্যই তাঁহাদিগের নেত্র পীডমণ্টের চারলস্ অ্যালবার্ট এবং নেপল্‌সের প্রিন্স ফ্রান্সেস্কোর উপর পতিত হইল। চারল্‌সের প্রকৃতি স্বভাবতই যথেচ্ছাচারপ্রবণ ছিল; এবং তাঁহার দুরাকাঙ্ক্ষাবৃত্তি অতিশয় তেজস্বিনী সত্ত্বেও মহত্ত্ব অভাবে তাহা কখনই পরিতৃপ্ত হয় নাই। দ্বিতীয়—ফ্রান্সেস্কো জীবনের প্রারম্ভ হইতেই কপটাচারী ও বিশ্বাসঘাতক ছিলেন। কার্ব্বোন্যারোগণ এবংভূত দুই অযোগ্য রাজপুরুষের হস্তে ইতালীর ভাবী আশা ন্যস্ত করিলেন—ইতালী উদ্ধারের সমস্ত আয়োজনভার অর্পণ করিলেন। তাঁহারা জানিতেন যে, এই দুই রাজপুরুষের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র এবং মতও স্বতন্ত্র। জানিয়াও তাঁহারা নিতান্ত অদূরদর্শীর ন্যায় এরূপ পরস্পরবিসংবাদী উদ্দেশ্য ও মতের সামঞ্জস্যের জন্য ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করিলেন।

রাজনামে—রাজপ্রতাপে তাঁহাদিগের দলে লোকসংখ্যা অধিক হইবে, কার্ব্বোন্যারোগণ এই আশাতেই রাজ-চরণের আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু উপস্থিত ঘটনাবলী দ্বারা অসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণীকৃত হইল যে, শুদ্ধ লোকের সংখ্যায় কোন কার্য্যই সংসাধিত হয় না। যাহারা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে, তাহাদিগের পরস্পরের প্রতি আসক্তি এবং যে কার্য্যে অবতীর্ণ হইবে, সেই কার্য্যের প্রতি আসক্তিই কৃতকার্য্যতালাভের প্রধান মূল। বিপ্লবের অধিনায়কদিগের উচ্চ লক্ষ্যের অসদ্ভাবের অনিবার্য্য পরিণাম কি, উপস্থিত ঘটনাবলী দ্বারা তাহাও বিশেষরূপে প্রতিপন্ন হইল।

কার্বোনারোদিগের প্রথম উত্তম কৃতকার্য্য হইল। তাঁহাদিগের পথে কোন গুরুতর বিঘ্নপরম্পরা অবস্থিত ছিল না। কিন্তু এই কৃতকার্যতা অনতিবিলম্বেই ঘোরতর অন্তর্বিদ্রোহে পরাভূত হইল। প্রলয়-কার্য্য মাত্র সম্পাদিত হইয়াছে—এমন সময় প্রত্যেক কার্বোনারো আপন আপন ব্যক্তিগত লক্ষ্য ও ব্যক্তিগত মতামত লই পরস্পরের সহিত ঘোরতর বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রলয় কার্য্যে তাঁহাদিগের সকলেরই ঐক মত্য ছিল। কিন্তু সৃষ্টিকার্য্যে তাঁহাদিগের মধ্যে ঘোরতর মতভেদ উপস্থিত হইল। কতকগুলির মত যে,—সমস্ত ইতালী এক রাজতন্ত্রের অধীন হয়; অনেকের ইচ্ছা যে, ইতালী ফ্রান্স বা স্পেনের সহিত মিলিত হয়। কাহারও কাহারও ইচ্ছা যে, ইতালীতে একমাত্র সাধারণতন্ত্র সংস্থাপিত হয়; আবার অনেকের ইচ্ছা যে, ইহা বহু সাধারণতন্ত্রে বিভক্ত হয়। কিন্তু কাহারও ইচ্ছা সফল হইল না—সুতরাং সকলেই আপনাদিগকে প্রতারিত বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন।

উপস্থিত-কার্য্য-নির্ব্বাহের জন্য তৎকালে ইতালীতে কয়েকটি প্রোভিসনল্ বা সাময়িক গবর্ণমেণ্ট সংস্থাপিত হয়। কিন্তু কার্য্য-প্রারম্ভেই সভ্যদিগের পরস্পর বিবাদে তাঁহাদিগের কার্য্য-স্রোত ব্যাহত হয়। কেহ কেহ কিছুই করিব না বলিয়া বসিয়া রহিলেন; অনেকে কিছু না বলিয়াই শান্ত রহিলেন, এরূপ নহে, অপরে কিছু করিতে উদ্যত হইলেও, তাহার ব্যাঘাত সম্পাদন করিতে লাগিলেন। এই জন্যই এই সকল গবর্ণমেণ্টের তাদৃশ অব্যবস্থিততা ও অনিশ্চিততা পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু সেই সকল গবর্ণমেণ্ট যদি দৃঢ়তার সহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সমস্ত বাধা-বিপত্তি উল্লঙ্ঘন করিতে পারিতেন। যাহা হউক, এই সকল কারণে ইতালীর যুবকবৃন্দ ও প্রজাসাধারণ অচির কালমধ্যেই উৎসাহ, ছিন্নভিন্ন এবং লক্ষ্যশূন্য হইয়া পড়িল।

রাজতন্ত্রতা বিপ্লবের অধিনায়ক হওয়ায় কার্য্যের সাধক মনোনীতকরণে কার্বোনারোদিগের কোন স্বাধীনতা ছিল না। রাজতন্ত্রতার সহিত অনিবার্য্যরূপে সংশ্লিষ্ট অসংখ্য কর্ত্তব্যাবলী ও অসংখ্য বিশ্বাস বিদ্রোহ-জীবনের নির্ভীক প্রকৃতি হইতে দিল না। কিন্তু ন্যায়ের রাজ্য এক সময়ে না এক সময়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবেই হইবে। বিদ্রোহের অধিনায়কেরা অসন্দিগ্ধরূপে খ্যাপন করিলেন যে, প্রজা-সাধারণ আত্মোদ্ধারে বা আত্ম-শাসনে সম্পূর্ণ অক্ষম, এই জন্য তাঁহারা প্রজাসাধারণকে আত্মোদ্ধারসাধক অস্ত্রপ্রদান দ্বারা বিদ্রোহের অধিনয়ন-কার্য্যে কোনও অংশ প্রদান করেন নাই। কিন্তু তাঁহাদিগের প্রজারূপ বলের স্থানে অন্য বলের বিনিয়োজনা করিতে হইয়াছিল—এই অভাব-পূরণের জন্য তাঁহাদিগকে অগত্যা বিদেশীয় গবর্ণমেণ্টের শরণাপন্ন হইতে হইয়াছিল। কিন্তু তাহার ফল কি হইল? তাহারা শরণাগত হইলেন—আপনাদিগের অধিকার, আপনাদিগের স্বাধীনতা কিয়ৎপরিমাণে বিসর্জ্জন দিলেন—আপনাদিগের মান-সম্ভ্রমে জলাঞ্জলি দিলেন, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে তাঁহারা কি পাইলেন? মিথ্যা আশা! মিথ্যা প্রতিজ্ঞা! তাঁহারা রাজপুরুষদ্বয়ের হস্তে মন্ত্রী ও সেনাপতি মনোনীতকরণের ভার অর্পণ করিলেন। কিন্তু তাহারই বা ফল কি হইল? দেশশত্রু, বিশ্বাসঘাতক ও অকর্ম্মণ্য কর্ম্মচারীদিগের হস্তে ইতালীর সৌভাগ্যলক্ষ্মী অর্পিত হইল—ইতালীর দুর্দ্দশা—যাহা ছিল, তাহা অপেক্ষা অধিকতর হইল। তাঁহাদিগের পাপের শেষ প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ অবশেষে তাঁহাদিগকে স্বচক্ষে দেখিতে হইল যে—তাঁহাদিগের সমস্ত আশা-ভরসার স্থল সেই রাজপুরুষদ্বয়ই শত্রু-শিবিরে পলায়ন করিলেন এবং পলায়ন করিয়া যে বিদ্রোহ তাঁহারা আপনারাই উত্তেজিত করেন, তাহারই বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর হইলেন। প্রিন্স অ্যালবার্ট ও প্রিন্স ফ্রান্সিস্কোর পলায়নের পরেই ইতালীয় জাতীয় অভ্যুত্থানের পতন আরম্ভ হয়। নিয়োপলিটান অভ্যুত্থানের সর্ব্বপ্রথমেই পতন হয়। নিয়োপলিটিসের পতনের প্রথম লক্ষণ—বেনেভেণ্টো এবং পণ্টিকর্ভো নামক চিরসংশ্লিষ্ট নগরীদ্বয়ের পরিত্যাগ। দ্বিতীয় লক্ষণ—নিয়োপলিটান্ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ঘোষণা—যে, আত্মরক্ষা ব্যতীত অন্য কোন কারণে তাঁহারা রণে প্রবৃত্ত হইবেন না। তৃতীয় লক্ষণ—যৎকালে অষ্ট্রীয়া-সৈন্য ইতালীর হৃদয়ে আসিয়া উপস্থিত, তখনও নিয়োপলিটান্ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক উদ্ঘোষণ—যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত অষ্ট্রীয়সেনা নিয়োপলিটান্ রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া ইহাতে পদার্পণ না করিতেছে, ততক্ষণ তাহাদিগকে শত্রু বলিয়া বিবেচনা করা হইবে না।

পীড্‌মণ্টিস্ অভ্যুত্থান ঠিক সেইরূপ ভ্রমে পতিত হয়। ইহার অধিনায়কেরা নিয়োপলিটিসের দৃষ্টান্তে আপনাদিগকে অনায়াসেই ভ্রম হইতে রক্ষা করিতে পারিতেন—একইরূপ ভ্রমের পুনরাবৃত্তি অবশ্যই নিবারণ করিতে পারিতেন; কিন্তু তাহা তাঁহারা করিলেন না, সেইরূপ ভ্রমেই তাঁহাদিগেরও পতন হইল। যৎকালে লম্বার্ডির সমস্ত লোকে অভ্যুত্থানোন্মুখ হইয়াছিল, যৎকালে কেবলমাত্র ২৫০০০ পঁচিশ হাজার পীড্‌মণ্টিস্ সৈন্য লম্বার্ডদিগের সহিত মিলিত হইলে লম্বার্ডের বিপ্লব সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য

হইতে পারিত—কারণ, তৎকালে লম্বার্ডিতে যে অষ্ট্রীয় সৈন্য ছিল, তাহারা সংখ্যায় এত অল্প যে, এরূপ জাতীয় অভ্যুত্থান কখনই নিবারণ করিতে পারিত না—তখনও তাঁহাদিগের যথাযোগ্য সাহায্য প্রেরণ করা হইল না, এই সাহায্য তাঁহারা অভ্যুত্থানের এক সপ্তাহ-মধ্যে অনায়াসে প্রেরণ করিতে পারিতেন। এইরূপে একে একে নিয়োপলিটিস্‌, পীডমণ্ট ও লম্বার্ডি পতিত হইল। ইহাদিগের পতনে ইতালীর হৃদয়ে ভয়সঞ্চার হইল। ইতালীর উদ্ধারসাধন দূর বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল।

চারল্‌স অ্যালবার্ট—যিনি বিদ্রোহী গবর্ণমেণ্টের অধিনায়ক ছিলেন—বিজ্ঞাপন জারি করিলেন যে, যে সকল সৈন্য বিদ্রোহে যোগ দিয়াছিল, বিদ্রোহিদলের সহিত অসম্পূর্ণরূপে সংস্রব পরিত্যাগ করিলে তাহাদিগকে ক্ষমা করা হইবে। বিদ্রোহিসমাজ রুসীয় দূত মসিনিগোর শরণাপন্ন হইলেন। রুসীয় দূত স্বীকার করিলেন যে, অষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্টকে বলিয়া তিনি তাঁহাদিগকে ক্ষমা প্রদান করাইবেন এবং এরূপ আশাও দিলেন যে, তিনি ইতালীতে কোন প্রকার নিয়মতন্ত্র শাসন-প্রণালী সংস্থাপিত করিতে বিশেষ চেষ্টা করিবেন।

এই বিদ্রোহিসমাজের অধিকাংশ সভ্যেরই নিঃস্বার্থ দেশহিতৈষিতা প্রতিবাদাসহ। সকলেই দীক্ষিত কার্ব্বোস্বারো। তাঁহারা যে কোন স্বার্থসাধন মানসে বিপ্লব হইতে নিরস্ত হইলেন, তাহা নহে। একদিকে বিপ্লবের আনুষঙ্গিক নৈমিত্তিক বিশৃঙ্খলা তাঁহাদিগের মনে পড়িল, অন্যদিকে রাজ্যতন্ত্রের সুপ্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলা মনে পড়িল। উভয় পক্ষ পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহারা অগত্যা শেষোক্ত পক্ষ অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেন। যে লোককে তাঁহারা অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন, যে ব্যক্তি—তাহাদিগের মনে ভয় ছিল—একদিন তাঁহাদিগকে শত্রু-হস্তে সমর্পণ করিলেও করিতে পারে, তাঁহারা অগত্যা তাহার নিকট হইতেই উপদেশ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন।

কোন্‌টি ন্যায়-সঙ্গত, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন না, এরূপ নহে, কিন্তু বুঝিয়াও ব্যক্ত করিতে সাহস করিলেন না। তাঁহারা পুরাতন রাজকর্ম্মচারী ও পুরাতন সেনাপতিগণকে পরিবর্ত্তিত না করিয়া রাজ্যের পূর্ণ সংস্কারে—আমূল পরিবর্ত্তনে—কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহাদিগের সঙ্কল্প সুতরাং বিফল হইল। তাঁহারা মোডারার গবর্ণমেণ্ট কাউণ্ট লাটুরের হস্তে এবং সেভয়ের গবর্ণমেণ্ট কাউণ্ট ডাণ্ডিজেনির হস্তে সেই আমূল পরিবর্ত্তনের ভার সমর্পণ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা জানিতেন যে, ইহারা দুই জনেই বিপ্লবের প্রখ্যাত শত্রু।

সময়ের অনিবার্য্যতা ও আবশ্যকতা তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই দেখিয়াছিলেন ও বলিয়াও ছিলেন। তথাপি রাজতন্ত্রের শৃঙ্খলার পাছে কোন ব্যাঘাত ঘটে, এই ভয়ে তাঁহারা ভূয়োভূয়ঃ প্রার্থিত হইয়াও প্রজাসাধারণকে শস্ত্র প্রদান করিতে অস্বীকৃত হইলেন; ইলেক্‌টরাল্‌ সমাজ আহ্বান করিতে অপরিমিত বিলম্ব করিলেন; প্রত্যুত যে কোন কার্য্য দ্বারা বিপ্লববিষয়ে প্রজাসাধারণের সহানুভূতি সমুদ্ভূত করা যাইতে পারিত, তাঁহারা তৎসমস্তেই অবহেলা প্রদর্শন করিলেন; অধিক কি, জেনোয়ার লবণের মূল্য কমানোর জন্য যে বিধি ব্যবস্থাপিত হয়, তাহা পর্য্যন্তও তাঁহারা রদ করিলেন।

এইরূপ অসংখ্য ভ্রমে ও অন্তর্দৌর্ব্বল্যেই কার্ব্বোন্যারোদিগের পতন হইল। যদি তাঁহারা শত্রুসেনা দ্বারা পরাভূত হইতেন, তাহা হইলেও তাঁহাদিগের কথঞ্চিৎ গৌরবরক্ষা হইত। কিন্তু তাঁহারা আপনাদিগের দুর্বুদ্ধিতার দোষে—আপনাদিগের বৈপ্লবিক কার্য্যপ্রণালীর পরস্পর-বিসংবাদেই—বাহ্য অন্তরায় বিনাও পতিত হইলেন। তাঁহারা ইতালীর উদ্ধারসাধন করিবেন, অথচ প্রজা-সাধারণকে স্বাধীনতা দিবেন না—তাহাদিগকে অস্ত্র প্রদান করিবেন না। তাঁহারা স্বদেশকে অষ্ট্রীয়ার শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত করিবেন, অথচ বিপ্লবের অধিনয়ন কার্য্যের ভার অষ্ট্রীয়ার দাস কতিপয় রাজপুরুষের হস্তে সমর্পণ করিবেন। তাঁহারা প্রচলিত শাসন-প্রণালীতে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন সংঘটিত করিবেন, অথচ প্রচলিত শাসনপ্রণালীর প্রধান সমর্থক পুরাতন কর্ম্মচারীদিগকে স্বপদে প্রতিষ্ঠাপিত রাখিবেন। কিন্তু অসম্ভব কে সম্ভবপর করিতে পারে?

কার্ব্বোন্যারোগণ ম্যাটসিনির নিকট এইরূপ চিত্রে পরিদৃষ্ট হইয়াছিলেন—মস্তকশূন্য এক প্রকাণ্ড ও সবল দেহ—এক সম্প্রদায়, যাহাতে উদার ইচ্ছার অপ্রতুল নাই বটে, কিন্তু লক্ষ্য ও উপায়ের কোনও সামঞ্জস্য নাই এবং অন্তর্নিগূহিত জাতীয় ভাবকে কার্য্যে পরিণত করার জন্য যে পরিমাণ যুক্তি ও যে যে পরিমাণ বহুদর্শন থাকা আবশ্যক, তাহার অস্তিত্বের অভাব আছে।

কার্ব্বোন্যারোদিগের বিশ্বনাগরিকতায় তাঁহাদিগের কার্য্যক্ষেত্র পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের কার্য্যকরী শক্তি অতিশয় ব্যাহত হইয়া পড়িয়াছিল। জগতের মঙ্গল-সাধন তাঁহাদিগের কার্য্যের লক্ষ্য হওয়ায় তাঁহারা কার্য্যতঃ কোন দেশেরই মঙ্গলসাধন করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

কিন্তু কার্ব্বোনারোগণ একটি গুরুতর বিষয়ের শিক্ষা প্রদান করেন। তাঁহারা যে বীরোচিত অবিচলিততার ভাব শিক্ষা দ্বারা লোকের মনে চির-অঙ্কিত করিয়াছিলেন যে, নির্ভীকতার সহিত তাঁহারা স্বদেশের কার্য্যে প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন—সেই অবিচলতা ও নির্ভীকতার সহস্র দৃষ্টান্ত ইতালীয় জাতির অন্তরে এমন একটি জাতীয় একতাব ভাব বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছিল যে, তাহা হইতেই ইতালীর ভাবী জাতীয় মিলন ও মহতী ভবিষ্য অবদানপরম্পরার পথ উন্মুক্ত হয়; তাহা দ্বারাই কি সম্ভ্রান্ত, কি অসম্ভ্রান্ত, কি ধর্ম্মব্যবসায়ী, কি সাহিত্যোপজীবী, কি সিবিল্, কি সৈন্নিক—ইতালীর সকল শ্রেণীর লোকই এক লক্ষ্যে দীক্ষিত হন।

এই সময় ইতালীতে যে লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয় এবং যে সকল অমানুষ সহিষ্ণুতা ও নির্ভীকতার সহিত কার্ব্বোনারো দণ্ডিতগণ আপনাদিগের দণ্ড গ্রহণ করেন, তাহা পাঠ করিলে তাদৃশ নৃশংস কার্য্যের অনুষ্ঠাতৃগণের প্রতি মৃত ব্যক্তিরও হৃদয় ক্রোধে জ্বলিয়া উঠে এবং কার্ব্বোনারোদিগের প্রতি পাষাণহৃদয়ও ভক্তিরসে বিগলিত হয়। ইতালীয় অভ্যুত্থান নিবারিত হইলে অসংখ্য কার্ব্বোনারো ষড়্‌যন্ত্রীর প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। অধিক কি, ধর্ম্মোপজীবীরাও এই দণ্ডের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই। দক্ষিণ ইতালীতে অসংখ্য এবং মডেনায় দুই জন মাত্র ধর্ম্মোপজীবী এই প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রাপ্ত হন। কার্ব্বোনারোগণ কিরূপ নির্ভীকতা ও বীরোচিত ঔদার্য্যের সহিত তাঁহাদিগের প্রাণদণ্ডের আদেশ গ্রহণ করেন, তাহা একটিমাত্র উদাহরণে বিশদীকৃত হইতে পারে। ইঁহাদিগের অন্যতম সভ্য অলঙ্কারশাস্ত্রের অধ্যাপক গুইসেপী আণ্ড্রিয়োলী যৎকালে শুনিয়াছিলেন যে, তিনি ও তৎসহচর কারাবাসিগণের মধ্যে তাঁহারই কেবল প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে, তৎকালে তাঁহার আনন্দের আর পরিসীমা ছিল না এবং তিনি এই করুণার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলেন না।

কারাবাসীদিগের নিজ নিজ মুখ হইতে তাহাদিগের বিদ্রোহিতাপরাধ স্বীকার করাইয়া লইবার জন্য নৃশংস রাজতান্ত্রিকেরা ভীষণ উপায় সকল উদ্ভাবিত করিয়াছিল। কারাবাসীদিগের পানীয়ের সহিত ইন্‌ফিউসন অব আট্রোপোস বেলাডোনা নামক ঔষধি মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হইত। ইহা শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া অনতিবিলম্বেই মস্তিষ্ককে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিত। মস্তিষ্কের এরূপ দুর্ব্বল অবস্থায় কারাবাসীদিগকে যাহাই জিজ্ঞাসা করা হইত, তাঁহারা ভয়ে ও আত্মসংযমাভাবে তাহাই স্বীকার করিতেন। দণ্ড্যেরা স্বমুখে আপনাদিগের অপরাধ স্বীকার করিলে, তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে অন্য প্রমাণ সংগ্রহ করিতে হইত না, সুতরাং বিনা আয়োজনে তাঁহারা বিচারালয়ে দণ্ডনীয় হইতেন। এইরূপে অসংখ্য নিরীহ ব্যক্তির প্রাণদণ্ড হইল। ক্ষুদ্র মডেনা রাজ্যে ১৪০, পীড্‌মণ্টে শতাধিক এবং লম্বার্ডি, নেপল্‌স ও সিসিলিতে অগণ্যসংখ্যক ব্যক্তির প্রাণবধ হইল।

বিপদে ধৈর্য্য, অবিচলিত অধ্যবসায়, নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ এবং স্বদেশের কার্য্যে অকাতরে প্রাণবিসর্জ্জন করা প্রভৃতি যে সকল গুণ থাকিলে মনুষ্য কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে সমর্থ হয়, কার্ব্বোনারোদিগের সে সকল গুণের কোনও অভাব ছিল না। তথাপি তাঁহারা এই গুরুতর অভ্যুত্থানে অকৃতকার্য্য হইলেন কেন? এ দুরূহ প্রশ্নের কে মীমাংসা করিবে? আমরা এই অভ্যুত্থান-সমকালিক কার্ব্বোনারোদিগের কার্য্যাবলীর পর্য্যালোচনা করিয়া নিম্নলিখিত কয়েকটি ঘটনাকে তাঁহাদিগের পতনের মূল কারণ বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছি—প্রথমতঃ কি প্রণালীতে প্রলয়কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে—এবং প্রলয়কার্য্য সমাপন করিয়া সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া কি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, কার্ব্বোনারো সম্প্রদায়ের অধিনায়কেরা সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদিগকে অথবা প্রজাসাধারণকে তাহার কোনও তালিকা প্রদান করেন নাই; কিন্তু তাঁহাদিগের জানা উচিত ছিল যে, কি প্রণালীতে কার্য্য করিতে হইবে এবং কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়া শেষেই বা কি কি কার্য্য করিতে হইবে, এ সমস্ত সবিশেষ জানিতে না পারিলে, যাহারা কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের কার্য্যে বিশেষ উৎসাহ থাকে না। দ্বিতীয়তঃ কার্ব্বোনারোগণ বিদেশীয় গবর্ণমেণ্টের সাহায্যের উপরই তাঁহাদিগের জয়াশা অধিক পরিমাণে সংন্যস্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদিগের জানা উচিত ছিল যে আপনারা সমর্থ না হইলে কখনই পরসাহায্যে স্বদেশের উদ্ধার-সাধন করা যাইতে পারে না। তৃতীয়তঃ যে সকল ইতালীয় অধিবাসী বিদ্রোহের সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন, কার্ব্বোনারোগণ তাঁহাদিগেরই হস্তে বিদ্রোহের অধিনীতি ও পরিণতির ভার সমর্পণ করিয়া রাখিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদিগের এ সামান্য জ্ঞান থাকা উচিত ছিল যে, বিদ্রোহের সৃষ্টির সহিত যাঁহাদিগের কোনও সংস্রব ছিল না, বিদ্রোহের ফলাফলের সহিত তাঁহাদিগের বিশেষ সহানুভূতি থাকিতে পারে না।

যাহা হউক, ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহে বিদ্রোহীদিগের রাজনৈতিক শিক্ষার উন্নতির একটি স্পষ্ট লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়। উচ্চশ্রেণী ও সৈনিক দলের হস্তক্ষেপ ব্যতীত বিদ্রোহে কৃতকার্য্যলাভ অসম্ভব—এই অন্ধ-বিশ্বাস দ্বিতীয় বিদ্রোহকালে বিদ্রোহীদিগের মন হইতে চলিয়া যায়। ইতালীর বক্ষেই কতিপয় অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি হইতেই এই দ্বিতীয় বিদ্রোহ সমুত্থিত হয়।

প্যারিসের ত্রৈদিবসিক বিদ্রোহের পরদিন বলোনার ডাকঘর লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠিল। প্যারিসের সংবাদপত্র সকল বলোনার যুবক-বৃন্দের হস্তে আসিয়া পড়িল। যুবকবৃন্দ উৎসাহে মাতিয়া উঠিয়া কাষ্ঠ-মঞ্চকে দণ্ডায়মান হইয়া পরিবেষ্টনকারী শ্রোতৃবৃন্দকে প্যারিসের ঘটনা সকল পড়িয়া শুনাইলেন। উৎসাহস্রোত যুবকহৃদয় হইতে উচ্ছ্বলিত হইয়া প্রবলবেগে শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয় প্লাবিত করিল। অমনি চতুর্দ্দিক্ হইতে অস্ত্রসংগ্রহ হইতে লাগিল; দলে দলে ইচ্ছা-সৈনিকের সংখ্যা স্ফীত হইতে লাগিল; এবং অবিলম্বেই সেনানায়ক সকল মনোনীত হইল। এই সংক্রামক উৎসাহ বলোনার রাজ-সেনাদলের চিত্ত পর্য্যন্তও অধিকার করিল। বলোনার সেনাপতি গবর্ণরকে জানাইলেন যে, তাঁহার সৈনিকেরা নগরবাসীদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে অস্বীকৃত। সুতরাং এই বিদ্রোহস্রোত অপ্রতিহত বেগে বর্দ্ধিতায়তন হইতে লাগিল।

এই অগ্নি অন্যান্য নগরেও জ্বলিয়া উঠিল। ২রা ফেব্রুয়ারী মডেনার নাগরিকেরা সাইরো মিনোত্তির গৃহের উপর যে কামান-গোলক বর্ষণ করিল, তাহাই জাতীয় অভ্যুত্থানের সঙ্কেত-চিহ্ন-স্বরূপ পরিগৃহীত হইল। বলোনা ৪ঠা ফেব্রুয়ারী প্রকাশ্যরূপে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। ৫ই ফেব্রুয়ারী বলোনার অধিবাসিগণ তাহাদিগের ডিউক ও তদীয় পারিষদ্বর্গকে নগরী হইতে নিষ্কাশিত করিয়া দিল। ইলোমা ফয়েন্সা, ফর্লী, কাসেনা এবং রাভেন্না একে একে সকলেই স্বাধীন হইয়া উঠিল। ৭ই তারিখে ফেরারাও তাঁহাদিগের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিল। অষ্ট্রীয় সৈন্য পলায়ন করিল। ৮ই তারিখে পেসারো, ফসোম্‌ব্রোণ, ফেনো এবং অর্বীণো আপনাদিগকে শৃঙ্খলোন্মুক্ত করিল। ১৩ই তারিখে বিদ্রোহাগ্নি প্রথমে পার্ম্মায়, তাহার পর ক্রমে ক্রমে কামেরিণো, আস্‌কোলি, পেরুজিয়া, তার্ণী, নার্ণী এবং অন্যান্য নগরেও ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

সাধারণ বেগ ও সমবেত উৎসাহোন্মাদের এত দূর শক্তি যে—যে কার্য্য এক যুগে সম্পন্ন হওয়া কঠিন, তাহা কয়েক দিনের মধ্যেই বৈদ্যুতিক বেগে নিষ্পন্ন হইয়া উঠিল। এই উৎসাহ ও বেগ এত বিশ্বজনীন হইয়া পড়িয়াছিল যে, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাগণও ইহা দ্বারা উন্মাদিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা শারীরিক দৌর্ব্বল্য বশতঃ বলসাধ্য যুদ্ধ-ব্যাপারে নিযুক্ত হন নাই বটে, কিন্তু গৃহে বসিয়া পতাকা, ককেডস প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া যথাসাধ্য বিদ্রোহের সাহায্য করিতে ত্রুটি করেন নাই। এ দিকে রণবৃদ্ধ বীরপুরুষগণ যুবকবৃন্দের মন বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইতেছে দেখিলে অমনি তাঁহাদিগের দেহ বস্ত্রোন্মুক্ত করিয়া দেখাইয়া বলিতেন, "দেখ, স্বদেশের রক্ষার জন্য আমাদিগের শরীর কত ক্ষত ধারণ করিয়াছে!"

এইরূপে ২৫শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে প্রায় পঞ্চবিংশতি লক্ষ ইতালীয় অধিবাসী জাতীয় অভ্যুত্থানের সহিত মিলিত হইল। তাহারা স্বজাতির উদ্ধার-সাধনে প্রাণ সঙ্কল্প করিল। তাহারা যে শুদ্ধ আত্মরক্ষণপর সমরের জন্য উদ্যুক্ত হইল, এরূপ নহে, পরধর্ষণ সমরের জন্যও প্রস্তুত হইল।

ক্রমে এই অভ্যুত্থান ইতালীর প্রায় সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া জাতীয় আকার ধারণ করিল! ইতালীয় ত্রৈবর্ণিক ককেড্‌ সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইল। অভ্যুত্থানের প্রারম্ভে বলোনার যুবকবৃন্দ টস্‌কানীর আক্রমণে চেষ্টমান হন; মডেনা ও রেজিওর যুবকবৃন্দ মাসানগরের বিরুদ্ধে অভিযান করেন; এবং অবশেষে জাতীয় সেনা ফর্লোর মধ্য দিয়া নেপল্‌স রাজ্য আক্রমণে নীত হইবার জন্য অধিনায়কদিগকে গুরুতর উত্তেজনা করিতে লাগিল। কিন্তু অধিনায়কেরা ঈদৃশ—মূলতঃ, লক্ষ্যতঃ ও উপাদানতঃ—জাতীয় বিপ্লবকে প্রাদেশিক অভ্যুত্থানে পরিণত করিবার জন্য নানাপ্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। বিস্তৃতি ও পরিণতি জীবনের একটি প্রধান ধর্ম্ম, বিপ্লবের অস্তিত্বের মূলসূত্র। বিপ্লবকে সঞ্জীবিত রাখিতে হইলে ক্রমেই ইহার পরিধির বিস্তার-সাধন করা একান্ত আবশ্যক, কিন্তু বিপ্লবের অধিনায়কেরা ইহার ক্রমিক বিস্তৃতিসাধন না করিয়া ক্রমেই ইহাকে সঙ্কীর্ণতম সীমায় আবদ্ধ করিতে লাগিলেন।

তাঁহারা বিধি দ্বারা নিষেধ করিলেন, অতঃপর আর কেহই বক্তৃতা রচনা বা কথোপকথন দ্বারা বিদ্রোহসূত্রের প্রচার করিতে পারিবেন না। তাঁহারা পূর্ব্বাগত বিঘ্নরাশি বিদূরিত না করিয়া বরং বিদ্রোহমার্গে নব নব বিঘ্নরাশি সঞ্চিত করিতে লাগিলেন। বিশ্বব্যাপিনী জাতীয়তাই এই অভ্যুত্থানের প্রকৃত জীবন। ইতালীয় জাতিই এই অভ্যুত্থানের একমাত্র জনক। কিন্তু তাঁহারা সেই ইতালীয় জাতির উপর নির্ভর না

করিয়া ইতালীর বহিস্থ জাতিদিগের নিকট সাহায্য-প্রার্থী হইলেন। অষ্ট্রীয়ার সহিত যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল, যেরূপ উৎসাহ, অধ্যবসায় ও ক্ষিপ্রকারিতার সহিত কার্য্য করিলে তাঁহারা অবশ্যম্ভাবী সমরে জয়লাভ করিতে পারিতেন, তাঁহারা তাহার কিছুই দেখাইলেন না; বরং এরূপ ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, শান্তির পরিরক্ষণ ও পুনঃসংস্থাপনের উপরেই বিপ্লবের জয় প্রধানতঃ নির্ভর করিতেছে এবং শান্তি যে শুদ্ধ সম্ভবপর, এরূপ নহে,—ইহা অনায়াস-রক্ষ্য ও অনায়াস-লভ্য, সুতরাং যে কোন কার্য্য দ্বারা শান্তিভঙ্গ বা শান্তির ব্যাঘাত-সম্পাদন হওয়া সম্ভব, তাহা হইতে সর্ব্বথা বিরত থাকা অবশ্য কর্ত্তব্য।

বিদ্রোহের উপাদানসামগ্রীর প্রকৃতি এবং বিদ্রোহী প্রদেশ সকলের অবস্থান বৈষম্য জন্য—এই বিদ্রোহ, সুতরাং সাধারণতন্ত্রপ্রবণ হইয়া উঠিয়াছিল, এরূপ স্থলে বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট সকলের সহানুভূতি-লাভ অসম্ভব; এই প্রজা সাধারণের সহানুভূতি সমাকৃষ্ট করিবার নিমিত্ত অধিনায়কদিগের প্রাণপণে যত্ন করা উচিত ছিল। প্রজা সাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণ করার প্রধান উপায়, তাহাদিগের নিকট অকপটভাবে আপনাদিগের সমস্ত মনোগত ভাব খুলিয়া বলা, কিন্তু তাঁহারা তাহা না করিয়া রাজন্যবৃন্দের অনুগ্রহভিখারী হইলেন এবং সেই জাতীয় অভ্যুত্থানকে রাজসভার মন্ত্রণাজালে পর্য্যুদস্ত করিলেন।

অপরকে কার্য্যে উত্তেজিত করিতে হইলে, অগ্রে আপনাদিগকে কার্য্য করিতে হইবে, অপরের কার্য্যকরী শক্তি উদ্দীপিত করিতে হইলে, অগ্রে আপনাদিগের কার্য্যকরী শক্তি দেখাইতে হইবে; অপরের মনে বিশ্বাসের ভাব অঙ্কুরিত করিতে হইলে, অগ্রে আপনাদিগকে বিশ্বাসী হইতে হইবে; কিন্তু তাঁহারা তাহার কিছুই করিলেন না। তাঁহাদিগের সকল কার্য্যেই দুর্ব্বলতা ও সন্দিগ্ধচিত্ততা জনিত ভীত পরিব্যক্ত হইতে লাগিল। সুতরাং বিদ্রোহী প্রদেশ সকলে তাঁহাদিগের প্রতি অবিশ্বাসের ভাব সঞ্চারিত হইতে লাগিল। গভীর হতাশতার ভাব ইতালীর সমস্ত প্রদেশেই পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

বিদেশীয় গবর্ণমেণ্টের উপর ইতালী উদ্ধারের জন্য নির্ভর করার বিষময় ফল কার্ব্বোনারিগণ ক্রমেই উপভোগ করিতে লাগিলেন। ফ্রান্স অসন্দিগ্ধরূপে ঘোষণা করেন যে, তিনি কোন প্রকারেই বহিস্থ রাজ্য সকলের কার্য্যস্রোতের অন্তর্ব্বর্ত্তী হইবেন না। এই ঘোষণা সত্ত্বেও ইতালীর অভ্যুত্থানের অব্যবহিত পূর্ব্বে ইতালীর প্রভাবশালী লোকগণ লাটুর মবুর্গ নামক নেপলস্‌স্থিত ইতালীর দূতের নিকট এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান যে,—"যদি ইতালীতে একটি জাতীয় বিপ্লব উপস্থিত হয় এবং ইতালীয়েরা অষ্ট্রীয়ার ভয়ঙ্কর কোপানলে পতিত হন, তাহা হইলে ফ্রান্স ইতালীর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিবেন?" দূত স্বহস্তে সেই পত্রেরই পার্শ্বদেশে লিখিয়া দেন যে, "যদি এই নবপ্রতিষ্ঠিত শাসন সমিতি বিশৃঙ্খল আকার ধারণ না করেন, যদি তাঁহারা ইউরোপ-প্রচলিত সাধারণ নিয়মাবলীর ব্যতিক্রম না করেন, তাহা হইলে ফ্রান্স অবশ্যই এই বিপ্লবের সমর্থন করিবেন।" কিন্তু বিপ্লব উপস্থিত হইলে ফরাসী দূত অম্লানবদনে এই স্বহস্তলিখিত প্রতিজ্ঞাপত্র অস্বীকার করিলেন।

ফ্রান্সের প্রতিনিধি-সভার সভাপতি লাফেট, সুবিখ্যাত ইতিহাসলেখক গিজো, পররাষ্ট্র-বিভাগের মন্ত্রী এবং ডিউক্‌ অব্‌ ডালমেসিয়া প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণও মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ফ্রান্স বহিস্থ রাজ্য সকলের কার্য্যস্রোতের অন্তর্ব্বর্ত্তী হইয়া প্রজাসাধারণের শান্তি হরণ করিবেন না বটে, কিন্তু বহিস্থ রাজ্য সকলের প্রজার্‌ন্দের স্বাধীনতা বিপদগ্রস্ত হইলে ফ্রান্স তাহাদিগকে অনুকূল হস্ত প্রদান করিতে সঙ্কুচিত হইবেন না; স্বাধীনতার পরিরক্ষণ ও পরিবর্দ্ধন-সাধনই ফ্রান্সের রাজনীতির প্রধান লক্ষ্য, উদাসীন থাকিয়াই হউক, আর লিপ্ত হইয়াই হউক, ফ্রান্স তৎসাধনে কখনই ভীত বা বিমুখ হইবেন না। কিন্তু এই সকল আশ্বাসবাক্য সময়ে কোনও ফল প্রসব করিল না।

এই সকল আশ্বাসবাক্যে বিপ্লবের অধিনায়কদিগের স্বভাবতই এরূপ বিশ্বাস জন্মিতে পারে যে, বিপৎকালে ফরাসীরাজ লুই ফিলিপ কখনই তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না। এরূপ বিশ্বাস নিতান্ত সঙ্গত হইলেও তাঁহাদিগের অন্ততর কোটি কল্পনা করিয়া তাহার জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত ছিল।

কার্ব্বোনারিগণের বিবেচনা করা উচিত ছিল যে, লুই নিতান্ত ধর্ম্মভীরু ও একান্ত প্রতিজ্ঞাপালনতৎপর হইলেও আত্মরাজবংশের ধ্বংস-সম্ভাবনায় কখনই ইতালী উদ্ধারের জন্য সাহায্য প্রদান করিতে পারিবেন না। মনে কর, এই সময় ফ্রান্স ও অষ্ট্রীয়ার মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হইল, সমস্ত ইউরোপ এই যুদ্ধে দুই ভাগে বিভক্ত হইল—যাঁহারা উন্নতশীল, তাঁহারা ফ্রান্সের সহিত যোগ দিলেন; যাঁহারা স্থিতি-শীল, তাঁহারা অষ্ট্রীয়ার সহিত মিলিত হইলেন। লুই ফিলিপের গবর্ণমেণ্ট অতিশয় দুর্ব্বল এবং প্রজাসহানুভূতি-বিরহিত ছিল। এদিকে সাধারণতন্ত্রের ভাব প্রজাদিগের মনে অদ্যাপি

দৃঢ়রূপে অঙ্কিত ছিল, সুতরাং তাহারা সুযোগ পাইলে —লুই ফিলিপের গবর্ণমেণ্ট কোন প্রকার শিথিলতা ও পর্য্যুদস্ত হইলেই—ফ্রান্সে সাধারণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠাপিত করিতে সতত অভ্যুদ্যত। অষ্ট্রীয়ার সহিত সমরে ফ্রান্স জয়লাভ করিতে পারিত সন্দেহ নাই, কিন্তু এই সংঘর্ষে লুই ফিলিপের গবর্ণমেণ্ট নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িত; সুতরাং ফ্রান্সে প্রজাদিগের নবীন উৎসাহে একটি নবীন সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাপিত হইতে পারিত। এরূপ আত্মবিধ্বংসকারী কার্য্যে লুই কেন প্রবৃত্ত হইবেন? ইতালীর উদ্ধারসাধন তাঁহার অভিপ্রেত হইতে পারে, কিন্তু আত্মবিনাশে তিনি তাহা করিবেন কেন? কার্ব্বোনারোদিগের এই বিষয় একবার ভাবিয়া দেখা উচিত ছিল।

কিন্তু ফরাসী গবর্ণমেণ্টকে প্রতিজ্ঞাপালনে বাধ্য করিবার দুইটি সহজ উপায় ছিল—প্রথমতঃ যদি কার্ব্বোনারোগণ ইতালীর বিদ্রোহ দীর্ঘকালস্থায়ী করিতে পারিতেন, তাহা হইলে ক্রমে ফ্রান্সের প্রজাসাধারণের মনে ইহার প্রতি নিশ্চয়ই গভীর সহানুভূতি সমুদ্ভূত হইত, সুতরাং সাধারণমত ইতালীর পক্ষসমর্থন করিলে ফরাসী গবর্ণমেণ্ট আত্মকৃত প্রতিজ্ঞা পালন না করিয়া থাকিতে পারিতেন না;—দ্বিতীয়তঃ প্রুসিয়ার সসৈন্য বেলজিয়মে আসার ন্যায়, অষ্ট্রীয়ার সসৈন্য পীডমণ্টে আসা ফ্রান্সের চিরকালই অরুন্তুদ, বিদ্রোহ ইতালীর সর্ব্বত্র—বিশেষতঃ পীডমণ্টে—পরিব্যাপ্ত হইলে অষ্ট্রীয়া নিশ্চয়ই সসৈন্যে পীডমণ্টে আসিয়া উপস্থিত হইত, ফ্রান্স ইহা কখনই সহ্য করিত না, অগত্যা ফ্রান্সকে ইতালীয় বিদ্রোহের সাহায্য করিতে হইত।

অন্তর্দৌর্ব্বল্য প্রদর্শন করিয়া লুই ফিলিপের দয়া ও সহানুভূতি আকর্ষণ করার চেষ্টা উন্মত্ততাপ্রকাশ বই আর কিছুই নহে। শান্তিভঙ্গনিবারণী সন্ধির অনুরোধে অষ্ট্রীয়া বিদ্রোহী ইতালীর আক্রমণ হইতে বিরত থাকিবে, এরূপ আশা অধিকতর উন্মত্ততার কার্য্য সন্দেহ নাই। অষ্ট্রীয়া বরং আপনাকে সমরসাগরে প্রক্ষিপ্ত করিবে, তথাপি স্বসন্নিকৃষ্ট লাম্বার্ডোভিনিসীয় প্রদেশে স্বাধীন গবর্ণমেণ্ট সংস্থাপিত হইতে দিবে না।

তথাপি বিদ্রোহ গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধের কোন আয়োজন করিলেন না। এ দিকে অষ্ট্রীয়া সময় পাইয়া ফ্রান্সের সহিত মনোরাগের যে সকল কারণ ছিল, তাহা মিটাইয়া লইল এবং ইতালীর আক্রমণের জন্য সজ্জিত হইতে লাগিল। তখনও বিদ্রোহী গবর্ণমেণ্ট এই অমূলক বিশ্বাস ধরিয়া বসিয়া রহিলেন যে, অষ্ট্রীয়া ইতালী আক্রমণ করিবে না এবং বিদ্রোহকে নির্ব্বিবাদে ইতালীর বক্ষঃস্থলে বদ্ধমূল হইতে দিবে; এই জন্য বিদ্রোহীদিগের বিদ্রোহ প্রণালীর দুইটি প্রধান লক্ষ্য হইয়া উঠিল যে, অষ্ট্রীয়া যেন ইতালী আক্রমণের কোনও ন্যায়সঙ্গত কারণ না পায়।

এই জন্য জাতিসাধারণ যে—রাজ্যের প্রকৃত ঈশ্বর এবং জাতিসাধারণ যে—রাজ্যের অধিকার সকলের একমাত্র অধিকারী, তাহা তাঁহারা কোন প্রকাশ্য বিধি দ্বারা খ্যাপন করিলেন না, প্রজাসাধারণকে যুদ্ধার্থ অস্ত্রশস্ত্রে সসজ্জ হইবার নিমিত্ত কোন ঘোষণা করা হইল না। প্রজাদিগের মধ্য হইতে প্রতিনিধি-গ্রহণের জন্য অন্য কোন প্রকার উপায় অবলম্বিত হইল না, ইতালীর সন্নিকৃষ্ট প্রদেশ সকলকে ইতালীর সাহায্যার্থ অভ্যুদ্যত করিবার নিমিত্ত কোনও প্রকার অনুরোধপত্র প্রচারিত হইল না।

কার্ব্বোনারোদিগের প্রত্যেক বিধিতে ভয়ের চিহ্ন স্পষ্টভাবে লক্ষিত হইতে লাগিল। স্পষ্ট বোধ হইল যে, বিদ্রোহ সকলেই অন্তরে অনুমোদন করিয়াছেন বটে, কিন্তু কেহই প্রকাশ্যরূপে ইহার পক্ষসমর্থন করিতে বা ঘোষণা করিতে প্রস্তুত নহেন। পার্ম্মা ও মডেনার বিদ্রোহী গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিলেন যে, তাঁহাদিগের রাজবংশ দেশ পরিত্যাগ করায় এবং তাঁহাদিগের পরিবর্ত্তে কোনপ্রকার গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠাপিত না করায় তাঁহারা অগত্যা এই নূতন শাসন-সমিতি সংস্থাপিত করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

বলোনাও ইঁহাদিগের অনুকরণে এই মর্ম্মে এক ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন যে, তাঁহাদিগের গবর্ণর মসো ক্লারেলো রাজ্যের শাসনভার পরিত্যাগ করায় তাঁহারা অরাজকতা-নিবারণের জন্য অগত্যা এই নূতন শাসন-সমিতি সংগঠিত করিয়াছেন। যখন কৃতকার্য্যতা ও অন্তঃসারবত্তা নির্ভীকতার ভাষা অবলম্বন করিতে বলিল, তখনও বলোনার গবর্ণমেণ্ট কাপুরুষোচিত ভাষা অবলম্বন করিলেন এবং প্রজাসাধারণের অনন্ত অধিকার সকলের কোন কথাই উল্লেখ করিলেন না। তাহা না করিয়া ১০৪৭ খৃষ্টাব্দে পোপ পঞ্চম নিকোলাসের সহিত বলোনার যে সন্ধি হয়, তাহাই তাঁহারা বলোনার স্বাধীনতার মূল বলিয়া খ্যাপন করিলেন।

পার্ম্মার জাতীয় সেনার অধিনায়কত্ব ফেড্ডিলি নামক এক ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ করার প্রস্তাব হয়। ফেড্ডিলি রাণীর (পার্ম্মার ডচেস্) নিকট অনুমতি না লইয়া এই ভার-গ্রহণে অস্বীকৃত হইলেন। বিদ্রোহী গবর্ণমেণ্ট তাহাতে অনুমোদন করিলেন এবং তাঁহাদিগের মূর্খতার প্রতিফলস্বরূপ ফেড্ডিলি কর্ত্তৃক প্রতারিত হইলেন! ফেড্ডিলি রাণীর সহযোগে বিদ্রোহীদিগের বিরুদ্ধে এক

প্রতিকূল ষড়যন্ত্র সংস্থাপিত করিলেন। বিদ্রোহের চরম সীমায় যখন তাঁহাদিগের কোষ শূন্যপ্রায় হইয়া পড়িল, তখনও হুকুমজারি হইল যে, নির্ব্বাসিত রাজ-পরিবারের কর্ম্মচারিগণের যেন রীতিমত বেতন প্রদান করা হয়।

যৎকালে নেপলস্ এবং পীডমণ্ট প্রভৃতি ইতালীর সর্ব্বত্র বিদ্রোহ-শিখা প্রজ্বলিত হইতেছিল, বিদ্রোহ কেন্দ্র বলিয়া যৎকালে বলোনার দিকে সকলেরই নেত্র নিপতিত ছিল, সেই সময়েই—১১ই ফেব্রুয়ারী—বলোনা লজ্জা ও গৌরবের মস্তকে পদাঘাত করিয়া আইন জারি করিল যে, "বলোনা অন্যান্য রাজ্যের সহিত সখ্যভাব নষ্ট করিতে চায় না—বলোনা বহিশ্চর রাজ্য সকলের কোন প্রকারেই শান্তিভঙ্গ করিবে না এবং ইহার পরিবর্ত্তে বলোনা আশা করে যে, অন্যান্য রাজ্যও বলোনার বিরুদ্ধে স্বতঃ পরতঃ কোন প্রকারে শত্রুতাচরণ করিবে না; এবং আত্মরক্ষা ব্যতীত অন্য কোন কারণেই বলোনা রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে না।" এই কার্য্যে বিদ্রোহের কেন্দ্রীভূত বলোনা তাহার মৌলিকতা পরিত্যাগ করিল; এবং ইতালীর জাতীয় লক্ষ্য হইতে তাহার লক্ষ্য স্বতন্ত্র করিয়া ফেলিল। যাহারা সম্পূর্ণভাবে বিদ্রোহের অনুকূল ছিল না, যাহারা বিদ্রোহের কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে সতত সন্দিগ্ধচিত্ত ছিল, তাহারা বলোনার ব্যবহারে বিদ্রোহ-ব্যাপার হইতে বিরত হওয়ার বিশেষ কারণ পাইল, এবং স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিল যে, বিদ্রোহ কোন মতেই কৃতকার্য্য হইবে না। প্রাচীন ষড়যন্ত্রীরা রটনা করিয়া বেড়াইতে লাগিল —যখন বলোনা বিদ্রোহ হইতে পরাবৃত্ত হইয়াছে, তখন অবশ্যই ইহার অভ্যন্তরে কোন গূঢ়তম কারণ নিগূহীত আছে। এই কাপুরুষদিগের সন্দেহ উদ্দীপনায় বিদ্রোহীদিগের মন সন্দেহদোলায় আন্দোলিত হইতে লাগিল—তাঁহাদিগের হৃদয় অর্দ্ধভগ্ন হইল। উৎসাহ, অধ্যবসায় ও যুগপৎ কার্য্যানুষ্ঠান বিপ্লব-সাধনের নিদানীভূত এই তিনের সমবায়ের উপর তাঁহাদিগের অবিচলিত বিশ্বাস টলিয়া গেল। তাঁহারা এখন হইতে ঘটনাস্রোতে গা ঢালিয়া দিলেন, ঘটনাস্রোত যে দিকে যাইতে লাগিল, তাঁহারা সেই দিকেই যাইতে লাগিলেন—তাহার গতি নির্দ্দেশ করিবার জন্য, তাহাকে করায়ত্ত রাখিবার জন্য তাঁহারা কোনও চেষ্টা করিলেন না। ইহার অনিবার্য্য পরিণাম বিদ্রোহের পতন।

লম্বার্ডির প্রতিনিধিগণ বলোনায় অতি হতাদরে গৃহীত হইলেন, লম্বার্ডেরা ইহাতে নিতান্ত নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন; এবং কার্য্যানুষ্ঠানের আশা তাঁহারা মন হইতে একেবারেই বিদূরিত করিলেন। কিন্তু তাঁহারা যদি অবিচলিত অধ্যবসায় ও বীরোচিত সাহসের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই সমস্ত বাধা-বিপত্তি উল্লঙ্ঘন করিতে পারিতেন।

বলোনার গবর্ণমেণ্ট বিদেশীয় রাজ্যের সাহায্য-প্রত্যাশায় আত্মরক্ষণ ও পরধর্ষণ উভয় প্রকার যুদ্ধের আয়োজনে বিরত রহিলেন। মিলিসিয়া সংগঠন করার প্রস্তাব হইল—গবর্ণমেণ্ট তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। আঙ্কোনার দুর্গের পুনঃসংস্কার করা হইল না। সেনাপতি ঝুচি যে ছয় রেজিমেণ্ট পদাতিক ও দুই রেজিমেণ্ট অশ্বারোহী সংগ্রহ করার জন্য আদেশ করেন, তাহা অনুমোদিত হইল না। সার্কগনেনী রোমের বিদ্রোহোন্মুখতা দর্শন করিয়া রোম আক্রমণ করার যে প্রস্তাব করেন, তাহাও প্রত্যাখ্যাত হইল। রোমের ক্যাপিটল হইতে বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন হইলে ইতালীয় জাতির অন্তরে যে কি অনিবার্য্য বল প্রদীপ্ত হইত, বলোনার মন্ত্রিসভা তাহার কিছুই অনুভব করিতে পারিলেন না।

পুনঃপুনরাবৃত্ত প্রতিজ্ঞা দ্বারা ইতালীয় যুবকবৃন্দের হৃদয়ে অঙ্কুরিত অসন্তোষের ভাব প্রশমিত করা হইল বটে, কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা কোনবারই কার্য্যে পরিণত করা হইল না। ১২ই ফেব্রুয়ারীর কঠোর বিধি দ্বারা প্রতিকূল সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ করা হইল। সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে যে বিধি বদ্ধ হয়, তাহার মর্ম্ম এই যে -কোন লেখা দ্বারা বিদেশীয় গবর্ণমেণ্ট সকলের সহিত বলোনার বর্ত্তমান সখ্যভাব বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা, কোন বিক্রেতা তাদৃশ সংবাদপত্র ও পত্রিকা বা পুস্তকাদি বিক্রয় করিতে পারিবে না; এই বিধি সত্বেও বিক্রয় করিলে তাহাদিগকে হয় অর্থদণ্ড, নয় কারাবাস সহ্য করিতে হইবে।

ঈদৃশ কাপুরুষতার অনিবার্য্য প্রতিফলস্বরূপ বলোনার বিদ্রোহী গবর্ণমেণ্ট সকল বিদেশীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রতারিত ও পরিত্যক্ত হইল। ফরাসী গবর্ণমেণ্ট বলোনার পত্রের উত্তর পর্য্যন্ত দিল না। দূত রোম হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইবার সময় বলোনার পথ পরিত্যাগ করিয়া অন্য পথ দিয়া গমন করিলেন; বলোনার গবর্ণমেণ্টের সহিত কোন প্রকার সংস্রবে না আসাই তাঁহার এরূপ বক্রগতির প্রধান উদ্দেশ্য।

ইত্যবসরে অষ্ট্রীয়া—পার্ম্মা, মডেনা এবং রীজিয়ো আক্রমণ করিল। কিন্তু এরূপ প্রতিজ্ঞা করিল যে, *বলোনা যদি অষ্ট্রীয়ার প্রতি সদ্ব্যবহার করেন, তাহা হইলে* অষ্ট্রীয়া বলোনার উপর কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিবেন না। বলোনা এই লুব্ধ আশ্বাসে বিশ্বস্ত হইয়া এরূপ ঘোষণা করিলেন যে, "মডেনা প্রভৃতির কার্য্যের সহিত বলোনার কোনও সংস্রব নাই, সন্নিকট প্রদেশ সকল ও পররাষ্ট্র সকলের কার্য্যস্রোতের প্রতিঘাত না করা বলোনার অব্যভিচারী নিয়ম, আমাদিগের একান্ত অনুরোধ, যেন কোন বলোনীজ পার্শ্বচর বা বহিশ্চর রাজ্য সকলের কার্য্যপ্রণালীর সহিত কোনও সংস্রবে না আইসেন।" তাঁহারা আরও আদেশ করিলেন যে, "বিদেশীয়েরা সশস্ত্র বলোনার অন্তঃসীমায় পদার্পণ করিলেই তাঁহাদিগকে অস্ত্রচ্যুত করিয়া স্বদেশে প্রেরণ করা হইবে" এই আদেশানুসারে সেনাপতি ঝুচি কর্ত্তৃক অধিনীত সপ্তশত মডেনীস্ সৈন্যকে ধৃত করিয়া স্বদেশে প্রেরণ করা হয়।

পার্ম্মা, মডেনা ও রীজিয়ো আক্রমণের পর অষ্ট্রীয়া ফেরারা আক্রমণ করিল, ফেরারায় পোপের আধিপত্য সংস্থাপন করিয়া অবশেষে ২০শে তারিখে বলোনার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। বলোনীজ গবর্ণমেণ্ট জাতীয় সেনার হস্তে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভার অর্পণ করিয়া আঙ্কোনায় পলায়ন করিলেন; তথায় পঞ্চদিবস অবস্থিতির পর ২৫শে মার্চ্চ বলোনীজ গবর্ণমেণ্ট কার্ডিন্যাল বেলভেনুটির হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন, আত্মসমর্পণের বিনিময়স্বরূপ তাঁহার নিকট কেবল ক্ষমাদান প্রার্থনা করিলেন। এই লজ্জাকর আবেদনপত্র বলোনীজ গবর্ণমেণ্টের প্রায় সকল সভ্যই স্বাক্ষরিত করেন।

যে নিয়মে বলোনা আত্মসমর্পণ করেন, অষ্ট্রীয়া অসঙ্কুচিতচিত্তে তাহা ভঙ্গ করেন এবং ৫ই এপ্রেল পোপও ইহার অনুমোদন করেন। ১৪ই ও ৩০শে তারিখের আদেশ অনুসারে—বিদ্রোহের কি অধিনায়ক, কি সাহায্যকারী, কি অনুমোদনকারী সকলেরই প্রাণদণ্ড বিহিত হইল। ইহার সহিত বলোনার বিদ্রোহের অবসান হইল এবং বলোনার পতনে ইতালীর অভ্যুত্থানেরও পতন হইল।

সেনাপতি ঝুচি ৭০ জন বিদ্রোহী সমভিব্যাহারে জলযানে দেশান্তরে পলায়ন করিতেছেন, এমন সময় দুর্দ্দান্ত অষ্ট্রীয় রণতরী তাঁহার জাহাজ ধৃত করিল এবং বন্দিভাবে তাঁহাদিগকে বিনিসে আনয়ন করিল। অনন্তর ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ৮ই এপ্রেল অষ্ট্রীয়ার আদেশানুসারে মডেনার ডিউক এই ভীষণ আইন জারি করিলেন যে, "যখনই কোনও প্রমাণ দ্বারা (*প্রমাণাহরণকারীর সহিত বাদীর মোকাবিলা হইবার আশা নাই*) নৈতিক নিশ্চয়তার সহিত জানা যাইবে যে, কোন অপরাধ অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তখনই প্রমাণদাতার কোনও উল্লেখ না করিয়া অপরাধীকে গুরুতর দণ্ড প্রদান করা যাইবে; প্রাণদণ্ড ব্যতীত অন্য যতই গুরুতর দণ্ড প্রয়োগ করা যাউক না, তাহার সহিত সতত নির্ব্বাসনদণ্ড সংযোজিত হইবে।"

এই কঠোর বিধি ইতালীর কণামাত্রাবশিষ্ট স্বাধীনতাও হরণ করিল—ইতালীর ভাবী অভ্যুত্থানের আশা সুদূরপরাহত করিয়া ফেলিল।

চতুর্থ অধ্যায়

ম্যাটসিনি কর্ত্তৃক লা জিয়োবিনি ইতালীয়া বা নব্য ইতালী নামক সমাজ সংস্থাপন।

১৮২০-২১ এবং ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের জাতীয় অভ্যুত্থানদ্বয়ের পতনে ম্যাটসিনির হৃদয় ভীত বা হতাশ হইল না। কোন্ কোন্ ভ্রমপ্রমাদবশতঃ পূর্ব্বোক্ত অভ্যুত্থানদ্বয়ের পতন হইল, তাহা তিনি স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহার স্পষ্ট প্রতীতি জন্মিল যে, সেই সকল ভ্রম-প্রমাদের দূরীকরণ হইলে ভাবী অভ্যুত্থান অবশ্যই কৃতকার্য্য হইবে। ম্যাটসিনির হৃদয় ভীত বা হতাশ হইল না বটে, কিন্তু ইতালীয়গণের অধিকাংশেরই হৃদয় এই জাতীয় অভ্যুত্থানদ্বয়ের পতনে গভীর হতাশতার ভাবে ম্লান ও নির্ব্বীর্য্য হইয়া পড়িল। ম্যাটসিনি স্পষ্টাক্ষরে দেখিতে পাইলেন যে, অধিনয়ন কার্য্যের পটুতার উপরই জাতীয় অভ্যুত্থানের কৃতকার্য্যতা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। এই অধিনয়ন কার্য্যের দোষই জাতীয় অতীত অভ্যুত্থানদ্বয়ের পতনের একমাত্র কারণ।

যাঁহারা বিপ্লবের স্রষ্টা, বৈপ্লবিক শাসনকার্য্য তাঁহাদিগের হস্তে সমর্পিত না হইয়া সচরাচর বিপ্লব-বিরোধী বা উদাসীন ব্যক্তিদিগের হস্তে সমর্পিত হইয়া থাকে। এই ভ্রমের সহস্র সহস্র উদাহরণ ইতালীর সর্ব্বত্র বিদ্যমান; যাঁহারা কখন উচ্চ-পদাভিষিক্ত ছিলেন, তাঁহাদিগেরই হস্তে বিপ্লবের অধিনয়ন কার্য্যের ভার সমর্পণ করা ইতালীর লোক-সাধারণের—বিশেষতঃ যুবকমণ্ডলীর—একটি রোগ হইয়া উঠিয়াছিল। "অরাজকতা ও

উচ্চাকাঙ্ক্ষতা" অপবাদভয়ের প্রাবল্যই ইহার মূল। জাতীয় স্বাস্থ্যের সময় পলিতকেশ বা প্রভাবশালী ব্যক্তিদিগের হস্তে কার্য্যভার সমর্পণ করা শুভপ্রদ বটে, কিন্তু তাঁহারা বিপ্লবসময়ের কে? বিপ্লবের প্রকৃতি, গতি ও পরিণতি বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ পলিত-কেশই হউন আর পূর্ণপ্রভাবশালীই হউন, তাঁহাদিগের দ্বারা বিপ্লবের অনিষ্ট বই ইষ্টসাধন হইতে পারে না। পীডমণ্ট ও বলোনার বৈপ্লবিক শাসনসমিতি এইরূপ লোকদ্বারাই সংগঠিত হয়। ইঁহারা পদচ্যুত গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত, গলিতবয়া, পুরাপ্রচলিত সঙ্কীর্ণ মতাবলীতে দীক্ষিত, যুবকমণ্ডলীর প্রতি বিশ্বাসবিরহিত, ফরাসীবিপ্লবের অত্যাচারজনিত ভয়ে অদ্যাপি জড়ীভূত; এরূপ লোকদিগের বিপ্লবসাধনোপযোগী উৎসাহ, অধ্যবসায়,শক্তি ও বুদ্ধি থাকা সম্ভবপর নহে। সুতরাং এরূপ লোকদিগের হস্তে যখন বিপ্লবের অধিনয়ন কার্য্যভার অর্পিত হয়, তখন বিপ্লব পরাস্ত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

এই সকল কারণে ম্যাটসিনি নূতন প্রণালীতে বিপ্লবসাধন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন, এবং এই উদ্দেশ্যসাধন মানসে তিনি নব্য ইতালী নামক একটি সমাজ সংস্থাপন করিলেন।

নব্য ইতালী সমাজের সভ্যদিগের জন্য ম্যাটসিনি যে উপদেশাবলী ও নিয়মাবলী প্রস্তুত করেন, নিম্নে তাহা বিবৃত হইল।

নব্য ইতালী

সাম্য—স্বাতন্ত্র্য—স্বাধীনতা—একতা
—পরোপকারব্রততা—নব্য
ইতালীর মূলমন্ত্রস্বরূপ।

প্রথম শাখা।

ইতালীর উন্নতি ও উদ্ধার-সাধন যাঁহারা জীবনের প্রধান লক্ষ্য মনে করেন, যাঁহাদিগের দৃঢ়-বিশ্বাস যে, ইতালী এক দিন এক অখণ্ড জাতিতে পরিণত হইবে এবং তৎসাধনার্থ ইতালীকে বহিশ্চর রাজ্যসকলের শরণাপন্ন হইতে হইবে না; যাঁহাদিগের বিশ্বাস ছিল যে, ইতালীয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব জাতীয় অভ্যুত্থানসকলের পতনের কারণ অধিনয়ন-কার্য্যের বিশৃঙ্খলা, অন্তর্দৌর্ব্বল্য নহে; এবং যাঁহাদিগের বিশ্বাস যে, চেষ্টার অবিচ্ছিন্নতা ও একতাই বলের মূল; নব্য ইতালী সমাজ সেই সকল ইতালীয়গণকে এক ভ্রাতৃসূত্রে সংবদ্ধ করিতেছে। ইঁহারা ইতালীর উদ্ধারসাধন জন্য চিন্তাকে কার্য্যে পরিণত করিবেন, অষ্ট্রীয়-শৃঙ্খলে আবদ্ধ ইতালীয়গণকে এক স্বাধীন জাতিতে পরিণত করিবেন এবং স্বাধীন ইতলীয় জাতির অন্তরে সাম্য ও ঐক্যের ভাব প্রবলতররূপে অঙ্কিত করিবেন।

দ্বিতীয় শাখা।

এক শাসনের অধীন, এক ভ্রাতৃসূত্রে সংবদ্ধ, বিভিন্ন বিভিন্ন প্রদেশস্থ ইতালীর অধিবাসি সমষ্টিই ইতালীয় জাতি শব্দের প্রতিপাদ্য।

তৃতীয় শাখা।—সমাজের ভিত্তিমূল।

লক্ষ্যের অবিচলিততা, পরিস্ফুটতা ও সুনিশ্চিততা,—সমাজের স্থায়িত্ব, কার্য্যকারিতা এবং দ্রুত উন্নতির মূল।

সভ্য-সংখ্যা সমাজের বলের প্রকৃত পরিচায়ক নহে; সভ্যদিগের পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের অবিচলিততা এবং লক্ষ্যের ও মনোভাবের একতাই সমাজবলের প্রকৃত পরিচায়ক।

যাঁহাদিগের লক্ষ্যের ও কার্য্যপ্রণালীর কোন নিশ্চিততা নাই, যাঁহাদিগের মতের কোন একতা নাই, এরূপ নির্লক্ষ্য অনিশ্চিতলক্ষ্য বিভিন্নধর্ম্মী সভ্যগণ দ্বারা যে সকল বৈপ্লবিক সমাজ সংগঠিত, সংহার কার্য্যের সময় তাঁহাদিগের একচিত্ততা পরিদৃষ্ট হইতে পারে; কিন্তু নির্ম্মাণকার্য্য আরব্ধ হইলেই তাঁহাদিগের কার্য্যস্রোত অন্তর্ব্বিচ্ছেদে ব্যাহত হইবে; এবং যে সময় কার্য্য ও লক্ষ্যের একতার নিতান্ত প্রয়োজন, সেই সময়েই ঘোরতর গৃহবিচ্ছেদে বিপ্লবের উদ্দেশ্য পদচ্যুত হইবে।

বিপ্লব-সাধন করিতে হইলে একটি নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অনুসরণ করিতে হইবে; নিয়ম শব্দের অর্থ প্রণালী; লক্ষ্যের অনুরূপ সাধন সামগ্রীর আয়োজন করাই উক্ত প্রণালীর কার্য্য।

যত দিন বিপ্লবের লক্ষ্য অনিশ্চিত থাকিবে, তত দিন বিপ্লবের সাধন-সামগ্রীরও কোন নিশ্চিততা হইবে না; এবং সাধন-সামগ্রীর নিশ্চয়াভাবে বিপ্লবের কৃতকার্য্যতার সম্ভাবনা অল্প। কারণ, লক্ষ্যের নিশ্চয়াভাবে, অনুরূপ সাধন সামগ্রীর আয়োজন হইতে পারে না; এবং অনুরূপ সাধন-সামগ্রীর আয়োজন বিনাও বিপ্লবের কৃতকার্য্যতা বিষয়ে লোকের মনে বিশ্বাস জন্মিতে পারে না। বিশ্বাস না জন্মিলে কখনও লোকে বিপ্লব-সংসাধন জন্য প্রাণপণ করিতে পারে না; প্রাণপণ চেষ্টা ব্যতীতও কখন বিপ্লব সংসাধিত হইতে

পারে না। অতীত ঘটনায় ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

যাঁহারাই বিপ্লবের অধিনায়ক হইবেন, বিপ্লবের পরিণাম কি, তাঁহাদিগকে স্পষ্টরূপে জানিতে হইবে। যাঁহারাই লোক-সাধারণকে অস্ত্র ধারণ করিতে আহ্বান করিবেন, তাঁহাদিগকেই বলিয়া দিতে হইবে, কি ফলের আশায় তাহারা অস্ত্র ধারণ করিবে। কারণ, জয় লাভ করিয়া কি ফল হইবে, তাহা জানিতে না পারিলে কখন সমস্ত জাতি যুদ্ধার্থ অভ্যুত্থিত হইতে পারে না। যাঁহারাই দেশের পুনঃসংস্কারকার্য্যে ব্রতী হইবেন, তাঁহাদিগের এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস থাকা চাই যে, তাঁহারা তৎসাধনে সমর্থ; এরূপ বিশ্বাস ব্যতীত তাঁহারা কখনই তাদৃশ গুরুতর কার্য্যের অনুষ্ঠানে কৃতকার্য্য হইবেন না; এবং তাঁহারা সংহারকার্য্যমাত্র সম্পন্ন করিয়া এরূপ অরাজকতা সংঘটিত করিবেন, যাহার প্রতিবিধান বা নিরাকরণ তাঁহাদিগের সাধ্যাতীত।

এই সকল কারণে নব্য ইতালীর সভাগণ জাতীয় ভ্রাতৃগণকে স্পষ্টাক্ষরে তাঁহাদিগের লক্ষ্য ও কার্য্য-প্রণালী অবগত করাইতেছেন।

এই সমাজের প্রথম লক্ষ্য বিপ্লবসাধন, দ্বিতীয় লক্ষ্য নব নির্ম্মাণ; কিন্তু তাঁহাদিগের লক্ষ্য-সাধনের প্রধান অস্ত্র—শিক্ষা। শিক্ষা যেরূপ বিপ্লব-সাধনের মহাস্ত্র, তেমনই বিপ্লবের পর নির্ম্মাণ-কার্য্যেরও অদ্বিতীয় সাধক; এই জন্য বিপ্লবের পূর্ব্বে ও পরে শিক্ষাই সমাজের প্রধান অবলম্বনীয় হইবে।

নব্য ইতালী সমাজ সাধারণতন্ত্রবাদী

১ম কারণ—সামাজিক ও প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে সকল জাতিই সময়ে সাম্য ও স্বাধীনতা ভোগ করিবে, সাধারণতন্ত্র শাসন-প্রণালীই এই ভবিষ্য সুখ-সাধনের একমাত্র উপযোগিনী।

২য় কারণ—জাতি-সাধারণই দেশের প্রকৃত রাজা এবং সর্ব্বোচ্চ নৈতিক বিধির একমাত্র ব্যাখ্যাত।

৩য় কারণ—সমাজের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী এখন যতই কেন অধিকার ভোগ করুন না, সমাজের স্বাভাবিকী প্রবণতা সাম্যের দিকেই; সাম্যই স্বাধীনতার মূল; সাধারণতন্ত্র ভিন্ন অন্য সকল প্রকার শাসন-প্রণালীই সাম্যের প্রতিকূলে; সুতরাং সাধারণতন্ত্র ভিন্ন অন্য সকল প্রকার শাসনপ্রণালীই স্বাধীনতার বিরোধী।

৪র্থ কারণ—জাতিসাধারণের রাজত্ব স্বীকার না করিয়া যদি ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষের রাজত্ব স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে পরস্পর বিবাদের পথ পরিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। যেখানে সখ্যভাব একান্ত প্রয়োজন, সেখানে পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস ও পরস্পরের সহিত কলহ আসিয়া উপস্থিত হয়। এই সখ্যভাবের অভাবে সামাজিক জীবনের চিরস্থায়িত্বের সম্ভাবনা অল্প।

৫ম কারণ—রাজা প্রজা-সাধারণের সহিত পার্শ্বা-পার্শ্বি হইয়া কখন নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারেন না; রাজকীয় অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মধ্যবর্ত্তী সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর অস্তিত্বের একান্ত প্রয়োজন—যাঁহারা রাজার ন্যায় অদ্বিতীয় বিভবশালীও হইবেন না এবং প্রজা-সাধারণের ন্যায় অতি দীনও হইবেন না;—কিন্তু এই সম্ভ্রান্ত শ্রেণীই সমাজের যাবতীয় দূষণ ও বৈষম্যের নিদান।

৬ষ্ঠ কারণ—ইতিহাস পাঠে ও প্রকৃতি পর্য্যালোচনায় আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, সিংহাসন শূন্য হইলে, প্রজামণ্ডলীর মধ্য হইতে প্রতিবার নূতন নূতন রাজা মনোনীত করিতে গেলে, রাজ্যে ঘোরতর অরাজকতা উপস্থিত হয়; আবার এদিকে পুরুষপরম্পরায় এক বংশেই রাজসিংহাসন আবদ্ধ রাখিলে যথেচ্ছচারিতার নিরতিশয় আধিক্য হইয়া উঠে।

৭ম কারণ—রাজত্বাধিকার পুরাকালের ন্যায় এখন আর ঈশ্বরদত্ত স্বত্ব বলিয়া বিবেচিত হয় না; এই জন্য লোক-সাধারণের নিকট ইহার মোহিনী শক্তি অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে; এরূপ দুর্ব্বল অবস্থায় ইহা রাজ্যের প্রভুতা ও একতার কেন্দ্রস্বরূপ হইতে পারে না।

৮ম কারণ—ইউরোপে যে সকল ক্রমিক উন্নতি-মূলক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে, সে সমস্তেরই অনিবার্য্য প্রবণতা সাধারণ-তন্ত্র সংস্থাপনের দিকে।

৯ম কারণ—ইতালীতে আপাততঃ রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাপিত হইলে অচিরকালমধ্যেই সাধারণতন্ত্র সংস্থাপন জন্য দ্বিতীয় বিপ্লব অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে।

১০ কারণ—কার্য্যতঃ ইতালীতে রাজতান্ত্রিক উপাদান-সামগ্রী নাই। রাজা, জমীদার ও প্রজাসাধারণ—এই তিনটিই রাজতন্ত্রের অপরিহার্য্য উপাদান। ইহার কোনটিরও অভাবে রাজতন্ত্র পরিরক্ষিত হইতে পারে না। কিন্তু ইতালীতে প্রথম দুইটিরই একপ্রকার অভাব পরিদৃষ্ট হয়। ইতালীতে এমন কোন প্রাচীন রাজবংশ নাই, যাহা ইতালীর সমস্ত প্রদেশের স্নেহ ও সহানুভূতি আয়ত্ত করিতে পারে; এবং এরূপ সম্ভ্রান্ত ও প্রভাবশালী জমীদারশ্রেণীও নাই—যাঁহারা রাজা ও প্রজা-সাধারণের মধ্যবর্ত্তী গহ্বর পরিপূরিত করিতে পারেন।

১১শ কারণ—ইতালীর প্রবাদ প্রধানতঃ সাধারণ-তান্ত্রিক; ইতালীর অতীত অবদান-পরম্পরার স্মৃতিও সাধারণ-তান্ত্রিক; ইতালীর জাতীয় উন্নতির ইতিবৃত্ত সাধারণতান্ত্রিক; রাজতন্ত্র ইতালীর অবনতির সম-সাময়িক মাত্র। বিজাতীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনতা, প্রজাবর্গের প্রতি বিরোধিতা এবং জাতীয় একতার প্রতিকূলতা দ্বারা রাজতন্ত্রই অচিরকালমধ্যে ইতালীর পূর্ণ ধ্বংসবিধান করিয়াছে।

১২শ কারণ—যে প্রণালী প্রাদেশিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত নহে, ইতালীর বিভিন্ন বিভিন্ন প্রদেশ সকল প্রফুল্লমনে তাহারই আশ্রয় গ্রহণ করিবে; কিন্তু তাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক ব্যক্তিবিশেষের প্রভুত্বাধীনে আসিবে না।

১৩শ কারণ—যদি রাজতন্ত্র ইতালীয় বিপ্লবের এক-মাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠে, তাহা হইলে রাজতন্ত্রের অপরি-হার্য্য আনুষঙ্গিক কর্ত্তব্যনিচয়ও সেই সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইবে, বহিশ্চর রাজবৃন্দের চরণে আত্ম-বিসর্জ্জন,—দুঃশীলগণের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও অবি-চলিত বিশ্বাসস্থাপন,—দেশের একমাত্র উদ্ধার-সাধক লৌকিক বলের নিয়ন্তা বিপ্লববিরোধী রাজতন্ত্রপক্ষ-পাতীদিগের হস্তে বৈপ্লবিক গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বপ্রভাবী ক্ষমতা প্রদান প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে বিপ-বেরই মূলে কুঠারাঘাত করা হইবে।

১৪শ কারণ—অতীত ইতালীর বিপ্লবদ্বয়ের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট বোধ হইবে যে, ইতালীয় জাতি সাধারণের বলবতী প্রবণতা সাধারণতন্ত্রেরই দিকে।

১৫শ কারণ—সমস্ত জাতিকে যখন যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতে হইবে, তখন তাহাদিগের নিকট এমন একটি লক্ষ্য নির্দ্দেশ করিতে হইবে, যাহার সহিত তাহাদিগের স্বার্থের সামঞ্জস্য হইতে পারে।

১৬শ কারণ—ইতালীর বর্ত্তমান সকল গবর্ণমেণ্টই —হয় ভয়ে, নয় মতে—সঞ্জীবনকার্য্যের প্রতিকূল।

এই জন্য নব্য ইতালী সমাজ বিপ্লবসাধনার্থ রাজ-তন্ত্রের সাহায্য-গ্রহণে অনিচ্ছুক; ইহার সভ্যেরা ইতা-লীয় রণক্ষেত্রে জাতীয় ধ্বজা উড্ডীন করিয়া লোক-সাধারণের সহানুভূতি প্রার্থনা করিবেন, এবং যে সাধারণতন্ত্রপ্রণালী ইউরোপীয় বৈপ্লবিক বিস্ফুরণের অভিনেত্রী, সেই সার্ব্বজনীন প্রণালীর নামে সভ্যেরা লোকসাধারণের সাহায্য ভিক্ষা করিবেন।

নব্য ইতালী একতাবাদী অর্থাৎ ইতালীর বিচ্ছিন্ন রাজ্যসকলকে এক সাধারণ-সূত্রে সংবদ্ধ করা ইহার অন্ত-তম লক্ষ্য।

১ম কারণ—একতা ব্যতীত প্রকৃত জাতীয় অস্তিত্ব সম্ভবপর নহে।

২য় কারণ—একতা ব্যতীত প্রকৃত বলপ্রাপ্তির আশা নাই; কিন্তু যখন ইতালী চতুর্দ্দিকে প্রবল, একীভূত ও ঈর্ষা-পরবশ জাতিনিচয়ে পরিবেষ্টিত,—তখন ইতালীর পক্ষে বলপ্রাপ্তিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রয়োজনীয়।

৩য় কারণ—ইতালী বিচ্ছিন্ন হইলে তাহার রাজ-নৈতিক অবস্থা ঠিক সুইজরলণ্ডের ন্যায় হইয়া পড়িবে; সুতরাং অগত্যা তাহাকে কোন সন্নিকৃষ্ট প্রবলতর জাতির অধীনে থাকিতে হইবে।

৪র্থ কারণ—ইতালী বিচ্ছিন্ন হইলে তাহার বিচ্ছিন্ন প্রদেশ সকলের পরস্পরের মধ্যে পূর্ব্বের ন্যায় আবার প্রাদেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিদ্বেষভাব আসিয়া উপস্থিত হইবে; সুতরাং মধ্যযুগের ভীষণ অন্ধকার আবার ইতালীকে আচ্ছন্ন করিবে।

৫ম কারণ—ইতালী বিচ্ছিন্ন হইলে ইতালীর প্রশস্ত জাতীয় কার্য্যক্ষেত্র অসংখ্য ক্ষুদ্র কার্য্যক্ষেত্রে বিভক্ত হইয়া পড়িবে; এইরূপে অসংখ্য ক্ষুদ্রাশয় ব্যক্তির অযোগ্য উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি সাধনের পথ পরিষ্কৃত হইবে; সুতরাং সাম্যের মূলে কুঠারাঘাত পড়িবে।

৬ষ্ঠ কারণ—ইতালী বিচ্ছিন্ন হইলে মানবজাতি-সাধারণের প্রতি ইনি যে গুরুতর কর্ত্তব্য-সাধনব্রতে ব্রতী, তাহার কিছুই অনুষ্ঠান করিতে পারিবেন না।

৭ম কারণ—যখন ইউরোপীয় সমাজ এক বৃহৎ রাজনৈতিক-সূত্রে পরস্পর সংবদ্ধ হইতে যাইতেছেন, তখন ইতালীকে অংবিচ্ছিন্ন করিতে যাওয়া উন্মাদ-বিজৃম্ভিত মাত্র।

৮ম কারণ—সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণে দৃষ্ট হয় যে, বহুদিন হইতে ইতালীর আভ্যন্তরীণ সভ্যতার বেগ একতা-প্রতিষ্ঠাপনের দিকেই ধাবিত হইতেছে।

নব্য ইতালী সমাজ যে জাতীয় একতার উপাসক, তাহার অর্থ ইতালীর সমস্ত প্রদেশের এক রাজনীতি ও এক সমাজসূত্রে গ্রন্থন। প্রত্যেক প্রদেশের আভ্যন্তরীণ জীবনের প্রতি হস্তক্ষেপ করা ইহার উদ্দেশ্য নহে। নব্য ইতালী সমাজ রাজ্যের কার্য্যনির্ব্বাহক বিভাগের এরূপ সুন্দর শৃঙ্খলা করিবেন যে, প্রত্যেক প্রদেশের স্বাধীনতা ও জাতীয় একতা এই দুইই সংরক্ষিত হইবে; কিন্তু রাজনৈতিক বিভাগ—যাহা অন্যান্য ইউরোপীয় রাজ্য সকলের নিকট ইতালীর প্রতিভূস্বরূপ বলিয়া পরি-গণিত হইবে—এক এবং কেন্দ্রীভূত থাকিবে।

রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, দণ্ডনীতি প্রভৃতি বিষয়ে একতা ভিন্ন প্রকৃত জাতীয় জীবন সম্ভব নহে।

নব্য ইতালী সমাজের মূলভিত্তিস্বরূপ পূর্ব্বোক্ত মত সকল এবং তাহাদিগের সম্ভাবিত ভাবী পরিণাম—যাহা যাহা সমাজের পত্রিকাদিতে পরিব্যক্ত হইবে—সমাজের মূলধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইবে; এবং যাঁহারা এই মূলধর্ম্ম সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন এবং যাঁহাদিগের এই মূলধর্ম্মে পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিবে, তাঁহারাই নব্য ইতালী-সমাজের সভ্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবেন।

নব্য ইতালী-সমাজ হইতে সময়ে সময়ে পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক প্রত্যেক মতের উপর স্বতন্ত্র প্রস্তাব বাহির হইবে। উন্নতি মানব-জাতির জীবন; সুতরাং সেই উন্নতির নিয়মানুসারে এই সকল মতেরও সময়ে সময়ে পরিবর্ত্তন করা হইবে।

যাঁহারা দীক্ষাগুরু, তাঁহারা এই সকল মত দীক্ষিতদিগকে স্পষ্টাক্ষরে বুঝাইয়া দিবেন; এবং দীক্ষিতেরা আবার সেই সকল মত যতদূর সম্ভব ইতালীর জাতিসাধারণকে বুঝাইয়া দিবেন। দীক্ষাগুরু ও দীক্ষিত উভয়কেই সতত মনে রাখিতে হইবে যে এই সকল মতের নীতিমার্গানুসারী প্রয়োগই প্রয়োজনীয়। নৈতিক উৎকর্ষ ব্যতিরেকে প্রকৃত নাগরিকত্ব সম্ভবপর নহে,—কোন গুরুতর কার্য্যের কৃতকার্য্যতার প্রথম সোপান নৈতিক উৎকর্ষ; যাঁহারা এই সকল মতের প্রচারক, এই সকল মতের সহিত তাঁহাদিগের দৈনন্দিন জীবনের অবিসংবাদিতা থাকা চাই, অন্যথা তাঁহারা জগতের নিকট অতি ভয়ঙ্কর কপটাচারী ও স্বধর্ম্মবিদ্বেষী বলিয়া পরিচিত হইবেন; নৈতিক উৎকর্ষের দ্বারাই নব্য ইতালী সমাজের সভ্যেরা অপরকে তাঁহাদিগের মতে আনিতে সমর্থ;—যাঁহারা তাঁহাদিগের মতের সত্যতা অস্বীকার করেন, যদি নব্য ইতালী সমাজের সভ্যেরা তাঁহাদিগের অপেক্ষা আপনাদিগের অধিকতর উৎকর্ষ প্রদর্শন করিতে না পারেন, তাহা হইলে লোকে তাঁহাদিগকে ভ্রান্তমতাবলম্বী সাম্প্রদায়িক বলিয়া ঘৃণা করিবে;—কিন্তু নব্য ইতালী সমাজ সম্প্রদায়বিশেষে বা দলবিশেষে পরিণত হইতে চাহেন না; সুতরাং তাঁহাদিগকে ঈশ্বরপ্রেরিতের ন্যায় তাঁহাদিগের জীবন্ত বিশ্বাস, জীবন্ত ধর্ম্ম দেশে দেশে প্রচার করিয়া বেড়াইতে হইবে।

যে উপায় দ্বারা নব্য ইতালী-সমাজ তাঁহাদিগের লক্ষ্য সংসাধন করিবার প্রস্তাব করিতেছেন—তাহা শিক্ষা এবং বিপ্লব। দুইই এক সময়ে আরম্ভ করিতে হইবে এবং একটি অপরটির সহিত যাহাতে সমঞ্জসীভূত হয়, তাহারও চেষ্টা করিতে হইবে। দৃষ্টান্ত বাক্য এবং রচনা দ্বারা বিপ্লবের আবশ্যকতা প্রতিপাদন করাই শিক্ষার প্রধান কার্য্য হইবে। আবার বিপ্লব এরূপ প্রণালীতে সংসাধন করিতে হইবে যে, তাহা হইতেই জাতীয় শিক্ষা সংসাধিত হইতে পারিবে।

এই বিপ্লবোদ্দীপক শিক্ষা ইতালীতে কাজে কাজেই গুপ্তভাবে সম্পাদন করিতে হইবে; কিন্তু ইতালীর বাহিরে ইহা প্রকাশ্যভাব ধারণ করিবে।

নব্য ইতালী সমাজের সভ্যেরা সমাজের মত প্রচার ও মুদ্রাঙ্কনাদি ব্যয়নির্ব্বাহার্থ প্রত্যেকেই কিছু কিছু করিয়া চাঁদা দিবেন।

ইতালীর নির্ব্বাসিত ব্যক্তিগণ এই সকল মতের প্রচারকার্য্যে জীবন সমর্পণ করিবেন।

কার্য্যনির্ব্বাহোপযোগী উপদেশাদি ও সংবাদ ইতালীর অভ্যন্তরে ও বাহিরে উভয় স্থলেই অতি গুপ্তভাবে প্রদত্ত হইবে। এই বিপ্লবের কার্য্য-প্রণালী ভাবী ইতালীর জাতীয় কার্য্যপ্রণালীর বীজস্বরূপ হইবে। যেখানেই বিপ্লবের নবাভ্যুত্থান হইবে, যেখানেই বৈপ্লবিক পতাকা উড্ডীন হইবে, যেখানেই বিপ্লবের লক্ষ্য নির্ব্বাচিত হইবে, ইতালীর নাম সর্ব্বত্র উদ্ঘোষিত হইবে, ইতালীর জাতীয় ভাব সর্ব্বত্র পরিব্যক্ত হইবে।

এই বিপ্লবের প্রধান লক্ষ্য ইতালীকে একটি সমগ্র জাতিতে পরিণত করা, সুতরাং ইহার কার্য্য-প্রণালী জাতীয় নামেই সম্পাদিত হইবে এবং যে ইতালীর লোকসাধারণ এতদিন অনাদৃত ও পদদলিত হইয়া আসিয়াছে, তাহাদিগকেই এই বিপ্লবের একমাত্র অবলম্বন ও একমাত্র অধিনায়ক করিতে হইবে।

নব্য-ইতালী সমাজের দৃঢ় বিশ্বাস যে—ইতালী বাহিরের সাহায্য ব্যতীতও অষ্ট্রীয়ার শৃঙ্খল হইতে আপনাকে উন্মুক্ত করিতে সমর্থ; একটি জাতি প্রতিষ্ঠাপিত করিতে হইলে, অগ্রে লোকের মনে জাতীয় ভাব ও জাতীয়তার জ্ঞান দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিতে হইবে। কিন্তু বৈদেশিক শক্তি দ্বারা বিপ্লব সংসাধিত হইলে এরূপ জাতীয় ভাব ও জাতীয় জ্ঞান সম্ভবপর নহে। "নব্য ইতালী" সমাজ অসন্দিগ্ধরূপে প্রতীত হইয়াছেন যে, যে বিপ্লব বহিশ্চর সাহায্যের উপর নির্ভর করে, তাহাকে বহিশ্চর ঘটনাবলী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে হয়, সুতরাং তাহার জয়লাভ অনিশ্চিত।

যে বিংশতি লক্ষ ইতালীয় এক্ষণে অষ্ট্রীয়ার শৃঙ্খল হইতে আপনাদিগকে উন্মুক্ত করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, তাঁহাদিগের যে জিনিসের অভাব আছে,

তাহা শক্তি নহে, আত্মশক্তির প্রতি অবিচলিত বিশ্বাস।

উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা সেই বিশ্বাসের উৎপাদন করাই নব্য ইতালী-সমাজের প্রধান চেষ্টা হইবে।

ইতালীর পূর্ণ বিপ্লবসাধন করিতে হইলে অগ্রে ইতালীর চতুর্দ্দিকে লোকসাধারণকে বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত ও অভ্যুত্থিত করিতে হইবে; যখন এই অভ্যুত্থান কৃতকার্য্য হইবে, তখনই প্রকৃত প্রস্তাবে বিপ্লব আরম্ভ হইবে।

প্রথম অভ্যুত্থান ও ইতালীর পূর্ণ দাসত্ব-মোচনের মধ্যবর্ত্তী সাময়িক কার্য্যভার অল্পসংখ্যক লোকেরই হস্তে সমর্পিত থাকিবে।

ইতালীর পূর্ণ স্বাধীনতা পুনঃস্থাপিত হইলে, একটি জাতীয় সভা সংগঠিত হইবে; তখন সেই জাতীয় সভার নিকট সকলরই মস্তক অবনত করিতে হইবে; যিনি যে কোন ক্ষমতাপ্রার্থী হইবেন, তাহা এই সভার নিকট হইতেই তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইবে।

যে জাতি আপনাদিগকে বিদেশীয় শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রথম গেরিলা-যুদ্ধপ্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। অভ্যুত্থানের প্রারম্ভ অধীন জাতির নিয়মিত ও সুসংবদ্ধ সেনা থাকার সম্ভাবনা নাই; গেরিলা যুদ্ধপ্রণালী এই অভাবের কথঞ্চিৎ পূরণ করিবে। ইহা অধীন জাতিকে যুদ্ধকুশল করিয়া তুলিবে এবং জন্মভূমির প্রত্যেক স্থানকেই যুদ্ধ-ব্যাপারের পবিত্র স্মৃতিতে সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিবে।

গেরিলা-যুদ্ধপ্রণালী স্থানীয় শক্তির অনুরূপ কার্য্যদক্ষতা উৎপাদন করে; শত্রুদিগকে অনভ্যস্ত যুদ্ধপ্রণালীতে বলপূর্ব্বক অবতারিত করে; অতি বিস্তৃত সময়ে ভীষণ পরাজয়ের ভয়ঙ্কর পরিণাম হইতে দেশবাসীদিগকে সংরক্ষিত করে; এবং জাতীয় সমরকে কোন নির্দ্দিষ্ট সীমায় আবদ্ধ করে না। এই সকল কারণে ইহা অজেয় ও অবিনাশ্য।

গেরিলা যুদ্ধপ্রণালী দ্বারা যখন শত্রুসৈন্য ক্লান্ত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িবে, তখন অতি সাবধানে নির্ব্বাচিত ও অতি যত্নে শিক্ষিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ নিয়মিত সেনা দ্বারা বিপ্লবকার্য্য সাধন করিতে হইবে।

"নব্য ইতালী"-সমাজের সভ্যগণ প্রত্যেকেই এই সকল মত-প্রচারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন। এই সমাজ হইতে মধ্যে মধ্যে যে সকল পুস্তক ও পত্রিকাদি বাহির হইবে, তাহাতে সেই সকল মত অতিশয় পরিপুষ্ট ও পরিস্ফুটরূপে পরিব্যক্ত হইবে এবং যে সকল নিয়ম ও শৃঙ্খলা দ্বারা অভ্যুত্থানকাল নিয়ন্ত্রিত হইবে, তাহা স্পষ্টাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

৫ম শাখা।

"নব্য ইতালী" সভার প্রত্যেক সভ্যকে সভার ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য প্রতি মাসে অন্যূন অর্দ্ধফ্রাঙ্ক করিয়া চাঁদা দিতে হইবে। যাঁহাদিগের অবস্থা ভাল, তাঁহাদিগকে অবস্থার ক্রমানুসারে অধিকতর চাঁদা দিতে হইবে।

৬ষ্ঠ শাখা।

"নব্য ইতালীর" পরিচায়ক বর্ণ—শ্বেত, লোহিত এবং হরিৎ হইবে। "নব্য ইতালীর" ধ্বজপতাকা এই তিন বর্ণই ধারণ করিবে এবং পতাকার এক দিকে—স্বাধীনতা, সাম্য ও মানবতা এবং অন্য দিকে—একতা ও স্বাতন্ত্র্য এই বাক্যগুলি লিখিত থাকিবে।

৭ম শাখা।

প্রত্যেক সভ্যকে "নব্য ইতালী" সমাজের সভ্যপদে দীক্ষিত হওয়ার সময় দীক্ষা গুরুর সমীপে নিম্নলিখিত শপথ গ্রহণ করিতে হইবে—

ঈশ্বর ও ইতালীর নামে এবং সেই মহাত্মাদিগের নামে-যাঁহারা ইতালী উদ্ধারকল্প পবিত্র যজ্ঞে স্বদেশীয় যথেচ্ছাচারিণী শক্তির হস্তে প্রাণ হারাইয়াছেন—

যে দেশে আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি, যে দেশে আমার ভ্রাতৃগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই দেশের প্রতি আমি যে কর্ত্তব্যঋণে আবদ্ধ, তাহার নামে—

যে দেশ আমার জননীকে জন্ম প্রদান করিয়াছে, যে দেশ আমার পুত্রকন্যাদিগের ভাবী ক্রীড়াস্থল হইবে, সেই দেশের প্রতি আমার হৃদয়ে যে প্রকৃতিসিদ্ধ প্রণয় বিরাজমান রহিয়াছে, সেই প্রণয়ের নামে—

অন্যায় অবিচার, অশুভ, পরাধিকারগ্রহণ ও যথেচ্ছাচারিণী শাসনপ্রণালীর প্রতিকূলে আমার নামে—

যখন আমি অন্যান্য দেশের স্বাধীন নাগরিকের নিকট দণ্ডায়মান হই এবং জানিতে পারি যে, তাঁহাদিগের ন্যায় আমাদিগের স্বাধীন নাগরিকের অধিকার নাই, যাহাকে নিজের দেশ বলিতে পারি, এমন দেশ নাই এবং নিজের জাতীয় পতাকা নাই, তখন যে প্রবল লজ্জার বেগে আমার ললাটদেশ আলোড়িত হয়, তাহার নামে—

আমার যখন মনে হয় যে, আমার আত্মা স্বাধীনতাসুখ ভোগের জন্য সৃষ্ট হইয়াও সে সুখে বঞ্চিত রহিয়াছে, যখন আমার মনে হয় যে, আমার আত্মা জগতের অনন্ত শুভসাধনে সমর্থ হইয়াও দাসত্বের ভীষণ নিগড়ে আবদ্ধ থাকায় জগতের কিছুই করিতে পারিতেছে না, তখন আমার হৃদয়ের যে বলবতী ইচ্ছা স্বাধীনতার দিকে অপ্রতিহত বেগে ধাবিত হয়, তাহার নামে—

ইতালীর অতীত মহত্ত্বের যে স্মৃতি ও বর্তমান শোচনীয় দুরবস্থার যে স্থান আমার হৃদয়ে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে, তাহার নামে—

সংক্ষেপতঃ ইতালীর অসংখ্য অধিবাসী অহরহঃ যে দারুণ দাসত্ব-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, তাহার নামে—

আমি অমুক,—যাহার মনে এই বিশ্বাস দৃঢ়বদ্ধ রহিয়াছে যে, জগদীশ্বর ইতালীকে জগতের মঙ্গলসাধন কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছেন, সুতরাং প্রত্যেক ইতালীয়েরই কর্তব্য তদুদ্দেশে প্রাণপণ চেষ্টা করা—

—যাহার মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস যে, ইতালী একটি স্বাধীন জাতিরূপে পরিণত হয়, ইহা যখন ঈশ্বরের অভিপ্রেত, তখন তিনি তৎসাধনোপযোগী শক্তি অবশ্যই ইতালীর অভ্যন্তরেই রাখিয়া দিয়াছেন। সেই শক্তির আধার ইতালীর লোকসাধারণ; এবং সেই শক্তি লোকসাধারণের উপকারার্থ লোকসাধারণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইলেই জয়লাভ হইবে—

—যাহার বিশ্বাস যে, আত্মত্যাগ ও সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানেই প্রকৃত ধর্ম্ম এবং একতা ও লক্ষ্যের অবিচলিততাই প্রকৃত বল—

সেই আমি, "নব্য ইতালী" সমাজের—যে নব্য ইতালী-সমাজের সভ্যেরা আমার সহিত একমতে, একবিশ্বাসে ও একধর্ম্মে দীক্ষিত ও সংবদ্ধ—সভ্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া শপথ করিতেছি—যে ইতালীকে স্বদেশীয় ও বিদেশীয় শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত করিতে—

ইতালীকে একটি সাধারণতান্ত্রিক জাতিতে পরিণত করিতে জন্মের মত এ প্রাণ উৎসর্গ করিলাম। সেই আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, বাক্য রচনা ও কার্য্য দ্বারা যতদূর সাধ্য, আমার ইতালীয় ভ্রাতৃগণকে "নব্য ইতালীর" লক্ষ্যোপযোগী শিক্ষা প্রদান করিব; যে সমাজবন্ধন "নব্য ইতালীর" অভীষ্টসিদ্ধির প্রধান উপায়, তাহার অনুষ্ঠানে রত থাকিব; এবং যে রাজনৈতিক উৎকর্ষ জয় চিরস্থায়ী করিবার একমাত্র নিদান, তাহার অনুসরণে কখনই বিরত হইব না।

কখনই অন্য কোন সমাজের সভ্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইব না। যাঁহারা "নব্য ইতালী" সমাজের সভ্যদিগের প্রতিভূ, তাঁহারা যখন যাহা আদেশ করিবেন, সমাজের লক্ষ্যের সহিত বিসংবাদী না হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রতিপালন করিব; এবং প্রাণ দিয়াও সেই সকল আদেশের গূঢ়তা রক্ষা করিব।

কার্য্য ও পরামর্শ দ্বারা সমাজস্থ ভ্রাতৃগণের সতত সাহায্য করিব।

এই সকল প্রতিজ্ঞাপালনে—এক্ষণে ও অনন্ত কালের জন্য—আমার এই জীবন উৎসর্গীকৃত করিলাম।

যদি কখন আমি এই প্রতিজ্ঞা সকলের সমস্ত বা অংশমাত্র ভঙ্গ করি, তাহা হইলে ইন্দ্রের বজ্র যেন আমার মস্তককে চূর্ণীকৃত করে, মানবী ঘৃণা যেন আমাকে পদদলিত করে এবং মিথ্যা শপথকারীর অক্ষালনীয় কলঙ্ক যেন আমার স্মৃতিকে অনন্তকালের জন্য কলুষিত করে।

ম্যাটসিনিই সর্ব্বপ্রথমে এই শপথ গ্রহণ করিলেন। ক্রমে অসংখ্য লোক ম্যাটসিনির দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিল। নব্য ইতালী-সমাজ ক্রমেই পুষ্টাবয়ব হইতে লাগিল।

নব্য ইতালী সমাজ ম্যাটসিনির মস্তিষ্কের উদ্ভাবনা। সুতরাং ইহার কার্য্যতা-সাধনে ম্যাটসিনির যতদূর আগ্রহ ও যত্ন হইবার সম্ভাবনা, ততদূর আর কাহারও সম্ভাবনা নাই! বিশেষতঃ ইহার কৃতকার্য্যতা-সাধনের জন্য যে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও অবিচলিত অধ্যবসায়ের প্রয়োজন, তাহা তৎকালে ম্যাটসিনি ভিন্ন অতি অল্প লোকেরই ছিল! আরও বিপ্লবের সময় অধিনয়নকার্য্যভার অধিক লোকের হস্তে সমর্পিত থাকিলে কার্য্যপ্রণালীর শৃঙ্খলা থাকা দুরূহ। এই সকল কারণে ম্যাটসিনি স্বয়ংই ইহার অধিনেতৃত্ব পদ গ্রহণ করিলেন।

অধিনেতৃত্বপদ গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু আপন অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছামত তাঁহার কাজ করিবার যো ছিল না। কারণ, নব্য ইতালী-সমাজের মূলভিত্তিস্বরূপ কতিপয় নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলী দ্বারা তাঁহাকে সতত আবদ্ধ থাকিতে হইত। তিনি সেগুলি হইতে রেখামাত্রও বিচলিত হইলে তাঁহার সহশ্রমিকগণ তাহা জানিতে পারিতেন এবং তাঁহার প্রতি অনুযোগ করিতেন; সুতরাং ম্যাটসিনিকে তৎক্ষণাৎ আত্মসংযম ও ভ্রমসংশোধন করিতে হইত।

বস্তুতঃ অধিনেতৃপদে অভিষিক্ত হওয়ায় ম্যাটসিনিকে কষ্টের বোঝাই অধিক বহিতে হইয়াছিল। অপযশ, বাধা, নির্য্যাতন প্রভৃতি তাঁহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে সহ্য করিতে হইয়াছিল।

তাঁহারা সকলেই প্রায় রিক্তহস্ত ছিলেন। ম্যাটসিনি চারিমাস অন্তর বাটী হইতে জীবনধারণোপযোগী কিছু কিছু অর্থসাহায্য পাইতেন। তিনি তাহা হইতেই যতদূর সাধ্য কিছু বাঁচাইয়া চাঁদা দিতেন। তাঁহার বন্ধুবান্ধবদিগের অবস্থা তাঁহার অপেক্ষাও অধিকতর শোচনীয় ছিল। তথাপি তাঁহারা এই সাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করিয়া অনন্ত সাগরে ঝাঁপ দিলেন। যদি তাঁহাদিগের মতে কিছু সত্য থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই অনেকে তাঁহাদিগের সহিত যোগ দিবেন এবং অর্থ সাহায্য করিবেন—এই অনিশ্চিত ভাবী আশার উপর নির্ভর করিয়াই কপর্দ্দকশূন্য কতিপয় ইতালীয় নির্ব্বাসিত বিপ্লব-তরঙ্গে আত্মসমর্পণ করিলেন।

ভারতবাসিন্! পূর্ব্বপুরুষ-গৌরবদৃপ্ত! স্বদেশানুরাগাভিমানিন্! যদি দেশের প্রকৃত হিত ইচ্ছা কর, যদি দেশের বিনষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে চাও, তবে ম্যাটসিনি ও তৎসহচরবৃন্দের নিকট বিপদে ধৈর্য্য, কার্য্যে অধ্যবসায়, ভবিষ্যতে বিশ্বাস ও দারিদ্র্যে ত্যাগস্বীকার শিক্ষা কর।

পঞ্চম অধ্যায়

বাহ্য-বিপ্লব অন্তর্ব্বিপ্লবের প্রতিফলন মাত্র। কি নৈতিক, কি রাজনৈতিক, কি সামাজিক যে কোন বিপ্লব-সাধন করিতে যাও না কেন, অগ্রে তোমাকে অন্তর্বিপ্লব-সাধন করিতে হইবে; অগ্রে তোমাকে লোকের মনের ভাবস্রোত তদনুকূল দিকে প্রধাবিত করিতে হইবে। অভীপ্সিত-কার্য্যারম্ভ হওয়ার অগ্রে লোকের মনকে অনুকূলভাবে প্রমত্ত করিতে হইবে। লোকের মন অনুকূলভাবে প্রমত্ত হইলে তাহা কার্য্যের দিকে অপ্রতিহত বেগে আপনিই প্রধাবিত হইবে। সে বেগ নিবারণ করে, কাহার সাধ্য? 'ক ঈপ্সিতার্থস্থিরনিশ্চয়ং মনঃ পয়শ্চ নিম্নাভিমুখং প্রতীপয়েৎ?' অভিলষিত বিষয়ে দৃঢ়সঙ্কল্প মন ও নিম্নাভিমুখিনী স্রোতস্বিনীর গতি কে রোধ করে? এ স্রোতের বেগে পাহাড়-পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া যায়, দুর্লঙ্ঘ্য বাধা-বিপত্তি সকল অন্তর্হিত হয়। এই অন্তর্বিপ্লব-সাধন করাই—জনসাধারণের মানসিক ভাবস্রোতের গতি-পরিবর্ত্তন করাই—সংস্কারকদিগের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। এই গভীর বিপ্লব-সাধনের দুই মাত্র অস্ত্র লেখনী ও জিহ্বা। বাগ্মী হৃদয়ালোড়নকারিণী বক্তৃতা দ্বারা সমাগত শ্রোতৃবর্গের চিত্ত উন্মাদিত করিয়া দেন, লেখক হৃদয়-প্রজ্বালনকারিণী রচনা দ্বাঁরা অনাগত পাঠকবৃন্দের হৃদয়কে অগ্নিময় করিয়া তুলেন। অন্তর্বিপ্লব-সাধন করিতে হইলে এই দুই শ্রেণীর সংস্কারকেরই একান্ত প্রয়োজন।

কিন্তু অধীন দেশে বাগ্মীর সংখ্যা অতি বিরল। ইতালী বহুকাল হইতে অধীনতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ রহিয়াছে। যে ইতালী একদিন বাগ্মিশ্রেষ্ঠ সিসিরোর বক্তৃতায় উন্মাদিত হইয়াছিল, সেই ইতালী এক্ষণে চির-অধীনতায় নীরব! অষ্ট্রীয়ার দৌরাত্ম্যে মনের দুঃখ ব্যক্ত করিতেও অক্ষম। পিশাচদিগের আবির্ভাবে সেই দেবভূমি এক্ষণে শ্মশান! কুত্রাপি জীবনের কোন চিহ্ন উপলক্ষিত হইতেছে না, কেবল সেই পিশাচ-সমাচ্ছন্ন ভীষণ শ্মশানের অদূরে কয়েকটি নির্ভীক কাপালিক একত্র হইয়া শবসাধন করিতেছিলেন মাত্র। বলা বাহুল্যমাত্র যে, এই কাপালিক-সমাজ নির্ব্বাসিত ম্যাটসিনি ও তৎসহচরবৃন্দ দ্বারা সংগঠিত। সেই কাপালিক-সমাজ পৈশাচিক আবির্ভাব হইতে ইতালীকে উন্মুক্ত করিবার জন্য—ইতালীয়দিগের মৃতদেহে জীবন সঞ্চার করিবার নিমিত্ত, ভগবতী সঞ্জীবনী শক্তির আরাধনা আরম্ভ করিয়াছেন। কিয়ৎকাল দেবীর ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেই তাঁহারা অনুপ্রাণিত হইলেন। তাঁহাদিগের অবসন্নপ্রায় হৃদয় ভাব-বেগে উচ্ছলিত হইল। তাঁহাদিগের শিথিলিত হস্ত নূতন বল পাইয়া লেখনী ধারণ করিল। তাঁহারা পিশাচগ্রস্ত ইতালীয়দিগের রুধিরে—তাঁহাদিগেরই বক্ষঃফলকে এই মূলমন্ত্রগুলি লোহিতবর্ণে অঙ্কিত করিলেন।

"ভ্রাতৃগণ! তোমরা পিশাচদিগের হস্তে পতিত হইয়াছ! তোমাদিগের হৃদয় ক্রোধে ও দুঃখে ভস্মীভূত হইতেছে! তোমাদিগের শোণিত ভয়ে শুষ্ক হইতেছে! পিশাচতাড়নে তোমাদিগের মাংস অস্থি হইতে বিশ্লেষিত হইতেছে! কিন্তু ভয় পাইও না। হৃদয়ে ভবিষ্যতে বিশ্বাসস্থাপন কর এবং সিদ্ধির আশা ধারণ কর, দেখিবে, অবিলম্বেই সমস্ত অন্ধকার তিরোহিত হইবে। আমাদিগের এই উক্তি নির্ব্বাসিতের বিলাপমাত্র মনে করিও না।

আমরা জানি যে, এতাবৎকাল পর্য্যন্ত অনেক সময় কেবল বৃথা বাক্যব্যয়েই অতিবাহিত হইয়াছে, কিছুই অদ্যাপি কার্য্যে পরিণত হয় নাই। আমাদিগের নিজের হৃদয়প্রবণতার অনুসরণ করিলে আমরা আর বৃথা বাক্যব্যয় করিতাম না, অত্যাচারের গভীর প্রায়শ্চিত্তের দিন পর্য্যন্ত নীরবে থাকিতাম; কিন্তু আমাদিগের মরণোন্মুখ ভ্রাতৃগণের কাতরোক্তিতে ও অনুরোধে সাধারণ হিতের জন্য আমরা সঞ্জীবনৌষধস্বরূপ

গুটিকত বীজমন্ত্র না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমাদিগের হৃদয়-দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া সরলভাবে স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণকে গুটিকত অকাট্য সত্যের কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না, এবং যে সকল জাতি অবিচলিত ভাবে ও অম্লানমুখে ইতালীর কষ্ট, যন্ত্রণা, দুর্দ্দশা অবলোকন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও গুটিকত মর্ম্মভেদী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না।

হৃদয়-ভাবের উদ্বেলতা হইতেই মহতী বিপ্লব-পরম্পরা সংসাধিত হইয়া থাকে। যাঁহারা মনে করেন যে, শুদ্ধ শাণিত বেয়নেটেই বিপ্লব সংসাধিত হইতে পারে, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। নৈতিক উৎকর্ষ অগ্রবিপ্লব সংসাধিত করিলে, বেয়নেট বা শারীরিক বল বাহ্য বিপ্লবমাত্র সম্পাদিত করে। ভাবোদ্বোধিত স্বত্ববিশেষের সমর্থনকালেই বেয়নেট প্রকৃত শক্তিশালী। জনসাধারণের মনে নৈতিক জ্ঞান বদ্ধমূল হইলেই, তাহা হইতে সামাজিক স্বত্ব ও কর্ত্তব্যজ্ঞান সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। অন্ধ পাশব বলে কখন কখন দুই একটি জেতৃপুরুষ সমুদ্ভূত হইতে পারে বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের জয় প্রায়ই জনসাধারণের ইচ্ছার প্রতিকূলে, এই জন্য তাহার পরিণাম প্রায়ই যথেচ্ছাচার—সাধারণ হিতের সমূলোৎপাটন।

যখন লেখকের তেজস্বিনী রচনা স্বাধীনতার ভাবে জনসাধারণের মনকে উচ্ছ্বসিত করিয়া দেয়, তখনই লোকের স্বাধীনতালাভে প্রকৃত অধিকার জন্মে। যখনই লোকে স্বাধীনতার অভাব অনুভব করিতে শিখে, তখনই তাহাদিগের স্বাধীনতালাভের ইচ্ছা বলবতী হয়। তখন বিপ্লব আপন হইতে আবিভূত হয়। তখনই বিপ্লববিধিও ন্যায়ের অনুমোদন প্রাপ্ত হয়। সুতরাং তখন বিপ্লবের সাধন-সামগ্রীও ন্যায় ও বিধির অনুমোদনে অনিবার্য্য বল প্রাপ্ত হয়।

অদ্বিতীয় প্রতিভাশালী প্রশস্ত হৃদয় মনীষিগণ জগতে যে নূতন উন্নতির বীজ রোপণ করেন, অসংখ্য লোকের জলসেচনে সেই বীজ হইতে প্রথমে অঙ্কুর ও পরে বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। সেই বৃক্ষ আবার বহুকাল জলসেচনের পরে ফল ধারণ করিয়া থাকে।

মানব-সমাজের শিক্ষা একদিনে সম্পন্ন হইতে পারে না। কার্য্য-কারণ সম্বন্ধের বহুকাল-ব্যাপিনী পর্য্যালোচনায়, ঘটনানিচয়ের অক্লান্ত অধ্যয়নে এবং অধিগত সত্যসমূহের ধীর ও বহুকাল-ব্যাপী প্রয়োগেই মানবমনে নূতন সংস্কার—নূতন বিশ্বাস প্রতিষ্ঠাপিত হইতে পারে।

এই ক্রমিক উন্নতি ও ক্রমিক শিক্ষার প্রধান সাধন সাময়িক পত্র। যাঁহাদিগের জীবনের এক লক্ষ্য, তাঁহাদিগের সমবেত শ্রমে ও সমবেত যত্নেই এরূপ গুরুতর ব্যাপার সংসাধিত হইতে পারে। এই সাময়িক পত্র—সমস্ত ঘটনা পর্য্যবেক্ষণ করিবে, কোন ঘটনাকেই তুচ্ছজ্ঞানে পরিত্যাগ করিবে না। ইহা প্রত্যেক ঘটনার অভ্যন্তরে যে গভীর ও অপরিবর্ত্তনীয় সত্য নিহিত আছে, তাহার অনুসন্ধান ও আবিষ্কার করিবে। এরূপ শিক্ষাপ্রণালীই এক্ষণকার ঘটনাস্রোতের গতিপ্রাবল্যের সম্পূর্ণ উপযোগিনী।

ইতালী এক্ষণে একটি নবজীবনের দিকে প্রবলবেগে প্রধাবিত, সুতরাং এতদবস্থ অন্যান্য দেশের ন্যায় ইতালীতেও এক্ষণে ভীষণ শক্তিসংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে। লক্ষ্যের অবৈষম্য সত্ত্বেও সাংঘাতিক মতবৈষম্য উপস্থিত হইয়াছে। সকলেরই এক লক্ষ্য; কিন্তু কি উপায়ে সেই লক্ষ্য সংসাধন করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে ঘোরতর মতান্তর উপস্থিত হইয়াছে।

অষ্ট্রীয় জেতৃগণের প্রতি কতকগুলি লোকের বিদ্বেষ এরূপ প্রবল যে, বিদেশীয় অষ্ট্রীয়গণ স্বাধীনতা অপহরণ করিয়াছে বলিয়াই তাঁহারা স্বাধীনতার জন্য উন্মত্ত। কিন্তু তাঁহারা স্বাধীনতার স্বতন্ত্র মূল্য এখনও অনুধাবন করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

বিচ্ছিন্ন ইতালীয় প্রদেশগুলিকে একত্র করা কতকগুলি লোকের আবার এত ইচ্ছা যে, সে উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তাঁহারা বরং বিদেশীয় যথেচ্ছাচারী প্রবল রাজার অধীন হইতে প্রস্তুত আছেন, তথাপি তাঁহারা অসংখ্য স্বদেশীয় রাজার অধীনে ইতালীকে দুর্ব্বল ও বিচ্ছিন্নাঙ্গ দেখিতে প্রস্তুত নহেন।

আবার কতকগুলি লোক প্রাদেশিক বিদ্বেষের সংঘর্ষ হইতে এতদূর অনিষ্ট আশঙ্কা করেন এবং সহসা প্রাদেশিক স্বার্থের মূলোৎপাটন-চেষ্টায় সাফল্য বিষয়ে এতদূর সন্দিহান যে, ইতালীর পূর্ণ একতাবিধান চেষ্টা অসম্ভব ভাবিয়া তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিমুখ থাকিতে চাহেন এবং আপাততঃ এমন যে কোন নব বিভাগে সম্মত আছেন, যাহাতে ইতালীর বিচ্ছিন্ন ভাব কিয়ৎপরিমাণে সঙ্কুচিত হয়।

একতা, স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য

এই তিন অপরিহার্য্য ভিত্তির উপর ইতালীর উন্মোচন-চেষ্টা সংস্থাপিত না হইলে যে ইতালীর প্রকৃত উন্নতি পদে পদে প্রতিহত হইবে, ইহা এক্ষণে অতি অল্প লোকেই বুঝিয়াছেন।

কিন্তু যাঁহারা এরূপ বুঝিয়াছেন, এরূপ লোকের সংখ্যা দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে এবং আশা করা যাইতে পারে যে, অচিরকালমধ্যেই এই বিশ্বব্যাপী

বিশ্বাসের অভ্যন্তরে অন্যান্য সমস্ত বিশ্বাস বিলীন হইবে।

স্বদেশের প্রতি অনুরাগ, অষ্ট্রীয়ার প্রতি ঘৃণা এবং অষ্ট্রীয়ার শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত হওয়ার জ্বলন্ত ইচ্ছা এক্ষণে প্রায় ইতালীর সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিতেছে। ভয় এবং রাজনৈতিক কৌশল এতদিন যে সকল জঘন্য সাম্যের অনুমোদন করিয়া আসিতেছিল, তাহা অচিরাৎ পরিত্যক্ত হইয়া জাতীয় ইচ্ছার গৌরব পরিরক্ষিত করিবে; ভ্রাতৃগণ! এক্ষণে তোমাদিগের সম্মুখে দুইটিমাত্র সম্ভবনীয় ঘটনা রহিয়াছে—এই শক্তিসংঘর্ষে হয় ইতালীতে বৈদেশিক যথেচ্ছাচারের চূড়ান্ত আধিপত্য পরিবর্দ্ধিত হইবে, নয় তোমাদিগের অমানুষ বীরত্বে বৈদেশিক যথেচ্ছাচার ইতালী ক্ষেত্র হইতে জন্মের মত বিদূরিত হইবে।

কি উপায়ে সেই গভীর লক্ষ্য সংসাধন করিতে হইবে এবং কি উপায়েই বা এই বিদ্রোহানলকে চিরস্থায়ী ও সফল বিজয়ে পরিণত করিতে হইবে, তাহা নির্ণয় করা নিতান্ত সহজ নহে।

একদল সম্ভ্রান্ত ও দক্ষ রাজনীতিজ্ঞ আছেন, যাঁহারা মনে করেন যে, কৌশলে ও গুপ্তভাবেই বিপ্লব সাধিত হইতে পারে। বিশ্বাসের অবিচলিততা ও ইচ্ছার দৃঢ়তার অনিবার্য্য বল অপেক্ষা এই কৌশল ও গূঢ়তার উপরই তাঁহারা অধিকতর আশা সংন্যস্ত করেন। তাঁহারা আমাদিগের মতের অনুমোদন করেন বটে, কিন্তু তাহার পরিণাম-বিষয়ে সন্দিগ্ধচিত্ত। বিদেশীয় অধীনতায় দেশের অসীম অমঙ্গল সংঘটিত হইতেছে, তাহা তাঁহারা স্বীকার করেন এবং তজ্জন্য মর্ম্মপীড়িত, তথাপি তাঁহারা উৎকট রোগের প্রতীকার জন্যও উগ্রতার ঔষধ প্রয়োগ করিতে ভীত হয়েন; তথাপি যে কৌশলে ও যে ধূর্ত্ততায় ইতালী যথেচ্ছাচারী অষ্ট্রীয়ার পদানত হইয়াছে, সেই কৌশল ও সেই ধূর্ত্ততা দ্বারাই তাঁহারা ইতালী উদ্ধারের চেষ্টা করিতেছেন।

তাঁহারা যে সময়ে ইতালীতে জন্ম গ্রহণ ও শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, সে সময়ে ইতালীয়গণের অন্তরে স্বাধীন জাতির কর্ত্তব্যজ্ঞান উদ্বোধিত হয় নাই; সুতরাং অতীত মহিমার স্মরণে, প্রাকৃতিক স্বত্ব-সমর্থনের জন্য, প্রাণের দায়ে প্রজাসমূহ অভ্যুত্থিত হইলে যে, তাহাদিগের বেগ অসংবরণীয়—এ বিশ্বাস তাঁহাদিগের হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে না। অনন্ত উৎসাহে তাঁহাদিগের কোন বিশ্বাস নাই। যে কূট ও জটিল রাজনীতিতে আমরা সহস্রবার ক্রীত ও বিক্রীত হইয়াছি এবং যে বৈদেশিক বেয়নেট বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আমাদিগকে সহস্রবার শত্রুহস্তে সমর্পিত করিয়াছে, সেই কূট ও জটিল রাজনীতি এবং সেই বিশ্বাসঘাতক বৈদেশিক বেয়নেটেই তাঁহাদিগের সমস্ত আশা সংন্যস্ত রহিয়াছে।

অর্দ্ধ-শতাব্দী হইতে যে ইতালীয় হৃদয়ে সঞ্জীবন-ক্রিয়া আরব্ধ হইয়াছে, ইতালীয় জাতি-সাধারণের মন উৎকৃষ্টতর অবস্থার জন্য প্রবলবেগে প্রধাবিত হইয়াছে, তাহা তাঁহারা অবগত নহেন।

তাঁহারা জানেন না যে, বহুকালব্যাপী দাসত্বের পর পুনরুজ্জীবিত হইতে হইলে অসাধারণ নৈতিক উৎকর্ষ ও জীবনের নির্ভীক উৎসর্গীকরণ একান্ত প্রয়োজনীয়।

তাঁহারা জানেন না যে, ইতালীর শতাধিক সার্দ্ধ দ্বিকোটি অধিবাসী এই সুমহৎ লক্ষ্যসাধনে সমব্রতী ও দৃঢ়সঙ্কল্প হইলে জয় দুর্নিবার্য্য। ইতালীর সমস্ত অধিবাসী যে এক লক্ষ্যে ও এক উদ্দেশ্যে কখন সমবেত হইতে পারে, ইহা তাঁহারা সম্ভবপর বলিয়া মনে করেন না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা কি কখন একাগ্রচিত্তে ইহার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন? 'তাঁহারা ইহার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত', কখন কি তাঁহারা এরূপ ভাব ইতালীয় ভ্রাতৃগণের নিকট প্রদর্শন করিয়াছিলেন? শুদ্ধ ইতালীয় ভ্রাতৃগণের উপর নির্ভর করিয়া কখন কি তাঁহারা বিদেশীয় জেতৃগণের উপর রণোদ্‌ঘোষণ করিয়াছিলেন? 'আত্ম-নির্ভর ব্যতীত উদ্ধারের আর উপায়ান্তর নাই' —স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণের নিকট তাঁহারা কি কখন এই অমূল্য সত্যের উদ্‌ঘোষণ করিয়াছিলেন? 'তাঁহাদিগের সাপক্ষে যে আন্দোলন অভ্যুত্থিত হইবে, তাহা স্বশোণিতে পরিপুষ্ট ও পরিরক্ষিত করিতে হইবে'—ইহা কি তাঁহারা কখন লোকসাধারণের নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন? 'যুদ্ধ অপরিহার্য্য—সেই সাংঘাতিক ও অপরিহার্য্য যুদ্ধকে হয় জাতীয় সমাধিতে—নয় জাতীয় বিজয়ে পরিণত করিতে হইবে'—এ উপদেশ তাঁহারা কখন কি প্রজাসাধারণকে প্রদান করিয়াছিলেন?

না, কখন না, তাঁহারা কার্য্যের গুরুত্বে ভীত হইয়া হয় কার্য্যক্ষেত্র হইতে দূরে অবস্থিত ছিলেন, নয় সভয়ে সন্দিগ্ধচিত্তে কার্য্যক্ষেত্রে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিলেন, যেন তাঁহারা যে গৌরবের পথে অগ্রসর হইতেছিলেন, তাহা ন্যায় ও বিধির অনুমোদিত নহে।

যে সকল নিয়মাবলী ও বিধিব্যবস্থা বৈদেশিক মন্ত্রিসভা দ্বারা প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে, প্রজাসাধারণকে সেই সকলের অনুবর্ত্তনে শিক্ষা দিয়া তাঁহারা

তাহাদিগকে প্রকৃত প্রস্তাবে প্রবঞ্চিত করিয়াছেন; বৃথা বৈদেশিক সাহায্যের আশা দিয়া—যাহারা হৃদয় চিরিয়া সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিল—তাহাদিগের উৎসাহানল নির্ব্বাপিত করিয়াছেন; এবং যে সময় অক্লান্ত কার্য্যে বা রণক্ষেত্রে যাপিত করা উচিত ছিল, সেই সময় আলস্যে বা বৃথা বৈদিক তর্কবিতর্কে অতিবাহিত করিয়াছেন।

অবশেষে যখন আপনাদিগের আশামরীচিকায় আপনারা উদ্‌ভ্রান্ত হইলেন, যখন বৈদেশিক কূট রাজমন্ত্রণা-জালে আপনারা প্রবঞ্চিত হইলেন, যখন দ্বারে শত্রু ও হৃদয়ে ভীতি বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে লাগিল, যখন স্ব স্ব স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া স্বাধীনতা-সমর্থনের জন্য জীবন উৎসর্গীকৃত করা তাঁহাদিগের মহৎ পাপের মহৎ প্রায়শ্চিত্তের একমাত্র ব্যবস্থা ছিল, তখন তাঁহারা কুণ্ঠিত হইয়া পলায়ন করিলেন।

যাঁহারা কখনই আত্মদৃষ্টান্ত দ্বারা জাতীয় হৃদয়ে জাতীয় বিশ্বাস উদ্দীপিত করিতে চেষ্টা করেন নাই,—তাঁহারাই এক্ষণে জাতীয় বিশ্বাসের শক্তি অস্বীকার করিয়া থাকেন। যাঁহারা আপনাদিগের ভীরুতা ও সন্দিগ্ধতা দ্বারা জাতীয় উৎসাহানল নির্ব্বাপিত করিয়াছেন, তাঁহারাই এক্ষণে জাতীয় উৎসাহের অস্তিত্ব বিষয়েই সন্দেহ করিয়া থাকেন।

আশীর্ব্বাদ করি, তাঁহারা শান্তিলাভ করুন। তাঁহাদিগের প্রতি আমাদিগের কোন বিদ্বেষ বা ক্রোধ নাই। আমরা জানি, তাঁহাদিগের ভ্রম মানসিক দুর্ব্বলতাজাত, নীচতা-সম্ভূত নহে। কিন্তু যে কার্য্যের আদ্যন্ত ধারণা করিবার তাঁহাদিগের শক্তি নাই, সে কার্য্যের অধিনেতৃত্ব-গ্রহণে তাঁহাদিগের কি অধিকার?

বিপ্লবের পরিণতির সময় প্রত্যেক ভ্রম, প্রত্যেক স্খলন সত্যনির্ণয়ের এক একটি সোপানস্বরূপ হইয়া উঠে। অতীত ঘটনাবলী অভ্যুত্থানশীল পুরুষের বিশেষ শিক্ষাস্থল; এবং আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, ১৮২১ খৃষ্টাব্দের ঘটনাবলী অতীত কালের পুরুষদিগের সহিত নব্য ইতালীর পূর্ণ-বিচ্ছেদ—পূর্ণ পৃথক্‌ভাব—সংসাধিত করিয়াছে।

এই শেষ দৃষ্টান্ত—যথায় যে শপথ সপ্ত সহস্র দেশীয় বীরপুরুষের দেহ স্পর্শ করিয়া গৃহীত হয়, তাহাও অগৌরবে ও প্রবঞ্চনায় পরিণত হইয়াছে—এই শেষ দৃষ্টান্তও কি ইতালীয়দিগকে শিক্ষা দিবে না যে, জয় অসি-অগ্রে, রাজপুরুষদিগের কূট মন্ত্রণাজালে নহে?

সহস্র বৎসরের শিক্ষা এবং শত সহস্র প্রচারিত পিতৃপুরুষদিগের মৃত্যু-শয্যায় প্রদত্ত শাপ কি ইতালীয়দিগের মনে এই প্রতীতি জন্মাইতে পর্য্যাপ্ত নহে যে, বিদেশীয়দিগের হস্তে স্বাধীনতালাভের আকাঙ্ক্ষা মরীচিকা মাত্র?

অসংখ্য স্বাধীন ব্যক্তি যে ইতালীর সহিত এতবার প্রবঞ্চনা করিল, কত সহস্র নির্ব্বাসিত ইতালীয় যে এত কষ্ট ও এত যন্ত্রণা ভোগ করিল, কত সহস্র ইতালীয় যে স্বদেশে থাকিয়াও এত দুর্বিষহ উৎপীড়ন সহ্য করিল, ইহাতেও কি ভ্রাতৃগণ! তোমাদিগের মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইবে না?

অদ্য ঊনবিংশ শতাব্দী। এতদিন পরে—আমাদিগের বিশ্বাস—ইতালী জানিতে পারিয়াছেন যে, লক্ষ্য ও সাধনার একতা ব্যতীত ইতালী উদ্ধারের আর উপায়ান্তর নাই; যুদ্ধে প্রাণ উৎসর্গীকৃত না করিলে ইতালী উদ্ধারের আর অন্য উপায় নাই; বিজয়ের পথ রুধিরকর্দ্দমিত, পুষ্পবিকীরিত নহে।

ইতালীর ভাবী অদৃষ্ট রণক্ষেত্রেই পরীক্ষিত হইবে; বৈদেশিকদিগের একটি চরণও ইতালীক্ষেত্রে থাকিতে ইতালীতে শান্তি সংস্থাপিত হইবে না।

ইতালী এতদিন পরে জানিতে পারিয়াছে যে—জনসাধারণের অভ্যুত্থান ব্যতীত জাতীয় সমর সংঘটিত হইতে পারে না; যাঁহারা সেই জনসাধারণের অধিনেতৃত্বপদে অভিষিক্ত হইতে চাহেন, জনসাধারণকে উত্তেজিত ও অভ্যুত্থিত করা তাঁহাদিগেরই হস্তে, তাঁহাদিগেরই দৃষ্টান্ত নূতন ঘটনা নূতন প্রকার লোকের সৃষ্টি করিয়া থাকে—যাঁহারা প্রাচীন অভ্যাস ও প্রাচীন নিয়মের অধীন নহেন, যাঁহাদিগের হৃদয়ে ভাবী শুভের ভাব জীবন্ত ও জাজ্বল্যমান ও অবিচলিত বিশ্বাসই শক্তির গূঢ় কারণ, আত্মত্যাগই প্রকৃত ধর্ম্ম; এবং আত্মবলই সর্ব্ব কৌশলের মূল।

নব্য ইতালী সমাজ এ সমস্ত বিষয়ই অবগত আছেন। তাঁহারা আপনাদিগের সাধনার মহত্ত্ব অনুভব করিতেছেন এবং তৎসিদ্ধিবিষয়েও কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। বিগত দশ বৎসরের মধ্যে যে অসংখ্য ইতালীয় স্বদেশের উদ্ধারসাধনব্রতে প্রাণবিসর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের পবিত্র নামে শপথ করিয়া আমরা বলিতেছি যে, নির্য্যাতনে আমাদিগের বিশ্বাস বিদলিত না হইয়া বরং দৃঢ়ীভূত হইয়াছে।

যে মহাত্মগণ স্বদেশ-উদ্ধার-যজ্ঞে জীবন বলি প্রদান করিয়াছেন, সেই মহাত্মাদিগের রুধিরের অভ্যন্তরে একটি সমগ্র ধর্ম্ম নিহিত রহিয়াছে। যে

স্বাধীনতাবীজ বীরপুরুষদিগের রুধিরে অভিষিক্তি, কোন শক্তিই তাহাকে অঙ্কুরে দলিত করিতে সমর্থ নহে। আমাদিগের অন্যকার ধর্ম্ম স্বদেশ উদ্ধার-ব্রতানলে জীবন আহুতি প্রদান, আমাদের কল্যকার ধর্ম্ম হইবে—জাতীয় বিজয়ের উদ্‌ঘোষণ করা।

নব্য ইতালী সমাজ যুবকমণ্ডলীসংগঠিত—আমরা একমন্ত্রে দীক্ষিত—এক সাধনায় নিমগ্ন; যে কোন প্রকারে সেই পবিত্র ব্রতের উদ্‌যাপন করা আমাদিগের একমাত্র কর্ত্তব্য ও একমাত্র লক্ষ্য। যে হেতু, আমরা অস্ত্রের ব্যবহারে নিষিদ্ধ, এই জন্য আমরা লিখিব।

যে সকল উদার মত—যে সকল উন্নত হৃদয়ভাব—আমাদিগের মধ্যে সঞ্চিত ও বিচ্ছিন্ন রহিয়াছে, আমরা তাহাদিগকে সংশ্লেষিত ও শ্রেণীবদ্ধ করিব। যদি কোন দাসোচিত অভ্যাস—যদি কোন কাপুরুষোচিত হৃদয়ভাব—নব্য ইতালী-সমাজের অন্তর্নিহিত থাকে, আমরা অচিরাৎ তাহাকে অঙ্কুরে দলিত করিব।

আমরা ইতালীয় ভ্রাতৃগণের সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া এই গুরুতর কর্ত্তব্যভার আমাদিগের মস্তকে গ্রহণ করিলাম; আমরা অদ্য হইতে উনবিংশ শতাব্দীর ইতালীর বিবিধ কষ্ট-যন্ত্রণা, বিবিধ আশা-ভরসা, বিবিধ অভিলাষ-আকাঙ্ক্ষা খ্যাপনের মুখযন্ত্র-স্বরূপ হইলাম।

আমরা এই লক্ষ্যসাধনের জন্য মধ্যে মধ্যে পত্রিকাদি প্রচার করিব। আমরা যে সকল মত ব্যক্ত করিলাম, আমাদিগের রচনা সেই সকল মত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

ইতালীই আমাদিগের প্রধান লক্ষ্য; সুতরাং আমরা অকারণে বৈদেশিক রাজনীতির সহিত সংশ্লিষ্ট হইব না; কিন্তু যখন দেখিব যে, বৈদেশিক রাজনীতি আলোচনায় ইতালীয়দিগের শিক্ষার উন্নতি হইবার সম্ভাবনা, যখন দেখিব, বৈদেশিক দৃষ্টান্তের তুলনায় মানবদ্রোহী অষ্ট্রীয়গণের কীর্ত্তি অধিকতর কৃষ্ণবর্ণে আতিরঞ্জিত হইতেছে, যখন দেখিব, বৈদেশিক রাজনীতির আলোচনায় সর্ব্বদেশীয় স্বাধীন জনগণের ভ্রাতৃভাব অধিকতর দৃঢ় হইবার সম্ভাবনা, তখন বৈদেশিক রাজনীতির আলোচনা হইতে আমরা বিরত হইব না।

আমরা জানি যে, প্রেমই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মানব-ধর্ম্ম। যেখানেই দুই হৃদয় এক লক্ষ্যে প্রধাবিত, যেখানেই দুই আত্মা এক ধর্ম্মে দীক্ষিত, সেইখানেই এক দেশ, সেইখানেই এক জাতি। সমস্ত জগতের সাধু ব্যক্তিদিগকে এক সমাজে আবদ্ধ করায় বর্ত্তমান সময়ের যে অত্যুদার চেষ্টা, তাহার অনুকূলতা-সাধন বিষয়ে আমরা বিন্দুমাত্রও ত্রুটি করিব না।

কিন্তু বিশ্বাসঘাতক বৈদেশিকদিগের হস্তে ইতালী—হৃদয়ে যে গভীর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে, যতদিন না সে ক্ষত শুকাইতেছে, যতদিন না সেই ক্ষতদেশ হইতে রুধিরনির্গম বন্ধ হইতেছে, ততদিন ইতালী বৈদেশিকদিগকে ক্ষমা করিতে পারিতেছে না। যে সকল জাতি দ্বারা আমরা সংস্রবার ক্রীত, বিক্রীত, অবমানিত, ঘৃণিত ও পদদলিত হইয়াছি, যত দিন বিশ্বাস-হত ব্যক্তিদিগের মৃত্যুশয্যায় ক্রন্দন সেই সকল বৈদেশিক জাতির ও আমাদিগের অনুবর্ত্তী থাকিবে, ততদিন আমরা বৈদেশিকদিগকে ক্ষমা করিতে পারিব না। ক্ষমা বিজয়ের ধর্ম্ম, দাসত্বের ধর্ম্ম নহে। প্রেম ক্ষমতা ও শ্রদ্ধার সাম্য-সাপেক্ষ, ক্ষমতা ও শ্রদ্ধার বৈষম্যে প্রেম জন্মিতে পারে না।

যদিও আমরা বৈদেশিক সাহায্য ও বৈদেশিক কৃপার বিদ্বেষী, তথাপি আমরা ইউরোপীয় মনের উৎকর্ষবিধানে বিন্দুমাত্রও ত্রুটি করিব না, আমরা দেখাইব যে, ইতালীয়েরা এখনও পূর্ব্বগৌরব কিয়ৎপরিমাণে পরিরক্ষিত করিয়াছেন, আমরা দেখাইব যে, ইতালীয়েরা হতভাগ্য হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা অন্ধ বা কাপুরুষ নহেন, এইরূপ সহানুভূতি কার্য্যে পরিণত করিয়া আমরা ভাবী বন্ধুত্বের মূলভিত্তি পরস্পর শ্রদ্ধার উপর সংস্থাপিত করিব।

ইতালীর নাম লুপ্তপ্রায়, ইতালীর এক্ষণে প্রকৃত ইতিহাস নাই। বৈদেশিকেরা স্বার্থসাধনোদ্দেশে ইতালীর ঘটনা সকলকে, ইতালীয়দিগের প্রবৃত্তিনিচয়, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার এবং অভ্যাস সকলকে অসত্য বর্ণে রঞ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন।

আমরা আমাদিগের হৃদয় খুলিয়া বৈদেশিকদিগের সম্মুখে আমাদিগের ক্ষত প্রদর্শন করিব, দেখাইব, কূটমন্ত্রীরা সাধারণ শান্তিরক্ষা-ব্যপদেশে আমাদিগের হৃদয়-ক্ষত হইতে কত পরিমাণ রক্ত উদ্গীরিত করিয়াছে, আমরা গগন বিদারিয়া বৈদেশিকদিগকে আমাদিগের প্রতি কর্ত্তব্য শিক্ষা দিব, বৈদেশিকেরা যে অসত্যজালে আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন, আমরা সে জাল ছিঁড়িয়া আমাদিগের প্রকৃত ছবি দেখাইব।

আমরা বৈদেশিক-হস্তে যে অসংখ্য অত্যাচার সহ্য করিয়াছি, যে দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি এবং

সেই অত্যাচার ও সেই যন্ত্রণার মধ্যেও যে অতুল নৈতিক উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছি, আমরা কারাগারের অন্ধকার হইতে এবং অত্যাচারীর মন্ত্রভবনের গূঢ়তম প্রদেশ হইতে অসংখ্য লেখ্য সংগ্রহ করিয়া তাহা প্রমাণ করিব।

যে সকল মহাত্মা ইতালীর উদ্ধার-সাধন করিতে গিয়া বৈদেশিক হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, যাঁহারা আমাদিগের কষ্ট-যন্ত্রণা, আমাদিগের অবিচলিত অধ্যবসায় ও আমাদিগের দুঃখে বৈদেশিকদিগের পাপময় উপেক্ষা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং যে মহাত্মাদিগের নাম পর্য্যন্তও ইউরোপে অদ্যাপি বিদিত নাই, আমরা আমাদিগের সমাধিস্থলের অন্তস্তম তলে নামিয়া সেই মহাত্মাদিগের অস্থি উত্তোলন করিয়া বৈদেশিকদিগকে দেখাইব; দেখাইয়া বলিব—যত দিন এই মহাত্মাদিগের অস্থি ইতালী-বক্ষে নিহিত থাকিবে, তত দিন বৈদেশিকদিগের মঙ্গল নাই; তত দিন বৈদেশিকদিগের সহিত আমাদিগের সখ্যস্থাপনেরও কোন আশা নাই।

যে ইতালী দুইবার স্বাধীনতা ও সভ্যতা বিস্তার করিয়াছেন, সে ইতালীর ধ্বংস দেখিয়াও ইউরোপ উদাসীন—এই দেখিয়া যেন সেই সমাধিনিহিত ব্যক্তিগণের হৃদয় ভেদ করিয়া সহসা গগনবিদারী রোদনধ্বনি উত্থিত হইল।

আমরা সে রোদন শ্রবণ করিয়াছি, আমরা সেই রোদনের প্রতিধ্বনিতে সমস্ত ইউরোপ পরিপূরিত করিব। যতক্ষণ না ইউরোপ বুঝিবে, ইতালীর প্রতি কি পরিমাণ অত্যাচার কৃত হইয়াছে, ততক্ষণ সে প্রতিধ্বনি নীরব হইবে না। আমরা ইউরোপীয় লোকবৃন্দকে বলিব, দেখ, কোন্ মহাত্মাদিগকে তোমরা ক্রীত ও বিক্রীত করিয়াছ; দেখ, কোন্ পুণ্যভূমিকে তোমরা চিরবিচ্ছিন্ন ও চিরদাসত্বে পরিণত করিয়াছ।"

কাপালিক সমাজের এই প্রথম শবসাধন। নব্য ইতালী-সমাজের এই সর্ব্বপ্রথম মন্তব্য-উদ্‌ঘোষণ। নব্য ইতালী-সমাজের মুখমন্ত্রস্বরূপ 'নব্য ইতালী' নামক পত্রিকার এই প্রথম মুখবন্ধ। এই শবসাধনে—এই মন্ত্র-উদ্‌ঘোষণে আল্‌পস হইতে ভূমধ্যসাগর পর্য্যন্ত সমস্ত ইতালী কাঁপিল! অষ্ট্রীয় সম্রাটের মস্তক হইতে রাজমুকুট খসিয়া পড়িল! সেই তমসাচ্ছন্ন শ্মশানভূমিতে জীবনসঞ্চার পুনরায় সুস্পষ্ট পরিব্যক্ত হইল! যেন তাড়িত যন্ত্র ইতালীর মৃতদেহ আলোড়িত করিয়া তাহাতে চৈতন্যসঞ্চার করিল! যেন এই আলোড়নে অধীনতা-প্রপীড়িত জাতিমাত্রেরই হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অতীত বিপ্লব-পরম্পরার পতনের কারণ।

ম্যাটসিনি "নব্য ইতালী" নামক পত্রিকায় অনেকগুলি প্রস্তাব লিখেন; তন্মধ্যে প্রথম কয়েকটি বৈদেশিকদিগের তাদৃশ কৌতূহলোদ্দীপক নয় বলিয়া পরিত্যক্ত হইল।

ইহার পর তিনি—ইতালীর স্বাধীনতার পরিণতি যে কারণ-পরম্পরায় এতাবৎকাল পর্য্যন্ত প্রতিহত হইয়া আসিয়াছে—তদ্বিষয়ে দুইটি সুদীর্ঘ ও সুস্পষ্ট প্রস্তাব লিখেন। ম্যাটসিনির রাজনৈতিক জীবনের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বিংশতি বৎসরে অভ্যুত্থিত বিপ্লব সকল যে যে কারণে পর্য্যুদস্ত হইয়াছিল, এই প্রস্তাবদ্বয়ে সেই কারণমালা সাবধানে সমালোচিত হইয়াছে। তাঁহার মতে অভ্যুত্থানের ব্যর্থতার প্রধান কারণ—অধিনেতৃগণের ভ্রম ও অক্ষমতা, ইতালীয় জাতির বীরত্ব ও স্বজাতিপ্রেমের অভাব নহে। কারণ, প্রত্যেক অভ্যুত্থানই সর্ব্বপ্রথমে জাতীয় আকার ধারণ করিয়াছিল।

ইতালীয় জাতির সহজজ্ঞান সর্ব্বপ্রথমে ইতালীয় ক্ষেত্রে ইতালীয় পতাকা উড্ডীন করিয়াছিল এবং বৈদেশিকদিগকে ইতালীক্ষেত্র হইতে বিদূরিত করিবার জন্য যদিও জাতীয় একতা সংসাধিত করিতে না পারুক, অন্ততঃ জাতীয় সম্মিলন সংসাধনের জন্য একাগ্র হইয়াছিল।

অধিনয়নকার্য্যের বিশৃঙ্খলা পূর্ব্ব পূর্ব্ব অভ্যুত্থানের পতনের কারণ। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই অধিনয়ন কার্য্য অক্ষম ও বিশ্বাসহীন অধিনেতৃগণের হস্তেই পতিত হয়। তাঁহারা জনসাধারণের অন্তর্নিগূহিত বলবতী হৃদয়াকাঙ্ক্ষার মর্ম্মবোধে অক্ষম এবং জাতীয় ইষ্টসাধনে জীবন উৎসর্গীকৃতকরণে বীতসাহস ছিলেন। তাঁহাদিগের উপর বা জনসাধারণের উপর বিশ্বাসও ছিল না বলিয়াই তাঁহারা বৈদেশিক শক্তি ও কূট মন্ত্রণাজালের উপর তাঁহাদিগের বিজয়াশা সংন্যস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে সেই বৈদেশিক শক্তি ও কূট মন্ত্রণাজালই তাঁহাদিগকে পদে পদে পরিত্যক্ত ও শত্রুহস্তে সমর্পিত করে।

ঔদার্য্য ও বীরত্বের সহিত আরব্ধ এতগুলি জাতীয় অভ্যুত্থানের পতনের পরিণাম শেষে এই দাঁড়াইল যে, ইতালীয় হৃদয়ে গভীর হতাশতা ও নিরুৎসাহতার ভাব দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইল, এবং তাহার বিষময় ফলস্বরূপ এরূপ কার্য্যবিমুখতা জন্মিল

যে, তাহা হইতে ইতালীকে উদ্ধার করিতে না পারিলে, ইতালীর আর কোন আশা রহিল না।

যাঁহারা ভবিষ্য অভ্যুত্থানের অধিনায়ক হইবেন, তাঁহাদিগকে জাতীয় শক্তির উপরই বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে এবং জনসাধারণকে অস্ত্রধারণে উত্তেজিত করিতে হইবে। তাঁহাদিগের মনে এই ধারণা চাই যে, বিপ্লবের কৃতকার্য্যতা আক্রমণেই, এবং বৈদেশিক অস্ত্রে শাসিত দেশে যুদ্ধ অভ্যুত্থানের প্রতিশব্দ মাত্র। সুতরাং যুদ্ধ যখন অনিবার্য্য, তখন ইহা এরূপ প্রণালীতে আরব্ধ করা চাই যে, যত দিন ইতালীর ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা বিকীর্ণ না হইবে, তত দিন যেন শান্তি বা সন্ধি অসম্ভাব্য হয়।

জানিও, যদি এই জাতীয় অভ্যুত্থান জাতিসাধারণের জয়-শব্দে উদেঘাষিত না হয়, তাহা হইলে ইহার পতন অনিবার্য্য।

জাতীয় অভ্যুত্থানের পতনের আর একটি কারণ —অধিনেতৃগণের অবিচলিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ বিশ্বাসের অভাব। বর্ত্তমান অবস্থার বিপর্য্যাসসাধন—যে শৃঙ্খলে ইতালীর জাতীয় চরণ আবদ্ধ রহিয়াছে, তাহার দ্বিধা বিচ্ছিন্নকরণ—এ বিষয়ে তাঁহাদিগের মধ্যে মতদ্বৈধ নাই বটে, কিন্তু তাহার পর কি করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে তাঁহারা অনিশ্চিত সন্দিগ্ধ ও নানামতে বিভক্ত। কিন্তু যাঁহারা প্রতিষ্ঠাপিত সমাজের শৃঙ্খল ভেদ করিয়া জনসাধারণকে উন্নতিমার্গে অগ্রসর করিতে চান, তাঁহাদিগের উচিত অগ্রগামী হইয়া অগ্রবর্ত্তী পথে আলোক বিকীর্ণ করেন।

ব্যক্তি-বিশেষের আধিপত্য বা ব্যক্তি-বিশেষের রাজত্বের কাল অতীত হইয়াছে, এক্ষণে সংঘাতমানবযুগ আবির্ভূত হইয়াছে। সংহিত মানবের শক্তি জগতে অনিবার্য্য। জনসাধারণ কর্ত্তৃক জনসাধারণের জন্যই বিপ্লব আরব্ধ ও সংসাধিত করিতে হইবে—

ইহাই নব্য ইতালীসমাজের মূলমন্ত্র, ইহাই নব্য ইতালীসমাজের বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম, প্রীতি ও চিন্তা, লক্ষ্য ও কার্য্য।

ইতালীর জনসাধারণ বহুদিন হইতে অসংখ্য অত্যাচার, অসংখ্য মনঃকষ্ট সহ্য করিতেছে, যথেচ্ছাচারিণী প্রভুশক্তি এবং গর্ব্বিত ও ঘৃণিত উচ্চশ্রেণী দ্বারা প্রতিদিন পদদলিত হইতেছে, যদি তাহাদিগকে অস্ত্রধারণে উত্তেজিত করিতে হয়, তবে স্পষ্টাক্ষরে তাহাদিগের নিকট বলিতে হইবে, যদি যুদ্ধে জয়লাভ হয়, তাহা হইলে অত্যাচারের এই দুইটি মূলই উন্মূলিত হইবে।

তাহাদিগকে যুদ্ধে উত্তেজিত করিতে হইলে আর একটি কার্য্য করিতে হইবে। ইতালীর অতীত অবদানপরম্পরা—মাসানিলো, পারিস, ব্রসেলস্, ওয়ারসা প্রভৃতি নগরের আধুনিক যুদ্ধ সকল—তাহাদিগের স্মরণপথের অবতারিত করিতে হইবে। তাহাদিগকে বলিতে হইবে, "যদি তোমরা এই সকল কীর্ত্তিকলাপের অনুকরণ করিতে চাও, তবে অসুরের বল ধারণ কর। ঈশ্বর তোমাদিগের মঙ্গল-বিধান করিবেন, উৎপীড়িতদিগের সহিতই ঈশ্বরের সহানুভূতি। যখন দেখিবে, এই উদ্দীপনবাক্যে ইতালীর ললাট স্ফুরিত হইতেছে, সাগর-হৃদয়ের ন্যায় ইতালীয় হৃদয় তরঙ্গায়িত হইতেছে, তখনই অপ্রতিহত-বেগে সমরশীর্ষে প্রধাবিত হইবে এবং লম্বাডি ক্ষেত্রের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিবে—

"যাহাদিগকর্ত্তৃক তোমাদিগের দাসত্বনিশা বর্দ্ধিতায়তন হইতেছে, ঐ দেখ, সেই জাতি অদূরে দণ্ডায়মান।" তাহার পর আল্পসের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিবে—এই আমাদিগের স্বাভাবিকী সীমা—যে অষ্ট্রীয়া সেই সীমা অতিক্রম করিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কর।"

"ঈশ্বর জনসাধারণের মঙ্গল বিধান করিবেন। জনসাধারণ তাঁহারই অনুগৃহীত এবং তৎকর্ত্তৃকই তদীয় বিশ্বব্যাপী প্রেমের উদেঘাষণ কার্য্যে নিয়োজিত।"

ভবিষ্য বিপ্লব সকল জনসাধারণের জন্য সাধারণ কর্ত্তৃকই অনুষ্ঠিত হইবে"—এই আধুনিক মতের প্রবণতা সাধারণ-তন্ত্রেরই দিকে। এই জনসাধারণকে সাধারণ-তন্ত্রের মূলসূত্রে দীক্ষিত করাই নব্য ইতালীসমাজের প্রধান লক্ষ্য। ম্যাটসিনির দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, সাধারণতন্ত্র ব্যতীত ইতালীর একতা ও স্বাধীনতা কখনই সংসাধিত হইবে না।

ইউরোপ নানা আকারে রাজতন্ত্রের পরীক্ষা করিয়াছে, কিন্তু কোন প্রকার রাজতন্ত্রেই শান্তি পাইতেছে না। এক্ষণে সাধারণতন্ত্র ব্যতীত ইউরোপের উন্নতি ও শান্তির কোন সম্ভাবনা নাই। নেপোলিয়ান সেণ্টহেলেনায় বসিয়া বলিয়াছিলেন যে, "চল্লিশ বৎসরের মধ্যে ইউরোপের সর্ব্বত্র হয় সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাপিত হইবে অথবা ইহা কসাকদিগের অধীন হইবে।" ম্যাটসিনির মুখ হইতে নেপোলিয়ানের সেই বাক্য সর্ব্বদা উচ্চারিত হইত।

সাধারণতন্ত্রের প্রতি লোকের যে বিদ্বেষ ও ভয় আছে, তাহার কারণ প্রথম ফরাসী বিপ্লবের ভীষণ রণোন্মাদ। কিন্তু লোকের জানা উচিত যে, তখন বস্তুতঃ ফ্রান্সে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাপনের চেষ্টামাত্র

হইতেছিল—সাধারণতন্ত্রানুকূল সময়মাত্র আরব্ধ হইয়াছিল—সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাপিত হয় নাই।

লোকে সাধারণতন্ত্রের নামেই কম্পিতকলেবর হয়। কিন্তু সাধারণতন্ত্র কি উপাদানে গঠিত, যদি একবার ভাবিয়া দেখে, তাহা হইলে ইহার গ্রহণে কখনই অস্বীকৃত হইবে না।

জাতীয় শাসন-ভারের জাতীয় হস্তে পরিরক্ষণের নামই সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাপন। যে বিধিমালা দ্বারা এই শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে, তাহা জাতীয় ইচ্ছা দ্বারা সংগঠিত ও নিয়ন্ত্রিত। এই শাসন-প্রণালীতে জাতীয় প্রভুশক্তিই সর্ব্বোচ্চ নিয়ামক শক্তি ও সর্ব্বপ্রকার প্রভুতার কেন্দ্র ও মূল বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে।

ইহা এরূপ একপ্রকার জাতীয় সম্মিলন—যথায় সংখ্যার শক্তি অনুসারেই প্রত্যেক কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, যথাসর্ব্বপ্রকার মর্য্যাদা আইনে অস্বীকৃত হয় এবং কার্য্যের দোষ-গুণ অনুসারেই দণ্ড ও পুরস্কার প্রদত্ত হয়। যথায় সর্ব্বপ্রকার কর, সর্ব্বপ্রকার উপায়ন এবং শিল্প ও বাণিজ্যের উপর সর্ব্বপ্রকার শুল্ক ন্যূনতম পরিমাণে নির্দ্ধারিত হয়; যথায় সাধারণ কর্ম্মচারিগণ সংখ্যায় স্বল্পতম ও বেতন-পরিমাণে পরিমিততম; যথায় সাধারণ অনুষ্ঠানমাত্রেরই প্রধান লক্ষ্য, সংখ্যায় অধিকতম অথচ অবস্থায় দরিদ্রতম শ্রেণীর উপকারসাধন।

"নব্য ইতালী" পত্রিকায় ম্যাটসিনিলিখিত পরবর্ত্তী দুইটি প্রস্তাবের মধ্যে একটি নিয়োপলিতান্ গবর্ণমেণ্টের অত্যাচার বিষয়ক, অপরটি "ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিবৃন্দের প্রতি প্রযুক্ত চিন্তামালা" নামক। ম্যাটসিনি নেপোলিয়ান্ বোনাপার্টের পুত্র ডিউক অব্ রায়েশষ্টাডের মৃত্যুতে তাৎকালিক কবিবৃন্দের তুষ্ণীম্ভাব দেখিয়া উত্তেজিত হইয়া কবিত্বপূর্ণ এই প্রস্তাবটি লিখেন। আমরা যতদূর সামর্থ্য, ইহার মর্ম্মার্থ নিম্নে প্রদান করিলাম :—

১৮১১ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসের বিংশ দিবসে এই রাজকুমার ভূমিষ্ঠ হন। সে দিন পারীনগরী কামানের গভীর শব্দে নিদ্রোত্থিত হয়।

তৎকালে পারী নগরী জগতের আদর্শরূপিণী ছিল; তখন ফরাসী পতাকার আধূননে জগৎহৃদয় বিকম্পিত হইত এবং তাহার আহ্বানে ফরাসী-হৃদয় সম্মান ও গৌরবলালসায় উদ্দীপিত হইত।

কুমারের জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণে অধীর হইয়া প্রজাবৃন্দ পারীনগরীর রাজপথ সকল অবরুদ্ধপ্রায় করিয়া তুলিল। এই সংবাদে কত ইচ্ছা, কত আশা তাড়িতবেগে তাহাদিগের শিরায় শিরায় সঞ্চারিত হইল। তাহারা সেই একাধিক শত তোপধ্বনি একটি একটি করিয়া গুণিতে লাগিল—যেন সেই তোপধ্বনিতে ফ্রান্সের অদৃষ্ট নির্ভর করিতেছে। অবশেষে যেমন সেই একাধিক শততম তোপধ্বনি সতৃষ্ণ প্রজাবৃন্দের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল, অমনি এই বিশ্বব্যাপী জয়ধ্বনি ভূতল বিদারিয়া গগনে উত্থিত হইল—

"জয় নেপোলিয়ানের জয়! জয় বিজয়লক্ষ্মীর প্রেমাস্পদের জয়! আনন্দ ও শান্তি ফ্রান্সের সর্ব্বত্র বিরাজ করুক। ফ্রান্সের অধিনায়কের একটি নবকুমার জন্মিয়াছে।"

আর সেই ফরাসীনায়ক স্বয়ং কুমারের দোলার পার্শ্বে দণ্ডায়মান; লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহার অভিবাদন ও জয়োদ্‌ঘোষণ করিতেছে; তাঁহার মুখমণ্ডলে বিজয়-স্ফূর্ত্তি দেদীপ্যমান রহিয়াছে; এবং বর্ত্তমানের ন্যায় ভবিষ্যৎ তাঁহার নিকট তৃণবৎ প্রতীত হইতেছে।

সেই এক দিন আর এই এক দিন! একাধিক বিংশতি বৎসর মাত্র অতীত হইয়াছে। আজ ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের ২রা জুলাই।

আজ গাত্রে অষ্ট্রীয় পরিচ্ছদ, ললাটে গভীর চিন্তার রেখা, হৃদয়ে মর্ম্মভেদী যাতনা, "নেপোলিয়ান" নামের গুরুত্বে চূর্ণীকৃত ও বিশীর্ণ, এই অবস্থায় ফরাসী যুবরাজ স্কীন্‌ব্রন্ প্রাসাদে মৃত্যু-শয্যায় শয়ান।

মরণোন্মুখ রাজকুমারের মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে একটি সমগ্র জগৎ, কিন্তু বাহিরে অসীম শূন্য। যে সকল পরিচারক ও বন্ধু-বান্ধবেরা তাঁহার শেষ নিশ্বাস অপেক্ষা করিয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিয়াছিল, তাহারা যে ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতেছিল, তাহা তাঁহার জাতীয় ভাষা নহে—যে পতাকা তাঁহার নয়নসমক্ষে দুর্গোপরি তরঙ্গায়িত হইতেছিল, তাহা সেই ফরাসী পতাকা নয়, যে পতাকা একদিন তদীয় পিতার আদেশে অষ্ট্রীয় রাজপ্রাসাদেরও উপর সগর্ব্বে ক্রীড়া করিয়াছিল।

বিখ্যাত ২০শে মার্চ্চের শিশু আজ ধরাশায়ী। জন্মদিনে অসীম সাম্রাজ্যের অধীশ্বরের পুত্র—যাঁহার প্রথম ক্রন্দনে গগন ভেদিয়া লক্ষ লক্ষ লোকের আনন্দধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল—আজ তিনি অনাদরে অপমানে মৃত্যু-শয্যায় শয়ান! পিতৃ সম্বন্ধিনী অমর গৌরব-রশ্মিমালার ছায়া তাঁহার মুখমণ্ডলে প্রতিবিম্বিত। তিনি তাহার ঔজ্জ্বল্যে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই মৃত্যুকালেও—গৌরব, সাম্রাজ্য, ভ্রষ্ট-লব্ধ মুকুট—এই সমস্ত গভীর চিন্তা অনিবার্য্য-বেগে যুগপৎ তাঁহার মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার নির্ব্বাণোন্মুখ হৃদয়-বহ্নিকে

সহসা উদ্দীপিত ও পরক্ষণেই নির্ব্বাপিত করিল। তাঁহার অন্তর্নিগূহিত হৃদয়-বহ্নিতে কেহই সান্ত্বনা-বারি প্রদান করিল না। প্রলাপোদ্দীরিত তদীয় মুখোচ্চারিত "যুদ্ধ যুদ্ধ" শব্দ কেহই প্রতিধ্বনি দ্বারা সম্মানিত করিল না। অদ্ভুত-প্রভু-শক্তি-সম্পন্ন মহান্ পুরুষের সন্ততি এইরূপে অজ্ঞাতভাবে মানবলীলা সংবরণ করিলেন।

এই অদ্ভুত রাজকুমারের জন্ম ও মৃত্যু—গভীর কবিত্ব-শক্তির অনুকূল দুইটি প্রকাণ্ড যুগ।

অবিশ্রান্ত কার্য্য, অবিশ্রান্ত আন্দোলন, ধারা-বাহিক আনন্দ এবং মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের ন্যায় খরতর প্রভুশক্তি ও উজ্জ্বলতর বিজয়-পরম্পরায় যে কবিত্ব, প্রথম যুগের সেই কবিত্ব; আর অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের ন্যায় গভীর, বিষণ্ণ এবং নিস্তব্ধ আভ্যন্তরীণ চিন্তায় যে কবিত্ব, দ্বিতীয় যুগের সেই কবিত্ব। বিশ্বাস ও বিজয়ে যে কবিত্ব, প্রথম যুগে সেই কবিত্ব; অসীম মহত্ত্বের ধ্বংসে যে কবিত্ব, দ্বিতীয় যুগে সেই কবিত্ব। একটি বর্ত্তমান-বিষয়ক, অপরটি অতীত বিষয়ক। ম্যারেঙ্গোপিরামীড্স্, ওয়েগ্রাম এবং অষ্টারলিট্‌স প্রভৃতি যে সকল প্রকাণ্ড সমরে বিজয়-লক্ষ্মী নেপোলিয়ানের অঙ্কশায়িনী হন, প্রথম যুগ সেই সমর-নিচয়ের কিরণ-মালায় উদ্ভাসিত এবং মস্‌কাউ ওয়াটার্লু ও সেণ্টহেলেনা প্রভৃতি যে সকল স্থল নেপোলিয়ানের অধঃপতনের সাক্ষীভূত, দ্বিতীয় যুগ সেই সকল স্থলের ভীষণ স্মৃতিতে তমসাচ্ছন্ন। একটি উদ্দীপনাপূর্ণ, অপরটি শোকো-দ্দীপক। একটি জীবন-বিষয়ক, অপরটি মৃত্যু-বিষয়ক।

যে ব্যক্তিগত চরম মহত্ত্বের নিকট একদিন সমস্ত ইউরোপ নতশির ছিল, সেই ব্যক্তিগত চরম মহত্ত্বের একমাত্র প্রতিনিধির মৃত্যুতে কেন আজ ইউরোপ এত উদাসীন? কেন আজ এই উজ্জ্বল তারকার অন্তর্ধানে—এই প্রকাণ্ড ব্যক্তিগত মহত্ত্বরূপ ভাবের জগৎ হইতে অপুনরাগমনের নিমিত্ত তিরো-ধানে ইউরোপীয় কবিবৃন্দের এরূপ তুষ্ণীম্ভাব? ব্যক্তিগত মহত্ত্বের চরম দৃষ্টান্তস্থল যে চতুর্দ্দশ লুই, দশম চারলস্ ও প্রথম নেপোলিয়ান প্রভৃতির নিকট আজ দুই শতাব্দীকাল সমস্ত ইউরোপ লুণ্ঠিত-শির ছিল, সেই ব্যক্তিগত মহত্ত্বের শেষ স্ফুলিঙ্গের নির্ব্বাণে কেন আজ ইউরোপের এত ঔদাসীন্য?

সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফরাসী কবি এই প্রকাণ্ড ঘটনা-বিষয়ে দুইটি চরণ ছন্দোবদ্ধ করিতে পারেন নাই। সম্পাদকেরা এই মৃত্যু উপলক্ষ করিয়া একটি গুরুতর আন্দোলন উত্থাপিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের রচনায় প্রবল হৃদয়োচ্ছ্বাস বা গভীর শোকের কোনও চিহ্ন দৃষ্ট হইল না। বরং তাঁহাদিগের রচনায় এই বিস্ময়ভাব পরিব্যক্ত ছিল যে, তাঁহারা যেরূপ আশা করিয়াছিলেন, আপনাদিগকে ততদূর উত্তেজিত করিতে পারেন নাই।

কুমারের জন্মদিনের দোলা হইতে তদীয় সমাধি-মন্দিরের পথ একাধিক বিংশতি বৎসর মাত্র

কিন্তু এই একাধিক বিংশতি বৎসর যে সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছে, পূর্ব্বে কখনও এক শতাব্দী তাহা করে নাই।

কুমারের জন্মদিনের এক বৎসর পরে রুসিয় হইতে নেপোলিয়ানের পলায়ন, তাহার পর বৎসর জর্ম্মনীতে লৌকিক অভ্যুত্থান, এবং তাহার পর বৎসর নেপোলিয়ান এলবায় নির্ব্বাসিত। তৎপরে অদ্ভুত উপায়ে নেপোলিয়ানের প্রত্যাগমন এবং অবিচলিত-বিশ্বাস জনসাধারণের অনুগ্রহে সিংহাসন-পুনঃ-প্রাপ্তি। তাহার পর ওয়াটার্লু সমরে পরাজয় ও সেণ্টহেলেনা দ্বীপে নির্ব্বাসন। এ সকলের পর স্পেনিস্ বিপ্লব, গ্রীস ও ইতালীর ক্রমিক অভ্যুত্থান, প্যারীনগরীর ত্রৈদিবসিক বিপ্লব এবং ব্রসেল্‌স্ ও ওয়ার্সার সেই সকল ভীষণ দুর্দ্দিন, কত কত রাজ-বংশ বিধ্বস্ত, কত কত রাজা ইউরোপে নির্ব্বাসিত পরিব্রাজক; শ্রেষ্ঠতন্ত্র ভাবের ইংলণ্ডেও মূলোৎপাটন, এবং সাধারণতান্ত্রিক ভাবের জর্ম্মনীতেও সবিশেষ উদ্দীপন।

এই সমস্ত ঘটনা সত্ত্বেও কেন আজ কবিবৃন্দের বীণা নেপোলিয়ানতনয়ের সমাধির নিকট নীরব?

ইহা এখন হইতে আর এক তানে বাজিবে। বিগত একাধিক বিংশতি বৎসরের ঘটনা-স্রোতে ব্যক্তি-বিশেষের নাম এবং অবিমিশ্রিত জিগীষা ও যশোলিপ্সা ভাসিয়া গিয়াছে। ব্যক্তিগত যুগের পরিবর্ত্তে এক্ষণে জাতীয় যুগ প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে। কবিবৃন্দের বীণা এখন হইতে আর ব্যক্তি-বিশেষের যশোগান করিবে না। এখন হইতে জাতীয় সঙ্গীত—জন-সাধারণের যশোগানই—ইহার লক্ষ্য হইবে। এই জন্যই নেপোলিয়ান-তনয়ের মৃত্যুতে ইহা নীরব। অতীত সংকীর্ত্তন পরিত্যাগ করিয়া এখন ইহা ভীষণ ও প্রকাণ্ড ভবিষ্যতের সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিবে। ভবিষ্যৎই এখন সকলের চিন্তা ও অভিলাষের বিষয়ী-ভূত, অনন্ত ভবিষ্যৎ—সাগরের ন্যায় তরঙ্গ বিস্তার পূর্ব্বক আগ্নেয়-গিরির ন্যায় ধাতু নিঃস্রব নির্গত করিয়া দ্রুতপদে অনিবার্য্য বেগে আসিয়া মানবমণ্ডলীর উপর

অদ্ভুত শক্তি প্রকাশ করিয়েছে। ইহার আগমনে বিলয়োন্মুখ জাতি সকল আবার উঠিতেছে, বিচ্ছিন্ন জাতি সকল পুনরায় মিলিতেছে; ব্যক্তিপরম্পরা প্রকাণ্ড মানবগিরির আরোহণোপযোগিনী সোপানপরম্পরায় পরিণত হইতেছে।

নেপোলিয়ান ও বাইরন্—ব্যক্তিগত যুগের দুই প্রকাণ্ড বীর, দুই প্রকাণ্ড অধিনায়ক। ইঁহাদিগের আবির্ভাবেই ব্যক্তিগত যুগ পরিণতির চরম শিখরে আরোহণ করে। আবার ইঁহাদিগের অস্তগমনের সহিতই ইহা অস্তমিত হয়। এক জন সাংগ্রামিক রাজ্যের অধীশ্বর; আর এক জন কল্পরাজ্যের অধিপতি। এক জন কার্য্যবিষয়ক কবিত্বের, আর এক জন চিন্তাবিষয়ক কবিত্বের পারদর্শী।

এক জন এক হস্তে নবোদ্ভাবিত দণ্ডবিধি ও অন্য হস্তে অসি ধারণ পূর্ব্বক জাতিবৈষম্য উপেক্ষিত ও পদদলিত করিয়া, একই সংস্কারমালায় ও একই শৃঙ্খলদামে ইউরোপীয় জাতিসমূহকে আবদ্ধ করিতেছেন এবং তাহাদিগের রাজনৈতিক অবস্থাকে একী-[illegible] ও তাহাদিগকে এক সম্মিলনসূত্রে গ্রথিত করিতেছেন। [illegible] দেখিলে বোধ হয় যেন, সভ্যতার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ভবি[illegible]ষ্যতের সংগঠনের নিমিত্ত ইঁহাকে দ্বিতীয় আটিলায় ন্যায় [illegible]য় ইউরোপীয় একতার প্রচারক করিয়া পাঠাইয়াছেন[illegible]। একবার ভাবিয়া দেখিলে বোধ হইবে, সংহতি [illegible] যুগের মূল ভিত্তি দৃঢ়তররূপে সংন্যস্ত করিবার জন্যই যে[illegible]ন বিধাতা ইউরোপীয় জাতি সমূহকে পূর্ব্ব হইতেই বল[illegible]পূর্ব্বক একতাসূত্রে আবদ্ধ করিয়াছেন। "এক[illegible]দিন তোমরা যেমন দাসত্বের বোঝা একত্র বহন [illegible] করিয়া আসিয়াছ, এখন সেইরূপ একত্র এক সময়ে [illegible]ই ব্যক্তিগত ও জাতীয় স্বাধীনতা লাভ করিবে," ইউরোপীয় জাতিসমূহকে এই নব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্যই যেন বিধাতা নেপোলিয়ানকে জগতে প্রেরণ করিয়াছেন।

এক্ষণে সে সময় আসিয়াছে, যখন লোকে আপনাদিগের শক্তি বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে; যখন ইউরোপ জানিতে পারিয়াছে যে, ব্যক্তি-বিশেষের শক্তি নিরপেক্ষ হইয়া উন্নতিমার্গে অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে। যে দিন জাতিনিচয় আপনাদিগের কার্য্য বুঝিতে শিখিয়াছে, সেই দিন নেপোলিয়ানের কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে।

সেই দিন হইতেই নেপোলিয়ানের পরাজয় আরম্ভ হয়। সেই জন্যই তাঁহার অবরোহণ ও পতনের বেগ, তাঁহার অভ্যুদয় ও আরোহণের বেগ অপেক্ষা দ্রুততর ও ভীষণতর হয়। বোধ হইল যেন, ভবিষ্য পুরুষ-পরম্পরার সৌকর্য্যার্থ কোন ঐশী শক্তি দ্বারা তিনি ইউরোপক্ষেত্র হইতে সহসা অপসারিত হইলেন।

আট্‌লান্তিক-বক্ষে অবস্থিত হইয়া তিনি চিন্তানলে আত্মভস্মীকরণ আরম্ভ করিলেন। বোধ হইল যেন, লোকতান্ত্রিক মতের পর্য্যাপ্ত প্রচারের সুবিধার জন্য ব্যক্তিত্ব-বাদের পরিরক্ষক ও মূর্ত্তামূর্ত্ত নেপোলিয়ান ইউরোপ হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন।

আর একজন—কবিত্বের নেপোলিয়ান্—একই সময়ে অভ্যুদিত হন। প্রকৃতি যেন দৃশ্যমান প্রকাণ্ড প্রতিকৃতি-নিচয়ের গভীর অনুভূতি ও তাহাদিগের সহিত তন্ময়ত্বপ্রাপ্তির জন্যই সৃষ্টি করিয়াছে। তিনি বাহ্য জগতের উপর ইতস্ততো দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু সে দৃশ্যে পরিতৃপ্ত হইলেন না।

বাহ্যজগৎ দর্শনে হতাশ হইয়া তিনি নিজ অন্তর্জগতের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন; এবং তাহার গভীরতম প্রদেশে অবরোহণ করিয়া গূঢ় গবেষণায় নিমগ্ন হইলেন। তথায় সমস্ত জগতের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইলেন—দেখিলেন, যেন একটি প্রকাণ্ড আগ্নেয় পর্ব্বত অবস্থিত রহিয়াছে, তথা হইতে দুর্দ্দমনীয় ইন্দ্রিয়সকল ভীষণ ধাতুনিঃস্রব ও অগ্নিশিখা উদ্গীরিত করিতেছে; যথেচ্ছাচার সমাজকে যে শোচনীয় অবস্থায় আনীত করিয়াছে এবং পোপ ও যাজকমণ্ডলী ধর্ম্মকে যে কলঙ্কিত আকার প্রদান করিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন উত্থাপিত হইয়াছে; মানবজাতি যেরূপ অবনত, বিকৃত ও সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, তাহার বিরুদ্ধেও ভীষণ ভ্রূকুটি আবদ্ধ হইয়াছে। তিনি হৃদয়ের সেই সকল ক্রন্দন শুনিলেন, এবং নানা সুরে, কিন্তু একই তীব্রতা ও একই বলে সেইগুলি গাইলেন এবং সৃষ্টির কার্য্যের বিরুদ্ধে সেই ক্রন্দনের অভিসম্পাত প্রদান করিলেন।

ইহার ফল বিশুদ্ধ ব্যক্তিগত কবিতামালার উৎপত্তি—ব্যক্তিগত হৃদয়োচ্ছ্বাসে ও ব্যক্তিগত প্রতিবিম্বে পরিপূর্ণ এক প্রকার কবিতা—যাহার মূল মানবসাধারণে নাই এবং যাহাতে কোন ব্যাপক বিশ্বাস নাই।

ইহাই নেপোলিয়ানের পতনের মূল; ইহারই জন্য বাইরন্ বিস্মৃতি-সাগরে ডুবিলেন। সেণ্টহেলেনা ও মিসোলাঙ্ঘি সমাধির অভ্যন্তরে অতীত সময়ের সেই দুইটি পূর্ণ ধ্বংসাবশেষ নিহিত আছে। নেপোলিয়ানের পর,—ইউরোপে যথেচ্ছাচার-প্রণালী পুনঃ প্রতিষ্ঠাপন করিতে, বিজয় দ্বারা ইউরোপীয় জাতিসমূহকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে এবং সভ্যতার অনুমোদিত মতের স্থলে নিজের মতের অবতারণা করিতে আর,

কাহারও সাহস হইবে? আবার বাইরণের পর—তদীয় কসেঁয়ার দ্বারা, ম্যানফ্রেড প্রভৃতির প্রচারের পর—কে, বিনা জঘন্য অনুকরণে এমন একটি মানবপ্রতিকৃতি-সংগঠনে সমর্থ, যাহা সামাজিক মানব অপেক্ষা সম্পূর্ণ পৃথক্?

নেপোলিয়ান্! আর তোমায় আমরা চাহি না; তোমার অনিয়ন্ত্রিত বলবতী ইচ্ছা, ইউরোপীয় জাতিসমূহের উপর তোমার অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী প্রভুতা, তোমার গভীর ও অবিচলিত মনঃসন্নিবেশ, তোমার শিরঃকম্পনের অলৌকিক শক্তি—যে কম্পনে একদিন অগণিত জনরাশি উন্মত্তের ন্যায় কার্য্যক্ষেত্রে প্রধাবিত হইত,—তোমার সামরিক যথেচ্ছাচার এবং জাতীয় শুভনিরপেক্ষ সামরিক কীর্ত্তিকলাপ—এ সমস্তে আমাদিগের এখন কোন প্রয়োজন নাই; সুতরাং ইহাদিগের নিকটে এক্ষণে আমরা বিদায় চাই। ব্যক্তিবিশেষের নিকট আমরা বিদায় চাই। এখন সময় আসিয়াছে, যখন লোকে আপনাদিগের কর্ত্তব্যনিচয় আপনারা সম্পাদন করিতে শিখিয়াছে। এখন জাতীয় স্বাধীনতার জন্য ইউরোপ উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে।

আমরা বাইরনকেও আর চাহি না। তাঁহার প্রকাণ্ড প্রতিকৃতি-সৃষ্টি ও অদৃষ্টের সহিত সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ ব্যক্তিবিশেষের মূর্ত্তিকল্পনা দেখিতে এবং জগৎ শূন্য মরুভূমি সদৃশ ও কষ্ট যন্ত্রণাই বিশ্বের নিয়ম—ইত্যাদি ক্রন্দন শুনিতে চাহি না।

বসুন্ধরা এক্ষণে আর মরুভূমি নাই। স্বাধীনতার নামে এখন ইহা বীরনিচয়ে পরিপূর্ণ হইয়াছে। নবযুগ ধীরে ধীরে বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিয়া কবিদিগের নয়ন-সমক্ষে উপস্থিত হইতেছে। যাহার জীবন পারিবারিক দুঃখযন্ত্রণায় ভারস্বরূপ হইয়াছে, সে এক্ষণে দেশের জন্য সগর্ব্বে জাতীয় স্বাধীনতা-সমরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারিবে।

যে কবিতা জাতীয় জীবন সংকীর্ত্তন করে এবং যাঁহাদিগের জীবন জাতীয় কার্য্যে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে, তাঁহাদিগের যশোগান করে, সেই কবিতাই অনন্তকালস্থায়িনী হয়।

সম্প্রতি এই মত প্রথমে ফ্রান্স এবং ফ্রান্স হইতে ক্রমশঃ ইউরোপের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে যে,—এক্ষণে কবিত্ব নির্ব্বাণপ্রায়; এই কল্পনা-সৃষ্টি ও উৎসাহোন্মাদ মৃতপ্রায়। সমস্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়েরই এই মত। পৃথিবীতে যে—কোন প্রকার সুখ আছে অথবা কোন আশা-ভরসা আছে, তাহা তাঁহারা স্বীকার করেন না। তাঁহাদিগের মতে মানবজাতি কেবল দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করিবার জন্যই যেন পৃথিবীতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে। যেন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়া ভিন্ন মানবজাতির ইহজগতে অন্য কোন কার্য্য নাই।

এই সকল মত পাঠ করিলে হৃদয়ে যেন এক প্রকার শূন্য উদাসভাব উদিত হয়, যেন শ্মশানের ভীষণ মূর্ত্তি আমাদিগের নয়নসমক্ষে অবতারিত হয়, মাননীয় বস্তুমাত্রেরই উপর গভীর বিদ্বেষভাব বদ্ধমূল হয়, জীবন শুষ্ক ও নীরস হয় এবং কোন কার্য্যে প্রবৃত্তি থাকে না।

কিন্তু মানব-জাতির ভবিষ্য অদৃষ্টের উজ্জ্বলতায় উপর আমাদিগের অবিচলিত বিশ্বাস, সুতরাং কবিত্বের অস্তিত্বেও আমাদিগের পূর্ণ বিশ্বাস। জন্মপরিগ্রহ করিয়া মানবমাত্রেই কতকগুলি কর্ত্তব্যনিচয়ে আবদ্ধ হয় এবং সেই সকল কর্ত্তব্যের সংসাধনে যে গুরুতর মহত্ত্ব আছে ও আত্মবিসর্জ্জনে যে অলৌকিক ঔদার্য্য আছে, তাহা আমরা বিশ্বাস করি। স্বদেশ ও স্বজাতি যে ধর্ম্মের মধ্যবিন্দু, পৃথিবী ও মানবজাতি যে ধর্ম্মের পরিধি, স্বাধীনতা, একতা ও বিশ্ব-প্রেমিকতা যে ধর্ম্মের ব্যাসার্দ্ধত্রয়—সে ধর্ম্মে আমাদিগের অচলা ভক্তি ও দৃঢ় বিশ্বাস। এ ধর্ম্মের সমস্তই কবিত্ব-পূর্ণ। যে যে দেশে আক্রান্ত অধিকারনিচয়ের বিরুদ্ধে জাতীয় ক্রোধ উদ্দীপিত হয়, সেই সেই দেশেই কবিত্ব; যে দেশেই জাতীয় ক্রন্দনের শক্তি অনুভূত ও অনুপেক্ষিত হয়, সেই দেশেই কবিত্ব; যে দেশেই জাতীয় স্বাধীনতা উদ্ধারের জন্য অসংখ্য বীরপুরুষ প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারেন, সেই দেশেই কবিত্ব। জগতে এমন বৃথা নাই, যাহাতে কবিত্ব নাই। কবিত্ব সৌর-কিরণের ন্যায় সকল পদার্থের উপরই পতিত হয় এবং সকল পদার্থের সহিতই বিমিশ্রিত হয়। ইহার ঐক্যতানিক শক্তি কাব্যদেবীর বীণার প্রতি তারের সহিত মিশাইয়াছে, কবির উন্মেষকারী করস্পর্শেই কেবল তাহা উদ্দীপিত ও স্ফুরিত হয়।

প্রত্যেক মানব-হৃদয়েই কবিত্বের উপাদান সকল নিহিত আছে, তাহাকে উদ্বোধিত করিতে কেবল গভীর হৃদয়োচ্ছ্বাস চাই। যে দেশ এত কষ্ট পাইয়া আবার উঠিতেছে, সে দেশে সে হৃদয়োচ্ছ্বাসের অসদ্ভাব হইবে, বোধ হয় না!

যত দিন যাইবে, ততই এই কবিত্বের পরিণতি ও পরিপুষ্টি সংসাধিত হইবে। কবিত্বই মানবের জীবন, কবিত্বই মানবের গতি, কবিত্বই মানবের কার্য্য-প্রবৃত্তির প্রধান উদ্দীপক, কবিত্বই তমসাচ্ছন্ন ভবিষ্য-পথের একমাত্র ধ্রুবতারা, কবিত্বই উদ্‌ভ্রান্ত জাতিনিচয়কে মরুভূমির মধ্য দিয়া যাইবার একমাত্র অগ্নিস্তম্ভ, কবিত্বই মূর্ত্তিমতী উদ্দীপনা, কবিত্বই আমাদিগের চিন্তানিচয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, কবিত্বই আমাদিগের আত্মত্যাগের

উপদেশক। কে বলে, কবিত্ব মরিয়াছে? না, কবিত্ব মরে নাই, কবিত্ব অমর; কবিত্ব প্রেম ও স্বাধীনতার অনন্ত উৎসের ন্যায় অজর। রমণীয় নব্য ইউরোপকে অনুপ্রাণিত করিবার জন্যই কবিত্ব প্রাচীন ইউরোপকে পরিত্যাগ করিয়াছে। চাতক যেমন আশ্রয়ভূত অট্টালিকা পতনোন্মুখ হইলে তাহা পরিত্যাগ করিয়া উজ্জ্বলতর আশ্রয় ও নির্ম্মলতর আকাশের অনুসরণ করে, সেইরূপ কবিত্ব পূর্ব্বাশ্রয় প্রাচীন ইউরোপকে পরিত্যাগ করিয়া উজ্জ্বলতর ও নির্ম্মলতর নবীন ইউরোপের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। ইহা এখন রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া মানবজাতি-সাধারণ-রূপ অসীম ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহা এক্ষণে রাজবৃন্দের জয়োদেঘাষণ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশ ও স্বজাতির কার্য্যে উৎসর্গীকৃতজীবন বীরবৃন্দের জয়স্তোত্র আরব্ধ করিয়াছে।

এই নবীন কবিত্বের বলেই ফরাসী জাতীয় সভার আদেশে সাধারণ-তন্ত্রী সেনা আভ্যন্তরীণ বিবাদ, ভীতি ও দারিদ্র্য সত্ত্বেও রিক্তপদে ও জীর্ণ-বস্ত্রে প্রাচ্য-সীমাভিমুখে প্রধাবিত হইয়াছিল, তাহাদিগের মুখে 'স্বাধীনতা' রব, উষ্কাষে জাতীয় ককেড, করে উজ্জ্বল বেয়নেট এবং অন্তরে দুর্জ্জয় বিশ্বাস।

এই নবীন কবিত্বের মোহিনী শক্তিতে উদ্দীপিত হইয়াই স্পেনের পার্ব্বতীয় গেরিলা সেনা নেপোলিয়ানের অজেয় সেনারও গতিরোধ করিয়াছিল। পর্ব্বতে পর্ব্বতে ইহার ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইয়াই লোকসাধারণকে বৈদেশিক উৎপীড়কের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছিল।

এই নূতন কবিত্বে জর্ম্মানী পরিপ্লাবিত হইয়াছে। ইহা এখানে একটি পবিত্র ধর্ম্মের আকার ধারণ করিয়াছে। ইহারই উদ্দীপনায় জর্ম্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া এবং গৃহের মমতায় জলাঞ্জলি দিয়া সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়াছিল।

যে কবিত্বের জন্মদিন এরূপ অমানুষী অবদান-পরম্পরায় উদ্ভাসিত হইয়াছে, সে কবিত্বের কি এরূপ অসময়ে বিলয় সম্ভব? ব্যক্তিবিষয়ক কবিত্বের সহিত কি এই জাতীয় কবিত্বের তুলনা আছে? ব্যক্তিগত কবিত্ব সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ থাকিয়া রাজপ্রাসাদ, দেবমন্দির বা কোন প্রাচীন বংশের সঙ্কীর্ত্তনে নিরত থাকিতে, এবং যে সঙ্কীর্ণ সীমায় তাহার উৎপত্তি, সেই সঙ্কীর্ণ সীমাতেই তাহার লয় হইবে। কিন্তু সেই গম্ভীর, স্থির, বিশ্বাসপূর্ণ জাতীয় কবিত্ব—অসীম জগৎ ও অনন্ত মানব-জাতির উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া জগতের এক নূতন যুগের অবতারণা করিবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিবৃন্দ কি এখনও নেপোলিয়ান-তনয় বা বোর্দো-রাজকুমারের যশোগান করিয়াই পরিতৃপ্ত থাকিবে? পোলণ্ড—পবিত্রতার আধার ও ঔদার্য্যের আবাসভূমি—পোলণ্ডের যে আর্ত্তনাদে সাইবীরিয়ার নির্ব্বাসনপথ প্রতিধ্বনিত হইয়াছে, সেই আর্ত্তনাদে কি কেহই উদ্দীপিত হইবে না?

যে সহস্র সহস্র নির্ব্বাসিত ব্যক্তি অদৃষ্টের অদ্ভুত মহিমায় ফরাসীক্ষেত্রে আসিয়া মিলিত হইয়া ভবিষ্য প্রকাণ্ড ইউরোপীয় মহাসভার সূত্রপাত করিয়াছেন, তাঁহাদিগের দুঃখের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারেন, ইউরোপে এমন কি একজনও কবি নাই?

অনন্ত উন্নতির দিকে মানব-হৃদয়ের অক্লান্ত জিগমিষা, বিশ্বব্যাপী সম্মিলনের জন্য মানবজাতির এই দুর্দ্দমনীয় স্পৃহা, যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে জাতি-সমূহের এরূপ অনন্ত যুদ্ধ-ঘোষণা, অপহৃত স্বত্বনিচয়ের পুনরুদ্ধারের জন্য তাঁহাদিগের এরূপ অক্লান্ত চেষ্টা, লৌকিক অভ্যুত্থানের সমক্ষে প্রাচীন রাজবংশ সকলের এরূপ পতন, নূতনের জন্য এরূপ অশ্রান্ত অন্বেষণ, প্রাচীন ইউরোপ হইতে এরূপ অপূর্ব্ব নবীন ইউরোপের সৃষ্টি, অধিক কি, শ্মশান-ভস্ম হইতে এরূপ উজ্জ্বল জীবনের উৎপত্তি—এ সমস্ত কি কবিত্ব নয়?

ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিবৃন্দ! আপনারা অনন্ত ভবিষ্যতের মূর্ত্তি পরিকল্পনা করুন। কেন আপনারা অতীতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন? অতীতের সহিত আপনাদিগের কোনও সম্বন্ধ নাই। ভবিষ্য পুরুষ-পরম্পরার ভাবী যশ কীর্ত্তন করুন; বিশ্বপ্রেমিকতা, স্বাধীনতা এবং উন্নতির পবিত্র নামে পুনরুজ্জীবিত জাতি সকলের নির্ব্বাণপ্রায় বীর্য্যবহ্নির সন্ধুক্ষণ করুন। ইতস্ততঃ ও সম্মুখে দৃষ্টিনিক্ষেপ করুন, দেখিবেন, সমস্ত ইউরোপ আপনাদিগের মুখপানে চাহিয়া আছে। ভবিষ্যতের গভীর তমসাচ্ছন্ন গহ্বরে নামিয়া ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর আবিষ্কার করুন।

স্বদেশীয় কবিবৃন্দ! আমাদিগের জন্য জাতীয় সমরের উপযোগী গীতিমালা প্রস্তুত করুন; সেই গীতিরবে উত্তেজিত হইয়া ইতালীয় যুবকমণ্ডলী যেন অষ্ট্রীয় প্রভুশক্তিকে ইতালীক্ষেত্র হইতে বিদূরিত করিতে পারে; যেন সেই জাতীয় সঙ্গীতমালা ভীষণ কালস্রোত অতিক্রম করিয়া অনন্ত ভবিষ্যতে চিরসংলগ্ন হয়।

সপ্তম অধ্যায়

"উনবিংশ শতাব্দীর কবিবৃন্দের প্রতি উক্তির" পর ম্যাটসিনি নব্য ইতালী পত্রিকায় "কসিমো ডেল্‌ফ্যাণ্টের উপর বক্তৃতা," জাতিসাধারণের ভ্রাতৃভাব "জর্ম্মান্ ট্রিবিউন," "ফরাসী ও জর্ম্মান্ জাতিসমূহের মিলন," "জর্ম্মান্ জাতি ও ফরাসী লিবারেল্‌দিগের প্রতি নব্য ইতালী সমাজের উক্তি" প্রভৃতি কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেন।

ম্যাটসিনি নব্য ইতালী পত্রিকার প্রথম কয়খানি সংখ্যা বিখ্যাত ঐতিহাসিক সিস্‌মণ্ডির নিকট প্রেরণ করিয়া তাঁহার সহকারিতার প্রার্থী হয়েন। এই উপলক্ষে সিস্‌মণ্ডির সহিত তাঁহার কিছুদিন পত্রপত্রী চলে। পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধগুলির পর সেই পত্রগুলি সিস্‌মণ্ডির অনুরোধে নব্য ইতালী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

সিস্‌মণ্ডি ম্যাটসিনির প্রস্তাবে সম্মত হন এবং নব্য ইতালী সমাজের উদার উদ্যমের ভূয়সী প্রশংসা করেন। কিন্তু তিনি ইহাতে নিজের নাম দেওয়ার পূর্ব্বে সম্পাদকের নিকট হইতে দুইটি বিষয়ের প্রতিশ্রুতি চান। প্রথমতঃ এই যে, যে রাজ্যে এই পত্রিকার লেখকেরা আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছেন, সে রাজ্যের বিরুদ্ধে ইহা কখন প্রতিকূল ভাব ধারণ করিতে পারিবে না। দ্বিতীয়তঃ এই পত্রিকায় এমন কোন মত প্রচারিত হইবে না, যাহাতে জনসাধারণের ধর্ম্মভাবে আঘাত লাগিতে পারে।

ম্যাটসিনি ইহার উত্তরে লিখেন যে, "ফরাসী সাময়িক রাজনীতি-বিষয়ক প্রস্তাবে সকলে ব্যাপৃত থাকা এই পত্রিকার লেখকদিগের উদ্দেশ্য নহে। সুতরাং আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পারি যে, আমরা জনসাধারণের ধর্ম্মভাবের উপর কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিব না। যখন আমি নিজে সেই ভাবে বিচ্ছুরিত, তখন আমি কোন্ প্রাণে ইহার মূলে কুঠারাঘাত করিয়া জগতে অরাজকতার বীজ বপন করিব? কোন্ প্রাণেই বা মানবজীবনের একমাত্র উৎস ও অদ্বিতীয় লক্ষ্য এই একতাসূত্রের একমাত্র দুশ্ছেদ্য গ্রন্থি—সেই ধর্ম্মভাবের উচ্ছেদসাধন পূর্ব্বক জগতের অহিতসাধন করিব?"

সিস্‌মণ্ডি দ্বিতীয় পত্রে স্পষ্টাক্ষরে এই ইতালী পত্রিকার লেখকশ্রেণীর অন্তর্গত হইতে স্বীকৃত হন এবং তাহাতে আপনাকে সাধারণতঃ—বিশেষতঃ ইতালী সম্বন্ধে—সাধারণতান্ত্রিক বলিয়া প্রখ্যাত করেন।

ম্যাটসিনি তাহার পর নব্য ইতালী পত্রিকায় "স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণের নিকট নব্য ইতালী পত্রিকার লেখকগণের নিবেদন" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখেন। "নব্য ইতালী সমাজের" বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষীয়েরা যে বিবিধ আপত্তি উত্থাপিত করেন, ইহাতে সেইগুলি সমালোচিত ও খণ্ডিত হয়, এবং যে সকল মত সভার সভ্যদিগের পরিশ্রমের নোদক ও যে সকল লক্ষ্য ইহার সাধনের নিয়ামক, তাহা অসন্দিগ্ধরূপে পরিব্যক্ত হয়। তাঁহারা বলেন, "শত্রুই হউন আর মিত্রই হউন, আমরা তাঁহাদিগের নিকট পরিচিত হইতে এবং তাঁহাদিগেরও পরিচয় পাইতে ইচ্ছা করি।"

"নব্য ইতালী" সমাজের বিরুদ্ধে প্রথম আপত্তি এই যে, ইতালীকে "নব্য" ও "প্রাচীন" এই দুই দলে বিভক্ত করিয়া ইতালীর অন্তর্দৌর্ব্বল্য অধিকতর পরিবর্দ্ধিত করিয়াছে। এই দুই দল একত্র হইয়া কার্য্য করিলে ইতালীর উদ্ধারসাধন সম্ভবপর হইতে পারিত; কিন্তু এই দুই দলের এরূপ বিচ্ছিন্ন ভাব ইতালীর ভাবী অন্তর্বিদ্রোহের নিদান।

"নব্য ইতালী" সমাজের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, ইহা ইতালীর কার্য্যকর জাতীয় প্রশ্নে নিরবচ্ছিন্নরূপে সংবদ্ধ না থাকিয়া কল্পনাবিজৃম্ভিত ভবিষ্য ইউরোপীয় সম্মিলনের আশায় বৈদেশিক জাতিসমূহের সহিত সম্মিলনপ্রার্থী হইয়া, ইতালীর লক্ষ্যসাধন ব্যাহত করিয়া তুলিয়াছে। উক্ত সমাজের কর্ত্তব্য যে, বৃথা মত-বিতর্ক পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে কার্য্যতঃ ইতালীর প্রকৃত হিতসাধন হয়, তাহাতেই নিরবচ্ছিন্নরূপে ব্যাপৃত থাকে। অবশিষ্ট সমস্তই আপাততঃ ভবিষ্যতের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে। বৈদেশিক গবর্ণমেণ্ট হইতে ইতালীর উদ্ধারসাধন হইলে সে সকল তখন বিচার করা যাইবে।

ম্যাটসিনি—দ্বিতীয় আপত্তির উত্তরে এই বলিয়াছেন:—"যদি এই সমাজ হইতে ইতালীর প্রকৃত হিতসাধনের কোন যৌক্তিক আশা থাকে, তাহা হইলে তাহার মূল এই জানিতে হইবে যে, এই সমাজের কার্য্যকলাপ এরূপ বিশ্বপ্রয়োগসহ নিয়মাবলী দ্বারা সঞ্চালিত ও সংযমিত যে, তাহা ইউরোপীয় জাতিমাত্রেরই প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে।

"একতা—ভৌতিক ও নৈতিক উভয় জগতেরই নিয়ন্ত্রী। যদি সামাজিক জীবনের ঘটনানিচয় কোন এক অব্যভিচারী মূল নিয়ম দ্বারা পরিচালিত ও

সংযমিত না হয়, তাহা হইলে অচিরাৎ ঘোরতর ব্যক্তিগত মত-বৈষম্য উপস্থিত হইবে এবং বলই সেই বৈষম্যের একমাত্র মীমাংসক হইবে; সুতরাং যথেচ্ছাচারের পথ পরিষ্কৃত হইবে। বিবিধ বৈষম্যপূর্ণ বলের সামঞ্জস্য-করণের দিকেই সমাজমাত্রের স্বাভাবিকী প্রবণতা। সেই বিষম বলনিচয়ের অন্যান্য সংঘর্ষই সামাজিক পীড়ার নিদান।

"সামাজিক উন্নতির কারণ নিচয়ের আপেক্ষিক সম্বন্ধ নির্ণয় ও স্থাপন করাই প্রত্যেক বিপ্লবের লক্ষ্য।

"নব্য ইতালী সমাজের সভ্যদিগের বিশ্বাস যে— যাঁহারা ইতালীর উদ্ধারসাধনের প্রকৃত অভিলাষী, তাঁহাদিগের পক্ষে উদ্ধারসাধনোপযোগী উপাদান-কারণ-সামগ্রীর আলোচনা একান্ত আবশ্যক; কিরূপ প্রণালী অবলম্বন করিলে সেই উপাদানকারণ-সামগ্রীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিনিয়োগ সম্ভবপর এবং কিরূপ মূলভিত্তির উপর নূতন রাজনৈতিক প্রাসাদ প্রতিষ্ঠাপিত হইবে, এ সকলের পর্য্যালোচনাও নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

"স্বাধীনতা শব্দের লক্ষ্য ও অর্থ না বুঝিয়া শুদ্ধ 'স্বাধীনতা!' 'স্বাধীনতা!—' রব করা উৎপীড়িত দাসের কার্য্য বই আর কিছুই নয়।

"প্রতিষ্ঠাপিত শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে লক্ষ্যশূন্য প্রতিবাত-মাত্রে সংরুদ্ধ থাকিলে আমরা স্বাধীনতা শব্দের মহৎ উদ্দেশ্যের মর্ম্মভেদ করিতে পারিব না। এরূপ অর্থে অনুসৃত স্বাধীনতা আমাদিগকে উৎসর্গীকৃত-জীবনমাত্র করিতে পারিবে, বিজয় প্রদান করিতে কখনই সমর্থ হইবে না।

"এই জন্য ইতালীয়দিগের অভ্যুত্থানের লক্ষ্য কি, তাহা অগ্রে স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

"আমরা চাই কি?

"আমরা জাতীয় অস্তিত্ব চাই। আমরা জাতীয় নাম চাই। আমরা আমাদিগের দেশকে প্রভুশক্তি-সম্পন্ন, সর্ব্বসম্মানিত, স্বাধীন ও সুখী দেখিতে চাই।

"আমরা জাতীয় স্বাধীনতা, একতা ও ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য চাই।"

"আমরা জানি, প্রথমটি সম্বন্ধে মতদ্বৈধ নাই। কারণ, ইতালীয়মাত্রেই সমস্বরে ইতালীর গগন বিদারিয়া বলিবে—বৈদেশিক উৎপীড়কদিগকে দূরীকৃত কর।"

জাতীয় একতা বা জাতীয় সম্মিলন সম্বন্ধে মতান্তর ছিল বটে, কিন্তু ম্যাটসিনির দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, এ মতান্তর সহজেই অপনীত হইতে পারে। কাহারও কাহারও এরূপ ইচ্ছা যে, সমস্ত ইতালী এক জাতীয় প্রভুশক্তির অধীন হয়, আবার কাহারও কাহারও বা ইচ্ছা যে, ইতালীর প্রদেশসকল বিভিন্ন প্রভুশক্তির অধীন থাকিয়াও এক প্রকাণ্ড জাতীয় সম্মিলনসূত্রে আবদ্ধ হয়। কিন্তু এই প্রভেদ অতি সূক্ষ্ম, ইহার অভ্যন্তরে ঘোরতর মতসংঘর্ষ নাই। সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে, জাতীয় একতায় জাতীয় বলের পরাকাষ্ঠা সংসাধিত হয়; সুতরাং জাতীয় একতা সম্ভবপর হইলে তাহাই সর্ব্বথা প্রার্থনীয়। জাতীয় একতা সম্ভবপর কি না, এই বিষয় লইয়াই মতান্তর; কেহ কেহ বলেন, ইহা অসম্ভব; আবার কেহ কেহ বলেন, ইহা সম্ভব। এই শেষোক্ত দলের মধ্যে আবার দুই দল আছে; এক দল বলেন, ইহা সম্ভব বটে, কিন্তু ইহা সময়-সাপেক্ষ; আর এক দল বলেন, ইহার সময় আসিয়াছে। কিন্তু কিরূপ শাসনপ্রণালী অবলম্বন করিলে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সুরক্ষিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে ঘোরতর মতবৈষম্য আছে। এক দল বলেন, বিধি-নিয়ন্ত্রিত স্বদেশীয় রাজাধিষ্ঠিত রাজতন্ত্রই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা-পরিরক্ষণের সবিশেষ উপযোগিনী শাসন-প্রণালী; আর এক দল বলেন, ইতালীতে এক্ষণে এরূপ প্রভুশক্তিসম্পন্ন ও প্রাচীন রাজবংশসম্ভূত রাজ-পুরুষ নাই, যাঁহার নিকট সমস্ত ইতালীবাসী নত-শির হইতে পারেন, এই জন্য ইউরোপের কোন প্রাচীন রাজবংশ হইতে একটি রাজকুমার আনাইয়া ইতালীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠাপিত করিতে হইবে। আর এক দল বলেন যে, যে ইতালীয় সৈনিকপুরুষ বৈপ্লবিক সমরে বিজয়লক্ষ্মীর সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতম প্রেমাস্পদ হইবেন, তাঁহাকেই ইতালীর রাজচক্রবর্ত্তী করিতে হইবে; আবার সংখ্যায় বহুল আর এক দল বলেন যে, সাধারণতন্ত্র শাসনপ্রণালী ব্যতীত আর কোন প্রকার শাসনপ্রণালীরই অধীনে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পূর্ণ প্রতিভূ নাই। ইহা অপেক্ষা লঘু-তর প্রশ্ন লইয়াও নানাপ্রকার তর্ক-বিতর্ক উপস্থিত হয়। তন্মধ্যে প্রধান, নির্ব্বাচন-রাজনীতির প্রয়োগ-প্রণালী। যথা—প্রতিনিধি সভা একটি, দুইটি বা ততোধিক হইবে? বিচার-বিভাগে কি পরিমাণে প্রভুশক্তি সংন্যস্ত থাকিবে? ইত্যাদি। এবং এই সকল বিবাদ-বিসংবাদ ও দলাদলি বৈদেশিক শত্রুদিগের সমক্ষেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। শত্রুরা এই অন্ত-র্বিচ্ছেদের সুবিধা লইয়া এক এক করিয়া সমস্ত দলেরই মস্তক চুম্বন করেন।

এই ঘোর অন্ধকার ও ভীষণ মত বিসংবাদের নিরাকরণমানসে কেহ কেহ এরূপ প্রস্তাব করেন যে, "যতদিন না ইতালীয় জাতি ইহাদিগের প্রাকৃতিক স্বত্ব উপলব্ধ করিতে পারিতেছেন, আইস, তত দিন আমরা সমস্ত মতভেদ পরিত্যাগ করি। যেহেতু,

বৈদেশিক অধীনতা হইতে ইতালীর উদ্ধারসাধন বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই, আমরা এক্ষণে ইহারই অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হই; জাতীয় স্বাধীনতা পুনঃস্থাপিত হইলে সে সকল মতভেদের তখন মীমাংসা করা যাইবে।"

এরূপ প্রস্তাব অন্তর্দৌর্ব্বল্যের পরিচায়ক; নব্য ইতালী সমাজ দুর্ব্বলতাপ্রদর্শনে নিতান্ত অনিচ্ছুক। বাধাবিপত্তি বা সন্দেহের পরিবর্জ্জন ও পরিহরণ ইহার ইচ্ছা নহে, প্রত্যুত সন্দেহের নিরসন ও বাধাবিপত্তির উল্লঙ্ঘনই ইহার দৃঢ় ব্রত।

"বাধাবিপত্তি ও সন্দেহের পরিহরণ করিয়া এবং কোথায় যাইব, কিছুই না জানিয়া কেবল 'অগ্রসর হও। অগ্রসর হও!' বলিয়া রব করা কাপুরুষের কার্য্য—স্বদেশের সঞ্জীবন কার্য্যে ব্রতী মহাত্মাদিগের কার্য্য নহে।

"বিশেষতঃ লোকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিনিময়ে জাতীয় স্বাধীনতার প্রার্থী নহে। যদি তাহারা জানিতে পারে যে, জাতীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠাপিত হইলে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সুরক্ষিত হইবে, তবেই তাহারা বৈদেশিকদিগের শৃঙ্খল হইতে ইতালীকে উন্মুক্ত করিতে অগ্রসর হইবে।

"শুদ্ধ প্রতিষ্ঠাপিত শৃঙ্খলার প্রলয়সাধনে একটি সমগ্র জাতিকে বিপ্লবে উত্থাপিত করা অসম্ভব। তাহারা প্রাচীন যথেচ্ছাচার স্থলে নব যথেচ্ছাচার প্রতিষ্ঠাপিত করিবার জন্য দেহের রুধির, গৃহের ধন এবং যথাসর্ব্বস্বই বিসর্জ্জন করিতে কখনই প্রস্তুত হইবে না। যদি জনসাধারণকে বিপ্লবে উত্তেজিত করিতে চাও, তবে অগ্রে তাহাদিগের নয়ন-সমক্ষে একটি সংক্ষিপ্ত, অসন্দিগ্ধ ও পূর্ণ কার্য্যপ্রণালী ধারণ কর।

'কি প্রকার শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠাপিত করিতে হইবে, বিপ্লবের কৃতকার্য্যতার পর এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গেলে বরং নূতন নূতন দুর্গমতা উপস্থিত হইবে।

'সেই ভীষণ ঝটিকার পর ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে, তাহাতে জনসাধারণের প্রকৃত অভিপ্রায় বুঝিয়া উঠা ভার হইবে। তখন যিনি কৌশলী, তিনিই প্রজাসাধারণকে আয়ত্ত করিয়া তাহাদিগকর্ত্তৃক আপনাকে অধিনেতৃত্ব পদে অভিষিক্ত করিতে পারেন। সুতরাং বিপ্লবের উদ্দেশ্য বিফল হইতে পারে।

"বিপ্লবের পর এ সকল প্রশ্নের মীমাংসা করার পরীক্ষা কার্ব্বোনারো সম্প্রদায় কর্ত্তৃক একবার অনুষ্ঠিত হইয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছে। অন্তর্বিচ্ছেদের মৌলিক অনিষ্ট বিপ্লবের পর দ্বিগুণতর ভীষণ আকার ধারণ করে; কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই আবার লক্ষ্যের একতা ও কার্য্যপ্রণালীর ঐকতানিকতার বিশেষ ও অপরিহার্য্য আবশ্যকতা। কারণ, লক্ষ্য স্বতন্ত্র হইলে, কার্য্যপ্রণালীও স্বতন্ত্র হইবে। যেহেতু, যাঁহারা বিধিনিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাপিত করিতে সমুদ্যত, তাঁহাদিগকে সাধারণতান্ত্রিকদিগ হইতে স্বতন্ত্র কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। নতুবা ফলবৈষম্য ঘটিবে কেন? বিভিন্ন কারণ হইতেই বিভিন্ন বিভিন্ন কার্য্যের উৎপত্তি হয়।

"সাধ্য ফলের স্থিরতা ও পূর্ণ অবগতিই প্রত্যেক বিপ্লবের মূল ভিত্তিস্বরূপ।

"কি সাধনপ্রণালী অবলম্বন করিলে সেই সাধ্য ফল পাওয়া যাইবে, তাহা দ্বিতীয় বিবেচনার স্থল। কিন্তু সাধ্যের সিদ্ধান্ত হইতে সাধনার সিদ্ধান্ত আপনিই প্রসূত হয়। এই জন্য অগ্রে সাধ্যের—বিশ্বাস ও লক্ষ্যের সিদ্ধান্ত করিতে হইবে।

"আমরা সাধারণতন্ত্রকে আমাদিগের সাধ্য স্থির করিলাম।

"যে সকল কারণে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি—তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এক্ষণে আবার সংক্ষেপে বলিতেছি। ১ম সাধারণতন্ত্র, কতকগুলি অপরিবর্ত্তনীয় সত্যের অপরিহার্য্য ও ন্যায়সঙ্গত ফল; ২য় প্রকৃত স্বাধীনতা ও বিশ্বজনীন একতার সহিত রাজতন্ত্রের সামঞ্জস্য নাই; ৩য় অসংখ্য রাজপুরুষের বিশ্বাসঘাতকতা; ৪র্থ কোনও ব্যক্তিবিশেষের নামে প্রাদেশিক ঈর্ষানলের নির্ব্বাণসম্ভবতা; ৫ম এমন একটি ধার্ম্মিক, যশস্বী ও প্রতিভাশালী লোকের অসদ্ভাব, যিনি ইতালীর সঞ্জীবন-কার্য্যের অধিনেতা হইতে পারেন; ৬ষ্ঠ সাধারতন্ত্রের অতীত মহতী অবদান-পরম্পরা অদ্যাপি ইতালীয়দিগের স্মৃতিপটে জলদক্ষরে লিখিত আছে; ৭ম ইতালীয়দিগের মধ্যে রাজতন্ত্রের অনেকগুলি উপাদানসামগ্রীর অভাব আছে; ৮ম এবং বিপ্লবেই সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা করার ইচ্ছা—এ সমস্ত কারণই রাজতন্ত্রের প্রতিকূল; কিন্তু সাধারণতন্ত্রের অনুকূল।

"এই জন্য আমরা সাধারণ-তন্ত্রকে আমাদিগের সাধ্য স্থির করিলাম। সুতরাং যখন আমরা লৌকিক পতাকা গগনে উড্ডীন করিলাম, তখন আমাদিগের সমস্ত আশা লোক সাধারণের উপরই নির্ভর করিতে হইবে। তাহাদিগের প্রাকৃতিক স্বত্ব তাহাদিগকে শিখাইতে হইবে। আমরা তাহাদিগের স্বাধীন কার্য্যের প্রতিরোধ করিব না, কিন্তু তাহাদিগের কার্য্যাবলীকে সৎপথে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিব; এবং এরূপ লৌকিক

জাতীয় গেরিলা যুদ্ধ খ্যাপন করিব যে, কোন শত্রুরই এরূপ সাধ্য হইবে না যে, তাহার প্রমুখীন হয়। এই জন্য আমরা সর্ব্বপ্রকার মর্য্যাদার মূলে কুঠারাঘাত করিব, সাম্যবাদকে একটি নূতন ধর্ম্ম বলিয়া শিক্ষা দিব এবং সর্ব্বপ্রকার শ্রেণী বৈষম্য পদদলিত করিয়া একটি প্রকাণ্ড জাতীয় সম্মিলন সংস্থাপিত করিব।

"এই জন্য আমরা কেবল রাজার সাহায্যপ্রার্থী হইব না অথবা বৈদেশিক রাজনীতি ও কূটমন্ত্রণাজালের উপর নির্ভর করিয়া স্বাধীনতা-প্রাপ্তির বৃথা আশায় প্রবঞ্চিত হইব না, আমরা বৈদেশিক মন্ত্রিদল ও বৈদেশিক রাজদূতের নিকট মুক্তি ভিক্ষা চাহিব না; কারণ, আমরা জানি যে, যখন আমরা সাধারণতন্ত্রের নামে বৈপ্লবিক পতাকা উড্ডীন করিয়াছি, তখন আমরা ইউরোপীয় রাজনীতির সহিত অনিবার্য্য ও অপরিসংহরণীয় বিপদে প্রবৃত্ত হইতেছি, এ বিপ্লব কূটমন্ত্রণাজালে বা মুগ্ধ সান্ধতে সংসাধিত হইবার নহে, শাণিত বেয়নেটের সূক্ষ্মাগ্রেই ইহা সংসাধিত করিতে হইবে। জনসাধারণেরই সহিত আমাদিগের সম্বন্ধ, সুতরাং তাহাদিগকে লইয়াই আমরা লড়িব। তাহারাই আমাদিগকে বুঝিবে।"

ম্যাটসিনি প্রথম আপত্তির উত্তরে এইরূপ বলিয়াছেন :—

"আমরা যে ইতালীর ত্রৈবর্ণিক পতাকার উপর 'নব্য ইতালী' এই সঙ্কেত অঙ্কিত করিয়াছি, তাহার কারণ এই যে, ইহাই আমাদিগের মতে সঞ্জীবিত ও অভ্যুদয়োন্মুখ ইতালীয় জাতির নামের উপযুক্ত সঙ্কেত।

"যাঁহারা সামাজিক বিপ্লবের অভিমুখে জনসাধারণের বলবতী ইচ্ছাকে সঙ্কীর্ণ সংস্কারসীমায় আবদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন, যাহারা মর্য্যাদা বা সম্ভ্রান্তি-রূপ প্রাচীন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষকে লোকতান্ত্রিক নবীন প্রাসাদের সোপান-প্রস্তর করিতে চান; যাহারা অতীত বহুদর্শনের অখণ্ডনীয় প্রতিকূল প্রমাণ সত্ত্বেও বংশপরম্পরাগত রাজতন্ত্রের প্রচারে অস্খলিত-যত্ন, যাঁহারা জনসাধারণের মৃতপ্রায় দেহের উপর নবীন যথেচ্ছাচার প্রতিষ্ঠাপিত করিবার জনসাধারণকে মৃত্যুমুখে উত্তেজিত করিয়া থাকেন, যাঁহারা সর্ব্বপ্রকার রাজনৈতিক মর্য্যাদা ও অসমতার বিরুদ্ধে উচ্চরব হইয়াও, অধৃষশরীর রাজা, বংশপরম্পরাগত সভ্যসমাকুল সভা এবং নির্ব্বাচনী শ্রেণীরূপ রাজনৈতিক মর্য্যাদা ও অসমতার মূলভিত্তির উপর নূতন শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠাপিত করিতে চাহেন, যাঁহারা একটি প্রণালীর মূলোৎপাটন করিবেন বলিয়া লোকের নিকট ভাণ করেন, অথচ সেই প্রণালীর ফলগুলি সম্বন্ধে সংরক্ষিত করেন, যাঁহারা একটি সমগ্র জাতির অদৃষ্টনেমির পরিবর্ত্তনের অধিকার আপনাদিগেরেই হস্তে রাখিতে চান, অথচ বিপৎ ও মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে কম্পিতকলেবর হয়েন, যাঁহারা ষড়্‌বিংশতি মিলীয়ান্ ইতালীয়কে বিপ্লবে সমুত্থিত করিতে চাহেন, অথচ কোথায় যাইতে হইবে এবং কি করিতে হইবে, তাহা জানেন না, যাঁহারা আপনাদিগকে এতদূর নিরবচ্ছিন্নরূপে ইতালীয় বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকেন যে, বৈদেশিক অত্যুৎকৃষ্ট দ্রব্যেও ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকেন, অথচ বৈদেশিক মন্ত্রিসভার অনুগ্রহের উপরই যাঁহারা সমস্ত বিজয়াশা নির্ভর করেন এবং জাতীয় সেনা লইয়া বিপ্লবপতাকা উড্ডীন করা অবিমৃষ্যকারিতা বলিয়া খ্যাপন করেন, যাঁহারা রাজনৈতিক স্বাধীনতার পক্ষপাতী হইয়াও সাহিত্য, দর্শন ও ধর্ম্মবিষয়ক স্বাধীনতার প্রতিকূল—তাঁহাদিগকেই—তাঁহারা যে বয়সেরই হউন, যে অবস্থারই হউন, যে প্রদেশেরই হউন—কেবল তাঁহাদিগকেই আমরা 'প্রাচীন ইতালী' নামে অভিহিত করিলাম। তাঁহারা অতীত যুগের লোক, তাঁহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি জাতীয় উন্নতির ভীষণ শত্রু।

তাঁহাদিগের হইতে আমরা "নব্য ইতালী"—যাহাদিগের মন অনন্ত উন্নতি, অসীম ভবিষ্যৎ ও অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতার দিকে প্রবলবেগে প্রধাবিত—যে বয়সেরই, যে অবস্থারই এবং যে প্রদেশেরই হই না কেন—আমরা চিরকালের জন্য আমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ বলিয়া খ্যাপন করিলাম।

আমরা ব্যক্তিমাত্রেরই জন্য সর্ব্ববিষয়ক স্বাধীনতা চাই।

আমরা সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ও কর্ত্তব্যনিচয়ের অবৈষম্য চাই।

আমরা জগতের উন্নতিসাধন-ব্রতে ব্রতী যাবতীয় লোক লইয়া, সমস্ত জাতি একত্র মিলিত হইয়া, একটি মানবসমাজ গঠন করিতে চাই। ইহাই আমাদিগের সঙ্কেত, ইহাই আমাদিগের লক্ষ্য, ইহাই আমাদিগের কঠোর ব্রত।

যিনি আমাদিগকে ইহা অপেক্ষা কিছু ভাল শিখাইতে পারেন, তিনি অগ্রসর হউন। তাঁহারই কর্ত্তব্য তাহা খ্যাপন করা।

যিনি আমাদিগের অপেক্ষা কিছু ভাল না জানেন, আসুন, তিনি আমাদিগের সহযোগী হউন, আমাদিগের ভ্রাতা হউন।

যাঁহারা এ উভয়ের অন্যতম কিছুই করিবেন না,

তাঁহারা অকর্ম্মণ্য হইয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকুন, তাহাতে আমাদিগের কোন আপত্তি নাই; কিন্তু তাঁহারা যেন আমাদিগের নিকট নিস্তব্ধতা ও জড়তার উপদেশ-দানরূপ ধৃষ্টতা প্রকাশ না করেন।

জনসাধারণই আমাদিগের এই নবীন ধর্ম্মের মূলমন্ত্র, ইহাই সামাজিক পিরামিডের ভিত্তিভূমি, ইহাই মানবসম্মিলনের মধ্য-বিন্দু। ইহাই সেই সংহিত মানব—যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া আমরা ইতালীয় বিপ্লব বা সঞ্জীবন কার্য্যের বিষয় বলি বা চিন্তা করি।

জনসাধারণ শব্দে আমরা সেই জনসমষ্টি বুঝি—যাহা দ্বারা এই জাতিটি সংগঠিত।

কতকগুলি লোক হইলেই একটি জাতি হয় না। তাহাদিগের মধ্যে যদি একটি সাধারণ লক্ষ্য না থাকে, যদি তাহারা এক সাধনায় সিদ্ধ না হয়, যদি এক প্রকার বিধিমালা দ্বারা তাহারা সংযমিত না হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে একটি জাতি বলিতে পারি না। জাতিশব্দ একতাব্যঞ্জক। মতের একতা, লক্ষ্যের একতা এবং অধিকারের একতাই কতকগুলি বিসংশ্লিষ্ট লোককে পরস্পর সংবদ্ধ ও একটি সমগ্র জাতিতে পরিণত করিতে পারে।

যখন সেই মত, সেই লক্ষ্য, সেই অধিকারনিচয় কোন অবিচলিত ও চিরস্থায়ী ভিত্তির উপর সংন্যস্ত হয়, তখনই সেই জাতিকে প্রকৃত জাতি বলিয়া পরিগণনা করিব।

যে মতে তাহাদিগের সাধারণ বিশ্বাস, সে মত অখণ্ডনীয় ও উন্নতিশীল হওয়া চাই; যেন তাহা সময়ে বা মানুষের খেয়ালে বিনষ্ট না হয়।

আর সেই লক্ষ্য নৈতিক লক্ষ্য হওয়া চাই; কারণ, ভৌতিক লক্ষ্যমাত্রই সঙ্কীর্ণ, সুতরাং প্রকৃতিতঃ চিরস্থায়ী সম্মিলনের মূল ভিত্তি হওয়ার সম্পূর্ণ অযোগ্য।

আর সেই অধিকার-নিচয় যেন মানব-প্রকৃতির স্বভাবসিদ্ধ স্বত্বের নিষ্কর্ষ হয়; কারণ, তাদৃশ অধিকার নিশ্চয়ই কালের করাল চক্রে সংঘৃষ্ট ও উৎখালিত হয় না।

মতসাম্য অনিয়ন্ত্রিত ও স্বেচ্ছা-প্রসূত হওয়া চাই; বলে ও কৌশলে যে মতসাম্য, তাহা বালুকানির্ম্মিত সেতুর ন্যায় বেগসহনাসমর্থ।

আত্মোন্নতি ও আত্মবৃত্তিনিচয়ের শৃঙ্খলাবদ্ধ পরিণতিই যেন ব্যক্তিমাত্রেরই সাধারণ লক্ষ্য হয়।

কিন্তু জাতির লক্ষ্য হইবে সামাজিক বলনিচয়ের বর্দ্ধনশীল পরিণতি ও ক্ষিপ্রকারিতা-সাধন। সমাজবন্ধন এই উদ্দেশ্য-সাধনের একটি প্রধান উপায়।

স্বত্ব ও কর্ত্তব্যে যাহাদিগের সমান অধিকার, তাহাদিগের মধ্যেই প্রকৃত সমাজবন্ধন সম্ভব।

যেখানেই স্বত্বের অব্যভিচারী নিয়ম নহে, সেইখানেই শ্রেণী-বৈষম্য, আধিপত্য, মর্য্যাদা, দাসত্ব এবং অধীনতা বর্ত্তমান; সেখানে স্বাধীনতা বা সমাজবন্ধন সম্ভবপর নহে।

সাম্য, স্বাধীনতা এবং সমাজবন্ধন—এই তিনটি উপাদানেই একটি প্রকৃত জাতি গঠিত।

যে স্বাধীন-নাগরিক-স্বত্বভোগী অধিবাসিগণ এক ভাষায় কথা কহে, এক প্রকার সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বত্বের অধিকারী, এক সাধারণ লক্ষ্যের অনুকরণে ব্রতী—তাহাদিগের সমষ্টিকেই একটি জাতি বলি।

সমাজবন্ধনের ও সংবদ্ধ সভ্যদিগের সাম্যের প্রথম পরিণাম এই হইবে যে, কোন পরিবারবিশেষ বা ব্যক্তিবিশেষ সেই সামাজিক বলনিচয়ের অংশের বা সমগ্রের উপর একাধিপত্য করিতে পারিবেন না।

সমাজবন্ধন ও সংবদ্ধ সভ্যগণের মধ্যে মধ্যে সংস্থাপনের দ্বিতীয় পরিণাম এই হইবে যে:—

কোন শ্রেণীবিশেষ বা ব্যক্তিবিশেষ জাতির নিকট হইতে অব্যবহিত আদেশ না পাইয়া সেই সামাজিক বলনিচয়ের সঞ্চালন-কার্য্যের গুরুভার গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

এইরূপে সর্ব্বপ্রকার পুরুষ-পরম্পরাগত মর্য্যাদা বা আধিপত্যের তিরোধান হইবে। সুতরাং যে সকল ব্যক্তির উপর রাজ্যের শাসনভার অর্পিত থাকিবে, তাঁহারা জাতির নিয়োজিত ভৃত্য হইবেন; তাঁহাদিগের আদেশ জাতি দ্বারা প্রতিসংহরণীয় হইবে; কারণ, তাঁহারা পদমর্য্যাদা, স্বত্ব প্রভৃতি যাহা কিছু পাইয়াছেন, তাহা জাতি হইতেই।

স্বয়ং জাতিই অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজা

যে সকল ক্ষমতা জাতি হইতে প্রসূত হয় নাই, তাহা হঠহৃত ও অবৈধ বলিয়া পরিগৃহীত হইবে।

যে কোন ব্যক্তি জাতি-নির্দ্দিষ্ট প্রভুতাসীমা উল্লঙ্ঘন করিবেন, তিনিই একজন বিশ্বাসঘাতক ভৃত্য বলিয়া পরিগণিত হইবেন।

নব বিধিমালার প্রতিষ্ঠাপন এবং প্রতিষ্ঠাপিত বিধিমালার—যখন জাতীয় অভাব ও সামাজিক বুদ্ধিবৃত্তির পরিণতির সহিত তাহার অসামঞ্জস্য হয়—পরিবর্ত্তন বা

পরিপুষ্টিসাধন-রূপ অনুল্লঙ্ঘনীয় স্বত্ব কেবল জাতিরই হস্তে নিহিত আছে।

কিন্তু যে হেতু জাতিস্থ ব্যক্তিমাত্রই সাধারণ সভায় অধিবেশন করিয়া জাতীয় বিধিমালার আলোচনা ও তদ্বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে অক্ষম, এই জন্য জনসাধারণ প্রতিনিধি নির্ব্বাচন-দ্বারা কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, ইঁহারা—যাঁহাদিগের উপর বিশ্বাস আছে—এরূপ কতিপয় প্রতিনিধিকে কর্ম্মচারিরূপে নিযুক্ত করেন। তাঁহাদিগকে জাতীয় অভাব ও জাতীয় ইচ্ছা বিশেষরূপে প্রতিপন্ন করিয়া দেন এবং সেই জাতীয় অভাবের অনুসরণে সেই জাতীয় ইচ্ছাকেই বিধির আকারে গঠিত করিতে আদেশ করেন।

জাতিনিয়োজিত প্রতিনিধি কর্ত্তৃক পরিব্যক্ত জাতীয় ইচ্ছাই সেই জাতির প্রত্যেক সভ্যের অলঙ্ঘ্য বিধি হইবে।

জাতি অভিন্ন, সুতরাং জাতীয় ইচ্ছার পরিব্যক্তি অভিন্ন। একের অভেদের অভ্যন্তরে অপরের অভেদ নিহিত আছে।

এই প্রকাণ্ড জাতীয় সম্মিলনের অভ্যন্তরে সর্ব্বপ্রকার জাতীয় উপাদান ও বল অন্তর্নিহিত আছে, যে প্রতিনিধি জাতীয় প্রণালী এই সকল জাতীয় উপাদান ও জাতীয় বলের ইচ্ছার অভিব্যক্তির মুখযন্ত্রস্বরূপ, তাহাকেই আমরা প্রকৃত জাতীয় প্রতিনিধি প্রণালী বলি।

যেখানেই সেই সকল বলের কোনটি উপেক্ষিত হয়, সেইখানেই প্রতিনিধি প্রণালী অসম্পূর্ণ হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং প্রতিনিধি দ্বারা সেই বলের যথাযথ অভিব্যক্তি করিতে স্বভাবতই বলবতী ইচ্ছা ও প্রবণতা জন্মে, এই জন্যই আবার আমূল সংস্কারের প্রয়োজন হইয়া উঠে; সুতরাং বিবাদ ও বিপ্লব —শান্তি ও নিস্তব্ধ পরিণতির স্থলাভিষিক্ত হয়।

আমাদিগের অধিনয়নে জাতীয় প্রতিনিধি-নির্ব্বাচন-প্রণালী সম্পত্তির উপর সংন্যস্ত না হইয়া জনসংখ্যারূপ ভিত্তির উপর সংস্থাপিত হইবে।

প্রতিনিধি মনোনীতকরণকালে প্রত্যেক অধিবাসীর মত গ্রহণ করা যাইবে। যিনি প্রতিনিধি মনোনীতকরণে আত্মমত প্রদান না করিবেন, তিনি স্বাধীন নাগরিকের স্বত্ব হইতে বিচ্যুত হইবেন।

শিক্ষা ও ক্ষমতার বৈষম্য হেতু যাঁহারা প্রতিনিধি মনোনীতকরণে বিশ্বব্যাপী অধিকারের প্রতিবাদ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের আপত্তিখণ্ডনের জন্য আমরা প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনের দুইটি অঙ্গ করিব; প্রথমতঃ বিশ্বব্যাপী অধিকারের বলে প্রত্যেক অধিবাসী কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক লোককে প্রতিনিধি-নির্ব্বাচক মনোনীত করিবেন; দ্বিতীয়তঃ জাতীয় সভার সভ্যনির্ব্বাচনের ভার তাঁহাদিগেরই উপর অর্পিত হইবে।

এই সভ্যগণের উপরই জাতীয় শাসনভার ন্যস্ত থাকিবে; তাঁহারা জাতীয় কোষ হইতে বেতন পাইবেন; এবং যত দিন তাঁহারা এই কার্য্যে ব্রতী থাকিবেন, তত দিন তাঁহারা রাজ্যের অন্য কোন পদে অভিষিক্ত হইতে পারিবেন না।

এই জাতীয় সভার সভ্যসংখ্যা যত অধিক হয়, ততই ভাল, সভ্যসংখ্যা অধিক হইলে উৎকোচপ্রথা আপনিই কমিবে। কারণ, সভ্য মনোনীত হওয়ার সম্ভাবনা অধিক থাকিলে উৎকোচ দ্বারা সভ্য মনোনীত হওয়ার তত প্রয়োজন থাকিবে না। এই জাতীয় সভার সভ্য-সংখ্যার হ্রাসের সহিত ফ্রান্সের স্বাধীনতার হ্রাস পরিদৃষ্ট হইয়াছে।

প্রতিনিধি-নির্ব্বাচকেরা একত্র মিলিত হইয়া জাতীয় প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবেন; প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনে তাঁহাদিগের ক্ষমতা অপরিসীম থাকিবে, কারণ, সে ক্ষমতা সমাধা হইলে জাতীয় রাজত্বের গৌরব নষ্ট হইবে।

সামাজিক বলনিচয়ের পরিণতি, উত্তরোত্তর বর্দ্ধনশীল উন্নতি ও কার্য্যপরতাই সমাজবন্ধনের মূলভিত্তি ও অলঙ্ঘ্য জাতীয় বিধি।

সাধারণ হিতের অনুসরণে সেই সামাজিক বলনিচয়ের সুশাসন, সুনিয়ম ও পরিপুষ্টিসাধনই জাতীয় প্রতিনিধিদিগের প্রধান কার্য্য। তাঁহারা রাজনৈতিক সাম্যের পরিরক্ষক, সুতরাং তাঁহাদিগকে বিধিমালা এরূপ ভাবে গ্রথিত করিতে হইবে যে, সামাজিক সাম্যের যেন ক্রমে পরিপুষ্টিসাধন হয়।

এই জন্য দারিদ্র্যদুঃখ-প্রপীড়িত অসংখ্য নিম্ন-শ্রেণীর দুঃখাপনোদনে তাঁহাদিগের অনেক সময় ও অনেক যত্ন ব্যয়িত করিতে হইবে।

এই জন্য দায়, উইল এবং দানাদি-বিষয়ক বিধিগুলি এরূপ ভাবে গঠিত করিতে হইবে, যেন ব্যক্তিবিশেষের হস্তে অতিশয় টাকা না জমিতে পারে এবং পরিবারবিশেষের অধীনে অতিরিক্ত সম্পত্তির সঞ্চয় না ঘটিতে পারে।

সমস্ত বিধিমালার লক্ষ্য এই হওয়া চাই যে, যাঁহারা রাজ্যের যে পরিমাণ উপকারসাধন করিবেন, তাঁহারা সেই পরিমাণই পুরস্কার পাইবেন।

কর-প্রণালী এরূপে সংগঠিত করিতে হইবে, যেন যে সকল বস্তু জীবিকা-সাধনের অপরিহার্য্য উপযোগী, যে সকলের উপর কোন প্রকার কর-সংস্থাপিত না হয়, কিন্তু যে সকল বস্তু শুদ্ধ বিলাস-সাধন, সে সকলের উপর পরিমাণানুরূপ ও ক্রমিক বর্দ্ধনশীল কর সংস্থাপিত হয়।

স্বসমান ব্যক্তিগণ কর্তৃক বিচারের অধিকার হইতে সমুৎপন্ন জুরিবিচার-প্রথা প্রতিষ্ঠাপিত হইবে।

সম্ভবতঃ অধিকতম ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সহিত সম্ভবতঃ অধিকতম জাতীয় সৌভাগ্যের সামঞ্জস্য সাধন করাই জাতীয় স্বাধীনতার পরিরক্ষক, জাতীয় প্রতিনিধিদিগের প্রধান কর্ত্তব্য।

তাহা হইলেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পরিরক্ষণের জন্য, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিরুদ্ধে যত প্রকার অপরাধ অনুষ্ঠিত হইবে, তাহার গুরুতর দণ্ডবিধান করিতে হইবে।

তাহা হইলেই ব্যক্তিগত বিবেক-বিষয়ক স্বাধীনতা অস্পৃশ্য রাখিতে হইবে; এবং ধর্ম্মবিষয়ক সর্ব্বপ্রকার প্রশ্ন ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও বিচারের মীমাংসায় অর্পণ করিতে হইবে।

তাহা হইলেই মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ ও সুরক্ষিত হইবে।

কিন্তু আমাদিগের জাতি এক্ষণে ইহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবে না। সম্মিলিত সমাজে ক্রমিক উন্নতি-সাধনের দিকে ইহার বলবতী ইচ্ছা। সামাজিক বলনিচয়ের পরিরক্ষণমাত্রে ইহার পরিতৃপ্তি হইবে না, তাহার পরিবর্দ্ধন করা ইহার প্রধান লক্ষ্য হইবে। সুতরাং ইহার প্রতিনিধিদিগের ভবিষ্যতের দিকে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে; ভবিষ্য যুগে যে উচ্চতর শ্রেণীর সভ্যতার আবির্ভাব হইবে, তাহার অনুসরণে সতত নিযুক্ত থাকিতে হইবে।

সুতরাং সমাজ-বন্ধনের স্বাধীনতা সর্ব্বথা পরিরক্ষিত করিতে হইবে এবং সুশিক্ষা দ্বারা সাধারণ মনোবৃত্তির যাহাতে বিশেষ পরিপুষ্টিসাধন হয়, তদ্বিষয়ে যথাসম্ভব সর্ব্বপ্রকার উপায়বিধান করিয়া দিতে হইবে; এরূপ শিক্ষাপ্রণালী প্রতিষ্ঠাপিত করিতে হইবে, যাহাতে জাতিস্থ সমস্ত ব্যক্তিই অন্ততঃ সামান্য শিক্ষাও পাইতে পারে।

যাহারা বুদ্ধিবৃত্তির এবং পারিবারিক ও সামাজিক নীতির উৎকর্ষে শ্রেষ্ঠ, তাঁহারাই সাধারণ কর্ম্মে [illegible]তে পারিবেন।

[illegible]পরাধীর উন্নতি ও সংস্কার-সাধনরূপ ভিত্তির উপরেই দণ্ডবিধি সংস্থাপিত হইবে।

নানা স্থানে যাহাতে সাধারণ পুস্তকালয়, সাময়িক পত্রিকা, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠাপিত হয়, তাহার নানাপ্রকার উপায় করিতে হইবে।

স্বাধীন ও সুশৃঙ্খল রাজ্যের মূলভিত্তিস্বরূপ এইগুলি প্রতিষ্ঠাপিত হইলে ইতালীর সেই সভ্যতা-শৈলের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিবার পথ পরিষ্কৃত হইবে, যাহার জন্য আমরা এতদিন প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলাম এবং যে শাসনসমিতি প্রজাসাধারণের আহ্বানে প্রভুত্বায় আহূত হইয়াছেন, সে শাসনসমিতি অবশ্যই এই লক্ষ্য-সাধনে সরলভাবে ও প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন, নতুবা তাহা কখনই প্রজাসাধারণের প্রীতি ও বিশ্বাসভাজন হইতে পারিবে না।

বিশ্বব্যাপী ভোটে যে প্রকার শাসন-প্রণালী নির্ব্বাচিত হইবে, তাহারই নিকট আমরা নতশির হইব; কারণ, জাতীয় ইচ্ছার অভ্যন্তরে ব্যক্তিগত ইচ্ছার অন্তর্ধান সর্ব্বথা প্রার্থনীয়; কিন্তু যদি এ সকল মত আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের মূলভিত্তি না হয়, তাহা হইলে আমরা কাতর অন্তরে দেখিব, আরও কতদিন মানব-দুর্ব্বলতা ও মানব-প্রলোভন—মানবজাতি ও উহার ভবিষ্য সৌভাগ্যের অন্তর্ব্বর্ত্তী হইয়া নব নব বিপ্লবের নিত্য আবশ্যকতা সৃষ্টি করিবে।

আমাদিগের উত্তর এক্ষণে সম্পূর্ণ হইল। আমাদিগের অভিপ্রায় সকল এক্ষণে জগতের নিকট বিদিত হইল; যিনি ইচ্ছা করেন, এই সকলের সমালোচনা করিতে পারেন। "নব্য ইতালী" সমাজ এক্ষণে ইহার পথে অগ্রসর হইবে; ইতালীয় ভবিষ্য সৌভাগ্যের ন্যায় ইহা স্থির ও অবিচলিত; যে স্বাধীনতার চিন্তা হইতে ইহার উৎপত্তি, তাহার ন্যায় ইহা অবিনাশী।

"নব্য ইতালী" সমাজের বিনাশ নাই, যেহেতু, বর্ত্তমান যুগের বিশ্বব্যাপী হৃদয়বেগের সহিত ইহার সামঞ্জস্য আছে; শাসনসমিতি বা সম্প্রদায়বিশেষের নির্য্যাতনে, অথবা ব্যক্তিবিশেষের সন্দেহে ইতালীয় যুবকমণ্ডলীর উন্নিনমিষা কখনই দমিত হইবে না।

যদি আমাদিগকে কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে, নব্য ইতালী সমাজ কাহার নিকট হইতে এই ক্ষমতা, এই কার্য্যভার প্রাপ্ত হইলেন? তাহার উত্তরে আমরা বলিব:—

"আমাদিগের হৃৎপ্রতীতির পবিত্রতা এবং আমাদিগের আভ্যন্তরীণ বিশ্বাস ও নৈতিক বল হইতেই আমরা এই কার্য্যভার প্রাপ্ত হইয়াছি;

যাঁহারা জনসাধারণের স্বত্ব ও স্বাধীনতার রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েন, অনন্ত মানব-স্বত্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্বয়ং প্রকৃতি দেবীই তাঁহাদিগের হস্তে এরূপ কার্য্যভার অর্পণ করেন।

যে সকল মনীষী স্বদেশের উন্নতির সহিত মানব-জাতির সাংগঠনবিধানে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন, আমরা প্রকৃতিদেবীর নিকট হইতে যে কার্য্যভার ও ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাঁহাদিগের নিকট হইতেও তাহার অনুমোদন গ্রহণ করিব।"

যাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিপ্লবের পতনের মূল কারণ, অথবা সভ্যতা ও জ্ঞানালোক যাঁহাদিগের হৃদয়ে অর্দ্ধ-প্রবেশমাত্র করিয়াছে, এবম্ভূত লোকেই ম্যাটসিনির সেই অকাট্য সত্য সকলের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপিত করেন—তাঁহাদিগের মতে ইতালীয় একতা অসাধ্য কল্পনামাত্র এবং ইতালীয়দিগের ঐতিহাসিক প্রবণতার সম্পূর্ণ বিপরীত।

কিন্তু কালে প্রকৃত ঘটনা দ্বারা ম্যাটসিনির মতের সত্যতা প্রমাণীকৃত হইল; সুতরাং ইহাদিগের আপত্তির স্বতই খণ্ডন হইয়া আসিল।

অষ্টম অধ্যায়

অসাধারণ অধ্যবসায় ও অশ্রান্ত আত্মত্যাগের শক্তি দুর্নিবার্য্য। নিরভিসন্ধি ধর্ম্মের বেগ অসংবরণীয়। নিঃস্বার্থ সত্যের প্রচার রোধ করে, কাহার সাধ্য?

অসংখ্য প্রতিবন্ধক, অসংখ্য বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও ম্যাটসিনির অধ্যবসায় ও ম্যাটসিনির কার্য্যপরতার বিন্দুমাত্রও হ্রাস হইল না। ভবিষ্যতের প্রতি অবিচলিত বিশ্বাস নিবন্ধন তাঁহার উৎসাহোন্মাদ বরং দিন দিন অধিকতর পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাঁহার লেখনী হইতে একটি প্রবন্ধের পর আর একটি প্রবন্ধ বাহির হইতে লাগিল। তাঁহার উত্তেজনায় চতুর্দ্দিকে অসংখ্য গুপ্ত সমাজ প্রতিষ্ঠাপিত হইতে লাগিল। ম্যাটসিনি জেনোয়া ও লেগহরণে যে সকল সহযোগী বন্ধুগণকে রাখিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নিকট বিবিধ নিয়মাবলী ও উপদেশমালা পাঠাইতে লাগিলেন। জেনোয়ার রুফিনী ভ্রাতৃগণের যত্নে এবং লেগহরণের বিনি ও গোয়ারাট্জির উদ্যোগে দুইটি সর্ব্বপ্রথম সমাজ প্রতিষ্ঠাপিত হইল। এই দুইটিই ইতালীতে গুপ্ত সমাজ-বিস্তারের কেন্দ্রীভূত হইল।

নব্য ইতালী সমাজের গঠন-প্রণালী

সমাজের গঠনপ্রণালী যতদূর সরল ও সঙ্কেতশূন্য করা সম্ভব হইল। কার্ব্বোন্তারোদিগের গুরুপরম্পরায় অসংখ্য শ্রেণী বিভাগ পরিত্যাগ করিয়া ইহাতে দীক্ষা-গুরু ও দীক্ষিত এই দুইটি মাত্র সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠাপিত হইল। যাঁহারা দীক্ষাগুরু, এই সম্প্রদায়ে নব নব শিষ্য করিবার অধিকার তাঁহাদিগেরই হস্তে প্রদত্ত হইল; কিন্তু যাঁহারা কেবলমাত্র দীক্ষিত, তাঁহাদিগের হস্তে সে অধিকার প্রদত্ত হইল না। নব্য ইতালী সমাজের ভিত্তিভূত মত সকলে যাঁহাদিগের প্রগাঢ় বুদ্ধি-বৃত্তি ও বিজ্ঞতা যথোচিত পরিপুষ্ট, তাঁহাদিগকেই দীক্ষাগুরু বলা হইতে লাগিল।

ইতালীর বাহির্ভাগে মার্সেলিসে একটি মাধ্যমিক সমাজ প্রতিষ্ঠাপিত হইল। এই সমাজ ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক মতাবলম্বীদিগের পরস্পর মিলনের সন্ধি-স্থল ও "নব্য ইতালী" সমাজের বিজয়পতাকার কেন্দ্র-স্বরূপ হইল। এই সভা দ্বারাই নব্য ইতালীসমাজের শাখা-প্রশাখার নিয়মন ও তত্ত্বাবধান-কার্য্য চলিতে লাগিল।

ইতালীর প্রায় প্রত্যেক প্রদেশের প্রধান প্রধান নগরের প্রত্যেক উপবিভাগে নব্য ইতালী সমাজের এক একটি গুপ্তশাখা প্রতিষ্ঠাপিত হইতে লাগিল। এক-জন দীক্ষাগুরু ও কতিসংখ্যক দীক্ষিত শিষ্য লইয়াই এক একটি শাখা নির্ম্মিত হইল। সকলের সমবেত কার্য্যের বিশৃঙ্খলা না ঘটে, এই জন্য প্রত্যেক নগরের শাখাগুলির উপর এক এক জন তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইলেন, এবং প্রত্যেক প্রদেশের তত্ত্বাবধায়কদিগের কার্য্যপ্রণালী দেখিবার জন্য একজন করিয়া সাধারণ তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইলেন। এই সকল শাখার উপর চরিত্র লেখা, পত্রিকা বিতরণ করা, নব নব শিষ্য দীক্ষিত করা প্রভৃতি কার্য্যভার অর্পিত হইল।

মাধ্যমিক সমাজে কোন সংবাদ পাঠাইতে হইলে এই পর্য্যায়ক্রম অবলম্বন করিতে হইবে। দীক্ষিত শিষ্য হইতে দীক্ষাগুরু, দীক্ষাগুরু হইতে উপনগরস্থ তত্ত্বাবধায়ক, নগরস্থ তত্ত্বাবধায়ক হইতে প্রাদে-শিক তত্ত্বাবধায়ক, প্রাদেশিক তত্ত্বাবধায়ক হইতে মাধ্য-মিক সমাজের সভাপতির নিকট সংবাদ পাঠাইতে হইবে।

নিত্য পরিচায়ক সর্ব্বপ্রকার সঙ্কেতচিহ্ন বিপৎ-সঙ্কুল বলিয়া পরিত্যক্ত হইল। মাধ্যমিক সভা হইতে প্রাদেশিক সভায়, অথবা প্রাদেশিক সভা হইতে মাধ্য-মিক সভায় কোন দূত যাইলে, তাঁহাকে একপ্রকার সাঙ্কেতিক শব্দ উচ্চারণ করিয়া, বিশেষ [illegible] কাটা এক টুকরা কাগজ দেখাইয়া এবং বিশেষরূপে হস্তমর্দ্দন করিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিতে হইত।

রাজ নির্য্যাতনভয়ে এই সকল সাঙ্কেতিক চিহ্ন আবার প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবর্ত্তিত করা হইত।

প্রত্যেক সভ্যকে নিজ নিজ ক্ষমতানুসারে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মাসিক চাঁদা দিতে হইত। এইরূপে সংগৃহীত অর্থের দ্বি-তৃতীয়াংশ প্রাদেশিক ব্যয়নির্ব্বাহার্থ প্রাদেশিক ধনাগারেই সঞ্চিত থাকিত; অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ সাধারণ শৃঙ্খলা-স্থাপনের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ মাধ্যমিক সভার ধনাগারে প্রেরিত হইত এবং পত্রিকাদি বিক্রয়ে যে টাকা উঠিত, তদ্দ্বারা ইহার মুদ্রণ-ব্যয় নির্ব্বাহিত হইত।

উৎসর্গীকৃত-জীবন মনীষিগণের স্মরণার্থ একটি করিয়া সাইপ্রেস বৃক্ষের ক্ষুদ্র শাখা নব্য ইতালী সমাজের পরিচায়ক চিহ্ন-স্বরূপ ব্যবহৃত হইত। নব্য ইতালীয় সমাজের মটোয় এই কথাগুলি লিখিত ছিল —"এক্ষণে এবং চিরজীবনের মত"—অর্থাৎ "আমরা নব্য ইতালী সমাজের সভ্যগণ এখন হইতে চিরজীবনের মত স্বদেশের কার্য্যে জীবন উৎসর্গীকৃত করিলাম।"

নব্য ইতালী সমাজের পতাকা ইতালীয় ত্রিবর্ণে রঞ্জিত হইয়া একদিকে স্বাধীনতা, সাম্য ও মানবপ্রেম এবং আর একদিকে একতা ও স্বাতন্ত্র্য এই পদগুলি ধারণ করিয়াছিল। প্রথম পদগুলি ইতালীর বহির্জাতীয় ব্রতের পরিচায়ক। 'দ্বিতীয় পদগুলি অন্তর্জাতীয় ব্রতের পরিচায়ক।'

নব্য ইতালী সমাজের প্রথম প্রতিষ্ঠাপন দিন হইতে বহিশ্চর রাজ্য সকলের সহিত সম্বন্ধে ঈশ্বর ও মানবজাতি এবং স্বদেশের সহিত সম্বন্ধে ঈশ্বর ও জনসাধারণ—ইহার মূলসূত্রস্বরূপ গৃহীত হইল।

এই দুই মূলসূত্র—যাহা প্রকৃত প্রস্তাবে এক মূলসূত্রেরই প্রয়োগদ্বয়মাত্র—এই দুই মূলসূত্রই নব্য ইতালীর সমাজের যাবতীয় নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি।

ম্যাটসিনি সমাজস্থাপনের সেই প্রথম যুগে বিভিন্ন বিভিন্ন সভার সভ্যগণ ও তত্ত্বাবধায়কদিগকে এবং যে সকল ইতালীয় যুবকমণ্ডলীর সহিত তিনি কোন প্রকার সংস্রবে আসিতেন, তাহাদিগকে যে সকল উপদেশ প্রদান করিতেন, তাহা শুদ্ধ রাজনৈতিক নহে, প্রধানতঃ নীতিমূলক।

সেই সকল নীতিমূলক উপদেশের সংক্ষিপ্ত মর্ম্মার্থ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"আমরা শুদ্ধ ষড়যন্ত্র নহি; বিপ্লবসাধনই যে যাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য, এরূপ নহে; নূতন ও অদ্ভুত সৃষ্টির অবশ্যম্ভাবিতায় এবং ভবিষ্যতের উজ্জ্বলতর মূর্ত্তিতে আমাদিগের অবিচলিত বিশ্বাস। ইতালীর সঞ্জীবনসাধনই আমাদিগের একমাত্র ব্রত।

"আমাদিগের প্রথম লক্ষ্য, জাতীয় শিক্ষাবিধান। কিন্তু আমাদিগের দেশের বর্ত্তমান অবস্থা অস্ত্র ও বিদ্রোহই সেই জাতীয় শিক্ষা বিধানের একমাত্র উপায়; এই জন্যই আমরা তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিব। কিন্তু আমরা আমাদিগের বেয়নেটের সূচ্যগ্রে কোন গভীর লক্ষ্য না রাখিয়া কখনই তাহার ব্যবহার করিব না।

"সে ধ্বংসের কোন উপকারিতা নাই, যাহার স্থলে আমাদিগের রমণীয়তর প্রাসাদ-নির্ম্মাণের কোনও আশা নাই। সে স্বত্ব ও কর্ত্তব্য কেবলমাত্র পত্রাঙ্কিত করার ফল কি, যাহা লোকের হৃদয়ে অঙ্কিত করিব বলিয়া আমাদিগের অবিচলিত অধ্যবসায় ও দৃঢ় বিশ্বাস নাই।

"আমাদিগের পিতৃপিতামহেরা এই লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া কাজ করেন নাই বলিয়াই আজ আমাদিগের এই দুর্দ্দশা; এই জন্য আরও প্রতিমুহূর্ত্তে ইহা আমাদিগের হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখা উচিত। শুদ্ধ বিবিধ প্রদেশ সকলকে বিদ্রোহী করিয়া তুলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে না। আমাদিগকে এক জাতি প্রস্তুত করিয়া তুলিতে হইবে।

"ইহা আমাদিগের ধর্ম্মবিশ্বাস যে, ইহজগতের ইতালীর জীবন অদ্যাপি ভস্মসাৎ হয় নাই। তাহার ললাটে অদ্যাপি লিখিত আছে যে, সে আবার বর্দ্ধনশীল মানবপরিণতির উপাদান-সামগ্রীর সংযোজনা করিবে। আবার সে তৃতীয় জীবনের সৌভাগ্য-দোলায় লালিত হইবে। সেই তৃতীয় জীবনের অবতারণা করাই আমাদিগের এই উদ্যমের একমাত্র লক্ষ্য।

"ইতালীয় জাতির অন্তরে আমাদিগকে একটি প্রবল ও অকৃত্রিম বিশ্বাস উৎপাদন করিতে হইবে। তাঁহাদের অন্তরে জাতীয় অতীত অবদান-পরম্পরার জলন্ত ভাব পুনরুদ্দীপিত করিতে হইবে; তাঁহাদিগের অন্তরে আমাদিগের কঠোর ব্রতের উপযোগী আত্মত্যাগ, অবিচলিতা এবং একচিত্ততা উত্তেজিত করিতে হইবে।"

রাজনৈতিক উপদেশ

"শিষ্যদিগের অন্তরে শুদ্ধ বৈপ্লবিক ভাব উদ্দীপিত করিয়াই পরিতৃপ্ত থাকিলে চলিবে না; নির্লক্ষ্য বা অনির্দ্দিষ্টলক্ষ্য উদার মতের প্রখ্যাপনায় জগতের অনিষ্ট বই ইষ্টের সম্ভাবনা অল্প। প্রত্যেক সভ্যকে জিজ্ঞাসা করিবে, তাঁহার আন্তরিক বিশ্বাস কি; যাঁহাদের সহিত হৃদয় ও প্রতীতি মিলিয়া যাইবে, তাঁহাদিগকেই সভ্য মনোনীত করিবে। সংখ্যার বহুত্বের উপর

বিজয়াশা নির্ভর করিও না ; যদি কখন বিজয়লাভ হয়, তাহা সংখ্যার বহুত্বে নহে, সামাজিক বলনিচয়ের একীভাবে।

"আমাদিগের পরীক্ষা ইতালীর জাতির উপরই অনুষ্ঠিত হইবে। আমাদিগের আশা-ভরসা পূর্ব্ব হইতেই প্রতারিত ও বিধ্বস্ত হউক, তাহাতেও আমরা প্রস্তুত আছি, তথাপি আমরা বৈপ্লবিক বিজয়ের পরদিনই শিবিরাভ্যন্তরে ঘোরতর অন্তর্বিচ্ছেদ দেখিতে প্রস্তুত নহি।

"তোমাদিগকে একটি নবীন পতাকা উড্ডীন করিতে হইবে, সুতরাং তোমাদিগকে যুবকমণ্ডলী হইতেই তাহার পক্ষসমর্থক বাছিয়া লইতে হইবে; কারণ, যুবকমণ্ডলীরই হৃদয় উৎসাহোন্মাদ, কার্য্যদক্ষতা ও আত্মত্যাগের আধার। তাহাদিগের নিকট পূর্ণ সত্য খ্যাপন কর। আমাদিগের লক্ষ্য ও অভিপ্রায় তাহাদিগকে সমস্ত জানিতে দেও। যদি আমাদিগের লক্ষ্য ও অভিপ্রায় জানিয়া তাহারা তাহাতে স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় তাহাদিগের উপর নির্ভর করিতে পারিব।

"অতীত বিপ্লবের প্রধান ভ্রম এই হইয়াছিল যে, ইতালীর অদৃষ্ট কোন অপরিবর্ত্তনীয়া মহতী নীতির উপর সংন্যস্ত না হইয়া শুদ্ধ ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছা ও সাধুতার উপর সমর্পিত হইয়াছিল।

"এই ভ্রমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ খ্যাপন কর, ব্যক্তিবিশেষের নাম পরিত্যাগ কর, ইতালীয় জাতিতে, আমাদিগের প্রাকৃতিক স্বত্বে এবং ঈশ্বরে অবিচলিত বিশ্বাস প্রচার কর।

"শিষ্যদিগকে শিক্ষা দাও, যাঁহাদিগের হৃদয় বৈপ্লবিক ভাবে অনুপ্রাণিত, তাঁহাদিগের মধ্য হইতেই যেন অধিনেতা মনোনীত করে এবং অতীত পদার্থ ও অতীত প্রণালীর সহিত তাহারা যেন সর্ব্বপ্রকার সংস্রব পরিত্যাগ করে। ১৮৩১ সালের ভ্রম সকল তাহাদিগকে তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইয়া দেও, পূর্ব্ব অধিনেতৃবৃন্দের দোষ সকল তাহাদিগের নিকট গোপন করিয়া রাখার প্রয়োজন নাই।

"বারংবার মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা কর যে, ইতালীর জন-সাধারণ ভিন্ন ইতালীর উদ্ধার-সাধন আর কাহারও দ্বারা হইবে না। সেই জনসাধারণের কার্য্যপরতা—অশ্রান্ত কার্য্যপরতা হইতেই এরূপ গুরুতর ব্যাপার সংসাধিত হইবে; যেন প্রথম পরাজয়ে জন-সাধারণের হৃদয় ভীতিসমাকুল বা হতাশা প্রপীড়িত না হয়।

"সর্ব্বপ্রকার মত-সঙ্কোচ পরিত্যাগ করিবে; কারণ, ইহা নীতিবিগর্হিত ও বিপদসঙ্কুল।

"অষ্ট্রীয়ার সহিত যুদ্ধ—অতি প্রচণ্ড ও রুধিরকর্দ্দমিত যুদ্ধ—পরিহার্য্য বলিয়া আত্মবঞ্চনা করিও না। বরং যে মুহূর্ত্তে আপনাদিগকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রবল বলিয়া মনে করিবে, সেই মুহূর্ত্তেই অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে রণখ্যাপন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইবে। বৈপ্লবিক সময়ে প্রত্যাক্রমণ অপেক্ষা আক্রমণই সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। কারণ, তুমি প্রথমে আক্রমণ করিলে শত্রুদিগের হৃদয়ে ভীতি উদ্দীপিত হইবে, এ দিকে তোমার বন্ধুবান্ধবদিগের অন্তর সাহস ও উৎসাহে পরিপূরিত হইবে।

"বৈদেশিক রাজ্য সকলের নিকট হইতে কোন সাহায্যের আশা করিও না; তাহাদিগের সাহায্য ব্যতীতও তোমরা বিজয়লাভে সমর্থ—এইটি তোমরা যতক্ষণ দেখাইতে না পারিতেছ, ততক্ষণ তাহারা কখনই তোমাদিগকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবে না।

"কূট মন্ত্রণার উপর কোনও বিশ্বাসস্থাপন করিও না, একবারেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া এবং তোমাদিগের লক্ষ্য ও সাধন মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিয়া কূট মন্ত্রণার মূলোচ্ছেদ করিবে।

"ইতালীয় জাতি ভিন্ন অন্য কাহারও নামে বৈপ্লবিক পতাকা উড্ডীন করিও না। কোন একটি অবিচলিত নীতির নামে জাতীয় বল লইয়া তোমরা যদি প্রথম যুদ্ধে জয়লাভ কর, তাহা হইলে জন-সাধারণে তোমাদিগকে আপনাদিগের অধিনায়ক বলিয়া স্বীকার করিয়া লইবে এবং দ্বিতীয় যুদ্ধে তাহারা তোমাদিগের সহিত সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে। আর যদি নিতান্তই তোমাদিগের পতন হয়, তাহা হইলেও তোমাদিগের মনে এই সান্ত্বনা থাকিবে যে, তোমরা স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণকে কিরূপে জাতীয় সমরের অধিনয়ন করিতে হয়, তদ্বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিয়াছ; এবং তোমরা যে কার্য্যপ্রণালী প্রখ্যাত করিয়াছ, তাহা অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিলে ভবিষ্য পুরুষ অবশ্যই ইতালীর উদ্ধারসাধন করিতে পারিবেন।"

ম্যাটসিনির পরীক্ষা ফলবতী হইল। জন-সাধারণের বিশ্বজনীন সহানুভূতি বিরুদ্ধমতাবলম্বীদিগের মুখে কালিমা অর্পণ করিল।

অচিরকালমধ্যেই টস্কানীর প্রধান প্রধান নগরে অসংখ্য সভা সংস্থাপিত হইতে লাগিল। জেনোয়ার রুফিনি ভ্রাতৃগণ ক্যাম্পানেলা বেনৃজা প্রভৃতি কতিপয় সভ্যের যত্নে চতুর্দ্দিকে সভা প্রতিষ্ঠাপিত হইতে লাগিল। এই সকল যুবকবৃন্দের মান... কিছুই ছিল না, সুতরাং সামাজিক আধিপত্যলাভের

কোনও প্রকার উপায় ছিল না। তথাপি ইহাদিগের অবিচলিত অধ্যবসায় ও অশ্রান্ত যত্নে ছাত্র হইতে ছাত্র এবং যুবক হইতে যুবক—সকলেই তাড়িতবেগে এই নবোদ্ভাবিত ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে লাগিল। নব্য ইতালী সমাজের প্রথম-প্রচারিত পত্রিকা সকল ইহার প্রবর্ত্তকদিগের নাম-সম্ভ্রম ও সামাজিক আধিপত্যের অভাব বিদূরিত করিল। যাহারাই সে সকল পড়িতে লাগিল, তাহারাই ইহাতে যোগ দিতে লাগিল। এতদিন লোকে নামের মোহিনী শক্তিতেই ভুলিয়া আসিতেছিল; কিন্তু আজ সত্যের নিকট,—অখণ্ডনীয় মতের নিকট তাহারা পরাজিত হইল। আজ ম্যাটসিনি প্রভৃতি কতিপয় নির্নাম যুবকের মতে সমস্ত ইতালী সায় দিল। বোধ হইল যেন, ইতালীয় জাতির নিদ্রিতপ্রায় উন্নিনমিষা এই কাপালিক সমাজের ভীষণ শবসাধনে পুনরুন্মীলিত হইল।

এই কৃতকার্য্যতায় সেই কাপালিক সমাজ নবীন উৎসাহে মাতিয়া উঠিলেন। যে সকল গুরুতর কর্ত্তব্যভার তাঁহারা মস্তকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, পরিশ্রম ও আত্মত্যাগে যতদূর সম্ভব, তাহাদিগের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

যে সকল যুবকমণ্ডলী দ্বারা সেই কাপালিক সমাজ সংগঠিত হইয়াছিল—যাঁহাদিগের ন্যায় উৎসর্গীকৃতজীবন, পরস্পরের প্রতি অবিচলিত ও গভীর অনুরাগপরায়ণ এবং প্রতিদিনের ও প্রতি মুহূর্ত্তের নিত্য-নৈমিত্তিক সর্ব্বপ্রকার কার্য্যেই একান্ত উদ্যোগশীল ব্যক্তি সেণ্ট সাইমোনীয়গণ ব্যতীত ইউরোপে আর ছিল না—সেই প্রাতঃস্মরণীয়দিগের নাম করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে ম্যাটসিনি, লাম্বার্ডি-ইলসিগ লিয়ো, লুস্ত্রিনি এবং রুবিনি ভ্রাতৃগণের নাম করিতে হয়, ইহাঁদিগের অনেকেই মডেনাবাসী। ইহাঁরা একাকী, রীতিমত আফিস নাই, সাহায্যকারী কর্ম্মচারী নাই, এরূপ অবস্থায় রাত্রি-দিবা ঘোরতর পরিশ্রমে নিমগ্ন; কখন পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ রচনা করিতেছেন; কখন চিঠিপত্র লিখিতেছেন; কখন পত্রিকা-পত্রাদি পাঠাইবার জন্য পরিব্রাজকের অনুসন্ধান করিতেছেন, এবং এই উদ্দেশ্যে কখন বা নাবিকদিগকেও নূতন ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেছেন; কখন বা বিদেশে পাঠাইবার জন্য পত্রিকাগুলি তাড়ায় তাড়ায় বাঁধিতেছেন; এইরূপে যাহাতে বুদ্ধিবৃত্তির গভীর আলোচনার প্রয়োজন, সেই সকল কার্য্য হইতে সামান্য কার্য্য পর্য্যন্তও তাঁহারা অম্লানবদনে করিতে লাগিলেন।

লা সিসিলিয়া নামক একজন কম্পজিটরের কার্য্য করিতে লাগিলেন; লাম্বার্ডি প্রুফ-সংশোধনের ভার গ্রহণ করিলেন এবং আর একজন সভার খরচ বাঁচাইবার জন্য পত্রিকাদির বাহকের কার্য্য স্বীকার করিলেন।

এই মনীষিগণ সোদরের ন্যায় সর্ব্ববিষয়ে সমভাবে একত্র কালযাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা এক আশা ও এক লক্ষ্যে দীক্ষিত ছিলেন এবং লক্ষ্যের অবিচলিততা ও পরিশ্রমের অশ্রান্ততা হেতু সকলেরই প্রীতি ও ভক্তির ভাজন হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে অনেক সময় নিজ নিজ দৈনন্দিন খরচ হইতে বাঁচাইয়া এই সকল খরচ চালাইতে হইত; এই জন্য তাঁহাদিগকে দারিদ্র্যের চরম সীমায় উপনীত হইতে হইয়াছিল। তথাপি তাঁহারা সতত প্রফুল্ল থাকিতেন এবং ভবিষ্যতে অবিচলিত বিশ্বাস হেতু বিজলীর ন্যায় হাস্যরেখা তাঁহাদিগের অধরোষ্ঠে সতত বিরাজমান থাকিত।

সেই প্রথম দুই বৎসর (১৮৩১—১৮৩২) নব্য ইতালী সমাজের শৈশবের সরলতা ও পবিত্রতা, তারুণ্যের স্ফূর্ত্তি ও তেজ, প্রৌঢ়াবস্থার ধীর ও প্রশান্ত প্রফুল্লতা ও বার্দ্ধক্যের গাম্ভীর্য্য ও আত্মত্যাগ—এ সমস্তই যুগপৎ বিদ্যমান ছিল। এই সময় সেই কাপালিকসমাজ চতুর্দ্দিকে দুর্দ্দমনীয় শত্রুবৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়াও অসংখ্য বিপৎপরম্পরার মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে সত্যের পথে—বিজয়ের পথে—অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, যে সকল শত্রুমণ্ডলী এই সময় তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তাঁহারা পরিচিত ও প্রকাশ্য শত্রু। স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণের মধ্যে অনেক সময় আপনাদিগের মধ্যে—পরস্পরের নিন্দা, পরস্পরের গ্লানি, পরস্পরের প্রতি সন্দেহ, পরস্পরের প্রতি কৃতঘ্নতা, পূর্ব্ব-বন্ধুগণ কর্ত্তৃক অকারণে তাঁহাদিগের সংসর্গত্যাগ, অধিক কি, ইতালীয় বর্ত্তমান পুরুষের প্রায় সমস্ত কর্ত্তৃকই—যাঁহারা ঈশ্বর-সাক্ষী করিয়া শপথ করিয়াছিলেন, কথনই তাঁহাদিগের বিশ্বাস ভঙ্গ করিবেন না, তাঁহাদিগের কর্ত্তৃকও—কোন নব বিশ্বাস বশতঃ নহে, শুদ্ধ আত্মদৌর্ব্বল্যবোধে বা প্রতিহত অভিমানভরে—তাঁহাদিগের পতাকাত্যাগ; এ সমস্ত ঘটনা সেই কাপালিক-সমাজের হৃদয়-কুসুমকে অদ্যাপি বিশোষিত করে নাই; এ সমস্ত অদ্যাপি গতাবশিষ্ট কতিপয় শবসাধককে হতাশা-প্রপীড়িত হইয়াও কিরূপে কর্ত্তব্যপ্রণোদিত পরিশ্রমের বোঝা বহন করিতে হয়, তাহা শিক্ষা দেয় নাই; কর্ত্তব্য, যাহার শাসন দুর্লঙ্ঘ্য, মূর্ত্তি ভীষণ, কিন্তু স্পর্শ শীতল। যে মহাত্মগণ এই ভীষণ অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ

হইয়াছিলেন, যেন অনন্তকালের জন্য তাঁহাদিগের প্রাতঃস্মরণীয় নাম জগতের স্মৃতিপটে অঙ্কিত থাকে।

কিরূপে গুপ্তভাবে তাঁহাদিগের পত্রিকা সকল ইতালীয় সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতে পারে, সেই কাপালিক সমাজ এক্ষণে এই প্রশ্নের মীমাংসায় আন্দোলিত হইলেন। ষ্টীম্‌বোট কোম্পানীর এজেণ্ট, মস্তেনারা নামক কোন যুবাপুরুষ নিয়োপলিতীয় বাষ্পীয়পোতে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেন। তিনি এবং আর কতিপয় ফরাসী নাবিক—এই বিষয়ে তাঁহাদিগকে বিশেষরূপে সাহায্য করিয়াছিলেন।

যতদিন তাঁহাদিগের দিকে গবর্ণমেণ্টের চক্ষু উন্মীলিত বা তাঁহাদিগের প্রতি গবর্ণমেণ্টের ক্রোধ উদ্দীপিত না হইয়াছিল, ততদিন তাঁহারা যে প্যাকেট্ জেনোয়ায় পাঠাইবেন, তাহা লেগ্‌হরণের কোন অসন্দিগ্ধ বাণিজ্যাগারের নাম দিয়া পাঠাইয়া দিতেন; আবার যাহা লেগ্‌হরণে পাঠাইবেন, তাহা সিভিটা, ভিচিয়া প্রভৃতি সাঙ্কেতিক স্থলের নাম দিয়া পাঠাইতেন। এইরূপে কিছুদিন তাঁহারা যেখানে যেখানে জাহাজ লাগিত, তথাকার পুলিশ ও কষ্টমহাউস্-কর্ম্মচারীদিগের পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের হস্ত হইতে প্যাকেটগুলিকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। যখন জাহাজ অভীষ্ট বন্দরে পৌঁছিত, তখন প্যাকেটগুলি যাঁহার মারফত প্রেরিত হইত, তাঁহারই জিম্মায় থাকিত, যতক্ষণ না কাপালিক সমাজের পূর্ব্বেই প্রাপ্তসংবাদ কোন গুপ্তচর আসিয়া অতি সংগোপনে তাহাদিগকে লইয়া যাইত।

কিন্তু যখন গবর্ণমেণ্টের চক্ষু সম্পূর্ণরূপে উন্মীলিত হইল, তখন গবর্ণমেণ্ট প্রচার করিলেন যে, যাহারা নব্য ইতালীসমাজের পত্রিকাদি ধরিয়া দিতে পারিবে, তাহাদিগকে যথেষ্ট পুরস্কার দেওয়া যাইবে এবং যাহারা সে সকল পত্রিকার ইতালীতে প্রচারিত হওয়া বিষয়ে কোন প্রকার সাহায্য করিবে, তাহাদিগকে গুরুতর দণ্ড প্রদান করা যাইবে; যখন চার্লস অ্যাল্‌বার্টের ক্যাসিয়া পেন্স প্রভৃতি মন্ত্রিগণ স্বাক্ষরিত আজ্ঞালিপি এই ঘোষণা করিল যে, যাহারা নব্য ইতালী সমাজের পত্রিকাদি প্রচারের সহায়তা করিবে, তাহাদিগের প্রতি গুরুতর অর্থদণ্ড ও দুই বৎসর কারাবাসরূপ শারীরদণ্ড প্রদত্ত হইবে, কিন্তু যাহারা সংবাদ দিবে, তাহাদিগকে সেই অর্থদণ্ডের অর্দ্ধেক পারিতোষিক দেওয়া যাইবে অথচ তাহাদিগের নাম অপ্রকাশিত থাকিবে; তখনই ইতালীর নীচাশয় গবর্ণমেণ্টের সহিত কাপালিক সমাজ প্রকৃত প্রস্তাবে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে যদিও কাপালিক সমাজের অনেক শ্রম, অনেক অর্থ বৃথা ব্যয়িত হইয়াছিল, তথাপি বিজয়লক্ষ্মী পরিশেষে তাঁহাদিগেরই অঙ্কশায়িনী হইয়াছিলেন।

এখন হইতে পত্রিকাদি পাঠাইতে তাঁহাদিগকে নানাপ্রকার কৌশল অবলম্বন করিতে হইয়াছিল; পাঠকদিগের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ সেই সকল কৌশলের একটি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

নানা স্থানে কমিসন্ এজেণ্ট নিযুক্ত হইল; চোঙের ভিতর করিয়া নব্য ইতালী-সমাজের পত্রিকা সকল তাঁহাদিগের নিকট প্রেরিত হইতে লাগিল। সে সকল চোঙের অভ্যন্তরে কি আছে, কমিসন্ এজেণ্টেরা তাহা জানিতেন না। এ দিকে সমাজের গুপ্তচরদিগকে চতুর্দ্দিকে লিখিয়া পাঠান হইত, তাঁহারা যেন যথাসময়ে সেই সেই কমিসন্ এজেণ্টের নিকট গিয়া নির্দ্দিষ্ট মূল্যে সেই সকল চোঙ খরিদ করেন। গুপ্তচরেরা সেই সকল চোঙ খরিদ করিয়া তদভ্যন্তরস্থ পত্রিকাগুলি দীক্ষিতদিগের মধ্যে প্রচারিত করিতেন।

পত্রিকাদির গুপ্ত-প্রচারে কাপালিক-সমাজ ফরাসী সাধারণতান্ত্রিকদিগের ও ইতালীয় বাণিজ্যতরীর নাবিকদিগের নিকট হইতে অনেক সাহায্য পাইতেন। সাহায্য পাইবেন বলিয়া তাঁহারা ইতালীয় নাবিকদিগকে বৈপ্লবিক শিক্ষায় দীক্ষিত করিবার জন্য অশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের চেষ্টা অনেকাংশে সফলও হইয়াছিল।

ইতালীয় গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং ইতালীতে কাপালিক-সমাজের পত্রিকাদি প্রচার রহিত করিতে অসমর্থ হইয়া, মার্সেলিস্‌স্থিত কাপালিকদিগের স্বর রোধ ক- বার জন্য ফরাসী গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন, গবর্ণমেণ্টও সে অনুরোধ রক্ষা করেন।

কাপালিক-সমাজের বিরুদ্ধে উভয় গবর্ণমেণ্ট যেরূপ নির্যাতনপ্রণালী অবলম্বন করেন, তাহা পরে সবিশেষ বিবৃত হইবে। এক্ষণে এইমাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, উভয় গবর্ণমেণ্টের ভয়ঙ্কর নির্যাতন সত্ত্বেও কাপালিক-সমাজের গতি বিন্দুমাত্রও প্রতিহত হইল না।

অচিরকালমধ্যেই ইতালীর প্রায় সর্ব্বত্র সমাজের প্রভাব অনুভূত হইতে লাগিল। শাখাসমাজের সংখ্যা দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অধিক কি, নিয়োপলিতান সীমা পর্য্যন্তও গুপ্তমন্ত্রণা নির্ব্বিঘ্নে প্রচারিত হইতে লাগিল। কাপালিক-সমাজের উপদেশ সংক্রামিত করিবার জন্য এবং দীক্ষিতদিগের উৎসাহবহ্নি ইন্ধনসন্ধুক্ষিত রাখিবার জন্য কাপালিক-সমাজের পরিব্রাজক গুপ্তচর সকল সর্ব্বদা ইতালীর ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

সমাজের পত্রিকা সকল পাঠ করিবার ইচ্ছা এতদূর বলবতী হইয়া উঠিল যে, যত সংখ্যা পত্রিকা ইতালীতে প্রেরিত হইত, তাহাতে সাধারণ আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইত না। সুতরাং জাতীয় আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির জন্য চতুর্দ্দিকে সে সকল পত্রিকার গুপ্ত পুনর্মুদ্রাঙ্কন এবং গুপ্ত ও বিস্তৃত প্রচার আরম্ভ হইল।

নব্য ইতালী-সমাজের আবির্ভাব এইরূপে সমস্ত ইতালীয় জাতি কর্তৃক সোৎসাহে ও সাদরে পরিগৃহীত হইল। অনধিক বর্ষকালের মধ্যেই ইহার প্রভাব ইতালীর সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

এ জয় ব্যক্তিবিশেষের জয় নহে, মতের জয়, সত্যের জয়। নীচকুলোদ্ভব, অজ্ঞাতনামা, কপর্দ্দকশূন্য, অঙ্গুলিমাত্রে গণনীয় কতিপয়মাত্র যুবাপুরুষ—যখন জনসাধারণের বিশ্বাসপাত্র ও অভিনেতা, সম্ভ্রান্ত, মান্যগণ্য, গলিতশ্মশ্রু ব্যক্তিদিগের চিরলালিত মতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াও, এত অল্পদিনের মধ্যেই এরূপ এক প্রবল সমাজের শীর্ষস্থানীয় হইলেন, যাহাকে দমন করিতে সপ্তরাজ্যকে বদ্ধপরিকর হইতে হইয়াছিল—তখন নিশ্চয়ই জানিতে হইবে, তাঁহারা যে পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন, তাহা সত্যের পতাকা।

যখন ম্যাটসিনি ও তৎসহচরবৃন্দ ইতালীয় জাতির অন্তরে জাতীয় সমর ও সাধারণতান্ত্রিক জীবনের ভাব উদ্দীপিত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন ফরাসীরাজ লুই ফিলিপ ও তদীয় সম্ভ্রান্তবর্গ ইতালীয় জাতির বিপ্লব ও সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্বেষভাব উত্তেজিত করিতে অশেষ প্রয়াস পাইতেছিলেন।

ইউরোপজাতির দুর্ভাগ্য যে, ফ্রান্সের উন্নতি স্থিতিশীল নহে। ফ্রান্সের অদৃষ্টচক্র নিয়তিপথে অনবরত অতিবেগে পরিভ্রমণ করিতেছে। এই দেখিলাম ফ্রান্স জগতে স্বাধীনতার প্রবর্ত্তক; সভ্যতামার্গের উপদেশক, মানবপ্রেমের প্রচারক। পরমুহূর্ত্তেই আবার দেখিলাম, ফ্রান্স সে মোহিনী মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। যে ফ্রান্স একদিন স্বাধীনতার প্রবর্ত্তক ছিলেন, সে ফ্রান্স আজ যথেচ্ছাচারের আবাসভূমি, জাতীয় অভ্যুত্থানের প্রতিকূল। যে ফ্রান্স একদিন সভ্যতামার্গের উপদেশক ছিলেন, সেই ফ্রান্স আজ বর্ব্বর জাতির ন্যায় সভ্যতার মূলমন্ত্র-স্বরূপ স্বাধীনতা প্রচারের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত। যে ফ্রান্স একদিন মানবপ্রেমের প্রচারক ছিলেন, সেই ফ্রান্স আজ মানবদ্বেষী; সেই ফ্রান্স আজ সর্ব্বপ্রকার সঞ্জীবন, সর্ব্বপ্রকার নব শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর।

ফ্রান্স উন্নতিশৈলের যে শিখর অবলম্বন করিয়া উঠিতেছিলেন, আমরা জানি, তিনি তাহার উচ্চতম বিন্দুতে উঠিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার আর তাহার উপর উঠিবার শক্তি নাই। কিন্তু তাঁহারা উঠিতে পারিবেন না বলিয়া যাহারা উন্নতিশৈলের অন্যান্য শিখর ধরিয়া তাহার উচ্চতম বিন্দুতে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে, নামিয়া তাহাদিগের গতিরোধ করিবার প্রয়োজন কি? ইতালীর নবীন অভ্যুত্থানের প্রতিকূলে তাঁহার দাঁড়াইবার প্রয়োজন কি ছিল? উন্নতিশৈলের উচ্চতর শিখরে অন্য কোন জাতি উঠিতে পারে, সে ত তাঁহারই গৌরব, তাহাতে ত তাঁহারই মুখ উজ্জ্বল; কারণ, তিনি অত দূর উঠিয়াছিলেন বলিয়াই আর এক জাতি তাহা অপেক্ষা উচ্চতর উঠিল। ফ্রান্স! আমরা তোমায় বড় ভালবাসি, এই জন্য এ সংবাদে—তোমার এ নীচতায়—তোমার এ অবনতিতে—আমাদের হৃদয় ফাটিল।

১৮৩২ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে ইতালীয় গবর্ণমেণ্টের সন্তোষ-বিধানার্থ ফ্রান্সের মন্ত্রিসভা ম্যাটসিনির প্রতি নির্ব্বাসনদণ্ড প্রযুক্ত করিলেন। ম্যাটসিনি মার্সেলিস্‌কে তাঁহার কার্য্যকেন্দ্র করিয়াছিলেন। নব্য ইতালী সমাজের সমস্ত পত্রাদি তথায় মুদ্রিত ও তথা হইতে প্রচারিত হইত এবং ইতালীর সমস্ত নগরগুলি মার্সেলিসের সঙ্গে যেন তারে তারে গাঁথা ছিল; এই জন্য ম্যাটসিনি মার্সেলিস্ পরিত্যাগ করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক হইলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, পার্য্যমাণে মন্ত্রিসভার আদেশ প্রতিপালন করা হইবে না, সুতরাং তিনি এরূপ ভাবে লুক্কায়িত হইয়া রহিলেন—যাহাতে লোকে মনে করে যে, তিনি ফ্রান্স পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন।

সেই সময় বৈদেশিক নির্ব্বাসিতগণ ফ্রান্সের প্রদেশ সকলে প্রতিষ্ঠাপিত হইতেন এবং জীবিকানির্ব্বাহের জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে যৎকিঞ্চিৎ করিয়া বৃত্তি পাইতেন। বৃত্তিভোগী বলিয়া তাঁহাদিগকে কতকগুলি বিশেষ বিধির অধীন হইতে হইত। ম্যাটসিনি ফরাসী গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে এই বৃত্তি লইতেন না, সুতরাং তিনি তাদৃশ বিশেষ বিধির অধীন ছিলেন না। এই জন্য তিনি পুলিশের প্রখর পর্য্যবেক্ষণ হইতে দূরে অবস্থিত ছিলেন। তিনি সাধারণতান্ত্রিকদিগের মুখযন্ত্রস্বরূপ ট্রিবিউন্ নামক পত্রিকার ১৮৩২ খৃঃ ২০শে সেপ্টেম্বরের সংখ্যায় মন্ত্রিদলের বিরুদ্ধে নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়া এইরূপ একখানি প্রতিবাদ পত্র প্রচারিত করিলেন—

"যে রাজ্যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ও বিদেশবাসের,

প্রাকৃতিক স্বত্বসীমা—গর্হিত বিধি ও অধিকতর গর্হিত বিধি-প্রয়োগ দ্বারা উল্লঙ্ঘিত হয়; যে রাজ্যে অভিযোগ, বিচার ও দোষনির্ণয় একই প্রভুশক্তি হইতে প্রসূত হয় এবং আত্মদোষক্ষালনের কোন প্রকার সম্ভাবনা প্রদত্ত হয় না; যেখানে যথেচ্ছাচার ও অধীনতাস্বীকার ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টান্ত নয়নগোচর হয় না;—সে স্থলে প্রত্যেক ব্যক্তিরই যাঁহার মনে বিন্দুমাত্রও আত্মগৌরব-জ্ঞান আছে, প্রকাশ্যে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের প্রতিবাদ করা কর্ত্তব্য।

"এরূপ প্রতিবাদের উদ্দেশ্য বৃথা আত্মদোষ-ক্ষালন-চেষ্টা নহে, অথবা যাঁহারা সেই অত্যাচারে প্রপীড়িত, তাঁহাদিগের মনে সহানুভূতি উদ্রিক্ত করার অভিলাষ নহে। যে প্রভুশক্তি আত্মবলের অপব্যবহার করিয়াছে, তাহার দুর্নাম ঘোষণা করা; যে রাজ্যে তাদৃশ ন্যায়বিগর্হিত কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার অপরাধ সকল একটি একটি করিয়া লোকের নয়নসমক্ষে ধারণ করা; তাদৃশ প্রভুশক্তি যে জনসাধারণের বিশ্বাসভঙ্গ করিয়াছে, তাহাদিগকে যে অপমানিত ও পদদলিত করিয়াছে, তাহার অসংখ্য প্রমাণের সহিত আর একটি প্রমাণের যোগসাধন করার—ঐকান্তিক আবশ্যকতার উপলব্ধি হইতেই এরূপ প্রতিবাদের উৎপত্তি।

"এই জন্যই আমি প্রতিবাদ করিতেছি।

"ফরাসী মন্ত্রিসভা আমার নিকট যে অনুজ্ঞাপত্র পাঠাইয়াছেন, দেখিলাম, সংবাদপত্র সকলে তাহা এবং যে সকল কারণ হইতে তাদৃশ অনুজ্ঞাপত্র উদ্ভূত হইয়াছে, তাহাও প্রচারিত হইয়াছে।

"দেখিলাম, স্বদেশের উদ্ধারসাধনের ষড়্‌যন্ত্রে লিপ্ত থাকা এবং পত্র ও পত্রিকাদির প্রচার দ্বারা ইতালীয়দিগকে সেই লক্ষ্যে উদ্দীপিত করার অপরাধ আমার প্রতি আরোপিত করা হইয়াছে। আমার স্কন্ধে দ্বিতীয় অপরাধ এই সংন্যস্ত হইয়াছে যে, আমি—একজন কপর্দ্দকশূন্য ও বন্ধুবান্ধব বিরহিত মার্সেলিসের অস্থায়ী বৈদেশিক অধিবাসী—আমি প্যারিসের সাধারণতান্ত্রিক সভার সভ্যদিগের সহিত চিঠিপত্র লেখালিখি করি এবং সেণ্ট মেরী ক্লইষ্টারের বীরগণের সহিত গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে পত্রাপত্র লিখি।

"আমি প্রথম অভিযোগের দায়িত্ব মস্তকে লইতে নিশ্চয়ই ভীত হইব না। যদি মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে স্বদেশে অপরিহার্য্য স্বত্বের প্রচার করার চেষ্টা ষড়্‌যন্ত্র হয়, তাহা হইলে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে, আমি ষড়্‌যন্ত্রী। দাসত্বে সুখে নিদ্রা যাওয়া অপেক্ষা, দাসত্বের বিরুদ্ধে সমরে প্রাণ বিসর্জ্জন করা সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ—স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণকে এই সত্যে উদ্দীপিত করার উদ্যম যদি ষড়্‌যন্ত্র হয়, তাহা হইলে আমি শতবার ষড়্‌যন্ত্রী। স্থির ও দৃঢ়ভাবে সেই সময়ের অপেক্ষা করিয়া থাক, যে সময়ের সুবিধা হইলে একটি জাতি ও একটি জাতীয় গবর্ণমেণ্ট সংস্থাপন করিতে পারিবে যদি স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণকে এই মন্ত্রে দীক্ষিত করার প্রয়াস ষড়্‌যন্ত্র হয়, তাহা হইলে আমি সহস্রবার ষড়্‌যন্ত্রী।

"মানব ভ্রাতার গৌরবরক্ষা ও উদ্ধার-সাধনের জন্য ষড়্‌যন্ত্র করা ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য। যে গবর্ণমেণ্ট আপনাকে উদার বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহার তাদৃশ পবিত্র-চরিত্র ও কর্ত্তব্য-পরায়ণ ব্যক্তির প্রতি অপরাধীর ন্যায় ব্যবহার করার কোন অধিকার নাই। নিতান্ত যথেচ্ছাচারী গবর্ণমেণ্ট না হইলে এ মতের অবমাননা করিবে না।

"দেখিলাম, মন্ত্রিসভার কার্য্য-বিবরণে পুলিশ কর্ত্তৃক অপহৃত কতিপয় পত্র হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে; তাঁহারা বলেন যে, এই পত্রগুলি আমি দেশের অভ্যন্তরিত কতিপয় বন্ধুকে লিখিয়াছিলাম।

"মন্ত্রিসভা বলেন যে, সেই সকল পত্রে ৫ই ও ৬ই জুনের অভ্যুত্থান-ব্যাপারের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে এরূপ লিখিত আছে যে, 'এই অভ্যুত্থানে ফরাসী সাধারণতান্ত্রিক দলের কোনও ক্ষতি হয় নাই; ফরাসী দেশহিতৈষিগণ তাঁহাদিগের পূর্ব্বকৃত প্রতিশ্রুতি-অনুরূপ প্রদেশ সকল হইতে প্যারিসে উপস্থিত হন নাই বলিয়াই এই অভ্যুত্থানের পতন হয়; আর একটি অভ্যুত্থানের উপাদানসামগ্রী প্রস্তুত হইতেছে, তাহাও অদূরে অনুষ্ঠিত হইবে; এইরূপে চতুর্দ্দিক্ হইতে লুই ফিলিপের সিংহাসনের অন্তর্ভেদ করা হইয়াছে; এবং অবশেষে ফরাসী সাধারণতান্ত্রিক সভা হইতে ইতালীয় বৈপ্লবিকদিগের সহকারিতার জন্য পাঁচ ছয় দূত প্রেরিত হইবে' ইত্যাদি।

"এই চিঠিগুলি কোথায়? প্যারিসে? ফরাসী গবর্ণমেণ্ট সেগুলি কি নিজে ধৃত করিয়াছিলেন? সে পত্রগুলির নকল কি অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট প্রেরিত হইয়াছিল? আমার চরিত্রে, আমার কার্য্যে এবং আমার চিঠিপত্রে কি পূর্ব্বে কখন এমন কিছু দৃষ্ট হইয়াছে, যাহাতে পূর্ব্বোক্ত চিঠিগুলি আমা কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে—এই প্রস্তাবনায় সমর্থন হইতে পারে?

"না!—সেই চিঠিগুলি হইতে যে সকল ভাগ উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহাতে সার্ডিনীয় পুলিশেরই মহিমা; মূল পত্রগুলি তাহাদিগেরই হস্তে রহিয়াছে। ফরাসী মন্ত্রিবর্গ প্রেরিত পত্রাংশ হইতেই পংক্তি সকল উদ্ধৃত করিতেছেন; সেই পত্রাঙ্ক যে মূল পত্রের প্রকৃত অংশ, তাহা তাঁহারা সার্ডিনীয় পুলিশের কথাতেই বিশ্বাস করিতেছেন। কিন্তু তাহাদের কথা যে বিশ্বাসযোগ্য, তাহার প্রমাণ কি? ফরাসী পুলিশ কি ফরাসী গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে আমার ষড়যন্ত্র করার কোন প্রমাণ পাইয়াছেন? ফরাসী গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিপ্লবস্থাপন বা অভ্যুত্থান করার অপরাধে কখন কি আমি ধৃত বা দণ্ডিত হইয়াছি?

"যখন এরূপ অবস্থা, তখন আমি কি উপায় অবলম্বন করি?

"কোন বিশেষ ও নির্দ্দিষ্ট অভিযোগের অসত্যতা প্রমাণ করা সম্ভবপর। কিন্তু যে অভিযোগ অনির্দ্দিষ্ট ও সাধারণ এবং সমস্ত জীবনের চিন্তা ও কার্য্যের উপর সংন্যস্ত, সে অভিযোগের অসত্যতা প্রমাণ করা অসম্ভব। যে অভিযোগের সাপক্ষে কোন প্রকার প্রমাণ প্রদত্ত না হয়, সে অভিযোগের বিরুদ্ধে আত্মসমর্থন করা সম্ভব নহে।

"আমি চাহিয়াছিলাম যে, মন্ত্রিসভার সমস্ত চিঠিপত্রগুলি যেন আমার নিকট প্রেরিত হয়, কিন্তু আমার সে প্রার্থনা গ্রাহ্য নাই। সুতরাং সে সকল অপরাধ অস্বীকার করা ভিন্ন আমার আর উপায়ান্তর নাই. এই জন্য আমি তাহাই করিলাম। আমার কোনও পত্রে মুদ্রিত পংক্তি সকলের অস্তিত্ব আমি সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিলাম।

"১লা আগষ্ট আমি মন্ত্রিবরকে যে পত্র লিখি, তাহাতেই সেই অস্বীকার ব্যক্ত থাকে। আমি মদীয় পত্রে উদ্ধৃত পংক্তি সকলের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করি; এবং সাহস করিয়া বলিতেছি যে, ফরাসী ও সার্ডিনীয় পুলিশ কখনই ইহা প্রমাণ করিতে পারিবে না। আমি এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুসন্ধান প্রার্থনা করি। আমি বিধি অনুসারে বিচার ও দণ্ডের প্রার্থী হইতেছি।

"কিন্তু মন্ত্রিবর আমার সে পত্র উত্তর-যোগ্য মনে করিলেন না। মার্সেলিসের প্রিফেক্ট—যিনি আমাকে মন্ত্রিবরের প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা করিতে বলিয়াছেন—আমাকে সহসা মার্সেলিস্ পরিত্যাগ করিতে দ্বিতীয় আদেশ প্রদান করিলেন; আমি অগত্যা তাহাতে স্বীকৃত হইলাম।

"প্রকৃত ঘটনা যাহা, তাহা বলিলাম।

"প্রভুশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! একণে জিজ্ঞাসা করি, তোমরা কি আশা কর? তোমাদিগের কপটাচারী 'পবিত্র' আখ্যাধারী সম্মলনের নিকট লজ্জাকর অধীনতা স্বীকার করিয়া, আমরা কি স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্য ভুলিব? অথবা তোমাদিগের অশ্রান্ত নির্যাতনে হতাশ ও ক্লান্ত হইয়া, অভ্যুদয়ে উঠিয়া, তোমরা যে স্বাধীনতার বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়াছ, সেই পবিত্র স্বাধীনতার ভাব কি আমরা হৃদয় হইতে বিদূরিত করিব? তোমরা কি মনে করিয়াছ যে, তোমরা একণে যে অনাহূত ব্রত গ্রহণ করিয়াছ, তোমাদিগের যথেচ্ছাচারী কার্য-পরম্পরায় সে ব্রতের উদযাপন হইবে? অথবা তোমরা কি বিশ্বাস করিয়াছ যে, যে আমাদিগের মধ্য ভ্রাতৃত্ববন্ধন দিন দিন দৃঢ়তর হইতেছে, তোমরা সেই আমাদিগের মধ্য সন্দেহ ও অবিশ্বাসের বীজ বপন করিয়া আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন ও বিপর্য্যস্ত করিবে? অথবা যে ফ্রান্স জগতে স্বাধীনতাস্থাপনরূপ ব্রত গ্রহণ করিয়া আপনিই তাহাতে ভঙ্গ দিয়াছেন, বৈদেশিক স্বজাতিপ্রেমিক ব্যক্তিগণের অন্তরে সেই ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্রতিঘাতভাব উদ্দীপিত করাই কি তোমাদিগের অভিপ্রায়?

"অথবা তোমরা কি জঘন্য কাপুরুষতার বশবর্ত্তী হইয়া এরূপ আশা কর যে, যাহাদিগকে তোমরা বিপৎ-সাগরের মধ্যে আনয়ন করিয়া বিপদের সময় ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছ—সুতরাং যাহারা ফ্রান্সে বর্ত্তমান থাকিতে তোমাদিগের গভীর অনুতাপ ও প্রখর আত্মগ্লানির মুহূর্ত্তমাত্র বিরাম নাই—সেই আমাদিগকে ফরাসীভূমি হইতে বিদূরিত করিয়া তোমাদিগের ললাটাঙ্কিত কলঙ্করেখা অপনীত করিবে? বৃথা প্রয়াস! সে কলঙ্করেখা—সে অপযশকালিমা—আটলাণ্টিক সাগরের জলরাশিতেও বিধৌত হইবার নহে। তোমাদিগের রাজত্বের প্রতিদিনেও, নির্ব্বাসিতের প্রতি অভিসম্পাতে, প্রতি ক্রন্দনরবে—সে কলঙ্করেখা গভীরতর ও সে কালিমা গাঢ়তর হইতেছে।

"যাহা ইচ্ছা কর তোমরা! কর যত পার! তোমরা আমাদিগের নিকট হইতে প্রিয় স্বাধীনতা, ততোধিক প্রিয়তর জন্মভূমি এবং জীবিকানির্ব্বাহোপযোগী কপর্দ্দক পর্য্যন্তও কাড়িয়া লইয়াছ, একণে আমাদিগের নিকট হইতে আর কি লইবে? প্রাকৃতিক বস্তুজাতের মধ্যে একমাত্র বাক্‌শক্তির স্বাধীনতা আছে; ইচ্ছা হয়, তাহাও হরণ কর; গন্ধবহ ইতালীক্ষেত্র হইতে গন্ধ আনিয়া আমাদিগের নাসারন্ধ্রে যোগাইতেছে, যদি পার, তাহাও হরণ কর; আর নির্ব্বাসিত ইতালীয়ের একমাত্র সান্ত্বনা—সুদূর সুনীল

সাগরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মনে মনে বলা, ঐ পুণ্যভূমি ইতালী দেখা যাইতেছে—যদি ইচ্ছা হয়, আমাদিগকে সে সান্ত্বনা হইতেও বঞ্চিত কর। আবার বলি, কর তোমরা যত পার, ধ্বংসের পথে—অবমাননার পথে—এইরূপে দিন দিন অগ্রসর হও। তোমরা যে বিকট ব্যবস্থায় জনসাধারণের সমক্ষে তোমাদিগের অদৃষ্টপূর্ব্ব নীচতা ও প্রতারণা অবতারিত করিয়েছ, জানিও, তাহা জনসাধারণের মঙ্গল ও উদ্ধারের অনুকূলেই। তোমরা যে তোমাদিগের আত্মকার্য্য দ্বারাই প্রতিপন্ন করিতেছ যে, রাজগণের মঙ্গলের সহিত জনসাধারণের মঙ্গলের সামঞ্জস্য অসম্ভব, ইহা সেই পবিত্র সত্যেরই জয়ের অনুকূলে।

"কিন্তু যখন তোমাদিগের পাপ পরিমাণ-পূর্ণ হইবে, যখন জনসাধারণ বিজয়ভেরী স্বাধীনতার রাজ্য উদ্ঘোষিত করিবে, যখন ফ্রান্স একবাক্যে তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবে—এতদিন তোমাদিগের হস্তে যে প্রভুশক্তি ন্যস্ত ছিল, তোমরা তাহার কি ব্যবহার করিলে?—তখনই তোমাদিগের আর দুঃখের পরিসীমা থাকিবে না—জানিও, তখন রাজা প্রজা সকলেই তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিবে।

"তোমরা তোমাদিগের কুহ-বিশ্বাস নিরুপায় মাতৃভূমিকে যথেচ্ছাচারী রাজবৃন্দের প্রতারণাজালে আবদ্ধ করিয়াছ। তোমরা তাঁহার মস্তকে অপমানের বোঝা অর্পণ করিয়াছ। তোমরা বিশ্বজনীন সম্মিলনের পরিণতির পথে কণ্টক রোপণ করিয়াছ। তোমরা 'পবিত্র সম্মিলনের' করাল কবলে জনসাধারণের স্বাধীনতারত্ন নিক্ষেপ করিয়াছ। বিগত জুলাইএর অভ্যুত্থান স্বাধীনতা-পক্ষপাতী ব্যক্তিদিগের অন্তরে যে পবিত্র ভ্রাতৃভাব উদ্দীপিত করিয়াছিল, তোমরা তাহার গতি প্রতিহত করিয়াছ; মনুষ্যের মনকে তোমরা বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছ; সাধুদিগেরও হৃদয়কে তোমরা অবিশ্বাস-তিমিরে আচ্ছন্ন করিয়াছ।

"কিন্তু যখন তোমাদিগের কূট রাজনীতি ও বিশ্বাসঘাতক রচনাবলীর বলিগণ কঙ্কালাবশিষ্ট ভূতগণের ন্যায় তোমাদিগের নিকট আসিয়া আশ্রয় ভিক্ষা করে, তখন তোমরা তাহাদিগের প্রতি ভীষণ অত্যাচার করিয়া তাহাদিগকে দেশবহিষ্কৃত করিয়া দাও; তখন তোমরা আতিথ্য ও দারিদ্র্যের অলঙ্ঘ্য স্বত্ব তোমাদিগের বিগ্রহ হইতে একবারে উঠাইয়া দাও।

"কিন্তু তোমরা যাহাই কর না কেন, কিছুতেই তাঁহাদিগের মনকে বিচলিত করিতে পারিবে না। আমরা ভাবী বিপ্লবের কতিপয় অগ্রদূত, সংখ্যায় স্বল্পমাত্র, দারিদ্র্য ও বিপৎপরম্পরার পবিত্রবন্ধনে দৃঢ় সংবদ্ধ—আমরা যে দিন হইতে ইতালীবাসীদিগের উদ্ধারসাধনব্রতে জীবন উৎসর্গ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি, সেই দিনই জীবনের সমস্ত আনন্দে জলাঞ্জলি দিয়াছি; অনিষ্টকারী বিপক্ষের সন্দেহ ও প্রচণ্ড ক্রোধে আমাদিগের হৃদয় কলুষিত হইবার নহে। যে দল জনসাধারণের অনুমতি না লইয়া স্বহস্তে রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন, সে দলের সহিত জনসাধারণের কোনও সহানুভূতি হইতে পারে না। আমরা জনসাধারণের সহিত সমান কষ্ট পাইতেছি, সুতরাং জনসাধারণের সহিত আমাদিগের পূর্ণ সহানুভূতি, আমরা সেই জনসাধারণের সহিত মিলিত হইয়া আমাদিগের দল পরিপুষ্ট করিব এবং যাহাতে যথেচ্ছাচারিণী প্রভুশক্তি তাহার ছায়াও স্পর্শ করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান্ হইব। এমন দিন অবশ্যই আসিবে, যে দিনে সকলের কার্য্যকলাপ ন্যায়ের সূক্ষ্ম তুলাদণ্ডে পরিমাপিত হইবে।"

নবম অধ্যায়

অদ্ভুত নির্য্যাতন।

যথেচ্ছাচারিণী প্রভুশক্তির মহতী দুর্ব্বলতা এই যে, ইহা প্রতিবাদ সহিতে পারে না। প্রতিবাদ ন্যায়সঙ্গত হউক বা না হউক, প্রতিবাদমাত্রে ইহার ক্রোধ উদ্দীপিত হইবে। সুতরাং যেরূপ আশা করা যাইতে পারে, ম্যাটসিনিরও প্রতিবাদ প্রচারিত হইল, অমনি তাঁহার প্রতি ও তৎপ্রতিষ্ঠাপিত সমাজের প্রতি ফরাসী গবর্ণমেণ্টের নির্য্যাতনস্পৃহাও বলবতী হইয়া উঠিল। তাঁহাদিগের অধ্যবসায়ে উদ্দীপিত ও ইতালীয় গবর্ণমেণ্টের দূতগণ কর্তৃক উত্তেজিত হইয়া, ফরাসী মন্ত্রী নব্য ইতালীসমাজের পত্রিকার প্রচার রহিত করিবার জন্য যথাশক্তি বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। তিনি ইহার প্রকাশক ও প্রিণ্টর প্রভৃতিকে ইহার লেখক বলিয়া সন্দেহ করিয়া তাহাদিগের প্রতি সম্পত্তিহরণ ও নির্ব্বাসনদণ্ড প্রয়োগ করিবেন বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিলেন; এবং দ্বিগুণতর উৎসাহ ও দ্বিগুণতর কার্য্যপরতার সহিত ম্যাটসিনির অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন! তাঁহারাও অসাধারণ পৌরুষের সহিত সেই ভীষণ দ্বন্দ্বযুদ্ধের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে লাগিলেন। তাড়িত ইতালীয় কম্পজিটর, প্রেসম্যান প্রভৃতির স্থলে তাঁহারা ফরাসী কম্পজিটর প্রেসম্যান প্রভৃতি নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। ডিমিত্রি ডিম্যান্ নামক একজন মার্সেলিসের অধিবাসী

সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদিগের কম্পোজিটরগণ কার্যক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকস্থিত গ্রাম সকলে বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিল এবং তাঁহার পত্রিকা সকল মুদ্রিত হওয়ার পরক্ষণেই সর্ব্বত্র প্রেরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে ফরাসী গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বপ্রকার চেষ্টাই বিফল হইতে লাগিল।

ম্যাটসিনি ইহার পর আর ত্রিশ বৎসরকাল জীবিত ছিলেন। এই ত্রিশ বৎসরের বিশ বৎসরকাল তিনি একটি ক্ষুদ্র গৃহের দেউলচতুষ্টয়ের অভ্যন্তরে স্বেচ্ছা-কারাবাসে সংরুদ্ধ হন।

ফরাসী গবর্ণমেণ্ট তাঁহার বিশেষ অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন, কিন্তু তিনি অদ্ভুত কৌশলে ফরাসী গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বপ্রকার অনুসন্ধানের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে লাগিলেন। মার্সেলিসের প্রিফেক্টের কতিপয় গুপ্তচর ম্যাটসিনির নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টের যত কিছু হুকুম জারি হইত, তাহার নকল তাঁহাকে প্রদান করিতে লাগিল। তদ্দ্বারা তিনি প্রতিপদেই গবর্ণমেণ্টের অনুসন্ধিৎসা হইতে রক্ষা পাইতে লাগিলেন। অবশেষে একবার ধরা পড়িলেন। কিন্তু কোন প্রকারে প্রিফেক্টের মত করিলেন যে, প্রিফেক্টের নিজের অনুচর দ্বারা যেন তাঁহাকে দেশান্তরিত করা হয়। উৎকোচের মহিমায় এ যাত্রাও তিনি রক্ষা পাইলেন। ম্যাটসিনির একজন বন্ধু ছিলেন, ম্যাটসিনির সহিত তাঁহার সম্পূর্ণরূপ আকৃতি-সৌসাদৃশ্য ছিল। উৎকোচের মোহিনী শক্তিবলে প্রিফেক্টের অনুচরেরা তাঁহাকেই ম্যাটসিনি বলিয়া জেনোয়ায় রাখিয়া আসিল। এ দিকে আসল ম্যাটসিনি জাতীয় সৈন্যের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া অবাধে ও নিঃশঙ্কচিত্তে আপন গুপ্ত-মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ম্যাটসিনি এতদবস্থায় একবৎসর মার্সেলিসে অবস্থিতি হইয়া প্রবন্ধসংরচন, প্রুফ সংশোধন ও পত্রপত্রী লেখনে এবং গভীর মধ্য-রজনীতে ইতালী হইতে সমাগত জাতীয় দলের সভ্যদিগের ও ফরাসী সাধারণতান্ত্রিক দলের অধিনায়কদিগের সহিত গুপ্ত মন্ত্রণায় নিরত রহিলেন।

এমন সময় ফরাসী গবর্ণমেণ্ট তাঁহার বিরুদ্ধে একটি ভীষণ দুর্নাম রটনা করিলেন। ফরাসী গবর্ণমেণ্ট ম্যাটসিনির বিরুদ্ধে—অপ্রমাণ্য ও অমূলক অপবাদ প্রচার, দোষোদ্ঘোষণ, যাহার প্রতিবাদ সম্ভবপর নহে, এক সংবাদপত্রে এই উদ্দেশ্যে সংবাদ জ্ঞাপন যে, অপর সংবাদপত্র লেখকেরা এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার নিন্দা সর্ব্বত্র প্রচারিত করে; জেসুইটদিগের ন্যায় অন্তর্নিগূহিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের অনুষ্ঠান করা, এবং সংগ্র পত্র হইতে এরূপ পরিবর্ত্তিত ও বক্রীকৃতভাবে খণ্ডাংশ সকল প্রকাশ করা, যাহাতে লেখকের অনভিপ্রেত অন্য অর্থ বুঝাইতে পারে—ইত্যাদিরূপ যে নির্যাতন-পরম্পরা অবলম্বন করেন, পূর্ব্বোক্ত দুর্নাম রটন তাহার সূত্রপাত মাত্র। ইতালীর যথেচ্ছাচারী রাজমাত্রই লুই ফিলিপের পুলিশের নিকট এইরূপ নির্যাতন-প্রণালী শিখিতে লাগিলেন। এই প্রণালীর বশবর্ত্তী হইয়া ইতালীয় ঐতিহাসিক, রাজকর্ম্মচারী, নির্নাম সংবাদপত্রলেখক, সাময়িক-পত্রিকা-রচয়িতা, কর্ম্মপ্রার্থী বা পেন্‌সনভিখারী, গুপ্তচর বা বাণিজ্যব্যবসায়ী—যুদ্ধসেনার পশ্চাদ্বর্ত্তী শকুনির ন্যায় ত্রিশ বৎসরকাল তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়াছিল।

এই রণবীরদিগের যুদ্ধ-প্রণালী পশ্চাতে বা পার্শ্বে আঘাত করা—সম্মুখ-সমরে ইঁহারা কখনই অগ্রসর হন না, যদি কখন হন, তাহা হইলে নাম অপ্রকাশ রাখিয়া। তাঁহারা স্বকপোল-কল্পিত বা প্রকৃত ম্যাটসিনির প্রত্যেক কার্য্যের বিরুদ্ধ কুক্কুরের ন্যায় ঘেউ ঘেউ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে কমিউনিষ্ট, গোঁড়া সোস্যালিষ্ট, বিভীষক, রক্তপিপাসু, প্রতিবাদসহনাসমর্থ, প্রবেশনিষেধক, দুরাকাঙ্ক্ষ, ভণ্ড ও ষড়যন্ত্রী প্রভৃতি বিশেষণে অভিরঞ্জিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহারা কেবল তাঁহাদিগেরই মনে বিশ্বাস উৎপাদন করিতে সমর্থ হইলেন—যাঁহাদিগের সকল বিষয়েই সহজে বিশ্বাস জন্মে, অথবা যাহারা আপনাদিগের অক্ষমতাজ্ঞানে—পেচক যেমন দিবালোক সহিতে পারে না, তেমনই—কার্য্যের নামে কম্পিত-কলেবর হয়।

গুপ্তহত্যা বা তত্তোধিক জঘন্য গুপ্তহত্যার আদেশরূপ অপবাদ ম্যাটসিনির বিরুদ্ধ প্রচারিত হইল। ফরাসী শাসনসমিতি ম্যাটসিনিকে ধরিতে না পারিয়া রাগোন্মত্ত হইয়া ভাবিলেন, ম্যাটসিনির বিরুদ্ধে এইরূপ অপবাদ উদ্ঘোষিত করা যাউক, যাহাতে, যে লৌকিক প্রীতি ও ভক্তি ম্যাটসিনির একমাত্র অবলম্বন, তিনি তাহা হইতে নিশ্চয়ই বিচ্যুত হইবেন। এই জন্য তাঁহারা ম্যাটসিনির নাম জাল করিয়া মনিটর নামক পত্রিকায় তাঁহার নামস্বাক্ষরিত একখানি আদেশলিপি প্রচারিত করিলেন।

আদেশ-লিপির মর্ম্ম এই—"১৫ই অক্টোবর

রজনী দশ ঘটিকার সময় মার্সেলিসে নব্য ইতালী সমাজের একটি অধিবেশন হয়। রোডেস্ সমাজের সভাপতি ইমিলিয়ানি, স্কুরিএটি, লাজারেচি এবং আন্দ্রিয়ানি নামক ব্যক্তি-চতুষ্টয়ের নামে এক অভিযোগপত্র প্রেরণ করেন। সেই অভিযোগপত্রের বিচারই এই সভার সেই অধিবেশনের কার্য্য ছিল। সভায় উক্ত ব্যক্তি-চতুষ্টয়ের অপরাধ সাব্যস্ত হইল। অপরাধগুলি এই—'প্রথমতঃ ইহারা আমাদিগের পবিত্র সমাজের বিরুদ্ধে কতকগুলি কলঙ্কপূর্ণ রচনা প্রচার করে এবং দ্বিতীয়তঃ ইহারা জঘন্য পোপ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইয়া আমাদিগের পবিত্র স্বাধীনতাসমরের উদ্যোগ সকল বিফল করিতে চেষ্টা করে, এই জন্য নব্য ইতালী সমাজ অনেক বিবেচনা ও বিচারের পর একবাক্যে ইমিলিয়ানিস স্কুরিএটির প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিলেন। পূর্ণ প্রমাণ না পাওয়ায় লাজারেচি ও আন্দ্রিয়ানির প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ করা গেল না, কেবল বেত্রাঘাত ব্যবস্থা করা গেল এবং রোডেস সভার প্রতি ভার হইল—তাঁহারা যেন তাহাদিগকে চিরদাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করেন। রোডেস্ সভার সভাপতির প্রতি এই আদেশ প্রদত্ত হইল—তিনি যেন এমন চারিজন ব্যক্তিকে নির্ব্বাচিত করেন, যাহারা বিশ দিনের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত প্রাণদণ্ডাজ্ঞা কার্য্যে পরিণত করিতে পারে। তাহাদিগের মধ্যে কেহ অস্বীকৃত হইলে যেন অচিরাৎ তাহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। মার্সেলিসের প্রধান সভার সম্মুখে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর, রজনী দ্বিপ্রহরের সময় এই আদেশ প্রদত্ত হইল।

ম্যাটসিনি, সভাপতি।
সেনিনেরা, কর্ম্মচারী।"

এই পত্রে যে গুপ্তহত্যার উল্লেখ আছে, তাহা বাস্তবিক ঘটিয়াছিল। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ২০শে অক্টোবর আভেরন্ প্রদেশের রোডজ নগরের রাজপথে ইমিলিয়ান নামক এক ব্যক্তি সত্য সত্যই কতিপয় ইতালীয় নির্ব্বাসিত দ্বারা আক্রান্ত ও আহত হয়। কিন্তু সে আঘাত সাংঘাতিক হয় নাই; এবং আততায়ীরাও প্রত্যেকে পাঁচ পাঁচ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। এই দণ্ডের অনতিকাল পরে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মে উক্ত ইমিলিয়ানি এবং তাঁহার সহচর লাজারেচি নামক আর এক ব্যক্তি গাভিয়োলি নামক কোন ইতালীয় নির্ব্বাসিত যুবকের হস্তে হত হন।

হত দুইজনই মডেনার ডিউকের গুপ্তচর। যৎকালে এই হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়, ম্যাটসিনি হত ও হত্যাকারীদিগের কাহারও অস্তিত্বমাত্রও অবগত ছিলেন না।

ইহার অব্যবহিত পরেই আভেরন্ প্রদেশের 'জর্ণাল্ ডি আভেরন্' নামক পত্রিকায় এই হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত বলিয়া ম্যাটসিনির নামে এক অভিযোগ প্রকাশিত হয়। ম্যাটসিনি এই অভিযোগের প্রত্যুত্তরে ট্রিবিউন্ নামক পত্রিকায় যে পত্রখানি লিখেন, তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

"সুবিখ্যাত ট্রিবিউন্ পত্রের সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

"মহাশয়, জর্ণাল ডি আভেরানের ২৭শে অক্টোবর তারিখের সংখ্যায় ইহা মডেনার পূর্ব্বে অশ্বপাল ইমিলিয়ানি নামক কোন ব্যক্তির গুপ্তহত্যা উপলক্ষে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন:—

"আভেরানের প্রিফেক্ট এই হত্যা সম্বন্ধে যে সংবাদ পাইয়াছেন, তাহাতে এরূপ বিশ্বাস হয় যে, হতভাগ্য ইমিলিয়ানির আততায়িগণ নব্য ইতালী নামক সমাজের অধিনায়কদিগের হস্তে কলযন্ত্রস্বরূপ, যে সকলেরা তাঁহাদিগের নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলীতে বশ্যতা-স্বীকারে অসম্মত, ইহারা এই সকল বলযন্ত্র দ্বারা তাহাদিগের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করেন।

"উক্ত পত্রিকার সম্পাদক যদি এই বাক্যগুলি দ্বারা সেই 'নব্য ইতালী' সমাজের প্রতি কটাক্ষ করিয়া থাকেন—যাহার সভ্যেরা একটি নির্দ্দিষ্ট রাজনৈতিক ধর্ম্মে দীক্ষিত; একমাত্র যে ধর্ম্মে ইতালীর পুনরুদ্ধার সম্ভবপর বলিয়া যাহার সভ্যদিগের অবিচলিত বিশ্বাস এবং 'নব্য ইতালী' নামক একখানি মাসিক পত্রিকায় যে ভিত্তিভূত মত সকল বিবৃত ও বিখ্যাত হইয়া থাকে—তাহা হইলে আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে, আমি এই সমাজের একজন অধিনায়ক এবং সেই পত্রিকার একজন সম্পাদক। সুতরাং সেই সভার অন্যতম সভ্য বলিয়া সেই সভার নামে এই অভিযোগের প্রত্যুত্তরদানে আমার অধিকার আছে। অধিকার আছে বলিয়াই আমি অসন্দিগ্ধচিত্তে বলিতেছি যে, পূর্ব্বোক্ত পত্রিকার সম্পাদক ও অন্যান্য যে কেহ এরূপ অভিযোগ উত্থাপিত করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সকলেরই কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

"আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে, কেহই এরূপ লজ্জাকর অভিযোগের সাপক্ষে প্রমাণের ছায়াও অবতারিত করিতে পারিবেন না,—যাঁহাদিগের বিরুদ্ধে এরূপ উপস্থাপিত হইয়াছে, তাঁহারা যে আভেরন্

পত্রিকার সম্পাদকের তুল্য সম্রান্ত, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

"আমি আরও বলিতেছি যে—যে দল আপনাদিগের সংস্থাপিত নিয়ম প্রতিপালনে অক্ষম বা অনিচ্ছুক ব্যক্তি মাত্রেরই উচ্ছেদসাধনে কৃতসঙ্কল্প, এরূপ কোন দলের অস্তিত্ব সম্ভবপর বলিয়া বিশ্বাস করিবেন না। নব্য ইতালী সমাজের কর-যন্ত্র কেহ নাই। যে সকল স্বাধীন পুরুষ স্বাধীনভাবে ইহার মত সকল গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগকেই এই সমাজ সভ্য শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করেন। ইহার সভ্যেরা যথাকালে কেবল অষ্ট্রীয়দিগের বিনাশসাধন করিবেন বলিয়াই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

"এই আমার উত্তর।

"ফরাসী সম্পাদক যে সকল মার্গহত্যা ব্যাপারের উল্লেখ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, ফ্রান্সে এরূপ ব্যাপার কখনই জাতীয় আকার ধারণ করিতে পারে না, ইহা উত্তরদানের অযোগ্য। প্রত্যেক ফরাসী লেখক—যিনি লিখিবার পূর্ব্বে একবার ভাবেন—জানেন যে, এরূপ মার্গহত্যা জাতিবিশেষের বিশেষ ধর্ম্ম নহে; এবং কোন জাতির আচার ব্যবহারের বিসদৃশ অপরাধ সকল তাঁহাদিগের দেশেও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

"রেবস ও ডেল্‌পেকের হত্যাকারীরা ইমিলিয়ানির হত্যাকারীদিগের সমশ্রেণীক।

৩০শে অক্টোবর	আপনার একান্ত অনুগত
১৮৩২ খৃষ্টাব্দ	ম্যাটসিনি।"

ম্যাটসিনি মনিটর পত্রের উত্তরে ন্যাসন্যাল্ পত্রিকায় এই মর্ম্মে একখানি পত্র লিখেন;—

"মহাশয়!—বিগত—৭ই জুনের মনিটরের রোডেসের হত্যাসম্বন্ধে সত্যের আকারে কতকগুলি অলীক বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সারাংশ এই—মার্সেলস্থিত নব্য ইতালী নামক কোন গুপ্ত সমাজের আদেশেই লাজারেচি ও ইমিলিয়ানির গুপ্তহত্যা সংসাধিত হইয়াছে; সেই স্বকপোলকল্পিত আদেশলিপি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং তাহাতে সেই সমাজের সভাপতি বলিয়া আমার নাম সংযোজিত করিয়াছেন।

"যে শাসনসমিতি—পিরিনিসে মিথ্যা শপথকারী, অ্যাঙ্কোনায় পুলিশের গুপ্তচর, ফ্রাঙ্কফোর্টে অপজ্ঞাপক এবং পবিত্র সম্মিলনের নামে তাহার উপকারার্থ নির্য্যাতনকারী—আমার ও মৎসদৃশ স্বদেশানুরাগী অন্যান্য নির্ব্বাসিতের বিরুদ্ধে এইরূপ যখন যেরূপ প্রয়োজন, নূতন নূতন আকার ধারণ করিয়াছেন; কোন স্বাধীনহৃদয় তেজস্বী ব্যক্তি অসামান্য পৌরুষ ও অধ্যবসায় সহকারে দুর্ব্বহ দুঃখভার অবিচলিতচিত্তে বহন করিতেছেন দেখিলে, যে শাসনসমিতির অহঙ্কার আহত হয়;—সেই শাসনসমিতি যে, আমি যাহাতে দুঃখ পাই এমন কোন ষড়যন্ত্রে নিমগ্ন হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? যে ফ্রান্সে আমি স্বাধীনভাবে বাস করিতেছিলাম, সে ফ্রান্স হইতে আমি বিদূরিত হই—তাহা যে এরূপ শাসনসমিতি ইচ্ছা করিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? এবম্ভূত শাসনসমিতির সহিত আমার মত স্বদেশানুরাগীদিগের সমর কেবল মরণে অবসিত হইবে।

"কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যে তাঁহার শত্রুকে আহত করিয়া ক্ষতস্থানে বিষপ্রয়োগ করিবেন; নির্য্যাতনতূণ হইতে এক একটি করিয়া সমস্ত বাণ শত্রুগাত্রে নিক্ষেপ করিয়া যে আবার অপযশশর তাহার বিরুদ্ধে নিক্ষেপ করিবেন এবং তাহাকে সুখ, শান্তি ও স্বাধীনতায় বঞ্চিত করিয়া অবশেষে গৌরবেও বঞ্চিত করিবেন—এরূপ নীচতা ঈদৃশ গবর্ণমেণ্টেও আমি সম্ভবপর বলিয়া মনে করি নাই। সেই কৌশলময় ও জঘন্য রচনায় যে যে স্থল পরস্পর বিসম্বাদী, সে সে স্থল উদ্ধৃত করিয়া আমি বৃথা সময় নষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না * *

এরূপ অভিযোগ যেরূপ নীচ স্থান হইতে উত্থিত হইয়াছে, তাহাতে আমার পক্ষে দোষক্ষালন-চেষ্টায় লাঘব-স্বীকার বটে, কিন্তু তথাপি মনিটর যেরূপ অসমসাহসিকতার সহিত একজন নিরীহ ভদ্রলোকের নাম পূর্ব্বোক্ত আদেশলিপির নিম্নে প্রদান করিয়াছেন, সে অসমসাহসিকতা দণ্ডিত না হইলে জগতে দুষ্টের অতি প্রাদুর্ভাব হইবে। এই জন্য আমি বিচারালয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিব।

"আমি বিচারালয়কেন্দ্র দিয়া জানিব, কি সাহসে মনিটর একমাত্র অপ্রমাণীকৃত দলীলের উপর নির্ভর করিয়া আমার মত একজন নিরীহ ব্যক্তিকে হত্যাকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন।

"যাহা হউক, ইত্যবসরে অনেকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আমার পক্ষসমর্থন আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা যখন স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আমার পক্ষ-সমর্থনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তখন এ অভিযোগ আমি অস্বীকার করি, ইহা বোধ হয়, তাঁহারা আশা করিতে পারেন।

"সেই জন্যই আমি স্পষ্টাক্ষরে ইহা অস্বীকার করিতেছি।

"আমি অসন্দিগ্ধভাবে আরোপিত বিবরণ, দণ্ডাজ্ঞা এবং সমস্ত বিষয় আমূল অস্বীকার করিতেছি।

"আমি মুক্তকণ্ঠে গবর্ণমেণ্টের মুখযন্ত্রস্বরূপ মনিটরকে মিথ্যাবাদী বলিতেছি।

"আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী এবং মদ্বিষয়ক অপযশের সৃষ্টি-কর্ত্তা বৈদেশিক পুলিশ—কেহই আমার স্কন্ধে আরোপিত অভিযুক্ত বিষয়ের একবর্ণও প্রমাণ করিতে পারিবেন না, অথচ যে আদেশলিপি প্রচারিত হইয়াছে, মদ্মাঙ্কিত তাহার আসল লিপি কেহই দেখাইতে পারিবেন না এবং আরোপিত লিপির একটি ছত্রও দেখিয়া বোধ হইবে না যে, এরূপ কার্য্য আমা দ্বারা সম্ভবপর।

জোসেফ ম্যাটসিনি।"

এই প্রতিবাদে মনিটর প্রত্যুত্তর-রহিত। আসল দলীল কখনই বাহির করা হয় নাই। ম্যাটসিনি তৎকালে মার্সেলিসে অজ্ঞাতবাস করিতেছিলেন; সুতরাং তিনি স্বয়ং উপস্থিত হইতে বা কাহারও উপর ওকালতনামা দিতে অক্ষম হওয়ায় মনিটরের নামে মিথ্যা অপযশঘোষণার অভিযোগ করিতে অক্ষম হয়েন।

যাহা হউক, আদালত এই বিষয়ের অন্যরূপ মীমাংসা করিলেন। আভেরনের উচ্চতম আদালত বিচারে স্থির করিলেন যে, এই হত্যাকাণ্ড পরস্পর বিবাদের ফল এবং পূর্ব্বাভিসন্ধি ব্যতীত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই জন্য উক্ত বিচারালয় হত্যাকারীদিগের প্রাণদণ্ড না করিয়া গ্যাভিয়ালির প্রতি চিরদাসত্ব দণ্ড ও লা সেসিলিয়াকে পূর্ণ মুক্তি প্রদান করিলেন।

আমার অনুমান ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে গিসকেট্ নামক এক ব্যক্তি—যিনি ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে পালমের পদে অভিষিক্ত হন—স্বদীয় জীবনীমালা লিখিবার সময় তদ্বিরুদ্ধে পূর্ব্বারোপিত অভিযোগ ইহার অন্তর্নিবিষ্ট করেন। ম্যাটসিনিকে অগত্যা আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় এবং গিসকেট তথায় মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে, তিনি যে ম্যাটসিনির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, সে অন্য ব্যক্তি; উপস্থিত ব্যক্তি অতি সচ্চরিত্র এবং এরূপ কোন অপরাধ করিতে অক্ষম।

ইহার কিছুদিন পরে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে সার জেমস্ গ্রেহাম নামক একজন ইংলণ্ডীয় মন্ত্রী ম্যাটসিনির বিরুদ্ধে পূর্ব্বোক্ত অভিযোগ পুনরুত্থাপিত করেন। কিন্তু আভরনের জজের নিকট হইতে এ বিষয়ে যে সংবাদ পান, তাহাতে তাঁহাকে হাউস্ অব কমন্সে প্রকাশ্যরূপে ম্যাটসিনির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হয়। তথাপি ম্যাটসিনির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সংবাদপত্রে বা বিনামা পত্রে বার বার অনেক দিন ধরিয়া ক্রমাগত এরূপ কুৎসা বাহির হওয়ায় ধীরে ধীরে অনেকের মনে প্রতীতি জন্মিল যে, ম্যাটসিনি একজন শোণিতপিপাসু প্রতিহিংসাপরবশ ভীষণ-প্রকৃতির লোক এবং নব্য ইতালী সমাজের দণ্ডবিধিতে শপথভঙ্গকারী বা গৃহীত মতের বিরুদ্ধাচারী সভ্যগণের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর দণ্ড ব্যবস্থাপিত আছে। এই ভীষণ অপবাদের বিরুদ্ধে ম্যাটসিনি স্বয়ং যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমরা নিম্নে অনুবাদ করিয়া দিলাম:—

"রক্তমোক্ষণ—যাঁহারা আমাকে ভালরূপ জানেন, তাঁহারা সকলেই বলিবেন যে—রক্তমোক্ষণ আমি অন্তরের সহিত ঘৃণা করি এবং আমার বিশ্বাস যে, সর্ব্বপ্রকার ভয়-প্রদর্শন ভাবি-অমঙ্গল-নিবারণের অতি নৃশংস, ন্যায়বিগর্হিত এবং নীচ উপায়; এই জন্য ইহাও আমার গভীর ঘৃণার বিষয়, অমঙ্গলনিবারণের সবিশেষ ফলপ্রদ উপায়—উদার ভাব সকলের সর্ব্বতোবিকিরণ; এবং আমার বিশ্বাস যে, প্রতিহিংসা বা প্রায়শ্চিত্তকে দণ্ডবিধির ভিত্তিভূমি করা নীতি-বিরুদ্ধ ও নিষ্ফল, এরূপ দণ্ড ব্যক্তিবিশেষ দ্বারাই প্রযুক্ত হউক বা সমাজ দ্বারাই প্রযুক্ত হউক। যে দুর্দ্দমনীয় বল মানব-স্বত্ব ও মানব-কর্ত্তব্যের উল্লঙ্ঘন করে, তাহার বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর হওয়ার শোচনীয় আবশ্যকতামাত্র আমি স্বীকার করি।

"নব্য ইতালী সমাজ কার্ব্বোনারিজম্ সম্প্রদায়ের প্রতিহিংসাপ্রবণ নিয়মাবলী ও ব্যবহারাবলী অস্বীকার করিয়া বিশ্বাসঘাতকদিগের বিরুদ্ধে পূর্ব্বে যে মৃত্যুভয় প্রদর্শিত হইত, তাহা তুলিয়া দিয়াছেন। নব্য ইতালী সমাজের কেন্দ্রীভূত সভা হইতে কেবল একমাত্র বিধিব্যবস্থা বাহির হইয়া থাকে। সে দণ্ডবিধি-ব্যবস্থা সকলেরই সম্মুখে ধারণ করা হইয়াছে, সুতরাং সকলেই তাহার ভালমন্দ বিচার করিতে পারেন।

"যাঁহারা গুপ্তচর বা বিশ্বাসঘাতকদিগের ধ্বংসবিধানের জন্য অনুরোধ করিতেন, তাঁহাদিগকে আমি বলিতাম যে, শুদ্ধ সেই সকলের নাম প্রকাশ করিয়া তাঁহাদিগের গুণব্যাখ্যা কর—সেই অপযশই তাঁহাদিগের যথেষ্ট দণ্ড হইবে।

"এরূপ সম্ভব যে, কখন কখন আমাদিগের এই সকল নির্দ্দিষ্ট নীতির বিরুদ্ধে প্রদেশবিশেষে আমাদিগের অজ্ঞাতসারে কোন কোন কার্য্য হইয়া থাকে; কখন কখন সম্প্রদায়ত্যাগী বিশ্বাসঘাতকদিগের বিরুদ্ধে কোনও প্রাদেশিক সভা হইতে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু সে দোষ নব্য ইতালীসমাজের উপর আরোপিত করা যুক্তিবিগর্হিত।

"নব্য ইতালীসমাজের লক্ষ্য দ্বিবিধ। প্রথম লক্ষ্য ইতালীর প্রধান বল—একমাত্র আশা—নব্য সম্প্রদায়কে অকৃত্রিম বৈপ্লবিক মতের অধিনেতৃবৃন্দের অধীন আনা। দ্বিতীয় লক্ষ্য ইহার অধিনেতৃবৃন্দ ও প্রতিনিধিগণ দ্বারা ইতালীর বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায়কে একতা, স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যরূপ এক লক্ষ্যে একত্রীকৃত করা।

"প্রথম লক্ষ্য সংসাধনের ভার অবস্থা ও মর্য্যাদা অনুসারে নব্য ইতালী সমাজের সমস্ত সভ্যের উপরই বিন্যস্ত হইয়াছে।

"দ্বিতীয় লক্ষ্য সংসাধনের ভার মাধ্যমিক ও প্রাদেশিক সভ্যনিচয়ের উপর প্রদত্ত হইয়াছে।

"এই জগৎ অনন্ত উন্নতিরূপ একমাত্র নৈতিক বিধিদ্বারা পরিচালিত।

"মহতী অবদান-পরম্পরার সংসাধনের জন্য মানবের সৃষ্টি। তাহার বৃত্তিনিচয়ের পূর্ণ, অনিয়ন্ত্রিত এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ পরিপুষ্টিসাধনের জন্য তাহার সৃষ্টি।

"এই লক্ষ্য-সংসাধনের জন্য তাঁহাকে যে উপায় প্রদান করা হইয়াছে, তাহা—মানবে মানবে মিলন।

"যখন এক লক্ষ্যে—এক নিয়মের শাসনাধীনে—মানবগণের একীভাব সংসাধিত হয়, তখনই মানবজাতি সম্ভবপর পূর্ণ পরিণতি লাভ করিতে সমর্থ হন।

"এই জন্য নব্য ইতালী সমাজ, মানব-জাতির বিশ্বজনীন সম্মিলন—স্বাধীন মানবের সমস্ত চেষ্টার চরম ফল বলিয়া স্বীকার করেন। ইহা মানবজাতির বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বভাব মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন এবং সর্ব্বপ্রকারে তাহা প্রচার করিয়া থাকেন।

"যাহাতে মানব-জাতিসাধারণ উন্নতিপথে একত্র সমবেত হইয়া অবিসংবাদে গমন করিতে পারেন, সেই জন্য তাহাদিগের সকলকেই একটি সাধারণ সাম্যস্থানে উপস্থিত হইতে হইবে। বিশ্বজনীন সমাজের সভ্য হওয়ার পূর্ব্বে তাঁহাদিগের একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, স্বতন্ত্র নাম এবং স্বতন্ত্র শক্তি চাই।

"মানবজাতি-সাধারণ প্রশ্ন লইয়া বিব্রত হওয়ার পূর্ব্বে আমাদিগকে অগ্রে একটি স্বতন্ত্র জাতিরূপে পরিণত হইতে হইবে।

"কিন্তু একতা ব্যতীত কোন জাতির জাতীয় অস্তিত্ব অসম্ভব।

"এবং স্বাতন্ত্র্য ব্যতীতও চিরস্থায়ী একতা সম্ভবপর নহে। স্বেচ্ছাচারিগণ—লোকসাধারণের শক্তির হ্রাস করা যাঁহাদিগের একমাত্র লক্ষ্য—লোকসাধারণের পরস্পরাবচ্ছেদ-সাধনে সতত বদ্ধপরিকর।

"স্বাধীনতা ব্যতীতও প্রকৃত স্বাতন্ত্র্য সম্ভবপর নহে।

"স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে হইলেই স্বাধীনতার প্রয়োজন। স্বাধীন ব্যক্তি ও স্বাধীন জাতিই স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে সমর্থ। তাহাদিগেরই স্বাতন্ত্র্য-রক্ষার জন্য আত্মবিসর্জনে স্বার্থ আছে, তাহারাই স্বাতন্ত্র্যরক্ষা করিতে বাধ্য।

"এই জন্য ইতালীর একতা, স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা রক্ষা করা নব্য ইতালী-সমাজের অদ্বিতীয় লক্ষ্য।

"যেখানে প্রভুশক্তি পরিবারবিশেষে পুরুষানুক্রমে সংক্রান্ত, সেখানে চিরস্থায়িনী স্বাধীনতা অসম্ভব।

"প্রভুশক্তির প্রবণতা আত্মপরিবর্দ্ধন ও আত্মঘনীকরণের দিকে।

"যেখানে প্রভুশক্তি পুরুষানুক্রমিক, সেখানে প্রথম-পুরুষলব্ধ সুবিধাগুলি দ্বিতীয় পুরুষের ভিত্তিভূমি হয়। পুরুষানুক্রমিক প্রভুশক্তি-ধারয়িতা হইতে প্রভুশক্তির লৌকিক মূলের স্মৃতি বিলুপ্ত হয়। পুরুষানুক্রমিক স্বার্থ—শাস্তা ও জাতীয় স্বার্থের অন্তর্বর্ত্তী হয়। ইহাতে একটি সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এবং সংঘর্ষ অবশেষে বিপ্লবে পরিণত হয়। প্রত্যেক বৈপ্লবিক জাতির কর্ত্তব্য যত শীঘ্র সম্ভব অনিবার্য্য বিপ্লবের অবসান করা; এবং পূর্ণ অবসান করার একমাত্র উপায় বিপ্লবের মূল কারণ সকল দূর করিয়া ভবিষ্য বিপ্লবের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত করা।

"লোকসাধারণের উপকারার্থ লোকসাধারণ কর্ত্তৃকই বিপ্লব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বিপ্লব লোকসাধারণের অভীপ্সিত করিতে হইলে লোকসাধারণের মনে এই প্রতীতি উৎপাদন করিতে হইবে যে, ইহা তাহাদিগেরই জন্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

"এই প্রতীতি উৎপাদন করিতে হইলে অগ্রে লোকসাধারণকে তাহাদিগের প্রকৃতিসিদ্ধ স্বত্ব শিখাইতে হইবে; এবং পরে তাহাদিগকে বলিতে হইবে যে, সেই সকল প্রকৃতিসিদ্ধ স্বত্বের অনিয়ন্ত্রিত পরিভোগের একমাত্র উপায়স্বরূপ তাহাদিগকে বিপ্লব স্বীকার করিতে হইবে।

"সুতরাং লোকসাধারণকে স্পষ্টাক্ষরে বলিতে হইবে যে, সেই বিপ্লবের লক্ষ্য একটি নূতন লৌকিক প্রণালীর প্রবর্ত্তনা, এই লৌকিক প্রণালীর কার্য্য—অসংখ্য দীন দরিদ্র প্রজাবৃন্দের অবস্থার উন্নতি-সাধন করা; এই প্রণালী স্বাধীন নাগরিকমাত্রকেই তাহাদিগের বৃত্তিনিচয়ের পরিপুষ্টিসাধনে ও আপন আপন কার্য্যের ব্যবস্থাপনের অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা প্রদান করিবে, এই প্রণালীর ভিত্তিভূমি পূর্ণ সাম্য; এবং স্বাধীন, সুশৃঙ্খল, সহজ ও অল্পব্যয়সাধ্য নির্ব্বাচন।

"এই প্রণালী সাধারণতান্ত্রিক।

"নব্য ইতালী-সমাজ ঐক্যবাদী ও সাধারণতান্ত্রিক।

"ধর্ম্ম বিষয়ে ইহা সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা ও শ্রেষ্ঠতন্ত্রতার প্রতিকূল।

"সাধারণ মঙ্গলে ব্যক্তিগত ক্ষমতার প্রয়োগরূপ অনন্ত বিধি হইতে যে সকল ব্যক্তি ব্যক্তিগত স্বত্ব উপলব্ধ নহে, তৎসমস্তের উচ্ছেদসাধন করা, শ্রমবিক্রেতা ও শ্রমক্রেতার সংখ্যা ক্রমে হ্রাস করা, জাতিসৃষ্টিকারী সার্ব্বজনীন সংমিশ্রণের দিন নিকটবর্ত্তী করা, ব্যক্তিগত বৃত্তিনিচয়ের সম্ভবতঃ পূর্ণভাবে পরিপুষ্টিসাধন করা এবং যাহাতে জাতীয় শিক্ষার অনন্ত উন্নতি হয় ও লোকসাধারণের অভাব বিদূরিত হয়, এরূপ বিধির সংস্থাপনা করা—ইত্যাদি কার্য্য এই সমাজের প্রধান লক্ষ্য।

"যাহা হউক, যতক্ষণ না বিপ্লবের প্রথম সোপান—বৈদেশিক অধীনতা হইতে স্বাতন্ত্র্যলাভ—আবদ্ধ হইতেছে, ততক্ষণ 'নব্য ইতালী-সমাজ' সমস্ত চেষ্টা সেই লক্ষ্যে আবদ্ধ রাখার ঔচিত্য স্বীকার করিতেছেন। যতক্ষণ না ইতালীয় ক্ষেত্র বৈদেশিক পাদচারণ হইতে নির্ম্মুক্ত হইতেছে, ততক্ষণ এই সমাজের একমাত্র কার্য্য হইবে অস্ত্রসংগ্রহ করা এবং সর্ব্বথা—যুদ্ধ ঘোষণা করা।

"এইরূপে নব্য ইতালী-সমাজ অনুষ্ঠেয় কর্ত্তব্য ও স্বতঃসিদ্ধ স্বত্বের খ্যাপনা করিয়া, যতদিন না ইতালী বৈদেশিক অধীনতা হইতে শৃঙ্খল-মুক্ত হইতেছে, ততদিন তল্লাভের চেষ্টা হইতে বিরত থাকিবেন।

"ইত্যবসরে, অভ্যুত্থানিক কালে, নব্য ইতালী সমাজ প্রত্যেক প্রদেশ হইতে এক এক জন প্রতিনিধি লইয়া, একটি কেন্দ্রীভূত অস্থায়ী-শাসন প্রভুশক্তি সংস্থাপনের পোষকতা করিবেন। যতদিন বিপ্লব পরিসমাপ্ত না হয়, ততদিন এই মহতী সভা স্থায়ী থাকিবে; ইহার কার্য্যসকল সাধারণ মত ও নব্য ইতালী সমাজের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে; অবশেষে বিপ্লব পরিসমাপ্ত হইলে ইহা চিরস্থায়ী জাতীয় সভায় পরিণত হইবে। মুদ্রাযন্ত্র, ফৌজদারী বিচারসংযোজন ও সংশাসন প্রভৃতি বিষয়ের নিয়মন করা এই প্রভুশক্তির সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য হইবে। এ দিকে বহির্ব্বাহ্য অন্তর্ব্বাহ্য বিধিমালা সংগঠিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার নিমিত্ত একটি সমিতি বসিবে। ইতালী বৈদেশিক শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত হইলে, পূর্ব্বোক্ত সমিতি দ্বারা স্থিরীকৃত বিধিমালা বিচারের নিমিত্ত জাতীয় সভায় সমর্পিত হইবে।

"ইতালীয় ক্ষেত্রে একটি শত্রু থাকিতে শত্রুদিগের সহিত সন্ধির প্রস্তাবমাত্রও অশ্রাব্য। নগর সকলের রক্ষার ভার নাগরিকদিগের হস্তেই সমর্পিত হইবে, এই উদ্দেশ্যে নাগরিক সকলকে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হইবে এবং তাহাদিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত করিয়া জাতীয় মহতী সেনার সাহায্যে নিয়োজিত করিতে হইবে। এই বিভক্ত সেনাই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে চতুর্দ্দিকে বিভক্ত হইয়া শত্রুসেনাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবে।

"প্রথমে অস্ত্র ও জয়; তাহার পর বিধিমালা ও শাসনপ্রণালীর সংগঠন। নব্য ইতালী-সমাজ এই নব-ধর্ম্ম প্রচারের ভার গ্রহণ করিলেন। অস্ত্র ও নৈতিক শিক্ষা দ্বারাই নব্য ইতালী-সমাজ এই ধর্ম্মবিপ্লব সংসাধনের প্রস্তাব করিতেছেন।

"অস্ত্র-প্রাপ্তির জন্য নব্য ইতালী সমাজ ষড়্‌যন্ত্র করিবেন। নৈতিক শিক্ষার জন্য পত্রিকা, সংবাদপত্র প্রভৃতি প্রচার করিবেন।

"নব্য ইতালী-সমাজের সভ্যেরা লিখন ও ষড়্‌যন্ত্র করেন এবং তাঁহাদিগের বিশ্বাস যে, ইতালীর উদ্ধার কেবল ইতালীয় বিপ্লব দ্বারা সংসাধিত হইতে পারে। এই জন্য তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার আংশিক অভ্যুত্থানের প্রতিবাদী। তাঁহাদিগের বিশ্বাস যে, আংশিক অভ্যুত্থানে ইতালীর অবস্থা বরং অধিকতর হইবে।

"জাতীয় অভ্যুত্থান কেবল জাতীয় বল দ্বারাই সংসাধিত হইবে। বৈদেশিকের সাহায্যে কখনও প্রকৃত ও চিরস্থায়ী স্বাধীনতা লাভ করা যাইতে পারে না। বৈদেশিক সেনার ইতস্ততঃ সঞ্চালন হইতে নব্য ইতালী-সমাজ সুবিধা লইতে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু ইহার উপর তাঁহারা আপনাদিগের সমস্ত আশা সংন্যস্ত করিবেন না।

"নব্য ইতালী-সমাজের প্রত্যেক সভ্যের উপর এই সকল সাধারণ নিয়ম প্রচারের ভার অর্পিত হইল।

দশম অধ্যায়

নব্য ইতালী-সমাজের গঠন-প্রণালী

"একটি কেন্দ্রীভূত বা মাধ্যমিক সভা।

"ইতালীর প্রত্যেক নগরে এক একটি করিয়া প্রাদেশিক সভা।

"প্রত্যেক নগরে একজন করিয়া সংগঠক।

"কতকগুলি প্রচারক ও কতকগুলি সভ্য।

"মাধ্যমিক সভা—প্রাদেশিক সভার সভ্যনির্ব্বাচন, সেই সভ্যগণকে সাধারণ উপদেশ প্রদান, সেই

প্রাদেশিক সভাগুলির পরস্পর-শৃঙ্খলাস্থাপন এবং সভ্যগণকে পরস্পর-পরিচায়ক সঙ্কেতাবলী নির্দ্দেশ প্রভৃতি কার্য্য করিবেন। সমাজের পত্রিকা আদির মুদ্রাঙ্কন ও বিতরণ, সভ্য-সংখ্যানির্ণয়, কার্য্যের সাধারণ শৃঙ্খলা স্থাপন প্রভৃতি কার্য্যের ভারও এই মাধ্যমিক সভার উপর বিন্যস্ত থাকিবে। এই মাধ্যমিক সভা প্রাদেশিক সভাগুলির উপর অন্যায় ও অকারণ আধিপত্য করিতে পারিবেন না।

"প্রত্যেক প্রাদেশিক সভা আপন আপন প্রদেশের সমাজ-সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন। প্রাদেশিক সভ্যগণের পরস্পরপরিচায়ক সঙ্কেতচিহ্নের স্থিরীকরণ, মাধ্যমিক সভার উপদেশাবলীর সংবহন, মাধ্যমিক সভার মাসিক আয়োন্নতি-সূচক কার্য্যবিবরণ প্রেরণ কত অর্থ সংগ্রহ হইয়াছে, অবান্তর বিভাগ সকলের বা মত কি এবং কি উপায়ই বা অবলম্বন করা উচিত ইত্যাদি বিষয়ে মাধ্যমিক সমাজের নিকট আত্মমন্তব্য খ্যাপন—প্রভৃতি কার্য্যের ভার প্রাদেশিক সভাগুলির উপরই সমর্পিত হইবে।

"নাগরিক সংগঠক প্রাদেশীয় সভার দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন। তিনি প্রাদেশিক সভার নিকট একখানি করিয়া মাসিক কার্য্য-বিবরণ পাঠাইবেন এবং প্রাদেশিক সভা মাধ্যমিক সভার সহিত যে সকল বিষয়ে লেখালেখি করেন, তিনিও মাধ্যমিক সভার সহিত সেই সকল বিষয়ে লেখালেখি করিতে পারিবেন।

"নাগরিক সংগঠক ও প্রাদেশিক সভা দ্বারাই প্রচারকগণ নির্ব্বাচিত হইবেন। বুদ্ধিমান্ ও সহৃদয় ব্যক্তি দেখিয়াই প্রচারক মনোনীত করিতে হইবে। নব ধর্ম্মে সভ্যগণকে দীক্ষিত করা ও সভার মূলমন্ত্রগুলি তাহাদিগের কর্ণকুহরে প্রবেশিত করাই প্রচারকগণের প্রধান কার্য্য। প্রত্যেক প্রচারক আত্ম-নগর সংগঠকের সহিতই চিঠি-পত্র লেখালেখি করিবেন। নাগরিক সংগঠক যে যে বিষয়ে প্রাদেশিক সভার সহিত চিঠিপত্র লেখালেখি করিয়া থাকেন, প্রচারকগণ সেই সকল বিষয়েই নাগরিক সংগঠকের সহিত চিঠিপত্র লেখালেখি করিবেন। প্রচারকগণ নাগরিক সংগঠকের নিকট তাঁহাদিগের মাসিক কার্য্য-বিবরণ প্রদান করিবেন এবং তাঁহার নিকট যে সকল উপদেশ প্রাপ্ত হইবেন, তাহা দীক্ষিত সভ্যগণকে প্রদান করিবেন।

"প্রচারকগণ সচ্চরিত্র লোক দেখিয়াই সভ্য নির্ব্বাচিত করিবেন, তাঁহাদিগের অপরকে দীক্ষিত করার উপযোগিনী বুদ্ধি থাকার প্রয়োজন নাই। দীক্ষিত সভ্যগণ নিজ নিজ দীক্ষা-গুরু প্রচারকের অধীনে থাকিবেন এবং তাঁহাদের যদি কোন সংবাদ থাকে বা মন্তব্য প্রকাশ করার ইচ্ছা থাকে, তাঁহারা দীক্ষাগুরুর নিকটেই তাহা প্রকাশ করিবেন। এই দীক্ষিত সভ্যগণ নব্য ইতালী-সমাজের মূলমন্ত্রগুলি সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া বেড়াইবেন এবং সর্ব্বদা কার্য্যের জন্য প্রস্তুত থাকিবেন।

"প্রত্যেক সভ্যের একটি করিয়া গুপ্ত নাম থাকিবে, যদ্দ্বারা তিনি এই সমাজে পরিচিত থাকিবেন।

"সভার লক্ষ্য আত্ম-বিস্মৃতি। এই লক্ষ্যসাধনের প্রধান উপায় যুবকসাধারণের—বিশেষতঃ নিম্ন শ্রেণীর সংখ্যাতীত যুবকবৃন্দের নিকট আত্মনিবেদন। এই যুবকবৃন্দের মনেই ভাবী আশা ও বর্ত্তমান প্রবণতার মূল দৃঢ়বদ্ধ হইয়া আছে।

"প্রত্যেক সভ্য—যদি সামর্থ্য থাকে—এক একটি করিয়া রাইফেল বা মস্কেট বন্দুক ও পঞ্চাশটি করিয়া কার্টুচ্ সংগ্রহ করিবেন। যদি অসমর্থ হন, তাহা হইলে প্রাদেশিক সভার নিকট আবেদন করিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

"প্রত্যেক সভ্য—যদি তাঁহার অবস্থায় অনুমোদন করে—দীক্ষাকালে ও দীক্ষার পর প্রতি মাসে সভার ধনাগারে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করিবেন।

"এই প্রদত্ত অর্থ প্রাদেশিক ধনাগারে জমা হইবে। প্রাদেশিক সমাজ ইহা দ্বারা প্রাদেশিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। কেবল পরিব্রাজক পাঠান, মুদ্রাঙ্কন-ব্যয়, অস্ত্রাদি ক্রয় প্রভৃতি কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য সেই সঞ্চিত ধনের ক্ষুদ্রাংশমাত্র মাধ্যমিক সমাজে প্রেরণ করিতে হইবে।

"দীক্ষাকালে কি পরিমাণে অর্থ দিতে হইবে, কিরূপে সেই অর্থের ব্যয় করিতে হইবে এবং কাহাকেই বা সেই দীক্ষাশুল্ক হইতে মুক্তি দিতে হইবে ইত্যাদি বিষয় প্রাদেশিক সভারই বিচার্য্য।

"মাধ্যমিক সমাজ অত্যন্ত আত্মআধিপত্য অস্বীকার করেন; একতা ও কার্য্য-প্রণালীর পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রক্ষার জন্য যেটুকু আধিপত্য একান্ত প্রয়োজনীয়, তাঁহারা কেবল সেইটুকু আধিপত্যই সংস্থাপন করিবেন।

"নব্য ইতালী সমাজ কেবল দুই প্রকার সঙ্কেত-চিহ্ন ব্যবহার করিবেন। প্রথম প্রকার চিহ্ন প্রাদেশিক সভা ও মাধ্যমিক সভা কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত পরিব্রাজকগণ ব্যবহার করিবেন। দ্বিতীয় প্রকার চিহ্ন কেবলমাত্র প্রাদেশিক সভা কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত সভ্যগণ ব্যবহার করিবেন এবং ইহা মাধ্যমিক সভায় অগ্রে জানাইতে হইবে।

"এই সঙ্কেত-চিহ্নগুলি প্রতি তিন মাস অন্তর—এবং প্রয়োজন হইলে তাহা অপেক্ষা অল্প সময়ের মধ্যেও পরিবর্ত্তিত হইবে। এইরূপে এক প্রদেশের চিহ্ন পুলিস কর্ত্তৃক পরিজ্ঞাত হইলেও অপর প্রদেশের চিহ্নগুলি পুলিসের নিকট সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত থাকিবে।"

একাদশ অধ্যায়

পোপ চতুর্দ্দশ গ্রেগরীর পত্রের উত্তরে যাজকমণ্ডলীর প্রতি ম্যাটসিনির উক্তি।

"যে নৈতিক শক্তি দ্বাদশ শতাব্দী ধরিয়া ইউরোপীয় একতার কেন্দ্রীভূত হইয়া আসিয়াছিল, ইউরোপ এক্ষণে সে নৈতিক শক্তির প্রত্যাখ্যান করিতেছেন। ইউরোপ সেই শক্তির প্রতি এক্ষণে যেরূপ উদাসীন ভুক্কীভাব দেখাইতেছেন, তাহা অপেক্ষা অধিকতর মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা ইহার উপর প্রযুক্ত হইতে পারে না। পোপীয় প্রভুশক্তি অন্তর্হিত এবং তাহার সহিত ক্যাথলিক ধর্ম্মও বিলুপ্ত হইয়াছে।

"এবং পোপও স্বয়ং ইহা অবগত আছেন, পোপীয় প্রভুশক্তির বিলোপ তিনি স্বভাবজ জ্ঞান দ্বারা পূর্ব্ব হইতেই জানিতে পারিয়াছিলেন। তিনি যাজক-মণ্ডলীকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনিই সর্ব্বপ্রথমে এই ধ্বংসের—দুরপনেয় ধ্বংসের—ধ্বনি স্বয়ং উত্থাপিত করেন; যাঁহারা এই মর্ম্মার্থ বুঝিতে সমর্থ, তাঁহারা সকলেই মুক্তকণ্ঠে বলিবেন, ভাবী ধ্বংসের ইহা অপেক্ষা অধিকতর হৃদয়োত্তেজক ভবিষ্যদ্বাণী শ্রুত হয় নাই।

"পোপের পত্রের জলন্ত অক্ষরগুলি পাঠ কর—বর্ত্তমান যুগের ন্যায় এরূপ দলাদলি, ষড়যন্ত্র, পোপীয় রাজ্যের প্রতি আক্রমণ প্রভৃতি অন্য কোন যুগে পরিদৃষ্ট হয় নাই। একতাশৃঙ্খলের এক একখানি গ্রন্থি যেন দিন দিন খসিয়া পড়িতেছে। ক্যাথলিক ধর্ম্ম প্রকাশ্যরূপে আক্রান্ত হইতেছে। এই অশুভ সর্ব্বতঃ প্রসারিত হইতেছে। মুদ্রাযন্ত্র প্রাচীন ধর্ম্মমতের বিরোধী মত সকল প্রচার করিতেছে। বোধ হইতেছে, যেন পৃথিবীর উপর ঈশ্বরের কোপানল পতিত হইয়াছে। কুমারী ও প্রচারকগণের মধ্য দিয়া কেহ আর এক্ষণে মুক্তি-প্রার্থী হয় না।

"পোপের পত্র ত এই বলে!

"এই অবস্থায় ক্যাথলিক ধর্ম্মের কিন্তু একমাত্র আশাস্থল যাহা ছিল, তাহাও গিয়াছে। ল্যামেনেসের মত সকল যদি পোপ গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে পোপীয় ধর্ম্মের ধ্বংস আরও কিছু দূরবর্ত্তী হইতে পারিত। কিন্তু পোপ ল্যামেনেসের মত সকল প্রত্যাখ্যান করিয়া আত্মধ্বংস ত্বরিত করিয়াছেন।

"ল্যামেনেস প্রত্যক্ষ, কর্ত্তব্যবুদ্ধি, হৃদবৃত্তি ও যুক্তির প্রামাণ্য অস্বীকার করেন। এ সমস্ত তাঁহার মতের বিরোধী বলিয়া তিনি তাঁহাদিগের অস্তিত্বই স্বীকার করেন না।

"তিনি কর্ত্তব্যের একমাত্র ভিত্তিভূমি ও প্রভুশক্তির একমাত্র নিয়ামক একটি অলঙ্ঘ্য ও বিশ্ব-নিয়ামক বিধির অস্তিত্ব স্বীকার করেন।

"এই বিধি ঈশ্বরের বিধি—অথবা সেই বিধিই ঈশ্বর।

"চর্চ্চ সেই বিধির একমাত্র আধার ও একমাত্র ব্যাখ্যাতা।

চর্চ্চের অস্তিত্ব ইহার আচার্য্যের উপরই নির্ভর করিতেছে। চর্চ্চের আধ্যাত্মিক প্রভুশক্তি পোপের হস্তে। তিনিই বিধির নিয়ন্তা। ধরাতলে তিনিই ঈশ্বর।

"সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রত্যেক সম্প্রদায়—যাঁহারা ক্যাথলিক চর্চ্চ ও পোপ হইতে অপসৃত হন——বিদ্রোহী বলিয়া বিবেচিত হইবেন!

"এইগুলিই ল্যামেনেসের প্রধান প্রস্তাব।

"কিন্তু সর্পত্যক্ত ত্বকের ন্যায় ইউরোপ ইহা ত্যাগ করিয়াছেন, ইউরোপ এই সকল মতের বিরুদ্ধে বিপ্লব-পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন।

"এক্ষণে সর্ব্বত্র এই একমাত্র প্রশ্ন আন্দোলিত হইয়াছে যে—কি রাজনীতি, কি ধর্ম্মনীতি, কি দর্শন, কি সাহিত্য—সকল বিষয়েই সেই চরম বিধি কি অলঙ্ঘ্য-শাসন প্রভুভক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিবিশেষের উপর সংন্যস্ত থাকিবে—না জনসাধারণ তাহার ব্যাখ্যাতা ও সংন্যাসস্থল হইবে?

"ল্যামেনেস্ ধর্ম্মনীতি-বিষয়ক এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, ধর্ম্মনৈতিক মত সকলই চর্চ্চের ভিত্তিভূমি, সুতরাং ধর্ম্মনৈতিক প্রভুশক্তি ইহার আচার্য্যের হস্তে সংন্যস্ত হওয়া উচিত।

"তিনি প্রভুশক্তিকে বিশ্বজনীন-প্রমাণ-সাধ্য স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"তাঁহার মতে প্রভুশক্তি অদ্বিতীয়, চিরস্থায়ী এবং বিশ্বব্যাপী।

"চর্চ্চ-ব্যাখ্যাত খৃষ্টধর্ম্ম ধর্ম্মনীতি বিষয়ে সেই প্রভুশক্তির আধার।

"কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কিরূপে এবং কোথায় সেই চর্চ্চ এক?

"বিশ্বাস-পরায়ণ জনসাধারণের কি চর্চ্চের একতা? কই, জনসাধারণ ত একত্র মিলিত হইয়া তর্ক-বিতর্কের পর কোন মতামত প্রকাশ করে না।

"যাজকমণ্ডলীতে কি চর্চ্চের একতা? কই, যাজকমণ্ডলী ত এক মতে কোন কাজ করেন না; অথবা একত্র মিলিত হইয়া বন্ধুভাবে তর্ক-বিতর্ক করিয়া জনসাধারণের ধর্ম্মনৈতিক শাসন-প্রণালী বিষয়ে কোন বিধি ব্যবস্থাপিত করেন না।

তবে কি পোপীয় মন্ত্রিসভাতে চর্চ্চের একতা? কই, মন্ত্রিসভা ত চিরস্থায়ী নহে। তবে কি পোপ ও মন্ত্রিসভা উভয়েতেই এই একতা? তাহাই বা কিরূপে বলিব? পোপ ও মন্ত্রিসভা—ইহাদিগের মধ্যে অনৈক্য ঘটিলে মীমাংসা করে কে?

"সুতরাং প্রভুতা পোপেই কেন্দ্রীভূত।

"ল্যামেনেসের এই যুক্তি ও এই মত; এবং যতই কেন যথেচ্ছাচারিণী হউক না, এমন প্রভুশক্তি জগতে বিদ্যমান নাই, এই যুক্তিবলে যাহার অস্তিত্ব বিধিসঙ্গত বলা যাইতে না পারে। ঐ যুক্তির সম্প্রসারণ দ্বারা বলা যাইতে পারে যথেচ্ছাচারী রাজ্যতন্ত্রের একতা প্রজাসাধারণে বিদ্যমান থাকিতে পারে না, কারণ, রাজ্য-শাসন বিষয়ে প্রজাসাধারণের মতামত কখনই গৃহীত হয় না; কোন জাতীয় সভায় বিদ্যমান আছে, তাহা বলিতে পার না, কারণ, কোন জাতীয় সভার অস্তিত্বই নাই; যে কোন প্রকার জাতীয় সভা ও রাজা উভয়েই বিদ্যমান, এ কথাও বলিতে পার না, কারণ, ইহাদিগের মধ্যে অনৈক্য ঘটিলে মীমাংসা করিবে কে? সুতরাং রাজ্যের একতা রাজাতে কেন্দ্রীভূত।

"এ যুক্তি ডন্ মাইগেল, মডেনার ডিউক, এবং টিউনিসের বে প্রভৃতির নিকটই খাটিতে পারে; কিন্তু সে দিন বহু দূরবর্ত্তী নয়, যখন প্রজাসাধারণ পূর্ব্বোক্ত যুক্তির উত্তরে বলিবে:—

"যে হেতু রাজ্যের একতা তোমার ন্যায় ব্যক্তিবিশেষে আবদ্ধ হওয়ায় ঘৃণাস্পদ ও যথেচ্ছাচারী হইয়া উঠিয়াছে, আমরা তোমাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া রাজ্যের একতা আমাদিগেতেই কেন্দ্রীভূত করিব; এবং যদি আমরা কৃতকার্য্য হই, তাহা হইলে আমাদিগের প্রভুতা বিধিবিগর্হিত বলিয়া কে প্রমাণ করিতে পারে?

"ল্যামেনেসের যুক্তি-প্রণালীতে ঔচিত্যবাদকে অস্তিত্ববাদের অধীন করা হইয়াছে—অর্থাৎ যাহা আছে, তাহার উপরই তাঁহার যুক্তি বিন্যস্ত, যাহা হওয়া উচিত, তাহার উপর বিন্যস্ত নহে। কিন্তু এ ভিত্তিভূমি দৃঢ় ও চিরস্থায়ী কি না, যাজকমণ্ডলী তাহা বিচার করুন।

"প্রত্যেক ঘটনার বিদ্যমানতা প্রকৃতিতঃ পরিবর্ত্তনশীল, যে ঘটনা আজ পোপের আধিপত্যের সমর্থন করিতেছে, এই ঘটনা হয় ত কাল পোপের আধিপত্যের মূলে কুঠারাঘাত করিবে—তখন পোপের আত্মনিন্দা করা ভিন্ন আর গত্যন্তর থাকিবে না।

"যে পূর্ব্বপক্ষ হইতে ল্যামেনেস্ পোপের আধিপত্যরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, সেই পূর্ব্বপক্ষ হইতেই আমরা পোপের ধ্বংসরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারি।

"এবং ল্যামেনেস্ ও পোপ উভয়েই জানিতে পারিয়াছেন যে, যে অস্তিত্ববাদের উপর তাঁহাদিগের একমাত্র আশা সংন্যস্ত রহিয়াছে, সেই অস্তিত্ববাদই একদিন তাঁহাদিগের সর্ব্বনাশের নিদান হইবে। পোপের প্রভুতা আজ এক বিদ্যমান ঘটনা বটে—কিন্তু সেই প্রভুতা যখন কাল জনসাধারণ স্বহস্তে গ্রহণ করিবে, তখন কল্যকার বিদ্যমান ঘটনার দ্বারা অদ্যকার বিদ্যমান ঘটনা নিরস্ত হইবে। প্রভুতা যে পোপ হইতে জনসাধারণে সংক্রামিত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই এবং একবার সংক্রামিত হইলে, কোন্ যুক্তি ও কোন্ আশা আর পোপের পক্ষে থাকিবে?

"পোপ ও ল্যামেনেস উভয়েই এই অবশ্যম্ভাবী বিপৎপাতের প্রতীকারৌষধি-নির্ণয়ের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন; কিন্তু দুই জনে দুই স্বতন্ত্র প্রতীকারৌষধি স্থির করিলেন।

"পোপ যথেচ্ছচারিণী প্রকৃতির বশবর্ত্তী হইয়া একমাত্র আশ্রয়তরুর মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। তিনি তদীয় পত্রে ল্যামেনেসের যুক্তি সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিলেন; একবার ভাবিয়া দেখিলেন না যে, ল্যামেনেসের যুক্তি অস্বীকৃত হইলে, তাহার স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে, তাঁহার সাপক্ষে এমন কোন যুক্তি নাই।

"ল্যামেনেস্ ব্যক্তি-সমষ্টিরূপ জনসাধারণের একটিমাত্র ব্যক্তি; তিনি জানিতেন যে, পোপের লেখনীর একটি আঘাতেই জনসাধারণের প্রভুতারূপ প্রকাণ্ড বৃক্ষের উন্মূলন অসম্ভব। তিনি জনসাধারণের পতাকা উড্ডীন দেখিলেন; দেখিয়া তাহাতে 'ঈশ্বর এবং স্বাধীনতা' এই জ্বলন্ত অক্ষরগুলি অঙ্কিত করিয়া দিলেন। জনসাধারণকে বলিলেন যে, ঐ অক্ষরগুলি চর্চ্চের অধিনায়ক পোপের স্বহস্তাঙ্কিত; এবং সেই

পতাকা বৃদ্ধ পোপের হস্তে দিয়া বলিলেন—'আপনিই এই পতাকা স্বহস্তে উড্ডীন করিয়া জনসাধারণকে উপশমিত ও বশীকৃত করুন্।'

"কিন্তু বৃদ্ধ পোপ ল্যামেনেসের কথা না শুনিয়া সেই শান্তিপ্রদ অক্ষরগুলির উপরে রুধির কলুষিত অঙ্গুলি দ্বারা 'ঈশ্বর এবং যথেচ্ছাচার' এই অক্ষরগুলি লিখিলেন।

"কিন্তু যে লোক-হৃদয়ে ঈশ্বরের অঙ্গুলি 'স্বাধীনতা' শব্দটি অঙ্কিত করিয়াছেন, সেই হৃদয় হইতে সেই শব্দটি মুছিয়া ফেলা কোন পোপের অঙ্গুলির সাধ্য নহে।

"পোপের পত্রগুলি হইতে ও ল্যামেনেসের অতীত মতাবলী ও বর্ত্তমান তুষ্ণীম্ভাব হইতে এই দুইটি নৈতিক সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে—

"প্রথমতঃ-ল্যামেনেস্ পোপীয় ধর্ম্মের সহিত স্বাধীনতার সামঞ্জস্য করিতে গিয়া এবং পোপ ল্যামেনেসের মতের প্রতিবাদী হইয়া উভয়েই প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, স্বাধীনতা দ্বারা সমর্থিত না হইলে, কোনও চিরস্থায়িনী প্রভুতা সম্ভবপর নহে।

"দ্বিতীয়তঃ—স্বাধীনতা ও পোপীয় ধর্ম্ম পরস্পর-বিরোধী, একের সহিত অপরের সামঞ্জস্য হইতে পারে না।

"এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, পোপীয় ধর্ম্মের সহিত স্বাধীনতার সমরে কাহার জয়লাভের সম্ভাবনা?

"পৃথিবী এক্ষণে একতা-পিপাসু, যাহার পতাকা সেই একতায় লইয়া যাইবে, সেই জয় লাভ করিবে।

"বিশ্বজনীন অনুমোদনই একতার—সুতরাং প্রভুতারও ভিত্তিভূমি। যেখানে সেই বিশ্বজনীন অনুমোদন নাই, সেখানে একতাও নাই, প্রভুতাও নাই; সুতরাং অরাজকতা দেদীপ্যমান।

"ক্যাথলিক ধর্ম্মে এক্ষণে সেই বিশ্বজনীন অনুমোদন নাই, সুতরাং এক্ষণে ইহা মৃত। কারণ, মানবজাতি এক্ষণে আত্ম-স্বাধীনতা খ্যাপন করিয়াছে এবং ইহা সেই স্বাধীনতার বিরোধী। মানবজাতি যখন একবার আত্মস্বাধীনতা খ্যাপন করিয়াছে, তখন ইহাকে আবার দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করে, কাহার সাধ্য?

"মানবজাতির উন্নতি, একতা এবং সম্মিলন—সকল বিপ্লবের মূলেই এই ভাবের প্রাবল্য; এবং সেই শুভনিচয় সংসাধনের জন্যই বিপ্লব সকলের আবশ্যতা।

"মানবজাতির এই গম্ভীর উন্নতিমার্গে যখন সকল জাতি সেই অপরিজ্ঞাত অনির্দ্দিষ্ট সামাজিক জগতের অভিমুখে গান করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে—সেই গম্ভীর সময়ে একটি স্বর শুনা যাইতেছে না, একটি লৌকিক উপাদান অন্তর্হিত রহিয়াছে।

"যে স্বরের কথা বলিতেছি, তাহা যাজকমণ্ডলীর; এবং যে লৌকিক উপাদানের কথা বলিয়াছি—তাহা যাজকমণ্ডলী।

"সকল দেশেই, বিশেষতঃ ইতালীতে যাজকমণ্ডলী অজ্ঞেয় হৃদয়বৃত্তির বশীভূত হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্র অস্বীকার করেন এবং যে হস্তে জনসাধারণকে আশীর্ব্বাদ করা উচিত, সেই হস্ত উত্তোলন করিয়া তাহাদিগকে শাপ প্রদান করেন।

"যাজকমণ্ডলী যে দিন ফিউডাল প্রভুদিগের ও সম্রাট্‌গণের স্বেচ্ছাচার হইতে প্রজাসাধারণকে রক্ষা করা একমাত্র ব্রত বলিয়া মনে করিতেন, সে দিন ভুলিয়া এক্ষণে তাঁহারা যথেচ্ছাচারিণী প্রভুশক্তির প্রধান অবলম্বন হইয়া উঠিয়াছেন; এক্ষণে তাঁহারা সেই বৈদেশিকের চরণে লুণ্ঠিতশির, যে বৈদেশিক একদিন দ্বিতীয় জুলিয়সের স্বরে কম্পিত-কলেবর হইতেন। এক্ষণে তাঁহার ছায়ামাত্রাবশিষ্ট পলায়মান রাজলক্ষ্মীর—যে রাজলক্ষ্মী ঈশ্বর ও মানব উভয় কর্ত্তৃকই অধঃকৃত হইয়াছে—পক্ষসমর্থনের জন্য নির্য্যাতক ও গুপ্তচরের কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন।

"নির্জ্জনবাসী ও পরস্পর-বিচ্ছিন্ন, সুতরাং ঐক্য-রহিত হইয়া এক্ষণে তাঁহারা সেই সকল উপদেশ এবং মানবমাত্রেরই, সুতরাং তাঁহাদিগেরও হৃদয়ের সেই সকল অনন্ত পরিণতি ও পরিপুষ্টিসাধনের বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর—যে উপদেশমালার শিক্ষা প্রদান ও যে স্বত্বনিচয়ের প্রচার একদিন তাঁহাদিগের জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল।

"যাজকমণ্ডলী সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের নামে অজ্ঞান ও অসত্য প্রচার করিতেছেন এবং সাময়িক ঈশ্বরের নামে জঘন্য অধীনতা শিক্ষা দিতেছেন। তাঁহারা বর্ত্তমান সময়ের অধর্ম্ম, অবিশ্বাস ও পাপাচার লইয়া ঘোরতর আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদিগের জানা উচিত যে, অন্যান্য বৈপ্লবিক যুগের ন্যায় বর্ত্তমান বৈপ্লবিক যুগও প্রধানতঃ ধর্ম্ম ও আত্মত্যাগের মহীয়ান্ ভাবে উত্তেজিত হইয়া যাঁহারা স্রষ্টার নামে মানবজাতিকে ধূলি হইতে তুলিতে চেষ্টা করিতেছেন এবং মানবমনে নিজ উৎপত্তিকারণ ও জীবনব্রতের ভাব উদ্দীপিত করিয়া দিতেছেন, যাজকমণ্ডলী তাঁহাদিগের বিরুদ্ধেও বজ্রনিনাদ উত্থাপিত করিয়াছেন। অবশেষে যথেচ্ছাচারজনিত বিশৃঙ্খলা নিবারণ ও বিশ্বপ্রেমের নামে মানবজাতির একতাসাধন যে সকল অসমসাহসিক মনীষীর জীবনব্রতের একমাত্র

লক্ষ্য, ইঁহাদিগের কোপানল তাঁহাদিগেরও উপর পতিত হইয়াছে।

"কিন্তু এ সমস্ত আমাদিগের নিকট তৃণবৎ। অঙ্গুলীমাত্রে গণনীয় কতিপয় যাজক উন্নতিপথে অগ্রসর হইতে অস্বীকৃত হইতেছেন বলিয়া মানবজাতির অগ্রগামিনী গতি প্রতিহত হইবে না; তাঁহারা ইচ্ছা করেন ত প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আত্মগোপন করিতে পারেন। প্রাচীন ধর্ম্মের অধিপতিগণ অগ্রসর হইবেন না বলিয়া, মানবজাতি তাঁহাদিগের সহিত থাকিবেন না। ধর্ম্মের ভাব মানবজাতির জন্যই মানবজাতিতে বিদ্যমান; সুতরাং মানবজাতিই জানেন, কোন্ দিকে ইহার গতি এবং কি ইহার লক্ষ্য। ধর্ম্মের লক্ষ্যের অনুসরণোদ্দেশে ধর্ম্মের স্বর কেবল মানবজাতিই শুনিতে পান এবং যে গূঢ় সূত্রে মানবজাতির অবান্তর জাতিনিচয় পরস্পর সংবদ্ধ, সেই সূত্রের একমাত্র ধরিয়িত্রী মানবজাতি।

"ধর্ম্ম মূলতঃ ঈশ্বরের ন্যায় অদ্বিতীয়, অনন্ত ও অপরিবর্ত্তনীয়; কিন্তু ইহা বাহ্য আকৃতি ও পরিণতিতে সাময়িক বিধি—অর্থাৎ মানব-বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই মানববিধি-নিয়ন্ত্রিত ধর্ম্ম, মানবের ন্যায়, মানবজাতির ন্যায়—জন্ম, বৃদ্ধি, পরিবর্ত্তন, পরিণতি, বার্দ্ধক্য, মৃত্যু এবং পুনর্জ্জন্ম প্রভৃতির অধীন এবং এই অশ্রান্ত পরিবর্ত্তনে, এই জন্ম-মৃত্যুর নিরন্তর বিনিময়ে, ইহা ক্রমেই অধিকতর পূত, উন্নত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হইতেছে; ইহার লক্ষ্য ও উৎপত্তি-কারণ সেই অসীমতার দিকে ইহা ক্রমাগত ধাবিত হইতেছে। ইহা একতা হইতে আসিয়াছে এবং একতায় পুনরায় গমন করিতেছে; ইহা মানবকেন্দ্র দিয়া গতিপথে পৃথিবীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেছে। সুতরাং মানব-ইতিহাসের সহিত ইহার আত্ম-ইতিহাস সম্পূর্ণ অভিন্ন।

"যখন পরিবর্ত্তনের সময় পরিপক হইবে, তখন পরিবর্ত্তনের গতি রোধ করা মানবীশক্তির অসাধ্য। যদি যাজকমণ্ডলী সেই পরিবর্ত্তন-যুগের অবতারণা করিতে অস্বীকৃত হন, তাহা হইলে মানবজাতি মানব হইতে ফিরিয়া ঈশ্বরের নিকট আত্মনিবেদন করিবেন এবং আপনি আপনাকে যাজক, পোপ ও ঋত্বিকের কার্য্যে প্রতিষ্ঠাপিত করিবেন। শ্রেণীবিশেষের যাজকতা অপেক্ষা মানবজাতির যাজকতা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ! কিন্তু আমাদিগের বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, যাজকমণ্ডলীও মানবজাতির অন্তর্নিবিষ্ট, তাঁহারাও স্বাধীন নাগরিক, তাঁহারাও আমাদিগের দেশীয় ভ্রাতা; সুতরাং যিনি বৈপ্লবিক পতাকায় 'দেশ ও মানব-জাতি' অঙ্কিত করিয়াছেন, তাঁহার কর্ত্তব্য সকল শ্রেণীকে ও সকল ব্যক্তিকেই ভ্রম ও আলস্য হইতে তুলিতে প্রাণপণ চেষ্টা করা।

"যদি আমরা দুই চারিজন সম্ভ্রান্ত-বংশোদ্ভব যাজককে বাদ দিয়া যাজকমণ্ডলীকে ধরি, তাহা হইলে আমরা তাঁহাদিগের মধ্যে এমন অসংখ্য লোক দেখিতে পাইব, যাঁহাদিগের গাউনের নিম্নে স্বাধীন নাগরিকের হৃদয় তর-তর বেগে রক্ত সঞ্চালন করিতেছে; যাঁহাদিগের আত্মা জন্মভূমির অতীত ও বর্ত্তমান দুঃখে শোকমগ্ন রহিয়াছে এবং রোমাগনার সেই ভীষণ রক্তস্রাব ও পোপকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত নির্ব্বাসন ও নরহত্যা যাঁহাদিগের গভীর শোক ও বিশেষ লজ্জার কারণ হইয়া আছে।

"ইঁহারা কেন তুষ্ণীভাব ধারণ করিয়া রহিয়াছেন? যে সকল অশুভ তাঁহারা ইচ্ছা করিলে নিবারণ করিতে পারেন, সে সকল অশুভের জন্য কেবল শোক করিয়া তাঁহারা কেন সন্তুষ্ট রহিয়াছেন? সমবেত মানবের স্বরকে হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ না করিয়া কেন তাঁহারা পোপের মমতা-শূন্য, শুষ্ক ও নিষ্ঠুর বাক্যের নিকট নতশির হইতেছেন?

"বোধ হয়, অপ্রকৃত বিবরণে এ বিষয়ে তাঁহারা প্রতারিত হইয়াছেন, যাঁহারা সামাজিক পুনরুজ্জীবনের পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মঙ্গলময় পবিত্র উদ্দেশ্য বিষয়ে বোধ হয় কেহ তাঁহাদিগের মনে সন্দেহ উৎপাদিত করিয়াছেন।

"বোধ হয়, এতদিন কেহই তাঁহাদিগের সহকারিতা-প্রার্থী হয় নাই। অথবা বহুদিনের নিষ্ঠুর নির্য্যাতনে রাগান্ধ হইয়া বিপ্লবকারিগণ বুঝি ভুলিয়া গিয়াছেন যে, সাম্য সকলেরই সম্পত্তি এবং যে সেনা এতদিন রাজকীয় যথেচ্ছাচারের প্রধান সমর্থক ছিল, সেই সেনাই এক্ষণে আমাদিগের প্রধান আশাস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

"এরূপ ভ্রম, প্রতিঘাতের প্রথম মুহূর্ত্তে দুষ্পরিহার্য্য; কিন্তু সত্যের আলোকে সে ভ্রম শীঘ্রই অপনীত হইবে; এবং যে মুহূর্ত্তে জয় নিঃসন্দিগ্ধ হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই ঔদার্য্য ও সহিষ্ণুতার ভাব সর্ব্বত্র বিরাজমান হইবে।

"হয় ত এমনও ঘটিতে পারে যে, যাজকমণ্ডলী অযৌক্তিক রাগান্ধতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপুনরাগমনের নিমিত্ত অতীত আধিপত্যের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া এবং পোপের অন্ধ অধীনতা হইতে আত্মবিমোচন করিয়া দেখিতে পাইবেন যে, এমন একটি প্রকাণ্ড সামাজিক বিপ্লবের যুগ পরিণত হইয়াছে যে, বিপ্লব-নিবারণ মানবী-শক্তির অসাধ্য। যখন,

তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, একটি ভাব জনসাধারণের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাহারা স্তরে স্তরে গ্রথিত হইয়াছে ও তথায় সেই অবস্থায় থাকিয়া কালে দৃঢ়ীভূত হইয়াছে, ক্রমে নানা আকার ধারণ করিয়া সমাজের প্রতিরন্ধ্রে প্রবেশ করিয়াছে; নির্য্যাতনে বিদলিত না হইয়া বরং দিন দিন পরিবর্দ্ধমান হইতেছে এবং মানব-রক্তে কলুষিত না হইয়া বরং পূত হইতেছে, তখন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, সে ভাব মানবচিন্তার ফল নহে—ঈশ্বরচিন্তাপ্রণোদিত। ইহা মানবহৃদয়ের প্রতিবিম্বিত ঐশ্বরিক চিন্তা; ইহা ভাবী ঐক্যযুগের অগ্রদূত। যাঁহারা এই সমবেত বিশ্বজনীন গতিকে সম্প্রদায় বা দলবিশেষের কার্য্য বলিয়া গালি বর্ষণ করিতে কৃতসঙ্কল্প, তাঁহারা অনন্ত ঐশ্বরিক বিধির স্থলে আত্ম-ইচ্ছা প্রতিষ্ঠাপিত করিবার উদ্দেশেই প্রতিবাদ করিয়া থাকেন।

"তাঁহারা শীঘ্রই জানিতে পারিবেন যে, এই প্রকাণ্ড বিপ্লব তাঁহাদিগের সহিত অথবা তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত হইবে। কালবিবর্ত্তনে ও ঘটনাস্রোতে যে অট্টালিকা দুর্বিতভিত্তি হইয়া গিয়াছে, সেই অট্টালিকাকে বলপূর্ব্বক আমূল পরিরক্ষা করিতে চেষ্টা করার পরিণাম—সমস্ত অট্টালিকার পতন। তাঁহারা খৃষ্টধর্ম্মের সহিত পোপীয় ধর্ম্মের একীভাব করিয়া পোপীয় ধর্ম্মের সহিত খৃষ্টধর্ম্মের পতনের পথ সুপ্রশস্ত করিতেছেন।

"তাঁহারা ক্রমেই জানিতে পারিবেন যে, স্বাধীনতাপিপাসু ব্যক্তিবর্গের উপর যে অপযশোরাশি আরোপিত করা হইয়াছে, তাহা প্রকৃত ঘটনা-সমর্থিত নহে; তাঁহাদিগের দলের সম্ভ্রান্তশ্রেণী তাঁহাদিগের সহজপ্রত্যয়িতার সুবিধা লইয়া এ বিষয়ে তাঁহাদিগকে প্রবঞ্চিত করিয়াছেন। উক্ত সম্ভ্রান্তশ্রেণীর ভয় যে, স্বাধীনতার ভাব একবার রাজনীতিতে প্রবিষ্ট হইতে দিলে, সেই স্বাধীনতার ভাব যথেচ্ছচারিণী পোপীয় শাসন-প্রণালীতেও সংক্রামিত হইবে।

"তাঁহারা জানিতে পারিবেন যে, রোমও পোপীয় ধর্ম্মকে যথেচ্ছাচারী রাজবৃন্দের সহিত সংমিশ্রিত করায়, ধর্ম্ম লইয়া ব্যবসায় করায় এবং আত্মকামনা পরিপূরণে চর্চ্চের কর্ত্তব্যজ্ঞানকে বলি প্রদান করায়, পোপের ধর্ম্ম-আধিপত্য বিলুপ্ত হইয়াছে।

"তাঁহারা জানিতে পারিবেন যে, এক্ষণে ধর্ম্মের বেদী মন্ত্রিসভার পাদপীঠরূপে পরিণত হইয়াছে; পোপগণের হৃদয়তন্ত্রী ভায়েনা ও সেণ্টপিটর্সবর্গের অঙ্গুলিস্পর্শেই বাজিয়া থাকে। খৃষ্টধর্ম্মের আদেশানুসারে কাজ করিতেছি, এই ভ্রমে পোপগণ প্রকৃত প্রস্তাবে রাজবৃন্দের গুপ্তমনোরথ পূর্ণ ও যথেচ্ছাচারিণী ইউরোপীয় প্রভুশক্তির সংকল্প সকল সিদ্ধ করেন।

"তাঁহারা ক্রমেই দেখিতে পাইবেন যে, তাঁহারা কতিপয়মাত্র ব্যক্তির হস্তে ক্রীড়নকস্বরূপ; সেই কতিপয়মাত্র ব্যক্তি—পঞ্চদশ শতাব্দীতে যখন খৃষ্টের ভাব চর্চ্চ হইতে তিরোধান করিয়াছিল এবং প্রতিষ্ঠাপকগণ-কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠাপিত চর্চ্চ গবর্ণমেণ্টের উৎকৃষ্ট ও উদার প্রণালী যখন বিধ্বস্ত হইয়াছিল—গ্রাম্য প্রতিনিধি-প্রেরণ প্রথা উঠাইয়া দিয়া সকল ক্ষমতা আত্মসাৎ করেন ও যাজকমণ্ডলীকে সামান্য অনুচরবর্গে পরিণত করেন। তাঁহারা দেখিবেন যে, পোপধর্ম্মের ভাবকে জঘন্য শূন্য ও বিশুষ্ক পার্থিবতায়, ধর্ম্ম উপাসনাকে ক্রয়-বিক্রয়ের সামগ্রীতে এবং যাজকমণ্ডলীকে যথেচ্ছাচারিণী প্রভুশক্তির করযন্ত্ররূপে পরিণত করিয়াছেন।

"বৈপ্লবিক ব্যক্তিবৃন্দ যদি এই সকল অত্যাচারের প্রতিহিংসা-প্রদানে কৃতসঙ্কল্প হন, তাহা হইলে প্রতিহিংসার কারণ আলোচনা করিলে তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিতে হইবে বটে, কিন্তু তাহার সঙ্কীর্ণ ও সাংঘাতিক ফল দেখিয়া তাঁহারা নিশ্চয়ই তাহা হইতে বিরত হইবেন। তাঁহাদিগের লক্ষ্য ও সাধন পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, বৈপ্লবিক ধর্ম্ম সমাজের প্রত্যেক উপাদান ও প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য 'স্বাধীন' এই শব্দটি হয় সকলের জন্য উচ্চারিত হইবে, না হয় কাহারও জন্য নয় এবং যাজকমণ্ডলীর উপর গালিবর্ষণ করিয়া ও তাঁহাদিগের সাহায্য-গ্রহণে অস্বীকৃত হইয়া, তাঁহারা যে পরকার্য্য ও মতের অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইতেছেন, আপনারাই সেই দোষে দূষিত হইতেছেন।

"বিপ্লবকারীদিগের যেন স্মরণ থাকে যে, স্বাধীনতা-সমর মতের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত হইবে, ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষের বিরুদ্ধে নহে। ভ্রান্তমতের সমর্থকগণ পোপের চাতুরীতে প্রতারিত হইয়াছে; সে চাতুরী তাঁহাদিগের সমক্ষে ধরিয়া দিয়া তাঁহাদিগের ভ্রমসংশোধনের যতক্ষণ না প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছি, ততক্ষণ আমাদিগের হতাশ হইবার কারণ নাই।

"তাঁহাদিগের যেন মনে থাকে যে, গঠনকার্য্যের সামর্থ্য ও আবশ্যকতা হইলেই, ধ্বংসকার্য্য রহিত করিতে হইবে; এবং বর্ত্তমান সময়ে যে ব্যক্তি এক হস্তে ভাঙ্গিতে ও অপর হস্তে গঠিতে অক্ষম, সে এই বিপ্লব-কার্য্যের সম্পূর্ণ অনুপযোগী।

"তাঁহাদিগের জানা উচিত যে, জনসাধারণের হৃদয়ে যে ধর্ম্মের ভাব কর্ত্তব্য-জ্ঞানে প্রণোদিত হইয়া ভ্রাতৃভাব দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়াছে—সে ধর্ম্মের ভাব জনসাধারণের হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলার চেষ্টা অন্যায়, কারণ, মানবজাতি বা জাতিবিশেষের সকল শ্রেণীর নৈতিক ও ভৌতিক সর্ব্বপ্রকার অবস্থা ও অভাবের উপযোগী একটি মহান্ ও বিশ্বজনীন হৃদয়ভাব ব্যতীত মানবজাতির সঞ্জীবন অসম্ভব।

* * * *

"তাঁহারা জানিবেন যে, দীর্ঘকালব্যাপিনী যথেচ্ছাচারিণী প্রভুশক্তির চাতুরী দ্বারা মানবজাতির যে হৃদ্‌বৃত্তি ও মনোবৃত্তি সকল ম্লান ও বিলুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে, সেইগুলির স্বাধীন ব্যবহার পুনঃপ্রাপ্ত হওয়ার সর্ব্বপ্রথম সোপান আত্মাদর ও আত্মশ্রদ্ধা। ললাটে যে দাসত্বরেখা অঙ্কিত রহিয়াছে, তাহা মুছিয়া ফেলিয়া—যে ঈশ্বরত্ব আমার অন্তরে ভস্মাচ্ছাদিত রহিয়াছে, যে মহত্ত্ব ভবিষ্যতের গর্ভে আমার জন্য বিহিত রহিয়াছে, যে দুর্লঙ্ঘ্য স্বত্ব আমার প্রকৃতিলব্ধ, আমার আপনাকে আপনি সেইগুলি বুঝাইতে হইবে।

* * * *

"আমাদের যাজকমণ্ডলী জানেন যে, নরহত্যা ও রক্তপাত রুধিরাক্ষরে পোপের স্বহস্তলিখিত আদেশ অনুসারেই অনুষ্ঠিত হইয়াছে; পোপ যে রাজবৃন্দের পক্ষসমর্থন করিতেছেন, তাঁহারা আমাদিগের দেশীয় রাজা নহেন; এবং আমরা যখন রাজ্যের অধীশ্বর ছিলাম, তখন আমাদিগের পরমতসহিষ্ণুতা ও পরকার্য্যসহিষ্ণুতা বিমৃষ্যকারিতার সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়াছিল। তাঁহারা জানেন যে, আমরা স্বাধীন নাগরিকের শরীর হইতে একবিন্দুও রক্তপাত করি নাই।

"আমাদের যাজকমণ্ডলী জানেন যে, যে অল্পক্ষণ জয়লক্ষ্মী আমাদের অঙ্কশায়িনী ছিলেন, সেই সময় কুশল ও শান্তি ইতালীর সর্ব্বত্র বিরাজমান ছিল; অরাজকতার পরিবর্ত্তে বিধি ও শৃঙ্খলা সর্ব্বদা সুপ্রতিষ্ঠাপিত হয় এবং পরে যে গোলমাল ও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, তাহা আমাদের দোষ নহে, স্বাধীনতার প্রতিপক্ষগণের গুপ্ত ষড়যন্ত্র ও প্রকাশ্য বিদ্রোহ নিবন্ধন।

"তাঁহারা জানেন যে, যে পবিত্র বিষয়ের জন্য আমরা অভ্যুত্থিত হই, তাহা আমাদের দোষে কলুষিত বা আমাদের পাপে কখনই কলঙ্কিত হয় না।

"তাঁহারা জানেন যে, দাসত্বের বিশ্বব্যাপী উন্মোচনের জন্য যাঁহারা কৃতসঙ্কল্প, তাঁহাদিগের প্রচারের বিষয়ীভূত মতাবলী প্রধানতঃ ধর্ম্ম।

* * * *

"বস্তুতঃ ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয় যে, ঈশ্বরের পবিত্র নামে প্রতিদিন যে সকল জঘন্য পাপাচরণ অনুষ্ঠিত হইতেছে—তাহার সমক্ষে এবং রোমীয় সভার অবনতি, দূষিতত্তা, কপটতা ও কুসংস্কারের সম্মুখে কোন যাজকের ললাটে লজ্জারেখা অঙ্কিত হয় না। *

* * * *

"আমরা ধর্ম্মের ধ্বংসবিধানে সমুত্থিত হই নাই, ধর্ম্মের আদি পবিত্রতা ও আদি লক্ষ্য লইয়া যাইবার জন্যই আমাদিগের এই উদ্যম; যে ধর্ম্ম এক্ষণে জনসাধারণ কর্তৃক আক্রান্ত ও ঘৃণিত হইয়াছে, সেই ধর্ম্মকে আবার জনসাধারণের প্রেম ও ভক্তিতে প্রতিষ্ঠাপিত করিবার জন্যই আমাদের এই উদ্যম।

"একতার ধ্বংসসাধন করা আমাদিগের লক্ষ্য নহে। যেখানে একতা নাই, সেখানে একতা প্রতিষ্ঠাপিত করা এবং ইউরোপে পোপকর্ত্তৃক অবতারিত অরাজকতার পরিবর্ত্তে প্রকৃত ও শক্তিমতী একতা স্থাপন করিয়া, সেই একতার ভাব ইউরোপীয় বিচ্ছিন্ন জাতিসমূহে সংক্রামিত করাই আমাদিগের একমাত্র লক্ষ্য।

* * * *

"মাতৃভূমির যাজকমণ্ডলী! আপনারা কি খৃষ্টধর্ম্মকে অনিবার্য্য ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবেন? আত্মসৌন্দর্য্য বিচ্ছুরিত ধর্ম্মকে আপনারা কি মানবজাতির শ্রদ্ধায় পুনঃ প্রতিষ্ঠাপিত করিতে ইচ্ছুক? যদি রক্ষা করিতে চাহেন, যদি ইচ্ছুক হয়েন, আপনাদিগকে জনসাধারণের শীর্ষস্থানীয় করুন এবং তাহাদিগকে উন্নতি-পথে লইয়া চলুন। যে অষ্ট্রীয় বৈদেশিক আপনাদিগকে ও তাহাদিগকে একই শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, সেই বৈদেশিক শৃঙ্খল হইতে আপনাদিগের ও তাহাদিগের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের পুনরুদ্ধারসাধন করুন।

"আপনাদিগের কি স্বাধীন নাগরিকের হৃদয় নাই? আপনাদিগের কি মাতৃভূমি নাই? আপনাদিগের হৃদয়ে কি স্বদেশীয় ভ্রাতৃবর্গের প্রতি প্রেম নাই?

"যদি থাকে ত তাহাদিগকে ও আপনাদিগকে উদ্ধার করুন্। একবার স্মরণ করিবেন যে, জর্ম্মান-সেনা কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত মিলান নগরের পুনর্নির্ম্মাণের জন্য লম্বার্ডিলীগের যে সেনা গমন করে, তাহার অধিনায়ক একজন যাজক ছিলেন। ইতালীয় লীগের যে সেনা আলপস-শিখরে জাতীয় স্বাধীনতাপতাকা উড্ডীন

করিতেছে, আপনারা একবার সেই সেনার নেতা হউন।

"যে ইতালীয় ক্ষেত্র আজ দৈত্যপদতলে বিদলিত হইতেছে, ঈশ্বরের আদেশে এই ক্ষেত্র এক দিন স্বাধীন ছিল। আজ আবার সেই ঈশ্বরের আদেশেই আপনারা দ্বিতীয় জুলিয়াসের ন্যায় সমরদুন্দুভি উদ্‌ঘোষিত করুন। জনসাধারণের উপর আপনাদিগের স্বরের সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা। বৈদেশিক উৎপীড়কগণের হস্তে বিমানিত ও শ্রীভ্রষ্ট জন্মভূমিকে পূর্ব্ব-গৌরবে প্রতিষ্ঠাপিত করিতে, স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণের প্রকৃতি-লব্ধ স্বত্বের পূর্ণ ও স্বাধীন ব্যবহারের পুনঃপ্রাপ্তি-সাধনের জন্য, জনসাধারণের সহিত আপনাদিগের এবং স্বাধীনতার সহিত চর্চ্চের নূতন সন্ধি-সংস্থাপন করিতে আপনাদিগের ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার করুন।

"জন্মভূমির যাজকমণ্ডলী! আপনাদিগের মধ্যে তিনি সর্ব্বপ্রথমে পোপ হইতে ঈশ্বরের দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবেন—যিনি সর্ব্বপ্রথমে মানব-জাতির স্বরে কর্ণপাত করিবেন—যিনি নিষ্কলঙ্ক কর্ত্তব্যজ্ঞানের পবিত্রতায় বলীয়ান্ হইয়া বাইবেলহস্তে জনসাধারণের সঙ্গে 'সংস্কার' প্রচার করিয়া বেড়াইবেন—তিনি খৃষ্ট-ধর্ম্মকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবেন, ইউরোপের একতার সূত্রপাত করিবেন, অরাজকতা বিদূরিত করিবেন এবং যাজকমণ্ডলীর সহিত সমাজের চির-সৌহার্দ্দ্য সংস্থাপিত করিবেন।

"কিন্তু পুনর্জ্জন্মের দিন উপস্থিত হওয়ার পূর্ব্বে যদি যাজকমণ্ডলীর কাহারও স্বর শ্রুত না হয়---তাহা হইলে —ঈশ্বর যেন না করেন—যাজকমণ্ডলী জনসাধারণের কোপানলে ভস্মীভূত হইবেন। কারণ, জনসাধারণের প্রচণ্ড কোপানল উদ্দীপিত হইলে কাহারও রক্ষা নাই। এই জন্য যে মুক্তিমার্গ প্রদর্শন করিলাম, সময় থাকিতে তাহার অনুসরণ করুন।

যাজকমণ্ডলীর প্রতি লিখিত পত্রের পর ম্যাটসিনি লম্বার্ডির যুবক সম্প্রদায়-কর্ত্তৃক নব্য ইতালী সমাজের প্রতি প্রেরিত পত্রের একখানি উৎকৃষ্ট প্রত্যুত্তর লিখেন। তাহার পর ইতালীর অবস্থার অনুরূপ বৈপ্লবিক সমর কি প্রণালীতে অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে একটি প্রস্তাব লিখেন। কিছুকাল পরে ম্যাটসিনি উক্ত প্রস্তাবের সহিত 'বৈপ্লবিক সেনার প্রতি উপদেশ' নামক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রস্তাব পাঠ করিয়া ইউরোপীয় সমরশাস্ত্রবিৎ সেনাপতিগণ ম্যাটসিনির সামরিকশাস্ত্রনৈপুণ্যের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। ম্যাটসিনি যে লক্ষ্যে আত্মজীবন উৎসর্গীকৃত করিয়াছিলেন, সে লক্ষ্য সংসাধনোপযোগী যাবতীয় উপাদান যে তাঁহার করায়ত্ত ছিল—তিনি যে অশ্রান্ত যত্নে বৈপ্লবিক, দার্শনিক ও প্রচারকের কার্য্য হইতে বৈপ্লবিক সেনানায়ক ও সামান্য সৈনিকের কার্য্য পর্য্যন্তও ভালরূপে বুঝিতেন—ইহা তাহার জাজ্বল্যমান নিদর্শন।

নব্য ইতালী পত্রিকায় ম্যাটসিনি তাহার পর 'হঙ্গেরি ও ইতালীয় একতা'-শীর্ষক দুইটি প্রবন্ধ লিখেন। যখন তিনি 'ইতালীয় একতা'-শীর্ষক প্রবন্ধ লিখেন, তখন লোকে ইতালীয় একতা কল্পনামাত্র বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু আজ ইতালীয় একতা একটি ঐতিহাসিক ঘটনা।

দ্বাদশ অধ্যায়

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে 'ইতালীয় একতা'-শীর্ষক প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত হয়। গ্রন্থকার প্রবন্ধের পরিশিষ্টে যে অংশটুকু সংযোজিত করেন, তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

"ইতালীয় একতার পরিশিষ্ট।"

"ইতালীয় একতা, প্রবন্ধটি আমি কখনই সম্পূর্ণ করি নাই; এবং যদি ইতালীর ভবিষ্যৎ আমার সম্মুখে জাজ্বল্যমান না থাকিত, আমি ইহা এক্ষণে সম্পূর্ণ করা অনাবশ্যক মনে করিতাম। ঘটনায় প্রমাণ করিয়াছে যে, আমি যাহা বলিয়াছিলাম, তাহাই ঠিক এবং যাঁহারা ইতালীয় একতা অসম্ভব মনে করিয়া ইতালীয় সম্মিলনের প্রতিপোষক ছিলেন, প্রকৃত ঘটনা তাঁহাদিগের ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছে। ইতালীয় জাতিসাধারণের সর্ব্বশক্তিমান্ ও অবিসংবাদী স্বর সমস্ত স্বাধীনমতাবলম্বী সাহিত্যব্যবসায়ীদিগকে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিয়াছে যে, ত্রিশ বৎসর ব্যাপিয়া আমাদিগের হৃদয়ে যত্নে লালিতা ইতালীয় একতা, কল্পনা বা বিঘূর্ণিত মস্তিষ্কের উদ্ভাবনা নহে—ইতালীয় জাতিসাধারণের অভাব ও আকাঙ্ক্ষার, গূঢ় জীবনের ও ভবিষ্যসৌভাগ্যের অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণী মাত্র। ইতালীয় জাতিসাধারণের স্বাধীন ও অবিসংবাদী মত এই দুর্ভেদ্য সমস্যার উচ্ছেদ করিয়াছে এবং অসংখ্য প্রতিকূল ঘটনা সত্ত্বেও ইতালীয় একতা-সংসাধনে প্রাণান্ত পণ করিয়াছে। তাহারা এই মহৎ লক্ষ্যের নিকট অন্যান্য সমস্ত স্বত্ব বলিদান দিয়াছে, অবিচলিত অধ্যবসায়ের সহিত রাজার ভয় ও সন্দেহ অতিক্রম করিয়াছে এবং বৈদেশিক মিত্ররাজ্যের

চিরদৌর্ব্বল্যসাধক সম্মিলনের প্রস্তাবে কর্ণপাতও করে নাই।

"ইতালীয় জাতিসাধারণের এই সর্ব্ববাদিসম্মত মীমাংসা সম্বন্ধে আমার ইতালীর একতাবিষয়ে আর কিছু না লিখিলেও চলিত।

"কিন্তু, কাল যাঁহারা ইতালীর জাতীয় একতার সম্ভাবনা পর্য্যন্ত অবিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন, আজ তাঁহারা ইতালীর নূতন রাজা কর্তৃক ইতালীয় একতার নেতৃত্বে ও শৃঙ্খলাকার্য্যে আ[illegible] হইয়া ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে—ইতালীর সমান্ত অংশ—পীডমণ্টে প্রতিষ্ঠাপিত একতার উপযোগিনী নিয়মাবলী ইতালীয় জাতিসাধারণের অভাবপূরণে নিয়োজিত করিতেছেন। ইহাতে ইতালীর গতি হয় পশ্চাদ্‌গামিনী হইবে অথবা দোলায়মান হইবে, সুতরাং ইতালীর অগ্রগামিনী গতি রুদ্ধ হইবে। এই জন্যই এ বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক মনে করিলাম।

"ইতালীয় জাতি এক্ষণে একটি নূতন ঘটনা; এই নূতন্ ঘটনার এইগুলি প্রার্থনীয় পরিণাম—প্রথমতঃ জাতীয় সত্ত্বাতসূচক একটি জাতীয় সভা রোমে প্রতিষ্ঠাপিত করিতে হইবে; দ্বিতীয়তঃ দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সকল প্রদেশের স্বাধীন নাগরিক লইয়া একটি জাতীয় সেনা প্রস্তুত করিতে হইবে; তৃতীয়তঃ ইতালীয় রাজনীতিকে বৈদেশিক আশ্রয় ও আধিপত্য হইতে বিমুক্ত করিতে হইবে; এবং চতুর্থতঃ আর শাসনকার্য্যে কেবল ইতালীয় একতার উপক্ষদিগকে বাদ দিয়া সমস্ত জাতিকে গ্রহণ করিতে হইবে।

"ইতালীর শাসনকার্য্যের ভার এক্ষণে যাহাদের হস্তে, তাঁহারা যদি আমাদিগকে সে সকল অধিকার প্রদান না করেন, তাহা হইলে প্রবঞ্চিত জাতির অভ্যন্তরে নিশ্চয়ই প্রতিঘাত-বাত্যা উথিত হইবে। আমার ভয়, পাছে সেই প্রতিঘাতবিপ্লবে আমাদিগের প্রধান জয়—একতা—বিনষ্ট হয়। এই জন্য আমি ইচ্ছা করি যে, একতা যেন জাতীয় জীবনের সহিত সংগ্রথিত হইয়া যায়, যেন ঘটনাবলীর প্রতি নব বিমিশ্রণে অধিকতর ঔজ্জ্বল্য ধারণ করে।

"একতা একদিন ইতালীর সৌভাগ্য ছিল, আবার আজ হইল। আটার্ণো ও মৈল্লা পর্ব্বতের বরফরাশির অভ্যন্তরে সাবেলীয় জাতিকর্তৃক যে দিন ইতালীর জাতীয় ভাবের বীজ রোপিত হয়, সেই দিন হইতেই ইতালীর সভ্যতা অবাধে ধীরে ধীরে অশ্রান্তগমনে এই দূর ও প্রকাণ্ড লক্ষ্যের অভিমুখে আসিতেছে।

"এই গতি অতি বিলম্বিত হইয়াছে—কারণ, ইতালীয় সভ্যতাকে ইতালীয় জাতির মূল নির্ণয় করিতে গিয়া দুইবার পৃথিবী জয় করিতে হইয়াছিল; কিন্তু বহিশ্চর ও অন্তশ্চর সম্রান্তশ্রেণীর সহিত জন-সাধারণের সংঘর্ষে ইহার গতি রুদ্ধ হয় নাই; এ গতি অনিবার্য্য ও অজেয়—কি ধর্ম্ম-বিপ্লব, কি বৈদেশিক আক্রমণ, কি বহুকালব্যাপী ধ্বংস ও বিশৃঙ্খলা কিছুতেই ইহা নিবৃত্তি হয় নাই। ইতালীয় জাতিসাধারণের ইতিহাসই—ইতালীয় ইতিহাসের ও ইতালীয় ভবিষ্যতের বীজ। বৈদেশিক ও স্বদেশীয় ইতালীয় ইতিহাস ও রাজনীতি-লেখকদিগের এই বীজ দেখিয়াই স্থির করা উচিত ছিল যে, ঘটনাবলীর গতি ইতালীয় জাতিসাধারণকে কোন্ লক্ষ্যের দিকে লইয়া যাইতেছে?

"কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোন ইতালীয় ঐতিহাসিক ইতালীয় জাতির জীবন চিত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন?

"মাকিয়াভেলি এ কার্য্যের অনুপযোগী ছিলেন এবং তাঁহার কোন পুস্তকেও বর্ত্তমান-কালীন ও পুরাকালীন ইতালীয় জাতি-সমূহের পারম্পরিক অবস্থার কোনও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

"সিস্‌মণ্ডি—কেবল একমাত্র বৈদেশিক, যাঁহাকে প্রকৃত প্রস্তাবে ইতালীর ইতিহাস-লেখক বলা যাইতে পারে—তাঁহার লোকতন্ত্রের প্রতি সহানুভূতি ও গভীর ঐতিহাসিক গবেষণা সত্ত্বেও আমাদিগকে ইতালীর ইতিহাসস্থলে ইতালীর লব্ধপ্রতিষ্ঠ পরিবার-বর্গের দলাদলি, গুণ-দোষ ও উচ্চাভিলাষের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, অবাধে ধীরে ধীরে ইতালীর জাতিসমূহের হৃদয়-সরোবরে অন্তঃস্রোত প্রবাহিত হইয়া ইতালীয় একতারূপ যে প্রকাণ্ড হ্রদের সৃষ্টি হইতেছিল, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই এবং তদ্বিষয়ে তাঁহার মনে কোন সন্দেহও উপস্থিত হয় নাই।

"মেকিয়াভেলির গভীর ইতালীয় হৃদয় হইতে একবার একতাধ্বনি উথিত হইয়াছিল বটে; কিন্তু তিনি একজন রাজকীয় ডিক্টেটরের অধীনে ভিন্ন সে একতা কখনই সম্ভবপর নয় বলিয়া মনে করিতেন। সিস্‌মণ্ডি ইতালীবাসী নহেন, সুতরাং তিনি আপাত-অপ্রতিবিধেয় অন্তরায় সকলকে অলঙ্ঘ্য মনে করিয়া 'ইতালীয় একতা' একটি কল্পনামাত্র বলিয়া খ্যাপন করিয়া গিয়াছেন।

"কিন্তু কি ইতালীয় ঐতিহাসিকেরা, কি ইতালীয় ষড়যন্ত্রীরা—আমরা বাদে—কি আভ্যুত্থানিক অধিনেতৃবৃন্দ, অথবা যে সূক্ষ্মশিল্পপ্রিয় ব্যক্তিগণ ইতালীর সুরলহরীতে হৃদয় স্নিগ্ধ করিতে ও ইতালীর অপূর্ব্ব পুরাতন চিত্রাবলী দেখিতে দলে দলে ইতালীতে আসিতেন;—কিন্তু তাঁহারা; অথবা যে কবিবৃন্দকে ইতালীতে জীবনস্ফূর্ত্তিমাত্রও 'চিরকালের মত সমাধি-নিহিত একটি জাতির' সুন্দর-দৃশ্যে বঞ্চিত করিত; কি তাঁহারা; কেহই ত্রিশ বা চত্বারিংশৎ বৎসর পূর্ব্বে এই ঘটনাটি উপলব্ধি করিতে পারেন নাই—যে, ইতালীয় জাতি সর্ব্বপ্রকার আংশিক উপাদানস্থলে আপনাকে প্রতিষ্ঠাপিত করিতেছেন এবং সকল জাতি বা শ্রেণীকে বিধ্বস্ত বা অন্তর্নিবেশিত করিয়া লইতেছেন—তাঁহারা কেহই জানিতে পারেন নাই যে, বলবতী একতা-প্রবণতাই এতাবৎকাল পর্য্যন্ত ইতালীর যাবতীয় উন্নতির উৎপত্তি-কারণ হইয়া আসিয়াছে। * * এক্ষণে ইহা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যে জাতিতেই লৌকিক উপাদান প্রবল, সেখানেই একতা নিশ্চিত ও অনিবার্য্য। * * * *

"যাঁহারা বলেন যে, ইতালীয় জাতিনিচয়ের মধ্যে পরস্পর অনেক বৈসাদৃশ্য আছে, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে—ইউরোপীয় জাতিবৃন্দের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সমোপাদন জাতি ফ্রান্স,—তাহার পিরিনিজ, ব্রিটানী, লম্বার্ডি এবং প্রোভেন্সের অধিবাসিগণের মধ্যে যে বৈসাদৃশ্য, ইতালীর লম্বার্ড, রোমান্ এবং নিয়োপলিতান্ অধিবাসীদিগের মধ্যে কি তাহা অপেক্ষায় অধিকতর বৈসাদৃশ্য? পরস্পরের মধ্যে যে বিদ্বেষ ছিল, তাহা সমরে নিহত হইয়াছে। তিন শত বৎসরের উৎপীড়নে ইতালীর সর্ব্বত্র জীবন-মৃত্যুর অবস্থা একীভূত হইয়া গিয়াছে।

"অন্তর্বিদ্রোহ কি—ইতালীর জনসাধারণ তাহা জানে না। গুপ্তচর ও বিভীষিকা দ্বারা অনুপ্রাণিত দূষিত গবর্ণমেণ্ট, বহুকালব্যাপী কষ্টদ্বারা উৎপাদিত ক্রোধ, শিক্ষা ও সমবেত রাজনৈতিক স্বত্বের অভাব এবং ব্যক্তিগত ভাবের প্রণোদন—যে ভাব অন্যান্য সকল দেশ অপেক্ষা ইতালীতে অতিশয় প্রবল—জনসাধারণের মনে সন্দেহ, অবিশ্বাস ও বিপৎসঙ্কুল প্রতিঘাতের প্রবৃত্তি উত্তেজিত করিয়া দিয়াছে। কিন্তু এই সকল ব্যক্তিগত দোষকে প্রাদেশিক সম্মিলনের বীজ বলিয়া মনে করা আর ব্যক্তিকে প্রদেশরূপে পরিণত করা সমান। এই ব্যক্তিগত দোষ প্রত্যেক নগরের প্রত্যেক বিভাগের প্রত্যেক শ্রেণীতেই বিরাজমান। সেই ব্যক্তিগত দোষাবলী নগর হইতে নগরান্তরে, প্রদেশ হইতে প্রদেশান্তরে প্রায় সংক্রামিত হয় না।

"ইতালীর প্রতি ব্যক্তিতে ও প্রতি নগরে যে জীবনীশক্তি প্রাচুর্য্য ও স্বাধীনরূপে কার্য্যকরণের ইচ্ছার প্রাবল্য দৃষ্ট হয়, তাহা—জাতীয় একতা সংসাধিত হইলে—গবর্ণমেণ্টের কেন্দ্রীকরণ-প্রবণতা হইতে স্বাধীনতা-রক্ষার প্রধান উপায়স্বরূপ হইবে। কিন্তু সেগুলি কখন রাজনৈতিক প্রকাণ্ড বিভাগসৃষ্টির আবশ্যকতা উৎপাদন করে নাই এবং করিবেও না।

""দেখিয়া বোধ হয়, যেন প্রাদেশিক সম্মিলনের প্রতিপোষকগণ ইতালীর ইতিহাসের দুইটি মূলতত্ত্ব বুঝিতে অক্ষম—যথা—বিগত তিন শতাব্দীতে ইতালী যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবান্তর প্রদেশে বিভক্ত হইয়াছে, তাহা ইতালীর অধিবাসিগণের স্বেচ্ছাপ্রসূত অভিমতে বা স্বাভাবিকী প্রবণতা বশতঃ নহে; কিন্তু সেগুলি বৈদেশিক কূট রাজনীতি, অত্যাচার এবং শস্ত্রবলে রাজ্যশাসনের ফল; দ্বিতীয়তঃ ইতালীয় ইতিহাসে প্রাদেশিক বৈরভাবের কোনও নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল বলিয়া কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না। দান্তে যে সকল সমরের উল্লেখ করিয়াছিলেন, সেগুলি নগরে নগরে হইয়াছিল, প্রদেশে প্রদেশে নহে; বরং অনেক সময়েই এক প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন নগরে যেমন কমো ও মিলান্, পাইসা ও সিনা, আরেজো ও ফ্লরেন্স, জেনোয়া ও টিউরিন্। কিন্তু লম্বার্ডি ও পীড্‌মণ্ড, বা তস্কানী ও রোমাগ্‌না ইহাদিগের মধ্যে নহে।

"যে সকল স্থূলদর্শী পরিদর্শক ভীষণ দাসত্ব-শৃঙ্খলে মর্ম্মাহত দাসগণের পরস্পর বিবাদ হইতে ইতালীর ভবিষ্যতের ভাবী অনিষ্ট আশঙ্কা করেন, তাঁহারা জানেন না যে, জাতীয় দুন্দুভি ভবিষ্য সংঘাত জাতীয় জীবনের শুভ সমাচার ঘোষণা করিলে সকলেই পরস্পর বৈর ভুলিয়া যাইবে। তাঁহারা কি ভুলিয়া গিয়াছেন যে, ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ইতালীর সর্ব্বত্র কিরূপ একবাক্যে এইরূপ সংস্কার-কার্য্য সকল প্রচারিত ও অনুষ্ঠিত হইয়াছিল? তাঁহারা কি ভুলিয়া গিয়াছেন যে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিনিসিয়া, লম্বার্ডি ও রোমীয় প্রদেশের অশীতিলক্ষ লোক একই শাসনপ্রণালী, একই রাজবিধি এবং একই বাণিজ্যে কেমন একীকৃত হইয়াছিল? কই, তখন ত পরস্পর বিবাদ-বিসংবাদ বা অনৈক্যের বিন্দুমাত্রও লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয় নাই।

"তাঁহারা কি ভুলিয়াছেন, কিছুদিন পূর্ব্বে যে জেনোয়ার অধিবাসীরা পীড্‌মণ্ডের অধিবাসীদিগের অসাধ্য-মিলন শত্রু ছিল; ১৮২১ খৃষ্টাব্দে যখন পীড্‌মণ্টীয় সেনা অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে গমন করিতেছিল, তখন সেই জেনোয়ার অধিবাসীরাই পীড্‌মণ্টীয় সেনার পায় পাছে ধূলিকণা বিঁধে, এই জন্য তাঁহাদিগের গমন-পথে ফুল ছড়াইয়া দিয়াছিল? তাঁহারা কি ভুলিয়াছেন যে, ইহারই দশ বৎসর পরে আবার ইতালীর নামে গুপ্ত সভা সকলের অধিনায়কের আদেশে ইতালীর প্রতি প্রদেশে বিপ্লবপতাকা ও জয়ধ্বনি উত্থাপিত হয় এবং ইতালীর প্রতি প্রদেশে জাতীয় নামে অসংখ্য স্বজাতিপ্রেমিক ব্যক্তি জীবন উৎসর্গীকৃত করেন?

"তাঁহারা এই চির-প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক সত্য ভুলিয়া গিয়াছেন যে, চরম ঐতিহাসিক লক্ষ্য সংসাধিত এবং জাতীয় ব্রতের উদ্যাপনা সম্পূর্ণ না হইলে কোনও জাতি কখন মরিবে না বা উন্নতিপথে রুদ্ধ থাকিবে না।

ইতালীর জাতীয় ব্রত কি, তাহা তাহার ভৌগোলিক অবস্থায়, তাহার উদারচেতা মহাশয় সন্ততিবর্গের অব্যর্থ ভবিষ্যদ্‌বাণীতে, তাহার ঐতিহাসিক প্রবাদে এবং তাহার জাতীয় জীবনে পরিব্যক্ত আছে।

"প্রতিপক্ষীয়েরা বলেন যে, ইতালী কখন একটি সমগ্র জাতি ছিল না, সুতরাং কখন হইবেও না। কিন্তু আমরা দূরদর্শনে বলিতেছি যে—ইতালী আজ পর্য্যন্ত একটি সমগ্র জাতিতে পরিণত হয় নাই বলিয়াই ভবিষ্যতে একটি প্রকাণ্ড জাতি হইবে। মানবজাতির শুভসাধন ইহার ললাটে লিখিত আছে বলিয়াই ইহা একটি প্রকাণ্ড জাতিতে পরিণত হইবে।

"এবং ধীরে ধীরে যুগে যুগে আমাদিগের জাতি সেই লক্ষ্যের দিকেই গমন করিতেছে। ইতালীর অধিবাসিগণের ও ইতালীয় জাতির ইতিহাস একই। সেই ইতিহাস অদ্যাপি লিখিত হয় নাই, এখন লিখিতে হইবে। সে ইতিহাস লেখার আমার বড় ইচ্ছা ছিল, কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইল যে, আমার সে ইচ্ছা পূর্ণ হইল না; সেই ইচ্ছা অপূর্ণ থাকিতেই আমাকে অচিরাৎ সমাধিনিহিত হইতে হইবে। ইতালীর ইতিহাস যেরূপ হওয়া উচিত, রাশীকৃত ক্ষুদ্রঘটনাজালে ইতালীর উন্নতিবিবরণ নিহিত না করিয়া যুগে যুগে ইতালীর জনসাধারণের যে সমবেত পরিণতি হইয়াছে, সেইটিকেই প্রধান লক্ষ্য রাখিয়া—যিনি ইতালীর ইতিহাস লিখিবেন, তিনিই ইতালীয় একতাকে ইতিহাস ও প্রবাদের দৃঢ় ভিত্তির উপর সংন্যস্ত করিয়া আপনার পরিশ্রমকে সার্থক মনে করিবেন।

* * * *

"হাঁ, একতা ইতালীতে ছিল এবং একতা ইতালীতে আবার প্রতিষ্ঠাপিত হইবে। প্রথমে সীজরগণের শস্ত্রে, দ্বিতীয়বার পোপগণের স্বরে ইতালীতে একতা প্রতিষ্ঠাপিত হয়—আজ তৃতীয়বার ইতালীয় জাতি দ্বারা ইতালীয় ক্ষেত্রে একতা সংস্থাপিত হইবে।

"যাঁহারা চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ইতালীয় জীবনের উন্নতির প্রতি পর পর স্তরে, প্রতি পর পর যুগে একতার লক্ষণ সকল সুস্পষ্ট প্রতিভাত দেখিতে পান নাই—তাঁহারা ঐতিহাসিক আলোকে বঞ্চিত, প্রকৃত ইতিহাস সম্বন্ধে অন্ধ। কিন্তু যাঁহারা একতার এই সকল সুস্পষ্ট লক্ষণ সত্ত্বেও ইতালীতে প্রাদেশিক সম্মিলন ও প্রাদেশিক স্বাধীনতা সংস্থাপিত করিতে সমুদ্যত, তাঁহারা ইতালীর শত্রু ও বিশ্বাসঘাতক।

"সম্মিলন-প্রথা ইতালীতে একতাজনিত বল, বুদ্ধি ও কার্য্যদক্ষতার সমবায়কে ব্যক্তিবিশেষের উপকারসাধনে পরিণত করিবে: সম্মিলন-প্রথার প্রধান রোগ শক্তি ও ইচ্ছার সমতৌল্যাভাবকে পরিপুষ্ট করিয়া অরাজকতা ও অনৈক্যের বীজ রোপিত করিবে; প্রাদেশিক অন্তর্দৌর্ব্বল্যকে পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া প্রদেশ সকলকে পরস্পর হিংসা ও বিশ্বাসঘাতকতার পাত্র করিবে; এবং অপ্রকৃত ও কাল্পনিক স্বাধীনতার নামে পৃথিবীতে ইতালীর যে মহৎ ব্রত আছে, ইহাকে তাহার উদ্যাপন করিতে দিবে না।

"আমি জানি যে, প্রাদেশিক সম্মিলনের ভাব যাঁহারা (তৃতীয় নেপোলিয়ান) ষড়্‌যন্ত্রে ও উপদেশে ইতালীতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে, তাঁহাকে অনেকে আজও ইতালীয় প্রকৃত বন্ধু ও রক্ষক বলিয়া মনে করেন; কিন্তু আমি জানি যে, বৈদেশিক যথেচ্ছাচারী রাজা বিশ্বাসঘাতক এবং ইতালীয়গণ যদি তাঁহার কথায় কর্ণপাত করেন, তাঁহাদিগকে শুদ্ধ নির্ব্বোধ বলিয়া ক্ষান্ত হইব না, তাঁহাদিগকে ইতালীর ঘোরতর অনিষ্টকর বলিব। আমাদিগকে দুর্ব্বল করিয়া আমাদিগের উপর আধিপত্য করিবেন, ইহাই যে তাঁহার লক্ষ্য, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। সুতরাং তাঁহার নিকট হইতে যখন সম্মিলনের প্রস্তাব আসিতেছে, তখন সে প্রস্তাব যে সন্দেহের সহিত গ্রহণ করা উচিত, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র।"

ইতালীর আভ্যন্তরীণ অবস্থার গভীর গবেষণা করিয়া অদ্বিতীয় প্রতিভাশালী ফরাসীজাতির অধিনেতা প্রথম নেপোলিয়ান প্রায়শ্চিত্তক্ষেত্র সেণ্টহেলেনায় বসিয়া আত্মজীবনবৃত্তে ইতালী সম্বন্ধে যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

"ইতালী আল্‌পস পর্ব্বত ও সাগর দ্বারা চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত।

"ইহার প্রাকৃতিক সীমা এরূপ সুস্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, ইহাকে একটি দ্বীপ বলিলেও বলা যায়। * * ইতালী কেবল সার্দ্ধ চারিশত মাত্র মাইল ব্যাপিয়া ইউরোপীয় মহাদেশের সহিত সংযোজিত; কিন্তু সেই সার্দ্ধ চারিশত মাইল ইহা দুর্লঙ্ঘ্য আল্‌পসরূপী প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। প্রাকৃতিক সীমা দ্বারা এইরূপে ইউরোপ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। ইতালী কালে একটি প্রকাণ্ড ও মহতী জাতিরূপে পরিণত হইবে। * * আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, ভাষা ও সাহিত্যে ইহা এখনও আংশিক একটি জাতিই রহিয়াছে; কালে যখন ইহার অধিবাসিগণ এক শাসনের অধীন হইবে, তখন একটি পূর্ণ-জাতি হইবে। * * এবং রোম যে ইতালীয়গণ কর্ত্তৃক ইতালীর রাজধানী মনোনীত হইবে, তদ্বিষয়ে আর বিন্দুমাত্র সংশয় নাই।

"ইতালীর মন্ত্রিগণ যেন এই কয়টি ছত্র সুবর্ণ অক্ষরে তাঁহাদিগের হৃদয়-ফলকে অঙ্কিত করিয়া রাখেন এবং আর যেন ইতালী ও ইতালীর মহৎ ব্রতের অন্তরায় না হন।

* * * *

"সুতরাং ইতালী এক হইবে। তাহার ভৌগোলিক অবস্থা, ভাষা এবং সাহিত্য, বৈদেশিক আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা ও রাজনৈতিক প্রভুশক্তিসংস্থাপনের আবশ্যকতা; ইতালীর অধিবাসীগণের ইচ্ছা, ইতালীয় জাতির অন্তর্নিহিত লোকতান্ত্রিকতা প্রবণতা এমন জাতীয় উন্নতির পূর্ব্বদর্শন, যাহাতে সমস্ত ইতালীয়ের মানসিক ও শারীরিক বলের একীকরণ সংঘটিত হইবে; ইউরোপীয় জাতিগণের মধ্যে প্রাধান্যলাভের বলবতী আকাঙ্ক্ষা এবং পৃথিবীর মঙ্গলোদ্দেশে ইতালীর বড় বড় কাজ করিবার উচ্চাশা—এ সমস্ত উক্ত লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হইতেছে। এই গতির সম্মুখে কোন বাধাই দুরতিক্রমনীয় নহে, এবং ইহার বিরুদ্ধে উত্থাপিত সকল আপত্তিই ইতিহাস ও দর্শনের অলঙ্ঘ্য সত্য দ্বারা খণ্ডন করা যাইতে পারে। ইহাতে একটিমাত্র কঠিন বিষয় কেবল কার্য্যপ্রণালী।

"কোন বিস্তৃত রাজ্যে স্বাধীনতার অনিষ্ট বিনা একতা সম্ভবপর নহে, এই যে প্রাকৃত কুসংস্কার, ইহার উত্তরদানে বৃথা সময় নষ্ট করার প্রয়োজন নাই। পুরাকালীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাধারণতন্ত্র সকলে জনসাধারণ নিজ নিজ হস্তে রাজ্যের শাসনকার্য্য গ্রহণ করিতেন—এই সত্যের উপর নির্ভর করিয়া ঐতিহাসিকেরা সম্মিলন-প্রথার সাপক্ষে যে সকল কথা বলিয়াছেন, এই কুসংস্কার তাহা হইতেই প্রসূত। কিন্তু ঐতিহাসিকদিগের সেই সকল বাক্য যুক্তি ও প্রকৃত ঘটনা দ্বারা বার বার খণ্ডিত হইয়াছে।

"রাজ্যের অল্পতর বা অধিকতর বিস্তৃতি আমাদিগের উদ্বেজনীয় সমস্যা নহে। যদি তাহাই আমাদিগের বিচার্য্য বিষয় হইত, তাহা হইলে আমাদিগের ভার লঘুতর। বিস্তৃত সাম্রাজ্য অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত ও সঙ্কীর্ণ রাজ্যেই গবর্ণমেণ্টের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ অধিকতর সহজ ও দীর্ঘকালধার্য্য।

"মাধ্যমিক প্রভুশক্তির তেজ দূরত্বের পরিমাণানুসারে ক্রমেই ক্ষীণতর হইয়া আইসে। যে প্রভুশক্তি বহুদূর হইতে পরিচালিত, ব্যক্তি ও পদার্থের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে যে প্রভুশক্তির পরিচয় নাই, স্থানীয় বিষয় সকলে সে প্রভুশক্তির অনুসন্ধিৎসা এড়াইবার সহস্র উপায় আছে।

"মধ্য-যুগের ইতালীয় নগর সকলে প্রতিষ্ঠাপিত প্রভুশক্তির ন্যায় যথেচ্ছাচারিণী ও প্রজাপীড়ক প্রভুশক্তি আর কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় না এবং বর্ত্তমান যুগে মডেনার ডচী গবর্ণমেণ্টের ন্যায় যথেচ্ছাচারী ও প্রজাপীড়ক গবর্ণমেণ্টও আর কুত্রাপি দেখা যায় না।

"ক্ষুদ্র ও বৃহৎ উভয় রাজ্যেই স্বাধীনতা সুপ্রতিষ্ঠাপিত করা যাইতে পারে; কিন্তু স্বদেশীয় রাজা কর্ত্তৃক স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ ক্ষুদ্র রাজ্যে যত সহজ, বৃহৎ রাজ্যে তত সহজ নহে। বৈদেশিক বিজেত্রী জাতির শাসন প্রায় সৈনিক যথেচ্ছাচারে পরিণত হয় এবং সর্ব্বত্র সমানরূপে বিদ্বেষ উত্তেজিত করিয়া থাকে।

"এই প্রশ্ন স্বতঃসিদ্ধ সত্য দ্বারা পরীক্ষিত হইলে অতি সহজ হয়; কিন্তু কোনটি স্বাধীনতার ব্যবহারের প্রকৃত ক্ষেত্র এবং রাজ্যের উদ্‌যাপনীয় ব্রতই বা কি—ইহা অগ্রে নির্ণয় না করিয়া এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে যাওয়াতেই প্রশ্নটি এত জটিল ও দুর্ভেদ্য বলিয়া বোধ হয়।

"কেহ কেহ ব্যক্তিগত স্বত্বের পরিরক্ষণ এবং ব্যক্তিগত স্বত্ব সমূহের পরস্পরসংঘর্ষণ-নিরাকরণে সমর্থ প্রভুশক্তিই গবর্ণমেণ্ট—এই সংজ্ঞা প্রদান করিয়া গবর্ণমেণ্টকে শুদ্ধ পুলিশ-কর্ম্মচারীতে পরিণত করিয়াছেন এবং স্বাধীনতাকে লক্ষ্য ও সাধন উভয় বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন।

"অপরে, স্বাধীনতাকে অরাজকতা-উৎপাদক ব্যক্তিনিষ্ঠ নিষ্ফল বৃত্তি বলিয়া ঘৃণা করিয়া ইহাকে সজ্ঞাত সার্ব্বজনিক চরণে বলি প্রদান করিয়াছেন এবং সাধারণ হিতোদ্দেশে গবর্ণমেণ্টকে কেন্দ্রীকরণরূপ যথেচ্ছাচারে

পরিণত করিয়াছেন। কিন্তু সাধারণ হিতোদ্দেশেই হউক বা অন্য কারণেই হউক—যথেচ্ছাচার, যথেচ্ছাচার ভিন্ন আর কিছুই নয়।

"কেহ কেহ রাজ্য শাসন-সম্বন্ধীয় কেন্দ্রীকরণকে ঐক্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া ফেলিয়াছেন।

"কেহ বা রাজ্যের অনিয়ন্ত্রিত ও অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী প্রভুতার সমর্থন করিয়াছেন।

"এবং অন্য এক দল শাসন-কারিণী প্রভুশক্তিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবান্তরভাগে বিভক্ত করাকেই স্বাধীনতার রক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা জানেন না যে, প্রভুতাকেন্দ্র সংখ্যায় যত বাড়িবে, ততই সেই প্রভুতা আত্মরক্ষায় ও আত্ম-আধিপত্য-বিস্তারে অক্ষম হইবে।

"এই সকল বিভিন্ন-মতাবলম্বীরা সকলেই পরস্পর-মতাসহিষ্ণু এবং ইঁহারা স্বকীয় কোন মহান্ ভাবে উদ্বোধিত বা কোন মহতী উদ্দীপনায় উত্তেজিত নহেন। ইঁহারা প্রত্যেকেই অতীত কোন না কোন শাসন-প্রণালীর অবিমৃষ্য অনুকারী। ইঁহারা এ অংশ বা ও অংশ দ্বারা এই জটিল সমস্যার পূরণ করিতে চেষ্টা করেন।

"সম্মিলন ও স্বাধীনতা—এই দুইটি অংশ উক্ত সমস্যার অনুপূরক। এই দুইটিই মানব-প্রকৃতির অতি পবিত্র ও অবিনশ্বর ধর্ম্ম। কোনটিই পরিহার্য্য নহে; সুতরাং দুইটিকেই সমঞ্জসীকৃত করিয়া লইতে হইবে।

"সুপ্রতিষ্ঠিত রাজ্যে সমস্ত জাতি সম্মিলনের প্রতিভূ এবং প্রাদেশিক সমাজ স্বাধীনতার প্রতিভূ।

জাতি এবং প্রাদেশিক সমাজ—এই দুইটি প্রাকৃতিক উপাদানেই যে-কোন এক-দেশবাসিগণ গঠিত। অন্যান্য সমস্ত উপাদান নৈমিত্তিক ও কাল্পনিক। সেই সকল নৈমিত্তিক উপাদানের কার্য্য—জাতি ও প্রাদেশিক সমাজের পরস্পর সম্বন্ধ অধিকতর মসৃণিত ও পরস্পরকে পরস্পরের অধিকতর উপকারিত্বে পরিণত করা এবং দ্বিতীয়টিকে প্রথমটির গ্রাস হইতে সম্ভবপর রক্ষা করা।

"এই বিষয়গুলি সততঃ সর্ব্বত্র সত্য, বিশেষতঃ কার্য্যতঃ সকল দেশ অপেক্ষা ইতালীতে অধিকতর সত্য। ইতালীতে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি-বিশেষ বা সম্ভ্রান্ত পরিবার-বিশেষ আছে বটে, কিন্তু ইংলণ্ডের ন্যায় বহুকাল হইতে এক রাজনীতিতে পরিচালিত, এক ভাবে উদ্বোধিত ও এক উদ্দীপনায় উদ্দীপিত কোন স্বতন্ত্র সম্ভ্রান্ত শ্রেণী নাই।

"ইতালীর ইতিহাসের দুইটি নিত্য উপাদান—একটি ইহার প্রাদেশিক সমাজনিচয়ের ইতিবৃত্ত; অপরটি ইতালীর অধিবাসিগণ যে জাতিরূপে পরিণত হইতে অজস্র চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহার বিবরণ। সেই ইতিবৃত্ত এবং সেই বিবরণ ইহার প্রচলিত প্রবাদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই প্রবাদকে পরিপুষ্ট ও অঙ্কলালিত করিয়া সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে পরিণতকরণে কেবল ইতালীয় জাতির অধিকার ও সামর্থ্য আছে।

"আল্‌পস হইতে সমুদ্রতট পর্য্যন্ত সমস্ত ভূমিখণ্ডের অধিবাসিগণ যে শুদ্ধ একটি রাজ্যের অধীশ্বর, এরূপ নহে, তাঁহারা ব্যক্তিগত কার্য্যের নোদক ও কতক গুলি সমভাবে উদ্বোধিত একটি প্রকাণ্ড সমাজের অধিনেতা। এই রাজ্য-বিভাগের সর্ব্বোপরি লক্ষ্য হওয়া উচিত—প্রজাসাধারণের—যে শ্রেণীরই হউক—বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ সুশিক্ষা বা সভ্যতা সম্পাদন।"

"কিন্তু জাতীয় কর্ত্তব্যের সংসাধন এবং এই জাতীয় ব্রতের উদ্‌যাপন দাসগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। এ কার্য্য স্বাধীন নাগরিকের কার্য্য। সমগ্র জাতির এক একটি অংশস্বরূপ, প্রত্যেক ব্যক্তির—কি কি অবশ্য কর্ত্তব্য ও অনুষ্ঠেয়, প্রত্যেক ব্যক্তিরই অন্তরে তদ্বিষয়ক জ্ঞান ও আত্মপ্রত্যয় থাকা প্রয়োজন এবং প্রত্যেক যুগে যে পরিমাণ উন্নতি সাধিত হয়, তাহাকেই উন্নতির চরম সীমা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া ভাবী উন্নতির পথে যাহাতে কণ্টক রোপিত করা না হয়, এই জন্য সভ্যতার অবস্থানুসারে প্রতি যুগে উন্নতির আরম্ভ হইতে সীমা নির্দ্দেশ করার ভার প্রত্যেক ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত রাখা উচিত।

"এই জন্যই আমরা শাসনপ্রণালীর কেন্দ্রীকরণ প্রথার প্রতিকূল; কারণ, কেন্দ্রীকরণ-প্রথা দুর্জ্জয় শাসনবলে নাগরিকগণের কার্য্যকলাপকে ব্যক্তিনিষ্ঠ গুণাগুণে বঞ্চিত করিয়া থাকে।

"এই জন্যই আমরা ধর্ম্ম, মুদ্রাযন্ত্র, সম্মিলন, শিক্ষা ও প্রাদেশিক সমাজের আভ্যন্তরীণ প্রণালী প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশ্বব্যাপিনী স্বাধীনতার অনুকূল। প্রাদেশিক সমাজ—যেখানে জাতি কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট সামাজিক কর্ত্তব্যের প্রতিকূল না হয়, সেখানে ব্যক্তিবিশেষের স্বাধীনতা ও অনিয়ন্ত্রিত জীবনের রাজত্বের প্রতিভূ। স্বাধীনতা এ সীমা অতিক্রম করিলে অরাজকতায় পরিণত হইবে।

"ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অনেকে এই ভ্রমপূর্ণ সংজ্ঞা দিয়া থাকেন—যাহাতে সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরের অনিষ্ট না হয়, এরূপ কোন কার্য্য করা বা না করার পূর্ণ অধিকারের নামই স্বাধীনতা। কিন্তু আমরা স্বাধীনতা শব্দ অন্যপ্রকার অর্থে বুঝিয়া থাকি। কর্ত্তব্যের করণের যে বিবিধ প্রকার উপায় আছে, তাহার মধ্যে যে উপায়টি

অবলম্বন করিলে কর্ত্তব্যের ক্রমিক পরিণতি-সাধনের সহিত আত্ম-প্রবণতার সংঘর্ষ উপস্থিত না হয়, যে বৃত্তি দ্বারা ঠিক সেই উপায়টি মনোনীত করা যাইতে পারে, তাহারই নাম স্বাধীনতা।

"প্রকারান্তরে, যে সভ্যতা এতাবৎকাল পর্য্যন্ত অধিগত হইয়াছে, জাতি সেই সভ্যতার উপাদান-সামগ্রী সকল সংগৃহীত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবেন এবং তাহা হইতে জাতীয় লক্ষ্যের মূলভিত্তিস্বরূপ কতকগুলি অবশ্য অনুষ্ঠেয় কর্ত্তব্যের নিয়ম অবলম্বন করিবেন—যে কর্ত্তব্যবিষয়ক নিয়মাবলী জাতীয় জীবনকে সেই সাধারণ লক্ষ্যের দিকে লইয়া যাইবে এবং জনসাধারণের মনে সেই লক্ষ্যের ভাব সুপ্রতিষ্ঠাপিত ও উদ্দীপিত করিয়া দিবে। সেই কর্ত্তব্যবিষয়ক নিয়মাবলী যাহাতে যথাবিধি প্রযুক্ত হয়, প্রাদেশিক সমাজ তাহার তত্ত্বাবধান করিবেন; এবং এই জাতীয় কর্ত্তব্য-প্রতিপালনের সহিত প্রাদেশিক হিতসাধনের সামঞ্জস্য করিবেন; এবং প্রত্যেক অধিবাসীর অন্তরে স্বাধীনতার ভাব উদ্দীপিত করিয়া তাহাদিগের ভবিষ্যতের উন্নতির বীজ বপন করিতে শিখাইবেন।

"নৈতিক প্রভুতা জাতিতেই বিদ্যমান আছে।

"কিন্তু প্রাত্যহিক জীবনে নৈতিক নিয়মাবলীর প্রয়োগ প্রাদেশিক সমাজেরই কার্য্য। আপন আপন কার্য্যক্ষেত্রে আবশ্যকমতে নূতন কার্য্যের অবতারণা করার অধিকার জাতি ও প্রাদেশিক সমাজ উভয়েতেই বিদ্যমান।

"প্রাদেশিক সমাজ নগরের ও গ্রামের অধিবাসিগণকে স্বদেশের জন্য সংগঠিত ও সুশিক্ষিত করিবেন।

"জাতি স্বদেশীয় অধিবাসিগণকে মানবসাধারণের উপকারার্থে সংগঠিত ও সুশিক্ষিত করিবেন।

"যেমন মানবদেহে রক্তপ্রবাহ শিরাসকল হইতে হৃদয়যন্ত্রে চালিত হইয়া পরিশোধিত আকারে তথা হইতে আবার শিরাসকলে প্রত্যাবৃত্ত হয়, সেইরূপ প্রাদেশিক সমাজ হইতে উন্নতিস্রোত রাজধানীতে প্রবাহিত হয় এবং তথায় জাতীয় জীবনের উপযোগিনী হইয়া জাতীয় প্রভুতা লইয়া আবার প্রাদেশিক সমাজে প্রত্যাবৃত্ত হয়। রাজধানীর অস্তিত্ব রাজধানীর নিজের জন্য নহে, সমস্ত দেশের জন্য।

"যাঁহারা কার্য্যতঃ এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যদি আমাদিগের প্রদত্ত উপদেশাবলীকে মূলভিত্তি করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের নিকট ইহা দুর্ভেদ্য সমস্যা বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

"জাতিসাধারণ ও প্রাদেশিক সমাজের কর্ত্তব্যের এইরূপ সীমা নির্দ্দিষ্ট হইলে, সেই সমকেন্দ্র বৃত্তদ্বয়ের আভ্যন্তরীণ কর্ত্তব্য ও অধিকার নির্ণয় করা সহজ হইবে। ইতালীর যাবতীয় কর্ত্তব্যজ্ঞান যাহার অন্তর্নিহিত, অধিবাসিমাত্রের উপর জাতির যে নৈতিক প্রভুতা, যে জাতীয় প্রবাদ পবিত্র সন্ন্যাসস্বরূপ যত্নে পরিরক্ষিত করা উচিত, যে জাতীয় উন্নতি অধিবাসিমাত্রেরই অনুসরণীয় এবং যে অন্তর্জাতীয় জীবন জাতিমাত্রেরই পরিপোষণীয়, সে সমস্তগুলিরই নিয়মনে কেন্দ্রস্থ প্রভুতার অধিকার।

"সাধারণ নিয়মাবলীর কার্য্যে প্রয়োগ, প্রাদেশিক হিত, সামাজিক কর্ত্তব্যসাধনের উপায় স্থিরকরণের স্বাধীনতা এবং কার্য্যকরণের অলঙ্ঘ্য ব্যক্তিগত অধিকার, এগুলির নিয়মনে—জাতীয় তত্ত্বাবধানে—প্রাদেশিক সমাজেরই অধিকার। রাজশক্তি বিশ্বজনীন নির্ব্বাচন দ্বারা নির্ব্বাচিত জাতীয় সভার সাহায্যে কেবল জাতীয় কার্য্যের পরিচালক সাধারণ নিয়মাবলী প্রস্তুত ও প্রচার করিবেন।

* * * * *

"রাজশক্তি—জাতীয় শিক্ষার মূল সূত্র সকল নির্দ্দিষ্ট করিয়া যাহাতে সাধারণতঃ সকলেই একীভাবে সেই মূল সূত্র ধরিয়া শিক্ষাকার্য্যবিধান করে, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবেন। কারণ, শিক্ষা বিষয়ে ঐক্য না থাকিলে কখনই একটি জাতি সংগঠিত হইতে পারে না।

"সেই সাধারণ মূল সূত্রের কার্য্যে পরিণমন, নিম্ন-শিক্ষার অভিভাবক স্থিরীকরণ, জাতীয় বিদ্যালয় সমূহের আয়-ব্যয়ের নিয়ম, স্বাধীন শিক্ষাশালা উদ্ঘাটনে ব্যক্তি-বিশেষের অধিকারের পারিরক্ষণ প্রভৃতি কার্য্যে প্রাদেশিক সমাজেরই অধিকার।

দেশের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা ও জাতীয় লক্ষ্যের সংরক্ষণ প্রত্যেক অধিবাসীর কর্ত্তব্য। সুতরাং জাতীয় সেনার একতাবিধান, সশস্ত্র অধিবাসিগণের শৃঙ্খলাবন্ধন—রাজশক্তির প্রধান কর্ত্তব্য।

"জাতীয় সভায় পূর্ব্বেই যে সকল সাময়িক মূল সূত্র নির্দ্ধারিত হইয়াছে, সেই সকল মূল সূত্র অবলম্বন করিয়া, প্রাদেশিক সেনা যে সকল সেনানায়ক নির্ব্বাচিত করিবে, সেই তালিকা হইতেই জাতীয় সেনানায়ক সকল মনোনীত করিতে হইবে।

"যেহেতু, ন্যায়ের সূক্ষ্ম তুলাদণ্ডে সকল অধিবাসীরই বিচারকার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে—এই জন্য বিচার-প্রণালী ও দণ্ডবিধির ঐক্যবিধান, প্রধান বিচারালয় সকলে উপযুক্ত বিচারপতি সংস্থাপন,

দণ্ডবিধি ও বিচারপ্রণালীর সুশৃঙ্খলাবিধান প্রভৃতি কার্য্যের নিমিত্ত প্রতি প্রাদেশিক সমাজে এক এক জন ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করা রাজশক্তিরই কার্য্য।

"প্রাদেশিক সমাজ প্রাদেশিক জুরী মনোনীত এবং শালিসী ও বাণিজ্যবিষয়ক আদালতের সভ্য নির্ব্বাচিত করিবেন।

"রাজশক্তি জাতীয় করের নির্দ্ধারণ ও দেশের সর্ব্বত্র তাহার যথোপযুক্ত বিতরণ করিবেন।

"প্রাদেশিক সমাজ, রাজশক্তির সাহচর্য্যে প্রাদেশিক করের নির্দ্ধারণ ও জাতীয় কর-সংগ্রহের উপায় স্থিরীকরণ করিবেন।

"যাজকমণ্ডলী, রেলওয়ে কোম্পানী ও অন্যান্য শ্রমশিল্পবিষয়ক কোম্পানীর সম্পত্তির কিয়দংশ লইয়া—রাজশক্তি একটি জাতীয় মূলধন সংস্থাপিত করিবেন। রাজ্যের অনিয়মিত ব্যয়ভার নির্ব্বাহন, করভার কমান এবং শিল্প ও কৃষিবিষয়ে শ্রমজীবীদিগের সাহায্যদানে সেই মূল-ধনের কিয়দংশ ব্যয়িত হইবে।

"রাজশক্তির অভিভাবকতাধীনে এবং কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে সেই মূলধনের যথাযথ বিতরণের ভার প্রাদেশিক সমাজেরই হস্তে থাকিবে।

সাধারণের শান্তি-ঘটিত বিষয় সকল, কারাগার সম্বন্ধীয় সাধারণ নিয়মাবলী, অনুশোচনাশালা স্থাপনা প্রভৃতি কার্য্যের ভার রাজশক্তিরই হস্তে রহিবে।

প্রাদেশিক বিভাগে শৃঙ্খলা-স্থাপন, স্থানীয় ব্যবহারোপযোগিনী স্থানীয় সেনা সৃষ্টি এবং প্রাদেশিক কারাগার সকলে আভ্যন্তরীণ কার্য্য-প্রণালীর ব্যবস্থাপন প্রভৃতি কার্য্য প্রাদেশিক সমাজই করিবেন।

"জাতীয় গৌরব রক্ষা ও জাতীয় সুবিধা-সম্পাদনের জন্য যে সকল সাধারণ কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহার নিয়মন এবং জাতীয় শিল্পের পরিরক্ষণ ও পরিপুষ্টিসাধন—এ সমস্ত ভার রাজশক্তিরই হস্তে ন্যস্ত থাকিবে।

"পথে আলোক-প্রদান, পথবন্ধন, পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মাণ দ্বারা জল-সংযোজন, সাধারণ পথ সকলের সংরক্ষণ ও সংস্করণ প্রভৃতি কার্য্য সকল প্রাদেশিক সমাজ সকলকেই করিতে হইবে।

"বৈদেশিক রাজনীতির নিয়মন, শান্তিস্থাপন ও রণখ্যাপন, সন্ধি-বন্ধন ও মৈত্রী-সংস্থাপন প্রভৃতি জাতীয় কার্য্য সকল রাজশক্তিরই হস্তে থাকিবে।

"রাজ্যের বৈদেশিক রাজনীতির উপর এরূপ লক্ষ্য রাখা, যাহাতে ইহা জাতীয় লক্ষ্য ও ব্রত হইতে বিচলিত না হয়—প্রাদেশিক সমাজের একটি প্রধান কর্ত্তব্য হইবে।

"এবং এইরূপে অন্যান্য কার্য্যও অনুষ্ঠেয়।

"স্বত্ব ও কর্ত্তব্যের এইরূপ বিতরণ ও বিনিয়োগ করিতে পারিলে অরাজকতা বা যথেচ্ছাচারের সম্ভাবনা কোথায়?

"এইরূপ করিলে জাতীয় গৌরব ও জাতীয় উন্নতির প্রতিকূল প্রাদেশিক বিদ্বেষ এবং প্রাদেশিক বিচ্ছেদের সম্ভাবনা কোথায়? ফ্রান্সের ন্যায় প্রাদেশিক সমাজ সকলের জঘন্য রাজকীয় অধীনতায় পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা কোথায়? ফ্রান্সে যেরূপ রাজশক্তি প্রাদেশিক-সমাজ সকলের অধিনায়ক ও কর্ম্মচারী স্থির করিয়া ও অন্যান্য সামান্য সামান্য আভ্যন্তরীণ বিষয়েও হস্তক্ষেপ করিয়া প্রাদেশিক সমাজ সকলকে ক্রীড়নকস্বরূপ করিয়া তুলিয়াছেন—এখানে তাহার সম্ভাবনা কোথায়?

"যাহা হউক—আমি এখানে যে নূতন প্রস্তাবের অবতারণা করিতেছি, তাহার সবিস্তার বর্ণন এখানে আমার উদ্দেশ্য নহে। যদি প্রাদেশিক সমাজ সকলকে প্রতিনিধিসমাজরূপ মাধ্যমিক প্রভুতার অযথা সম্প্রসারণ হইতে আত্মসভ্যগণের স্বাধীনতা-রক্ষায় সমর্থ করা অভিলষিত হয়, যদি তাহাদিগকে নির্ব্বাচন-প্রণালীর প্রাদেশিক প্রয়োগ এবং সাধারণ কার্য্য ও পদের যথাবিধি অনুশীলন দ্বারা জাতীয় শিক্ষার পূর্ণতাবিধানে সমর্থ করিতে ইচ্ছা হয় এবং তাহাদিগকে যে সকল স্বত্ব প্রদান করা হইয়াছে, তাহা যদি প্রবঞ্চনা না হয়,—তাহা হইলে জাতীয় প্রতিনিধি সভাকে এমন বিধি ব্যবস্থাপিত করিতে হইবে, যাহাতে প্রাদেশিক সমাজগুলি জাতীয় প্রভুশক্তির কিয়দংশ প্রাপ্ত হয়।

"প্রাদেশিক সমাজ সকল রাজ্যের ক্ষুদ্র প্রতিকৃতিমাত্র, সুতরাং তাহাদিগকে সেই লক্ষ্য সংসাধনোপযোগিনী প্রভুশক্তি প্রদান করা আবশ্যক। কিন্তু এই লক্ষ্যসংসাধনোদ্দেশে এবং আপন আপন প্রাদেশিক নৈতিক ও ভৌতিক অভাব পূরণের জন্য প্রাদেশিক সমাজ সকলকে অনেক সময় গবর্ণমেণ্টের সাহায্যপ্রার্থী হইতে হয়। কিন্তু তাহা প্রায় আপনাদিগের রীতি-নীতি, অভ্যাস ও প্রাদেশিক স্বাধীনতার বিনিপাতে পরিণত হয়।

"প্রাদেশিক বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের এইরূপ হস্তক্ষেপই ফ্রান্সে শাসন-প্রণালী-বিষয়ক কেন্দ্রীকরণের

আতিশয্যের প্রধান কারণ। ফ্রান্সে ৩৭,০০০ সহস্র প্রাদেশিক সমাজের মধ্যে অনূন ৩০,০০০ সহস্র আপন আপন প্রদেশে শিক্ষা, ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে কোন প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে অক্ষম।

"প্রাদেশিক সমাজনিচয়ের দৌর্ব্বল্যই মাধ্যমিক প্রভুশক্তির বলোপচয়ের নিদান, যথেচ্ছাচারী গবর্ণমেণ্ট সকল যে ইহা বিশেষরূপে অবগত আছেন, অষ্টমবাৎসরিক ফরাসী রাজবিধি তাহার প্রমাণ। এই বিধি দ্বারা প্রাদেশিক সমাজ সকলকে মাধ্যমিক প্রভুশক্তির জঘন্য অধীনতায় আনয়ন করা হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এরূপ বিধি টীয়ার্স প্রভৃতি মহোদয়গণের অনুমোদন প্রাপ্ত হইয়াছে।

ইতালীতে যদি শাসন-প্রণালীর পূর্ণ পরিণতি করিতে হয়, তাহা হইলে প্রাদেশিক সমাজসকলের প্রসার বাড়াইতে হইবে।

"এক রাজনৈতিক বিশ্বাসে দীক্ষিত সহযোগিবৃন্দের সহিত আমার এ সকল বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে। যাঁহারা এক সামাজিক জীবনে গ্রথিত, তাঁহাদিগকে—কৃষি, শিল্প, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে এক তত্ত্বাবধানে আনার যে কত সুবিধা, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। যদি ইতালীয় জাতির সেই সঙ্ঘাত জীবনের পরিণতির কোন অন্তরায় থাকে—তাহা নগর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী জনপদ সকলের সভ্যতার বৈষম্য ও অসামঞ্জস্য।

"নগর সকল উন্নতিশীল জীবন ও জাতীয় সম্মিলনের কেন্দ্র-নিচয়—কিন্তু নগরপার্শ্ববর্ত্তী জনপদ সকল অধিবাসিসমূহের ঘোর মূর্খতা নিবন্ধন সর্ব্বপ্রকার উন্নতির প্রতিরোধ-কেন্দ্রস্বরূপ। এই ভীষণ রোগের একমাত্র বীর্য্যবান্ প্রতীকারৌষধ—ক্রমে সেই সাংঘাতিক বৈষম্যের দূরীকরণ; এবং নাগরিক ও জনপদবাসিগণকে এতদূর মিলিতকরণ—যাহাতে নগরের দিন দিন উপচীয়মান সভ্যতাসূর্য্যের কিরণজাল চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী জনপদ সকলে বিকীর্ণ হইতে পারে।

"নাগরিকবৃন্দ ও জনপদবাসিগণকে পৃথক্ রাখ, তাহাদিগের পরস্পরের মধ্যে যে স্বার্থবিরোধ চলিয়া আসিতেছে, তাহাই চিরস্থায়ী করিবে; কিন্তু তাহাদিগকে মিলিত কর, দেখিবে, পরস্পর মিলনের প্রভাবে সে স্বার্থবিরোধ চলিয়া যাইবে। নগরের উন্নতিশীল উপাদান জনপদবৃন্দের অবনতিশীল বা স্থিতিশীল উপাদান দ্বারা বিনষ্ট হইবে, তাহার আশঙ্কা নাই,—কারণ, এ যুগের দৈব অগ্রগমন এবং নিম্ন শ্রেণীর শুভসংসাধনী ও জীবনীশক্তির উদ্দীপনা দেখিয়া নির্ব্বিঘ্নে বলা যাইতে পারে যে, যদি মিলন প্রতিষ্ঠাপিত হয়, তাহা হইলে উন্নতির আধিপত্য নিরঙ্কুশ থাকিবে।

"রাজশক্তির জীবন—সহস্র ভাগে দেশের খণ্ডীকরণ যাহার নয়ন-প্রীতিকর—এক্ষণে ভগ্ন ও অন্তর্ব্বিচ্ছিন্ন। যদিও অনেকে মনে করিতে পারেন যে, রাজশক্তির এই বিচ্ছিন্নীকরণ স্বাধীনতার প্রতিভূ; কিন্তু বস্তুতঃ নহে, এই ঘটনা হইতে কেবল সেই মাধ্যমিক প্রভুশক্তিই বলশালিনী হইতেছে; যাহা সাধারণের ভীতিস্থল; এবং যাহা সকল প্রতিরোধকেই মূলে বিদলিত করিতে সমর্থ।

"কতকগুলি লোককে একত্র মিলিত করিলেই যে কতিপয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকেন্দ্র সৃষ্টি করা হয়, এরূপ নহে।

"এমন কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বেরই অস্তিত্ব সম্ভবপর নয়, যাহার কোন নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য নাই এবং যাহার সেই লক্ষ্যসাধনোপযোগী বৃত্তি ও যন্ত্রের প্রাচুর্য্য নাই।

"আমার আন্তরিক ইচ্ছা যে, ইতালীর অন্যান্য বর্ত্তমান বিভাগ সকল বিলুপ্ত হইয়া ইতালী দ্বাদশ প্রকাণ্ড বিভাগে বিভক্ত হয়; প্রত্যেক বিভাগে এক-শত করিয়া প্রাদেশিক সমাজ ও বিংশ সহস্র করিয়া অধিবাসী থাকে।

"প্রাদেশিক সমাজগুলি আবার আভ্যন্তরীণ তত্ত্বাবধারণের নিমিত্ত কতকগুলি পল্লীসমাজে বিভক্ত হইবে; কিন্তু পল্লীসমাজগুলি সাধারণ কার্য্য-নিয়মনের কেন্দ্র তত্তৎপ্রাদেশিক সমাজের প্রধান নগরই থাকিবে।

"বিভাগীয় ও প্রাদেশিক সমাজ সম্বন্ধীয় কর্ম্মচারিগণ সাধারণ নির্ব্বাচন দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন।

"প্রত্যেক বিভাগের প্রধান প্রধান নগরে এক এক জন করিয়া গবর্ণমেণ্টের কমিশনর নিযুক্ত থাকিবেন। প্রাদেশিক সমাজ সকলে এরূপ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করার প্রয়োজন নাই। তত্তৎপ্রদেশের প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেটগণই প্রাদেশিক ও জাতীয় কার্য্যের প্রতিভূস্বরূপ থাকিবেন। জাতীয় জীবনের বিভাগীয় ও প্রদেশীয় উপাদানদ্বয়ের সামঞ্জস্যের বর্ত্তমানতা পরীক্ষা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট কেবল মধ্যে মধ্যে তত্ত্বাবধারকগণ প্রেরণ করিবেন।

"এরূপ শৃঙ্খলা সর্ব্বপ্রকার সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতা বিনষ্ট করিয়া বিভাগীয় ও প্রাদেশিক একতা

কেন্দ্রগুলিকে স্ব স্ব অধিকারের সম্ভবতঃ অধিকতর উন্নতিসাধনে সমর্থ করিবে এবং এতদিন ইতালীর যে সাধারণ কার্য্যপ্রণালী অতি মৃদু ও জটিল ছিল, তাহাকে সরল ও ক্ষিপ্র করিয়া তুলিবে।

"বড় বড় বিভাগ অপেক্ষা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগেই স্বাধীনতা কার্য্যতঃ ব্যবহার্য্য ও অনুভবনীয়। সুতরাং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগ যে বর্ত্তমান বড় বড় বিভাগের স্থান অধিকার করিবে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

"যে সকল নগর অতীত ঐতিহাসিক অবদান-পরম্পরা নিবন্ধন দ্বিতীয় রাজধানীর ন্যায় হইয়া পড়িয়াছে, এই শৃঙ্খলা অবলম্বন করিলে তাহাদিগের ধ্বংসের সম্ভাবনা। এই শৃঙ্খলায় প্রত্যেক বিভাগ রাজধানীয় বিভাগের সমগৌরবশালী হইবে। আমি জানি না—এক্ষণে জাতীয় জীবনের যে বিভিন্ন বিভিন্ন অঙ্গগুলি একটি মহানগরীতে কেন্দ্রীভূত আছে, সেই অঙ্গগুলি রাজ্যের নানা নগরে বিক্ষিপ্ত কেন না হইবে? আমি জানি না—রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ বিচারালয় এক নগরীতে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দ্বিতীয় নগরীতে, জাতীয় স্থল-সৈন্য তৃতীয় নগরীতে, জল-সৈন্য চতুর্থ নগরীতে, শিল্প ও বিজ্ঞান বিদ্যালয় পঞ্চম নগরীতে, —ইত্যাদিরূপে রাজশক্তির ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি সকল ভিন্ন নগরীতে বিভাজিত কেন না হইবে।

"তাড়িত বার্ত্তাবহ শান্তিকালে একতাসূত্ররূপ হইবে, এতন্নিবন্ধন যুদ্ধ ও বিপৎকালে কেন্দ্রীকরণ অতি সহজ হইবে।

"জাতীয় প্রতিনিধিতা, পবিত্র নাম এবং ইউরোপীয় ধর্ম্মের একতার দৈবনির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রীয়তা—রোমের পক্ষে পর্য্যাপ্ত হইবে।

"কিন্তু মদুদ্ভাবিত প্রণালী বা অন্য যে কোন প্রণালী প্রতিষ্ঠাপিত হউক না কেন, একটি বিষয় স্থির—যে, যদি ইতালীর স্বাধীনতা ও জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণ করিতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে—একদিকে রাজশক্তিকে শিক্ষাবিষয়িণী প্রভুতারূপে পরিণত করিতে হইবে এবং অন্যদিকে প্রাদেশিক সমাজ সকলকে পরিবর্দ্ধিত ও বিস্তারিত করিতে হইবে।

"যদি ইতালীতে অনিয়ন্ত্রিত উন্নতি ও অবিচ্ছিন্ন সভ্যতা দেখিতে চাও, তাহা হইলে নগর ও জনপদ সকলকে একত্রীকৃত ও সমঞ্জসীভূত করিতে হইবে। যদি ইতালীর প্রত্যেক স্বাধীন নাগরিকের অন্তরে স্বাধীন নাগরিকোপযোগী আত্মগৌরব ও কর্ত্তব্যজ্ঞান অনুস্যূত করিতে চাও, তাহা হইলে ইতালীর প্রত্যেক অধিবাসীকেই পর্য্যায়ক্রমে রাজ্যের সমস্ত কার্য্যভার প্রদান করিতে হইবে। তাহা হইলে ইতালীর জনসাধারণকে রাজকীয় কার্য্য ও রাজকীয় কর্ম্মচারিগণের কার্য্যের উপর মতামত প্রকাশ করিতে আহ্বান করিতে হইবে। যত পরিমাণ সম্ভব ইতালীর সর্ব্বত্র শ্রমশিল্প ও কৃষি-বিষয়ক সমাজ সকল প্রতিষ্ঠাপিত করিতে হইবে এবং ইতালীর প্রত্যেক অধিবাসীকে সৈনিক ও নাগরিক উভয় কার্য্যে দীক্ষিত করিতে হইবে।

"যে জঘন্য সম্প্রদায় এক্ষণে ইতালীর হৃদয়ে দুর্ব্বহ ভাবস্বরূপ রহিয়াছে, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি সেই সম্প্রদায়কে বিচ্ছিন্ন ও বিপর্য্যস্ত করুন এবং ইতালীয়গণ—যাঁহারা জগতে তাঁহাদিগের গুরুতর ব্রতের ভাবে উদ্দীপিত হইয়াছেন—স্বাধীনতাসমরে উৎসর্গীকৃত জীবন ভ্রাতৃবৃন্দের স্মরণার্থে রোমে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া তাহাতে ভবিষ্যতের সঙ্কেতচিহ্নস্বরূপ এই দুইটি কথা সুবর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখুন—ঈশ্বর ও জনসাধারণ—একতা ও স্বাধীনতা।"

ত্রয়োদশ অধ্যায়

"নব্য ইতালী" পত্রিকায় ম্যাটসিনি লিখিত প্রবন্ধগুলি ভিন্নও অন্যান্য সভ্যলিখিত অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বাধা, বিপত্তি, উৎপাত ও নির্যাতনের মধ্যেও নব্য ইতালী সমাজের সভ্যগণের লেখনী অপ্রতিহত ছিল। ম্যাটসিনি ভিন্ন অন্যান্য সভ্যগণের যে প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়, তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

জেকোপো রুফিনি-লিখিত—"যথেচ্ছাচারী নবপতির নিকট কৃত বিশ্বস্ততা-বিষয়ক শপথ", পিট্রো জিয়ান্নোনি-লিখিত—"যুনা বেরিটাস্"; গুইসেপি-লিখিত—"ইংলিস নিয়মতন্ত্র-শাসন-প্রণালী," টাইবীরিয়ো-লিখিত—"রোমীয় চর্চ্চের অধীনস্থ ষ্টেট্ সকলের রাজনৈতিক অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ"; লুইগি আমেডিও মোলগারি-লিখিত দুইটি প্রবন্ধ—একটি "পোপীয় গবর্ণমেণ্ট" সম্বন্ধে, অপরটি "১৮৩১ খৃষ্টাব্দের অভ্যুত্থানকালে মাধ্যমিক দল কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত ভ্রমপ্রমাদ" বিষয়ে, ইলিয়া বোনজা-লিখিত—"বিপ্লববিষয়িণী চিন্তা," বিয়োনাবোতি-লিখিত—"বিপ্লবকালে লৌকিকশাসন-প্রণালী"; পেয়োলেপলিয়া-লিখিত "ইতালীর ধর্ম্মোপজীবীর চিন্তা"; ফ্রন্সিনি-লিখিত—"লম্বার্ডিতে অষ্ট্রীয়া।"

ইতালীর যুবকমণ্ডলীকে উদ্দেশ করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধগুলি নব্য ইতালী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

এতদ্ভিন্নও তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া অনেকগুলি ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখিত হয়; তন্মধ্যে মডেনা-লিখিত "সংক্ষিপ্ত কথোপকথনাবলীই" অতি উৎকৃষ্ট। এতদ্ব্যতীত বৈদেশিক লেখকগণের রচনার অনুবাদ এবং প্রাদেশিক উত্তেজনার জন্য প্রাদেশিক পত্রিকাও প্রকাশিত হইত। প্রাদেশিক পত্রিকাগুলির মধ্যে লিউগেনোনগরে শুদ্ধ লম্বার্ডগণের উদ্দেশে প্রকাশিত "ট্রিবিউন" পত্রিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ম্যাটসিনি ও তৎসহচরবৃন্দের পরিশ্রমের ফল এতদিনে ফলিতে আরম্ভ হইল। জাতীয় স্বভাবজ্ঞান উদ্বোধিত হইল। ইতালীর প্রত্যেক প্রদেশের যুবকমণ্ডলী কর্তৃক বিশেষ উৎসাহের সহিত বৈপ্লবিক একতা বীজস্বরূপ গৃহীত হইল।

প্রিন্স কানোজা, সামিনিয়াতেলী এবং "ভয়েস্ দেলা ভেরিতা" নামক পত্রিকার সম্পাদক প্রভৃতি যথেচ্ছাচারিণী প্রভুশক্তির প্রতিপোষকগণ ম্যাটসিনি ও তৎসহচরবৃন্দের বিরুদ্ধে একবাক্যে লিখিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহাদিগের অযৌক্তিক ও নিষ্ঠুর আক্রমণে ম্যাটসিনি ও তৎসহচরবৃন্দের ক্ষতি না হইয়া বরং বন্ধুসংখ্যাই বাড়িতে লাগিল।

মেতার্নিক নব্য ইতালী সমাজ কর্তৃক প্রকাশিত পত্রিকা-পুস্তকাদির বহুমূল্যতা উপলব্ধি করিলেন এবং উপলব্ধি করিয়া মিলানের মেন্‌জকে লিখিলেন যে, "আমি নব্য ইতালী পত্রিকার দুইটি পূর্ণ সংখ্যা প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করি; শুনিলাম, ইহার পাঁচ খণ্ড বাহির হইয়াছে। আমি গেরিলা যুদ্ধপ্রণালী-বিষয়ক পত্রখানির আগমন প্রতীক্ষা করিতেছি।"

অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজ সকল ক্রমে নব্য ইতালী সমাজের সহিত মিলিত হইতে লাগিল। কার্লো বিয়াঙ্কোর অধিনেতৃত্বাধীনে "আপোফাসিমেনি" নামক সমাজ নব্য ইতালী-সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইল; কার্লো বিয়াঙ্কো স্বয়ং নব্য ইতালী-সমাজের সভ্য হইলেন।

"ভেরি ইতালিয়ানি" নামক সমাজ—যাহা এখন পর্য্যন্ত রাজতন্ত্রপক্ষপাতী হয় নাই—নব্য ইতালী-সমাজের সম্মিলনপ্রার্থী হইল এবং প্রাচীন কার্বোনারো সম্প্রদায়ের ভগ্নাবশেষ সকল ক্রমে এই ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে লাগিল।

যে উদাত্ত নেতা কার্বোনারিজমকে ফরাসীরাজ লুই ফিলিপের রাজত্বকালে একটি শক্তিরূপে পরিণত করিয়াছিলেন এবং যিনি জর্ম্মানী ও অন্যান্য দেশের গুপ্ত সমাজ সকলের ভক্তিভাজন ও পত্রপ্রেরক ছিলেন, সেই বোনারতিই ম্যাটসিনি ও তৎসহচরবৃন্দের সহিত বন্ধুভাবে ও নিয়মিতরূপে চিঠিপত্র লেখালেখি করিতে লাগিলেন।

বোনারতির ন্যায় নবপ্রতিষ্ঠাপিত ফরাসী সাধারণতান্ত্রিক সমাজ সকলের প্রধান প্রধান সভ্যগণ এবং ট্রিবিউন ও ন্যাসানেল পত্রিকার সাহসী সম্পাদকদ্বয় প্রভৃতি নব্য ইতালী-সমাজের সভ্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইলেন। বিখ্যাত-নামা লাফেতী ম্যাটসিনি প্রভৃতিকে উৎসাহবাক্য প্রেরণ করিলেন এবং স্বেচ্ছা-নির্ব্বাসিত পোলিসগণের অধিনায়কগণও তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন।

ক্রমে ইতালীর উন্নতি-উৎপাদন ইউরোপের অনেক স্থলে প্রকৃত উন্নতিসাধক বলিয়া পরিগৃহীত হইল। এ দিকে ইতালীয়গণ ভয়ে ব্যক্ত করিতে না পারুন, অন্ততঃ অন্তরে সকলেই নব্য ইতালী-সমাজের মতের পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগের মধ্যে নব্য ইতালী সমাজ—লম্বার্ডি, জেনোয়া, টস্‌কানী ও পোপীয় রাজ্যে অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিল। টস্‌কান-কেন্দ্র লেগ্‌হরণে গোয়েরাটাজ, বিনি এবং এন্‌রিকো মেয়র অতিশয় কার্য্যতৎপর ছিলেন। পাইসা, সীনা, লুকা এবং অরেন্‌স-স্থিত শাখাসমাজ সকলও তাঁহাদিগের দ্বারা পরিচালিত হইতেছিল। এন্‌রিকো মেয়র নব্য ইতালী-সমাজের দূতরূপে রোমে গমন করেন; তথায় তিনি কেবল সন্দেহমাত্রে কারারুদ্ধ হন। অবশেষে কিছুদিন পরে কারামুক্ত হইয়া তিনি মার্সেলিসে ম্যাটসিনি ও তৎসহচরবৃন্দের সহিত মিলিত হন। ম্যাটসিনির যত বন্ধু ছিলেন, তন্মধ্যে ইনিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতম তদ্‌গতপ্রাণ ও তৎপ্রতি অকৃত্রিমস্নেহ-পরায়ণ ছিলেন।

অধ্যাপক পলো কর্মিনি, মণ্টেনেলি, সিনেটস্ কালো মতিইসি, মন্ত্রিপুত্র সেম্পেনি প্রভৃতি অসংখ্য সম্ভ্রান্ত লোক লেগ্‌হরণ সভার সহযোগিতা করিতে লাগিলেন।

গোমার্ডাবেসী অষ্ট্রীয় কমিটীর অধিনেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। রোম্যাগনায় যাঁহারা—ধনে ও রাজসম্মানে অতি উচ্চপদবীস্থ,—তাঁহারাই তৎকালে ম্যাটসিনি ও তৎসহচরবৃন্দের দল পুষ্ট করিতে লাগিলেন। বলোনার শ্রমজীবীরাও তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন।

রোমেও একটি কমিটী সংস্থাপিত হইল। নেপল্‌সে কার্লো পীয়িও, বেলিনি, লিয়োপার্ডি ও

তাঁহার বন্ধুগণ একটি স্বতন্ত্র সমাজ প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। কিন্তু তাঁহারা নব্য ইতালী সমাজের দূতগণের মারফত ম্যাটসিনি প্রভৃতিকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহারা প্রয়োজন হইলেই তাঁহাদিগের সহিত সহকারিতা করিতে প্রস্তুত আছেন; এবং তাঁহারা তাঁহাদিগের সহিত সাঙ্কেতিক ভাষায় চিঠিপত্র লেখালেখি করিতে লাগিলেন।

জেনোয়ায় শুদ্ধ বণিক্-সম্প্রদায়ের যুবকগণ নহেন, ক্ষমতাশালী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণও তাঁহাদিগকে একটি সংঘাত শক্তিসমষ্টি বলিয়া বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন।

পীডমণ্টে সভার কার্য্য কিঞ্চিৎ ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল বটে, কিন্তু ইহার শাখা-প্রশাখা চতুর্দ্দিকেই বিস্তারিত হইয়া পড়িল। অধিক কি, কানাভীজের সাহসিক অধিবাসিগণও ক্রমে এই সভার সভ্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া উঠিলেন।

আরও অনেক পদস্থ ও সম্ভ্রান্ত লোক—যাঁহাদিগের নামের তালিকা এখানে দেওয়া অনাবশ্যক—তাঁহাদিগকে বলিয়া পাঠাইতে লাগিলেন যে, যদি তাঁহারা বিশেষ পারদর্শিতা ও বীর্য্যবত্তার সহিত বিপ্লবকার্য্য আরব্ধ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা নানা প্রকারে তাঁহাদিগের সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন।

করায়ত্ত উপাদান-সামগ্রীর উপর নির্ভর করিয়া "ষড়যন্ত্রী" ও "প্রচারক" এই উভয় ব্রতের সমকালীন উদ্যাপনের বিপদ্ ভাবিয়া এবং বিলম্বে পরিবর্দ্ধমান উৎসাহবহ্নি নির্য্যাতনজলাভিষেচনে পাছে নির্ব্বাপিত হয়, এই আশঙ্কায়, নব্য ইতালী-সমাজ আশু কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

সার্ডিনীয় রাজ্য বৈপ্লবিক সেনাকে আলেসাণ্ড্রিয়া ও জেনোয়া নামক স্থানকে বিপ্লব-কেন্দ্র করিতে অনুমতি দিলেন। এই দুই স্থানেই আবার নব্য ইতালী-সমাজের সভ্যশ্রেণীর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক ছিল; সুতরাং তাঁহাদিগের কার্য্যের অনেক সুবিধা হইল। কাহারও কাহারও মতে এই বিপ্লব-কেন্দ্র মধ্যস্থলে হওয়া উচিত ছিল। ম্যাটসিনি বলেন, মধ্যস্থলকে বিপ্লবকেন্দ্র করা সহজ হইত বটে, কিন্তু তাহাতে সাহায্য পাইবার আশা অতি অল্প ছিল। এই জন্য ম্যাটসিনি ও তৎসহচরবৃন্দ সার্ডিনিয়া রাজ্যে সর্ব্বপ্রথমে বৈপ্লবিক পতাকা উড্ডীন করিতে এবং জেনোয়া ও আলেসাণ্ড্রিয়া নামক নগরদ্বয়কে বৈপ্লবিক কেন্দ্র করিতে সঙ্কল্প করিলেন।

তাঁহারা সৈনিকগণের হৃদয় পরীক্ষা করিলেন। উচ্চপদবীস্থ সৈনিক-পুরুষেরা তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইতে অস্বীকৃত হইলেন। কিন্তু নিম্নস্থ সৈনিকেরা ইতালীতে একটি অখণ্ড সাধারণতান্ত্রিক একতা প্রার্থনীয় বোধে তাহাদিগের অনুবর্ত্তন করিতে স্বীকৃত হইলেন। তাঁহারা প্রায় সকল রেজিমেণ্টের সহিত সংস্রবসূত্র সংস্থাপিত করিলেন। কিন্তু জেনোয়া ও আলেসাণ্ড্রিয়ার শস্ত্রাগার-রক্ষকদিগের সহিতই তাঁহাদিগের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠিল।

সৈনিক কর্ম্মচারীর মধ্যে করপোরাল্ সার্জেণ্ট এবং ক্যাপটেন—ইঁহাদিগকেই তাঁহারা বিপ্লবসেনা-কর্ম্মচারী মনোনীত করিতে লাগিলেন। কারণ, উচ্চকর্ম্মচারিগণ অপেক্ষা সামান্য সৈনিকগণের সহিত অধিকতর সংস্রবে আসায়, উচ্চ-কর্ম্মচারিগণ অপেক্ষা ইঁহারাই সামান্য সৈনিকগণের অধিকতর প্রীতি ও বিশ্বাসভাজন ছিলেন।

কোন কোন সেনানায়ক প্রতিশ্রুত হইলেন যে, বৈপ্লবিক সেনার প্রাবল্য দেখিলেই তাঁহাদিগের সহিত যোগ দিবেন। এই সকল কারণে তাঁহাদিগের বিশ্বাস জন্মিল যে, বৈপ্লবিক সেনা প্রবল হইলে অধিকাংশ ইতালীয় সৈন্যই ইহার সহিত মিলিত হইবে; যাহারা মিলিত হইবে না, তাহারাও অতি সামান্য বাধা প্রদান করিবে।

ম্যাটসিনি এই জন্য দ্রুত আক্রমণ-প্রস্তাব করিলেন এবং নব্য ইতালী সমাজের অন্তর্ভুক্ত সভা সকলের নিকট আবশ্যকীয় অর্থ-সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার প্রস্তাব গৃহীত হইল এবং সাহায্যও প্রদত্ত হইল—কিন্তু যে সাহায্য আসিল, তাহা প্রয়োজনের অনেক ন্যূন। "ইহা অতি বিস্ময়কর হইলেও সত্য যে, যাঁহারা প্রয়োজন হইলে স্বাধীনতার জন্য রক্তমোক্ষণ করিতেও প্রস্তুত, তাঁহারাও সেই অর্থসাহায্যদানে—কুণ্ঠিত, যে অর্থসাহায্যে সেই রক্তমোক্ষণ নিবারিত হইতে পারে।"

ম্যাটসিনি—প্রস্তাবিত অভিযানের সাধারণ প্ল্যান্ জেনোয়া, আলেসাণ্ড্রিয়া, ভাসেলি, টুরিন্ এবং লোমেলিনা প্রভৃতি নগরস্থিত বন্ধু-বান্ধবদিগকে বিদিত করিয়া, সেভয় আক্রমণের উপাদান-সামগ্রী শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার নিমিত্ত মার্সেলিস পরিত্যাগ করিয়া জেনোয়ায় গমন করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু জেনোয়ায় যাইবার পূর্ব্বে ফরাসী সাধারণতান্ত্রিকদিগকে গূঢ় সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ করিতে ইচ্ছুক হইলেন।

ক্যাভেগ্নাগ এবং ট্রিবিউন্ পত্রিকার দল

কোন বহিশ্চর উত্তেজনা-সাপেক্ষ ছিলেন না, তাঁহারা স্বতঃই কার্য্যপিপাসু ছিলেন। কিন্তু স্তাসনেল্ পত্রিকার দল সেরূপ ছিলেন না। অপরাপরের আশা লিয়ন্সের শ্রমজীবীদিগের উপরই সম্পূর্ণ ন্যস্ত ছিল, কিন্তু স্তাসানেল্ পত্রিকার দলের তাঁহাদিগের উপর কোনও বিশ্বাস ছিল না। ম্যাটসিনি বিখ্যাত সাধারণতান্ত্রিক অধিনায়ক কারেল্‌কে মার্সেলিসে আসিতে অনুরোধ করিলে, তিনি আসিলেন। ক্যাভেগ্‌ন্যাগ ইত্যবসরে লিয়ন্সে গমন করিলেন।

ক্যারেলের সহিত ম্যাটসিনির এই গূঢ় সন্ধি হইল যে, ইতালী যদি বৈপ্লবিক সেনা বিপ্লবসমরক্ষেত্রে অবতারিত করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি ক্যাভেগ্‌ন্যাগের সহিত মিলিত হইয়া অতি দ্রুত লিয়ন্সে বিপ্লব-পতাকা উড্ডীন করিবেন।

গোপনে গোপনে এইরূপ উদ্যোগ হইতেছে, এমন সময় একটি সামান্য ঘটনায় তাঁহাদিগের সমস্ত প্ল্যান আমূল উন্মূলিত হইল।

পুলিশের প্রখর অনুসন্ধান অতিক্রম করিয়া নব্য ইতালী-সমাজের পত্রিকাদি সাধারণ জনসমাজে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রচারিত হইতেছে দেখিয়া, ইতালীয় গবর্ণমেণ্টের সন্দেহ জন্মিল যে, সাডিনীয় রাজ্যে গুপ্তভাবে যে বিপ্লব-কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহা উপেক্ষণীয় নহে। অনেক মাস ধরিয়া গবর্ণমেণ্ট এই সমাজের কোন সূত্র ধরিয়া কেন্দ্রে উপনীত হইবার অশেষ চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতেছেন না। তাঁহারা সমাজের উর্দ্ধতন বিভাগ ও ১৮২১ খৃষ্টাব্দের ষড়্‌যন্ত্রীদিগকেই বিপ্লবকেন্দ্র বলিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। এই জন্যই তাঁহাদিগের অনুসন্ধান ফলোপধায়ক হয় নাই। তাঁহাদিগের একবারও মনে হয় নাই যে, যে সমাজের প্রসর এত বিস্তীর্ণ এবং যে সমাজ পুলিশের এরূপ তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানও অতিক্রম করিতে সমর্থ, সে সমাজের অধিনেতৃবৃন্দ অজ্ঞাতনামা কতিপয় মাত্র যুবাপুরুষ, যাঁহাদিগের অনুপম কার্য্যদক্ষতা এবং অবিচলিত অধ্যবসায় ভিন্ন অন্য কোন সম্পত্তি বা অবলম্বন ছিল না।

নিরপরাধকে শাস্তি দিলে পাছে প্রকৃত ষড়্‌যন্ত্রীরা সতর্ক হয়, এই ভয়ে গবর্ণমেণ্ট সন্দিগ্ধ উচ্চশ্রেণী ও ১৮২১ সালের ষড়্‌যন্ত্রীদিগকে শাস্তি দিতে সাহস করিলেন না। সুতরাং নিরাপদে ও নিঃসন্দিগ্ধভাবেই অভ্যুত্থান অনুষ্ঠিত হইতে পারিত।

কিন্তু একটি ঘটনায় অভ্যুত্থান অঙ্কুরে বিদলিত হইল। এই সময় দুই জন আটিলারিকর্ম্মচারী একটি স্ত্রীলোক লইয়া বিবদমান হইয়া একজন অপরকে ষড়্‌যন্ত্রী বলিয়া ধরাইয়া দিব বলিয়া ভয়প্রদর্শন করিয়াছিল, এমন সময় এক জন পথিক শুনিয়া এই কথা গবর্ণমেণ্টকে বলিয়া দেয়। গবর্ণমেণ্টও এই সূত্র ধরিয়া ষড়্‌যন্ত্রের মূল অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন।

বারিক ও আর্টিলারি গৃহে খানাতল্লাসী করিয়া নব্য ইতালীসমাজ-প্রচারিত খানকতক পত্রিকা পাওয়া যায়। সেই পত্রিকার অধিস্বামিগণ এবং অল্পদিন পরেই তাঁহাদিগের বন্ধুগণও কারারুদ্ধ হন। তাঁহাদিগকে পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়, যেন কেহ কাহারও সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে বা পরস্পরের সহিত চিঠিপত্র লেখালেখি করিতে না পারে। গবর্ণমেণ্টের দূতগণ অপরাপর সৈনিকগণের মুখচ্ছবি সতর্কভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। যাঁহাদিগের মুখে কোন প্রকার দুশ্চিন্তা, বিমর্ষ বা অস্বাভাবিক বিবর্ণতার ভাব পরিদৃষ্ট হইল, তাঁহারাই কারারুদ্ধ হইতে লাগিলেন।

শুদ্ধ জেনোয়ায় এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল, এরূপ নহে। টিউরিন্, আলেসাণ্ড্রিয়া এবং চাম্বেরি কারাগার সকল সন্দিগ্ধ জনগণে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। যাহাতে দ্বিতীয় দল ভাবে, বুঝি প্রথম দলের বিশ্বাসঘাতকতাই তাহাদিগের কারারোধের মূল, এই জন্য, প্রথম ও দ্বিতীয় দলের কারারোধের অভ্যন্তরে কিঞ্চিৎ সময় প্রদত্ত হইত।

বাস্তবিক কতকগুলি কারারুদ্ধ বর্ত্তমান যন্ত্রণায় ভবিষ্য যন্ত্রণার ভয়ে বিশ্বাসভঙ্গ করিয়াছিল। প্রত্যেক কারারুদ্ধকে বলা হইল যে, হয় সে সঙ্গীদিগের নাম ব্যক্ত করুক, অথবা প্রাণদণ্ড গ্রহণ করুক্। তিন জন সৈনিকপুরুষ ও একজন সিবিলিয়ান্ ভয়ে সঙ্গীদিগের নাম বলিয়া ফেলিল। কতকগুলি উচ্চতর চরিত্রের লোক আপনাদিগের দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল, কিন্তু সঙ্গীদিগের নাম বলিল না। ইহার ফল এই হইল যে, যাঁহারা তাহাদিগের বন্ধুবান্ধব বলিয়া পরিজ্ঞাত ছিলেন, তাঁহারা অচিরাৎ ধৃত হইলেন।

এইরূপ নির্য্যাতন প্রথমে বড় বড় নগরে আরব্ধ হইয়া, অবশেষে নাইস্, কিউনিয়ো, ভার্সেলি ও মণ্ডোভি প্রভৃতি নগরে প্রসৃত হইল।

চতুর্দ্দিকে ভীতিস্রোত প্রবাহিত হইল। অনেক সভ্য পলায়ন করিলেন, কতকগুলি লুক্কায়িত রহিলেন। সমাজের অধিনেতৃবৃন্দ নির্য্যাতনের আরম্ভের পর অভ্যুত্থানের আরব্ধির ঔচিত্যবিষয়ে সন্দিহান হইলেন।

অতি অল্পদিনের মধ্যে বিপ্লবের আরব্ধি অসম্ভব হইয়া উঠিল। বারিক সকল চতুর্দ্দিকে এরূপ সতর্কতার

সহিত পরিরক্ষিত হইতে লাগিল যে, জনপ্রাণী তাহার ভিতর প্রবেশ করিতে পারিল না।

যে সময়ে কারারুদ্ধ ব্যক্তিদিগের আত্মীয়-স্বজনকে বলা হইতেছিল যে, তাঁহাদিগের ব্যাকুল হইবার বিশেষ কারণ নাই, যেহেতু, তাঁহাদিগের কারারুদ্ধ বন্ধু-বান্ধবদিগকে শীঘ্রই কারামুক্ত করা যাইবে, সেই সময়েই কারাগারের প্রাচীরের অভ্যন্তরে লোমহর্ষণ ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইতেছিল। যাহাদিগকে সন্দেহমাত্রে কারারুদ্ধ করা হইয়াছিল, তাহাদিগকে আপন মুখে দোষী স্বীকার করাইয়া লইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট অসংখ্য নারকীয় উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। কতগুলিকে তাঁহারা অর্থ দ্বারা বশীভূত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কতকগুলিকে বক্র প্রশ্ন দ্বারা জালে ফেলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রথমেই হউক বা পরেই হউক, সকলের প্রতিই ভয়-প্রদর্শন করা হইয়াছিল। কাহাকে কাহাকে বা আট্রোপস বেলাডোনা নামক ঔষধ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাওয়ান হইয়াছিল; ইহাতে বুদ্ধি অতি ক্ষীণ হয়; সুতরাং আত্মসংযম না থাকায় রোগী সহজেই মনের কথা বাহির করিয়া ফেলে। যাহারা ভীত বলিয়া পরিজ্ঞাত, তাহাদিগকে এইরূপ বলা হইল:—"আমরা জানি যে, তোমরা দোষী এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গুলী করিয়া তোমাদিগকে মারিতে হুকুম পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু এখনও যদি তোমরা সহচরদিগের নাম বলিয়া দেও, তাহা হইলেও প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পার।"

যাঁহারা ধার্ম্মিক ও সাহসী বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাঁহাদিগকে এইরূপ বলা হইত—"আমরা তোমাদিগের জন্য অন্তরের সহিত দুঃখিত হইয়াছি। তোমরা ভাবিয়াছিলে যে, তোমরা একটি সৎকার্য্যে আত্মসমর্পণ করিয়াছ, কিন্তু তোমরা যাহাদিগের জন্য আত্মবিসর্জ্জন করিতেছ, তাহারা সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। এইরূপ মৌন অবলম্বন করিয়া তোমরা বিশ্বস্ত ও পরীক্ষিত বন্ধুদিগের প্রাণরক্ষা করিতেছ না; কিন্তু যাহারা তোমাদিগের নাম বলিয়া দিয়াছে—তাহাদিগের জন্য আপনাদিগকে ও পরিবারবর্গকে অকারণ বিসর্জ্জন দিতেছ। দেখ, তোমাদিগের বিরুদ্ধে তোমাদিগের সাক্ষ্য এই। তবে কেন তোমরা ইহার সত্যতা স্বীকার করিয়া কারামুক্ত হইয়া গৃহে গিয়া আত্মীয়স্বজনের হৃদয়ে শান্তি বিতরণ না করিবে? কেন না—এরূপ অবাধ্যভাবে মৌনী রহিলে নিশ্চয় তোমাদিগের মৃত্যু।" এই কথা শুনিয়া কারাবাসীর মন যখন সন্দেহ ও ভয়ে আলোড়িত হইত, তখন বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত জালনাম-স্বাক্ষরিত পরিত্যাগপত্র তাহাদিগের সম্মুখে ধরা হইত। জ্যাকোপো রুফিনির প্রতি এই কৌশল অবলম্বিত হইয়াছিল।

যাহাদিগের মুখ হইতে কেবল নিজের দোষ স্বীকার করিয়া লওয়ার প্রয়োজন, তাহাদিগের সঙ্গে একজন করিয়া কপট ষড়যন্ত্রী আবদ্ধ করিয়া রাখা হইত। এই কপট ষড়যন্ত্রী ক্রমে বিশ্বাসভাজন হইয়া সহবাসী কারাবাসীর কষ্ট-যন্ত্রণার সময় তাহার মুখ হইতে হৃদয়-নিগূহিত সমস্ত গুপ্ত কথা বাহির করিয়া লইত।

মিগ্লিয়োর নামক একজন সার্জ্জেণ্ট জেনোয়ার একজন কপট ষড়যন্ত্রীর সহিত একত্র কারারুদ্ধ হন। উক্ত কপট ষড়যন্ত্রী সাশ্রুজলে মিগ্লিয়োকে বলিল যে, "আমি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলাম বলিয়া আমার আজ এই দুর্দ্দশা! আর তুমি যদি বাটীতে পত্র দ্বারা মনের কথা জানাইতে চাও, তাহা হইলে আমি বিশ্বস্ত লোক দ্বারা তোমার সেই পত্র পাঠাইয়া দিতে পারি।" মিগ্লিয়ো এই কথায় প্রতারিত হইয়া আপনার শির কাটিয়া রক্ত বাহির করিয়া সেই রক্ত দিয়া মনের ভাবপূর্ণ একখানি পত্র লিখিয়া বাটীতে প্রেরণ করিবার জন্য উক্ত ষড়যন্ত্রীর হস্তে প্রদান করেন। এই পত্রখানি শেষে মিগ্লিয়োর বিরুদ্ধে প্রমাণস্বরূপ অবতারিত হয়।

প্রত্যেক কারাবাসীর জন্য নূতন নূতন কষ্টপ্রদানের উপায় উদ্ভাবিত হইতে লাগিল,—প্রত্যেকটিই নৃশংস, নিষ্ঠুর ও লজ্জাকর।

একজন কারাবাসীর কারাগৃহের গবাক্ষের নিম্নে একজন গবর্ণমেণ্ট চীৎকারক অপর কারাবাসীদিগের শীর্ষচ্ছেদ উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতে লাগিল।

আর একজন কারাবাসী, যে গৃহে তাঁহার বন্ধু আবদ্ধ রহিয়াছেন, তাহার সম্মুখবর্ত্তী গৃহে আবদ্ধ হয়েন। এই দুই ঘরের মধ্যে কেবল একটি পথ ছিল। বন্ধুর মৃত্যু নিকট, এই সংবাদ তাঁহাকে দেওয়া হইল। তাহার পরক্ষণেই তিনি শুনিতে পাইলেন যে, কতকগুলি সৈনিকপুরুষ উক্ত আগার হইতে তাঁহার বন্ধুকে লইয়া যাইতেছে—তাহার অব্যবহিত পরেই গুলীর শব্দ বন্ধুর অদৃষ্টবার্ত্তা তাঁহাকে শুনাইল।

জিও ভানি রে আত্মগোপনে যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

"সার্জ্জেণ্টগণের বধের পর তাহারা আমাকে পিয়ানাভিয়ার বধবিষয়ে বিশ্বাস জন্মাইতে চেষ্টা করিল এবং তাহাতে কৃতকার্য্যও হইল। সর্ব্বদা গান করা পিয়ানাভিয়ার অভ্যাস ছিল; একদিন রবিবারে তাঁহার গান বন্ধ হইল। সেই রবিবারে সেই কারাগৃহের দ্বারপথে অবিশ্রান্ত লোকজনের যাতায়াতের

শব্দ আমার কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। গবর্ণর আসিলেন, আসিয়া তাঁহার সহিত অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। বেলা তিন ঘটিকার সময় আলেসান্ড্রিয়া দুর্গের জেনেরাল কথাণ্ডেণ্ট কতকগুলি কর্ম্মচারি-পরিবেষ্টিত হইয়া এবং ঘাতকাকৃতি একজন পুরোহিত সঙ্গে করিয়া আমার অন্ধকূপে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা এরূপ ভাব দেখাইতে লাগিলেন যে, তাঁহারা যেন আমার দুঃখে অতিশয় কাতর, অশ্রুজল সংবরণ করা তাঁহাদিগের পক্ষে যেন অসাধ্য। সেনাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার মন প্রশান্ত আছে কি না। আমি কহিলাম, 'আছে।' তাহার পর তিনি বাহির হইয়া গেলেন, আমাকে গুটিকত কথা বলিবার জন্য পুরোহিত রাখিয়া গেলেন। সমস্ত রাত্রি সেই গোলযোগ চলিতে লাগিল। প্রত্যূষে আমার বোধ হইল, যেন পিয়ানাভিয়াকে বারান্দা দিয়া লইয়া যাইতেছে—ইহার পর তিনটি গুলীর শব্দে অবগত হইলাম যে, পিয়ানাভিয়ার প্রাণবধ হইল। যে পিয়ানাভিয়ার বিশ্বাসঘাতকতায় অনেকগুলি ভ্রাতা প্রাণ হারাইলেন, তাহার জন্যও আমি করুণভাবে রোদন করিতে লাগিলাম।"

বস্তুতঃ পিয়ানাভিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয় নাই। জিওভানি রেকে ভয় দেখাইবার জন্যই এরূপ উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল। কতকগুলি কারাবাসীর কারাকূপের বাহিরে দিবারাত্রি এরূপ ভীষণ শব্দতরঙ্গ উত্থাপিত ও পরিরক্ষিত করা হইত যে, তাহাদিগের পক্ষে নিদ্রা যাওয়া অসম্ভব হইত। তিন চারি রাত্রি এইরূপ দুর্ব্বিষহ কষ্ট-যন্ত্রণা সহ্য করার পর তাহাদিগকে নানাপ্রকার প্রশ্ন ও পরীক্ষা দ্বারা এতদূর উত্তেজিত ও উৎপীড়িত করা হইত যে, যাহারা তাহা সহ্য করিয়াছে, তাহারা ব্যতীত আর কেহই তাহা কল্পনায় ধারণা করিতে সমর্থ নহে। অবশেষে এইরূপ কষ্ট-যন্ত্রণা সহ্য করিয়া যখন কারাবাসীর নৈতিক সাহস অবসন্ন ও বিপর্য্যস্ত হইত, তখন 'স্বয়ং দোষ স্বীকার করিলে প্রাণদান পাইবে' তাহাকে এইরূপ প্রলোভন দেখান হইত। শুদ্ধ প্রলোভন নয়—তাঁহারা পারিবারিক প্রণয়ের পবিত্রতা নষ্ট করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহারা কারাবাসীর সম্মুখে বৃদ্ধ জনক-জননীকে আনাইয়া গুপ্ত কথা বাহির করিয়া দিবার জন্য তাঁহাদিগ কর্ত্তৃক কারাবাসিগণকে অনুরোধ করাইতেও লজ্জাবোধ করিতেন না।

এই সকল নির্য্যাতনে অনেকে অবনত হইলেন; কতকগুলি বিচলিত হইলেন না; সুতরাং তাঁহাদিগের প্রাণদণ্ড হইল। একজন কেবল—যাঁহার বয়স নবীন এবং হৃদয় এত উচ্চ ও পবিত্র যে, কোন প্রলোভনেই ভীত বা বিচলিত হইবার নহে—আত্মাকে প্রবঞ্চকদিগের প্রলোভন-জাল হইতে এবং দেহকে ঘাতকদিগের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। এই মহাত্মার নাম জ্যাকোপো রুফিনি। ইনি এক রজনীযোগে তাঁহার কারাগৃহের দেউল হইতে একটি গজাল উপড়াইয়া, তাঁহার গ্রীবার একটি রক্তবাহিনী শিরা খুলিয়া দিলেন। যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে এইরূপ ভীষণ প্রতিবাদ করিয়া, সেই নবীন যোগী দেশহিতৈষণায় জীবন উৎসর্গ করিলেন। তাঁহার চরিত্র নির্ম্মল ও অপাপবিদ্ধ ছিল। তাঁহার প্রকৃতি অতি মধুর, তাঁহার হৃদয় পবিত্রতম ও স্থিরতম প্রণয়ে পরিপূরিত ছিল। তিনি স্বদেশকে প্রাণাপেক্ষাও ভালবাসিতেন এবং ইতালীর ভবিষ্যৎ ব্রতের গুরুত্ব সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারিতেন। তাঁহার—সর্ব্বধর্ম্মের আদর্শ জননীর প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি, ভ্রাতৃগণের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ এবং প্রিয়বন্ধু ম্যাটসিনির প্রতি অবিচলিত প্রেম ছিল। তিনি ম্যাটসিনির শৈশব সহচর ও যৌবনসুহৃৎ ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে একত্র অধ্যয়নকাল হইতে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের মধ্যে বিচ্ছেদ সংঘটিত হয় নাই। তাঁহারা সহোদর ভ্রাতার ন্যায় পরস্পরের সহবাসে কালাতিপাত করিতেন। কেবল সেই সময় প্রথম কারাবাস ও শেষে নির্ব্বাসন তাঁহাদিগকে জন্মের মত পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে। জ্যাকোপো রুফিনি চিকিৎসা-বিজ্ঞানে এবং ম্যাটসিনি ব্যবহার-বিজ্ঞানে দীক্ষিত হইতেছিলেন। উদ্ভিজ্জ-বিদ্যা ও সাহিত্যসাধারণে অনুরাগ এবং হৃদয়ে স্বাভাবিকী সহানুভূতি—এই কয়টি উপাদানে তাঁহাদিগের বন্ধুত্ব ক্রমে গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়াছিল।

যখনই নির্য্যাতন আরম্ভ হইল, তখনই জ্যাকোপো বুঝিলেন যে, তাঁহার জীবন-সংশয়। বুঝিয়া তিনি প্রশান্তভাবে মৃত্যু প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হইয়াছে—এই সংবাদ দিয়া যখন বন্ধুবান্ধবেরা তাঁহাকে পলায়ন করিতে অনুরোধ করেন, তিনি পলায়নে অস্বীকৃত হন। যখন সকলে বিশেষ পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, তখন তিনি বলিলেন যে, যাঁহাদিগের দৃষ্টান্তে অপরে বিপৎসাগরে ঝাঁপ দিয়াছেন, তাঁহাদিগেরই সর্ব্বপ্রথমে জীবন প্রদান করা উচিত। যখন ধৃত হইয়া তিনি নানা প্রকার প্রশ্নে

উৎপীড়িত হইতে লাগিলেন, তখন তিনি কোন প্রকার উত্তর না দিয়া কেবল মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। কিন্তু অবিশ্রান্ত কষ্ট-যন্ত্রণায় ও নিরন্তর ভয়-প্রদর্শনে পাছে পরে চিত্তদৌর্ব্বল্য ঘটে, এই ভয়ে জ্যাকোপো আত্মা অপাপবিদ্ধ থাকিতে থাকিতে আত্ম-হত্যা করিলেন।

তাঁহার হৃদয় যেমন গভীর ছিল, বুদ্ধিও তেমনই প্রখরা ও ক্ষিপ্রা ছিল। যাঁহারা তাঁহাকে ঘনিষ্ঠরূপে জানিতেন, তাঁহারা অদ্যাপি তাঁহাকে ঋষির ন্যায় মনে করেন এবং ভক্তিভাবে তাঁহার স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া থাকেন।

চার্লস আলবার্ট রক্তপানে এতদূর উন্মাদিত হইয়াছিলেন যে, তিনি একজন কর্ম্মচারীকে বলিয়াছিলেন যে, "সামান্য সৈনিকের রক্তে পর্য্যাপ্ত হইবে না, তুমি সৈনিক কর্ম্মচারীদিগকেও ধরিয়া দিতে চেষ্টা করিবে।"

যাহারা গোয়েন্দাগিরী স্বীকার করিল, তাহাদিগের জীবন ছাড় দেওয়া হইল। কিন্তু এই গোয়েন্দাদিগের সাক্ষ্য পরস্পরবিসংবাদী হইতে লাগিল। এই জন্য এক দিন দুই জন গোয়েন্দাকে এক গারদে পুরিয়া রাখা হইল। তাহার পর তাহাদিগের সাক্ষ্য গৃহীত হইল, আর বিসংবাদ রহিল না। এই জঘন্য নরাধমদিগের কথার উপর নির্ভর করিয়া অনেক নির্দ্দোষ ব্যক্তিরও প্রাণদণ্ড হইল।

কারাবাসীদিগকে আত্মপক্ষসমর্থন করার অধিকার দেওয়া হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহা ছলনা ও বিড়ম্বনা মাত্র। কারাবাসীদিগের পক্ষসমর্থকদিগকে যে সকল পত্র দেওয়া হইয়াছিল, তাহা আসল হইতে নানাপ্রকারে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আর তাঁহাদিগকে যে সময় প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহাতে মোকদ্দমার অবস্থা বিশেষ বিবেচনা করাও সম্ভবপর ছিল না। পক্ষসমর্থকেরা প্রায় সকলেই সেনানিবিষ্ট। তাঁহারা এই দুঃসাহসিকতার জন্য অচিরাৎ সমুচিত শাস্তি প্রাপ্ত হন।

অসংখ্য লোকের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রচারিত হইতে লাগিল। যাহারা পীডমণ্টিস্ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে লিখিত কোন প্রকার পত্রপত্রিকাদি প্রচার করিয়া বেড়াইত, তাহাদিগের অধিকাংশেরই উপর চিরদাসত্ব-দণ্ড ব্যবস্থাপিত হইল, কোন কোন স্থলে প্রাণদণ্ড পর্য্যন্তও আদিষ্ট হইল। যে ব্যক্তি একটি ষড়যন্ত্রী ধরিয়া দিবে, তাহার প্রতি একশত মুদ্রা পারিতোষিক নির্দ্দিষ্ট হইল।

যে সকল লোক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন, তাঁহাদিগের নামের তালিকা প্রদান করিতে শোণিত শুকাইয়া যায়। অনেক সৈনিক কর্ম্মচারী ও ব্যবহারাজীব এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

যাঁহাদিগের বিরুদ্ধে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা উদ্‌ঘোষিত হইয়াছিল, তাঁহাদিগের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি কৌশলে মুক্তি লাভ করেন। ম্যাটসিনির বিরুদ্ধেও প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত হয়, কিন্তু তিনি প্রিন্স আলবার্টের রাজ্য-বহির্ভূত থাকায় কেহই তাঁহার কেশ স্পর্শ করিতে পারে নাই।

অবশিষ্ট কারাবাসীদিগের কাহারও প্রতি বিশ বৎসর, কাহারও প্রতি দশ বৎসর, কাহারও প্রতি পাঁচ বৎসর, কাহারও প্রতি তিন বৎসর, কাহারও প্রতি দুই বৎসর এবং কাহারও প্রতি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ব্যবস্থাপিত হইল। সম্রান্ত শ্রেণীর কতকগুলি লোককে স্বাধীনতা প্রদান করা হইল।

লোকের জীবন-মরণ-নির্ণয়রূপ এই গুরুতর কার্য্য—ন্যায়ের বাহ্য আড়ম্বর বা আইনের ফরমের দিকেও দৃষ্টি না রাখিয়া অতি দ্রুত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহা বিভীষিকা ও ক্রোধান্ধতার রাজত্ব-কাল। তৎকালে এরূপ যথেচ্ছাচারের কোন অনিবার্য্য প্রয়োজনও ছিল না। কেবল চার্লস আলবার্টের রক্তপিপাসা নিবারণ করিবার জন্যই এতদূর রক্তপাত করা হইয়াছিল। আলবার্টের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য ন্যায়ের একমাত্র আশ্রয়স্থল বিচারকরূপে এবং ধর্ম্মাধিকরণ সকল বধ্যভূমিরূপে পরিণত হইয়াছিল।

ঘাতকগণ রাজ-প্রসাদের প্রার্থী হইয়া নিষ্ঠুরতায় আপন রাজাকেও পরাজিত করিতে লাগিল। ইহার বিশদীকরণে একটি দৃষ্টান্তই পর্য্যাপ্ত হইবে। একদিন তাহারা ভচীরী নামক একজন কারাবাসীকে তাহার বাটীর সম্মুখ দিয়া যথার্থ বধ্যভূমিতে লইয়া যাইতেছিল। ভচীরীর গৃহে গর্ভবতী স্ত্রী, স্নেহবতী ভগিনী ও শিশুসন্তানদ্বয় বাস করিত। তাহাদিগের যন্ত্রণা পরিহার করিবার জন্য ভচীরী ঘাতকদিগকে অন্য পথ দিয়া লইয়া যাইবার জন্য অনুনয় করিলেন। ঘাতকেরা তাঁহার কথা শুনিল না। তাঁহার ভগিনী তাঁহার অবস্থা দেখিয়া উন্মাদগ্রস্তা হইলেন, প্রতিপ্রাণা স্ত্রী পাগলিনীবেশে বধ্যভূমিতে উপস্থিত হইয়া স্বচক্ষে স্বামীর বধকার্য্য দেখিলেন। এদিকে গৃহে পড়িয়া অনাথ শিশুগণ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল।

চাত্রের সেনাপতি, মরা, কুনিওর গবর্ণর ফেবার্গ এবং আলেক্সাণ্ড্রিয়ার গবর্ণর জেনেরাল্ গালাটেরি প্রভুর সন্তোষবিধানার্থে নৃশংসতায় পরস্পরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে লাগিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা নিষ্ঠুরতমের উপর চার্লস সর্ব্বোচ্চ রাজ-সম্মান প্রদান করিতে লাগিলেন।

নেপাল্‌স, ভিনিস এবং রোমের সাধারণতান্ত্রিকেরা জঘন্য প্রতিহিংসায় কলুষিত এবং ভ্রাতৃস্থানীয় নাগরিকদিগের রক্তে হস্ত কলঙ্কিত করা অপেক্ষা রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া গমন করা সহস্রগুণে শ্রেয়স্কর মনে করিলেন।

ম্যাটসিনি এই সমস্ত ঘটনা পর্য্যালোচনা করিয়া দ্রুত কার্য্য আরম্ভ করার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিলেন। ষড়্‌যন্ত্রীদিগের চিন্তা ও কার্য্যে বিসংবাদ ঘটাতেই যে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন। ইতালীতে নব্য ইতালী সমাজের বৈপ্লবিক মত সকল সমাদরে পরিগৃহীত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেই মত সকলের অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে অতি অল্প লোকই প্রস্তুত ছিলেন। এই জন্য ম্যাটসিনি নব্য ইতালী সমাজের সভ্যগণের মধ্যে এই নৈতিক শিক্ষার অভাব দূর করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি স্থির করিলেন যে, নিজের দৃষ্টান্তের দ্বারা দেখাইবেন যে, যাঁহারা কোন নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তাহার মূলসূত্র অনুসারে কার্য্য করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন, যাঁহারা অপরের জীবন-মরণের দায়িত্ব আপন মস্তকে গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সকল বাধা বিপত্তির সম্মুখেও আপনাদিগের প্রতিজ্ঞা বজায় রাখা উচিত। প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গের উদ্দেশ্য যতই কেন উচ্চ ও উদার হউক না, প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য।

এই জন্য ম্যাটসিনি ও তৎসহচরবৃন্দ ইতালীর বাহিরে সৈন্য-সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন। ম্যাটসিনি দেখিলেন, দ্রুত কার্য্য আরম্ভ করিলে কৃতকার্য্য হওয়া অসম্ভব নহে। তিনি দেখিলেন যে, কার্য্য আরম্ভ না হইলে প্রকৃত প্রস্তাবে জানা যাইবে না যে, কত লোক নব্য ইতালী সমাজের অনুকূল; যাহারা এখনও ভগ্নহৃদয়ে ভবিষ্যতের প্রতি বিশ্বাসশূন্য হইয়া ভবিষ্য-কর্ত্তব্য বিষয়ে মন্থর রহিয়াছে, সাহস ও অধ্যবসায়ের সহিত কার্য্য আরম্ভ করিলে, তাহারা নিশ্চয়ই মিলিত হইয়া আরব্ধ কার্য্যে যোগ দিবে। এই অলক্ষিত ও অপরিজ্ঞাত উপাদানের সংখ্যা ম্যাটসিনির বিশ্বাসে অগণ্য ছিল।

প্রিন্স আল্‌বার্টের পূর্ব্বোক্ত নিষ্ঠুরতার সমস্ত ইতালীবাসীর ঘৃণা ও ক্রোধ তাঁহার বিরুদ্ধে উদ্দীপিত হইয়াছিল। ম্যাটসিনি দেখিলেন, এই সময়ে কার্য্য আরব্ধ করিলে তাঁহারা অসংখ্য ইতালীবাসীর সহকারিতা প্রাপ্ত হইতে পারেন।

ম্যাটসিনির আশা যে অমূলক নহে, তাহা প্রমাণ করিতে শুদ্ধ এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, তাঁহাদিগের এই মন্তব্য উদ্‌ঘোষিত হইবামাত্র জেনোয়ার বিচ্ছিন্ন উপাদান সকল সমবেত হইয়া জেনোয়াকেই কার্য্যকেন্দ্র করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। অধিনেতৃবৃন্দের বয়সের নবীনতা ও অদূরদর্শিতাই এই প্রকাণ্ড উদ্যমের ভবিষ্য অকৃতকার্য্যতার নিদান। বিখ্যাতনামা গ্যারিবল্ডীও এই উদ্যমে যোগ দিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কেবল পলায়ন দ্বারা প্রাণ বাঁচাইয়াছিলেন মাত্র।

ম্যাটসিনি দ্রুত কার্য্য আরম্ভ করিবার মানসে মার্শেলিস পরিত্যাগ করিয়া জেনিভা অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

যে রাজ্যকে কার্য্যক্ষেত্র করিতে হইবে, সেই রাজ্যের ভৌগোলিক ও অন্যান্য অবস্থা ম্যাটসিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি জানিতেন যে, জেনিভীয় গবর্ণমেণ্ট নিশ্চয়ই তাঁহাদিগের সশস্ত্র অভ্যুত্থান নিবারণ করিতে চেষ্টা করিবেন। এই জন্য তিনি ফেজি প্রভৃতি কতিপয় জেনিভীয় সম্ভ্রান্ত লোকের সহিত আত্মীয়তা করিলেন। আত্মীয়তা করিয়া জানিলেন যে, যদিও জেনিভীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রতিরোধ করিবেন, সে প্রতিরোধ নাম মাত্র হইবে; আর জেনিভীয় লোক-সাধারণের তাঁহাদিগের উদ্যমের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি আছে।

ম্যাটসিনি বিপ্লব আরব্ধ হইলে যাহাদিগের দ্বারা কোনও প্রকার উপকারের সম্ভাবনা ছিল, তাহাদিগের সকলেরই সহিত মৈত্রী সংস্থাপন করিলেন; সেভয়ের উদ্ধারের মুখযন্ত্রস্বরূপ "লা ইউরোপ সেণ্ট্রাল" নামক একখানি সংবাদপত্র বাহির করিলেন; এবং সেভয়ের অধিবাসীদিগের সহিত গুপ্ত চিঠিপত্র লেখালেখি করিয়া এমন একটি উপায় উদ্ভাবন করিলেন যে, গবর্ণমেণ্ট ইহা উপেক্ষা করিয়াও কার্য্য আরম্ভ করা অত্যন্ত সম্ভব বলিয়া মনে করিলেন।

সেভয় তৎকালে অতিশয় উৎপীড়িত, অসন্তুষ্ট ও বিদ্রোহপ্রবণ ছিল। ম্যাটসিনি চাম্ব্রে, আনেন্সী, থনন্, বনিভিল্, ইভ্‌রেন্ এবং অন্যান্য সেভয়স্থ নগরের সম্ভ্রান্ত নাগরিকগণের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে লাগিলেন। অভ্যুত্থান কৃতকার্য্য হইলে তাঁহারা সে সম্বন্ধে কি করিবেন, উক্ত নাগরিকগণ ম্যাটসিনিকে

এই প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন,—অধিবাসিগণের ইচ্ছানুসারে সেভয় হয় ইতালীর সহিত, নয় ফ্রান্সের সহিত অথবা সুইস্ সাধারণতন্ত্রের সহিত মিলিত হইবে; তাঁহার পরামর্শ অনুসারে কার্য্য হইলে তিনি সুইস্ সাধারণতন্ত্রের সহিতই সেভয়কে মিলিত করিতে বলিবেন। কারণ, চরিত্রগত সাদৃশ্য ও ভৌগোলিক অবস্থানুসারে রাজ্যের ভাগ যদি প্রকৃতিসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে সুইসসাধারণতন্ত্রের এক সীমা সেভয় ও অন্য সীমা জার্ম্মাণীর টাইরল হওয়া উচিত। ম্যাটসিনির বিশ্বাস ছিল যে, যদি সুইজর্লণ্ড—ইতালী, ফ্রান্স ও জার্ম্মাণী কর্ত্তৃক গ্রস্ত না হয়, তাহা হইলে কালে ইহার সীমা ঐরূপই হইবে।

কার্য্যের উপাদানের অপ্রতুল ছিল না। কিন্তু সেই উপাদান সকলকে—নির্ব্বাসিত ইতালীয়দিগকে—ফ্রান্সের নানা স্থান হইতে আনিয়া একত্র সমবেত করা বহু ব্যয়সাধ্য বলিয়া তাহা ঘটিয়া উঠিল না। সৌভাগ্যক্রমে এই সময় সেভয়ে অনেকগুলি জার্ম্মাণ ও পোলিস নির্ব্বাসিত উপস্থিত ছিলেন। ম্যাটসিনি ইহাঁদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া অতি সংগোপনে অভ্যুত্থানোপযোগী শিক্ষাবিধান করিতে লাগিলেন; এত গোপনে যে, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের লক্ষ্য ও কার্য্যপ্রণালী কিছুই জানিতে পারিলেন না।

ইতালীর উদ্যাপনীয় ব্রতের সহিত অন্যান্য দেশের উৎপীড়িতদিগের ব্রতের একীকরণে কৃতকার্য্য হওয়ায় ম্যাটসিনি বিশেষ প্রীতিলাভ করিলেন। পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, নব্য ইতালী সমাজের অনিবার্য্য ও ন্যায়সঙ্গত পরিণাম—'নব্য ইউরোপ' সমাজের প্রতিষ্ঠাপন। আজ তাহা কার্য্যে পরিণত দেখিয়া তাঁহার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইল।

ইতালীয় আভ্যুত্থানিক সেনা ইউরোপীয় জাতীয় সেনার বীজস্বরূপ হইল। জার্ম্মণীয় ও পোলিস্ নির্ব্বাসিতেরা জয়ধ্বনির সহিত ম্যাটসিনির প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া সামরিক আয়োজনে বিশেষ তৎপর হইলেন। কার্লো বিয়াঙ্কো-জেনটিলিনি স্টোবার্টলি প্রভৃতি কয়েক জন সামরিক পুরুষ সেনা দীক্ষিত করার বিষয়ে ম্যাটসিনিকে বিশেষ সহায়তা করেন।

ম্যাটসিনি "হোটেল লা নাবিগেসন, অব পাঁইকুইস্" নামক হোটেলে অবস্থিতি করিতেছিলেন। সেই হোটেল তৎকালে বৈদেশিক নির্ব্বাসিতগণে পরিপূর্ণ ছিল। ষড়যন্ত্রীদিগের এক প্রকার সম্পূর্ণ করায়ত্ত থাকায় সেই হোটেল পুলিশকর্ম্মচারীদিগের অনুসন্ধিৎসার অনধিগম্য হইয়া উঠিল। জিয়াকোমোসিয়ানির বিশেষ যত্নে সেভয়স্থিত ধনী লম্বার্ডদিগের অধিকাংশই তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন। গাসপেয়ার বেলক্রেডি নামক একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক ম্যাটসিনির সহিত যোগ দিলেন। ইনি একজন প্রধান কার্য্যকারক ষড়যন্ত্রী হইলেন। নব্য ইতালী সমাজের মূলমন্ত্রে ইঁহার বিশ্বাস কখনই বিচলিত হয় নাই এবং ইনি আজীবন ম্যাটসিনির একজন বিশ্বস্ত ও প্রিয় বন্ধু ছিলেন।

তাঁহারা সেভয়নিবাসী গাস্পেয়ার রোসেল নামক একজন ধনী লম্বার্ডের নিকট প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিলেন, সেণ্ট এটীন্ ও বেল্জিয়ম্ হইতে যুদ্ধোপযোগী অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করিলেন এবং সকলে সমবেত হইয়া মনের হর্ষে ও অশ্রান্ত যত্নে কার্টু্‌চ ও অন্যান্য আবশ্যকীয় যুদ্ধসামগ্রী প্রস্তুত করিতে লাগিলেন।

সকল কার্য্য সন্তোষজনকরূপে চলিতে লাগিল। কিন্তু শীঘ্র কার্য্য আরব্ধ করা বিশেষ আবশ্যক বলিয়া বোধ হইল। দুর্ভাগ্যক্রমে এই সঙ্কট সময়ে অন্তশ্চর কমিটী সকল এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণ—যাঁহারা অর্থসাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত ছিলেন—এমন একটি আপত্তি তুলিলেন যে, তাহাতে সঙ্কল্পের ধ্বংস-সম্ভাবনা না হউক, কিন্তু সংকল্প-সাধনে গুরুতর বিলম্ব পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা।

তাঁহারা একটি "নাম" চাহিলেন। তাঁহারা আভ্যুত্থানিক সেনার এমন একজন অধিনায়ক চাহিলেন, যিনি শুদ্ধ যুদ্ধবিশারদ মাত্র হইবেন, এইরূপ নহে, যাঁহার নাম ও খ্যাতির মোহিনী শক্তি থাকিবে।

তাঁহারা সেনাপতি রামোরিণোকে বৈপ্লবিক সেনার অধিনেতৃত্ব প্রদান করিতে ম্যাটসিনিকে অনুরোধ করিলেন। রামোরিণো পোলিস্ বৈপ্লবিকদিগের রক্ষার্থ ফরাসী পোলিস্ বন্ধুগণ কর্ত্তৃক পোলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছিলেন। পোলণ্ডে তাঁহার ব্যবহার যদিও প্রশংসনীয় হয় নাই, যদিও তাঁহার বিরুদ্ধে পোলিস্ স্বদেশহিতৈষিগণকে অভিযোগ করিতে হইয়াছিল, তথাপি পোলিসদিগের সাপক্ষে যুদ্ধ করায় জন্মভূমি সেভয়ে ও বাসভূমি ফ্রান্সে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। এই জন্য সকলেরই ইচ্ছা যে, তাঁহাকেই সেনাপতিত্ব প্রদান করা হয়।

ম্যাটসিনি ইহাতে বিশেষ আপত্তি করিলেন। তিনি পোলিস্ নির্ব্বাসিতগণের মুখে তাঁহার চরিত্র

ও রণকৌশল সম্বন্ধে যাহা অবগত হইয়াছিলেন, তাহাতে রামোরিণো সম্বন্ধে তাঁহার মত স্বতন্ত্র ছিল। এ আপত্তি করার আরও একটি কারণ ছিল—তিনি জানিতেন যে, নূতন অবস্থায় নূতন লোকের প্রয়োজন; ঘটনা লোক প্রস্তুত করিয়া দেয়, লোক কর্তৃক ঘটনা প্রস্তুত হয় না। তিনি বলিলেন যে, বিপ্লবের দুইটি যুগ—প্রাথমিক অভ্যুত্থান ও তাহার পরিণামস্বরূপ ভাবী সমর। এই আভ্যুত্থানিক কালের অধিনেতৃত্ব বিপ্লবস্রষ্টৃগণের হস্তে থাকাই সর্ব্বথা প্রার্থনীয়; অভ্যুত্থান কৃতকার্য্য হইয়া যখন সমর-যুগ উপস্থিত হইবে, তখন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ সেনাপতির হস্তে অধিনেতৃত্ব প্রদান করায় কোন অনিষ্ট-সম্ভাবনা নাই।

ম্যাটসিনির আপত্তি অগ্রাহ্য হইল। নিয়মের শক্তি অপেক্ষা নামের গৌরব প্রবলতর হইল। তাঁহারা ম্যাটসিনিকে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া পাঠাইলেন যে, রামোরিণোকে সেনাপতি না করিলে উপস্থিত ক্ষেত্রে তাঁহারা সাহায্য করিতে প্রস্তুত নহেন। ম্যাটসিনি বুঝিলেন, তাঁহার অভিপ্রায়ের নিঃস্বার্থতা বিষয়ে ইঁহাদিগের সন্দেহ জন্মিয়াছে, তাঁহারা সন্দেহ করিতেছেন যে, ম্যাটসিনি আত্মোন্নতি পরবশ হইয়া আপনাকে সিবিল ও মিলিটারী উভয় প্রকার অধিনেতা করিতে চেষ্টা করিতেছেন। এই সন্দেহের আশঙ্কায় ম্যাটসিনি নিতান্ত কাতর হইলেন। কারণ, তিনি জানিতেন যে, যদি কেহ এ সন্দেহের অযোগ্য হন, সে তিনি।

ম্যাটসিনি অগত্যা স্বীকৃত হইলেন; কিন্তু ইহার জন্য তাঁহাকে পরিণামে বিশেষ অনুতাপ করিতে হইয়াছিল। তিনি রামোরিণোকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

রামোরিণো তাঁহাদিগের কার্য্যপ্রণালীর আনুপূর্ব্বিক সমস্ত শুনিলেন, শুনিয়া সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। ম্যাটসিনি ও তিনি স্থির করিলেন যে, আক্রমণ-সেনা দুই স্তম্ভে বিভক্ত করিতে হইবে। প্রথম স্তম্ভের শৃঙ্খলাবদ্ধকরণের ভার ম্যাটসিনি স্বয়ং গ্রহণ করিলেন; এই স্তম্ভ জেনিভা হইতে বহির্গত হইবে। দ্বিতীয় স্তম্ভের শৃঙ্খলাবদ্ধকরণের ভার রামোরিণো গ্রহণ করিলেন; এই স্তম্ভ লিয়নস্ হইতে বহির্গত হইবে। কারণ, তিনি বলিলেন যে, লিয়নসে তাঁহার বিশেষ প্রভাব। তিনি দ্বিতীয় স্তম্ভের সংগ্রহকরণের মূল্যস্বরূপ ম্যাটসিনির নিকট হইতে চল্লিশ সহস্র ফ্রাঙ্কমুদ্রা চাহিলেন, তাহাই প্রদত্ত হইল। এইরূপ স্থির হইল, যেন নবেম্বর মাস (১৮৩৩) তাঁহাদিগকে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ না দেখিয়া অতীত না হয়। রামোরিণোর কার্য্যের উপর দৃষ্টি রাখিবার জন্য ম্যাটসিনি একজন বিশ্বস্ত মডেনীস্ যুবককে তাঁহার সেক্রেটারী করিয়া দিলেন।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের শেষে সেভয় অভিযানের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আণ্টোনিয়ো গ্যালেঙ্গা নামক একটি যুবা-পুরুষ পূর্ব্বোক্ত "নাভিগেসন" হোটেলে ম্যাটসিনির নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি মেলিগারি নামক ম্যাটসিনির কোন বিশ্বস্ত বন্ধুর নিকট হইতে একখানি পরিচায়ক পত্র আনিয়াছিলেন। ইনি ম্যাটসিনিকে বলিলেন যে, যে দিন তিনি শুনিলেন যে, প্রিন্স আল্‌বার্ট অসংখ্য ভ্রাতার রুধিরে হস্ত কলঙ্কিত করিতেছেন, সেই দিন হইতে তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, গুপ্তহত্যা দ্বারা প্রিন্স আল্‌বার্টের বধসাধন করিবেন। তিনি ম্যাটসিনির নিকট হইতে কেবল কিঞ্চিৎ অর্থসাহায্য ও একখানি পাস মাত্র চাহেন। অনেক পরীক্ষার পর ম্যাটসিনি তাঁহাকে সহস্র ফ্রাঙ্ক ও পাস দিয়া তাঁহার প্রার্থনা পূরণ করিলেন।

এই সময় ম্যাটসিনি সভার অন্য কোন কার্য্যোপলক্ষে এঞ্জেলিনি নামক এক ব্যক্তিকে টিউরিণে প্রেরণ করেন। এঞ্জেলিনি অজ্ঞাতভাবে টিউরিণের যে গলিতে গ্যালেঙ্গা বাসা করিয়াছিলেন, সেই গলিতে ও সেই বাড়ীর নিকটে একটি বাড়ীতে বাসা করেন।

এঞ্জেলিনি এত গুপ্তভাবে আসিয়াছিলেন যে, টিউরিণের সভ্যেরাও তাঁহার আগমনবার্ত্তা জানিতে পারেন নাই। যাহা হউক, এঞ্জেলিনি অসাবধানতা-বশতঃ পুলিসের সন্দেহ উদ্দীপিত করায়, পুলিশকর্ম্মচারীরা সেই গলিতে আসিয়া তাঁহার বাটী ঘিরিয়া ফেলিল। এদিকে সমাজের সভ্যেরাও ভাবিলেন, বুঝি গ্যালেঙ্গার অভিপ্রায় পুলিশ জানিতে পারিয়াছে—এই ভাবিয়া তাঁহারা গ্যালেঙ্গাকে তথা হইতে সরাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, পূর্ব্বকথামত এ রবিবারে এ কার্য্য হইল না, আর এক রবিবারে হইবে, তাঁহারা সংবাদ দিলে যেন তিনি টিউরিণে প্রত্যাগমন করিবেন।

কতিপয় রবিবার পরে তাঁহারা গ্যালেঙ্গার অনুসন্ধানে লোক পাঠাইলেন। কিন্তু গ্যালেঙ্গা নিরুদ্দেশ, তাঁহার আর সন্ধান হইল না। গ্যালেঙ্গা ইতালী ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। অনেক দিন পরে সুইজর্লণ্ডে ম্যাটসিনির সহিত তাঁহার আর

একবার সাক্ষাৎ হয়। গ্যালেঙ্গা শেষে পুস্তক-পত্রিকাদি লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার লেখনী নব্য ইতালী সমাজ ও ম্যাটসিনির স্বাপক্ষে ও বিপক্ষে সমভাবেই চালিত হইতে লাগিল। আবার ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ম্যাটসিনির দলে মিলিত হন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ম্যাটসিনি যখন ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া ইতালী যাত্রা করেন, গ্যালেঙ্গা তাঁহার অনুমতি লইয়া তাঁহার সহিত গমন করেন। মিলানে আসিয়া তিনি যুদ্ধ-ক্ষেত্রে গমন করিব বলিয়া ম্যাটসিনিকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে না গিয়া তিনি পার্ম্মায় গমন করিলেন। পার্ম্মায় গিয়া তিনি লম্বার্ডপীড্-মণ্টের সম্মিলনের সাপক্ষে অনেক বক্তৃতা করিলেন এবং পীড্‌মণ্ট রাজ্যের প্রশংসাপূর্ণ পত্রাদি প্রকাশ করায় পীডমণ্ট গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে জার্ম্মাণীতে কোন দৌত্য-কার্য্যে প্রেরণ করেন। রোমের পতনের পর ম্যাট-সিনির সহিত তাঁহার আবার জেনিভায় সাক্ষাৎ হয়।

কিছুদিন পরে ম্যাটসিনি যখন লণ্ডনে প্রত্যাগত হন, তখন তিনি দেখিলেন যে, গ্যালেঙ্গাও তথায় আসিয়া উপস্থিত। লণ্ডনে আসিয়া গ্যালেঙ্গা মিলান-বাসীদিগের নিন্দাসূচক একখানি পত্র প্রচার করেন। এই পত্রে তিনি সেই সাহসিক নাগরিকগণকে কাপুরুষ পর্য্যন্তও বলিয়াও গালি দিয়াছিলেন, ম্যাটসিনি ইহাতে নিতান্ত বিরক্ত ও ব্যথিতহৃদয় হইয়া এবার প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, এখন হইতে তাঁহার আর মুখদর্শন পর্য্যন্ত করিবেন না।

১লা অক্টোবরের মধ্যে ম্যাটসিনির সমস্ত প্রস্তুত হইল। কিন্তু রামোরিণোর আজও কোন সংবাদ নাই। ম্যাটসিনি তাঁহাকে ক্রমাগত চিঠি লিখিতে লাগিলেন, কিন্তু কোনও উত্তর পাইলেন না। কিন্তু ম্যাটসিনি সেই সেক্রেটারীর নিকট হইতে হতাশজনক সংবাদ পাইতে লাগিলেন। সেক্রেটারীর পত্রে অব-গত হইলেন যে, রামোরিণো দ্যূতক্রীড়ার ব্যসনে সম্পূর্ণ গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, ঋণে জড়িত হইয়াছেন, সৈন্য-সংগ্রহের চিন্তা পর্য্যন্তও মনে আনেন না। ম্যাটসিনি তাঁহার নিকট দূতের পর দূত প্রেরণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু রামোরিণোর ভ্রূক্ষেপ নাই। অবশেষে সবিশেষ উত্তেজিত ও তিরস্কৃত হইয়া তিনি আরও কিছু সময় চাহিলেন, বলিলেন, অতর্কিতপূর্ব্ব প্রতিবন্ধকাবলী উপস্থিত হওয়ায় তাঁহার এইরূপ বিলম্ব হইল। ম্যাট-সিনি অগত্যা নবেম্বর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু নবেম্বরও চলিয়া গেল, তথাপি রামোরিণোর দেখা নাই; রামোরিণো ম্যাটসিনিকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি যে সহস্র সৈনিক সংগ্রহ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাহার এক-শত সংগ্রহ করা তাঁহার পক্ষে দুরূহ ব্যাপার হইয়া উঠি-য়াছে; কারণ, পারিসের পুলিশ কি সূত্রে এই সঙ্কল্পের আভাস পাইয়াছে। তাহারা তাঁহাকে নানপ্রকার প্রশ্ন করিয়াছিল, কিন্তু তিনি কথঞ্চিৎ তাহাদিগের হাত এড়াইয়াছেন; তথাপি তাহাদিগের সন্দেহ অপনীত হয় নাই; তাহারা তাঁহার প্রতিপদবিক্ষেপে দৃষ্টি রাখি-য়াছে; সুতরাং তিনি এ সময়ে তাঁহার প্রতিজ্ঞাপালনে অক্ষম হইলেন। এই বলিয়া তিনি যে চল্লিশ সহস্র মুদ্রা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে দশ সহস্র মাত্র ফিরাইয়া পাঠাইলেন। ম্যাটসিনি তাহার পর বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলেন যে, ফরাসী গবর্ণমেণ্ট ভয় ও প্রলোভন দেখাইয়া রামোরিণোকে হস্তগত করিয়া লইয়াছেন। ফরাসী গবর্ণমেণ্ট রামোরিণোর সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। রামোরিণোর নিকট হইতে গুপ্ত মন্ত্রণা সকল বাহির করিয়া লওয়া ফরাসী গবর্ণমেণ্টের তত অভিপ্রেত ছিল না। রামো-রিণো ব্যতীত সেভয়-অভিযান অকৃতকার্য্য হইবে বলি-য়াই ফরাসী গবর্ণমেণ্ট রামোরিণোকে করতলস্থ রাখিলেন।

ইত্যবসরে অভ্যুত্থানের সুবিধা সকল এক একটি করিয়া সমস্ত বিনষ্ট হইতে লাগিল। অভ্যন্তরে আভ্যু-ত্থানিক দল বিনষ্ট, ভগ্নাংশ ও বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। যে গুপ্ত বিষয় অসংখ্য বহিশ্চর ইতালীয়, ফরাসীস্, পোল, সুইস প্রভৃতির হস্তে সমর্পিত হইয়াছে, তাহা বহু দিন সেই সেই দেশের পুলিশের অগোচর থাকিবার নহে। চতুর্দ্দিক্ হইতে পুলিশ-কর্ম্মচারিগণ জেনোয়ায় আসিয়া পড়িতে লাগিল। তাহারা তাঁহাদিগের প্রতি কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত গুপ্তচর সকল নিয়ো-জিত করিতে লাগিল; তাঁহাদিগের পথে প্রতিবন্ধক-কণ্টক বিকীর্ণ করিতে লাগিল; এবং জেনিভীয় গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিল, তাঁহারা যেন জেনিভায় ক্যাণ্টনে সমবেত নির্ব্বাসিতদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেন। ম্যাটসিনি ইহা জানিতে পারিয়া সমবেত নির্ব্বাসিতদিগকে দূরে দূরে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিলেন, এতদূরে যাহাতে, গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ ও সন্দেহ উদ্দীপিত হইতে না পারে। কিন্তু শাসনকেন্দ্র হইতে এরূপ দূরে অবস্থিতি, তাহাদিগকে যথেচ্ছাচারী ও উচ্ছৃঙ্খল করিয়া তুলিল। ক্রমাগত বিলম্বে ও চির-প্রতিপালিত প্রতিশ্রুতিতে ভগ্ন-হৃদয় হইয়া তাহারা সর্ব্বপ্রকার শাসনের অতীত হইয়া দাঁড়াইল। তাহারা কর্ম্মের অনুসন্ধানে আপন ইচ্ছায় যথা তথা আসিতে যাইতে লাগিল। যাহারা তাহাদিগের মধ্যে অতি

লীন, তাহারা আধ্যমিক ধনাগারে অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিল; এইরূপে কার্য্যের জন্য যে ধন সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে ক্ষয়িত হইতে লাগিল।

অন্যান্য দেশস্থিত নির্ব্বাসিতেরা ক্রমাগত ম্যাটসিনির নিকট লোক পাঠাইতে লাগিলেন—বলিলেন যে, যদি শীঘ্র কার্য্য আরব্ধ না হয়, তাহা হইলে তাঁহারা বিচ্ছিন্ন হইবেন অথবা স্বাধীনভাবে কার্য্য আরম্ভ করিবেন। ম্যাটসিনি দেখিলেন, উভয়ই বিপৎসঙ্কুল। ফরাসী দূতসকল পোলণ্ডীয় নির্ব্বাসিতদিগকে—ফ্রান্সে ফিরিয়া যাইতে স্বীকৃত হইলে—ক্ষমা, পাণ ও পাথেয় দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। এই কথা শুনিয়া এদিকে সুইস কমিটী তাঁহাদিগের অর্থ-সাহায্য বন্ধ করিলেন। ইহাদিগকে হস্তগত রাখিবার জন্য অগত্যা ম্যাটসিনিকে ইহাঁদিগকে অর্থসাহায্য প্রদান করিতে হইল।

ম্যাটসিনি চতুর্দ্দিকে মহাবিপদ্ দেখিলেন। রামোরিণো এই অভিযানে যোগ না দিলে অনেকেই অর্থসাহায্য করিবেন না, রামোরিণো অধিনেতৃত্বপদ পরিত্যাগ করিয়াছেন, এ কথা শুনিলে লোকে ভাবিবে, তবে এ অভিযানের কৃতকার্য্যতার সম্ভাবনা নাই—নহিলে রামোরিণো ইহাতে যোগ দিলেন না কেন? আবার যদি তিনি রামোরিণোর বিশ্বাসঘাতকতা ব্যক্ত করেন, তাহা হইলে লোকে ভাবিবে, তিনি নিজে সেনাপতি হইবেন বলিয়া রামোরিণোর বিরুদ্ধে লোকের মনে এরূপ বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া দিতে চেষ্টা করিতেছেন। তাহার উপর আবার তাঁহার নিকট এমন কাগজপত্র ছিল না, যদ্দ্বারা তিনি রামোরিণোর দোষ নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণীকৃত করিতে পারেন।

ইহার উপর আবার তাঁহাদিগের মধ্যে গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হইল। বোনারোতি এতদিন ম্যাটসিনির সহিত একমতে কার্য্য করিতেছিলেন। যে দিন হইতে ম্যাটসিনি লম্বার্ড-ধনিবৃন্দের সহিত আত্মীয়তা করেন, সেই দিন হইতে তিনি ম্যাটসিনির উপর চটিয়া যান। বোনারোতি পূর্ণ লোকতান্ত্রিক ছিলেন। তাঁহার সন্দেহ জন্মিল যে, ম্যাটসিনি ক্রমে লোকতান্ত্রিকতা হইতে স্খলিত হইতেছেন। কিন্তু তিনি জানিতেন না যে, ম্যাটসিনি সাম্প্রদায়িক ছিলেন না; তিনি সকল শ্রেণীকে লইয়া উঠিতে চান, সম্প্রদায়বিশেষের উপর তাঁহার বিশেষ আস্থা ছিল না।

যাহা হউক, বোনারোতি ম্যাটসিনি ও তৎসহচরবৃন্দকে পরিত্যাগ করিলেন। ইহাতে তাঁহাদিগের সমূহ ক্ষতি হইল। কারণ, অভিযানের সুইস উপাদান প্রধানতঃ কার্ব্বোণারো; বোনারোতি সুইস কার্ব্বোণারোদিগের অধিনেতা। সুতরাং ম্যাটসিনিকে বোনারোতির সহিত তাঁহাদিগকেও হারাইতে হইল।

কি ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের সহিত ম্যাটসিনিকে এই সকল বিপদের উপর বিপদ্ সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহা বর্ণনার অতীত। তিনি আবার সুইস সভ্যগণকে বশীভূত করিলেন; তাঁহাদিগের প্রত্যেককে এক এক করিয়া বোনারোতির আধিপত্য হইতে ফিরাইলেন। আবার নূতন করিয়া অর্থসংগ্রহ করিলেন। পোলণ্ডীয় নির্ব্বাসিতদিগের ফ্রান্সে প্রত্যাগমন নিবারণ করিলেন, এবং লিয়নসে সৈন্য-সংগ্রহ করিবার জন্য কর্ম্মচারিগণ ও তৎসহ প্রয়োজনীয় অর্থ প্রেরণ করিলেন। লিয়নসের সেনাবিভাগের সৈনাপত্য রোসেল, নিকোলো, আড্রইনো এবং আলেমাণ্ডি এই কয় জনের উপর অর্পিত হইল।

এ অভিযান যে কৃতকার্য্য হইবেই হইবে, ম্যাটসিনির এরূপ বিশ্বাস ছিল না। তবে তিনি কেন এ অসমসাহসিকতায় প্রবৃত্ত হইলেন? অকৃতকার্য্যতার সম্ভাবনা দেখিয়া কেন তিনি ইহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত না হইলেন? তিনি জানিতেন যে, সকল বহিশ্চর ও অন্তশ্চর সাধারণতান্ত্রিক তাঁহাদিগের কার্য্যের প্রতীক্ষায় আশাপথ নিরীক্ষণ করিয়া রহিয়াছেন—যাঁহারা শুদ্ধ এই অভিযানসজ্জার জন্য বিপুল অর্থ চাঁদা দিয়াছেন এবং যাঁহাদিগের প্রদত্ত অর্থ প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে, আজ তাঁহাদিগকে যদি হঠাৎ বলা যায় যে, অভিযানবার্ত্তা অলীক ও স্বপ্নমাত্র, তাহা হইলে সেই দলের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়—যে দলের উপর ইতালী উদ্ধারের একমাত্র আশা ন্যস্ত রহিয়াছে। তিনি জানিতেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে হত হইলেও তত ক্ষতি নাই, তাহাতে আর কিছু না হউক, অন্ততঃ সাধু দৃষ্টান্ত দেখাইয়া ভবিষ্য অভ্যুত্থানের পথ পরিষ্কৃত রাখা যাইতে পারিবে। আর একটি কথা এই যে, যাঁহারা বৈপ্লবিক ইতিহাস বিন্দুমাত্রও অবগত আছেন, তাঁহারাই জানেন যে, অভ্যুত্থানের অনুকূল ঘটনা সকল একবার সৃষ্ট হইলে অভ্যুত্থান নিবারণ করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত, তখন সেই স্রষ্টৃগণই স্বসৃষ্ট ঘটনাবলী দ্বারা সম্পূর্ণ অধিনীত হইয়া থাকেন, তখন ইচ্ছা হইলেও কার্য্যক্ষেত্র হইতে পলায়ন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

এই নূতন পরিশ্রমে সমস্ত নবেম্বর ও ডিসেম্বর অতীত হইল। বিশ্বব্যাপী অবিশ্বাসের ভাব ও কোষশূন্যতা নিবন্ধন অবিলম্বিত কার্য্যারম্ভ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। ম্যাটসিনি জানুয়ারীর শেষ কার্য্যারম্ভের সময় নির্দ্দিষ্ট করিলেন এবং লিয়নসের

সেনানায়কদিগকেও ঠিক সেই সময়ে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন।

ম্যাটসিনি রামোরিণোকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি যে কোন মূল্যে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। অতএব তিনি যদি ইচ্ছা করেন, এখনও আসিয়া সৈনাপত্য গ্রহণ করুন। এই বলিয়া তিনি ২০শে জানুয়ারি অভিযান-যাত্রার দিন স্থির করিয়া পাঠাইয়া দিলেন।

ম্যাটসিনি রামোরিণোর উত্তরের আশায় রহিয়াও অভিযানের আবশ্যকীয় সমস্ত আয়োজন করিতে লাগিলেন। ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেনাদলের নিজ নিজ কেন্দ্র হইতে বহির্গত হওয়ার দিন স্থির হইল। যে যে পথ দিয়া গন্তব্য স্থানে উপনীত হইতে হইবে, যে যে উপায়ে খাদ্য-সংগ্রহ করিতে হইবে এবং যে যে আস্থান হইতে অগ্রদূত পাঠাইতে হইবে, এ সমস্তই সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে স্থিরীকৃত হইল।

যাহারা লিয়ন হইতে নির্গত হইবে, জেনিভা হ্রদের তীরে তাহাদিগের জন্য অস্ত্রাগার সকল প্রস্তুত করিয়া রাখা হইল। হ্রদ পার হইবার জন্য তাহাদিগের নিমিত্ত নৌকা ও ভেলা প্রস্তুত করিয়া রাখা হইল। জেনিভায় আসিয়া জুটিলে গবর্ণমেণ্ট বাধা দিতে পারেন, এই জন্য তাহাদিগকে একেবারে কারুজ নগরে যাইতে আদেশ দেওয়া হইল। যাহারা জেনিভা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সকল হইতে আসিবে, কারুজ নগরে তাহাদিগের জন্য অস্ত্রাগার প্রতিষ্ঠাপিত হইল। যুদ্ধের অন্যান্য অবান্তর আয়োজন সমস্ত প্রস্তুত হইল। সেনাপতি সকল স্থিরীকৃত হইল, ঘোষণাপত্র সকল প্রচারিত হইল।

আনেস্সীর গমনপথে অবস্থিত সেণ্ট জুলিয়ানই কার্য্যকেন্দ্র বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। সেভয়নিবাসী ষড়্যন্ত্রীদিগকে আদেশ করা হইল—তাঁহারা যেন সেণ্ট জুলিয়ানে উপস্থিত হইয়া অভ্যুত্থানসঙ্কেত প্রদান করেন। বৈপ্লবিক সেনা সংখ্যায় এত বাড়িয়াছিল যে, সেণ্ট জুলিয়ানে তাহার গতি প্রতিরোধ করা বড় সহজ হইত না।

রামোরিণোর আগমন-প্রতীক্ষায় বৈপ্লবিক সেনার অনর্থক অনেক কালবিলম্ব হইয়া পড়িল। ম্যাটসিনি ভাবিলেন যে, রামোরিণো তাঁহার শেষ পত্র পাইয়া অবিলম্বে আসিয়া নিশ্চয়ই সৈনাপত্য গ্রহণ করিবেন। অবিলম্বে আসিবেন—এই আশায় ম্যাটসিনি প্রবঞ্চিত হইলেন। রামোরিণো ম্যাটসিনির পত্রের প্রত্যুত্তরে লিখিলেন যে, তিনি অবিলম্বে আসিয়া তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইতেছেন। এই আশায় তাঁহাদিগের অপরিমিত বিলম্ব হইয়া পড়িল। এই বিলম্বই তাঁহাদিগের ভাবী পরাজয়ের মূল। রামোরিণো প্রতি আস্থানে পৌঁছিয়া শীঘ্র আসিতেছেন বলিয়া দূত প্রেরণ করিতে লাগিলেন। ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রতি আস্থানে অকারণ বিলম্ব করিতে লাগিলেন। এইরূপে ৩১শে জানুয়ারি অতীত হয়, এমন সময় রামোরিণো দেখা দিলেন। রামোরিণো দুই জন সেনানায়ক, এক জন সহচর ও এক জন ডাক্তার লইয়া রণস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ম্যাটসিনি তাঁহাকে দেখিলেন; তাঁহার দুরভিসন্ধি সকলেই জানিতে পারিয়াছে—রামোরিণো যে তাহা অবগত আছেন, তাঁহার মুখের সলজ্জ ও বিনীত ভাব দেখিয়া তাহা তিনি স্পষ্ট উপলব্ধি করিলেন। ম্যাটসিনির সহিত কথাবার্ত্তা কহিবার সময় তাঁহার নয়নদ্বয় মৃত্তিকা হইতে একবার উত্তোলিত হয় নাই। ম্যাটসিনি তখনও জানিতে পারেন নাই যে, রামোরিণো ফরাসী গবর্ণমেণ্টের সহিত কোনপ্রকার গূঢ় সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন, কিন্তু তিনি ভাবী-দর্শনে দেখিলেন যে, রামোরিণো তাঁহাদিগের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিবেন। এই জন্য ম্যাটসিনি রামোরিণোকে সেণ্টজুলিয়ান পর্য্যন্ত একবারও নয়নের অন্তরাল করিলেন না, এবং সেণ্টজুলিয়ান পৌঁছিয়া সৈনাপত্য যাহাতে রামোরিণোর হস্তে পতিত না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ সযত্ন হইলেন। ম্যাটসিনি মনে মনে ভাবিলেন যে, আভ্যুত্থানিক সেনা একবার নিজ বল বুঝিতে পারিলে, রামোরিণোর নামে আর তত দূর মুগ্ধ হইবেন না।

ম্যাটসিনি অতীত বিষয়ে রামোরিণোকে একটি কথাও কহিলেন না। ম্যাটসিনি তাঁহার হস্তে সৈন্যের একটি তালিকা ও যুদ্ধের কার্য্যপ্রণালীর একখানি নক্সা প্রদান করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, যাঁহাদিগকে সেনানায়ক করা হইয়াছে, তাঁহারা তাঁহার অভীপ্সিত কি না। রামোরিণো কোন বিষয়েই কিছু আপত্তি করিলেন না। কিন্তু তিনি সৈনাপত্য গ্রহণ করিবার জন্য আগ্রহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ম্যাটসিনি সেণ্টজুলিয়ান পৌঁছান পর্য্যন্ত তাঁহাকে সৈনাপত্য প্রদান করিতে অস্বীকৃত হইলেন।

১লা ফেব্রুয়ারী (১৮৩৪) তাঁহারা সেণ্টজুলিয়ানাভিমুখে যাত্রা করিলেন। জেনিভা গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের গতিরোধ করিবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করিলেন। তাঁহাদিগের নৌকা সকল ধৃত হইল। তাঁহারা যে হোটেলে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সশস্ত্র

পুরুষ দ্বারা তাহা, ঘিরিয়া ফেলা হইল এবং শিরস্ত্রাণ বা অস্ত্রাদির আকৃতি দ্বারা যাহাদিগকে বৈপ্লবিক সেনার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গবর্ণমেণ্টের সন্দেহ জন্মিল, তাহাদিগকে ধৃত করা হইল। কিন্তু সাধারণ অধিবাসিগণ অনেক দিন হইতে বৈপ্লবিকদিগের প্রতি সহানুভূতি করিতে শিখিতেছিলেন, সুতরাং তাঁহারা মধ্যবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করিলেন। আর গবর্ণমেণ্টের সৈনিকপুরুষ ও সৈনিক কর্ম্মচারিগণ অন্তরে অন্তরে তাঁহাদিগের সহিত সহানুভূতি করিতেন, সুতরাং তাঁহারা নাগরিকদিগের তিরস্কারে লজ্জিত হইয়া তাঁহাদিগের অনুসরণ ও নির্য্যাতন হইতে নিবৃত্ত হইলেন।

সমস্ত লোক নির্দ্দিষ্ট স্থানে মিলিত হইল, সকলেই অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইল; ক্রমে ক্রমে সকলেই নৌকা ও ভেলাযোগে হ্রদ পার হইল; ম্যাটসিনি রুফিনি ও কতিপয় সহচর সমভিব্যাহারে সর্ব্বশেষে রজনীতে একটি ভগ্ন তরীতে আরোহণ করিয়া হ্রদ পার হইলেন; হ্রদ পার হইয়া তিনি শিবিরে উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, আনন্দ, উৎসাহ ও ভবিষ্যতে বিশ্বাস—সকলেরই মুখমণ্ডলকে সমুজ্জ্বল করিয়াছে। কিন্তু এ আনন্দ ও হর্ষ চিরস্থায়ী হইল না; ভীষণতর বিঘ্নপরম্পরা প্রতিপদে তাঁহাদিগের গতিরোধ করিতে লাগিল।

জার্ম্মাণীয় নির্ব্বাসিতেরা—বারন্ ও জুরিক হইতে আসিয়া যাঁহাদিগের যোগ দিবার কথা ছিল—এই কার্য্য অতি লঘু বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তাঁহারা উৎসাহোন্মাদে ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, সুইস গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের কার্য্যের অন্তরায় হইতে পারেন; ভুলিয়া বৃহৎ দলে বিভক্ত হইয়া বৈপ্লবিক শিরস্ত্রাণ পরিধান করিয়া, সেই শিরস্ত্রাণের উপর বিজয়চিহ্নস্বরূপ এক পত্র উড়াইয়া যেন করতলস্থ জয়লক্ষ্মীকে আনিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের নির্গমন-স্থান হইতে গন্তব্য স্থান অতি দূরবর্ত্তী; সুতরাং তথায় পৌছান অনেক সময়সাপেক্ষ। এই সময় পাইয়া সুইস্ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের গতিরোধের বিশেষ আয়োজন করিতে পারিলেন। ছোট ছোট দলগুলি গবর্ণমেণ্ট সৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত হইল, কতকগুলি ছত্রভঙ্গ হইল, কতকগুলি সমস্ত বাধা-বিপত্তি উল্লঙ্ঘন করিয়া গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইল, কিন্তু তাঁহাদিগকে এত ঘুরিয়া আসিতে হইয়াছিল যে, তাঁহারা যথাসময়ে নির্দ্দিষ্টস্থানে উপস্থিত হইতে পারিলেন না। এটি অভ্যুত্থানের কৃতকার্য্যতার পক্ষে একটি অত্যন্ত অশুভ ঘটনা।

পোলিশ দল লিয়ন্ হইতে হ্রদ পার হইল। রামোরিণো গ্রাব্স্কি নামক এক ব্যক্তিকে ইহার অধিনায়কত্ব প্রদান করেন; গ্রাব্স্কি শস্ত্র ও শস্ত্রী পৃথক্ করিয়া অতি গুরুতর প্রমাদ করেন। সুইস্ সৈন্যদল সর্ব্বপ্রথমে আসিয়া অস্ত্রের ভেলা দখল করে, তাহার পর অক্লেশে সৈন্যদিগকে কারারুদ্ধ করে।

এইরূপে শুদ্ধ যে আভ্যুত্থানিক সেনার ত্রি-চতুর্থ ভাগ বিনষ্ট হইল, এরূপ নহে, ইহা অপেক্ষাও অধিকতর অনিষ্ট হইল যে, রামোরিণো এতদিন যে ছল খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলেন, এতদিনে সেই ছলের মূল প্রাপ্ত হইলেন।

যাঁহাদিগের বিন্দুমাত্রও বৈপ্লবিকী প্রতিভা আছে, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন যে, এখনও হতাশ হইবার কোন কারণ ছিল না; তাঁহারা সেই ভগ্নাবশিষ্ট সেনা লইয়াও সেণ্ট জুলিয়ান অধিকার করিতে পারিতেন। কারণ, সেণ্ট জুলিয়ানে একজনও সৈনিকপুরুষ ছিল না। পীডমণ্টিস গবর্ণমেণ্ট সেণ্ট জুলিয়ানরক্ষা অসম্ভব মনে করিয়া ইহা পরিত্যাগ করিয়া আনেন্সীর রক্ষার জন্য মধ্যবর্ত্তী স্থানে ছাউনি করিয়াছিলেন। আনেন্সী দখল করিতে পারিলে তাঁহাদিগের পক্ষে লোক-সাধারণের সহানুভূতি দ্বিগুণিত হইত, গবর্ণমেণ্টকেও ভীত হইয়া অন্যান্য আভ্যুত্থানিক দলকে মুক্ত করিতে হইত, তাহারাও মুক্ত হইয়া তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইতে পারিত।

পীডমণ্টিস্ সেনা সেণ্ট জুলিয়ান্ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে—এই সংবাদ রামোরিণোকে প্রদান করা হইল। এখনও রামোরিণো আপনার প্রতিশ্রুতি প্রতিপালন করিতে পারেন—এই আশায় ম্যাটসিনি সৈনাপত্য তাঁহার হস্তে প্রদান করিয়া নিজে একটি বন্দুকমাত্র হস্তে লইয়া পদাতিক সৈন্যের অন্তর্ভুক্ত হইলেন; কিন্তু রামোরিণো আনেন্সীর অভিমুখে যাত্রা না করিয়া সৈন্যদিগকে হ্রদের ধার দিয়া অকারণ ক্রমাগত চব্বিশ ঘণ্টা হাঁটাইয়া লইয়া গেলেন। কেন যাইতেছেন, কোথায় যাইতেছেন, কাহাকেও কিছু বলিলেন না। ইহাতে সৈন্যগণ ভগ্নহৃদয়, ক্লান্তশরীর ও উচ্ছৃঙ্খলস্বভাব হইয়া উঠিল।

এতদিনে ম্যাটসিনির শরীর ভাঙ্গিল। বিগত তিন মাস ধরিয়া তিনি যে রাত্রি-দিন অশ্রান্ত খাটিতেছিলেন, তাহাতে তাঁহার শরীর অন্তঃসারশূন্য হইয়াছিল। গত সপ্তাহে তিনি একবারও শয়ন করেন নাই, দশ পনর মিনিট করিয়া কখন কখন নিদ্রা গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা চেয়ারে বসিয়াই। চিন্তায় জর্জ্জরিত, বিজয়বিষয়ে বিশ্বাসশূন্য, বিশ্বাসঘাতকতার পূর্ব্বলক্ষণে

মর্ম্মাহত, অভাবনীয়রূপে প্রতারিত, এইরূপ মানসিক অবস্থাতেও তাঁহাকে আবার সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিবার জন্য সহাস্যবদন হইতে হইত; সুতরাং কার্য্যের গুরুত্বজ্ঞানে প্রপীড়িত হওয়ায়—ম্যাটসিনির শারীরিক ও মানসিক বীর্য্য একেবারে বিনষ্ট হইল।

যখন তিনি পদাতিক সৈন্যে প্রথম প্রবিষ্ট হন, তখন হইতেই জ্বর তাঁহাকে ভস্ম করিতেছিল। যদি উভয় পার্শ্বস্থ সৈনিকেরা তাঁহাকে ধরিয়া না রাখিত, তাহা হইলে বোধ হয়, তিনি পড়িয়া যাইতেন। সে রাত্রিতে ভয়ানক শীত হইয়াছিল এবং ম্যাটসিনি অনবধানতাবশতঃ তাঁহার কোট ভুলিয়া আসিয়াছিলেন। শীতে তাঁহার দন্তে দন্তে ঘর্ষণ হইতেছিল, তিনি যেন স্বপ্নাবস্থায় চলিতে লাগিলেন। একজন সৈনিকপুরুষ তাঁহার ক্লেশ দেখিয়া কাতর হইয়া তাঁহার পৃষ্ঠ নিজ ক্লোকদ্বারা আবৃত করিলেন, ম্যাটসিনির এমন শক্তি ছিল না যে, তিনি মুখ ফিরাইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

ম্যাটসিনি যদিও অচৈতন্যাবস্থায় গমন করিতেছিলেন, তথাপি তাঁহার সময়ে সময়ে সংজ্ঞা উপস্থিত হইয়া বোধ হইতেছিল যে, তাঁহারা সেণ্ট জুলিয়ানের অভিমুখে যাইতেছেন না। বোধ হওয়ায় তিনি প্রাণপণে ক্ষণকালের জন্য চৈতন্য পরিরক্ষিত করিয়া দৌড়িয়া রামোরিণোর নিকট গমন করিলেন—বলিলেন, "তুমি যদি পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট পথে গমন না কর, তাহা হইলে ঈশ্বরের অভিসম্পাত তোমার মস্তকে পড়িবে।" রামোরিণো বারবার তাঁহার নিকট "নির্দ্দিষ্ট স্থানেই যাওয়া হইবে" বলিয়া শপথ করিলেন।

যে সময় তিনি রামোরিণোর সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন, সেই সময় হঠাৎ তাঁহাদিগের ক্ষুদ্র অগ্রদল হইতে একটি শব্দ হইল। ম্যাটসিনি অবশেষে যুদ্ধ আরম্ভ হইল মনে করিয়া আহ্লাদে নৃত্য করিতে করিতে শব্দস্থানে গমন করিলেন। তাহার পর কি হইল, ম্যাটসিনির কিছুই মনে ছিল না। তাঁহার ক্ষীণ দৃষ্টি রহিত হইল, তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন।

একটি মূর্চ্ছার অপগমন ও দ্বিতীয় মূর্চ্ছার অভ্যুত্থানের মধ্যবর্ত্তী কালে একবার তাঁহার স্মরণ ছিল, যেন গুইস্পি লম্বার্ডি আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, 'তুমি কি খাইয়াছ?' তিনি যে পদগুলি দ্বারা এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'তুমি কি খাইয়াছ বা কি লইয়াছ', সেগুলির অর্থ এ দুইই হইতে পারে! ম্যাটসিনি পদগুলিকে শেষোক্ত অর্থেই গ্রহণ করিলেন। শত্রুহস্তে পতিত হইয়া তাহাদিগের উৎপীড়নে পাছে সমস্ত গুপ্তকথা প্রকাশ করিয়া ফেলেন—এই ভয়ে ম্যাটসিনি সর্ব্বদা পকেটে করিয়া উগ্র বিষ রাখিতেন। তাঁহার বন্ধু লম্বার্ডির সন্দেহ হইয়াছিল যে, ম্যাটসিনি বুঝি সেই বিষ পান করিয়াছেন। এই সন্দেহ করিয়াই তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুমি কি খাইয়াছ?" অভিযানের অকৃতকার্য্যতা দেখিয়া ম্যাটসিনির দলের কোন কোন লোকের সন্দেহ জন্মিয়াছিল যে. ম্যাটসিনি শত্রুদিগের নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছেন। এই সন্দেহে ম্যাটসিনির মস্তিষ্ক আলোড়িত হইয়াছিল, তিনি সেই জন্য ভাবিলেন, বুঝি লম্বার্ডি সেই সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তুমি কি লইয়াছ?" যেই এই ভাব তাঁহার মনে উদিত হইল, অমনি তিনি আবার মূর্চ্ছিত হইলেন। সেই রাত্রির ন্যায় ভীষণ রাত্রি ম্যাটসিনি জীবনে আর কখন অনুভব করেন নাই।

রামোরিণো যখন ম্যাটসিনির এই অবস্থা শুনিলেন, তখন তাঁহার প্রধান অন্তরায় দূর হইল বলিয়া তিনি মহাহৃষ্ট হইলেন! তিনি তাঁহার অশ্ব আনিতে আদেশ দিলেন এবং সৈন্যদিগকে বিচ্ছিন্ন হইবার আদেশ প্রদান করিয়া, অশ্বারোহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। সৈন্যেরা বিচ্ছিন্ন না হইয়া কার্লো বিয়াঙ্কোকে সৈনাপত্যে বরণ করিতে চাহিল; কিন্তু তিনি এরূপ সময়ে গুরুতর দায়িত্ব মস্তকে গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। সুতরাং তাহারা অগত্যা ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল।

চৈতন্যলাভের পর ম্যাটসিনি দেখিলেন, তিনি একটি বারিকে বৈদেশিক সৈনিকবৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার প্রিয় বন্ধু এঞ্জেলো উসিগ্‌লিয়ো তাঁহার সমীপে বসিয়া তাঁহার শুশ্রূষায় রত রহিয়াছেন। ম্যাটসিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমরা কোথায় রহিয়াছি?" তিনি অতি মৃদু ও শোকাকুলস্বরে বলিলেন, "সুইজর্লণ্ডে।" ম্যাটসিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদের সেনাদল কোথায়?" আবার উত্তর পাইলেন, "সুইজর্লণ্ডে"।

প্রথম ভাগ সমাপ্ত

আমেরিকা ও ইতালীর ইতিবৃত্ত-সংবলিত জেনারেল্

জোসেফ গ্যারিবল্ডীর জীবনবৃত্ত

পূর্ব্বখণ্ড

উদ্বোধনা

স্বার্থপর কাপুরুষেরাই আত্ম-স্বার্থহানির ভয়ে মহৎকার্য্যের অনুষ্ঠানকে 'অসম্ভব' বিশেষণে অভিহিত করিয়া তদনুসরণ হইতে আপনারা নিবৃত্ত হয় ও অপরকেও তাহা হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করে। তাহারা জানিয়াও জানে না যে, এ জগতে উৎসর্গীকৃত-প্রাণ মনীষীর সাধনার অবিষয়ীভূত কিছুই নাই। যখন ম্যাটসিনি ও গ্যারিবল্ডীপ্রমুখ তদীয় শিষ্যবৃন্দ ইতালীর একতা ও স্বাধীনতা সম্পাদন করিতে কৃতসঙ্কল্প হন, তখন ইতালীবাসীরাই ইঁহাদিগকে 'অসম্ভবপ্রলাপী উন্মাদগ্রস্ত' বলিয়া পরিহাস করিয়াছিলেন। শতধাবিচ্ছিন্ন ইতালী আবার একসূত্রে গ্রথিত হইবে, বহুকালের দাসত্বে দাস-প্রকৃতিপ্রাপ্ত ইতালী আবার স্বাধীন হইবে, ইহা ভাবিতেও যেন সেই কাপুরুষগণের হৃৎকম্প উপস্থিত হইত। 'অধুনা শতধাবিচ্ছিন্ন বহুভাষা-কথনশীল ভিন্নধর্ম্মাক্রান্ত ভারত কালে একটি প্রকাণ্ড রাজনৈতিক জাতিরূপে পরিণত হইবে',—যাঁহারা এই বিশ্বাস হৃদয়ে পোষিত করিয়াছেন, তাঁহারা যেমন অর্দ্ধ-হৃদয় স্বার্থতৃপ্ত ভারতবাসীর নিকট উপহাসাস্পদ হইয়া থাকেন, একদিন ম্যাটসিনির নব্য ইতালী-সমাজকেও সেইরূপ উপহাসাস্পদ হইতে হইয়াছিল। অষ্ট্রীয় প্রতিনিধি মেটার্ণিক একদিন পরিহাস করিয়া বলিয়াছিলেন যে, 'ইতালী কেবল ভৌগোলিক নাম মাত্র।'

'সত্যমেব জয়তে'—সত্যেরই পরিণামে জয় হয়। 'যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ'—যেথানেই ধর্ম্ম, সেইখানেই জয়,—ইত্যাদি মহাপুরুষ-বাক্যের সার্থকতা ইতালীক্ষেত্রে যেরূপ প্রতিপন্ন হইয়াছিল, এমন আর কুত্রাপি হয় নাই। 'কল্পনা অপেক্ষা সত্য যে অধিকতর বিস্ময়জনক,' তাহার এরূপ দৃষ্টান্ত আর কুত্রাপি হয় নাই। সত্যের ধ্বজা স্কন্ধে লইয়া—ঈশ্বরকে মস্তকে রাখিয়া—একান্তমনে সাধনা করিলে গভীর হতাশতার সময়েও একজনমাত্র ব্যক্তি দ্বারাও যে কি অসম্ভব না সম্ভব হইতে পারে, বীরত্বের আদর্শ ও সরলতার মূর্ত্তি ইতালীর মুক্তিদাতা গ্যারিবল্ডী তাহার নিদর্শন। স্বদেশানুরাগে উদ্দীপিত দেশবাসিগণের প্রতি অত্যাচারে মর্ম্মপীড়িত,—সাধুসঙ্কল্পের জ্ঞানে দুষ্প্রধর্ষ্য—একটিমাত্র ব্যক্তিও ন্যায় ও প্রাকৃতিক স্বত্ব উদ্ধার করিবার জন্য বার বার উদ্দণ্ড হইলে, কি অসাধ্যই না সাধিত হইতে পারে—গ্যারিবল্ডীর জীবনী তাহার দৃষ্টান্তস্থল। গ্যারিবল্ডী বার বার প্রতিহত হইয়াও সত্যের অবশ্যম্ভাবী জয়ে কখন বিশ্বাস-বিহীন হন নাই। তাই অনেক নিষ্ফল চেষ্টা ও পরাজয়ের পর—অনেক মর্ম্মপীড়া ও রক্তপাতের পর—তিনি এক সময়ে অত্যাচারিগণের সমুচিত শাস্তিবিধান করিয়া, তাহাদিগের হস্ত হইতে জন্মভূমিকে—পবিত্র ও বিশাল ইতালীক্ষেত্রকে—উদ্ধার করিয়া তাহাতে অনন্ত আনন্দলহরী বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন। আজ যে

ইতালী প্রত্যাগত যৌবনে ও নবজীবনে জগৎকে মুগ্ধ করিতেছেন, তাহা সেই মনীষীর ও তদ্‌গুরু ম্যাটসিনির নিরন্তর ও অক্লান্তসাধনার ফলে।

যাঁহারা একদিন ইতালীকে শুদ্ধ ভৌগোলিক অস্তিত্বমাত্র বলিয়া পরিহাস করিয়াছিলেন, ইতালীর একতা উন্মত্তের ছিন্ন মস্তিষ্কের কল্পনামাত্র বিবেচনা করিয়াছিলেন, সুদৃঢ়বদ্ধ অষ্ট্রীয় জাতিকে দূরীকৃত করিয়া ইতালীতে স্বাধীনতা স্থাপন করা স্বপ্নরাজ্যের বিষয়ীভূত মনে করিয়াছিলেন এবং ইতালীর মুক্তিদাতাকে যাঁহারা একদিন স্বদেশের অনিষ্টকারী হঠকারী বলিয়া ঘৃণা করিয়াছিলেন, আজ ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে সেই হঠকারী গ্যারিবল্ডী ইতালী-ক্ষেত্রে আসিয়া—ন্যায় ও সত্যের ভাবে উদ্দীপিত হইয়া—তাঁহার পূর্ব্ব পরাজয়-স্বরূপ অপযশকালিমাক্ষালনে সমুদ্যত। আজ তিনি মর্সালা, ক্যাটালাফিমি, প্যালার্মো ও ভলটর্ণো সমরক্ষেত্রে অদ্ভুত জয়লাভ করিয়া—সমস্ত ইতালীকে এক করিয়া বিজিত অষ্ট্রীয়গণকে ইতালীক্ষেত্র হইতে বিদূরিত করিয়া এবং মিলিত ও ঘনীভূত ইতালীকে ভিক্টর ইমানুয়েলের হস্তে সমর্পণ করিয়া—ক্যাপ্রেরা-দ্বীপস্থ নিজ কুটীরবাসে গমন করিলেন। আজ সমস্ত ইতালী সমস্বরে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিল—'গ্যারিবল্ডী জীব! (Vivas Garibaldi)'। এত দিন সকলে যে ইতালীর একতা ও স্বাধীনতাকে অসম্ভব ঘটনা বলিয়া আসিতেছিলেন, গ্যারিবল্ডীর অসাধারণ রণবিষয়িণী প্রতিভা তাহা কয়মাসের মধ্যেই সম্ভব করিয়া তুলিল।

'আজও যখন হ'লো না, তখন আর হইবার সম্ভাবনা কই ?'—যাঁহারা অতীত ঘটনা হইতে এই অপসিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন, গ্যারিবল্ডীর জীবনী তাঁহাদিগের বিশেষ শিক্ষাস্থল। সাধনা পূর্ণ হয় নাই বলিয়া পূর্ব্বে সিদ্ধি হয় নাই—ইহা হইতে যে সিদ্ধান্ত যে 'সাধনা পূর্ণ হইলেও সিদ্ধি হইবে না', তাহা অপসিদ্ধান্ত মাত্র ও জাতীয় উন্নতির পক্ষে সমূহ অনিষ্টকারক। একটি চেষ্টা বার বার নিষ্ফল হইতে পারে। কিন্তু যখন সময় পূর্ণ হইবে—যখন ক্ষেত্র বীজ-ধারণক্ষম হইবে—তখন সে চেষ্টা সহজেই সফল হইবে—বীজ রোপণ করিবামাত্র তখন অঙ্কুর উৎপন্ন হইবে। সময় আসে নাই বলিয়া তুমি যদি এখন নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাক, তাহা হইলে সময় হয় ত কখনই আসিবে না। অন্ধের নিকট যেমন আলোক কতবার আসে ও তাহার নিকট হইতে কতবার চলিয়া যায়—কিন্তু চক্ষুহীন হওয়ায় সে যেমন তাহা দেখিতে পায় না, সেইরূপ চেষ্টাহীন উদ্যমশূন্য ব্যক্তির নিকটও সময় কতবার আসিতেছে ও তাহার নিকট হইতে কতবার যাইতেছে, সে তাহা দেখিয়াও দেখে না, চক্ষু থাকিতেও সে অন্ধের মত বসিয়া থাকে।

ভবিষ্যতে বিশ্বাসহীন সময়-প্রত্যাশী পতিত ভারতবাসিন্! তোমাদের ন্যায় ইতালীর অধিবাসিবৃন্দও একদিন এইরূপ চক্ষু থাকিতেও অন্ধ ছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহে ও দুই জন মনীষীর করস্পর্শে তাঁহাদের এক্ষণে চক্ষু ফুটিয়াছে। আবার ত্রিবর্ণ-পতাকা সগর্ব্বে রোমের ক্যাপিটলের উপরি উড্ডীন হইতেছে। ঐ দেখ, আজ পতিত ইতালী কতিপয় মনীষীর তপস্যার ফলে আবার উঠিয়াছে, কিন্তু পতিত ভারতের তপ নাই, জপ নাই, সাধনা নাই,—তাই ইহা আজও পড়িয়া রহিয়াছে। রাবণবধের পূর্ব্বে রামচন্দ্র ভগবতীর আরাধনা করিয়াছিলেন। গ্যারিবল্ডী ও ম্যাটসিনিও ইতালীর একতা ও মুক্তির জন্য প্রতিমুহূর্ত্তে ভগবানের আরাধনা করিয়াছিলেন, সুতরাং দৈববলের উপর জ্বলন্ত বিশ্বাসের ফলও তাঁহারা হাতে হাতে পাইয়াছিলেন। শিবজীও এক দিন হিন্দুধর্ম্মের রক্ষার জন্য ভবানী ও ভবানীপতির ঘোরতর আরাধনা করিয়াছিলেন। তাঁহার ও তদীয় মহারাষ্ট্রীয় জাতির 'হর হর বোম্ বোম্' রবে এক দিন সমস্ত ভারত উদ্বেলিত হইয়াছিল। তাই সেই মহতী সাধনার বলে একদিন মহারাষ্ট্রীয় শক্তি ভারতে অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী হইয়াছিল। আর সেই ভারতের পূর্ব্ব-গৌরবের দিনে—যখন কতিপয়মাত্র আর্য্য ঔপনিবেশিক অসংখ্য বৈদেশিকের মধ্যে আসিয়া আপনাদিগের স্বার্থসিদ্ধির আশায় প্রাণ-ভয়ে ব্যাকুল হইয়া প্রাণ ভরিয়া দেবগণকে ডাকিয়াছিলেন, সেই দিনে সেই বৈদিক কালে দৈববলে বলীয়ান্ হইয়া আর্য্যেরা এক এক জন লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির বল পাইয়াছিলেন। আমরা সে সব দিন ভুলিয়াছি বলিয়াই আজ আমাদের এই দশা। এস ভাই! আবার একবার পঁচিশ কোটি ভারতবাসী অসংখ্য সাম্প্রদায়িকতা ভুলিয়া সকলে মিলিয়া সমস্বরে সেই দেবদেব ভগবানের নামকীর্ত্তন করি। একবার এই জাতীয় দুর্গতির দিনে প্রাণ খুলিয়া তাঁহার নিকট দুঃখ জানাই। তাঁহার কৃপাকটাক্ষ পড়িলে কি না হইতে পারে? এস, আর দেরী করিও না। সময় আসিয়াছে। সকলে গগন বিদারিয়া গাও "বন্দে মাতরম্"—"বন্দে হরিচরণারবিন্দম্।" স্বদেশানুরাগ ভগবদ্ভক্তির সহিত মিশ্রিত হইয়া ভারতে নবযুগের উৎপত্তি করুক।

প্রথম অধ্যায়

ইতালীর দীর্ঘকাল-ব্যাপিনী অধীনতা ও তজ্জনিত দুঃখরাশি; ইতালী প্রথম নেপোলিয়নের অধীন; ভায়েনার মহাসভা।

বহু পুরুষ-পরম্পরা ধরিয়া বিধাতার সৌন্দর্য্য-নির্ম্মাণের নিকষ স্থল ইতালী, অতিক্রান্ত-বিধি বৈদেশিক শক্তির অধীনে মর্ম্মপীড়িত হইয়া আসিতেছিল, গত শতাব্দীর মধ্যভাগে কবিবর গোল্ডস্মিথ ইতালী পরিদর্শন করিয়া নিম্নলিখিত প্রকারে ইতালীর অবস্থা বর্ণনা করিয়াছিলেন :—

"Man seems the only growth that dwindles here" ******* "Each nobler aim repressed by long control, Expires at last or feebly mans the soul."

কবিবর প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন—'এখানে কেবল মনুষ্যেরই বৃদ্ধি নাই—কিন্তু বাহ্য প্রকৃতি অনন্তপ্রভাবশালিনী। বহুদিনের দাসত্বে হৃদয়—প্রত্যেক ইতালীয়ের হৃদয়—যেন মহৎ লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। অথবা হৃদয়ে যদি কোন মহৎ লক্ষ্য থাকে, তাহা যেন ইহাকে অতি মৃদুভাবে উত্তেজিত করিতেছে।' কবিবর বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে ইতালী সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন—বর্ত্তমান ভারতের দুরবস্থা দেখিয়া ইহার সম্বন্ধে আমাদেরও যেন সেই কথা বলিতে ইচ্ছা হয়।

কিন্তু গোল্ডস্মিথ ইতালীর প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারেন নাই। যেমন দ্রাক্ষা-প্রচ্ছাদিত আগ্নেয়গিরির অভ্যন্তরে গলিত ধাতু প্রচণ্ড নিঃস্রাবে পীঠস্থ ও পার্শ্বস্থ ধরাতলকে অতর্কিতরূপে প্লাবিত করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া থাকে, সেইরূপ ইতালীর আপাত-পরিদৃশ্যমান ঔদাসীন্য ও অযত্নের অভ্যন্তরে জনানোন্মুখ বিপ্লবাগ্নি যে তখনও প্রধূমিত হইতেছিল, গোল্ডস্মিথ তাহা বুঝিতে পারেন নাই। প্রথম নেপোলিয়ন স্বয়ং ইতালীয় এবং অসাধারণ প্রতিভাশালী ছিলেন বলিয়াই ইতালীর অন্তর্নিহিত ধূমায়মান জাতীয় ভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই তিনি নিজের পুত্রকে রোমের সিংহাসনে বসাইয়া সমস্ত ইতালীকে এক সিংহাসনের অধীনে সমবেত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পতনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চিরলালিত আশালতা সমূলে বিনষ্ট হইল।

প্রথম নেপোলিয়নের পতনের পর ভায়েনার মহাসভা (Congress) ইতালীর অধিবাসিবৃন্দের পরিব্যক্ত ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে ইতালীকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ইউরোপীয় রাজবৃন্দের মধ্যে ভাগ করিয়া দিলেন এবং সকলকে কিছু কিছু করিয়া দিয়া অষ্ট্রীয়াকে সিংহের অংশ প্রদান করিলেন। তদনুসারে নেপলসরাজ্য পূর্ব্ব-অধিস্বামী বোর্ব্বন্-বংশসম্ভূত ফার্দ্দিন্যান্দকে দেওয়া হইল। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে 'ক্যাম্পোফর্ম্মিও'র সন্ধিতে প্রথম নেপোলিয়ন অষ্ট্রীয়াকে ভিনিসিয়া প্রদান করিলেন। ভায়েনার সন্ধিতেও ইহা অষ্ট্রীয়ার হস্তে রহিল। রোমে আবার পোপের রাজ্য প্রতিষ্ঠাপিত হইল। রোম ও ভিনিসিয়ার মধ্যবর্ত্তী স্থান সকল টস্কানী, মডেনা, পার্ম্মা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া অষ্ট্রীয়ার তত্ত্বাবধানে রহিল। ইহাদের মধ্যে পার্ম্মা ও লুক্কা অষ্ট্রীয় সম্রাট্ ফ্রান্সিসের কন্যা ও প্রথম নেপোলিয়নের দ্বিতীয়া স্ত্রী মেরী লুইসাকে দেওয়া হইল। ইতালী উপদ্বীপের উত্তর-পশ্চিম কোণে সার্ডিনিয়া রাজ্য অবস্থিত ছিল। এই রাজ্যের সহিত পূর্ব্ব হইতেই পীডমণ্ট রাজ্য সংলগ্ন ছিল। কিন্তু এখন জেনোয়া ও সার্ডিনিয়া দ্বীপকে ইহার সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইল। এইরূপে সমস্ত ইতালীতে অনিয়ন্ত্রিত যথেচ্ছাচারিণী শক্তি প্রতিষ্ঠাপিত হইল। ইউরোপীয় রাজ্য সকল পরস্পরের রক্ষার জন্য 'পবিত্র সম্মিলন (Holy alliance)' নামক একটি অপবিত্র সম্মিলনী সভা স্থাপন করিলেন। এই সভা পরে জাতিনিচয়ের স্বাধীনতাপহারিণী রাজবৃন্দের সম্মিলনী সভা বলিয়া আখ্যাত হইয়াছিল। ইউরোপের সমস্ত রাজ্যই ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন। কেবল মন্ত্রিবর ক্যানিং ইংলণ্ডকে এই সম্মিলনে যোগ দিতে না দিয়া ইংলণ্ডের যশ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। এই রাজ-সম্মিলনীর প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, কোন দেশের প্রজাগণ রাজবিদ্রোহী হইলে সেই দেশের রাজার আহ্বানে সকলেই উত্তর দিবেন, অর্থাৎ সকলেই সৈন্য ও অর্থ দিয়া তাঁহার সহায়তা করিবেন।

অনেকবার এই নিয়মে কার্য্য হইয়া আইসে। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ডিউক অব আঙ্গুটিনের অধিনায়কত্বে একটি ফরাসী সেনা স্পেনে প্রবেশ করিয়া বলপূর্ব্বক বিদ্রোহী কোর্টসগণকে অকর্ম্মণ্য রাজা ফার্দ্দিন্যান্দের বশ্যতা স্বীকার করায়। ফার্দ্দিন্যান্দ যে জাতীয় কন্‌ষ্টিটিউসেন (শাসন-ভিত্তি) রক্ষা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছিলেন, সেই জাতীয় কন্‌ষ্টিটিউসন নষ্ট করিতে উদ্যত হওয়ায় দেশের সম্ভ্রান্ত লোক তাঁহার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হয়। আর একবার অত্যাচারী নেপলসরাজ ফার্দ্দিন্যান্দের রাজ্য ওতপ্রোত করিবার জন্য তাঁহার ক্রোধান্ধ প্রজারা তাঁহার শাসনের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হয়। সেই সময়

অষ্ট্রীয় সৈন্যগণ আল্‌পস (Alps) পর্ব্বত উত্তরণ পূর্ব্বক নেপল্‌সে আসিয়া প্রজাগণের অভ্যুত্থান নিবারিত করে। জাতীয় স্বাধীনতা-বিলোপকারী এই রাজকীয় ষড়্‌যন্ত্র আরও দুই একবার কার্য্যে পরিণত হয়।

এই ঘোর জাতীয় দুর্দ্দশার সময় বিধাতা ম্যাট্‌সিনিকে বৈপ্লবিক গুরু ও গ্যারিবল্ডীকে বৈপ্লবিক শিষ্য করিয়া পাঠান। যেমন গুরু—তাঁহার তেমনই শিষ্য। উভয়েই আপন আপন বিভাগে অতুলনীয়। যেমন সাধারণ প্রয়োজন, বিধাতা তেমনই সাধক মিলাইয়া দিলেন। গ্যারিবল্ডী যে বৈপ্লবিক নেতা হইবেন, একটি ক্ষুদ্র ঘটনায় তাহা পূর্ব্বেই সংসূচিত হইয়াছিল। বিখ্যাত বৈপ্লবিক নেতা মার্সালিয়াসেনা নাইস্‌ নগরের গৃহে যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই ঐতিহাসিক গৃহেই গ্যারিবল্ডী ভূমিষ্ঠ হন। *

দ্বিতীয় অধ্যায়

তদীয় জন্ম, বাল্যশিক্ষা, জননী, সমুদ্রযাত্রা, কন্‌ষ্টাণ্টিনোপলে পীড়া, শিক্ষকতাকার্য্য গ্রহণ ও মার্সেলিসে-প্রত্যাগমন।

জোসেফ গ্যারিবল্ডী ১৮০৭ খৃষ্টাব্দের ২২শে জুলাই তারিখে ইতালীর অন্তর্গত নাইস্‌ নগরে ডোমিনিক্‌ গ্যারিবল্ডীর ঔরসে ও রোজা রেগুইণ্ডোর (Rasa Raguindo) গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ডোমেনিক গ্যারিবল্ডী স্বয়ং নাবিক এবং নাবিকের পুত্র ও পৌত্র ছিলেন। সাগরের তরঙ্গনির্ঘোষ সেই বালক গ্যারিবল্ডীর কর্ণে যেন মৃদঙ্গধ্বনির ন্যায় প্রতীত হইত। পোতবাহী নাবিকগণের ঐকতানিক গীতি তাঁহার কর্ণে যেন মধুধারা বর্ষণ করিত। পিতা পিতামহের সামুদ্রিক যাত্রাবিষয়িণী গল্পমালা তাঁহার নিকট যেন অমৃতরস-সিঞ্চিত বলিয়া প্রতীত হইত। প্রত্যুত নাবিক জীবনোপযোগিনী যাবতীয় ঘটনা গ্যারিবল্ডীর শৈশব-সহচরী ছিল। এই জন্যই শিশুকাল হইতেই নাবিকজীবন গ্যারিবল্ডীর অতিশয় প্রিয় হইয়া উঠিল।

তিনি পিতার নিকট হইতে বীরোচিত সাহসিকতা, ক্ষিপ্রদর্শিতা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও দুর্দ্দমনীয় অধ্যবসায় এবং জননীর নিকট হইতে দানশীলতা, পবিত্রহৃদয়তা, পরদুঃখমোচনেচ্ছা ও বলবতী অত্যাচার-নিবারণস্পৃহা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি উত্তালতরঙ্গ ভূমধ্যসাগরের নিকট নির্ভীকতা ও অত্যুচ্চ আল্‌পস্‌ পর্ব্বতের নিকট অবিচলিততা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি ইতালীর অতীত ইতিহাসের স্মৃতি হইতে হৃদয়ের প্রবল উচ্ছ্বাস ও দুর্দ্দমনীয় স্বাধীনতা-স্পৃহা লাভ করিয়াছিলেন। প্রত্যুত ভবিষ্য-জীবনে যে সকল অবদান-পরম্পরার অনুষ্ঠানে তাঁহার নাম ও কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় হইয়াছিল, সেই সকলের বীজ এই বাল্যেই তাঁহার অন্তরে উপ্ত হইয়াছিল।

তাঁহার বাল্যশিক্ষা বিশেষ বর্ণনীয় নহে। তাঁহার পিতা-মাতা যদিও নিজেরা তত সুশিক্ষিত ছিলেন না, তথাপি আপনাদিগের অবস্থানুসারে পুত্রের শিক্ষার জন্য যত্নের ত্রুটি করেন নাই। তাঁহারা পুত্রের সুশিক্ষা-বিধানের জন্য উপযুক্ত গৃহশিক্ষক সকল নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। বিদ্যালয়ে তিনি যে শিক্ষা পাইতেন, গৃহ-শিক্ষকেরা তাঁহাকে তদতিরিক্ত শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু সেই ক্রীড়নশীল বালকের নিকট পাঠাভ্যাস অপেক্ষা ক্রীড়া অধিকতর ভাল লাগিত। সুতরাং তদীয় শিক্ষকগণের তাঁহার প্রতি যত্ন এক প্রকার নিষ্ফল হইয়াছিল। তিনি পুস্তকপাঠ অপেক্ষা প্রকৃতি-পর্য্যবেক্ষণ করিতে অধিকতর ভালবাসিতেন। তাঁহার দুরবগাহিনী বুদ্ধি ও চিন্তাশীল মন জড় ও অজড় প্রকৃতির অভ্যন্তরে সতত নিমগ্ন হইয়া থাকিত। সুতরাং পুস্তকস্থ বিদ্যার অভাব তাঁহার বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে নাই।

যে সকল বাত্যা ও তরঙ্গ তাঁহার মধ্য ও শেষ-কালে তিনি হাবুডুবু খাইয়াছিলেন, এই বাল্যে তাহার কোনও চিহ্ন উপলক্ষিত হয় নাই। জনকজননীর সহাস্য বদন ও আনন্দাশ্রুপূর্ণ লোচন-সমক্ষে লালিত ও প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে পরিবেষ্টিত থাকায় গ্যারিবল্ডীর বাল্যকাল সুখেই অতিবাহিত হইয়াছিল।

কিন্তু এ সুখের সময়েও তাঁহার অবদানপ্রিয় প্রকৃতি স্থির থাকিতে পারে নাই। শান্ত ও তরঙ্গহীন জীবন ক্রমে তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিল। তাঁহার চিত্তের চাঞ্চল্য ও প্রকৃতির অনমনীয়তা দেখিয়া তাঁহার পিতা-মাতা ভীত হইলেন। তাঁহারা তাঁহাকে ব্যবহারাজীব, চিকিৎসক বা যাজকের নিরীহ শান্ত ব্যবসায় অবলম্বন করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু বিধাতা গ্যারিবল্ডীকে যে কার্য্যের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, সে কার্য্যের সঙ্গে উক্ত ব্যবসায়-ত্রয়ের সামঞ্জস্য না থাকায় গ্যারিবল্ডী তাহাতে স্বীকৃত হইতে পারিলেন না। সেই বাল্য হইতেই সামুদ্রিক-জীবন-প্রিয়তা তাঁহাতে সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হইয়াছিল। তাঁহার নাবিকজীবন-প্রসক্তি তাঁহার পিতা-মাতার হৃদয়কে নিদারুণ ব্যথিত করিয়াছিল।

বিদ্যালয়ের নিস্তরঙ্গ জীবনে বিরক্ত হইয়া এক দিন

গ্যারিবল্ডী সমপাঠিগণের নিকট প্রস্তাব করিলেন যে, তিনি নৌকারোহণে অশীতি মাইল দূরবর্ত্তী জেনোয়া বন্দরে যাত্রা করিবেন সঙ্কল্প করিয়াছেন। তাঁহার উদ্দীপনা বাক্যে ও দৃঢ়তায় উত্তেজিত হইয়া তাঁহার সমপাঠীরাও তাঁহার অনুসরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অসমসাহসিক ছাত্রদল একখানি জেলে-ডিঙ্গীতে চড়িয়া উত্তাল সাগরতরঙ্গ ভেদ করিয়া অনেক দূর গিয়া পড়িয়াছেন—এমন সময় তাঁহাদিগের পলায়ন আবিষ্কৃত হইল। গ্যারিবল্ডীর পিতা তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগের অনুসরণার্থ একখানি দ্রুতগামী পোত প্রেরণ করিলেন। পোতরাজ অতি দ্রুতবেগে গিয়া বালকবাহিত জেলেডিঙ্গীখানি ধরিয়া বালকগণকে নোনাকো (Nonac) বন্দরের বিপরীত পার হইতে ফিরাইয়া আনিল। একজন যাজক (Abbe) তাঁহাদিগকে পলাইয়া যাইতে দেখিয়া তাঁহার পিতাকে বলিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া, যাজক-শ্রেণীর উপর তাঁহার বিদ্বেষ এইখানেই অঙ্কুরিত হয়।

গ্যারিবল্ডীর জননী অতিশয় ঈশ্বরপরায়ণা ছিলেন। গ্যারিবল্ডীর চরিত্র-সংগঠনে তদীয় জননীর বিশেষ প্রভাব ছিল। গ্যারিবল্ডী স্বয়ং বলিয়াছেন যে, জীবনের অতি সঙ্কট সময়গুলিতে যখন সমুদ্র তাঁহার তরীর নিম্নে ও পার্শ্বে ভীষণ গর্জ্জন করিত—যখন গুলী সকল তীব্র ঝঞ্ঝাবাতের ন্যায় তাঁহার কর্ণের পার্শ্ব দিয়া চলিয়া যাইত—যখন জ্বলন্ত গোলা সকল শিলা-বৃষ্টির ন্যায় তাঁহার চতুর্দ্দিকে পতিত হইত—তখন তিনি অলৌকিক দৃশ্যে দেখিতে পাইতেন, যেন তাঁহার জননী নতজানু হইয়া প্রাণাধিক পুত্রের প্রাণরক্ষার জন্য ঈশ্বরাধনায় নিমগ্না রহিয়াছেন—সেই সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বনিয়ন্তার নিকট তাঁহার পুত্রের প্রাণভিক্ষা করিতেছেন। যাঁহারা গ্যারিবল্ডীকে যুদ্ধক্ষেত্রে ঐশীশক্তি-পরিরক্ষিত বলিয়া মনে করিতেন, গ্যারিবল্ডী নিজে যাহা বলিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে তাঁহাদিগের সে বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইবে। গ্যারিবল্ডী আত্ম-জীবনীতে লিখিয়াছেন যে—"আমার যে অসমসাহস দেখিয়া লোকে বিস্মিত হইত, আমার সে সাহসের মূল দৈববলের উপর বিশ্বাস। আমার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, যতক্ষণ আমার জননী—সতীত্বের আদর্শ ও দেবীত্বের অবতার মদীয়া জননী—যতক্ষণ আমার জন্য—আমার প্রাণরক্ষার জন্য—ঈশ্বরারাধনায় নিমগ্না থাকিবেন, ততক্ষণ আমার জীবনের কোনও আশঙ্কা নাই।" সূর্য্যোদয়ে যেমন রজনীর তিমির অন্তর্হিত হয়, সেইরূপ এরূপ জ্বলন্ত বিশ্বাসের আবির্ভাবে বিপজ্জাল আপনিই কাটিয়া যায়। স্বয়ং ঈশ্বর এরূপ বিশ্বাসীর দেহরক্ষক হন মাতৃভক্তি ও ঈশ্বরে সামঞ্জস্যের এরূপ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত অতি বিরল।

গ্যারিবল্ডী এরূপ মাতৃভক্ত ছিলেন যে, মায়ের নাম করিলে তাঁহার নয়ন বহিয়া আনন্দাশ্রু পতিত হইত। মায়ের প্রশংসা করিয়া তিনি শেষ করিতে পারিতেন না। তিনি সর্ব্বদা গর্ব্ব করিয়া বলিতেন যে, আমার জননী রমণীর পূর্ণ-আদর্শ। যদি আমাতে কোন সাধুভাব থাকে, তাহা আমি তাঁহারই নিকট প্রাপ্ত হইয়াছি। তাঁহার জননী বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত বাঁচিয়া ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে মানব-লীলা সংবরণ করেন। স্বদেশের জন্য—স্বাধীনতার জন্য—রোম নগরীতে গ্যারিবল্ডী ফরাসী সেনার সহিত যে অদ্ভুত রণ করেন—যাহাতে গ্যারিবল্ডীর যশ দেশ-বিদেশে প্রসৃত হয়—গ্যারিবল্ডী-জননী রোজা জীবিত থাকিয়া সেই রণে স্বচক্ষে পুত্রের অমিত বল ও অদ্ভুত রণোৎসাহ দেখিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু যখন তাঁহার পুত্রের অতিমানুষ বীরত্বে ইতালী স্বাধীন হইয়াছিল—বিচ্ছিন্ন ইতালী একটি ঘনীভূত সমবেত প্রকাণ্ড জাতিতে পরিণত হইয়াছিল—সে পরম সুখের দিনে—সে জাতীয় মহোৎসবের সময়ে জীবিত থাকিয়া সমস্ত ইতালীবাসিগণের সঙ্গে সমস্বরে 'দীর্ঘজীবী হও' বলিয়া পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিবার সুখভোগ বিধাতা তাঁহার ললাটে লিখেন নাই। সে সময় তিনি স্বর্গ হইতেই দেব-কন্যাগণের সহিত একত্র পুত্রের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন।

নাবিকগণ ও সমুদ্রের সহিত নিরন্তর সংসর্গে গ্যারিবল্ডীর অবদানময় নাবিকজীবনের স্পৃহা অতিশয় বলবতী হইয়া উঠিল। পুত্রকে এই দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তির অধীন দেখিয়া পিতা-মাতা অগত্যা তাঁহাকে কিশোর-বয়সেই নাবিক-জীবনে প্রবৃত্ত হইতে অনুমতি দিলেন। তিনি ওডেসা, সিভিটা ভেচিয়া, ক্যাগলিয়ারী—প্রথমে ক্রমান্বয়ে এই তিন বন্দরে জলযাত্রা করেন।

তাহার পর কয়বার তিনি লিভান্টে জলযাত্রা করেন—শেষবার তিনি কন্‌ষ্টাণ্টিনোপলে পীড়িত হইয়া পড়েন। তাঁহার পীড়া দীর্ঘকাল থাকায় তাঁহাকে তথায় অতি দুর্দ্দশায় পড়িতে হইয়াছিল। অবশেষে তাঁহার চিকিৎসকের সাহায্যে তিনি টেনিওনী-নাম্নী কোন বিধবা রমণীর পুত্রদ্বয়ের গৃহশিক্ষকের পদ প্রাপ্ত হন। এই কর্ম্মে তিনি কয়মাস অতি সুখে কাটাইলেন এবং অর্থ ও স্বাস্থ্য দুই পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন।

কিন্তু স্বাস্থ্যলাভের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দুর্দ্দমনীয় সামুদ্রিক জীবন-স্পৃহা প্রত্যাগত হইল। দুই একবার সমুদ্র-যাত্রার পর তিনি নোট্রিডেম্ জাহাজের ক্যাপটেনের পদে অভিষিক্ত হইয়া জিবরাল্টর ও মেহনে যাত্রা করিলেন।

তাঁহার নাবিক-সুলভ দক্ষতা ও ভৃত্যজনোচিত সাধুতা শীঘ্রই তাঁহাকে নাবিকবৃন্দ ও পোতস্বামিগণের নিকট অতি আদরের সামগ্রী করিয়া তুলিল। তিনি অচিরকালমধ্যে নোট্রিডেম্ জাহাজের কম্যাণ্ডারের পদে নিযুক্ত হইয়া কনষ্টান্টিনোপলে প্রত্যাগত হইলেন।

গ্যারিবল্ডী বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যতই বহুদর্শিতা লাভ করিতে লাগিলেন, ততই স্বদেশানুরাগ তাঁহার চিত্তকে অধিকতকর অধিকার করিতে লাগিল। এখন হইতে তিনি ইতালীর ইতিহাস ও ইতালীর বর্ত্তমান ঘটনাবলীর সবিশেষ আলোচনা আরম্ভ করিলেন।

বৎসরের পর বৎসর, শতাব্দীর পর শতাব্দী অতীত হইল; কত শতাব্দী ধরিয়া খৃষ্টীয় সভ্যতা ইহার উপর বিরাজ করিল—তথাপি সাধারণতন্ত্রী ও সাম্রাজ্যশীল রোমের সেই প্রাচীন গৌরব ও মহত্ব আর ফিরিল না! এখন সেই নন্দন-কানন দুর্ব্বিষহ অত্যাচারের দোলাস্বরূপ হইয়াছে। ইহার অধিবাসিবৃন্দ গুরুতর করভারে ভূমিসাৎ হইতে উপক্রান্ত হইয়াছে! স্বাধীনতা—ইতালীর মোহমন্ত্র স্বাধীনতা—শক্রকবলিত ও শাসনদণ্ড কতিপয়মাত্র বৈদেশিকের একচেটিয়া হইয়া আছে। ইতালীর ধনাগার বৈদেশিকেরাই দখল করিয়া রাখিয়াছেন। বৈদেশিকেরাই ইতালীর উপর কর ধার্য্য করিতেছেন—সে বিষয়ে করদাতৃগণের মতামত দিবার কোন অধিকার নাই। চতুর্দ্দিকে বৈদেশিক সৈন্য, বৈদেশিক পুরোহিত ও বৈদেশিক সিভিলিয়ান্—কর আদায়ের পর ইতালীর যে কিছু রস অবশিষ্ট থাকে, তাহা শোষণ করিয়া লইতেছেন। এই সুন্দর দেশের সকল স্থান হইতেই—প্যালার্ম্মো হইতে ভিনিস ও ভিনিস্ হইতে সেভয়—সকল স্থান হইতেই ক্রন্দন-রোল উত্থিত হইতেছে। বৈদেশিক শাসন হইতে মুক্তিলাভের জন্য সকল স্থান হইতেই ঈশ্বরের উপাসনা হইতেছে। ইতালীর এই শোচনীয় অবস্থা গ্যারিবল্ডীর চিত্তকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। দিন ও রজনী কেবল তিনি এই চিন্তায় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে তাঁহার চিত্তের অবস্থা তিনি আপনিই সুন্দররূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

"ইতালীর ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান বিষয়ে যে কিছু আলোক পাওয়া যাইতে পারে, আমি তাহার জন্য এই সময়ে ব্যাকুল হইয়া বেড়াইতে লাগিলাম। যে পুস্তকে বা যে ব্যক্তিতে আমার হৃদয়ের ছবি প্রতিবিম্বিত দেখিতে পাই, সেই পুস্তক ও সেই ব্যক্তি আমার হৃদয়ের অতি আদরের বস্তু হইয়া দাঁড়াইল। একবার কনষ্টান্টিনোপল্ হইতে রুসিয়ার অন্তর্গত ট্যাগানরগে যাত্রাকালে আমার জাহাজে একজন লিগেরিয়া-প্রদেশবাসী ইতালীগতপ্রাণ দেশহিতৈষী যুবক উঠিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে যে দিন আমি দেশহিতৈষিগণের স্বদেশ-উদ্ধারবিষয়িণী "কল্পনা"-মালা শুনিলাম, সে দিন আমার অন্তরে যে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ উদিত হইয়াছিল, তাহার সহিত তুলনায় আমেরিকা-ভূমি দর্শনে কলম্বসের যে আনন্দ হইয়াছিল, তাহা অতি সামান্য। অদূরে আমেরিকার বেলাভূমি দেখিয়া কলম্বস্ যেমন বলিয়া উঠিয়াছিলেন, 'ঐ দেখ ভূমি! ঐ দেখ ভূমি (land ho!)' আমি সেইরূপ মনে মনে বলিয়া উঠিলাম—'তীর পাইয়াছি—তীর পাইয়াছি।' স্বদেশ ও স্বদেশের উদ্ধারসাধন এই দুই ভাব—সেই দিনে আমার অন্তরে নবজীবন সঞ্চারিত করিল। সেই দিন হইতেই আমি মনে মনে এই নব-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলাম।"

আর একবার জলযাত্রায় তিনি গ্রীস্ হইতে কতকগুলি সেণ্ট সাইমোনীয়কে লইয়া কনষ্টান্টিনোপল্ যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের নেতা ইমাইল ব্যারল্টের নিকট গ্যারিবল্ডী বিশ্বপ্রেমিকতা ও স্বাধীনতার প্রকৃত মাহাত্ম্য শিক্ষা করিলেন। ধার্ম্মিক ও স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গীকৃতপ্রাণ ইমাইল্ ব্যারেল্টের উপদেশ গ্যারিবল্ডীর হৃদয়ের স্তরে স্তরে নিহিত হইয়াছিল।

আর তাঁহার নাবিক-জীবন ভাল লাগিল না। তিনি কনষ্টান্টিনোপলে আসিয়াই পোতের অধিনায়কত্ব পরিত্যাগ করিলেন এবং অগৌণে ইতালীয় দেশহিতৈষিগণের আবাসভূমি মার্সেলিস্ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইতালী-উদ্ধার-রঙ্গালয়ে—যেখানে তিনি এক সময়ে প্রধান নায়কের অংশ অভিনয় করিবেন—সেই প্রকাণ্ড অভিনয়ক্ষেত্রে আজ তিনি প্রথম প্রবেশ করিলেন। বিধাতা তাঁহাকে এই কার্য্যের সম্পূর্ণ উপযোগী করিবার জন্যই যেন—আদেশ-প্রতিপালনে তৎপর, বিপদে ধৈর্য্যবান্, গুরুতর শারীরিক শ্রমে সুপটু এবং যে সাহসের বলে হাসিতে হাসিতে মৃত্যুমুখে প্রবেশ করিতে পারা যায়, সেই সাহসে সাহসী করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। গ্যারিবল্ডী

তাঁহার ভবিষ্য জীবনের গুরুতর দায়িত্বের জন্য যেন সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়াই আজ ফরাসীক্ষেত্রে পদার্পণ করিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

১৮৩০—১৮৩২ সালে ইউরোপ ও ইতালীর অবস্থা।

১৮৩০ সালের জুলাই মাসের বিপ্লবে দশম চার্লস্ ফ্রান্সের সিংহাসন হইতে তাড়িত ও নির্ব্বাসিত হইলেন এবং ডিউক অব অর্লান্স লুই ফিলিপ —সেই শূন্য-সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। দশম চার্লস পবিত্র সম্মিলনীর একজন প্রধান নেতা ছিলেন। সুতরাং তাঁহার পতনে ইহা মৃত্যু-আঘাত প্রাপ্ত হইল। কিন্তু জুলাইয়ের বিপ্লবে ইতালীর অন্তরে যে আশা উদ্দীপিত হইয়াছিল, তাহা ফলবতী হয় নাই। ইতালীবাসীরা হতাশতায় অভিভূত না হইয়া, প্রতীকারচেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সময় নেপল্‌স্ রাজ্যে 'কার্ব্বোনারি' (Charcoal-Burner = অঙ্গারদাহক) নামক একটি গুপ্তসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠাপিত হইল। অনিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্রের মূলোৎপাটনই এই সভার গূঢ় অভিপ্রায় ছিল। এক দিকে যেমন প্রজাসাধারণের বিরাগ অনুভূত হইতে লাগিল, অন্য দিকে তেমনই কঠোর শাসন দ্বারা সেই বিরাগের বাহ্য বিস্ফুরণকে অঙ্কুরে বিদলিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অষ্ট্রীয়ার অধীনে সৈনিক হত্যার সংখ্যা অতিশয় বাড়িতে লাগিল। উন্নতিশীল দলের সভ্য হওয়ার অপরাধে অসংখ্য লোককে কারাগারে প্রেরণ করা হইতে লাগিল। স্পিল্‌বর্গের ও অন্যান্য নগরের কারাদুর্গ সকল কয়েদীতে ভরিয়া গেল। সেই সকল যমালয়স্বরূপ কারাগারে দুঃখকাহিনী পাঠ করিলে পাষাণও বিগলিত হয়। এই জাতীয় দুর্গতির কাহিনী শুনিতে শুনিতে ও তাহাতে দগ্ধ হইতে হইতে গ্যারিবল্ডীর বাল্য-জীবন অতীত হইল। ১৮৩০ সালের জুলাই মাসের বিপ্লবে ইতালীবাসীরা একটি মহতী শিক্ষা লাভ করিলেন। দশম চার্লস প্রজার স্বত্ব ও অধিকার রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হওয়ায় তাঁহাকে প্রজাগণ ফরাসী সিংহাসনে আরোপিত করে। আবার তিনি যখন সেই স্বত্ব ও অধিকারে হস্তক্ষেপ করেন, তখনই তাঁহাকে দূরীকৃত করে। গ্যারিবল্ডী ও তাঁহার মতাবলম্বী লোক ভাবিতে লাগিলেন—'তবে ইতালী কেন অত্যাচারী প্রজা-স্বত্বাপহারী রাজার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইবে না?' আর একটি ঘটনাতেও ইতালীবাসিগণের অন্তরে আশার ক্ষীণালোক দেখা দিল। ভিয়েনার সন্ধি বেল্‌জিয়মকে হলণ্ডের সহিত সংলগ্ন করিয়া দিয়াছিল। ইহা বেল্‌জিয়মের অধিবাসিবৃন্দের মর্ম্মান্তিক হইয়াছিল। এই সময় একদিন বেলজিয়মের রাজধানী ব্রসেল্‌স নগরের রঙ্গালয়ে অনেকে নীলদর্পণের সমশ্রেণীক 'ম্যাসানিলো' নামক একখানি নাটকের অভিনয় শুনিয়া এতদূর উন্মত্ত হইয়াছিলেন যে, রঙ্গালয় হইতে বাহির হইয়াই হলণ্ডের আধিপত্যের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইলেন। সমস্ত বেলজিয়ম্ তাঁহাদিগের সহিত যোগ দিয়া হলণ্ডের শাসনদণ্ড দূরীকৃত করিয়া বেল্‌জিয়মের সিংহাসনে স্যাক্‌সিকোবর্গের লিওপোল্‌ডকে আরোপিত করিলেন। ইতালী ভাবিল, 'আমরাই কেন তাহা না পারিব?'

কিন্তু বিধাতা এখনও ইতালীর প্রতি প্রসন্ন হন নাই। এখনও ইতালীর দুঃখের দিন শেষ হয় নাই। অষ্ট্রীয়ার কঠোর শাসনে ইতালী যেন দিন দিন জীবনী শক্তি-শূন্য হইতে লাগিল। কেবল ইতালীর একদিকে পীডমণ্ট রাজ্যে একটু আশার সঞ্চার হইতে লাগিল। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে অত্যাচারী চার্লস ফেলিক্‌সের মৃত্যুর পর ক্যারিগ-ন্যারোর লোকতান্ত্রিক যুবরাজ চার্লস আল্‌বার্ট সার্ডিনিয়ার অধীশ্বর প্রথম চার্লস আল্‌বার্ট অভিধা গ্রহণ পূর্ব্বক সার্ডিনিয়ার সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। ইনি চার্লস ফেলিক্‌সের সিংহাসনারোহণের অব্যবহিত পূর্ব্বে সার্ডিনিয়ায় রাজপ্রতিনিধিপদে বৃত হইয়া সার্ডিনিয়া রাজ্যের প্রজাবৃন্দকে অনেক স্বত্ব ও অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। তাই আজ তাঁহার সিংহাসনারোহণে সমস্ত ইতালীবাসীর আশানেত্র যুগপৎ তাঁহারই উপর পতিত হইল। কিন্তু বিধাতা তাঁহাদের সে আশা পূর্ণ করিলেন না। চার্লস আল্‌বার্ট স্বাধিরূপে পীডমণ্টের সিংহাসনে আরূঢ় হইয়াই অষ্ট্রীয়ার নিকট আত্মবিক্রয় করিলেন।

এ দিকে নেপল্‌স রাজ্যে প্রথম ফার্দ্দিন্যান্দের মৃত্যুর পর অতি অল্পদিন মাত্র তাঁহার পুত্র প্রথম ফ্রান্সিস্ রাজত্ব করেন। অবশেষে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পুত্র প্রথম ফার্দ্দিন্যান্দ নেপেল্‌সের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ইঁহার অত্যাচারে নেপল্‌স্ রাজ্য ছারখার হইতে লাগিল। প্রজারা তাঁহার দৌরাত্ম্যে এতদূর মর্ম্মপীড়িত হইয়াছিল যে, তাঁহাকে Tyrant বা যথেচ্ছাচারী উপাধি প্রদান করিয়াছিল। তাঁহার পাপের ভরা যখন পূর্ণ হইবে, তখন গ্যারিবল্ডীকে বিধাতা তথায় প্রেরণ করিবেন।

এই সকল ভীষণ অত্যাচারের সময় 'কার্ব্বোনারো' সম্প্রদায়ের ন্যায় ইতালীতে সঙ্গতি সমাজ, (Consistoinal society) ও ক্যাথলিক প্রচারক ও রোমীয় সম্মিলন, (Catholic, Apastalic, and Roman Congretion) নামক গুপ্ত সমাজগুলি প্রতিষ্ঠাপিত হয়। যদিও ইতালীর ঘোর অত্যাচার ও যথেচ্ছাচারের অন্ধতমসাচ্ছন্ন দিনে এই গুপ্ত সমাজগুলি নির্ব্বাণোন্মুখ স্বদেশানুরাগে কথঞ্চিৎ উদ্দীপিত করিয়া রাখিয়াছিল, তথাপি ইহাদিগের গুপ্ত মন্ত্রণা ও গুপ্তকার্য্যাবলীর সহিত সাধারণের সবিশেষ সহানুভূতি না থাকায় এগুলি বিশেষ কার্য্যকর হয় নাই। বিশেষতঃ প্রাণদণ্ডই এই সকল সমাজের অবাধ্যতা ও মন্ত্রপ্রকাশের একমাত্র দণ্ড ছিল বলিয়া অনেকেই সাহস করিয়া এই সকল সমাজে প্রবেশ করিতে পারিত না। প্রবেশকালে যে শপথ গ্রহণ করিতে হইত, তাহাও অতি কঠোর। এই সকল কারণে এই সকল সভা ক্রমেই জাতীয় সঞ্জীবনের অযোগ্য হইয়া উঠিল।

এই সঙ্কট সময়েই 'নব্য ইতালী সমাজ' প্রতিষ্ঠাপিত হয়। লেখনী ও জিহ্বা 'নব্য ইতালী' সমাজের একমাত্র অস্ত্র ছিল। তাঁহারা যাহা উচিত বিবেচনা করিতেন—বক্তৃতা ও রচনা দ্বারা লোকের মনে তাহা অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করিতেন। পুলিশ কর্ম্মচারীর ও গুপ্তচরের কঠোর নির্য্যাতনের মধ্যেই তাঁহারা বৈপ্লবিক মত সকল প্রচার করিতে লাগিলেন। প্রাতঃস্মরণীয়চরিত জোসেফ ম্যাটসিনিই এই সমাজের প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা। তিনি 'নব্য ইতালী' নামক সংবাদপত্র বাহির করিয়া তাহাতে অসমসাহসিকতা ও উদ্দীপনার সহিত লোকতান্ত্রিক মত সকল প্রচার করিতে লাগিলেন। সমস্ত ইতালীর চক্ষুর সহিত চার্লস আলবার্টের চক্ষুও তাঁহার উপর পতিত হইল। তাঁহাকে আইনের করাল গ্রাসে আনিবার জন্য তাঁহার অনুসরণার্থ গুপ্তচর সকল নিযুক্ত করা হইল। তাঁহার বিরুদ্ধে অবৈধ কিছুই প্রমাণীকৃত হইল না—তথাপি তাঁহাকে নির্ব্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। কিন্তু নির্ব্বাসিত ম্যাটসিনি রাজগণের সম্মুখে দ্বাদশ রুদ্রের মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। রোম, নেপল্‌স, টস্‌কানী, লম্বার্ডি, ভিনিসিয়া, পীডমণ্ট, পার্ম্মা প্রভৃতি ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে এক সাধারণতন্ত্রের অধীনে আনিবেন—ইহাই ম্যাটসিনির জীবনের একমাত্র সাধনা হইল।

চতুর্থ অধ্যায়

[ম্যাটসিনির সহিত সাক্ষাৎ, নব্য ইতালী সমাজভুক্ত হওন; সার্ডিনীয় রণতরীতে প্রবিষ্ট হওন; বৈপ্লবিকগণের অকৃতকার্য্যতা, অনুসরণ হইতে তাঁহার মুক্তি, গুপ্তবেশে মার্সেলিসে পলায়ন, জাহাজের মেটের পদ-গ্রহণ, টিউনিসের বের অধীনে নৌসেনাভুক্ত হওন, পদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মার্সেলিসে প্রত্যাগমন, বিসূচিকা চিকিৎসালয়ে অবৈতনিক ধাত্রীর কার্য্য স্বীকার, সমুদ্র-যানে রাইও জেনিয়ো প্রস্থান।]

ম্যাটসিনি নির্ব্বাসিত হইয়া ফ্রান্সের অন্তর্গত মার্সেলিসে আসিয়া আশ্রম গ্রহণ করিলেন। সেই আশ্রমে অসংখ্য শিষ্য আসিয়া ম্যাটসিনির নিকট দীক্ষিত হইতে লাগিলেন। ম্যাটসিনির নাম সমস্ত ইতালীতে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

গ্যারিবল্ডীও তাঁহার নামসংকীর্ত্তনে আকৃষ্ট হইয়া তদীয় আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ম্যাটসিনির একাগ্রতা, চিন্তাশীলতা ও উদ্দীপনাবাক্যে মোহিত হইয়া গ্যারিবল্ডী তাঁহার মন্ত্রশিষ্য হইলেন; এবং গুরুর নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন যে, ইতালীয় সাধারণতন্ত্রের জন্য তিনি প্রাণোৎসর্গ করিবেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অকৃতকার্য্যতায় সেই অবিচলিত সাধারণতান্ত্রিকের গুরুর অন্তর দমিত হয় নাই। তিনি জানিতেন যে, লোকতান্ত্রিক দলের অগ্নিস্ফুলিঙ্গনিচয় চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, সমস্ত কুড়াইয়া একত্র করিলে আবার তাহা মহানলে পরিণত হইবে। গ্যারিবল্ডীকে তিনি এই গুরুতর কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে বলিলেন। সাধারণতন্ত্রের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করায় যে সকল দেশহিতৈষিগণের প্রাণদণ্ড করা হইয়াছে, সেই সকল হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য তিনি নবাগত শিষ্যকে অনুরোধ করিলেন। ম্যাটসিনি তাম্বুয়াল্লী, ভোল্লা, মিগলিও, বিগর্লিয়া, গ্যাভেল্লী প্রভৃতিকে মার্সেলিস হইতে কয়েক খণ্ড 'নব্য ইতালী' পত্রিকা প্রেরণ করেন। তাঁহারা সেইগুলি পাঠ করিয়াছিলেন বলিয়া চার্লস আলবার্ট তাঁহাদিগকে গুলী করিয়া মারেন। ম্যাটসিনি এই জাতিহত্যাকারকের দুষ্কৃতির সমুচিত শাস্তিবিধান করিবার জন্য গ্যারিবল্ডীকে অনুরোধ করিলেন। গ্যারিবল্ডীও 'তথাস্তু' বলিয়া গুরুর নিকট তাহাই স্বীকার করিলেন।

বড় বড় ঘটনা বড় বড় লোক প্রস্তুত করে।

বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য্য, খৃষ্ট, মহম্মদ, লুথার, ক্রমওয়েল, ওয়াসিংটন, নেপোলিয়ন, ওয়েলিংটন প্রভৃতি সকলেই সময়ের ফল। আপাততঃ দেখিলে বোধ হয়, যেন তাঁহারা সময়োপযোগী কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাহা নহে। সময়ই আপন প্রয়োজনমত তাঁহাদিগকে প্রস্তুত করিয়া লয়। আপাতদর্শনে বোধ হইবে যেন, তাঁহারা তাঁহাদিগের সমকালীন ভাব ও ঘটনার স্রোতের স্রষ্টা ও নেতা। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। তাঁহারা কেবল সেই সর্ব্বস্রষ্টা ও সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানের করযন্ত্র মাত্র। বিধাতা যাহা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের দ্বারা তাহাই করাইয়া লন মাত্র। তাঁহারা সমকালীন ভাব ও ঘটনার স্রোতের মধ্যে আসিয়া এরূপ বিঘূর্ণিত হন যে, তাঁহাদের অন্তর্নিহিত শক্তি, সাহস ও প্রভাবের বীজ পরিপুষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না। সেই মহাবীজ মহাপুরুষগণের অন্তরে নিহিত থাকে সত্য, কিন্তু সেই মহাবীজের স্ফোটনের অনুরূপ জল, বায়ু ও উত্তাপ না পাইলে তাহা স্ফুটিত হইতে পারে না। আমরা অনুকূল ঘটনাবলী ও ভাব স্রোতকেই এই স্ফোটনোপযোগী জল, বায়ু ও উত্তাপ বলিতেছি। ম্যাটসিনি ও গ্যারিবল্ডীর অন্তরে এই মহাবীজ নিহিত ছিল সত্য, কিন্তু এরূপ ঘটনাবলী ও ভাব-স্রোতের মধ্যে না পড়িলে এ মহাবীজও বোধ হয় স্ফুটিত হইত না। ম্যাটসিনি ইতালীর বৈপ্লবিক ভাব-ব্যঞ্জক; গ্যারিবল্ডী ইতালীর বৈপ্লবিক কার্য্য-ব্যঞ্জক। একজন ভাব-স্রোতের নেতা, আর একজন কার্য্য স্রোতের নেতা। গুরু ও শিষ্য প্রত্যেকে প্রত্যেকের পূরক। বিধাতা ইতালীর উদ্ধারসাধনের জন্য দুই জনকে দুই বৃত্তির বীজ দিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন। ম্যাটসিনি ইতালীতে মত-বিপ্লব না ঘটাইলে গ্যারিবল্ডী কিছুই করিতে পারিতেন না। আবার গ্যারিবল্ডী সেই সকল মতকে কার্য্যে পরিণত না করিলে ইতালীর উদ্ধারসাধন হইত না। ইতালীর সঞ্জীবন কার্য্যে উভয়েরই সমান উপযোগিতা। উভয়েই আত্মোৎসর্গের সমান দৃষ্টান্তস্থল। তাই আজ ভারতযুবক সেই যুগলমূর্ত্তির চরণে লুণ্ঠিতশির। যে সময় গুরুশিষ্যের প্রথম মিলন হয়, তখন প্রিন্স আল্‌বার্ট এক বৎসর মাত্র সার্ডিনিয়া রাজ্যের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছেন। নব্য ইতালী-সমাজ তাঁহাকে বৈপ্লবিক দলের নেতা হইয়া তাঁহার পতাকায় 'একতা স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য' এই তিনটি মন্ত্রবীজ লিখিয়া ইতালীকে বৈদেশিকগণের উৎপীড়ন হইতে মুক্ত করিতে বলেন কিন্তু দুর্ব্বল-হৃদয় আলবার্ট ইহাতে স্বীকৃত হইতে সাহস করিলেন না। এরূপ অনুকূল ঘটনাবলীর সুবিধা লওয়া তাঁহার ভাগ্যে ঘটিল না। এ যশ তাঁহার পুত্র প্রথম ভিক্টর ইমানুএলের জন্যই সঞ্চিত রহিল।

তিনি যে বৈপ্লবিক দলের নেতা না হইয়াই ক্ষান্ত রহিলেন এরূপ নহে, বৈপ্লবিক দলকে অঙ্কুরে বিদলিত করিবার জন্য তিনি কৃতসঙ্কল্প হইলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, শুদ্ধ 'নব্য ইতালী' পত্রিকা পাঠ করার অপরাধে তিনি কয় জন নিরপরাধ ব্যক্তিকে গুলী করিয়া মারেন। ইহা অপেক্ষা আরও ভয়ঙ্কর কার্য্য তাঁহা দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। 'নব্য ইতালী' পত্রিকা শয্যায় বা নিজের দখল থাকার অপরাধে, তিনি অনেক ব্যক্তিকে গুলী করিয়া মারিতে আদেশ দেন। বিচার-আদালত একবারে উঠিয়া গেল। পুলিশের একজন নিম্ন কর্ম্মচারী বা একজন নীচাশয় গুপ্ত-চরের কথামাত্রের উপর নির্ভর করিয়া কোন প্রমাণ না লইয়াই তিনি অনেকের প্রতি প্রাণ-দণ্ড বা নির্ব্বাসন-দণ্ড বিহিত করিতে লাগিলেন। চ্যাম্রে, জেনোয়া ও আলেকজাণ্ড্রিয়াতে এইরূপে বিচারের নামে এত অবৈধ নরহত্যা হইতে লাগিল যে, বিশ্বজনীন ঘৃণা ও ক্রোধ আলবার্টের বিরুদ্ধে উদ্দীপিত হইল।

আলবার্ট দেখিলেন, ম্যাটসিনি মার্সেলিসে থাকিতে তাঁহার আর নিস্তার নাই। সুতরাং তিনি ফরাসীরাজ ফিলিপের শরণাপন্ন হইলেন। ম্যাটসিনি ফরাসী গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক মার্সেলিস পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরে যাইতে আদিষ্ট হইলেন। অগত্যা তাঁহাকে নির্ব্বাসিতের আশ্রয়স্থান সুইজর্লণ্ডে গিয়া আশ্রয় লইতে হইল। সুইস্ রাজধানী জেনিভায় পৌছিয়াই, তিনি বৈপ্লবিকগণকে পীডমণ্ট আক্রমণের উপদেশ দিলেন।

স্থিরীকৃত হইল যে, তিন দল সৈন্য তিন দিক্ দিয়া গিয়া যুগপৎ পীডমণ্ট আক্রমণ করিবে—এক দল সেভয়ের মধ্য দিয়া যাইবে, এক দল সেণ্টজুলিয়ানের দিকে যাইবে ও আর এক দল জেনিভা হইতেই বাহির হইবে। গ্যারিবল্ডীর সহিত স্থিরীকৃত হইল যে, তিনি সার্ডিনীয় নৌসেনার অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া উক্ত সেনার মধ্যে বৈপ্লবিক বীজ বপন করিবেন। গ্যারিবল্ডী আত্মজীবনীতে ইহা এইরূপে বর্ণন করিয়াছেন :—

"আমি সার্ডিনীয় রণতরী 'ইউরিডাইসে' প্রথম শ্রেণীর নাবিকরূপে প্রবিষ্ট হইয়া, নাবিকবৃন্দের অন্তরে

রাত্রি-দিবা বৈপ্লবিক বীজ বপন করিতে লাগিলাম। আমি সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্যও হইলাম। জাহাজের সমস্ত নাবিক আমার সহিত বিপ্লবসাগরে ঝাঁপ দিতে স্বীকৃত হইল। বন্দোবস্ত হইল যে, স্থলে যদি বিপ্লব কৃতকার্য্য হয়, তাহা হইলে আমরা সেই রণতরীখানিকে বৈপ্লবিক দলের হস্তে সমর্পণ করিব।"

জাহাজের নাবিকগণকে দীক্ষিত করিয়া তিনি বিপ্লবের সাহায্য করিবার জন্য জেনোয়া নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। 'প্লেছ সার্জানা' নামক নগরের সৈন্যাবাস সকল পথিমধ্যে অবস্থিত ছিল। এরূপ স্থির ছিল যে, তথাকার সৈন্যেরা ব্যারিকের উপর বৈপ্লবিক পতাকা উড্ডীন করিবে ও তথাকার অধিবাসীরা যুগপৎ রাজবিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইবে। এইজন্য তিনি সেই নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু তথায় অভ্যুত্থানের কোন লক্ষণ দেখিলেন না; বরং রাজকীয় সৈন্য সকল দলে দলে ব্যারিকে প্রবেশ করিতে লাগিল। তখন গ্যারিবল্ডী আসন্ন বিপদ্ দেখিয়া এক রমণীর ফলের দোকানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন এবং আনুপূর্ব্বিক অবস্থা জানাইলেন। রমণী-সুলভ কোমলহৃদয়তার বশবর্ত্তী হইয়া সে নিজের বিপদ্ স্বীকার করিয়াও তাঁহাকে অতি সঙ্গোপনে রাখিল। অবশেষে গ্যারিবল্ডী তিমিরে আবৃত হইয়া কৃষকবেশে রমণীর বিপণি হইতে বহির্গত হইলেন। এখন হইতে গ্যারিবল্ডীর অনিয়মিত ভ্রমণ, অনিয়মিত শ্রম ও অনিশ্চিত অনশনের জীবন আরম্ভ হইল। যে প্রভূত কষ্টে ও যন্ত্রণায় দীক্ষিত হওয়ায় তিনি দেশের উদ্ধারকার্য্যে নেতা হইবার যোগ্য হইয়াছিলেন, আজ হইতে সেই সকল কষ্টযন্ত্রণা তাঁহার অঙ্গের আভরণ হইল।

বিশ্বাসঘাতকতার সাহায্যে পীডমণ্টরাজ পূর্ব্বেই এই সংবাদ পাওয়ায় ম্যাটসিনির সমস্ত প্ল্যান ব্যর্থ হইয়া গেল। যে যে সৈন্যদল লিয়নস্ নগর হইতে যাত্রা করিয়া জেনিভাহ্রদ পার হইতেছিল, জেনিভীয় গবর্ণমেণ্ট তাহার গতিরোধ করিলেন। পবিত্র-সম্মিলনী প্রথম ভিক্টর ইমানুএলকে যে পীডমণ্ট রাজ্যের অধীশ্বর করিয়াছিলেন, সেই রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য যদি জেনিভীয় রাজ্যে সৈন্য সংগৃহীত হয় ও যদি বিনা আপত্তিতে জেনিভীয় গবর্ণমেণ্ট নিজ রাজ্য দিয়া সেই সৈন্যদলকে পীডমণ্ট রাজ্য আক্রমণ করিতে দেন, তাহা হইলে ইউরোপীয় সমস্ত রাজবৃন্দ জেনিভীয় গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইবেন। এই ভয়ে তাঁহারা সেই অভিযানকারিণী সেনার গতিরোধ করিলেন।

যে সৈন্যদল লইয়া সেনাপতি রামোরিণো সেণ্ট-জুলিয়ানোর অভিমুখে যাইতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, সে সৈন্যদলও রামোরিণোর বিশ্বাসঘাতকতায় অল্প বাধা পাইয়াই প্রতিনিবৃত্ত হইল। এরূপ প্রমাণীকৃত হইয়াছে যে, এই সেনাপতি শত্রুর নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণ পূর্ব্বক আপনার অধীনস্থ সেনাকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলেন। ম্যাটসিনি এই সৈন্যের সঙ্গে ছিলেন। তিনি সেনাপতির বিশ্বাসঘাতকতা বুঝিতে পারিয়া মৃতবৎ হইলেন। সে সময়ে তিনি জ্বরে অজ্ঞান অচৈতন্য ছিলেন। জ্বলন্ত স্বদেশানুরাগে উদ্দীপিত হইয়া তিনি সেই অবস্থাতেও সৈন্যদলের সহিত অম্লানবদনে পদব্রজে যাইতেছিলেন। সেনাপতি যেই সৈন্যদলকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলিলেন, অমনিই তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, তাঁহার বন্ধু-বান্ধবেরা সেই মূর্চ্ছিত অবস্থায় তাঁহাকে জেনোয়ায় প্রেরণ করেন। তথায় জীবন নিরাপদ্ নয় দেখিয়া তিনি চৈতন্যলাভের পরই সুইজার্লণ্ডে পলায়ন করেন।

যে সৈন্যদল সেভয়ের মধ্য দিয়া যাইবে বলিয়া স্থির ছিল, সার্ডিনীয় সেনা তাহারও গতিরোধ করিল। সেই সৈন্যমধ্যে একশত জন উৎসর্গীকৃত-প্রাণ বৈপ্লবিক ছিলেন, সার্ডিনীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের মধ্যে দুই জনকে ধরিতে পারিলেন এবং ধরিয়া তাঁহাদিগকে গুলী করিয়া মারিলেন; আর গ্যারিবল্ডী ও ম্যাটসিনির বিরুদ্ধে প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত করিলেন। এইরূপে সেণ্টজুলিয়ানো অভিযানের পর্য্যবসান হইল।

গ্যারিবল্ডী এখন পলাতক অবস্থায় পর্ব্বতমালা বাহিয়া নাইস্ অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তিনি দিবসে লুক্কায়িত থাকিয়া রজনীতে ধ্রুবতারার সাহায্যে উদ্দিষ্ট স্থান লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিলেন। তাঁহার সহনশক্তি গুরুতররূপে পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। সেষ্টার গিরিমালার দুর্গম গুহা ও কদাগম্য পথের উপর দিয়া ক্রমাগত দশ দিন তাঁহাকে অতি কঠোর পর্য্যটন করিতে হইয়াছিল। দশদিন পর্য্যটনের পর তিনি নাইস্‌নগরে মাতৃষসার বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় একদিন গোপনে বিশ্রাম লাভ করিয়া তিনি দুই জন বিশস্ত বন্ধু সমভিব্যাহারে ম্যার্সেলিস্ অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তিনি ভারনদীর তীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, নদী নববর্ষাগমে বিষম স্ফীত হইয়াছে। গ্যারিবল্ডীর নির্ভীক হৃদয় ও সুদৃঢ় বাহুযুগল কোন বাধা-বিপত্তি মানিত না। সেই হৃদয় ও সেই বাহুযুগলের উপর নির্ভর করিয়া তিনি বন্ধুদ্বয়ের নিকট বিদায় লইয়া সেই দুস্তর নদীর খরতর স্রোতে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। নিমেষমধ্যে স্রোতস্বিনী তাঁহাকে সার্ডিনীয় রাজ্যের বাহিরে লইয়া গেল।

আপনাকে শত্রুর গ্রাস হইতে মুক্ত ভাবিয়া, তিনি

বহিশ্চর ফরাসী রাজ্যের সীমান্তরক্ষকগণের নিকট বিশ্বাস করিয়া আত্মপরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। কিন্তু তাঁহারা সে বিশ্বাস রাখিলেন না। সেই স্থানেই তাঁহারা তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া বন্দিরূপে ড্রাগুইগ্-নানে পাঠাইয়া দিলেন। সেখানে তাঁহারা তাঁহাকে এক কুঠুরীতে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। সেই কুঠুরীতে একটি জানালা ছিল, তাহা মৃত্তিকা হইতে ৭।৮ হাত উচ্চ। সেই জানালার সম্মুখে একটি উদ্যান ছিল। গ্যারিবল্ডী উদ্যানের শোভা দর্শনের ব্যপদেশে জানালার কাছে আসিয়া সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সকলে যেই অন্যমনস্ক হইল, অমনি তিনি এক লম্ফে উদ্যানে গিয়া পড়িলেন এবং তখনই উঠিয়াই পর্ব্বতমালাভিমুখে ধাবিত হইলেন। প্রহরীরা তাঁহার পলায়নের সংবাদ জানিবার পূর্ব্বেই তিনি তাহাদিগের হস্তবহির্ভূত হইয়া পড়িলেন। অনুকূল তারকামালা আবার তাঁহার পথিদর্শকের কার্য্য করিতে লাগিল। তিনি আবার মার্সেলিসাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

পলায়নের পরদিন সন্ধ্যার সময় গ্যারিবল্ডী পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া একটি ক্ষুদ্র গ্রামে প্রবেশ করিলেন। ক্ষুৎপিপাসায় আকুল হইয়া তিনি গ্রাম্য পান্থাবাসে প্রবেশ করিলেন। পান্থাবাসের অধিস্বামী আবলম্বে চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় দ্বারা নবাগত অতিথির সেবা করিলেন। সরলহৃদয় পলাতক গ্যারিবল্ডী আবার ফরাসীজাতির সহানুভূতি ও বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া আত্মপরিচয় দিয়া প্রবঞ্চিত হইলেন। গৃহস্বামী নিজ অতিথিকে স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন যে, এখনই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য আদেশ করা হইবে। গ্যারিবল্ডী ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। তিনি নির্ভীকচিত্তে আহার করিতে লাগিলেন; কেবল এইমাত্র বলিলেন যে, "গ্রেপ্তারের আদেশটা যেন আহারের পর দেওয়া হয়।"

সন্ধ্যার পর গ্রামের যুবকদল সেই পান্থনিবাসে আসিয়া—কেহ কেহ তামাক খাইতে লাগিলেন, কেহ কেহ রাজনীতি লইয়া তর্ক-বিতর্ক করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ তাস-পাশা খেলিতে লাগিলেন এবং কেহ কেহ বা একটু মদ খাইয়া—পান্থনিবাসস্বামীকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। সকলেই এত ব্যস্ত ছিলেন যে, আর গ্রেপ্তার করিবার আদেশ দেওয়ার সুযোগ হইয়া উঠে নাই; কিন্তু পান্থনিবাস-স্বামীর চক্ষু নবাগত ইতালীয় হইতে একবারও অন্যত্র নীত হয় নাই। যে হেতু, অতিথির সঙ্গে বোঁচকা-বোঁচ্‌কী না থাকায়, তাহার সন্দেহ হইয়াছিল যে, পাছে তাহাকে আহারের মূল্য না দিয়া অতিথি পলায়ন করে। গ্যারিবল্ডী ইহা বুঝিতে পারিয়া পকেট হইতে মুদ্রা লইয়া তাহাকে দিলেন। ইহাতে তাহার চিত্ত আপাততঃ কিঞ্চিৎ সুস্থির হইল বটে, কিন্তু গ্রেপ্তার করার অভিপ্রায় সে একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারিল না।

কিন্তু গ্যারিবল্ডী কিছুতেই ভীত হইবার নহেন। তিনি সেই যুবকদলকে স্বদেশানুরাগের মোহমন্ত্রে ভুলাইয়া নিজ পক্ষপাতী করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাহাদিগের মধ্যে একজন একটি গান করিতেছিল। সেই গান সমাপ্ত হইবামাত্র গ্যারিবল্ডী উঠিয়া কণ্ঠ পরিষ্কৃত করিয়া সুমধুর স্বরে তাল-লয়-বিশুদ্ধ স্বদেশানুরাগোদ্দীপক একটি গান ধরিলেন। প্রকৃত তন্ত্রীই স্পৃষ্ট হইয়াছিল; কারণ, সেই গীতের ভাবোচ্ছ্বাসে যুবকমণ্ডলী স্তব্ধ হইয়া রহিল। সকলেরই হৃদয় সহানুভূতিতে গলিত হইল। গ্যারিবল্ডীর উন্মাদিনী মূর্চ্ছনা ও দ্রব-কারিণী স্বরলহরীতে পাষাণও দ্রবীভূত হইল। শ্রোতৃমণ্ডলী গ্যারিবল্ডীর নিকট সম্পূর্ণ পরাজিত হইলেন। সকলেই একতানে বলিয়া উঠিলেন, 'জীব ফ্রান্স! Vive la France!-জীব ইতালী! Vive la Italia! আনন্দ-ধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ হইতে লাগিল। এইরূপে মহোৎসাহে সমস্ত রজনী কাটিয়া গেল। গ্যারিবল্ডীকে গ্রেপ্তার করার কথাও আর উপনীত হইল না। প্রত্যূষে সকলেই অনেক মাইল পর্য্যন্ত সেই স্বজাতিপ্রেমিকের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিলেন এবং অবশেষে 'ঈশ্বর পথে মঙ্গলবিধান করুন,' অন্তরের সহিত তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সকলে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

জেনিভা হইতে পলায়নের বিশ দিন পরে গ্যারিবল্ডী নিরাপদে মার্সেলিসে আসিয়া বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত মিলিত হইলেন। সে স্থানে তিনি পেইন নাম ধারণ করিয়া কয়মাস কাল অতিবাহিত করিলেন। পরে তিনি 'ইউনিয়ন' নামক জাহাজের মেইটের পদে অভিষিক্ত হইয়া তিনবার ওডেসায় গমন করেন। তৃতীয় সমুদ্রযাত্রার পর টিউনিসের 'বে'র অধীনে তিনি নৌ-সেনার এক জন কর্ম্মচারীর পদ গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে তাঁহার জলযুদ্ধোপযোগিনী ভূয়সী শিক্ষা ও বহুদর্শিতা লাভ হয়। 'বে'র নৌসেনার জন্য মার্সেলিসে একখানি উৎকৃষ্ট রণতরী নির্ম্মিত হয়। গ্যারিবল্ডী ইহাতে আরোহণ করিয়া টিউনিস অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু তিনি শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন যে, সে চাকুরী এক প্রকার গোলামী। বুঝিয়াই তিনি 'গাউলেটা' বন্দরে ইহা রাখিয়া একখানি

তুরস্কীয় জাহাজে চড়িয়া মার্সেলিসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তিনি মার্সেলিসে আসিয়া দেখিলেন—সেখানে বিসূচিকা (ওলাউঠা) রোগের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। কর্ম্ম-কাজ সমস্ত বন্ধ হইয়াছে। যাঁহাদের উপায় ছিল, তাঁহারা সহর ছাড়িয়া পল্লীগ্রামে গিয়া সংক্রামক রোগের হস্ত হইতে প্রাণ বাঁচাইতে লাগিলেন। চিকিৎসক, যাজক ও দয়া-ধর্ম্ম-ভগিনীরা পরোপকার-ব্রতপালনের জন্য রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। দীন, দুঃখী ও অসহায় ব্যক্তির কষ্টের অবস্থা দেখিয়া গ্যারিবল্ডীর হৃদয় গলিত হইল। তিনি বিসূচিকা-চিকিৎসালয়ে অবৈতনিক ধাত্রীর কার্য্য স্বীকার করিলেন। তিনি কয় সপ্তাহ ধরিয়া তথায় অবিরাম রোগীদিগের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন এবং আশ্বাসবাক্যে তাহাদিগের যন্ত্রণার অনেক লাঘব করিতে লাগিলেন। দয়া-ধর্ম্ম-ভগিনীরা পরস্পর-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁহার সাধুতা, সৎসাহস ও উৎকৃষ্ট সহৃশক্তির প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

ওলাউঠা থামিলে তিনি নূতন মহাদ্বীপে যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইবেন। তিনি দেখিলেন, দেশহিতৈষিদল ইতালীর উদ্ধারকার্য্য একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারা যে আপাততঃ ইহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন, তাহারও কোন আশা নাই। তিনি সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিলেন যে, ইতালীয়গণ চিরকাল কখনও নিদ্রিত থাকিবে না—একদিন উঠিবেই উঠিবে। সে সময়ের জন্য নেতৃ-যোগ্য লোকের অভাব রহিয়াছে। গ্যারিবল্ডীর দৃঢ়-বিশ্বাস ছিল যে, বিধাতা তাঁহাকেই এই নেতা করিয়া পাঠাইয়াছেন। সেই নেতার উপযোগী যে যে গুণের এখনও তাঁহার অভাব আছে, তিনি আমেরিকা ক্ষেত্রে গিয়া তাহার পূরণ করিয়া লইবেন বলিয়া স্থির করিলেন।

এই উদ্দেশে তিনি নটনিয়ার (Nautoniar) নামক জাহাজে চড়িয়া দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত রাইওজেনিরো নামক রাজ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় গিয়া তিনি দেখিলেন, ব্রাজিল্ সাম্রাজ্যের সহিত সমীপবর্ত্তী রাইওগ্রাণ্ডি সাধারণতন্ত্রের সংগ্রাম চলিতেছে। অস্ত্রবিদ্যা ও নেতৃত্বকার্য্যে সবিশেষ পারদর্শিতালাভের বিশেষ সুবিধা উপস্থিত দেখিয়া তিনি সেই ক্ষুদ্র সাধারণতন্ত্রকে ব্রাজিল্ সাম্রাজ্যের যথেচ্ছাচার হইতে মুক্ত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

[রসেটীর সহিত সাক্ষাৎ; রাইওগ্রাণ্ডিসাধারণতন্ত্রের পক্ষসমর্থন; জলযুদ্ধে অবতরণ ও ব্রাজিলের রণতরিগ্রহণ; মাল্‌ডোনেটায় অবতরণ; তাঁহাদিগকে ধরিবার নিমিত্ত আদেশ; তাঁহাদিগের পলায়ন; জলপথে প্লেটা পর্য্যন্ত অভিযান; তীরাভিমুখে অদ্ভুত জলযাত্রা; খাদ্যসামগ্রীর জন্য কষ্টানায় গমন; পম্পাস্ বনরাজি; রমণী কবি; খাদ্যসামগ্রীপ্রাপ্তি; যুদ্ধে আহত; পাষাণা বাহিয়া উর্দ্ধে গমন।]

গ্যারিবল্ডী নিরাপদে রাইওজেনিরো আসিয়া পৌঁছিলেন। তথায় অনেকগুলি ইতালীয় নির্ব্বাসিতের সহিত তাঁহার মৈত্রী সংঘটিত হইল—তন্মধ্যে রসেটী সর্ব্বপ্রধান। স্বদেশে-বিদেশে দাসত্বমোচনকার্য্যে রসেটী গৃহীতব্রত ছিলেন বলিয়াই তিনি গ্যারিবল্ডীর হৃদয়-সহচর হইয়া উঠিলেন। তিনি কি রণক্ষেত্রে, কি কার্য্যক্ষেত্রে, গ্যারিবল্ডীর অদ্বিতীয় সহায় ছিলেন।

এই সময় ব্রাজিল্ সাম্রাজ্যের সহিত রাইওগ্রাণ্ডি সাধারণ-তন্ত্রের ঘোরতর সংগ্রাম চলিতেছিল। উক্ত সাধারণ-তন্ত্রের সভাপতি গঞ্জেল এবং তাঁহার সম্পাদক ঝ্যাম্বেকানী সেণ্টগীণের দুর্গে কারারুদ্ধ ছিলেন। রাইওগ্রাণ্ডি পূর্ব্বে ব্রাজিল্ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। গঞ্জেল্ সেই সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইলে ব্রাজিল্ সম্রাট সেই ক্ষুদ্র সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধে অভিযান করেন এবং তথায় নিষ্ঠুরতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন পূর্ব্বক সভাপতি ও তদীয় সম্পাদককে বন্দী করিয়া লইয়া নিজ রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হন। তাঁহাদিগের শোচনীয় কাহিনী শুনিয়া গ্যারিবল্ডীর হৃদয় গলিত হইল। তাঁহাদিগের অবস্থা হতাশময় জানিয়াও গ্যারিবল্ডী তাঁহাদিগের উদ্ধার-সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। গ্যারিবল্ডী সভাপতির নিকট হইতে রাইওগ্রাণ্ডি সাধারণ-তন্ত্রের নামে ব্রাজিল সাম্রাজ্যের বাণিজ্যের বিরুদ্ধে রণখ্যাপনের, ব্রাজিলীয় সম্পত্তির আত্মসাৎকরণের এবং ব্রাজিলীয় রণতরি ও বাণিজ্যতরি সকলের ধ্বংসসাধনের অনুজ্ঞাপত্র প্রাপ্ত হইলেন।

দেশহিতৈষি-দলের হস্তে পূর্ব্বোক্ত কার্য্যসাধনোপযোগী উপকরণসামগ্রী অধিক ছিল না। এই জন্য তাঁহারা প্রথমে সামান্য আকারে কার্য্যারম্ভ করিলেন। গ্যারিবল্ডী ষোলজন মাত্র বিশ্বস্ত সহচর লইয়া একখানি ক্ষুদ্র তরিতে আরোহণ করিলেন। তিনি গুরুদেবের নামে তরিখানির

নামকরণ করিলেন। তিনি 'ম্যাটসিনিকে' মারিকা দ্বীপশ্রেণীর অভিমুখে চালিত করিলেন। সেই দ্বীপশ্রেণীর বৃহত্তম দ্বীপে অবতরণ করিয়া তিনি একটি উচ্চ পাহাড়ের উপর উঠিলেন। তাঁহার খরদর্শন নয়নদ্বয় চতুঃসাগরের বিশাল উর্ম্মিমালার উপর যুগপৎ পতিত হইল। তাঁহার হৃদয়ে আশা ও উল্লাসের এরূপ তরঙ্গ উপস্থিত হইল—যেন. বোধ হইল, একটি প্রকাণ্ড রণতরি তাঁহার আদেশ প্রতীক্ষা করিতেছে। তাঁহার সে সময়ের হৃদয়ের ভাব তিনি আপনিই এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন—"মনের উল্লাসে ও অহংকারে আমি বাহু-যুগল প্রসারিত করিলাম। আমার ওষ্ঠাধর আনন্দে অস্ফুট ও অব্যক্ত শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিল। তখন অসীম সাগর যেন আমার সাম্রাজ্য বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল। আমি কল্পনায় সমস্ত সাগর দখল করিয়া লইলাম।"

অচিরকালমধ্যে ব্রাজিলীয় বন্দর হইতে ব্রাজিলীয়-চিহ্নধারী পতাকা উড্ডীন করিয়া একখানি ব্রাজিলীয় বাণিজ্য-তরি তাঁহাদিগের দিকে আসিল। বাণিজ্যতরির সম্মুখীন হইবামাত্র 'ম্যাটসিনি' সবেগে তাহার উপর গিয়া পড়িল। সুন্দর তরিখানি উৎকৃষ্ট কফিতে পরিপূর্ণ ছিল। গ্যারিবল্ডী ব্রাজিলীয় রাজধানীর নয়নসমক্ষে ব্রাজিলীয় সাগরশাখার দুই তিন মাইলের মধ্যেই এই বহুমূল্য শীকার পাইয়া পরম হৃষ্ট হইলেন। বাণিজ্যতরির নাবিকেরা ব্রাজিলীয় বন্দরের কামানের মুখেই সহসা এই রণতরি দেখিয়া এবং আত্মসমর্পণ করিবার এরূপ অসমসাহসিক আহ্বান শুনিয়া হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। একজন পর্টুগাজ বণিক্ তাঁহাদিগকে দস্যু ভাবিয়া আত্ম-জীবনের নিষ্ক্রয়স্বরূপ এক বাক্স রত্ন গ্যারিবল্ডীকে উপহার দিতে চাহিলেন। কিন্তু গ্যারিবল্ডী সে রত্নের কাঙ্গাল ছিলেন না। তিনি সেই কম্পমান পর্টুগাজকে আশ্বাস-বাক্যে বুঝাইলেন যে, তাহার রত্নজাত ও প্রাণের উপর তিনি হস্তক্ষেপ করিবেন না।

গ্যারিবল্ডী 'ম্যাটসিনি' পরিত্যাগ করিয়া সেই বৃহত্তর বাণিজ্যতরিতে গিয়া উঠিলেন এবং যুদ্ধের ও আহারের উপকরণ-সামগ্রী সকল তাহাতে তুলিয়া দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই কৃতকার্য্যতায় গ্যারিবল্ডীর সঙ্গিগণের অন্তরের সাহস দ্বিগুণ বাড়িল। তাঁহারা প্রফুল্লমনে জাহাজ চালাইতে লাগিলেন। যাইবার সময় তাঁহারা 'ম্যাটসিনিকে' জলমগ্ন করিয়া গেলেন। তিনি কিয়দ্দূর গিয়া বাণিজ্যতরির লোকজনকে তাঁহাদিগের দ্রব্যাদি সহ একখানি বোটে করিয়া তীরাভিমুখে পাঠাইয়া দিলেন। কৃতজ্ঞতার চিহ্ন-স্বরূপ তাঁহাদিগের নিকট হইতে তিনি কেবল পাঁচজন নিগ্রোদাস উপহার লইলেন।

তাঁহারা ইউরুগোয়ার অন্তর্গত মালডোনাডো বন্দরে আসিয়া নিরাপদে পৌঁছিলেন। মণ্টিভিডিও সাধারণ-তন্ত্রের লোকে তাঁহাদিগকে মহাসমাদরে গ্রহণ করিলেন। রসেটী 'কাফি' বেচিয়া টাকা করিবার জন্য রাজধানী মণ্টিভিডিওতে গমন করিলেন। সভাপতি ওরাইব রসেটীর মুখে কাফি প্রাপ্তির বিবরণ শুনিয়া গ্যারিবল্ডী ও তাঁহার সঙ্গিগণকে ধরিবার আদেশ দিলেন। কিন্তু মালডোনাডোর সেনাপতি গ্যারিবল্ডী ও তৎসহচর-বৃন্দের কার্য্যে সন্তুষ্ট ছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগকে পূর্ব্বেই সতর্ক করিয়া দেন।

গ্যারিবল্ডী বন্দরের একজন বণিকের নিকট 'কাফি' বিক্রয় করিয়াছিলেন। গ্যারিবল্ডীকে ধরিবার আদেশ হইয়াছে শুনিয়া বণিক্ গ্যারিবল্ডীকে ফাঁকি দিবে বলিয়া স্থির করিয়াছিল। কিন্তু গ্যারিবল্ডী সহজে ছাড়িবার লোক ছিলেন না। তিনি রজনীযোগে গুলীপূর্ণ পিস্তল-হস্তে বণিকের বাটীতে গেলেন। বণিক্ তাঁহার আসন্ন বিপদ্ তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিয়া, তাঁহাকে পলায়ন করিতে বলিলেন। গ্যারিবল্ডী নির্ভীকচিত্তে বলিলেন যে, "অগ্রে কাফির দাম লইব, পরে যাইব।" এই বলিয়া তিনি বণিকের বক্ষঃস্থলের দিকে পিস্তলের মুখ ধরিলেন এবং শুদ্ধ এই কথা বলিলেন, 'আমার টাকা?'

গ্যারিবল্ডীর এই আহ্বানে ও উগ্রমূর্ত্তিতে বণিক্ বুঝিলেন যে, টাকাটা দিতে হইবে। তখন তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে কাফির মূল্য—দুই সহস্র মুদ্রা অবিলম্বে গ্যারিবল্ডীর জাহাজে পাঠাইয়া দিলেন। গ্যারিবল্ডীও জাহাজ ছাড়িয়া রসেটীর অনুসন্ধানার্থ প্লাটা নদী বাহিয়া উর্দ্ধদিকে চলিলেন। পথে গ্যারিবল্ডীর জাহাজ জলমগ্ন হইবার উপক্রম হইয়াছিল। অনেক কষ্টে সে বিপদ্ হইতে উদ্ধার হইয়া গ্যারিবল্ডী রসেটীর অনুসন্ধান করিতে 'জীসসমেরিয়া' নামক স্থানে আসিয়া জাহাজ লাগাইলেন। জাহাজের খাদ্য-সামগ্রী সমস্ত ফুরাইয়া গিয়াছিল। জাহাজের জলী-বোটও আক্রান্ত বণিক্দিগকে লইয়া গিয়াছিল। সুতরাং তীরে যাইবার উপায়ান্তর না দেখিয়া গ্যারিবল্ডী চারিটি শূন্য পিপের উপর একটি টেবিলের চারিটি পায়া রাখিয়া, তাহার উপর বসিয়া একটিমাত্র সঙ্গী লইয়া সেই তরঙ্গময়

উপকূলে গমন করিলেন। সেই অদ্ভুত দারুময় উডুপ তরঙ্গবেগে নৃত্য করিতে করিতে তীরে আসিয়া লাগিল। তিনি মরিস নামক সঙ্গীকে সেই ভেলা রক্ষার্থ নিয়োজিত করিয়া অদূরে দৃশ্যমান গৃহ লক্ষ্য করিয়া চলিলেন।

সম্মুখে বিরাজিত বিশাল 'পম্পাস্' নামক ক্ষুদ্র বনানী গ্যারিবল্ডীর মনে বিস্ময় ও প্রশংসার ভাব উদ্দীপিত করিল। উভয় পার্শ্বে ও সম্মুখে বহু মাইল-ব্যাপিনী ও রমণীয় তৃণপুষ্পে পরিশোভিতা সেই ক্ষুদ্র বনানীকে যেন প্রকৃতি স্বহস্তরচিত রমণীয়-ভাব-পূর্ণ গ্রন্থাবলী বলিয়া গ্যারিবল্ডীর মনে প্রতীতি জন্মিল। তথায় গো-মহিষ, অশ্ব ও হরিণাদি পশু-পাল সকল মনের স্ফূর্ত্তিতে স্বাধীনতার শান্তিময়ী ও বিশ্রামদায়িনী ছায়ায় বিস্রব্ধ-মনে চরিতেছে—তাহাদিগের প্রমোদ-নৃত্যের ও অনিয়ন্ত্রিত গতির ব্যাঘাত সম্পাদন করিতে সে স্থানে কেহ নাই। উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের এই অপূর্ব্ব শোভা ও চিন্তাপহারিণী স্বাধীনতা দেখিয়া গ্যারিবল্ডীর উত্তেজনাশীল রুধির তাঁহার ধমনী-মণ্ডলে খরতর স্রোতে প্রবাহিত হইতে লাগিল। ভগবদ্ভক্তিতে ও বিস্ময়ে তাঁহার মন অভি-ভূত হইল। তখন তিনি সেই ভক্তি-গদ্‌গদভাবে সেই গৃহাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

গ্যারিবল্ডী যখন সেই গৃহে উপস্থিত হইলেন, গৃহস্বামী তখন সেই গৃহে উপস্থিত ছিলেন না। গৃহ-স্বামিনী নবাগত অতিথির যথোচিত সংবর্দ্ধনা করি-লেন। গৃহ-স্বামিনী যদিও স্পেনবাসিনী, তথাপি ইতালীয় ভাষায় অতি চমৎকার কথোপকথন করিতে পারিতেন। তাঁহার হৃদয় কবিত্বপূর্ণ ছিল। তিনি বিবিধ কলায় সবিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। তাঁহারা প্রকৃতি, কবিত্ব ও সৌন্দর্য্য—এই ত্রিবিধ বিষয়ের আলোচনায় এরূপ অভিভূত হইয়া পড়িলেন যে, কোথা দিয়া দিবা-রাত্রি গত হইল, সে বিষয়ে তাঁহাদের চৈতন্য রহিল না। গরীব মরিসের কথা গ্যারিবল্ডী একবারে ভুলিয়া গেলেন। অবশেষে গৃহস্বামী আসিয়া উপস্থিত হইলে, গ্যারিবল্ডী বলী-বর্দ্দের বন্দোবস্ত করিয়া প্রত্যূষে তাঁহাদের নিকট বিদায় হইয়া চিন্তামগ্ন সহচরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হই-লেন। মরিস্ গোমাংসের আগমন-বার্ত্তা শুনিয়া বিলম্বজনিত সমস্ত রাগ দুঃখ ভুলিয়া গেলেন।

গ্যারিবল্ডী আসিয়া পৌঁছিতে না পৌঁছিতেই একটি বলীবর্দ্দ নদী-তীরে আনীত ও হত হইল। তাহার মাংস সেই টেবিলের উপর উত্তোলিত হইলে, গ্যারিবল্ডী সেই স্থানে আবার জাহাজে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন। এই জলযাত্রা ইতিহাসে এক অদ্ভুত ঘটনা। ইহা যেমন হাস্যোদ্দীপক, তেমনই বিপজ্জনক। অনেক ঘণ্টার চেষ্টাতেও টেবিল জাহাজের সমীপবর্ত্তী হইতে পারিল না। তখন জাহাজ নঙ্গর ও পাল তুলিয়া টেবিল-অভিমুখে ধাবিত হইয়া টেবিলকে গিয়া ধরিল। জাহাজের নাবিকবৃন্দ ক্ষুধায় এরূপ কাতর হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা টেবিল-পরিশোভী মাংস দেখিয়া সেনাপতির প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

জাহাজের গতি পূর্ব্বমত অনিশ্চিত রহিল। কোথায় যাইলে বন্ধুবর রসেটীর দেখা পাইবেন, গ্যারিবল্ডী তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। এমন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই, যেখানে যাইলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। এইরূপ অনিশ্চিত ভাবনায় আকুল গ্যারিবল্ডী ক্ষণকাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। কিছু কাল পরেই বুদ্ধি স্থির করিয়া তিনি সেণ্ট-ত্রেগরিও দুর্গের দিকে জাহাজ চালাইতে বলিলেন। সে দুর্গ ও স্থান হইতে ছয় মাইল ঊর্দ্ধে। জাহাজ দুর্গের অদূরে আসিবামাত্র দুর্গের দিক হইতে দুই ক্ষুদ্র জাহাজ তাঁহাদিগের দিকে আসিতে লাগিল। ইহাকে ব্রাজিলীয় রণতরী আশঙ্কা করিয়া গ্যারিবল্ডী পূর্ব্ব হইতেই আপনাকে ও সহচরগণকে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। জাহাজ সমীপবর্ত্তী হইয়া যেমন তাঁহাদিগকে আত্মসমর্পণ করিতে বলিল, অমনি 'অস্ত্র গ্রহণ কর' ('To arms)' এই কথায় তিনি সেই আহ্বানের উত্তর দিলেন। গ্যারিবল্ডী যেমন অস্ত্র লইতে বলিলেন, সেইরূপ নিজ জাহাজের সমস্ত পাল তুলিয়া দিতেও বলিলেন। জাহাজ স্ফীত-বক্ষে যেন উড়িতে লাগিল। পশ্চাদ্দিক্ হইতে শত্রু-গণ ভীষণ অগ্নিবৃষ্টি করিতে লাগিল। গ্যারিবল্ডীর জাহাজের কর্ণধার একটি গোলার আঘাতে সমরশায়ী হইলেন। পদদলিত সুপ্তোত্থিত সিংহের ন্যায় গ্যারি-বল্ডী গর্জ্জিয়া উঠিলেন। বিশ্বস্ত সহচরের পতনে তাঁহার হৃদয়ে যেন শেল বিদ্ধ হইল। তাঁহার ধমনী-মণ্ডল হইতে যেন বিদ্যুৎ ছুটিতে লাগিল। সেই বৈদ্যু-তিক বেগ তাঁহার সহচরবৃন্দেও সংক্রামিত হইল। এক এক জন দশ দশ জনের বলধারণ করিল। গ্যারি-বল্ডীর কামানরাজি ভীষণ অগ্নি উদ্‌গারণ করিতে লাগিল। কর্ণধার অভাবে তাঁহার জাহাজ ঘুরিতে লাগিল। তথাপি অগ্নিবর্ষণে ক্ষান্ত নাই। শত্রুরা তাঁহাদের তিন গুণ ছিল, তথাপি তাহারা গ্যারিবল্ডীর অগ্নিস্রাবী জাহাজের নিকটে আসিতে অক্ষম হইল। জাহাজ ঘুরিতেছে দেখিয়া গ্যারিবল্ডী নিজে হাল

ধরিলেন। এমন সময়ে একটি গোলা আসিয়া তাঁহার গ্রীবা ও কর্ণ ভেদ করিয়া চলিয়া গেল। অমনি তিনি জাহাজের ডেকে পতিত হইলেন।

অর্দ্ধঘণ্টাকালমাত্র এই যুদ্ধ চলিয়াছিল। শত্রুরা তিন গুণ অধিক হইয়াও ইতালীয় বীরগণের দুর্ব্বিষহ অগ্নিস্রাবে অবসন্ন হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। তখন সেই চৈতন্য-শূন্য সেনাপতিকে লইয়া ধীরে ধীরে জাহাজখানি নদীর উর্দ্ধদিকে গমন করিতে লাগিল। আর কেহ সেই দেশহিতৈষী দলকে আক্রমণ করিতে সাহস করিল না। এদিকে এক ঘণ্টাকাল পরে গ্যারিবল্‌ডীর চৈতন্য হইল। গ্যারিবল্‌ডী চৈতন্য লাভ করিলেন বটে, কিন্তু অতিশয় রুধিরস্রাবে তাঁহার শরীর অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল—এত দুর্ব্বল হইয়াছিল যে, তাঁহার কথা কহিবার শক্তি ছিল না। তদীয় সঙ্গিগণ গ্যারিবল্‌ডীর জীবনের জন্য বিশেষ ব্যাকুল হইলেন। গ্যারিবল্‌ডীর জীবন-মরণের সঙ্গে তাঁহাদিগের অদৃষ্ট যে অবিচ্ছিন্নভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে—তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন। তাঁহারা জানিতেন যে, গ্যারিবল্ডীর মৃত্যু হইলে তাঁহাদিগকে নিশ্চয় শত্রুহস্তে পতিত হইতে হইবে এবং শত্রুরা নিশ্চয় তাঁহাদিগকে দস্যুভাবে গ্রহণ করিবে। তাঁহারা শয্যাশায়ী গ্যারিবল্ডীকে ঘিরিয়া তাঁহার আদেশ প্রতীক্ষা করিলেন। কিন্তু গ্যারিবল্ডী কথা কহিতে পারিলেন না। কেবল অঙ্গুলিনির্দ্দেশ দ্বারা মানচিত্রে স্যাণ্টাফ (Santate) নামক স্থান দেখাইয়া দিলেন। নাবিকেরা সেই দিকে জাহাজের গতি চালনা করিলেন। গ্যারিবল্ডী ভাবিলেন, তথায় যাইলে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম লাভ করিতে পারিবেন।

জাহাজের কর্ণধার ফিওরণ্টিনোর মৃতদেহকে তাঁহারা জলধিজলে সমাধিনিহিত করিতে বাধ্য হইলেন। ফিওরণ্টিনো সেনাপতির অতি প্রিয় বন্ধু ছিলেন। নাবিকেরা সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিতেন ও শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার মৃতদেহ জলধিজলে নিক্ষেপ করিবার সময় গ্যারিবল্‌ডীর বক্ষ বিদীর্ণ হইল। তাঁহার মনে হইল, কোন দিন হয় ত তাঁহার মৃতদেহ এইরূপে জলধিবক্ষে প্রক্ষিপ্ত হইয়া কোন হিংস্র জন্তুর আহার-সামগ্রী হইবে। আজ তাঁহার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর জন্মভূমি ইতালী তাঁহার ক্ষীণ মানস-দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তাহার প্রাকৃতিক মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য্য, দ্রাক্ষা-চ্ছাদিত পর্ব্বতমালা, তাহার রমণীয় গুহানিচয়—যুগপৎ তাঁহার চিত্তপটে পতিত হইল। ভাবিলেন, আর কি তিনি সে জন্মভূমি কখন দেখিতে পাইবেন না? এই চিন্তায় অশ্রুজলে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

[গোয়ালেগেতে (Gualegay) বন্দী পলায়নের চেষ্টা এবং ধৃত হওন, বিবিধ যন্ত্রণাপ্রাপ্তি, কারাগার, কারামুক্তি, মণ্টিভিডিওতে গমন, তথা হইতে রাইওগ্রাণ্ডিতে গমন, দুইখানি জাহাজ নির্ম্মাণ, লেগিউন্‌লেস্ প্লেটোসের যুদ্ধব্যাপার, গেরিলা নায়ক কর্ণেল মরিঙ্গোর সহিত ভীষণ যুদ্ধ, প্রকৃত প্রণয়-কাহিনী, আরও জাহাজ নির্ম্মাণ, সেণ্ট ক্যাথেরাইন-যুদ্ধ-যাত্রা, জাহাজ ভগ্ন।]

ঊনবিংশ দিবসের জলযাত্রার পর তাঁহাদিগের জাহাজ, গোয়ালেগে (gualegay) বন্দরে আসিয়া লাগিল। জাহাজ বন্দরে পৌঁছিবার পুর্ব্বে গ্যারিবল্ডীর বিশ্বস্ত লুইকাসনিয়ার দেখিতে পাইল, অদূরে একখানি জাহাজ আসিতেছে। সেই জাহাজকে সাঙ্কেতিক চিহ্নে আহ্বান করা হইল।

জাহাজের অধিনায়ক মেহনের (Mahon) এক জন অধিবাসী। তিনি আসিয়া দেশহিতৈষিদলকে অপর্য্যাপ্ত আহারসামগ্রী দিলেন এবং তাঁহাদিগের আহত সেনাপতিকে যথেষ্ট সেবা-শুশ্রূষা করিলেন। তৎকালে এণ্টিবাইয়স প্রদেশের গবর্ণর এসটেগ্ গোয়ালেগেতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। জাহাজের অধিনায়ক গ্যারিবল্ডীকে তাঁহার নিকট একখানি পরিচয়-পত্র দিলেন। সেই পরিচয়-পত্র লইয়া বৈপ্লবিক-দল গবর্ণরের নিকট গমন করিলেন। গবর্ণর তাঁহাদিগকে বিশেষ আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিলেন। তিনি নিজের চিকিৎসকের দ্বারা গ্যারিবল্ডীর চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। গ্যারিবল্ডীর গ্রীবাভ্যন্তরে এখনও গুলা ফুটিয়া ছিল। চিকিৎসক অস্ত্র দ্বারা তাহা বাহির করিলেন। এ সকল যত্নের অভ্যন্তরে যে অন্যভাব মিশ্রিত ছিল, তাহা তাঁহারা ক্রমে বুঝিতে পারিলেন। গ্যারিবল্‌ডীর জাহাজখানি কাড়িয়া লওয়া হইল। কিন্তু গবর্ণর গ্যারিবল্‌ডীর দৈনন্দিন আহারের জন্য এক ক্রাউন্ করিয়া বরাদ্দ করিয়া দিলেন। সমস্ত সহরের লোক গ্যারিবল্‌ডীর সবিশেষ অতিথিসৎকার করিতে লাগিলেন।

বিউএন্‌স্ এয়ারেস্ প্রদেশের ডিক্টেটর রোজাসের আদেশ-প্রতীক্ষায় তিনি ছয় মাস কাল সেই বন্দরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু তথা হইতে কোন সংবাদই আসিল না। গ্যারিবল্‌ডীর এ সুখের পিঞ্জরবাস আর ভাল লাগিল না। তিনি এই কারাবাস পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন

করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই সঙ্কল্প কোন বিশ্বস্ত বন্ধুর নিকট জানাইলে, তিনি তাঁহাকে কয়েকটি ক্ষিপ্রগামী অশ্ব ও এক জন বিশ্বস্ত পথি-প্রদর্শক দিলেন। তিনি রজনী-যোগে অশ্বপৃষ্ঠে প্যারাণা-অভিমুখে এক নিশ্বাসে পঞ্চাশ মাইল গমন করিলেন। তিনি ইবীক পৌছিয়াই পথিপ্রদর্শককে কোন বিশ্বস্ত বন্ধুর অনুসন্ধানে পাঠাইলেন। তাঁহার অনুপস্থিতির সময় গ্যারিবল্ডীর অনুসরণ করিতে করিতে একদল অশ্বারোহী সৈন্য নিষ্কোশিত তরবারি হস্তে তাঁহার উপর আসিয়া পড়িল। তাহারা তাহাকে বাঁধিয়া এক বেগগামী অশ্বের উপর চড়াইল এবং অশ্বপৃষ্ঠে কশাঘাত করিতে করিতে ভীষণ বেগে তাঁহাকে গোয়ালেগেতে ফিরাইয়া আনিল। সেই বন্ধন-অবস্থায় অশ্বপৃষ্ঠে আসিতে তাঁহার শরীর ক্ষত-বিক্ষত ও অস্থি সকল চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। পিপাসায় তাঁহার কণ্ঠ শুষ্ক ও ক্ষুধায় জঠরানল দগ্ধ হইতেছিল। তাঁহার এই দুরবস্থা দেখিয়াও সেনা-পতি মিলাউর (Milau) হৃদয় অনুকম্পাস্পৃষ্ট হইল না। গবর্ণর না আসিতেই সে প্রচণ্ড কশা-ঘাতে গ্যারিবল্ডীর ক্ষত দেহ অধিকতর ক্ষত করিয়া ফেলিল। যে বন্ধু তাঁহাকে পলায়নের জন্য অশ্ব ও সঙ্গী দিয়া সাহায্য করিয়াছিল, তাঁহার মুখ হইতে তাঁহার নাম বাহির করিয়া লইবার জন্য সেই নৃশংস সেনাপতি তাঁহার হস্তদ্বয় বাঁধিয়া তাঁহাকে ঝুলাইয়া রাখিল। এই নৃশংস রাক্ষসের প্রতি গ্যারি-বল্ডীর হৃদয়ে অবিমিশ্রিত ঘৃণার ভাব উদ্দীপিত হইল। তাঁহার অন্তরের ঘৃণা দেখাইবার জন্য তিনি যন্ত্রণাদাতার মুখে নিষ্ঠীবন প্রক্ষেপ করিলেন। তাঁহার যন্ত্রণায় রক্ষকগণের মনেও দয়ার উদ্রেক হইল। নরাধম দুই ঘণ্টা পরে তাঁহার বন্ধন কাটিয়া তাঁহাকে নামাইল। তাঁহার যাতনা এত অধিক হইয়াছিল যে, যখন তাঁহাকে মেজের উপর নামাইল, তখন তাঁহার চৈতন্য ছিল না। সেই অবস্থায় তাঁহার হস্তপদ শৃঙ্খলিত করিয়া তাঁহাকে কারাগারে প্রেরণ করা হইল। একজন ঘাতকের হস্তে তাঁহার রক্ষার ভার দেওয়া হইল। যদি মিনোরা-আলিমান্-নাম্নী দেবী-প্রকৃতি একটি স্ত্রীলোক তাঁহাকে রক্ষা না করিতেন, তাহা হইলে সেই ঘাতকের নৃশংস ব্যবহারে সেই কারাগারেই গ্যারিবল্ডী সমাধিনিহিত হইতেন। রাক্ষস-প্রকৃতি মিলাউর প্রতিহিংসায় উপেক্ষা করিয়া সেই বীর রমণী প্রতিদিন সেই কারাগারে আসিয়া গ্যারি-বল্ডীর সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, যদি মিলাউ তাঁহার কারা-গারগমন বোধ করেন, তাহা হইলে তিনি তথা-কার অধিবাসিবৃন্দকে তাঁহার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত করিবেন।

যে গ্যারিবল্ডীর গুণে তথাকার সমস্ত লোক মুগ্ধ হইয়াছিলেন, সেই গ্যারিবল্ডীর প্রতি এই রাক্ষসোচিত ব্যবহার হইতেছে দেখিয়া নগরের অধিবাসিবৃন্দ সেনাপতির উপর চটিয়া উঠিল। সেনাপতি তাহাদিগের ভাবভঙ্গী বুঝিতে পারিয়া গ্যারিবল্ডীকে বিউএনস্ আয়রেস্ রাজ্যের রাজধানী বাজাডা নগরে প্রেরণ করিলেন। অতি যন্ত্রণাময় কারাগারে দুই মাস অতীত হইল তথাপি গ্যারি-বল্ডীর মুখ হইতে তাঁহার উদ্ধার-সহায়ের নাম বাহির হইল না। বিউএনস্ আয়রেস্ রাজ বোজাস্ দেখিলেন, পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের ন্যায় গ্যারিবল্ডী দমিত হইবার নহেন। তখন তাঁহাকে আর কারা-রুদ্ধ করিয়া রাখা বৃথা মনে করিলেন। এ দিকে দয়ার্দ্রহৃদয় গবর্ণর ইবেনও তাঁহার মুক্তির জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন। অবশেষে গ্যারিবল্ডীকে কারা-মুক্ত করিয়া আদেশ করা হইল যে, তিনি অবিলম্বে সেই রাজ্য ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করেন। গ্যারিবল্ডীও সে রাক্ষস-রাজ্য পরিত্যাগ করিতে মুহূর্ত্ত-মাত্র বিলম্ব করিলেন না। কতকগুলি সমর্পিত প্রাণ বন্ধুর সাহায্যে গ্যারিবল্ডী নদী বাহিয়া নিরাপদে মন্টি-ভিডওতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে তিনি দেশহিতৈষী দলের মধ্যে আসিয়া পড়িলেন। তদীয় প্রিয় বন্ধু রসেটীও রাইওগ্রাণ্ডি হইতে আসিয়া দীর্ঘ-কাল-নিরুদ্দেশ বন্ধুর সহিত মিলিত হইলেন! মন্টি-ভিডিও গবর্ণমেণ্ট, গ্যারিবল্ডী কর্ত্তৃক তাঁহাদিগের রণতরির পরাজয় আজও ভুলিতে পারেন নাই। এই গ্যারিবল্ডীকে একমাসকাল লুক্কায়িত থাকিতে হইয়াছিল। অবশেষে তিনি রসেটী সমভিব্যাহারে রাইওগ্রাণ্ডি সাধারণতন্ত্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সভাপতি গনজেলস্ তখন ব্রাজিল্ সেনার সহিত সংগ্রামে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার প্রতিনিধি—গ্যারি-বল্ডীকে মহাসমাদরে গ্রহণ করিলেন।

গ্যারিবল্ডী অবিলম্বে যুদ্ধক্ষেত্রে সভাপতির নিকট গমন করিলেন। সভাপতি তাঁহাকে সাধারণ-তন্ত্রের রণতরির অধিনায়কত্বপদে নিযুক্ত করিলেন। সত্বরেই তাঁহার জন্য দুইখানি উৎকৃষ্ট রণতরি নির্ম্মিত হইল। যেখানির নাম রাইওপার্ডো হইল, সেখানিতে গ্যারিবল্ডী স্বয়ং আরোহণ করিলেন; আর যেখা-নির নাম রেপবলিকান (সাধারণতান্ত্রিক) হইল,

তাহাতে সেনাপতি গ্রিগস্ (Griggs) আরোহণ করিলেন।

দুইটিমাত্র কামান, কয়েকটিমাত্র বন্দুক ও কয়েকখানি মাত্র তরবারি—তাঁহাদিগের যুদ্ধের উপকরণ-সামগ্রী হইল। এই দুইখানি ক্ষুদ্র রণতরি ও সামান্য উপকরণ-সামগ্রী লইয়া তাঁহারা ব্রাজিলের ত্রিশখানি সুসজ্জিত জাহাজ ও একখানি ষ্টীমারের সম্মুখীন হইলেন। লেগুইন্ লস পেটস্ উপকূলে উভয় পক্ষের ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল। এই যুদ্ধে গ্যারিবল্‌ডী ও তাঁহার সহচরগণ অসাধারণ রণ-নৈপুণ্য প্রকাশ করিলেন। কখন তাঁহারা ভীষণ সম্মুখ-যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে লাগিলেন, কখন বা অগ্নিস্রাবী কামানের মুখ হইতে পলাইয়া তীরস্থ বনে লুক্কায়িত থাকিয়া অব্যর্থ সন্ধান গুলীর আঘাতে শত্রুগণকে ধরাতলশায়ী করিতে লাগিলেন। তাঁহার অনির্ব্বাপ্য উদ্দীপনায় তৎসহচরবৃন্দ নিরন্তর উদ্দীপিত হইতে লাগিলেন। তাঁহারা বনচারী অশ্ব ধরিয়া তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক অতি তীব্রবেগে শত্রু-শিবিরের উপর পড়িয়া লুঠপাট করিয়া শত্রুগণের অদৃশ্য ও অগম্য অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিতেন।

স্বাধীনতা-প্রিয়তা ও প্রেম—গ্যারিবল্‌ডী-হৃদয়ের দুইটি প্রবল বৃত্তি ছিল। স্বাধীনতা-প্রিয়তার ন্যায় প্রেমও যে তাঁহাকে অতি-মানুষ কার্য্যে প্রবৃত্ত করিত, তাহার একটি দৃষ্টান্ত আমরা এখানে প্রদান করিব। ব্রাজিল্ সাম্রাজ্যের যথেচ্ছাচারে উৎপীড়িত হইয়া কয়েকটি পরিবার কামোকিউয়া নামক একটি নদীর তীরে আসিয়া বসতি করে। উক্ত নদী লেগুইন্ লুস্ পেটস্ উপকূল বহিয়া সাগরে আসিয়া পড়িয়াছে। সেখানে ডাক্তার ফেরারার কন্যা ডোনাএনের গৃহে ম্যানুএলা-নাম্নী (Manuala) একটি পরমা সুন্দরী যুবতী বাস করিতেন। ডোনাএনের গৃহে আতিথ্য গ্রহণকালে এই যুবতীর মূর্ত্তি গ্যারিবল্‌ডীর হৃদয়-দর্পণে ও গ্যারিবল্‌ডীর মূর্ত্তি যুবতীর হৃদয়দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইল। উভয়েই উভয়ের রূপগুণে মুগ্ধ হইলেন। অতঃপর গ্যারিবল্ডী যুদ্ধের সমস্ত কষ্ট-যন্ত্রণা ভুলিয়া গেলেন। সেই যুবতীর প্রেমময়ী মূর্ত্তি এখন হইতে নাবিকবরের নিকট ধ্রুবতারার স্বরূপ হইল। গ্যারিবল্ডী সময় পাইলেই সেই আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। তিনি আশ্রমবাসিমাত্রেরই—বিশেষতঃ সেই রমণীর অতি আদরের অতিথি হইয়াছিলেন।

এক সময় তাঁহারা অবিরাম গোলাঘাতে জীর্ণ ক্ষুদ্র রণতরি দুইখানিকে তীরে তুলিয়াছিলেন, এমন সময় সংবাদ আসিল যে, বিখ্যাত গেরিলা-সেনানায়ক কর্ণেল মরিঙ্গো সার্দ্ধশত অশ্ব ও পদাতিক সৈন্য লইয়া গ্যারিবল্ডীর অনুসরণে আসিতেছেন। তিনি যে গ্যারিবল্ডীকে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীর অধিক মনে করিয়া তাহার ও তৎসহচরের ধ্বংসে কৃতসঙ্কল্প হইয়া আসিতেছেন, গ্যারিবল্ডী তাহা জানিতেন। এইজন্য তিনি হঠ-আক্রমণের বিরুদ্ধে বিশেষ সাবধান হইয়াছিলেন। মরিঙ্গোর আগমনবার্ত্তা শুনিয়া তিনি চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধানকারী অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করিলেন। তাহারা শত্রুর আগমনের কোন চিহ্ন না দেখিয়া ফিরিয়া আসিল। তখন তিনি গো ও অশ্বের পাল চতুর্দ্দিকে ছাড়িয়া দিলেন। তিনি জানিতেন, যদি শত্রুরা বনমধ্যে লুক্কায়িত থাকে, তাহা হইলে পশুদিগের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও ঘ্রাণশক্তি তাহা বুঝিতে পারিবে ও তাহারা ভয়ে পলাইয়া আসিবে। কিন্তু তাহারাও কিছু আশঙ্কার ভাব দেখাইল না। তখন গ্যারিবল্ডী নিরাশঙ্ক হইয়া লোকজনকে আপন আপন নির্দ্দিষ্ট স্থানে পাঠাইয়া দিলেন। নিজে পাচক-মাত্র সহচর লইয়া দারু-নির্ম্মিত দুর্গের অভ্যন্তরে রহিলেন। এমন সময় গেরিলারা অতর্কিতভাবে আসিয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। সেই দারুদুর্গের অদূরে একটি সুদৃঢ় অট্টালিকা ছিল। তথায় একশত বন্দুক গুলী-ভরা ছিল। গ্যারিবল্ডী ও তৎসহচর এক লম্ফে তদভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া গুলীভরা বন্দুকরাজিতে হাত দিলেন। দরজার ভিতরে প্রবেশ করিবার সময় এক বর্শার আঘাত—গ্যারিবল্‌ডীর বস্ত্রভেদ করিয়াছিল মাত্র—তাহার গাত্রস্পর্শ করিতে পারে নাই। তাঁহার আসিতে আর এক মিনিট বিলম্ব হইলে বর্শাফলক তাঁহাকে মৃত্তিকাবিদ্ধ করিত। তিনি এক একটি বন্দুক ছুড়িতে লাগিলেন, আর তাহার অব্যর্থ সন্ধানে এক একটি শত্রু ভূপতিত হইতে লাগিল। বন্দুকের শব্দে আসন্ন বিপদ্ জানিয়া গ্যারিবল্‌ডীর আনুযাত্রিকগণ সবেগে আসিয়া মিলিত হইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু অট্টালিকার ভিতর প্রবেশ করিতে না পারিয়া দারু-দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। তাহার ভিতর কয়খানি খড়ের ঘর ছিল। শত্রুরা তাহাতে অগ্নি প্রদান করিল এবং কাষ্ঠ-প্রাচীরের উপর উঠিয়া তাহাদিগের উপর গুলীবর্ষণ করিতে লাগিল। দেশ-হিতৈষিদল বার বার সেই আগুন নিবাইতে ও বার বার শত্রুদিগকে তাড়াইয়া দিতে লাগিলেন। কিন্তু শত্রুরা আবার আগুন লাগাইতে লাগিল ও আবার সেই কাষ্ঠনির্ম্মিত প্রাচীরে উঠিতে লাগিল। বীরপ্রকৃতি লুই কার্ণিগ্‌লীয়া নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া ক্রমাগত

পুনঃ লিভাইয়া সঙ্গিগণকে অগ্নিদাহ হইতে রক্ষা করিলেন।

এইরূপ ক্রমাগত তিন ঘণ্টাকাল উভয় পক্ষ পরস্পরের ধ্বংসের চেষ্টায় নিরত আছেন, এমন সময় গ্যারিবল্ডীর পাচকের হাত হইতে একটি নির্লক্ষ্য গুলী আসিয়া গেরিলানায়ক কর্ণেল মরিঙ্গোর (Col. Moringue) হাতে পড়িয়া হাতের হাড় ভাঙ্গিয়া দিল। তখন তিনি সেই রুধির-কর্দ্দমিত সমরক্ষেত্রে পঞ্চদশ জনকে হত রাখিয়া অসংখ্য আহত ব্যক্তিকে বহন করিয়া লইয়া রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলেন। দেশহিতৈষিদল রণক্ষেত্রে পাঁচ জন মাত্র হারাইলেন ও আর তিন জন আহত ব্যক্তি আর সারিয়া উঠিতে পারিল না।

এই বিজয়ে ডোনাএনের আনন্দের আর সীমা রহিল না। তিনি এই বিজয়ের সম্মানার্থ একটি মহোৎসব দিলেন। সেই মহোৎসবের দিন গ্যারিবল্ডী জানিতে পারিলেন, তাঁহার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যুদ্ধের সমস্ত সময়ে তাঁহার জন্য কিরূপ ব্যাকুল ছিলেন। গ্যারিবল্ডী ইহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আজ রণে জয় অপেক্ষা এই বিজয়োৎসবে আমার অধিকতর আনন্দ হইয়াছে। অয়ি নব-পৃথিবীললামভূত! অমি সতত তোমারই হইয়া ছিলাম এবং তাহাতে আমাকেই গৌরবান্বিত বলিয়া মনে করিতাম। কিন্তু বিধাতা আমায় সে সুখের অধিকারী করেন নাই, কারণ, তুমি আর এক জনের হইবে।" এই বলিয়া গ্যারিবল্ডী নীরব হইলেন। এই রমণী সভাপতি গঞ্জেল্‌সের এক পুত্রকে বিবাহ করিতে পূর্ব্বে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। এই জন্য তিনি গ্যারিবল্ডীর গুণে ও প্রেমে মুগ্ধ হইয়াও পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে পারিলেন না। রমণীর কর্ত্তব্য-জ্ঞান প্রেমের উপর আধিপত্য বিস্তার করিল। সুতরাং দুই জনে ভগ্নহৃদয়ে পরস্পরের নিকট জন্মের মত বিদায় লইলেন। এই হতাশ প্রেমে গ্যারিবল্ডীর হৃদয় স্ত্রীজাতির প্রতি অধিকতর অনুরক্ত হইল। স্ত্রী-জাতির উন্নতি-সাধন করা এখন হইতে তাঁহার জীবনের একটি প্রধান ব্রত হইয়া উঠিল। স্বদেশের উদ্ধার-সাধন ও স্ত্রীজাতির উন্নতিসাধন তাঁহার হৃদয়ের দুইটি সবল বেগ ছিল।

শত্রুরা তাঁহাদিগকে আর আক্রমণ করিল না। এই বিজয়ে উৎসাহিত হইয়া গ্যারিবল্ডী আর দুই-খানি জাহাজ নির্ম্মাণ করাইলেন। শত্রুরা রণতরি নদীমুখে রক্ষা করিতেছিল বলিয়া, তিনি জাহাজগুলি স্থল-পথ দিয়া বহিয়া লইয়া যাইবার জন্য কয়েকখানি প্রকাণ্ড শকট নির্ম্মাণ করাইলেন, শকট নির্ম্মিত হইলে জাহাজগুলি তাহার উপর চড়াইয়া বহুসংখ্যক বলী-বর্দ্দ দ্বারা ৫৪ মাইল টানিয়া লইয়া টামাণ্ডাই হ্রদে ফেলিলেন। সেই হ্রদের সহিত আটলাণ্টিক মহা-সাগরের যোগ ছিল। সুতরাং জাহাজগুলি হ্রদ দিয়া মহাসাগরে আসিয়া পড়িল। গ্যারিবল্ডী রাইও-পার্ডো নামক জাহাজে ও সেনাপতি জন গ্রিগস্ সীভাল-নামক জাহাজে যাত্রা করিলেন এবং আর দুইখানি জাহাজ তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ পাল তুলিয়া উপকূলের নিকট দিয়া যাইতে লাগিল। এমন সময় দক্ষিণদিক্ হইতে একটি প্রবল ঝটিকা আসিয়া উপস্থিত হইল। জাহাজ নিশ্চয় জলমগ্ন হইবে ভাবিয়া গ্যারিবল্ডী ইহাকে চড়ার উপর তুলিতে চেষ্টা করি-লেন। কিন্তু ইহাই সর্ব্বনাশের মূল হইল। চড়াভিমুখে জাহাজ যেমন চালিত হইল, অমনই একটি প্রকাণ্ড তরঙ্গ আসিয়া গ্যারিবল্ডীর জাহাজখানিকে উল্‌টাইয়া দিল। গ্যারিবল্ডী তখন বড় মাস্তলের উপর উঠিয়া জাহাজের গতি-নির্দ্দেশ করিতেছিলেন; তিনি বেগে দূরে প্রক্ষিপ্ত হইলেন। জাহাজের নাবিকগণকে যদি বাঁচাইতে পারেন—এই আশায় তিনি সাঁতার দিয়া জলমগ্ন জাহাজের নিকট আসিলেন, কিন্তু কিছুই করিতে পারিলেন না। এই শোচনীয় দুর্ঘটনায় তাঁহার ছয়জন সঙ্গী জলমগ্ন হইলেন। ইঁহারা সশস্ত্র তাঁহার অনু-বর্ত্তন করিতেন ও জন্মভূমির চরণে প্রাণ উৎসর্গ করিয়া-ছিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে তদ্‌গতপ্রাণ বীরবর লুই কার্ণিগ্‌লিয়া সর্ব্বপ্রধান। এই বীরদলের এইরূপ শোচনীয় মৃত্যুতে গ্যারিবল্ডী সাতিশয় কাতর হইলেন।

সেনাপতি গ্রিগস্ অতি সুদক্ষ নাবিক ছিলেন এবং তাঁহার জাহাজ সীভাল্‌ও রাইওপার্ডো অপেক্ষা লঘুতর ছিল। এই জন্য তিনি তরঙ্গের অনুকূলদিকে চালাইয়া ইহাকে অতি কষ্টে রক্ষা করিলেন এবং নিরা-পদে সেণ্টক্যাথেরাইনে * উপস্থিত হইলেন।

যে উপকূলের নিম্নে গ্যারিবল্ডীর জাহাজ জলমগ্ন হয়, সেখানকার লোক বিদ্রোহী হইয়াছিল বলিয়া তাহারা গ্যারিবল্ডী ও তাঁহার অবশিষ্ট সঙ্গিগণকে সমাদরে গ্রহণ করিল। বৈপ্লবিক সেনাপতি জেনারল ক্যানাবারো (Gen. Canabarro) স্থল-সৈন্য লইয়া জলসৈন্যের সঙ্গে মিলিত হইতে আসিতেছিলেন। গ্যারিবল্ডী অবশিষ্ট সঙ্গিগণকে লইয়া তদনুসরণে ধাবিত হইলেন। তাঁহাদের গমন বিজয়িনী সেনার

* ব্রাজিল-সম্রাট্ ভগিনীর বিবাহের সময় এই প্রদেশটি তাঁহাকে যৌতুকস্বরূপ দিয়াছিলেন।

অভিযানের ন্যায় হইয়াছিল; কারণ, সাম্রাজ্য-তান্ত্রিকগণ তাঁহাদিগের প্রতিগ্রহণে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত ছিল। সুতরাং কেহই তাঁহাদিগের গতিরোধ করিতে পারিল না। সেণ্টক্যাথারাইন্ প্রদেশের গুইলিয়ানা নগরের বাহিরে তাঁহারা অবাধে প্রবেশ করিয়া অপর্য্যাপ্ত অস্ত্র-শস্ত্র ও বারুদ আদি যুদ্ধোপকরণ সমস্তই দখল করিয়া লইলেন ও তথাকার বন্দরে যে তিনখানি জাহাজ ছিল, তাহাও দখল করিলেন; গ্যারিবল্ডী সপ্তকামান-রক্ষিত গোএলেট ইটা পেসিকা (Goelette-Ita Pasika) নামক জাহাজে উঠিয়া আবার বৈপ্লবিক নৌসেনার অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিলেন।

সপ্তম অধ্যায়

[জলমগ্ন সঙ্গিগণের জন্য শোক; তদীয় প্রণয় ও পরিণয়, পত্নীর চরিত্র, গুপ্ত অভিযান, প্রথমে কৃতকার্য্যতা ও পরে বিপদ, ইম্বিটিউবায় রুধিরাক্ত সংগ্রাম, তাঁহার পত্নীর বীরত্ব ও সাহসিকতা, লেগিউনে ভীষণ সংঘর্ষ, তাঁহার স্ত্রীর রণনৈপুণ্য ও অসাধারণ কার্য্য-পরম্পরা, জাহাজে ভয়ানক হত্যাকাণ্ড, জাহাজ দগ্ধ করিয়া পশ্চাৎপদ হওন, গ্যারিবল্ডীর গেরিলা সেনানায়কের জীবন তাঁহার পত্নীর জীবনের কতিপয় ঘটনা।]

গ্যারিবল্ডীর রণ-বিষয়িণী প্রতিভা আবার সাধারণতন্ত্রের প্রভাব প্রতিষ্ঠাপিত করিল। সমস্ত সেণ্ট-ক্যাথেরাইন্ প্রদেশে এক্ষণে সাধারণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠাপিত হইল। তাঁহার প্রিয় বন্ধু রসেটী ইহার সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হইয়া ইহার আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা-স্থাপনে নিরন্তর রত রহিলেন। গ্যারিবল্ডী তদ্গতপ্রাণ প্রিয় সহচরবৃন্দের জলমগ্ন হওয়ার পর হইতে বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার হৃদয় মরুভূমি-তুল্য হইয়া পড়িল। বিশেষতঃ রসেটীর সহিত তাঁহার বিশ্রম্ভালাপ হওয়ার ততদূর সম্ভাবনা না থাকায় তিনি অধিকতর হতাশ হইলেন। তাঁহার হৃদয়-সিংহাসন শূন্য দেখিয়া তদীয় প্রণয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তাহা অধিকার করিয়া বসিলেন। তিনি দেখিলেন, মনোমত সহধর্ম্মিণী ব্যতীত তিনি এই গ্রাসোন্মুখিনী হতাশতা-রাক্ষসীর হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন না। তিনি বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার জীবনের এই অংশটুকু ভীষণ তরঙ্গময়। কিছুদিন তদীয় হৃদয়ে শোক ও প্রেম আধিপত্যলাভের জন্য পরস্পর-সংঘর্ষে অবতীর্ণ হয়। যতদিন প্রেম আধার না পাইয়াছিল ততদিন শোক আধিপত্য করিয়াছিল। কিন্তু গ্যারিবল্ডী শোকের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য প্রেমের আধার খুঁজিতে লাগিলেন। সেই জন্য তিনি স্ত্রীজাতির সঙ্গে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর মিশিতে লাগিলেন। অবশেষে বিধাতা অভাবনীয়রূপে তাঁহার মনোরথ পূর্ণ করিলেন।

যখন ব্রাজিলীয় সেনাপতি ব্রাজিল্ সাম্রাজ্যের আধিপত্য স্থাপন করিবার জন্য শেষ চেষ্টা করিতেছিলেন, যখন তিনি রাইওর বৈপ্লবিক অধিবাসিবৃন্দকে ধূলিসাৎ করিবার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিতেছিলেন, যখন রাইওনগরী শত্রুসৈন্য পরিবেষ্টিত রহিয়াছিল এবং গ্যারিবল্ডী আনিটা নদীতে শত্রুর গতিরোধ করিবার জন্য নিজের রণতরি সকলের পরিচালন করিতেছিলেন, সেই উত্তেজনা-পূর্ণ সময় তাঁহার সমর-সঙ্গিনী লক্ষ্মী-রূপিণী সর্ব্বাঙ্গীন-সৌষ্ঠবশালিনী যশস্বিনী আনিটা (Anita) নদীর তীরে তাঁহার নেত্রপথে পতিত হইলেন। তদীয় চিত্তফলকে সেই মোহকরী প্রতিমূর্ত্তি পতনমাত্র চির অঙ্কিত হইল। চারি চক্ষু যেই একত্র হইল, অমনি পরস্পর পরস্পরকে চক্ষুযন্ত্র সহযোগে আলিঙ্গন করিলেন। তখনই তাঁহারা বুঝিলেন যে, তাঁহারা পরস্পরের জন্য সৃষ্টি হইয়াছেন; কেহ কাহারও পরিচয় লইলেন না—অথচ পরস্পর পরস্পরকে পতি-পত্নীকভাবে বরণ করিয়া লইলেন। ভবভূতি যে 'তারামৈত্রক চক্ষুরাগের' উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা তাহার উজ্জ্বলতর দৃষ্টান্ত আর দেখা যায় না।

আনিটা তখন নদীজলে স্নান করিয়া কাপড় কাচিতেছিলেন। গ্যারিবল্ডী সমীপবর্ত্তী হইয়া আত্ম-পরিচয় দিয়া মনোগত ভাব ব্যক্ত করিবামাত্র, আনিটা তাঁহার জাহাজে উঠিয়া তাঁহার সহিত চলিয়া গেলেন। সেই দিন হইতে মৃত্যু-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আনিটা কি গৃহ-প্রাঙ্গণে—কি পলায়নপথে—কি পয়োধিজলে—কি রুধিরকর্দ্দমিত সমরক্ষেত্রে—ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুবর্ত্তন করিতেন। নির্ভীকতা, অসমসাহসিকতা ও সমরপ্রিয়তায় তিনি স্বামী অপেক্ষা কিছুতেই ন্যূন ছিলেন না। যুদ্ধ-ক্ষেত্র তাঁহার নিকট ক্রীড়াপ্রাঙ্গণ বলিয়া প্রতীত হইত। কোন বিপদের দৃশ্য তাঁহার অন্তরে আনন্দের ভাব উত্তেজিত করিয়া দিত। তাঁহার শারীরিক শক্তিও তাঁহার এই বীরোচিত মানসিক বৃত্তি-নিচয়ের সম্পূর্ণ উপযোগিনী ছিল। তাঁহার সহিষ্ণুতা ও সাহস, তাঁহার পতিভক্তি ও সতীত্ব, তাঁহার অমায়িকতা ও সৌন্দর্য্য—তাঁহাকে রমণীকুলের আদর্শ করিয়া তুলিয়াছিল। বিধাতা যেন তাঁহাকে ইতালীয় ভাবী

উদ্ধার-কর্ত্তার সম্পূর্ণ উপযোগিনী করিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

তিনি ব্রাজিলের অন্তর্গত সেণ্ট ক্যাথেরাইন্ প্রদেশের ল্যাগুণা জেলার কোন সম্ভ্রান্ত-গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা বংশগৌরবে অন্ধ হইয়া যে পাত্রের সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন, আনিটার সহিত তাঁহার বিন্দুমাত্রও মনের মিল হয় নাই। এই জন্য আনিটা সতত বিষাদিনী থাকিতেন। আর এই জন্যই গ্যারিবল্ডী আসিয়া বিবাহের প্রস্তাব করিলেই, তিনি দ্বিরুক্তি না করিয়া পূর্ব্বস্বামীর স'ম্দশাতেই তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিলেন। তাঁহাদিগের এই বিবাহ সুতরাং রাক্ষস ও গান্ধর্ব্ব বিবাহের সংমিশ্রণ। পতির অধিকার হইতে লইয়া যাওয়ার জন্য ইহাকে 'রাক্ষস'-বিবাহ বলিলাম—আর ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া পরস্পর পরস্পরকে পতিপত্নীভাবে গ্রহণ করার জন্য ইহাকে 'গান্ধর্ব্ব'-বিবাহ বলিলাম। বিবাহের প্রণালী যাহাই হউক, অল্প দম্পতীর মিলন এরূপ পরিণাম-সুখপ্রদ হইয়া থাকে। যে বিবাহের ঘটক স্বয়ং ঈশ্বর—তাহা মঙ্গলময় হইবেই হইবে। যাহার ঘটক সমাজ, তাহা মঙ্গলময় হইতেও পারে—নাও হইতে পারে। আনিটার পিতা প্রথমে তাঁহার উপর অতিশয় ক্রোধান্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু পরে যখন গ্যারিবল্ডীর যশঃসৌরভে দশদিক্ আমোদিত হয়, তখন তিনি তাঁহাদিগের বিবাহে অনুমোদন করিয়াছিলেন এবং জামাতা ও কন্যাকে ক্ষমা-সূচক পত্রও লিখিয়াছিলেন।

বিধাতৃ-সংঘটিত এই শুভ পরিণয়ে আনিটার মিনোটী (Menotti) ও রিসিওটী (Recciotti) নামক দুই বীর পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। আনিটার পিতা অতিশয় সম্পত্তিশালী ছিলেন। তাঁহার দুইটিমাত্র কন্যা ছিল—তন্মধ্যে আনিটা কনিষ্ঠা। মৃত্যুকালে তিনি জ্যেষ্ঠা কন্যাকেই আপনার অতুল সম্পত্তির অধিকারিণী করিয়া গেলেন। অপুত্রক থাকায় তিনি আনিটার কনিষ্ঠ পুত্র রিসিওটীকে দত্তক গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে সমস্ত সম্পত্তির অধীশ্বর করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া গ্যারিবল্ডীকে পত্র লেখেন। কিন্তু পুত্র সেই দূরদেশে যাইতে অস্বীকৃত হওয়ায় তিনি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত করেন।

প্রথম দর্শনের দিন হইতে আনিটা গ্যারিবল্ডীতে এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, এক মুহূর্ত্ত তিনি তাঁহাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না। গ্যারিবল্ডীও তাঁহাকে না দেখিলে জগৎ অন্ধকারময় দেখিতেন। তথাপি বিপদের আশঙ্কায় অনেক সময় তিনি আনিটাকে যুদ্ধস্থল হইতে দূরে রাখিবার চেষ্টা করিতেন; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না। আনিটা—কি যুদ্ধক্ষেত্রে—কি বিপৎকালে—সদা স্বামীর পার্শ্ববর্ত্তিনী হইয়া থাকিতেন। তাঁহার একান্ত প্রার্থনা ছিল যে, স্বামি-বিরহে যেন তাঁহাকে এক মুহূর্ত্তও জীবনধারণ করিতে না হয়। এই জন্য তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অশ্বারোহণে স্বামীর পার্শ্বে পার্শ্বে ধাবিত হইতেন। এক মুহূর্ত্ত তিনি চক্ষুর অন্তরাল হইলে আনিটা উন্মাদিনী হইয়া রণক্ষেত্র আলোড়ন করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহাকে দেখিলে গ্যারিবল্ডীর হৃদয় রণোৎসাহে মাতিয়া উঠিত! বোধ হইত যেন, গ্যারিবল্ডীর রণবিষয়িণী প্রতিভা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আনিটারূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। আনিটাকে দেখিলে ভীরুর মনেও সাহস জন্মিত। তাঁহাকে রণে অগ্রসর দেখিয়া গ্যারিবল্ডীর পলায়মান সৈন্য আবার ফিরিয়া দাঁড়াইত। প্রকৃত তিনি গ্যারিবল্ডী ও তৎসহচরবৃন্দের মূর্ত্তিমতী রণবিষয়িণী উদ্দীপনাস্বরূপ ছিলেন। তাঁহাদিগের অদ্ভুত প্রণয় দম্পতিমাত্রেরই আদর্শ হইয়া রহিয়াছে।

বিবাহের পরই নবদম্পতী তিনখানি রণতরি সুসজ্জিত করিয়া ব্রাজিল উপকূল আক্রমণ করিতে বহির্গত হইলেন। তাঁহাদিগের বিবাহসজ্জা রণসজ্জায় পরিণত হইল। পথে শত্রুদের অনেকগুলি রণতরি তাঁহাদিগের হস্তগত হইল। এইগুলি লইয়া তাঁহারা গৃহাভিমুখে ফিরিয়া আসিতেছিলেন, এমন সময় একখানি রণসজ্জায় সজ্জিত শত্রুরণতরি তাঁহাদিগের সম্মুখীন হইল এবং সবেগে তাঁহাদিগের উপর পড়িয়া অপহৃত জাহাজগুলির কাছি কাটিয়া দিয়া লইয়া গেল, কেবল একখানিমাত্র জাহাজ লইয়া যাইতে পারিল না। কারণ, সেখানি ইম্বিটিউয়া বন্দরের নিম্নস্থ চড়ায় বাধিয়া গিয়াছিল। উত্তর-পূর্ব্ব-বায়ু প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়া গ্যারিবল্ডীর তিনখানি জাহাজকেও সেই বন্দরে লইয়া গেল। অনুকূল বায়ু প্রবাহিত না হওয়ায় তাহাদিগকে সেই বন্দরে সে রাত্রি যাপন করিতে হইল। কিন্তু তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, প্রত্যূষে শত্রুদিগের সমস্ত রণতরি তাহাদিগকে আক্রমণ করিবে।

এই আশঙ্কায় তাঁহারা সমস্ত রাত্রি কেবল যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের আশঙ্কা ফলবতী হইল। প্রত্যূষে শত্রুদিগের সমস্ত রণতরি তাঁহাদিগের উপর আসিয়া পড়িল। তখন উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া উঠিল।

আনিটা এই সময়ে সর্ব্বাগ্রে শত্রুগণের উপর গোলাবৃষ্টি আরম্ভ করেন। তদুত্তরে শত্রুর কামান ও বন্দুক-রাজি ভীষণ অগ্নি উদ্গীরণ করিতে লাগিল। সেই প্রচণ্ড ভীষণ অগ্নিবর্ষণে, দেখিতে দেখিতে, সাধারণতান্ত্রিক রণতরিগুলির—হাল, পাল, মাস্তল প্রভৃতি ভস্মীভূত হইয়া গেল। ক্রমাগত পাঁচ ঘণ্টাকাল উভয় দিক্ হইতে অগ্নিবৃষ্টি হইতে লাগিল। গ্যারিবল্‌ডী যতই বাধা দিতে লাগিলেন—শত্রুরা ততই উদ্দীপিত হইতে লাগিল। কিন্তু গ্যারিবল্‌ডী প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যতক্ষণ তাঁহার রণতরি সাগরবক্ষে ভাসিবে, ততক্ষণ তিনি রণে ভঙ্গ দিবেন না। অবশেষে তাঁহার অনিবার্য্য সামরিক বীর্য্য প্রতিহত ও তদীয় প্রচণ্ড অগ্ন্যুদ্‌গারী কামান-রাজিতে দগ্ধ হইয়া সাম্রাজ্যিক রণতরি সকল অপুনরাগমনের নিমিত্ত রণস্থল হইতে অপসৃত হইল।

আনিটা এই যুদ্ধের প্রধান নেত্রী ছিলেন। সকলেই যেন তাঁহাকে যুগপৎ সকল স্থানে দেখিতে লাগিলেন। কখনও তিনি ভীরুদিগের মনে উৎসাহ-বহ্নি অনুপ্রবেশিত করিয়া দিতেছেন, কখন বা কামানে বারুদ ও গোলা পূরিয়া তাহাতে অগ্নিপ্রদান করিতেছেন, কখন বা আহতদিগকে রণক্ষেত্র হইতে লইয়া যাইতেছেন এবং কখন বা মৃতদেহ সকল পুঞ্জীকৃত করিতেছেন; কিন্তু যখন যাহাই করিতেছেন—তাঁহার অনিমেষ দৃষ্টি একবারও তাঁহার স্বামীর উপর হইতে অপসারিত হইতেছে না। তাঁহার স্বামীর উপর শিলা-বৃষ্টির ন্যায় গুলী-গোলার বৃষ্টি পতিত হইতেছিল—তিনি যেন নিজের দৃষ্টির মোহিনী-শক্তি-বলে তাহাদিগকে সরাইয়া দিতেছেন—অথবা তাহাদিগের প্রাণাপহারক শক্তি নষ্ট করিতেছেন। মূর্ত্তিমতী রণদেবী আনিটা এইরূপে সকলেরই শুভকার্য্যে নিযুক্ত আছেন, এমন সময় একটি গোলা আসিয়া তাঁহার সম্মুখস্থ দুইটি বীরপুরুষকে বিদ্ধ ও তাঁহাকে বাতাহতা কদলীর ন্যায় ভূপাতিত করিয়া চলিয়া গেল। তিনি ক্ষণকালের জন্য স্তম্ভিত ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়াছিলেন। আনিটা তৎক্ষণাৎ তাঁহার পার্শ্বে গিয়া উপস্থিত হইলেন, কিন্তু তিনি আসিতে না আসিতেই গ্যারিবল্‌ডী সংজ্ঞালাভ করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়াছিলেন। গ্যারিবল্‌ডী বিনীতভাবে তাঁহাকে ক্যাবিনে যাইতে বলিলেন। কিন্তু তিনি তদুত্তরে বলিলেন—"হাঁ, আমি যাইব; কিন্তু যে ভীরু কাপুরুষগণ যুদ্ধস্থল হইতে পলাইয়া তথায় গিয়া লুকায়িত আছে, তাহাদিগকে তাড়াইয়া এখানে আনিবার জন্যই আমি যাইব।" তিনি ক্যাবিনে গিয়া শীঘ্রই প্রত্যাগতা হইলেন এবং তিন জন নাবিককে তাড়াইয়া আনিলেন। তাঁহারা আসিয়াই সাহসিকতায় উদ্দীপিত হইয়া ও আপনাদের ভীরুতা ও কাপুরুষতায় লজ্জিত ও মর্ম্মপীড়িত হইয়া প্রাচীন রোমকগণের ন্যায় অসাধারণ বীরত্বের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। এইরূপ সেই ভীষণ সংগ্রামে জয়লক্ষ্মী অবশেষে গ্যারিবল্‌ডীর অঙ্ক-শায়িনী হইলেন। এই বিজয়ের গৌরবের অন্ততঃ অর্দ্ধাংশ আনিটার প্রাপ্য।

তাঁহারা জয়লাভ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের মনের ভয় গেল না। প্রত্যূষে শত্রুসৈন্য আসিয়া আবার তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিবে, এই আশঙ্কায় তাঁহারা নিদ্রা যাইতে পারিলেন না। সমস্ত রজনী তাঁহারা জাহাজের জীর্ণ-সংস্কার, রণে হত ব্যক্তিগণকে সমাহিতকরণ, বারুদখানায় বারুদ-পূরণ, রণে আহত ব্যক্তিগণের শুশ্রূষাকরণাদি কার্য্যে নিযুক্ত রহিলেন। পরদিন শত্রুরা আসিল না দেখিয়া গ্যারিবল্‌ডী তীরে যে ব্যাটারী পাতিয়াছিলেন, তাহা তুলিয়া জাহাজে আনিয়া জাহাজের নোঙ্গর তুলিয়া লেগুন (Lagune) অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সাধারণতান্ত্রিক ক্ষুদ্র রণতরিত্রয় গুইলিয়ানা বন্দরে নিরাপদে পৌঁছিল। সাম্রাজ্যতান্ত্রিকেরা এই সংবাদ পাইয়া মহাদুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। গ্যারিবল্‌ডীর প্রত্যাগমনে তাঁহার বন্ধু-বান্ধবগণ অতিশয় হর্ষান্বিত হইলেন। কিন্তু এ হর্ষ অচির-কাল-মধ্যেই বিষাদে পরিণত হইবে; গুরুতর দুর্ঘটনা এখনও তাঁহাদিগের ললাটে লিখিত রহিয়াছে।

সেণ্ট-ক্যাথেরাইন প্রদেশে সাধারণতান্ত্রিক শাসন এত নিষ্ঠুরতা ও যথেচ্ছাচারদোষে দূষিত হইয়াছিল যে, প্রজাবৃন্দ একবাক্যে সেই সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইল। সেনাপতি ক্যানাবারো বিদ্রোহী প্রদেশ ও ইহার রাজধানীকে অগ্নি ও অস্ত্রে শ্মশান-ভূমিতে পরিণত করিতে আদেশ দিলেন। গ্যারিবল্‌ডী সাধারণতান্ত্রিক সেনার অধিনায়ক হইয়া গেলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অভিপ্রায় অন্যরূপ ছিল। তিনি সঙ্গে থাকিলে অত্যাচার কথঞ্চিৎ নিবারণ করিতে পারিবেন, এই আশায় তিনি সেনাপতির আদেশের প্রতিবাদ করিলেন না। লুণ্ঠন, রুধিরপাত, যুবতীর সতীত্বনাশ প্রভৃতি যুদ্ধের অপরিহার্য্য দুর্ঘটনা সকল স্বচক্ষে দেখিয়া গ্যারিবল্‌ডীর হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। যতদূর সাধ্য তিনি উন্মত্ত সৈন্যগণকে সংযত করিতে চেষ্টা করিলেন। গ্যারিবল্‌ডী প্রধান সৈন্যাবাসে আসিয়া দেখিলেন যে, প্রধান সেনা চলোন্মুখী হইয়াছে। এমন

সময় জলে ও স্থলে শত্রুসৈন্য আসিয়া তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল। সেনাপতি ক্যানাবারো গ্যারিবল্ডীর উপর যুদ্ধের সমস্ত উপকরণসামগ্রী জাহাজে করিয়া লইয়া যাইবার ভার দিয়া, সসৈন্যে শত্রুব্যূহ ভেদ করিয়া স্বরাজ্যে প্রতিগমন করিলেন। এ দিকে দেখিতে দেখিতে শত্রুদিগের দ্বাবিংশতি রণতরি বন্দরে আসিয়া লাগিল এবং গ্যারিবল্ডীর ক্ষুদ্র রণতরিত্রয়কে ফিরাইয়া ফেলিল। গ্যারিবল্ডী স্থল-ব্যাটারী লইয়া তীরে উঠিলেন ও তাঁহার পত্নী আনিটা জাহাজে থাকিয়া জলযুদ্ধের সমস্ত আয়োজন করিতে লাগিলেন। কোথায় কোন্ কামানটি স্থাপিত করিতে হইবে, কোথায় কাহাকে স্থাপিত করিতে হইবে—আনিটা যেন রণনিপুণ সেনাপতির ন্যায় সেগুলির সুন্দর ব্যবস্থা করিলেন। গ্যারিবল্ডী তদীয় রণতরী রাইওপার্ডোতে আসিয়া দেখিলেন, যুদ্ধের সমস্ত উদ্যোগ হইয়া রহিয়াছে। সমস্ত প্রস্তুত দেখিয়া তিনি যুদ্ধ আরম্ভ করিতে অনুমতি দিলেন। আনিটা স্বহস্তে কামানের মুখ ঠিক করিয়া, সর্ব্বপ্রথমে কামানে অগ্নি প্রদান করিলেন। মুহূর্ত্তমাত্রে সংগ্রাম ভীষণ আকার ধারণ করিল। চতুর্দ্দিকে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল ও জাহাজের ডেক হত ও আহত ব্যক্তিতে পূর্ণ হইয়া গেল।

সেই ভয়ঙ্কর সংগ্রামে গ্যারিবল্ডী ও তদীয় পত্নীই কেবল অক্ষতশরীরে রহিলেন। তাঁহারা সর্ব্বত্র বাক্যে ও কার্য্যে ভয়বিহ্বল ও বিকট-শব্দকারী নাবিকবৃন্দকে আশ্বস্ত ও প্রফুল্ল করিতে লাগিলেন। যুদ্ধের বিরাম নাই—শত্রু-রণতরি সকল বর্ষার ন্যায় অবিরাম গোলাগুলী বর্ষণ করিতে লাগিল। গ্যারিবল্ডীর বীর নাবিকগণ অতি অল্পই জীবিত রহিল। তখন তিনি আরও সৈন্য পাঠাইবার জন্য সেনাপতি ক্যানাবারোকে পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন এবং পত্রের উত্তর আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবার জন্য আনিটাকে তীরে পাঠাইলেন। বীরা রমণী পত্রের প্রতীক্ষায় অকুতোভয়ে একাকিনী তীরে দণ্ডায়মানা রহিলেন; কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিলেন, ভবিষ্যতে রণস্থলে স্বামীর সহিত এরূপ বিচ্ছিন্ন হইয়া তিনি আর কখন থাকিবেন না। পত্রের এই উত্তর আসিল যে, সেনাপতি কোন সাহায্য করিতে পারিবেন না। অধিকন্তু তিনি নিষ্ঠুর আদেশ পাঠাইলেন যে, গ্যারিবল্ডীর ক্ষুদ্র রণতরিত্রয় আগুন লাগাইয়া ভস্মীভূত করিতে হইবে এবং গ্যারিবল্ডী মশালহস্তে স্বয়ং শত্রু-রণতরিতে প্রবেশ করিয়া তাহাতে অগ্নি প্রদান করিবার যে দুরূহ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাহা নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন। তিনি আরও আদেশ করিয়া পাঠাইলেন যে, জাহাজের অস্ত্র-শস্ত্র বারুদ আদি দ্রব্যজাত তীরে তুলিয়া তাহাতে অগ্নি প্রদান করিতে হইবে। গ্যারিবল্ডী ক্ষুদ্র রণতরিগুলিকে প্রিয় সহচরের ন্যায় ভালবাসিতেন, সুতরাং সেনাপতির এই নিষ্ঠুর আদেশে তিনি নিরতিশয় ব্যথিত হইলেন। কিন্তু এখন ভাবিবার সময় নাই, সুতরাং তিনি রাইওপার্ডো জাহাজের সমর-সামগ্রী তীরে তুলিবার ভার আনিটার হস্তে দিয়া নিজে আর দুইখানি জাহাজের দ্রব্যসামগ্রী তীরে তুলিতে গেলেন। তাঁহার এই সময়ের মনের ভাব তিনি এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন—"সেনাপতির সেই নিষ্ঠুর আদেশ প্রতিপালন করিতে গিয়া আমাকে হত ও আহত সৈন্যের মৃত ও ক্ষতবিক্ষত দেহের বিকট দৃশ্য দেখিতে হইল। সেই মানব-মাংসরাশির ভীষণ দৃশ্যে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। দুঃখ ও শোকে আমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। কত কত মস্তকবিহীন ছিন্ন-ভিন্ন ও চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপর দিয়া আমায় চলিয়া যাইতে হইল, তাহা বলিতে গাত্র শিহরিয়া উঠে। ইটাপরিল্লা জাহাজের কাপ্তেন জুয়ান এন্‌রিকোজেয় তাঁহার অধিকাংশ নাবিকের সহিত জাহাজের ডেকের উপর মৃত অবস্থায় পতিত রহিয়াছেন। একটি গোলা তাঁহার বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। মদ্গতপ্রাণ মদীয় প্রিয়বন্ধু সেনাপতি গ্রিগ্‌সের দেহ দ্বিধাবিভক্ত হইয়া তদীয় রণতরী সীভালের উপর পড়িয়া রহিয়াছে। এই সকল দেখিয়া আমার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল।" * * * সেনাপতির আদেশ অক্ষরে অক্ষরে অনুষ্ঠিত হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে রণতরিত্রয় অগ্নিময় হইয়া উঠিল। রণে হত বীরবৃন্দ এই প্রকাণ্ড চিতানলে শায়িত হইয়া ভস্মীভূত হইতে লাগিলেন। বীরের উপযুক্ত চিতানলই প্রজ্বলিত হইল। আনিটা—ভয় শ্রান্তি কাহাকে বলে, তাহা জানিতেন না। জাহাজে আগুন দেওয়ার পূর্ব্বে তিনি বারবার দ্রব্যাদি লইয়া তীরে আসিয়াছেন, কিন্তু কিছুতেই শ্রান্ত বা ভীত হয়েন নাই। শত্রুরা তাঁহার উপর অবিরত গোলা-গুলী বর্ষণ করিয়াছে, আনিটা অকুতোভয়ে তাহার মধ্য দিয়া যাতায়াত করিয়াছেন। তথাপি একটি গোলা, বা একটি গুলী তাঁহার গাত্র স্পর্শ করে নাই। এই জন্য লোকের মনে ক্রমে বিশ্বাস জন্মিল যে, তিনি দৈবশক্তি দ্বারা পরিরক্ষিতা।

এই নিষ্ঠুর কার্য্য সমাপন করিয়া গ্যারিবল্ডী অবশিষ্ট নাবিকবৃন্দ ও আনিটা সহ অদূরাস্থিত সেনাপতি ক্যানাবারোর সহিত মিলিত হইলেন। রজনীর

গাঢ় তিমিরে আবৃত হইয়া সেই মিলিত সেনা সেনাপতির আদেশে, রাইওগ্রাণ্ডি-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আজ হইতে প্রকৃত প্রস্তাবে গ্যারিবল্‌ডীর গেরিলা সেনানায়কের জীবন আরম্ভ হইল। সাহসী ও অনিবার্য্য-বেগ কর্ণেল টেক্‌সিরা (Col. Texeira), সুচতুর ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সেনামেরিয়ান্ (Senamerian), কর্ণেল আরানা (Aranah), অমিততেজা ও ক্লান্তিহীন কর্ণেল পোর্টিঙ্কো (Portinko), পরীক্ষিত ও বিশ্বাসযোগ্য মেজর গ্রেসিয়াণ্টা (Gracienta) ও মেজর পার্চ্চেটো (Perchetto) এবং সাবধান ও কৌশলী সেনাপতি বেণ্টো গঞ্জেল্‌স্ (Bento Gonzales).—এই সকল সাধারণতান্ত্রিক অনমনীয়প্রকৃতি ইতালীয় নির্ব্বাসিতগণ যুদ্ধ করিয়াছেন; সমানে অনাহার, অনিদ্রা ও পথিশ্রমজনিত ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন; কখন বা আত্মরক্ষা করিতে করিতে পশ্চাৎপদ হইয়াছেন; এবং কখন বা রণে জয়লাভ করিয়াছেন। অবশেষে সকলে একত্র ব্রাজিলীয় সাম্রাজ্যের অপরিমিত বলে অভিভূত ও তাড়িত হইয়াছেন।

ইহার পর গ্যারিবল্‌ডী—কর্ণেল টেক্‌সিরা ও কর্ণেল আরানার সঙ্গে কামা-ডি-সেয়োর (Cama de Seuro) পার্ব্বত্য অধিবাসিবৃন্দের রক্ষার্থ গমন করিতে আদিষ্ট হইলেন; এবং বিস্ময়কর সৈন্যযোজনায় ও অদ্ভুত রণনৈপুণ্যে অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া শত্রুদিগের অত্যধিক সৈন্যকে পরাস্ত করিলেন। ব্রাজিলীয় সেনাপতি আকুনা (Col. Acunah) পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে বাধ্য হইলেন এবং সন্তরণ-পূর্ব্বক পোলোটাস্ নদী পার হইতে গিয়া জলমগ্ন হইলেন। তাঁহার অধিকাংশ সৈন্য গ্যারিবল্‌ডী কর্ত্তৃক বন্দীকৃত হইল। এই বিজয়ে লেজেস্ (Lajeas) ও ভেকেরিয়া (Vaccaria) প্রদেশদ্বয় কিয়ৎকালের জন্য সাধারণতন্ত্রের অধীনতায় আসিল। পথে বিজয়দৃপ্ত সাধারণতান্ত্রিক সেনার সহিত কোরিটীবাণীতে (Coritibani) সেনাপতি মেলো (Mello) কর্ত্তৃক অধিনীত ব্রাজিলীয় সেনার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। অসংবরণীয়বেগ কর্ণেল টেক্‌সিরা শত্রুসৈন্যের সংখ্যাধিক্যে উপেক্ষা করিয়া একেবারে সবেগে তাঁহাদিগের উপর আসিয়া পড়িলেন। মেলোর অধীনতায় পাঁচশত অশ্বারোহী ও অসংখ্য পদাতিক ছিল, তথাপি সুচতুর মেলো তাঁহাদিগকে আপন কোটে আনিবার জন্য কৃত্রিমভাবে হটিলেন। অধীরপ্রকৃতি নববিজয়দৃপ্ত সাধারণতান্ত্রিক সেনাপতির পক্ষে এই সামান্য রণচাতুরী যথেষ্ট হইল। জঙ্গল-মধ্যে অসংখ্য ব্রাজিলীয় সৈন্য লুক্কায়িত ছিল। কৌশলী মেলো পশ্চাৎ হটিতে হটিতে সাধারণতান্ত্রিক সৈন্যগণকে সেই জঙ্গলের নিকট লইয়া গেলেন। হঠাৎ জঙ্গলমধ্য হইতে সৈন্য বাহির হওয়ায় সাধারণতান্ত্রিক সেনা প্রথমে ভয়বিহ্বল হইয়া গিয়াছিল।

কিন্তু গ্যারিবল্‌ডীর অলন্ত উদ্দীপনায় তাঁহাদিগের অন্তরে সাহস প্রত্যাবৃত্ত হইল। ঘোরতর হস্তাহস্তি ও অস্ত্রা-অস্ত্রি সমর বাঁধিয়া উঠিল। আপাততঃ বোধ হইল, যেন সাধারণতান্ত্রিক সেনারই জয় হইল—কারণ, শত্রুসেনাপতি আবার সসৈন্যে পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। কিন্তু ইহা পূর্ব্বের ন্যায় ছলনা মাত্র। সাধারণতান্ত্রিক অশ্বসেনা বহুদূর পর্য্যন্ত ব্রাজিলীয় অশ্বসেনাকে আক্রমণ করিয়া, অবশেষে ব্রাজিলীয় পদাতিক সৈন্য দ্বারা সহসা পরিবেষ্টিত হইল। তখন সাধারণতান্ত্রিক সেনা আত্মরক্ষার জন্য চতুর্দ্দিকে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। গ্যারিবল্‌ডী অসাধারণ রণনৈপুণ্যের সহিত শত্রুব্যূহ ভেদপূর্ব্বক একটি পর্ব্বতশৃঙ্গের উপর গিয়া দারুনির্ম্মিত দুর্গ নির্ম্মাণপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিলেন। এই স্থানে ক্রমে তিয়াত্তর জন সাধারণতান্ত্রিক আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। সমস্ত শত্রু-অশ্ব-সেনা আসিয়া এই গিরিদুর্গকে বার বার আক্রমণ করিতে লাগিল। কিন্তু গ্যারিবল্‌ডী ও কর্ণেল টেক্‌সিরার অসাধারণ রণনৈপুণ্যে প্রতিবারই তাহারা প্রতিহত হইতে লাগিল এবং অবশেষে তাহারা বিশৃঙ্খল হইয়া এক মাইল দূরে অবস্থিত নিবিড় অরণ্যানীমধ্যে প্রবেশ করিল। এই নিবিড় অরণ্যের কখন ধার দিয়া, কখন বা মধ্য দিয়া, সেই সাধারণতান্ত্রিক ক্ষুদ্রসেনা লেজেস্ অভিমুখে যাত্রা করিল। কারণ, মূল পোট্রিয়ট সেনার সেই সময় তথায় থাকার সম্ভাবনা ছিল। এই প্রতিযান (Retreat) সেই পেট্রিয়ট সেনার অন্তরে চির-অঙ্কিত হইয়াছিল। ইহার কষ্ট-যন্ত্রণা গ্যারিবল্‌ডী স্বয়ং এইরূপে বর্ণন করিয়াছিলেন :—"আহারসামগ্রীর অভাব—নিরন্তর সমরে আমাদের সৈন্যের নিরতিশয় শারীরিক দৌর্ব্বল্যতা—সমুচিত যত্নের অভাবে আহত সৈন্যগণের যাতনা—এই সকল ঘটনায় এক একবার আমরা হতাশ হইয়া পড়িতে লাগিলাম। ক্রমাগত চারিদিন, মূলই আমাদের একমাত্র খাদ্য-সামগ্রী হইয়াছিল। যে অরণ্যানী-মধ্যে মনুষ্যের পদচিহ্নমাত্র পাওয়া দুষ্কর, তাহার মধ্যে গন্তব্য পথ স্থির করিয়া লওয়ার ক্লেশ ও যন্ত্রণা আমি লিখিয়া ব্যক্ত করিতে পারি না। একটি অরণ্য উত্তীর্ণ হইবামাত্র তদপেক্ষা দ্বিগুণ অরণ্য সম্মুখে

আসিয়া আবির্ভূত হইতে লাগিল। প্রকাণ্ড শরবন সকল অনন্ত পাইন্ বৃক্ষশ্রেণীর নিম্নে দণ্ডায়মান যেন আমাদের গতির অনন্ত বাধা সম্পাদন করিতে লাগিল।" সেই বীরদল অনেক কষ্ট সহিয়া—অসংখ্য বাধা-বিপত্তি উল্লঙ্ঘন করিয়া—ক্রমাগত পাঁচ দিন হাঁটিয়া শেষে একখানি বাটী পাইলেন। গৃহস্বামী তাঁহাদিগের যথোচিত অতিথিসৎকার করিলেন। সেখান হইতে তাঁহারা নিরাপদে লেজেসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

পতিগতপ্রাণা বীরা আনিটা, যখন কোরিটীবানী সমরে পদাতিক সৈন্যগণকে যুদ্ধার্থে উদ্দীপিত করিতেছিলেন ও আহত সৈন্যগণের শুশ্রূষায় নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময় শত্রুরা তাঁহাকে বন্দিনী করিয়া লইয়া যায়। যতক্ষণ তিনি অশ্বারূঢ়া ছিলেন, ততক্ষণ শত্রুরা তাঁহাকে ধরিতে পারে নাই। কিন্তু যখন শত্রুসৈন্য হইতে একটি গোলা আসিয়া তাঁহার অশ্বকে ভূতলশায়ী করে, তখন শত্রুরা আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলে। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রাণেশ্বর সেই ভীষণ নরমেধযজ্ঞে বলি পড়িয়াছেন। তাঁহার মৃতদেহ খুঁজিতে অনুমতি পাইয়া, তিনি রণস্থল আলোড়ন করিয়া বেড়াইলেন; কিন্তু কোন স্থানে তাঁহার মৃতদেহ পাইলেন না। তখন তিনি বুঝিলেন, স্বামী রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়াছেন। এই বিশ্বাসে তিনি সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার অনুসরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। যখন রজনীর তিমিররাশি আসিয়া জগৎকে ঢাকিয়া ফেলিল, সেই সময় তিনি অদূরবর্ত্তী লোকালয়ে পলায়ন করিলেন। গৃহস্বামী তাঁহাকে একটি বেগগামী সবলকায় অশ্ব প্রদান করিলেন। তিনি অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক রজনীযোগেই নিবিড় অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। লেজেস্ তথা হইতে ষাইট মাইল দূরে অবস্থিত। তিনি ভয়ঙ্কর বিষধরপূর্ণ হিংস্রজন্তুসমাকুল সেই দুর্ভেদ্য অরণ্যমধ্য দিয়া রজনীর গাঢ় অন্ধকারেও অকম্পিত-হৃদয়ে ও নির্ভীক-চিত্তে ধাবিত হইলেন। পলায়মান সাধারণতান্ত্রিক সৈন্যদিগকে ধরিবার জন্য সাম্রাজ্যতান্ত্রিক সৈন্য সকল অরণ্যপথ সকলের পার্শ্ববর্ত্তী জঙ্গল সকল ছাইয়া গুপ্তভাবে অবস্থিতি করিতেছিল। কিন্তু কেহই সেই অশ্বপৃষ্ঠে সমাসীনা রজনী-তিমিরাবগুণ্ঠিতা পলায়মানা রমণীকে ধরিতে সাহস করিল না। কুসংস্কারাবিষ্ট সৈন্যেরা তাঁহাকে কোন নিশাচরী বা প্রেতিনী মনে করিয়া ভয়ে তাঁহার সম্মুখ ছাড়িয়া পলায়ন করিতে লাগিল। তিনি কেনোয়াস্ (Canoas) নদীতীরে আসিয়া দেখিলেন যে, নদী বর্ষাস্ফীত হইয়া ভীষণ স্রোতোময়ী হইয়াছে কিন্তু তথাপি তিনি পলায়ন [illegible] হইলেন না। সেই নির্ভীকা বীররমণী তদীয় অশ্বের কেশররাজি ধরিয়া অশ্বের পার্শ্বে পার্শ্বে সাঁতার দিতে লাগিলেন। আরোহিগতপ্রাণ অশ্ববর তাঁহাকে নিরাপদে নদীর অপর পারে লইয়া আসিল। এই বিপদসঙ্কুল পলায়ন-পথে তাঁহার চারিদিন অতীত হয়। কোন্ দিক্ লক্ষ্য করিয়া যাইলে স্বামীকে পাইবেন, তাহার স্থিরতা নাই—কোথায় তিনি আছেন, তাহার জ্ঞান নাই—বাধাবিপত্তির ইয়ত্তা নাই—এইরূপ অবস্থায় তিনি শুদ্ধ দৈবের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে লাগিলেন। অবশেষে চারিদিন পরে যেন দৈব-সাহায্যে তিনি লেজেসে আসিয়া স্বামিদর্শন পাইলেন। পলায়ন-পথে এই চারিদিন দুই একটি বন্য 'বেরি' ফল ভিন্ন আর কিছুই তাঁহার উদরস্থ হয় নাই। এই স্থানে পৌছিলে এক পিয়ালা কফি—সর্ব্বপ্রথম খাদ্য—তাঁহার উদরস্থ হইল। আজ স্বামীর দর্শনে সতীর মৃতদেহে আবার নবজীবনসঞ্চার হইল। আজ স্বামীর চরণদর্শনে তিনি সমস্ত কষ্টযন্ত্রণা ভুলিয়া গেলেন।

অনেক সৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করায় বৈপ্লবিক সেনা অতিশয় ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল। এই জন্য তাঁহারা লেজেস্ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। অবশিষ্ট সৈন্য রাইওগ্রাণ্ডি প্রদেশের অভিমুখে গমন করিল। সুতরাং সেই অধিত্যকা-প্রদেশ সাম্রাজ্যতান্ত্রিকদিগেরই অবিবাদিত দখলে রহিয়া গেল। সেনাপতি গ্যারিবল্ডী পোর্টিস্কো ও টেক্সিরা—অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া সভাপতি বেন্টো গঞ্জেল্সের সহিত মিলিত হইলেন। তিনি তৎকালে মূল বৈপ্লবিক সেনা লইয়া মালাকারা (Malacara) নগরে শিবির সন্নিবেশ করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন।

অষ্টম অধ্যায়

[ট্যাকোয়ারের—যুদ্ধ পরাজয় ও প্রতিযান—সান জোসের হঠাধিকার—বিজয় ও তাহার লজ্জাজনক পরিণাম—সাধারণতান্ত্রিক সেনার প্রায় সমূলে বিনষ্ট—সান মেরিনোতে অবস্থিতি—আনিটার প্রথম কুমারের জন্ম—পর্ব্বতের উপরিস্থিত সান গেব্রীল নগরে সাধারণতান্ত্রিক সেনার গমন—অরণ্যে ভয়ঙ্কর কষ্টভোগ—সান্ গেব্রীলে আগমন—পশুপালকের জীবিকা গ্রহণ—মন্টিভিডিও নগরে গমন—সেখানে কর্ম্মপ্রাপ্তি।]

১৮৪০ খৃষ্টাব্দের নিদাঘ-সময়ে সাম্রাজ্যতান্ত্রিক সেনাপতি জর্গ (Jorge) ট্যাকোয়ারে অসংখ্য সৈন্যসহ সাধারণতান্ত্রিক সেনার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গে চারি সহস্র পদাতিক, তিন সহস্র অশ্বারোহী ও অসংখ্যক কামান ছিল। সাধারণতান্ত্রিক সেনা আসিয়া ইহার অনতিদূরস্থ পিনহুরিনো (Pinhurino) পাহাড়ের অধিত্যকা-প্রদেশে ছাউনী করিল। তাঁহাদের সঙ্গে মোটে তিন সহস্র পদাতিক ও পাঁচশত মাত্র অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। উভয় পক্ষের বাছা বাছা সৈন্য এই যুদ্ধ-ক্ষেত্রে সমবেত হইল। বোধ হইল যেন, এই যুদ্ধে সাধারণতন্ত্রের অদৃষ্টের শেষ পরীক্ষা হইবে। কিন্তু জর্গ অতি সাহসী ও রণকুশল সেনাপতি হইয়াও কোনও অজ্ঞাতকারণে, সামান্য যুদ্ধের পর—অতি সুবিধার স্থান শত্রুদিগকে ছাড়িয়া দিয়া রজনী-যোগে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইলেন। সাধারণ-তান্ত্রিকেরা বীরত্ব দেখাইবার এরূপ সুযোগে বঞ্চিত হইলেন বলিয়া দুঃখ করিতে লাগিলেন। এই জন্য তাঁহারা পলায়মান শত্রুসেনার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। সাম্রাজ্যতান্ত্রিক সেনার এক অংশের সহিত দেশহিতৈষী দলের অগ্রবর্ত্তী অংশের সাক্ষাৎ হইল। দুই দলে ঘোরতর সংগ্রাম বাধিয়া উঠিল। রণে অদ্ভুত বীরত্বের পরিচয় দিয়া—রণক্ষেত্রে আপনাদিগের অর্দ্ধেককে রাখিয়া—আক্রমণকারী দেশহিতৈষিদল পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে বাধ্য হইলেন। যদি সাধারণতান্ত্রিক প্রধান সেনাপতি মূল সেনা লইয়া তাঁহাদিগের সাহায্য করিতে আসিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে এরূপভাবে পরাজয় ও অপমানের সহিত রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে হইত না। কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না। সুতরাং সাম্রাজ্যতান্ত্রিক সেনা ট্যাকোয়ার নদীর তীরে দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে অবস্থিতি করিতে লাগিল। সেই প্রদেশ এখন অগত্যা সাম্রাজ্যতন্ত্রের অধীনতা স্বীকার করিল। এদিকে দেশহিতৈষী দল এক্ষণে 'মালাকারা' নগরে গিয়া ছাউনী করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু তথায় অধিক দিনও থাকিতে সাহস না করিয়া অবশেষে বিউয়েনা ভিষ্টা (Bueua Vista) নগরে প্রস্থান করিলেন।

দেশহিতৈষিদল এক্ষণে উত্তর-প্রদেশস্থ সেণ্ট-জোস্ নগরের হঠাক্রমণের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই নগরে সুসংরক্ষিত দুর্গ সকল লস্পেটস্ নদীর (Los Patos) মুখে অবস্থিত,—সুতরাং ঐ প্রদেশে প্রবেশ করিবার দ্বার-স্বরূপ। সাম্রাজ্যতান্ত্রিকেরা সেনাপতি জর্গের সৈন্য উপচিত করিবার জন্য এই দুর্গ হইতে সৈন্য লইয়া গিয়া ইহাকে ক্ষীণবল করিয়া ফেলিয়াছিল। সাধারণতন্ত্র সভাপতি গঞ্জেলস্ এই সংবাদ পাইয়া এই দুর্গের হঠাধিকার দ্বারা নিজের গমনোন্মুখী সৌভাগ্যলক্ষ্মীকে প্রত্যানীত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই সুচারু প্ল্যান যেমন স্থিরীকৃত হইল—অমনি অনুষ্ঠিত হইল। সাধারণতান্ত্রিক সেনা প্রতিদিন পঁচিশ মাইল করিয়া হাঁটিয়া আট দিনে সেই নগরদ্বারে আসিয়া উপনীত হইলেন এবং বিশ্রামার্থ এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া নগরপরিখা পার হইয়া বেয়নেটের অগ্রে নগর দখল করিলেন। রণোন্মত্ত সাধারণতান্ত্রিক সেনা বিজয়ধ্বনি করিতে করিতে দুর্গ-প্রাচীরের উপর উঠিয়া লম্ফ দিয়া দুর্গা-ভ্যন্তরে পতিত হইয়া এক একটি করিয়া নগরের দুর্গ-সকল দখল করিয়া ফেলিল। বিজয়লক্ষ্মী আবার ফিরিয়া সাধারণ-তান্ত্রিকগণের অঙ্কশায়িনী হইলেন। কিন্তু তিনি চঞ্চলা—অধিক দিন একস্থানে থাকিবার নহেন। সাধারণতান্ত্রিক বিজয়-দর্পে অন্ধ হইয়া শৃঙ্খলা-ভ্রষ্ট হইয়া পড়িল ও নগর লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিল। বহুদিন হইতে সর্ব্বসুখে বঞ্চিত, অর্দ্ধাশনে ক্ষীণ ও দীন বসনে আবৃত সাধারণতান্ত্রিক সেনা আজ বিজয়ের দিনে—সকল শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া মনের সাধে যদৃচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইল। শীঘ্রই সব নষ্ট হইল। কাহারও আদেশ তাহাদিগকে সামরিক শৃঙ্খলায় আনিতে পারিল না। এ দিকে শত্রুরণতরি সকল হইতে কামানরাজি অবিরাম গোলাবৃষ্টি করিয়া নগরের পথ আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল এবং নদীর অপর-পারস্থ বন্দরের মুখে অবস্থিত বারিক ও দুর্গ সকল হইতে সাম্রাজ্যতান্ত্রিকসৈন্য সকল আসিয়া নগরের রক্ষাকার্য্যের ভারগ্রহণ করিল। অবিলম্বে বিজয়স্রোতস্বিনী প্রতিকূলগামিনী হইয়া সাধারণতান্ত্রিক

সেনাকে ভাসাইয়া লইয়া যাইবার উপক্রম করিল। অতঃপর অতি ভীষণ সংহার-কার্য্য উপস্থিত হইল—এবং নিমেষমধ্যে সাধারণতান্ত্রিক সেনা নিজ পাপের প্রায়শ্চিত্তবিধানের জন্য অর্দ্ধাঙ্গবিহীন হইয়া অশ্বারোহী সৈন্যের সাহায্যে বিউয়েনা ভিষ্টাতে ফিরিয়া গেল। গ্যারিবল্ডী তাঁহার উৎকৃষ্ট সৈন্যের অবশিষ্টাংশ লইয়া সেণ্টসাইমন সৈন্যাবাসে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সেই ভীষণ সংঘর্ষের পর গ্যারিবল্ডিনী সেনার—কর্ম্মচারী ও সৈনিক লইয়া—চল্লিশ জনমাত্র অবশিষ্ট ছিল।

দেশহিতৈষিদলের সেনামধ্যে সামরিক শৃঙ্খলা না থাকায় এই বিষময় পরিণাম ঘটিল। মুখোজ্জ্বলকারী বিজয় এইরূপ লজ্জাকর ও সর্ব্বসংহারী পরাজয়ে পরিণত হইল।

গ্যারিবল্ডীর অর্দ্ধাঙ্গ-রূপিণী আনিটা—কি সৌভাগ্যে কি দৌর্ভাগ্যে—কি গৃহে কি রণস্থলে—সকল স্থানে ও সকল অবস্থাতেই—ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুবর্ত্তন করিতেন। স্বামীকে ছাড়িয়া থাকিলে সতী উন্মাদিনীপ্রায় হইতেন। পাছে স্বামীর মৃত্যুতে জীবিত থাকিতে হয়, পাছে স্বামীর কোলে মরিতে না পান—এই জন্য তিনি অসংখ্য বিপদেও স্বামীকে ছাড়িয়া থাকেন নাই। তাই আজ প্রথম-গর্ভিণী আসন্নপ্রসবা প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তরা আনিটার প্রসব প্রতীক্ষায় গ্যারিবল্ডী সেঁণ্ট সাইমন্ নগরে অবস্থিত রহিলেন। আজ ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর শুভক্ষণে শুভ লগ্নে আনিটা নবকুমার প্রসব করিয়া স্বামীর আনন্দ বর্দ্ধন করিলেন। যে ইতালীয় মিনোত্তী (Menotti) জন্মভূমির উদ্ধারার্থ আত্মবলি দিয়াছিলেন—গ্যারিবল্ডী সেই মহাপুরুষের নামে পুত্রের নামকরণ করিলেন।

আসন্নপ্রসবা আনিটা পলায়নকারী সৈন্যের সঙ্গে থাকিয়া যে সকল দুর্ব্বিষহ কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন, তাহা আপাততঃ উপন্যাসমাত্র বলিয়া বিবেচিত হয়; কিন্তু যে অত্যুন্নত পতিপরায়ণতায় প্রণোদিত হইয়া সাবিত্রী স্বামীর জীবন ভিক্ষা করিবার জন্য যমালয়েও যাইতে কুণ্ঠিতা হন নাই, আজ সেই পতিপ্রাণতার বশবর্ত্তিনী হইয়াই—গ্যারিবল্ডীর জীবনসর্ব্বস্ব আনিটা—স্বামীর সঙ্গে মরণে রণে ঝাঁপ দিতে ভীতা বা কুণ্ঠিতা হন নাই। স্বামীকে ছাড়িয়া থাকিলে তাঁহার যে যন্ত্রণা হইত, তাহার সহিত তুলনায়—অনাহার, অনিদ্রা, পথিশ্রম প্রভৃতি ক্লেশ তাঁহার নিকট অতি সামান্য বলিয়া বোধ হইত। তাঁহার সঞ্জীবনৌষধ সঙ্গে থাকিত বলিয়া তিনি অকুতোভয়ে সৈন্যগণের সঙ্গে সমানে সকল কষ্ট সহিতে পারিতেন। যে দুরবস্থায় তাঁহার নবকুমারের জন্ম হইল, তাহা বর্ণনাতীত। তথাপি হাস্যময়ী বীররমণীর মুখে বিন্দুমাত্র অসুখসূচক চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয় নাই। সেই আসন্নসময়ে তাঁহার সাহায্যার্থ কোন ধাত্রী বা চিকিৎসক ছিল না। ভূমিষ্ঠ কুমারকে সুখ-শায়িত করিবার জন্য কোন শয্যা ছিল না। সেই সদ্যোজাত কুমারের শুশ্রূষার জন্য কোন আয়োজন ছিল না; এমন কি, তাহাকে আচ্ছাদন করিবার জন্য যৎসামান্য বস্ত্রাদিও ছিল না। তথাপি সেই পতিগতপ্রাণা বীরপত্নী একবারও অনুযোগ করেন নাই—একবারও নিজের অদৃষ্টের উপর দোষারোপ করেন নাই। ধন্য আনিটা! ধন্য তোমার পতিভক্তি! ধন্য তোমার সহিষ্ণুতা! ধন্য তোমার স্বাধীনতা-প্রিয়তা! ভারত-রমণী! এক দিন তোমার ভগিনী সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তী, দুর্গা—এইরূপ জ্বলন্ত পতিভক্তি দেখাইয়া আজও জগতে পূজিতা রহিয়াছেন। আর সে দিন দুর্গাবতী ও ঝান্সীর রাণী প্রভৃতিও যে অদ্ভুত বীরত্ব ও আত্মত্যাগ দেখাইয়া গিয়াছেন—তাহাতেও তাঁহারা নারীজাতির আদর্শ হইয়া রহিয়াছেন। আনিটা—পতিভক্তি, বীরত্ব, স্বাধীনতাপ্রিয়তা ও আত্মোৎসর্গের যেন জ্বলন্ত মূর্ত্তি। একাধারে এত গুণ আর অতি অল্প রমণীতেই দেখা গিয়াছে। আদর্শচ্যুত আর্য্যরমণী! যদি এই পতনের অবস্থা হইতে আপনাকে ও আর্য্যভূমিকে তুলিতে চাও ত আনিটাকে আদর্শ কর। উনবিংশ শতাব্দীতে সর্ব্বগুণসমাবেশের এত উচ্চ আদর্শ আর পাইবে না।

কুমার ভূমিষ্ঠ হইলে পর সকল বিপদের আশঙ্কা অপনীত হইল। গ্যারিবল্ডী নবজাত শিশুর গাত্রাচ্ছাদন ও প্রাণপ্রিয়া আনিটার জীবনধারণোপযোগী দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিবার জন্য সেত্তেম্ব্রিনা (Settembrina) নগরে গমন করিলেন। জলোচ্ছ্বাসে তখন সেই প্রদেশ ভাসিয়া গিয়াছিল। গ্যারিবল্ডী সেই জলরাশি ভেদ করিয়া অনেক কষ্টে সেই নগরে পৌঁছিয়া দ্রব্যাদি লইয়া অনেক দিনের কষ্টকর ভ্রমণের পর গৃহে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, গৃহ শূন্য পড়িয়া আছে—জনপ্রাণী সেখানে নাই। বীরের মস্তক ঘুরিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে তিনি অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। জীবন ভার বোধ হইতে লাগিল। এমন সময় একজন সংবাদ দিল যে, গৃহের অধিবাসীরা পলাইয়া গিয়া অদূরবর্ত্তী অরণ্যে লুক্কায়িতভাবে আছে। তখন তাঁহার দেহে জীবন আসিল। জিজ্ঞাসা করিয়া

জানিলেন যে, তাঁহার অনুপস্থিতির সময় গেরিলা সেনাপতি মরিঙ্গো সেই প্রদেশ আলোড়ন করিয়া ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত সাধারণতান্ত্রিকগণকে বাহির করিয়া অনেকের প্রাণসংহার করিয়াছে, সেই সময় আবার ভীষণ জল-ঝড়ে চতুর্দ্দিক্ আকুলিত হইতেছিল। *সেই সুযোগে জল-ঝড়ের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে সেণ্ট সাই-*মনস্থ পরিবারবর্গ অদূরবর্ত্তী জঙ্গলে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। গ্যারিবল্ডী স্বয়ং লিখিয়াছেন যে, তাঁহার "আনিটা প্রসবের দ্বাদশ দিবসে অৰ্দ্ধনগ্ন অবস্থায় অশ্বপৃষ্ঠে আসীন হইয়া অনাচ্ছাদিত নবজাত কুমারকে সম্মুখস্থ জিনের (Saddle) উপর আড়ভাবে শুয়াইয়া —সেই নির্ম্মম জল-ঝড়ের মধ্যে পলাইয়া অরণ্যমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।"

সেনাপতি মরিঙ্গো প্রচণ্ড ঝটিকার ন্যায় সেই প্রদেশ উন্মূলিত করিয়া চলিয়া গেলে সেই পরিবার-মণ্ডলী সেণ্ট সাইমনে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু ক্ষীণবল সাধারণতান্ত্রিক সেনা সেখানে আর অধিক দিন থাকা শ্রেয়ঃ মনে না করিয়া, প্রথমে ক্যাপিভারী (Capivari) নগরে গিয়া ছাউনী করিল; কিন্তু সে স্থানও নিরাপদ নহে দেখিয়া একবারে মিসনেস (Missiones) প্রদেশ অতিক্রম করিয়া যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইল। গ্যারিবল্ডিনী সেনা সেনাপতি ক্যানাবারোর সৈন্য-বিভাগের সহিত মিলিত হইয়া 'সৗরা ডা কামা' গিরিমালার গুহাপথ বলে ভেদ করিয়া গমন করিতে আদিষ্ট হইল! গ্যারিবল্ডীর উৎসর্গকৃতপ্রাণ নাবিকগণ এখন তাঁহার পদাতিক সৈন্যরূপে পরিণত হইয়াছে। সাধারণতন্ত্রিণী সেনা একবার—লেজেস, ভেকেরিয়া ও করিটিবানীতে নিবিড় অরণ্যসমাকুল ঘোর.গভীর গুহা-বিদারিত এই পাহাড়শ্রেণী ভেদ করিয়া আসিয়াছিল; আবার ইহাকে সেই যমদ্বার দিয়া ফিরিয়া যাইতে হইল। সভাপতি বেণ্টো গঞ্জেল্‌স মুল সেনা লইয়া মধ্যে চলিতে লাগিলেন। আর সেত্তেম্ব্রিনার সৈন্য পশ্চাদ্ভাগ রক্ষা করিতে করিতে চলিল।

সেই শোচনীয় প্রতিযানের আনুষঙ্গিক দুঃখকাহিনী আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করা অসাধ্য। অশন, বসন ও জীবন-ধারণোপযোগী অন্যান্য দ্রব্য-সামগ্রীর যে যথোচিত অভাব হইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। গ্যারিবল্ডী ও আনিটাও সেই প্রতিযানকারিণী সেনার সঙ্গে থাকিয়া তাহার সমস্ত কষ্টের অংশভাগী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের নবজাত কুমার তখন কেবল তিন মাস উত্তীর্ণ হইয়াছেন। পুত্রবৎসল পিতা সেই পুত্ররত্নকে বক্ষে করিয়া সেই বন্ধুর ও দুঃখপূর্ণ পথে চলিতে লাগিলেন। তাঁহার আনিটা একটি অনাহার-জর্জ্জরিত মরণাপন্ন অশ্বোপরি আসীনা হইয়া কথঞ্চিৎ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অপরাপর কঙ্কালাবশিষ্ট অশ্বের উপর অপরাপর বালক ও স্ত্রীলোক চড়িয়া যাইতে লাগিল। গ্যারিবল্ডী নিম্নলিখিত প্রকারে *এই প্রতিযানের শোচনীয় চিত্র প্রদান করিয়াছেন:—*

"আমাদের পদাতিক সৈন্যের কষ্ট বর্ণনাতীত। কারণ অশ্বারোহী সৈন্যগণ আপন আপন অশ্ব বধ করিয়া অশ্বমাংসে অতি কষ্টে জীবনধারণ করিয়াছিল; কিন্তু পদাতিক সৈন্যগণের সে সুবিধা ঘটে নাই। স্ত্রীলোক-গণের অতি অল্প এবং শিশুগণের তদপেক্ষাও অল্প সংখ্যা মৃত্যুগ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। বিগতপ্রাণা জননীর পার্শ্বে মৃতপ্রায় ভূপতিত শিশু-সন্তানগণকে —পশ্চাদ্গামী পুরুষ সৈন্যেরা যাইবার সময় তুলিয়া লইতে লাগিল—এবং যদিও আপনারা ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, পথিশ্রান্তিতে ও ভয়ঙ্কর শীতে মরণোন্মুখ হইয়াছিল—তথাপি তাহারা তাহাদিগের যত্নের বিন্দুমাত্র ত্রুটি করে নাই।" 'বিপদ্ বিপদমনুবর্ত্ততে' একটি বিপদ আর একটি বিপদের অনুবর্ত্তন করে। চতুর্দ্দিক্ বিপন্মেঘজালে অন্ধকারময়। তাহার উপর আবার পথিদর্শকেরা পথ ভুলিয়া যাইতে লাগিল। ইহাতে পথের দীর্ঘতা ও কষ্টের অনুপাত বাড়িতে লাগিল। তাহার উপর দুঃখের ভার পূর্ণ করিবার জন্যই যেন পর্জ্জন্যদেব অবিরাম জলবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

অবশেষে এইরূপ নয়দিন ক্রমাগত কষ্ট সহিয়া সেই পলায়মানা দীনা ক্ষীণা সাধারণতন্ত্রিণী সেনা সেই দুর্ভেদ্য অরণ্যানী ভেদ করিয়া সূর্য্যদেবের মুখ দেখিতে পাইলেন; এবং পশুপাল দেখিয়া আহারের আশায় উৎফুল্ল হইলেন। তাঁহারা গঞ্জেল্‌সের সেনার প্রতীক্ষায় ভেকারিয়ায় কিছুকাল অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

গঞ্জেল্‌সের সেনা কিছুকাল পরে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। অশ্রান্ত মরিঙ্গো ও তদীয় রুধির-পিপাসু সৈন্যদল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়ায়, তাঁহাদিগের আসিয়া পৌঁছিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইয়াছিল। মরিঙ্গোর অবিরাম আক্রমণে তাঁহাদের সংখ্যা এক-তৃতীয়াংশে পরিণত হইয়াছিল। অবশেষে গঞ্জেল্‌সের এক-তৃতীয়াংশমাত্র সৈন্য বিশৃঙ্খলভাবে ও অতি অবসন্ন অবস্থায় তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু তৃতীয় বিভাগ—সেত্তেম্ব্রিনার দুর্গ-সৈন্য (Grrison)—আর ফিরিল না। গ্যারিবল্ডীর প্রিয়বন্ধু ও সহ-স্বদেশ-হিতৈষী (Co-patriot) রসেটী এই সেনাবিভাগের

সেনাপতি ছিলেন। তিনি বীরত্ব ও রণনৈপুণ্যের অনেক দৃষ্টান্ত দেখাইয়া রণস্থলে প্রাণ পরিত্যাগ করেন। তাঁহার অকাল-মৃত্যু গ্যারিবল্ডীর নিকট বজ্রপাততুল্য বোধ হইল। গ্যারিবল্ডী বুঝিলেন—তাঁহার এ অভাব আর এ জীবনে পূরণ হইবে না।

ভেকেরিয়া হইতে সাধারণতন্ত্রিণী সেনার হতাবশিষ্ট মিস্‌নেস্ প্রদেশ অতিক্রম করিয়া স্যান্ গ্রেবরীল্ নগরে গমন করিল ও তথায় গিয়া সৈন্যাবাস নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে অবস্থিতি করিতে লাগিল।

রসেটীর মৃত্যুতে ভগ্নহৃদয় হইয়া ও রাইওগ্রাণ্ডি সাধারণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নৈরাশ্যময় দেখিয়া, গ্যারিবল্ডী তথাকার কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মন্টিভিডিওতে গমন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। বিগত ছয় বৎসর কাল তিনি এই সাধারণতন্ত্রের সুখে ও দুঃখে ইহার অধীনতায় কর্ম্ম করিলেন। এই কয় বৎসর কাল তিনি যে বেতন পাইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার ও তাঁহার স্ত্রীর পরিধানের বস্ত্রের মূল্যও উঠে নাই। যিনি বিপদে সম্পদে এই ছয় বৎসর কাল রাইওর জন্য প্রাণোৎসর্গ করিয়াছিলেন, সেই গ্যারিবল্ডী আজ কপর্দ্দক-শূন্য হইয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছেন দেখিয়া গঞ্জেল্‌সের হৃদয় ব্যথিত হইল। কিন্তু সাধারণতন্ত্রের ধনাগার আজ শূন্য। সুতরাং 'উথায় হৃদিলীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ' আজ তাঁহার মনের সাধ মনে উঠিয়া মনেই বিলীন হইল! তিনি গ্যারিবল্ডীকে নগদ কিছুই দিতে পারিলেন না। তবে তিনি এই আদেশ করিলেন যে, পম্পাস্ ক্ষুদ্রবনী হইতে তিনি যত ইচ্ছা তত পশুপাল ধরিয়া লইয়া যাইতে পারেন। গ্যারিবল্ডী ইহাতেই সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি একাদিক্রমে কুড়ি দিনে নয় শত পশু সংগ্রহ করিয়া বিক্রয়ার্থ তাহাদিগকে তাড়াইয়া দক্ষিণাভিমুখে লইয়া চলিলেন। নয় শত আরণ্য পশুকে একত্র করিয়া তাড়াইয়া লইয়া যাওয়া এক বিষম সমস্যার কথা। রাইয়োনিগ্রো পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে যাইতে সেই পশুপালের অর্দ্ধেক পলাইয়া গেল। তখন গ্যারিবল্ডী উপায়ান্তর না দেখিয়া অপরার্দ্ধকে বধ করিয়া তাহাদিগের চর্ম্ম ও বসা লইয়া বাজারে বিক্রয় করিতে গেলেন। তাহা বিক্রয় করিয়া ব্যয়-বাদে তাঁহার আড়াই শত টাকা উদ্বৃত্ত হইল। গত ছয় বৎসরের নিরন্তর শ্রমের জন্য তিনি ইহার অধিক আর কিছুই পান নাই। কিন্তু সেই স্বভাবসন্ন্যাসী ইহাতেই পরিতৃপ্ত হইলেন। কারণ, ইহাতেই তাঁহার স্ত্রী-পুত্রের আপাততঃ প্রয়োজনীয় সমস্ত নির্ব্বাহ হইল। তিনি ইহার অধিকের জন্যও প্রার্থী ছিলেন না।

গ্যারিবল্ডী নিরাপদে মন্টিভিডিওতে পৌঁছিয়া নির্ব্বাসিত ইতালীয়গণ কর্ত্তৃক মহাসমাদরে গৃহীত হইলেন। ইতালীর অকৃতকার্য্য বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান—ইতালীর দেশহিতৈষী বীরবৃন্দকে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত করে। তাঁহাদিগের কেহ ইংলণ্ডে, কেহ ফ্রান্সে, কেহ সুইজর্লণ্ডে ও অনেকে জীবন লইয়া আমেরিকায় পলায়ন করেন। সকলেরই হৃদয়ের একমাত্র আশা যে, আবার ইতালী উঠিবে—আবার তাঁহারা আহূত হইয়া জন্মভূমির চিরলুপ্ত স্বাধীনতা উদ্ধার করিবার জন্য অস্ত্র গ্রহণ করিবেন। প্রত্যেক ইতালীয় নির্ব্বাসিত—অন্তরে এই আশালতা পোষিত করিয়া কথঞ্চিৎ নির্ব্বাসন-ক্লেশ সহ্য করিতে লাগিলেন। এই নির্ব্বাসিত দলের কতকগুলি ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সে গমন করিয়া সেই সাধারণতন্ত্রের অতি উচ্চ ও দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্ম সকল গ্রহণ করিতে লাগিলেন। কেহ কালেজের অধ্যাপক, কেহ অনুবাদক, কেহ সম্পাদক, কেহ কেরাণী, কেহ এজেণ্ট, কেহ বা সঙ্গীত-শাস্ত্রের অধ্যাপক হইতে লাগিলেন। এই কারণে তাঁহাদিগের অধিক সংখ্যা দক্ষিণ-আমেরিকায় গিয়া বসতি করিতে লাগিলেন। ইহার প্রথম কারণ এই যে—দক্ষিণ-আমেরিকায় দ্রব্যাদি সুলভ বলিয়া তথাকার আজীব সহজ-সাধ্য; দ্বিতীয় কারণ এই যে, তৎকালে দক্ষিণ-আমেরিকার সাধারণতন্ত্রসমবায় ব্রাজিল-সাম্রাজ্যের সহিত ঘোরতর সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং তথায় থাকিলে স্বাধীনতাসমরে দীক্ষিত হইয়া ভবিষ্যতে তাঁহারা জন্মভূমির উদ্ধার-সাধনের সহায় হইতে পারিবেন। রাইও-ডি-লা-প্লাটা (Rio de la Plata) নদীতীরে অবস্থিত মন্টিভিডিও নগর শুদ্ধ যে ইউরোগোয়া প্রদেশের রাজধানী বলিয়া প্রখ্যাত, এরূপ নহে; সেই প্রদেশের ইহা অদ্বিতীয় বাণিজ্যস্থান বলিয়াও প্রসিদ্ধ। এই জন্যই গ্যারিবল্ডীর দেশস্থ অনেক নির্ব্বাসিত বাণিজ্য দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবার জন্য সেই নগরে আসিয়া বসতি করেন। গ্যারিবল্ডীর অদ্ভুত বীরত্বের কাহিনী পূর্ব্ব হইতেই তাঁহারা শ্রুত ছিলেন। এই জন্য তাঁহারা আজ চির-পরিচিত বন্ধুর ন্যায় গ্যারিবল্ডীকে অভ্যর্থিত করিলেন। তাঁহাদের হৃদয়ের অতি প্রিয়তম,—ইতালীর সঞ্জীবন কার্য্যে—গ্যারিবল্ডীর পূর্ণ সহানুভূতি ছিল বলিয়া গ্যারিবল্ডী তাঁহাদের নিকট আরও প্রিয় হইলেন।

চর্ম্ম ও বসা বিক্রয় করিয়া যে আড়াই শত টাকা হইয়াছিল, তাহা নিঃশেষিত হওয়ায় গ্যারিবল্ডীকে স্ত্রী ও পুত্রের ভরণ-পোষণের জন্য অচিরাৎ কোন সুযোগ উপস্থিত না থাকায় তিনি দালালী আরম্ভ

করিলেন। রোমীয় রেসম হইতে ইতালীয় পোষ্টবোর্ড পর্য্যন্ত—সমস্ত পণ্যজাতের নমুনা লইয়া তিনি বাটী বাটী বেড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাতে যাহা হইত, তাহাতে তাঁহার সংসারের সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ হইত না বলিয়া তিনি ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে পেয়োলা সেমৈদী (Paola Semeidi) নামক কোন ইতালীয়ের স্কুলে অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হইলেন।

নবম অধ্যায়

[আন্‌জানির সহিত বন্ধুত্ব—প্রাচ্য-রণতরির (Oriental Squadron) অধিনায়কত্ব গ্রহণ —পারাণা বহিয়া উর্দ্ধাভিমুখে গমন—ভীষণ গোলা-বর্ষণ—আর্জেন্টাইন্ ফ্লোটিল্লার সহিত সাক্ষাৎকরণ—শত্রুরণতরির গতিরোধ—পারাণা নদীতীরে ভীষণ যুদ্ধ—আর্জেন্টাইন ফ্লোটিল্লার তাঁহাদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ—জাহাজে অগ্নি-প্রদান-পূর্ব্বক নদী বাহিয়া উর্দ্ধাভিমুখে পলায়ন—করিয়েন্টেসে অবস্থান—স্যান-ফ্রান্সিস্‌কোতে গমন করিতে আদেশ—আরোয়ো-গ্রান্ডির যুদ্ধ।]

মন্টিভিডিওতে যে সকল নির্ব্বাসিত ইতালীয়ের সহিত গ্যারিবল্‌ডীর আত্মীয়তা জন্মে—তাহার মধ্যে আন্‌জানি (Anjani) বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। আন্‌জানি ম্যাটসিনির আদর্শে গঠিত—উদ্দীপনাপূর্ণ, উদ্যমশীল, রণকুশল, লক্ষ্যসাধনে উপসর্গীকৃতপ্রাণ, স্বাধীনতাপ্রিয় ও স্বদেশানুরাগোদ্দীপিত। ম্যাটসিনি ও গ্যারিবল্‌ডীর নিম্নে এত গুণের একত্র সমাবেশ—আর অল্প ইতালীয় নির্ব্বাসিতে পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। হৃদয়ের এরূপ ঐকতানিকতা থাকায় প্রথম-দর্শন-দিবস হইতেই তাঁহারা পরস্পরকে যেন সহোদর ভ্রাতার ন্যায় দেখিতে লাগিলেন। ভালবাসা গ্যারিবল্‌ডীর হৃদয়ের একটি প্রধান ধর্ম্ম। তিনি স্বদেশানুরাগে উন্মত্ত ছিলেন। এই জন্য স্বদেশানুরাগী ব্যক্তি-মাত্রকেই তিনি হৃদয়ের সহিত ভালবাসিতেন। বিশেষতঃ যিনি ইতালীকে স্বাধীন করিয়া রোমকে আবার ইতালীর রাজধানী করিতে চাহেন—তিনি ত গ্যারিবল্‌ডীর হৃদয়ের উপরে দেবতা। আন্‌জানির জীবনের তাহাই লক্ষ্য ছিল বলিয়া আন্‌জানিকে তিনি প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন।

বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা বা বণিকের দালালী—উত্তেজনা-প্রিয় গ্যারিবল্‌ডীর অধিক দিন ভাল লাগিল না। রণস্থল গ্যারিবল্‌ডীর ক্রীড়া-প্রাঙ্গণ। আনিটাও শান্তিময় জীবন অপেক্ষা তরঙ্গময় জীবন অধিকতর ভালবাসিতেন। সুতরাং তাঁহারা রণস্থলে যাইবার সুবিধা অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, এবং নিরন্তর সমরনিমগ্ন দক্ষিণ-আমেরিকায় তখন সে সুবিধার অপ্রতুলও ছিল না।

মন্টিভিডিও সাধারণতন্ত্রই তৎকালে প্রাচ্য সাধারণতন্ত্র নামে আখ্যাত হইত। যৎকালে গ্যারিবল্‌ডী দালালী ও শিক্ষকতায় নিযুক্ত ছিলেন, তখন ইহার সভাপতি জেনারেল রিভেরা, ডিক্টেটর রোজাসের সহিত ঘোরতর সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। রোজাস্ চতুর্দ্দিকস্থ সাধারণতন্ত্রকে পর্য্যুদস্ত করিয়া নিজের সাম্রাজ্যভুক্ত করিবেন সঙ্কল্প করিয়া একে একে সাধারণতন্ত্রকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিজয়দৃপ্ত সেনা মত্ত মাতঙ্গদলের ন্যায় এইক্ষণে মন্টিভিডিও সাধারণতন্ত্র উন্মথিত করিয়া বেড়াইতেছিল। জেনারেল রিভেরার সৈন্য পদে পদে সেই মহতী সেনার নিকট পরাজিত হইতেছিল। রিভেরা সেই উন্মাথিনী সেনার গতিরোধ করিতে অক্ষম হওয়ায় ওরাইবস্ (Ouribes) তাঁহার পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার কদর্য্য শাসনে উত্তেজিত হইয়া উক্ত সাধারণতন্ত্রের অধিবাসিবৃন্দ তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া রিভেরাকে আবার সভাপতির পদে প্রতিষ্ঠাপিত করিল। ওরাইবস্ পদচ্যুতিতে ক্রোধোন্মত্ত হইয়া প্রবল সেনা লইয়া রিভেরার সম্মুখীন হইলেন, কিন্তু রিভেরা কর্ত্তৃক পরাস্ত হইয়া বিউয়েনস্ এয়ারেস্ (Buenes Aares) রাজ্যের অধীশ্বর রোজাসের শরণাপন্ন হইলেন। রোজাস্ তাঁহার পক্ষসমর্থনে সম্মত হইলেন ও তাঁহাকে আপনার সমস্ত সৈন্যের অধিনায়কপদে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। রোজাস্ স্বয়ং সেই সময় মাধ্যমিক বা একত্ববাদী (Centralists or Unitarians) দলের সেনাপতি লাভেল্ (Lavelle) ও পাজের (Paz) সঙ্গে সমরে নিযুক্ত ছিলেন। ওরাইবস্ আসিয়া সেনাপতি লাভেল্‌কে পরাজিত ও পাজকে রণক্ষেত্র ছাড়িয়া পলায়ন করিতে বাধ্য করিলেন। ইঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া ওরাইবস মন্টিভিডিয়ো অভিমুখে অভিযান করিলেন। রিভেরা এই সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ সীমান্তবর্ত্তী নদী পার হইয়া বিউয়েনস এয়ারেস্ রাজ্যে উত্তীর্ণ হইয়া ওরাইবসের গতিরোধ করিলেন। সহস্র মাধ্যমিক সৈন্য করিয়েন্টিস্ হইতে আসিয়া রিভেরার সহিত মিলিত হইল। এদিকে ওরাইবসের সঙ্গে সহস্র রণদীক্ষিত পদাতিক, অসংখ্য

রণোৎসাহী অশ্বারোহী ও অশ্বপরিচালিত অসংখ্য কামান ছিল। এই প্রবল সৈন্যের নিকট রিভেরা পরাজিত হইলেন। ওরাইবস্ এক্ষণে মন্টিভিডিয়ো রাজ্য আক্রমণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। প্রাচ্য সাধারণতন্ত্র এই সঙ্কট সময়ে সেনাপতি পাজকে সমবেত সাধারণতন্ত্রিণী সেনার অধিনায়কপদে ব্রতী করিলেন। সকল দেশের লোককেই সেই সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিবার অধিকার প্রদান করা হইল এবং সাধারণতন্ত্রের সমস্ত লোক যেন একদেহ হইয়া সেই ঘৃণিত আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইল।

গ্যারিবল্ডী যখন মন্টিভিডিয়ো রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হন, তখন সেই রাজ্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এইরূপ ছিল। ঘৃণিত রোজাসের যথেচ্ছাচারকাহিনী গ্যারিবল্ডী পূর্ব্ব হইতেই শ্রুত ছিলেন। এই সুযোগ পাইয়া তিনি তাঁহার সমুচিত শাস্তিবিধানের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। বিশেষতঃ মন্টিভিডিয়ো—নির্ব্বাসিত ইতালীয়বৃন্দকে যেরূপ যত্নের সহিত আশ্রয় দিয়াছেন, তাহাতে মন্টিভিডিয়োর বিপদে তাঁহাদিগের প্রাণোৎসর্গ করা উচিত। এই মহান্ ভাবে উদ্দীপিত হইয়া গ্যারিবল্ডী পারিবারিক সুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আবার সমরের দুঃখযন্ত্রণাময় জীবনে প্রবিষ্ট হইলেন। এবার তিনি আনিটাকে স্ত্রীজনোচিত গৃহকার্য্যে ও পুত্রের লালনপালনে নিযুক্ত করিয়া একাকী রণক্ষেত্রে চলিলেন।

যেমন এক্ষণে বাঙ্গালীরা নির্ব্বীর্য্য ও ভীরু বলিয়া সকলের পরিহাস-পাত্র হইয়াছেন, সেইরূপ সেই সময়ে ইতালীয়েরা ভীরু ও নির্ব্বীর্য্য বলিয়া জগতের কৃপার পাত্র ছিলেন। মন্টিভিডিয়োতে উপনিবেশিত ইতালীয়গণও মন্টিভিডিয়োবাসিগণ কর্তৃক সেই ভাবে গৃহীত হইতেন। গ্যারিবল্ডীর শৌর্য্য-বীর্য্যে তাঁহারা কেবল গ্যারিবল্ডীকে বিভিন্ন ধাতুর লোক বলিয়া মনে করিতেন। এই জন্য মন্টিভিডিয়ো গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধ-বিগ্রহাদি বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ লইয়া চলিতেন। কিন্তু প্রকৃত দেশহিতৈষী ব্যক্তি নিজের আহার-নিদ্রা ও সুখ্যাতি অতি তুচ্ছ পদার্থ বলিয়া মনে করেন। সেই পরিমাণে আবার তিনি স্বদেশের নিন্দাসুখ্যাতিতে ক্রত-সঙ্কালনীয়। গ্যারিবল্ডীকে কেহ ভীরু ও কাপুরুষ বলিলে তিনি ভ্রূক্ষেপও করিতেন না। কিন্তু "ইতালীবাসীরা ভীরু ও কাপুরুষ,"—এ কথা শুনিলে তাঁহার মর্ম্মস্থল বিদীর্ণ হইত। অথচ গ্যারিবল্ডীকে এ কথা সর্ব্বদাই শুনিতে হইত। জাতীয় কলঙ্কের অপনোদন মানসে তিনি তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 'ইতালীয় সৈন্যদল' (Italian Legion) প্রতিষ্ঠাপিত করেন। তাঁহার নামের মোহিনীশক্তিগুণে ও তাঁহার জ্বালাময়ী উদ্দীপনায় অচিরকালমধ্যে প্রায় আটশত নির্ব্বাসিত ইতালীয় তাঁহার পতাকামূলে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

তিনি এই বলিয়া এক ঘোষণা-পত্র প্রচার করিলেন যে, "যে রাজ্য অতি বিপন্ন অবস্থায় নির্ব্বাসিত ইতালীয়গণকে আতিথ্যপূর্ণ আশ্রয় প্রদান করিয়াছেন, সে রাজ্যের এই আসন্ন বিপদে প্রত্যেক ইতালীয়ের জীবন উৎসর্গ করা উচিত।" তাঁহার এই সহৃদয় আহ্বানে কোন ইতালীয়ই উদাসীন থাকিতে পারিলেন না। সকলেই একবাক্যে ইতালীর অপযশ-কালিমা ক্ষালনার্থ ও আতিথ্যের প্রতিদানার্থ—মন্টিভিডিয়োর রক্ষার্থ গ্যারিবল্ডীর পতাকামূলে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

এই বিখ্যাত পতাকা মন্টিভিডিয়োর সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ গ্যারিবল্ডীর জন্য স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়াছেন। এই পতাকা কৃষ্ণ রেশমে নির্ম্মিত। ইহার উপর প্রচণ্ড ধাতুনিস্রাব উদ্গীরণকারী বিসুভিয়স্ পর্ব্বতের প্রকাণ্ড বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত। এই অপূর্ব্ব পতাকার মোহিনী শক্তি-বলে 'ইতালীয় লীজন' অজেয় হইয়া সল্টো সেণ্ট আণ্টোনিয়ো, কাটালাফিমি ও মিলাজো প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সমরে জয়লাভ করেন। সল্টো সেণ্ট আণ্টোনিয়ো রণজয়ের স্মৃতি উদ্দীপিত রাখিবার জন্য এই পতাকার উপরে সুবর্ণ অক্ষরে 'February 8, 1846' এই কয়েকটি অক্ষর অঙ্কিত করিয়া দেন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারীতেই উক্ত রণে 'ইতালীয় লীজন' অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক জয়লাভ করেন। এই পতাকাটি গ্যারিবল্ডী ইউরোপে লইয়া যান। সিসিলীয় সমরে এই পতাকা শত্রুহস্তে পতিত হয়। কিন্তু গ্যারিবল্ডী অচিরাৎ ইহার উদ্ধার-সাধন করিয়া ক্যাপ্রেরাদ্বীপস্থ নিজবাসে তাহা রাখিয়া দেন। এক্ষণে ইহা জীর্ণশীর্ণ অবস্থায় রমণীয় ফ্রেমে কাচমণ্ডিত হইয়া গ্যারিবল্ডীর অপূর্ব্ব কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ তদীয় জামাতা সেনাপতি ক্যানজিওর জেনোয়াস্থিত বৈঠকখানা উজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছে।

গ্যারিবল্ডী মন্টিভিডিয়ো গবর্ণমেণ্টকে আপনাদিগের অভিপ্রায় জানাইলে, মন্টিভিডিয়ো গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে তিনখানি জাহাজাধিষ্ঠিত—এক রণতরির অধিনায়কত্ব প্রদান করিলেন। এই তিনখানি জাহাজের নাম (১) কনষ্টিউসন (Constitution), (২) প্রোসিডা (Proceda) ও (৩) পেরেসিয়া (Perescia)। মন্টিভিডিয়ো গবর্ণমেণ্ট গ্যারিবল্ডীকে এই তিনখানি জাহাজ লইয়া, রোজাস্ কর্তৃক আক্রান্ত ও উৎপীড়িত

করিয়েণ্টিস্ নগরের অধিবাসিবৃন্দের সাহায্যার্থ 'পারাণা' নদী বহিয়া উর্দ্ধপ্রদেশে গমন করিতে আদেশ করিলেন। ওরাইবস্‌কে মণ্টিভিডিয়োর আক্রমণ হইতে প্রত্যাবৃত্ত করিবার জন্য এই সামরিক কৌশল অবলম্বন করা হয়। এই নদী অতিশয় বক্রগামিনী ও দৈর্ঘ্যে ছয় শত মাইল। ইহার উভয় তীরেই অল্প অল্প অন্তরে শত্রুদিগের অসংখ্য দুর্গ স্থাপিত। তথা হইতে অনন্ত গোলাবর্ষণে গ্যারিবল্‌ডীর গতি প্রতিপদেই প্রতিহত হইবার সম্ভাবনা। যদি তাঁহার জাহাজগুলি চড়ায় না বাধে, তথাপি তীরস্থ কামানরাজির অবিরাম গোলাবৃষ্টিতে সেগুলি ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। গ্যারিবল্‌ডী অনেক দূর আসিয়া বুঝিলেন যে, তিনি এখন জালে পড়িয়াছেন। তিনি দেখিলেন, নদীর প্রতি বক্রে (বাঁকে) ধ্বংস বা অপযশ তাঁহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইতেছে। কিন্তু তাঁহার সিংহহৃদয় কিছুতেই ভীত বা দমিত হইবার নহে। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, এরূপ নৈরাশ্যময় অভিযানকে গৌরবের অভিযানে পরিণত করিবেন।

শত্রুরণতরীর অধিনায়ক আডমিরাল ব্রাউন গ্যারিবল্‌ডীর অনুসরণ আরম্ভ করিলেন। তিনি পারাণা ও ইউরুগোয়া নদীদ্বয়ের সঙ্গম-স্থলে অবস্থিত—মার্টিন গার্সিয়া (Martin garcia) নামক বন্দরের দুর্গ পার হইয়া যেমন অগ্রসর হইয়াছেন, অমনি তাঁহার তিনখানি জাহাজের উপর ভীষণ গোলাবৃষ্টি হইতে লাগিল। ইহাতে অনেক রণদক্ষ নাবিক ও কর্ম্মচারী মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। এদিকে কনষ্টিটিউসন নামক জাহাজখানি চড়ায় বাধিয়া গেল। তাহাকে লঘুতর করিয়া ভাসাইবার জন্য তাহার দ্রব্যসামগ্রীগুলি "প্রোসিডা" নামক জাহাজে তুলিতে হইল। সেই দুর্ব্বহ ভারে সে জাহাজখানিও এক প্রকার অকর্ম্মণ্য হইয়া রহিল। কেবল 'পেরেসিয়া' মাত্র কর্ম্মণ্য রহিল। এই অবস্থায় সাতখানি শত্রুরণতরী তাঁহাদিগের উপর আসিয়া পড়িল। যখন নৈরাশ্যের মেঘে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন হইল, তখন যেন কোন দৈবীশক্তি তাঁহাদিগের উদ্ধারার্থ অবতীর্ণ হইলেন। এই সময় আড মিরাল ব্রাউনের রণতরী—যাহা শত্রু-পতাকা ধারণ করিয়া সর্ব্বাগ্রে চলিতেছিল—চড়ায় বাধিয়া গেল। ইহা সঙ্কীর্ণ নদীর বক্ষঃস্থল জুড়িয়া থাকায় পশ্চাদ্বর্ত্তী শত্রু-রণতরীষট্‌ক অগ্রসর হইতে পারিল না। সুতরাং অগ্রবর্ত্তী জাহাজের ভাসিয়া উঠার প্রতীক্ষায় পশ্চাদ্বর্ত্তী জাহাজ-গুলিকে প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হইল। ইহাতেই সে যাত্রায় গ্যারিবল্‌ডীর রণতরী পূর্ণধ্বংস হইতে রক্ষা পাইল। কারণ, সেই অবসরে 'কনষ্টিটিউসন'ও ভাসিয়া উঠিল—ও প্রোসিডা হইতে তাহার দ্রব্য-সামগ্রীও তাহাতে তোলা হইল। গ্যারিবল্‌ডীর তিনখানি জাহাজই অতঃপর যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। এদিকে বিধাতা গ্যারিবল্‌ডী ও তাঁহার অনুযাত্রিকবর্গকে শত্রুর করাল গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার জন্যই যেন স্বর্গ হইতে তাঁহাদিগের উপর দুর্ভেদ্য কুজ্‌ঝটিকারূপ আবরণ প্রক্ষেপ করিলেন। সেই দৈব আবরণে আবৃত থাকিয়া অনুকূল বায়ুর সাহায্যে তাঁহারা অতিবেগে নদীর উর্দ্ধদেশে চলিলেন। নদীপথে স্যান্ নিকোলাস্ (San Nicholas) বন্দরে অনেকগুলি বাণিজ্যতরি তাঁহাদিগের হস্তগত হইল। যে বাজাডা নগরে গ্যারিবল্‌ডী পূর্ব্বে কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন, তথায় আসিয়া তিনি দেখিলেন, তাঁহাকে গ্রাস করিবার জন্য কামান সকল মুখব্যাদান করিয়া আছে। কিন্তু অনুকূল বায়ু আবার তাঁহার সাহায্যার্থ আসিল। তাঁহার জাহাজ সকল পালভরে যেন স্ফীতবক্ষে শত্রুর কামানগুলিকে পরিহাস করিতে করিতে দ্রুতবেগে চলিয়া গেল। প্রতি বন্দরেই তাঁহার গতিরোধ করিবার জন্য ব্যাটারী সংস্থাপিত হইয়াছিল। প্রতি স্থানেই প্রায় অনুকূল বায়ুর সাহায্যে তাঁহারা কামানের লক্ষ্য অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেলেন। দুই এক স্থলে মাত্র ঈষৎ সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। সেরিটো বন্দরে (Cerito) একটি তীর-যুদ্ধে তাঁহারা ছয়টি কামানকে নীরব করিয়া অনেকগুলি পণ্যজাত-পূর্ণ বাণিজ্য-জাহাজ অধিকার করিলেন। ইহাতে তাঁহাদিগের খাদ্যাদির যে অভাব ছিল, তাহার পূরণ হইল।

ক্যাভালো কোয়াটিয়া (Cavlloquattia) নগরে সাধারণতান্ত্রিক ফ্লোটিল্লা আসিয়া তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইল। এই মিলিত রণতরী ব্রেভা (Brava) উপকূল পর্য্যন্ত নদী বাহিয়া চলিল। কিন্তু ব্রেভা উপকূল উত্তীর্ণ হইয়া নদীর অগভীরতা নিবন্ধন তাঁহাদিগকে জোয়ারের প্রতীক্ষায় কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিতে হইল। এই সুযোগে আডমিরাল ব্রাউন উহার রণতরি লইয়া তাঁহাদিগের দিকে সবেগে আসিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া গ্যারিবল্‌ডী তাঁহার জাহাজগুলিকে যুদ্ধার্থ শ্রেণীবদ্ধ করিয়া নদীর এ পার ও পার জুড়িয়া স্রোতের সমকোণভাবে রাখিলেন। যখন জলসেনাপতি ব্রাউন আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার অভ্যার্থনার্থ যুদ্ধের সমস্ত আয়োজনই প্রস্তুত হইয়াছিল। গ্যারিবল্‌ডী তাঁহার গতিরোধ করিবার

জন্য নদীতীরে কামানরাজি গোলাপূর্ণ করিয়া ও পদাতিক সৈন্য সকলকে বারুদ-গুলী-পূর্ণ বন্দুক-হস্তে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জুন তারিখে প্রত্যূষে উভয় সৈন্যে তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া উঠিল। সমস্ত দিন অবিশ্রামে যুদ্ধ চলিয়াছিল। উভয় পক্ষেই অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শিত হইয়াছিল। কেবল রজনী আসিয়া যুদ্ধের ক্ষণিক বিরাম সংঘটিত করিল। এই যুদ্ধে গ্যারিবল্ডীর রণতরী সকল ছিন্ন-ভিন্ন হয় ও ইহাদের বীর নাবিকবৃন্দ ও কর্ম্মচারিগণের অধিকাংশ হত বা আহত হন; রজনীর অন্ধকারে সেই হতাবশিষ্ট ক্লান্ত বীরবৃন্দ শৃঙ্খল কাটিয়া গুলী প্রস্তুত করেন ও জাহাজের জীর্ণসংস্কার-কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। প্রত্যূষে অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধের উদ্যোগে নিযুক্ত থাকায় সমস্ত রাত্রি তাঁহারা একেবারে চক্ষু মুদ্রিত করিতে পারেন নাই। গ্যারিবল্ডী আর্জেন্টাইন্ তরিগুলিকে পশ্চাদ্ভাগে সুসজ্জিত করিয়া রাখিলেন—অভিপ্রায় এই যে, যদি তাঁহাদের যুদ্ধে পরাজয় হয়, তবে সেই তরিতে আরোহণ করিয়া তাঁহারা দ্রুত পলায়ন করিবেন। আর যদি পরাজয় না হয়, তথাপি যুদ্ধের গাঢ়তার সময় এগুলি তাঁহাদের বিশেষ সাহায্যে আসিবে। রাত্রিতে গ্যারিবল্ডী আহত সৈন্যগণের শুশ্রূষাকার্য্যের তত্ত্বাবধানে নিয়োগ করিবার জন্য যখন কমাণ্ডারের অনুসন্ধান করিলেন, তখন জানিতে পারিলেন যে, ভীরু কমাণ্ডার যুদ্ধের সময় পলায়ন করিয়াছে। এই সংবাদে জয়লাভ বিষয়ে গ্যারিবল্ডী একবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন। এখন তিনি পলায়ন ব্যতীত আর গত্যন্তর দেখিলেন না। প্রত্যূষে যুদ্ধ বাধিল বটে; কিন্তু গ্যারিবল্ডীর নাবিকবৃন্দের শারীরিক দৌর্ব্বল্য, গোলাগুলীর অভাব, জাহাজগুলির ভগ্ন ও মজ্জনোন্মুখী অবস্থা—এই সমস্ত প্রতিকূল ঘটনা সমবেত হইয়া তাঁহাকে দীর্ঘকাল ইহা চালাইতে দিল না। গ্যারিবল্ডী তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া জাহাজগুলিতে আগুন লাগাইয়া, সবলে কেরিয়েন্টিন্ অভিমুখে যাত্রা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। বিজয়দৃপ্ত শত্রুসৈন্যের অবিরাম অগ্নিবর্ষণের মধ্যেই তিনি নাবিকবৃন্দকে ও আহত ব্যক্তিগণকে খাদ্যসামগ্রীসহ ছোট ছোট বোটে তুলিয়া ঊর্দ্ধাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যে সকল আহত ব্যক্তির জীবনের কোন আশা ছিল না,—তৎকালীন সামরিক প্রথা অনুসারে তাঁহারা আপন বন্ধুবান্ধব দ্বারা আপনাদের যন্ত্রণাময় জীবনের অবসান করাইয়া লইলেন। সকলেই নিরাপদে পৌঁছিলে একখানি বোট হইতে গ্যারিবল্ডী স্বয়ং জাহাজগুলিতে অগ্নি প্রদান করিয়া সর্ব্বশেষে ঊর্দ্ধপ্রদেশে পলায়ন করিলেন। শত্রু কামানরাজির গর্জ্জন শুনিতে শুনিতে ও জাহাজগুলির জ্বালাময়ী মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে গ্যারিবল্ডীর ক্ষুদ্র বোটগুলি ঊর্দ্ধাভিমুখে চলিতে লাগিল। গ্যারিবল্ডীর জাহাজগুলি একে একে সকলই ভস্মসাৎ হইল—তাঁহার বড় সাধের 'কন্ষ্টিটিসন্' নামক জাহাজখানি সকলের শেষে দগ্ধ হইল। সেই জাহাজে বারুদখানা ছিল—তাহাতে যখন আগুন লাগিল, তখন এক ভীষণ গগনবিদারী শব্দ উত্থিত হইল। বোধ হইল যেন আগ্নেয়গিরি ভিসুভিয়স্ শতবর্ষের নিদ্রার পর আবার ধাতুনিস্রাব নির্গত করিতে লাগিল। জাহাজগুলি ভস্মসাৎ হইয়া গেলে সহসা চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ হইল—প্রবল ঝটিকার পর যে নিস্তব্ধ ভাব, এ সেইরূপ নিস্তব্ধ ভাব। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে কেবল জলের কল-কল ধ্বনি ও গ্যারিবল্ডীর ক্ষুদ্র বোটগুলির দাঁড়ের শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। জুন মাসের প্রচণ্ড দিবসদ্বয়ের সেই ভীষণ বিপৎপাতের পর এই নিস্তব্ধভাব—ও এই শান্তি—গ্যারিবল্ডী ও তাঁহার নাবিকবৃন্দের নিকট অতি মধুর লাগিয়াছিল।

নাবিকবৃন্দ অবশেষে নিরাপদে করিয়েন্টিস্ গ্রামমণ্ডলীতে পৌঁছিলেন ও তথাকার অধিবাসিবৃন্দ কর্ত্তৃক মহাসমাদরে গৃহীত হইলেন। সেখানে তাঁহারা অনেক মাস ধরিয়া নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া রহিলেন। অবশেষে গ্যারিবল্ডী উরুগোয়ের প্রধান বৈপ্লবিক কেন্দ্র সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কোতে রিভেরার সাহায্যার্থ গমন করিবার জন্য মন্টিভিডিয়ো হইতে আদেশ পাইলেন। মহা উৎসাহের সহিত এই আদেশ গৃহীত হইল ও অবিলম্বে গ্যারিবল্ডিনী সেনা উরুগোয়ে নদী বাহিয়া সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কোতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তথায় অনেকগুলি রণতরি গ্যারিবল্ডীর আদেশ প্রতীক্ষা করিতেছিল। রিভেরা তাঁহার আসিবার পূর্ব্বেই প্রতিদ্বন্দ্বী ওরাইবসের গতিরোধ করিবার জন্য এণ্ট্রিরাইয়োস (Entre-rios) নগরে গমন করিয়াছিলেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর তারিখে উক্ত নগরের অদূরে সুপ্রসিদ্ধ আরোয়োগ্রাণ্ডি (Araoyo-Grande) যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে সাধারণতন্ত্র ও ইহার মিত্রমণ্ডলীর অত্যুৎকৃষ্ট সেনার চিহ্ন পর্য্যন্তও প্রায় লোপ হয়। এই সঙ্গে সাধারণতন্ত্রের আশালতা একেবারে সমূলে বিনষ্ট হয়। গ্যারিবল্ডী অসংখ্য সৈন্য লইয়া রিভেরার সাহায্যার্থ নদীর নিম্নাভিমুখে গমন করেন। কিন্তু

তিনি যখন যুদ্ধস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন সেই মহতী সেনার চিহ্ন পর্য্যন্তও ছিল না। তখন তিনি মন্থরগতিতে ভগ্নহৃদয়ে সান্‌ফ্রান্সিস্‌কোতে প্রত্যাগত হইলেন। বুঝিলেন, সাধারণতন্ত্রের সৌভাগ্য-সূর্য্য চিরদিনের মত অস্তগত হইল। গ্যারিবল্ডী তথায় চতুর্দ্দিক্‌ হইতে সঙ্কলিত যুদ্ধের উপকরণ ও অন্যান্য দ্রব্য-সামগ্রীর পরিরক্ষণে নিয়োজিত হইলেন। এরূপ পরিরক্ষণ একান্ত আবশ্যক হইয়াছিল। কারণ, লুণ্ঠন-প্রয়াসী শত্রুরা তখন চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

কিন্তু শীঘ্রই তাঁহাদিগের সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত শক্তি মন্টিভিডিয়োতে কেন্দ্রস্থ করিতে হইয়াছিল। কারণ, সংবাদ আসিয়াছিল যে, শত্রুরা মন্টিভিডিয়ো আক্রমণ করিবার জন্য দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। আসিবার পূর্ব্বে গ্যারিবল্ডী তাঁহার জাহাজগুলিতে অগ্নি প্রদান করিয়া আসিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। গ্যারিবল্ডী তদনুসারে বড় বড় জাহাজগুলিতে আগুন লাগাইয়া উপরিস্থ প্রদেশের গ্রাম-নগরাদির ধ্বংসবিধানার্থ শত্রুগণের ঊর্দ্ধ প্রদেশাভিযান নিবারণ করিবার জন্য ছোট ছোট জাহাগুলিকে জলমগ্ন করিয়া দিলেন। তাহার পর নাবিকগণকে আবার পদাতিকসৈন্যে পরিণত করিয়া তিনি মন্টিভিডিয়ো অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

মন্টিভিডিয়োর অধিবাসিগণ এক্ষণে পূর্ণধ্বংস হইতে সাধারণতন্ত্রকে রক্ষা করিবার জন্য আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইল। নিষ্ঠুর ওরাইবসের ও নরশোণিত-পিপাসু অর্থগৃধ্নু সেনার সম্ভাব্য অত্যাচারের কল্পনায় প্রত্যেকে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিল। তখন সমস্ত সাধারণতন্ত্র যেন এক দেবীর ন্যায় বলিয়া 'মন্ত্রং বা সাধয়েয়ম্‌ শরীরং বা পাতয়েয়ম্‌"—হয় এই সাধনায় সিদ্ধ হইব, নয় ইহাতে প্রাণত্যাগ করিব। নগরবাসীরা তখন একবাক্যে সেনাপতি পাজকে নির্ব্বাসন হইতে প্রত্যানয়ন করিতে সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহাকে আনাইয়া তাঁহার হস্তে সকলে নগর-রক্ষার ভার অর্পণ করিল। তিনি আসিয়া কি স্বদেশীয়, কি বিদেশীয়, কি ধনী, কি নির্ধনী সকল শ্রেণী ও সকল সম্প্রদায় হইতে বাছিয়া বাছিয়া লোক লইয়া একটি অজেয় নারায়ণী সেনা প্রস্তুত করিলেন। এই নারায়ণী সেনা আট বৎসরকাল শত্রুদিগের সংখ্যাতীত সৈন্যকে মন্ত্রৌষধি-রুদ্ধবীর্য্য সর্পের ন্যায় করিয়া রাখিয়াছিল। স্বাধীনতার জন্য জগতে যত অবদানপরম্পরা এ যাবৎকাল অনুষ্ঠিত হইয়া আসিয়াছে, এই অলৌকিক সেনার অবদান-পরম্পরা ইতিহাসে সে সকলের মধ্যে অতি উচ্চস্থান পাইবে।

সাগরের দিক্‌ রক্ষা করিবার জন্য ভাসমান রণতরি নির্ম্মাণ করিয়া লইবার জন্য গ্যারিবল্ডীর উপর আদেশ হইল। এদিকে সেনাপতি পাজ্‌ নগররক্ষার জন্য নগরকে দুর্গরক্ষিত প্রাচীরমালায় বেষ্টিত করিলেন। এ দিকে অস্ত্র, শস্ত্র, বারুদ, গুলী, গোলা ও সৈনিক-পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে কলকারখানায় কার্য্যারম্ভ হইল। যে সকল বড় বড় কামান বহুশতাব্দী ধরিয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিল—সেগুলি এখন শকটে আরোপিত হইল। সকলেরই কেবল একমাত্র চিন্তা—নগরের রক্ষণ। নগর-রক্ষার জন্য সেই সাধারণতন্ত্রের লোকের প্রতিভা ও কার্য্যকারিণী শক্তির অনুরূপ কোন উদ্যোগেরই ত্রুটি রহিল না। এদিকে সমুদ্রের রক্ষার জন্য গ্যারিবল্ডীও যতগুলি জাহাজ সংগ্রহ করিতে পারিলেন, তাহা লইয়াই একটি ভাসমান-রণতরি সংগঠিত করিলেন। জাহাজে রাখিবার জন্য পর্য্যাপ্ত কামান ছিল না। সৌভাগ্যক্রমে সেই সময় শত্রুদের একখানি রণতরি মন্টিভিডিয়ো অভিমুখে আসিতে আসিতে বন্দরের সম্মুখের চড়ায় বাধিয়া যায়। গ্যারিবল্ডী অল্প যুদ্ধ করিয়াই সেই জাহাজখানি হস্তগত করিলেন ও তাহার কামান তুলিয়া নিজের জাহাজে বসাইলেন।

দশম অধ্যায়

[মন্টিভিডিয়ো অবরোধ—জলযুদ্ধের আয়োজন—ইংরাজ ও ফরাসীর মধ্যস্থতা—আনজানির লীজন-সেনার কমাণ্ডারের পদে নিয়োগ—সেই সেনার অদ্ভুত কার্য্যকলাপ ও সর্ব্বসাধারণ কর্ত্তৃক সগৌরবে পরিগ্রহ, ইউরোগোয়ে নদীর ঊর্দ্ধপ্রদেশে অভিযান—ও তাহার কৃতকার্য্যতা—সল্টো নগরের দুর্গ পরীক্ষিত করা—সান্‌ আণ্টোনিয়ো ক্ষেত্রের অসাধারণ যুদ্ধ—গ্যারিবল্ডীর লীজনের বিস্ময়জনক বীরত্ব—ইহার কৃতকার্য্যতা ও জগতে ইহার যশোঘোষণা।]

নগররক্ষার এই সকল আয়োজন অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত করা হইল। তথাপি সমস্ত প্রস্তুত হইতে না হইতেই শত্রুসৈন্য নগরের অদূরবর্ত্তী অধিত্যকাপ্রদেশে আসিয়া শিবির সন্নিবেশ করিল। কিন্তু তাহারা কামানাগ্রে নগরের দুর্গ সকল দখল করিবার কোন চেষ্টা করিল না, কেবল নগরবাসিগণকে ত্রস্ত-ব্যস্ত রাখিবার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেনাদল মধ্যে মধ্যে রজনীর অন্ধকারে

নগরের বিশেষ বিশেষ স্থান আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ওরাইব্‌স প্রকাশ্য সাধারণ সমরে নিজের ভাগ্যপরীক্ষা করিতে সাহস করিলেন না। বিশেষতঃ তিনি ভাবিয়া দেখিলেন যে, তিনি যদি আজ বিজয়ী হইয়া নগরবাসিগণকে হত্যা করেন, তাহা হইলে সমবেত জাতির ভীষণ প্রতিহিংসা তাঁহার বিরুদ্ধে উদ্দীপিত হইবে। এই ভয়ে ও পরাজয়ের অনিশ্চিততা নিবন্ধন তিনি প্রকাশ্য যুদ্ধে নিজের অঙ্কগতা সৌভাগ্যলক্ষ্মীকে পরীক্ষার্থ অবতারিত করিতে সাহস করিলেন না। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, তাঁহার সুসজ্জিতা শৃঙ্খলাবতী সেনা দেখিয়াই নগরবাসীরা তাঁহার হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিবে। কিন্তু তাহা ঘটিল না। রণোন্মত্ত গ্যারিবল্‌ডিনী সেনা তদীয় যুদ্ধার্থ আহ্বানের উত্তর দিল। আর গ্যারিবল্‌ডীর সেই সুশৃঙ্খলিত, সুসজ্জিত ও সুব্যবস্থিত ক্ষুদ্র রণতরিগুলি সেই অবরোধকারিণী সেনার উপর নিরন্তর গোলাগুলী-বর্ষণ করিয়া তাহাকে কম্পান্বিত-কলেবর করিয়া তুলিল। এদিকে জলপথে এড্‌মিরাল ব্রাউন বৃহৎ রণতরি সকল লইয়া নদীমুখ আবদ্ধ করিয়াছিলেন। গ্যারিবল্‌ডী তাঁহার ক্ষুদ্র রণতরিগুলি লইয়া ব্রাউনের ব্যূহ ভেদ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এ অসম-বিষম জলযুদ্ধের পরিণাম দেখিবার জন্য অসংখ্য লোক নদী-তীরে দণ্ডায়মান হইল। কিন্তু ব্রাউন এই সংঘর্ষের সাংঘাতিক পরিণাম আশঙ্কা করিয়া রণতরিগুলি লইয়া পলায়ন করিলেন। সেই সময়েই গ্যারিবল্‌ডির পাঁচ শত বন্দুকধারী সৈন্য সুদক্ষ অধিনায়কের অধীনে ওরাইবসের সৈন্যকে আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু অধিনয়ন-কার্য্যের ত্রুটির জন্য তাঁহারা অতি নির্লজ্জভাবে যুদ্ধ-ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করেন। গ্যারিবল্‌ডী এই কারণে তাঁহার প্রিয়-বন্ধু আন্‌জানিকে—যাঁহার বিষয় আমরা পূর্ব্বেই পাঠকগণকে অবগত করিয়াছি—স্থলসেনার অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করেন। এই ইতালীয় পেট্রিয়ট্ স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া দক্ষিণ-আমেরিকায় আসিয়া বসতি করেন। তিনি অনেকবার তথায় স্বাধীনতার সাপক্ষে অস্ত্রধারণ করেন এবং অবশেষে তিনি অস্ত্রক্ষতে ও বীরগৌরবে বিভূষিত হইয়া সমর-ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া মন্টিভি-ডিয়োর কোন বাণিজ্যসংক্রান্ত হাউসের কার্য্যাধ্যক্ষ হন। আন্‌জানি বন্ধুর এই আক্রমণ গ্রহণ করিলেন ও তদীয় লীজন্ সেনার সৈন্যাপত্যে ব্রতী হইলেন। তাঁহার জলন্ত দৃষ্টান্তে ও অপূর্ব্ব রণ:কৌশলশিক্ষায় সেই বিশৃঙ্খল ও নির্ব্বীর্য্য সৈন্য অল্পদিনের মধ্যে সুশৃঙ্খলতা ও সাহসিকতার আদর্শস্বরূপ হইল। তিনি গ্যারিবল্‌ডীর নিয়েই সেই নারায়ণী সেনার উপাস্য দেবতা হইয়া দাঁড়াইলেন।

আনজানির পৌঁছিবার পূর্ব্বেই গ্যারিবল্ডী নিজ লীজনের প্রথম অপযশ-কালিমা ক্ষালন করিয়াছিলেন। তিনি তাহাদিগকে লইয়া স্বয়ং ওরাইবসের সেনাকে আক্রমণ করেন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ২৭শে মার্চ্চ, মন্টিভিডিয়ো নগরের অদূরে সেরিটো-ক্ষেত্রে (Cerito) উভয় সেনা পরস্পরের সম্মুখীন হয়। শত্রুসেনা তখন প্রচণ্ডবেগে গ্যারিবল্ডীর সেনার উপর আসিয়া পড়ে। জলনিধির উর্ম্মিমালা গিরি-পাদমূলে আসিয়া পড়িলে যেমন চূর্ণীভূত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হয়, সেইরূপ ওরাইবসের সেনা গ্যারিবল্ডীর সেনার বেয়নেটের উপর আসিয়া খণ্ডবিখণ্ড হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইল। মন্টিভিডিয়ো গবর্ণমেণ্ট এই বিজয়ের জন্য গ্যারিবল্‌ডী ও তাঁহার সৈন্যগণকে প্রকাশ্যরূপে ধন্যবাদ দিয়া তাঁহাদিগকে এক অপূর্ব্ব পতাকা উপহার প্রদান করেন। আমরা পূর্ব্বেই পাঠকগণকে জানাইয়াছি যে, এই পতাকা মন্টিভিডিয়োর সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ—গ্যারিবল্ডীর জন্য স্বহস্তে নির্ম্মাণ করেন। ইতালীর স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ ইহারই পর ধাতু-নিস্রবোদ্গিরণকারী আগ্নেয়গিরি বিসুভিয়সের বিস্ময়োদ্দীপক প্রতিমূর্ত্তি কারুকার্য্যখচিত হয়। সেই বৎসরের যে মাসে মন্টিভিডিয়ো শাসন-সমিতি প্রকাশ্য স্থলে মহাসমারোহে গ্যারিবল্ডী ও তাঁহার লীজন সেনাকে এই পতাকা উপহার দেন। স্যাকেট্রো (Sacetro) নামক এক জন বিংশতিবর্ষ-বয়স্ক যুবক বীর এই পতাকা রণস্থলে বহন করিবার ভার প্রাপ্ত হন। গ্যারিবল্ডীর সেই নারায়ণী সেনা এই পতাকার ছায়ায় দাঁড়াইয়া যে কত কত সমরে জয়লাভ করিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

ইত্যবসরে সংবাদ আসিল যে, শত্রুরা লিবার্টাড (Libertad) দ্বীপ দখল করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। আশা যে, এই দ্বীপ দখল করিতে পারিলে, তাঁহারা সিনো (Ceno) নগরের দুর্গের হঠ-গ্রহণে সমর্থ হইবেন এবং তাহা হইলে মন্টিভিডিয়ো তাঁহাদিগের কামানের মুখে পড়িবে; এই সংবাদে মন্টিভিডিয়োর অধিবাসিবৃন্দ ভয় ব্যাকুলিত হইল ও উক্ত দ্বীপের রক্ষার জন্য গ্যারিবল্‌ডীকে তথায় প্রেরণ করিল। তদনুসারে গ্যারিবল্‌ডী তথায় গমন করিয়া দ্বীপের চতুর্দ্দিকে কামানরাজি সুসজ্জিত করিলেন, এবং নিজে ছোট ছোট কামানগুলি রণতরিতে তুলিয়া আক্রমণোদ্যত শত্রুরণতরির অনুসরণ করিলেন। উভয় পক্ষসৈন্য মধ্যে ঘোরতর সংঘর্ষ উপস্থিত হইবে, এবং

সেই সংঘর্ষ সম্ভবতঃ গ্যারিবল্ডীর রণতরি সকল চূর্ণীকৃত হইবে, এই আশঙ্কা করিয়া ইংরাজ রণতরির অধ্যক্ষ কামোডোর ইঙ্গেলফিল্ড (Cammodore Inglefield) যিনি ইংরাজ বাণিজ্য রক্ষার্থ তথায় নিয়োজিত ছিলেন—উচ্চভাবপ্রণোদিত হইয়া গ্যারিবল্ডীর রক্ষার জন্য তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী হইলেন এবং এডমিরাল ব্রাউনকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি যদি এই আক্রমণ হইতে প্রতিনিবৃত্ত না হন, তাহা হইলে তিনি সমস্ত ইংরাজ-রণতরি লইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবেন। এই সাময়িক মধ্যবর্ত্তিতায় গ্যারিবল্ডীর রণতরি সকল পূর্ণ ধ্বংস হইতে রক্ষা পাইল। মন্টিভিডিয়োবাসীরা এই সাহায্যকে যেন ঈশ্বর-প্রেরিত সাহায্য বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। তাঁহারা এক্ষণে আশা পাইলেন যে, এডমিরাল্ ব্রাউন্ আবার তাঁহাদিগের আক্রমণে আসিলে ইংরাজ ও ফরাসী রণতরি সকল নিশ্চয়ই তাঁহাদিগের সাহায্য করিবে।

ওরাইবস্ মহতী সেনা লইয়া এখনও মন্টিভিডিয়ো নগর অবরোধ করিয়া আছেন ও মধ্যে মধ্যে সাধারণতান্ত্রিক সেনাকে আক্রমণ করিয়া নগরবাসিগণের ভয় উৎপাদন করিতেছেন; কিন্তু বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। গ্যারিবল্ডীর লীজন্‌ও রণক্ষেত্রে নিয়ত অবতীর্ণ রহিয়াছে, নিদ্রা নাই, বিশ্রাম নাই—সতত শত্রুসেনার আক্রমণ প্রতিহত করিতেছে। প্রতিদিনই ইহার অবদান-পরম্পরার সংখ্যা বাড়িতে লাগিল—ইহার যশঃ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। গ্যারিবল্ডীর লীজন্ অজেয়,—শত্রুমিত্রের এই বিষয়ে ধ্রুব ধারণা হইল। কারণ, ওরাইবস্ অসংখ্য সৈন্য লইয়া তাঁহাদিগকে—অষ্টশতমাত্র সৈন্যকে—বার বার আক্রমণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু প্রতিবারই প্রতিহত হইতে লাগিলেন। তদীয় সেনার অজেয়তা শত্রুসৈন্যের মনে নিজের শক্তির প্রতি অবিশ্বাস জন্মাইয়া দিল। বার বার পরাজিত হওয়ায় তাঁহাদিগের আত্মসম্মান-জ্ঞানও ক্রমে বিলুপ্ত হইল। পঞ্চাশৎ-শ্রেণীস্থূল নেপোলিয়নের সৈন্যগুম্ভ যেমন সমস্ত বাধাবিপত্তি কাটাইয়া শত্রুব্যূহ ভেদ করত চলিয়া যাইত, সেইরূপ গ্যারিবল্ডী ও আন্‌জানির অধিনেতৃত্বে সেই অজেয় লীজন্‌সেনাও বেয়নেটহস্তে শত্রুব্যূহ ভেদ করিয়া চলিয়া যাইত। সেই জগদুন্মাথিনী সেনার গতিরোধ করিতে কাহারও সাহস হইত না। বিশেষতঃ তাহারা আন্‌জানির এতদূর অনুরক্ত হইয়াছিল যে, আন্‌জানি তাহাদিগকে মৃত্যুমুখে লইয়া যাইতে চাহিলেও তাহারা প্রফুল্ল-চিত্তে তথায় যাইত।

যে অসংখ্য রণবিষয়ক কীর্ত্তিকলাপে গ্যারিবল্ডী ও আন্‌জানির নাম আমেরিকা হইতে ক্রমে সমস্ত ইউরোপে প্রসৃত হইল—বিশেষতঃ ইতালীর প্রতিগৃহে মূর্ত্তিমতী স্বাধীনতার নামান্তর বলিয়া অভিগীত হইতে লাগিল,—তাহা বর্ণনা করা এ ক্ষুদ্র গ্রন্থের সাধ্যাতীত। তবে আমরা গ্যারিবল্ডী ও তাঁহার লীজনের অপূর্ব্ব কীর্ত্তিস্থল ইউরুগোয়ে অভিযান ও সেণ্ট আণ্টোনিয়ো যুদ্ধের বর্ণনা না করিয়া গ্যারিবল্ডীর জীবনীর পূর্ব্বার্দ্ধের উপসংহার করিতে পারিলাম না।

ইতালী, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সাহায্যে মন্টিভিডিয়ো রাজ্য হইতে শত্রুদিগকে দূরীকৃত করিয়া মন্টিভিডিয়ো গবর্ণমেণ্ট সীমান্তবর্ত্তী ব্রাজিল সাম্রাজ্যের প্রান্তসীমায় অবস্থিত শত্রুগণকে আক্রমণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন, এবং তাঁহাদিগকে প্রান্তসীমা হইতে বিদূরিত করিয়া সল্‌টো সেণ্ট আণ্টোনিয়ো নগর ও তাহার চতুর্দ্দিকস্থ ক্ষেত্র অধিকার করিবেন, ইহাও সঙ্কল্প রহিল। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা ইউরুগোয়ে নদীর উর্দ্ধতন প্রদেশে আভিযানিক নৌসেনা প্রেরণ করা স্থির করিলেন। গ্যারিবল্ডী এই আভিযানিক নৌসেনার সেনাপতি নিযুক্ত হইলেন। ইংরাজ ও ফরাসী জাহাজ লইয়া তাঁহার সহিত সর্ব্বশুদ্ধ পঞ্চদশমাত্র রণতরি চলিল। সৈন্যের মধ্যে দুই শত লীজন্ সৈন্য, দুই শত জাতীয় পদাতিক ও এক শত জাতীয় অশ্বারোহী মাত্র ছিল। পথে পম্পাস্ অরণ্যানী হইতে এক শত ভীমকায় রণচতুর অশ্বারোহী সৈন্য আসিয়া তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হয়। এই আভিযানিক সেনা ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে মন্টিভিডিয়ো নগর হইতে যাত্রা করিয়া ইউরুগোয়ে নদী বাহিয়া উর্দ্ধ-প্রদেশাভিমুখিনী হন।

কিয়দ্দূর গমন করিয়া তাঁহারা কলোনিয়া (Colonia) নামক একটি শত্রু-দুর্গ অধিকার করিয়া তাহাতে সাধারণতান্ত্রিক সেনা সন্নিবেশিত করিলেন। তাহার পর তাঁহারা মার্টিন্ গার্সিয়া নামক দ্বীপ ও দুর্গ অধিকার করিয়া তাহাতে আত্মসেনা স্থাপিত করিলেন। উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রামের পর এই দুর্গটি অধিকৃত হয়। তাঁহারা যেমন অগ্রসর হইতে লাগিলেন, অমনি পথে বিবিধ শীকার তাঁহাদিগের হস্তগত হইতে লাগিল। ইউরুগোয়ে ও রাইয়ো নিগ্রো নদীর সঙ্গমস্থলে তাঁহারা জাহাজ লাগাইয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া আহারের উপকরণসামগ্রী, অনেক গো-মেষাদির পশুপাল, এবং রণের উপকরণ-সামগ্রী অসংখ্য অশ্ব প্রাপ্ত হইলেন। এক দল শত্রুসৈন্য তাঁহাদের অগ্রগমনে বাধা দিতে আসিয়াছিল—তাহাদিগকে তাঁহারা ধরিয়া

জত স্মৃত্ন ক্ষুও ম্লানিদে ন্য: যে সকল অধিবাসী নিষ্ঠুর শত্রুসৈন্য

কর্ত্তৃক স্ব স্ব গৃহ হইতে তাড়িত হইয়াছিল, তাহাদিগকে তাঁহারা সংগৃহীত করিয়া বিস্‌কেয়ান্ (Biscayan) দ্বীপে সংস্থাপিত করিলেন। তাহার পর তাঁহারা গোয়েলেগোয়ায়েচু (Gualeguayechu) নামক নগর অধিকৃত ও অসংখ্য সামরিক অশ্ব ধৃত করেন। পাঠকদিগের স্মরণ থাকিতে পারে যে, এই নগরের কমাণ্ডার হতভাগ্য মিলাউ (Milau) গ্যারিবল্ডীর হাতে দড়ি দিয়া তাঁহাকে ঝুলাইয়া রাখিয়াছিল। এই দুরাচার গ্যারিবল্ডীর হস্তে আজ রণবন্দী। কিন্তু মহাত্মা গ্যারিবল্ডী আজ তাঁহার প্রতি কি ব্যবহার করিলেন? তিনি আজ তাঁহাকে প্রাণদান দিলেন-- তাঁহার ইঙ্গিত পাইলে আজ তাঁহার সৈন্যেরা তাঁহাকে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া ফেলিত। কিন্তু গ্যারিবল্ডীর আদেশে আজ সেই নরাধম অক্ষত-শরীরে নগর হইতে পলায়ন করিতে পারিল না। তাহার পর তাঁহারা পয়সাণ্ডু (Paysandu) দুর্গের কামানরাজির অবিরাম গোলাবৃষ্টির মধ্য দিয়া নিরাপদে গমন করিলেন। তাহার পর তাঁহারা হার্ভিডেরো (Hervidero) নগরে আসিয়া পৌঁছিলেন। এই স্থানে উঠিয়া আনজানি সুদৃঢ় ব্যূহ রচনা করিয়া সসৈন্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে তথায় রাখিয়া গ্যারিবল্ডী পম্পাস্ প্রদেশের অধিনায়ক জোসি মণ্ডেল্ (Joae' mundell) নামক এক বীর-পুরুষের সহিত মিলিত হইবার জন্য ত্রিশ মাইল হটিয়া গেলেন। আরোয়োমালো (Arraya Malo) নগরে উভয়ের মিলন হইল। এই বীরপুরুষ ও তদীয় উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী সৈন্য—সাধারণতন্ত্রিণী সেনার সবিশেষ বল বৃদ্ধি করিয়াছিল। তাঁহাদের অনুপস্থিতির সময় শত্রুসেনাপতি জেনারেল গার্জন (Garzon) ও জেনারেল্ লাভালেয় (Laavalleya) দুই সহস্র সৈন্য লইয়া আন্জানিকে আক্রমণ করেন। কিন্তু তাঁহারা সবিশেষ ক্ষতির সহিত প্রতিহত হন। শত্রুসেনাপতি লাভালেয় সল্টো নগর পরিত্যাগ করিয়া গোয়াবিয়া (Guabiya) নদীতীরে আসিয়া শিবির সন্নিবেশ করেন। এই সুযোগে গ্যারিবল্ডী রণতরী সহ তথায় গিয়া সেই নগর অধিকার করেন। তাহার পর তাঁহারা লাভালেয়কে আক্রমণ করেন। ভীষণ সংগ্রামের পর লাভালেয় পরাজিত হন ও হতাবশিষ্ট সৈন্য লইয়া রণস্থল হইতে পলায়ন করেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর শত্রুসেনাপতি জেনারেল অর্কুইজা (Urquiza) সহসা আসিয়া সল্টো নগর অবরোধ করেন। তিনি দীর্ঘকালব্যাপী নিষ্ফল চেষ্টায় সেই বীরবৃন্দের কিছুই করিতে পারিলেন না। অবশেষে রণক্ষেত্রে স্বকীয় অত্যুৎকৃষ্ট অসংখ্য সৈন্য ও কর্ম্মচারিগণকে হারাইয়া নগরের অবরোধ-কার্য্যে লামাস্ (Lanjus) ও ভার্গারার (Vergara) অধীনতায় দুই দল সেনা রাখিয়া স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইলেন।

এমন সময় সংবাদ আসিল যে, সেনাপতি মেডিনা (Medine) পাঁচশত অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া উদীচ্য প্রদেশ হইতে গ্যারিবল্ডীর সহিত মিলিত হইতে আসিতেছেন। মেডিনা তৎকালে ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী সান্ আণ্টোনিয়োর (San Antonio) বামতীরে শিবির সন্নিবেশিত করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। গ্যারিবল্ডী একশত নবতি জন লাজন্-সৈন্য, ও কর্ণেল বায়েজ (Baez) অধিনীত দুই শত অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া তাঁহাকে সল্টো নগরে আনিবার জন্য ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী যাত্রা করিলেন। তাঁহারা কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময় শত্রুসেনাপতি জেনারেল গোমেজ (General Gomez) দ্বাদশশত অশ্বারোহী ও তিন শত পদাতিক সৈন্য লইয়া বিদ্যুৎবেগে তাঁহাদিগের উপর আসিয়া পড়িলেন। প্রথম আক্রমণেই বায়েজ ও তাঁহার অশ্বারোহী সৈন্য ভয়চকিত হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলেন। সুতরাং গ্যারিবল্ডী একশত নবতিমাত্র লীজন্ সৈন্য লইয়া সেই মহতী শত্রু-স্রোতস্বিনীর সম্মুখে পড়িলেন। বোধ হইল যেন, এইবার গ্যারিবল্ডীর সেই অজেয় নারায়ণী সেনার পূর্ণধ্বংস উপস্থিত। কিন্তু গ্যারিবল্ডী এই আসন্ন বিপদে সাহস হারাইলেন না। তিনি তাঁহার লীজনারী সৈন্যগণকে উদ্দীপনাপূর্ণ এই কয়েকটি বাক্য বলিলেন —"সৈন্যগণ! শত্রুরা সংখ্যায় অধিক ও আমরা অল্পসংখ্যক বলিয়া ভীত হইও না। আমাদের সংখ্যা যত অল্প হইবে, সেই পরিমাণে আমাদের বিজয় অধিকতর গৌরবের হইবে। তোমরা দৃঢ়তার সহিত স্ব স্ব স্থানে অবস্থিত থাকিবে এবং যতক্ষণ শত্রুরা তোমাদের নিকটবর্ত্তী না হইবে, ততক্ষণ তোমাদের অগ্নি সংযত করিবে, শত্রুরা নিকটে আসিলেই বন্দুকে অগ্নি প্রদান করিবে এবং তাহার পরই বেয়নেট অগ্রে তাহাদিগকে আক্রমণ করিবে।" গ্যারিবল্ডীর এই আদেশ মহা আনন্দে গৃহীত হইল এবং সকলেই ঐক্যতানে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে শত্রুর পদাতিক সৈন্য অশ্বারোহিসৈন্যে পরিরক্ষিত হইয়া দ্রুতপদে গ্যারিবল্ডীর সৈন্যের উপর আসিয়া পড়িল। গ্যারিবল্ডীর লীজন্-সৈন্য একটি ভগ্ন অট্টালিকার পার্শ্বে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। শত্রুসৈন্য যাইটপদপরিমিত দূর হইতে ভয়ঙ্কর অগ্নিবর্ষণ

করিতে লাগিল। কিন্তু অগ্নিময় গুলী-গোলা সকল সেই ভগ্ন অট্টালিকার প্রাচীর ও স্তম্ভে প্রতিহত হইয়া গ্যারিবল্‌ডীর সেনাকে কথঞ্চিৎ রক্ষা করিল। গ্যারিবল্‌ডী তখন অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া নিজ সৈন্যগণকে আদেশ করিলেন—"এখন বন্দুকে আগুন দেও এবং তাহার পরেই আক্রমণ কর।" সেই নারায়ণী-সেনার বেয়নেটের অগ্রভাগে যেন ক্ষুরের ধারের ন্যায় ধার ছিল। সুতরাং সেই শাণিত বেয়নেটে অসংখ্য শত্রুসৈন্য সমরশায়ী হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া অশ্বারোহী সৈন্য পদাতিক সৈন্যের সাহায্যে আসিল। কিন্তু গ্যারিবল্‌ডীর লীজনের পিস্তলের ঘন ঘন অগ্নিবর্ষণে ও শাণিত বেয়নেটের মারাত্মক আঘাতে শত্রুর অশ্বসেনা প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া পড়িল।

সেই মুহূর্ত্তে বীরবর ভেগা (Vega) একদল অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া শত্রুসৈন্যশ্রেণী ভেদ করিয়া গ্যারিবল্‌ডীর লীজন্‌সৈন্যের সহিত আসিয়া মিলিত হইল। ভেগা—সেনাপতি বায়েজের কাপুরুষতা ও বিশ্বাসঘাতকতায় লজ্জিত হইয়া নিজ অশ্বারোহী সৈন্যদল লইয়া গ্যারিবল্‌ডীর সহিত মিলিত হইলেন এবং গ্যারিবল্‌ডীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিতেও কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহারা ঘূর্ণ্যমান বায়ুপুঞ্জের ন্যায় শত্রুসৈন্যের মধ্য দিয়া আসায় শত্রুসৈন্য সহসা দ্বিধাবিভক্ত হইল। এই সুযোগ পাইয়া লীজন্‌-সেনা—বিচ্ছিন্ন ও বিশীর্ণ শত্রুসেনার উপর অবিরাম অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল। শত্রুসেনাপতি গোমেজ তখন অশ্বারোহী সৈন্যগণকে অশ্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাদচারী হইয়া সাধারণতন্ত্রিণী সেনাকে আক্রমণ করিতে বলিলেন। শত্রুসেনা গ্যারিবল্‌ডীর সেনার উপর অবিরাম গুলীবর্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু সে সকল গুলী প্রাচীরপরিরক্ষিত গ্যারিবল্‌ডীর সেনার বিশেষ ক্ষতি করিতে পারিল না। এদিকে সেই লীজন্‌সেনা আহতগণ কর্তৃক পূরিত বন্দুকে নিরন্তর অগ্নি প্রদান করিতে লাগিল। সেই সকল বন্দুক-নির্গত প্রত্যেক গোলক শত্রুদের এক একজন কর্ম্মচারী বা বাছা বাছা সৈন্যকে রণশায়ী করিতে লাগিল।

এই অশ্রান্ত প্রতিঘাতে শত্রুসৈন্য ক্লান্ত হইয়া পড়িল। গ্যারিবল্‌ডীর সৈন্যেরা একখানি খড়ের চালের ছায়ায় অবস্থিত থাকায় সূর্য্যের উত্তাপ হইতে পরিরক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু শত্রুসৈন্য অনাবৃত-মস্তকে প্রান্তরে সমস্ত দিন প্রচণ্ড রবিকিরণে দণ্ডায়মান থাকায় অতিশয় কাতর হইয়া পড়িল। এই সুযোগে গ্যারিবল্‌ডী এক-মাইল-দূরবর্ত্তী ইউরুগোয়ে নদীতীরে গমন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সেই নদীতীরে শ্রেণীবদ্ধ তরুরাজি তাঁহার দারুময় দুর্গের কার্য্য করিবে—সুতরাং সেখানে যাইতে পারিলে তাঁহার সৈন্যেরা নিরাপদ হইবে—এই ভাবিয়া গ্যারিবল্‌ডী তাঁহার সৈন্যগণকে প্রতিযান করিতে আদেশ করিলেন। আহত সৈন্যগণকে মধ্যে করিয়া সেই লীজন-সৈন্য ঘন স্তম্ভে সজ্জিত হইয়া চলিতে লাগিল। রণে ক্লান্ত, রবিকিরণে সন্তপ্ত—প্রতিযান-কারিণী সেই লীজন-সেনার তৎকালীন দারুণ দুঃখের কাহিনী শুনিলে পাষাণও গলিত হয়। এ বিষয়ে গ্যারিবল্‌ডী স্বয়ং যাহা লিখিয়াছেন, পাঠকগণ তাহা শুনুন :—

"আমাদের মধ্যে যাঁহারা অক্ষতশরীরে ছিলেন, তাঁহারা জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে চলিলেন। সেই গানে আহতগণেরও হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল। তাঁহারাও সেই ঐক্যতানিক গীতে যোগ দিলেন। শত্রুসেনাপতি গোমেজ আমাদের গতির লক্ষ্য বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। পথে জলাভাবে আমাদের অতিশয় কষ্ট হইয়াছিল। আমার সৈন্যগণ মূল চোষণ করিয়া ও গুলী চর্ব্বণ করিয়া কথঞ্চিৎ পিপাসানিবৃত্তি করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। কেহ কেহ পিপাসায় এরূপ উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, নিজের মূত্র নিজে পান করিয়াছিল।

যাঁহারা মনে করেন, স্বাধীনতার পথ পুষ্পস্তবক-সমাচ্ছাদিত, তাঁহারা ভাবী ইতালী-উদ্ধারকর্ত্তা গ্যারিবল্‌ডী ও তদীয় লীজনসেনার এই কঠোর শবসাধনা সমাহিত-চিত্তে অবলোকন করুন ; অবলোকন করিয়া বলুন, এরূপ সাধনা ব্যতীত স্বাধীনতা লাভ হইতে পারে কি না ?

ইহা সামান্য প্রতিযান নহে। গ্যারিবল্‌ডী স্বয়ং ইহাকে রণকারী প্রতিযান (Fighting Retreat) নামে অভিহিত করিয়াছেন। কারণ, শত্রুরা অনতিবিলম্বেই বুঝিতে পারিল যে, পেট্রিয়ট-গণ আরণ্য-প্রদেশে আশ্রয় লইতে যাইতেছে ; বুঝিয়াই তাঁহাদিগের উপর প্রচণ্ডবেগে আসিয়া পড়িল। কিন্তু প্রতিপদেই তাহারা প্রতিহত হইতে লাগিল। অবশেষে শান্তিদায়িনী রজনী দেবী আসিয়া কৃষ্ণযবনিকায় পেট্রিয়টগণকে আচ্ছাদিত করিয়া নিরাপদে বনপ্রদেশে আনয়ন করিলেন। দুর্ব্বিষহ আতপ-তাপের পর নিশার স্নিগ্ধতা গ্যারিবল্‌ডী ও তাঁহার সৈন্যের নিকট যেন অমৃতময় বলিয়া বোধ হইল। অনুসরণকারিণী শত্রু অশ্বসেনাও তথায় রজনী-যাপন করিবার জন্য অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ

করিল। কিন্তু গ্যারিবল্ডীর সেনা তাহাদিগকে অচিরাৎ সেই বন হইতে তাড়াইয়া দিল। ইতাবসরে শত্রুসেনার মূলাংশ আসিয়া গ্যারিবল্ডীর ও সল্‌টোর মধ্যস্থ অরণ্যে ছাউনী করিয়া রহিল—ইচ্ছা যে, প্রত্যূষে উঠিয়াই গ্যারিবাল্ডিনী-সেনাকে গ্রাস করিবে। কিন্তু গ্যারিবল্ডী—দেবরক্ষিত গ্যারিবল্ডী—তাহা হইতে দিলেন না। তিনি নিজ সৈন্যগণকে এক ঘণ্টাকালমাত্র বিশ্রাম করিতে দিয়াই, অমনি সমরসাজে সজ্জিত হইতে আদেশ করিলেন। এরূপ নিরন্তর সমরের পর গ্যারিবল্ডীর সেনা রজনীতে নিশ্চয় বিশ্রামসুখ ভোগ করিবে ভাবিয়া শত্রুসৈন্য নির্ভয়ে নিদ্রা যাইতেছিল। এমন সময় সহসা গ্যারিবল্ডীর সেনার ভীষণ সিংহনাদ শুনিয়া শত্রুসেনা ভয়চকিত হইয়া উঠিয়া পড়িল। তাহারা আপন আপন অশ্বপৃষ্ঠে উঠিতে না উঠিতেই গ্যারিবল্ডী সসৈন্য জঙ্গল-মধ্যে প্রবেশ করিয়া সকলকে ধরাতল চুম্বন করিয়া মৃত্তিকার সহিত বিলীন হইয়া পড়িয়া থাকিতে বলিলেন। শত্রুরা যেমন অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তাঁহাদিগের অনুসন্ধানার্থ জঙ্গল-মধ্যে আসিল—অমনি সমস্ত লাজন্ সৈন্য উঠিয়া দাঁড়াইয়া আপন আপন বন্দুকে অগ্নি প্রদান করিল। শত্রুসৈন্য ভয়ে বিহ্বল হইয়া কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া রহিল। সেই সুযোগে গ্যারিবল্ডী সসৈন্য সল্‌টোনগরাভিমুখে ধাবিত হইলেন। ভয় ভাঙ্গিলে শত্রুসৈন্য আবার তাঁহাদের অনুসরণ করিল। কিন্তু প্রতিপদেই তাহারা প্রতিহত হইতে লাগিল; এইরূপে প্রতিপদে বাধা-বিপত্তি উল্লঙ্ঘন করিয়া নিশা-মধ্যভাগে তাঁহারা সল্‌টোনগরে গিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। গ্যারিবল্ডী ও তদীয় অজেয় সেনা ক্রমাগত বার ঘণ্টা-কাল শত্রুগণের সহিত যুদ্ধে নিমগ্ন ছিলেন। ইহার মধ্যে কেবল এক ঘণ্টাকাল তাঁহারা বিশ্রাম করিতে পাইয়াছিলেন।

হাভিডেরো দুর্গ হইতে আনুমানি গুলা-গোলার শব্দ শুনিতে পাইয়া গ্যারিবল্ডী ও তাঁহার সেনার জীবনাশায় হতাশ হইলেন। বিউএনস্ এারিয়ান্ সৈন্যগণের অগণ্য সংখ্যার সহিত যখন তিনি গ্যারিবল্ডীর সেই অঙ্গুলিমাত্রে গণনীয় সৈন্যের সংখ্যার তুলনা করিলেন, তখন তিনি সেনাপতি, সৈন্য ও সৈনিক কর্ম্মচারী—সকলেরই একবারে সমূলে বিনাশ আশঙ্কা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। অথচ তিনি নিজে সে দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া গ্যারিবল্ডী ও তাঁহার লীজন সৈন্যের সাহায্যার্থ বহির্গত হইতে সাহস করিলেন না। কারণ, প্রতি মুহূর্ত্তেই তিনি শত্রুগণের আক্রমণ আশঙ্কা করিতেছিলেন। একদল শত্রু অশ্বারোহী সৈন্য দুর্গদ্বারে আসিয়া তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিবার জন্য আহ্বান করিল। তিনি সে আহ্বানের অতি গর্ব্বিত উত্তর প্রদান করিয়া নিজে বারুদখানার উপরে জ্বলিত দেশলাই ধরিয়া রহিলেন; বলিলেন যে, তিনি বরং এই বারুদখানায় আগুন দিয়া সকলের সহিত ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইবেন—তথাপি আত্মসমর্পণ করিবেন না। বীরের দৃঢ়তা দেখিয়া শত্রুসৈন্য প্রাণভয়ে পলায়ন করিল।

এই মহা-সমরে গ্যারিবল্ডীর লীজন্ সৈন্যের ত্রিশ জন হত ও ত্রিপঞ্চাশৎ জন আহত হয়। দুই জন সৈনিক কর্ম্মচারী ও সেনাপতি গ্যারিবল্ডী ব্যতীত আর কেহই সম্পূর্ণ অক্ষত-শরীরে ছিলেন না। গ্যারিবল্ডী নিজ সৈন্যের অগ্রে অগ্রে সর্ব্বদা অশ্বপৃষ্ঠে আরূঢ় ছিলেন। তথাপি একটি গোলা কি একটি গুলী তাঁহার দেহ স্পর্শ করিতে পারে নাই। অধিক কি, শত্রুর কোন অস্ত্র তাঁহার দেহে একটি ব্রণচিহ্ন অঙ্কিত করিতে পারে নাই। এই অদ্ভুত ঘটনা দেখিয়া তাঁহার সৈন্যগণের মনে স্থির-বিশ্বাস জন্মিল যে, রণস্থলে স্বয়ং ভগবান তাঁহার দেহ রক্ষা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের এরূপ বিশ্বাস নিতান্ত অসঙ্গত নহে। কারণ, পরহিতব্রতে উৎসর্গীকৃত-প্রাণ নিষ্কাম যোগীর দেহ সত্য সত্যই দেবপরিরক্ষিত হইয়া থাকে। যেরূপ ভীষণ যুদ্ধে তাঁহারা নিমগ্ন হইয়াছিলেন, তাহার তুলনায় গ্যারিবল্ডীর সেনার হত ও আহতের সংখ্যা অতি সামান্য বলিয়া বিবেচনা হয়। সেনাপতির অসাধারণ রণকুশলতার ইহা অপেক্ষা অধিকতর পরিচয় আর কি দেওয়া যাইতে পারে?

যখন স্মরণ হয় যে—শত্রু-সৈন্যের সংখ্যা দ্বাদশ শত ছিল ও সেই সেনার প্রত্যেকে বীরোচিত সাহসিকতা ও রণকুশলতায় কোন সৈন্যেরই ন্যূন ছিল না, এবং যখন মনে হয় যে, তাহারা রণধুরন্ধর সেনাপতিগণ কর্ত্তৃক অধিনীত ও উৎকৃষ্ট রণসজ্জায় সজ্জিত—আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে যখন মনে উদিত হয় যে, গ্যারিবল্ডীর লীজন্‌সৈন্য তাহার অষ্টম ভাগ মাত্র ছিল ও অস্ত্রশস্ত্রে ও রণসজ্জায় তাহারা নিতান্ত ন্যূন ছিল, তখন সেণ্ট-আণ্টোনিয়ো রণক্ষেত্র গ্যারিবল্ডী ও তদীয় অজেয় লীজন্‌সেনার অপূর্ব্ব কীর্ত্তি-স্থল—ও এই যুদ্ধ অন্যান্য প্রসিদ্ধ যুদ্ধের সমশ্রেণীক বলিয়া ইতিহাসে স্থান পাইবার যোগ্য—ইহা স্বীকার না করিয়া থাকা যায় না। এই সমরের বৃত্তান্ত দক্ষিণ-আমেরিকা হইতে অচিরাৎ উত্তর-আমেরিকা ও ইউরোপ-খণ্ডে প্রসৃত হইয়া পড়িল।

এই বিজয়ে গ্যারিবল্‌ডীর নাম জগতের বিখ্যাত বীরমণ্ডলীর সঙ্গে অভিগীত হইতে লাগিল। বিশেষতঃ স্বদেশে নির্য্যাতিত ও বিদেশে নির্ব্বাসিত ইতালীয়গণের নিকট তাঁহার নাম অতি মধুর লাগিতে লাগিল। ইতালীর আশানেত্র এখন তাঁহারই উপর পতিত হইল।

মণ্টিভিডিয়োর অধিবাসিগণ দুই কর প্রসারণ করিয়া তাঁহাদিগের বিজয়ী সেনাপতিকে গ্রহণ করিলেন। সল্‌টো সেণ্ট আণ্টোনিয়ো সমরের তারিখ ১৮৪৬ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী সুবর্ণ অক্ষরে গ্যারিবল্‌ডীর পতাকায় অঙ্কিত হইল। নগরে মহামহোৎসব উপস্থিত হইল। জয়ধ্বনি ও আনন্দধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল পরিপূরিত হইল। সে দিন মণ্টিভিডিয়োর নাম ধরাতল হইতে উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। আর আজ গ্যারিবল্‌ডীর সামরিক প্রতিভাবলে মণ্টিভিডিয়ো দুর্গের উপর বিজয়পতাকা সগর্ব্বে উড্ডীয়মান! আজ মণ্টিভিডিয়োরাজ্য দক্ষিণ আমেরিকায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইল! আজ ইহা ব্রাজিল সাম্রাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হইল। সমর তিরোহিত হইয়া এতদিনে মণ্টিভিডিয়োতে শান্তি সংস্থাপিত হইল।

ফরাসী রণতরির অধ্যক্ষ এডমিরাল্‌ লেইন্‌ (Laine) তৎকালে রাইও-ডি-লাপ্লাটা নগরের রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি এই যুদ্ধের সংবাদ পাইয়া গ্যারিবল্‌ডীকে একখানি প্রশংসাপত্র পাঠাইয়া দিলেন। তাহাতে লিখিত ছিল "এরূপ বিজয় মহাবীর নেপোলিয়নেরও মহতী সেনার যশোবৃদ্ধি করিত সন্দেহ নাই।"

ঐ বৎসরের শরৎকালে মণ্টিভিডিয়ো গবর্ণমেণ্ট গ্যারিবল্‌ডীকে জেনারেল (সেনাপতি) এই গৌরবের উপাধি প্রদান করিলেন। গ্যারিবল্ডী প্রথম অস্বীকার করিয়াও তাঁহাদিগের আগ্রহাতিশয়ে শেষে ইহাতে স্বীকৃত হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি আটলাণ্টিক্‌ মহাসাগরের উভয় পার্শ্বেই জেনারেল গ্যারিবল্ডী নামে অভিহিত হইতে থাকিলেন।

একাদশ অধ্যায়

গ্যারিবল্‌ডীর আভ্যন্তরীণ জীবন ও তৎসম্বন্ধিনী গুটিকত কথা।

গ্যারিবল্ডীর বীরত্বে ও মহত্ত্বে মুগ্ধ হইয়া মণ্টিভিডিয়োর প্রধান সেনাপতি রিভেরা তাঁহাকে ও তাঁহার লীজন সৈন্যকে পশুপালপূর্ণ গৃহবৃক্ষ-পরিশোভিত বহুতর জমীর দানপত্র লিখিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু গ্যারিবল্‌ডী নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা লিখিয়া সেই দানপত্র ফিরাইয়া দিলেন :—"মণ্টিভিডিয়োস্থ ইতালীয়গণ শুদ্ধ স্বাধীনতার জন্যই অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল, কোন প্রকার লাভ বা উন্নতির আশায় নহে।" প্রত্যুত এই বাক্যের সহিত গ্যারিবল্‌ডীর জীবনের পূর্ণ সামঞ্জস্য ছিল। তাঁহার এমন একটি জামা ছিল না যে, তিনি গায়ে দেন। যদি বা কখন এক আধটি জুটিত, তাহাও তিনি দীন-দুঃখীকে দান করিয়া ফেলিতেন। তাঁহার প্রিয়বন্ধু আন্‌জানি এক দিন তাঁহাকে নিজের গায়ের একটি ভাল জামা দেন। গ্যারিবল্‌ডী তৎক্ষণাৎ তাহার বিনিময়ে তাঁহাকে এক যোড়া ভাল জুতা উপহার প্রদান করেন।

ফরাসী রণতরির অধ্যক্ষ এড্‌মিরাল লেইন তাঁহার রণনৈপুণ্য, সাহস, বীরত্ব ও আত্মোৎসর্গে এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহার বিজয়ে শুদ্ধ অভিনন্দন-পত্র দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। এক দিন তিনি গ্যারিবল্‌ডীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার দীন আবাসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়া দেখিলেন যে, সে গৃহের প্রাচীরে সাগর ও পম্পাস্‌ অরণ্যানীর বায়ুপ্রবাহ রুদ্ধ হয় না, সে গৃহের দ্বারে বৃষ্টির জল নিবারিত হয় না। অর্দ্ধ-উদ্‌ঘাটিত দ্বার ভেদ করিয়া লেইন্‌ বাহিরের কামরায় প্রবেশ করিলেন। কিন্তু দীপাভাবে গৃহ অন্ধকারময় থাকায় তিনি চেয়ারে বাধিয়া পড়িয়া গেলেন। তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"গ্যারিবল্‌ডী ও গ্যারিবল্‌ডী! এই কি তোমার বাস-গৃহ? তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিতে হইলে কি একজনকে ভগ্নগ্রীব হইয়া যাইতে হইবে?" গ্যারিবল্‌ডী এই কথা শুনিয়া বাহিরের ঘরে আসিয়া কণ্ঠস্বরে লেইন্‌কে চিনিতে পারিয়া লজ্জিত হইয়া আনিটাকে ডাকিলেন, "স্ত্রী, স্ত্রী! শীঘ্র আ[illegible] আন?" আনিটার চক্ষু স্থির! বিস্মিতা অ[illegible] উত্তর করিলেন—"আলো! প্রাণাধিক, আমি কট-আলো জ্বালিব? তোমার কি স্মরণ নাই যে, [illegible]থাকায় আমরা বাতী কিনিতে পারি নাই?" গ[illegible] বল্‌ডীর তখন চৈতন্য হইল। তিনি আপনার আ[illegible] বিস্মৃতি মনে করিয়া 'হা, হা!' করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। তখন উপায়ান্তর নাই দেখিয়া লেইন্‌কে বাটীর অভ্যন্তরে জলন্ত চুল্লীর নিকট লইয়া গেলেন। সেখানে গিয়া বলিলেন—"আডমিরাল! আপনার বস্ত্রের দিকে লক্ষ্য রাখিবেন। ঐ দেখুন, আপনার বামপার্শ্বে আমার আনিটা দণ্ডায়মান! দেউলের অপর পার্শ্বে আমার ছেলেপিলে শুইয়া আছে। আর

এ পার্শ্বে এই কাষ্ঠাসন রহিয়াছে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া ইহাতে উপবেশন করুন।" আড্‌মিরাল এই অন্ধ—আলোকশূন্য অভ্যর্থনায় প্রাণভরা হাসি হাসিলেন। ইহাতে গ্যারিবল্‌ডী আবার বলিলেন—"আড্‌মিরাল! আমি গবর্ণমেণ্টের নিকট টাকা লই না। আমার নিত্যন্ত আবশ্যকীয় জিনিস মাত্র লইয়া থাকি। এবার যখন প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর তালিকা দিয়াছিলাম, তাহাতে বাতীর উল্লেখ করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম।" যাহা হউক, এই অন্ধকারে আলাপে উভয় পক্ষই অতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন। আডমিরাল্ লেইন্ অর্দ্ধঘণ্টাকাল তাঁহাদিগের সহিত বিশ্রম্ভালাপ করিয়া অতিশয় প্রীত হইয়া বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন।

লেইন্ গ্যারিবল্‌ডীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বরাবর সাধারণতন্ত্রের তাৎকালিক সমর-সচিব জেনারেল্ পাচেয়ো-য়-ওবেস্ (General Pacheoy Obes)-এর প্রাসাদে গমন করিয়া এই সাক্ষাৎকারের কাহিনী আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন। এই অবস্থা জানিতে পারিয়া সমর-সচিব অতিশয় লজ্জিত ও বিস্মিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ গ্যারিবল্‌ডীর সদনে একশত পাটাগন্ (patagon-dollar) পাঠাইয়া দিলেন। গ্যারিবল্‌ডী এই টাকা আহ্লাদপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু এক পাউণ্ড বাতীর মূল্য রাখিয়া অবশিষ্ট সমস্ত টাকা তৎক্ষণাৎ তাঁহার সৈজন্-সৈন্যের বিধবা ও অনাথ সন্তানগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিলেন; এবং এক পাউণ্ড বাতী ক্রয় করিয়া আনাইয়া আনিটার হস্তে তাহা এই বলিয়া রক্ষিত করিলেন যে, কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি রাত্রিতে দেখা করিতে আসিলেই কেবল তাহা খরচ করিবেন।

গ্যারিবল্‌ডীর বদান্যতার ইয়ত্তা ছিল না। সময়ে সময়ে ইহা তাঁহার পরিবারবর্গের বিশেষ অসুবিধার কারণ হইত। এক দিন তিনি তাঁহার একজন সৈজন্ সৈন্যকে নিরাবরণ দেখিয়া—তাহাকে একটি নির্জ্জন স্থানে লইয়া গেলেন; এবং তথায় তিনি আপনার শরীর হইতে একমাত্র জামা (Shirt) উন্মোচন করিয়া তাহার গাত্রে স্বয়ং পরাইয়া দিলেন। তিনি নিজে কাঁপিতে কাঁপিতে বাটী গিয়া আনিটার নিকট আর একটি জামা চাহিলেন। আনিটা বলিলেন, "জোসেফ্! ইহা বড় ভাল কর নাই—তোমার একটিমাত্র জামা—তাহাই তোমার গায়ে ছিল, সেটিও তুমি বিলাইয়া দিলে। এক্ষণে আমরা করি কি?" যে আনিটা সহস্র সহস্র আকারে মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে ভীতা হন নাই, আজ তিনি গাত্রাবরণ অভাবে স্বামীর স্বাস্থ্য-ভঙ্গের ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। গ্যারিবল্‌ডী এই রহস্যে হাসিতে লাগিলেন এবং প্রিয়বন্ধু আনজানির নিকট হইতে একটি জামা ধার চাহিয়া পাঠাইলেন।

যখন সমরে শত্রুর অর্থ বা দ্রব্যাদি তাঁহাদিগের হস্তগত হইত, তখন তিনি নিতান্ত আবশ্যকীয় দ্রব্য ভিন্ন আর সমস্তই তাঁহার সৈন্যগণকে ভাগ করিয়া দিতেন। এক সময়ে তাঁহারা সমর-ধৃত শত্রু-জাহাজে বিপুল অর্থ প্রাপ্ত হইলেন। যদিও তাঁহার সহিত মিলিত মণ্টিভিডিয়ো গবর্ণমেণ্টের যে নিয়ম ছিল—তাহাতে ইহার প্রায় সমস্তই তাঁহার প্রাপ্য, তথাপি মণ্টিভিডিয়ো ধনাগার শূন্য জানিয়া তিনি তৎসমস্তই তৎপূরণার্থ প্রেরণ করিলেন।

এই সময় তাঁহার পারিবারিক অভাব অতিশয় বাড়িয়াছিল। মণ্টিভিডিয়োতে অবস্থানকালে আনিটার গর্ভে ক্রমান্বয়ে থেরেসিটা (Theresita) নাম্নী একটি কন্যা, রিসিওটী (Ricciotti) নামক আর একটি পুত্র ও রোজা (Rosa) নাম্নী আর এক কন্যা জন্মে। সুতরাং তাঁহাকে এক্ষণে সর্ব্বশুদ্ধ দুইটি পুত্র ও দুইটি কন্যার লালন-পালন করিতে হইত। এই জন্য তিনি স্বামীর সঙ্গে নিতান্ত ইচ্ছাসত্ত্বেও অনেক যুদ্ধে যাইতে পারেন নাই। এই চারিটি সন্তানের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠা রোজা অতি শোচনীয়রূপে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এক রাত্রিতে সেই বালিকার ধাত্রী ও বালিকা দ্বার রুদ্ধ করিয়া একটি ঘরে নিদ্রা যাইতেছিল। অকস্মাৎ তাহাদিগের মশারীতে ও শয্যায় আগুন লাগে। দ্বার খুলিতে খুলিতে সেই শিশু ধাত্রীসহ ভস্মসাৎ হইয়া যায়। সেই অবধি গ্যারিবল্‌ডী কখন দ্বার রুদ্ধ করিয়া শুইতেন না এবং কাহাকেও দ্বার রুদ্ধ করিয়া শুইতে দেখিলে ভয়ে অভিভূত হইতেন। যিনি জ্বলন্ত অগ্নিমুখে প্রবেশ করিতেও কখনও ভীত হন নাই, সেই বালিকার শোকে তিনি এরূপ কাতর হইয়াছিলেন যে, এই সামান্য দৃশ্যে তিনি ভয়চকিত হইতেন। পরে যখন তিনি ইতালী উদ্ধার করিয়া ক্যাপ্রেরা দ্বীপে শান্তিসুখ ভোগ করিতেছিলেন—সে সময়ে কোনও ব্যক্তি তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া শুইলে তিনি ঈষৎ কুপিতস্বরে বলিলেন, "গ্যারিবল্‌ডীর বাটীতে ভয়ের এমন কি কারণ আছে—যাহাতে তোমাকে দ্বার রুদ্ধ করিয়া শুইতে হয়?"

এই শিশু-সন্তানগুলি লইয়া আনিটা অর্থাভাবে অনেক সময় বড় কষ্ট পাইতেন। একদিন থেরেসা সিঁড়ি হইতে পড়িয়া বেদনায় অস্থির হয় এবং

আপনার মুখে, রক্ত দেখিয়া ভয়ে বিহ্বল হয়। তখন আনিটার তহবিলে তিনটিমাত্র সেণ্ট (Cent) বই আর কিছুই ছিল না। সন্তানবৎসল গ্যারিবল্ডী আনিটার অগোচরে সেই তিনটি সেণ্ট বাহির করিয়া লইয়া থেরেসাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য বাজারে ক্রীড়া-পুত্তলী ক্রয় করিতে গেলেন। তিনি জানিতেন যে, আনিটা কোন সঙ্কটাবস্থায় ব্যয় করিবার জন্যই সেই তিনটি সেণ্ট অতি নিভৃত স্থানে লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়াছেন—সুতরাং তিনি আনিটাকে জানাইয়া লইতে সাহস করিলেন না। তিনটি সেণ্ট পকেটে করিয়া তিনি বাটীর বাহিরে যাইতেছেন—এমন সময়ে দ্বারদেশে সভাপতি সৌয়ারেজের (Souarez) দূত আসিয়া সংবাদ দিল যে, সভাপতি তাঁহার সহিত কোন গুরুতর পরামর্শ করিবার জন্য সভাসদ্‌গণ সমভিব্যাহারে মন্ত্রভবনে তদাগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। গ্যারিবল্ডী অমনি দূতের পশ্চাদ্গামী হইলেন এবং দুই ঘণ্টাকাল তথায় আবদ্ধ থাকিয়া সেই তিনটি সেণ্ট পকেটে করিয়া বাটী ফিরিয়া আসিলেন। তিনি যে কার্য্যের জন্য প্রথম বাটী হইতে বাহির হইয়াছিলেন, তাহা তিনি সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছেন। বাটীতে আসিয়া দেখিলেন, আনিটা বিষণ্ণবদনে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন। তিনি আসিবামাত্র আনিটা ঈষৎ স্ফুরিতাধরে বলিলেন—"প্রিয়তম! আমাদের বাটীতে চুরি হইয়া গিয়াছে। আমাদের দুঃসময়ের জন্য সঞ্চিত সেই সেণ্ট তিনটি কে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে।" আনিটা জানিতেন না যে, প্রকৃত চোর সম্মুখেই দণ্ডায়মান। এই কথা শুনিয়া গ্যারিবল্ডীর চৈতন্য হইল। তখন শিরে করাঘাত করিয়া হাসিতে হাসিতে পকেট হইতে তিনটি সেণ্ট বাহির করিয়া আনিটাকে দিলেন। আনিটা এই বলিয়া প্রকারান্তরে তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন—"এই চুরিতে আমি নিদারুণ ভীত হইয়াছিলাম।"

যদিও গ্যারিবল্ডী শত্রুরণতরির অধ্যক্ষ আড্‌মিরাল ব্রাউনের সহিত অনেকবার সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তথাপি এই বীরদ্বয়ের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের চিত্ত অতর্কিতভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল। পরস্পরের বীরত্বে ও মহত্ত্বে পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া তাঁহারা অন্তরে অন্তরে পরস্পর পরস্পরের বন্ধু হইয়া উঠেন। যথেচ্ছাচারী রোজাসের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ব্রাউন মন্টিভিডিয়ো নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় তৎকালে তাঁহার স্ত্রী-পুত্রাদি পরিবারবর্গ বাস করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহারা কোন্ বাটীতে আছেন, সে বিষয়ের অনুসন্ধান না করিয়া তিনি সর্ব্বাগ্রেই ইতালীয় নেতা গ্যারিবল্ডীর সদনাভিমুখে ধাবিত হইলেন। তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইয়া গ্যারিবল্ডীকে দেখিতে পাইবামাত্র বার বার তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। অদূরে বিস্ময়বিস্ফারিতলোচনা আনিটা দণ্ডায়মানা ছিলেন। ব্রাউন তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন, "মাতঃ! আমি অনেকবার আপনার স্বামীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছি, কিন্তু প্রতিবারই পরাজিত হইয়াছি। আমি কতবার শপথ করিয়াছিলাম যে, আপনার স্বামীকে রণবন্দী করিবই, কিন্তু কোনবারই সে শপথ কার্য্যে পরিণত করিতে পারি নাই। কারণ, প্রতিবারই তিনি আমার রণতরিগুলিকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া পলায়ন করিয়াছেন। যদি আমি তাঁহাকে রণবন্দী করিতে পারিতাম, তাহা হইলে তাঁহার প্রতি আমার ব্যবহারে আপনি জানিতে পারিতেন যে, আপনার স্বামীর প্রতি আমার কতদূর শ্রদ্ধা ও কতদূর আমি তাঁহার গুণে মুগ্ধ।"

গ্যারিবল্ডী তাঁহার লীজন সৈন্যগণকে 'আমার পুত্রগণ' (My sons) এই বলিয়া ডাকিতেন ও পরিচয় দিতেন। শুদ্ধ পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন না—তিনি তাহাদিগের প্রতি জনকোচিত ব্যবহার-করিতেন। আপনার হৃদয়ের মহত্ত্ব, সম্মান-জ্ঞান ও নিঃস্বার্থ ভাব—তিনি তাহাদিগের অন্তরে এরূপ অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিলেন যে, তাহারা তাঁহার সহিত সমানে খাটিত, সমানে কষ্ট সহিত, সমানে বিপদের সম্মুখীন হইত—এবং একত্র বিজয়-গৌরবে মণ্ডিত হইত। তাহারা আপনাদিগকে এক পিতার অধীনে একটি ঘনীভূত 'ভ্রাতৃসমাজ' বলিয়া মনে করিত। যখন তাহাদিগের অর্থাভাব হইত, গ্যারিবল্ডী তাহাদিগকে অর্থোপার্জ্জনের জন্য ছাড়িয়া দিতেন। তাহারা ফরাসী বা অন্য কোন দেশীয় জাহাজে চাকরী করিয়া অন্ন বা বস্ত্রের মূল্য-পরিমিত বেতন পাইলেই আবার গ্যারিবল্ডীর পতাকামূলে আসিয়া দাঁড়াইত। গ্যারিবল্ডী কেবল আন্‌জানিকেই ভ্রাতৃসম্বোধন করিতেন। প্রকৃত আন্‌জানি সর্ব্বপ্রকারেই তাঁহার ভ্রাতা (Brother) হইবার যোগ্য ছিলেন।

গ্যারিবল্ডী ও তাঁহার লীজন্ সৈন্যের অদ্ভুত বীরত্বমালার সংবাদ পাইয়া বিজয়-গৌরবের অংশভাগী হইবার জন্য অসংখ্য ইতালীয়—প্রাচীন পৃথিবী হইতে আসিয়া গ্যারিবল্ডীর সহিত মিলিত হন। ইহাঁদের মধ্যে মেডিসি (Medicei) সর্ব্বপ্রধান। গ্যারিবল্ডী ইহাঁকেও যথেষ্ট ভালবাসিতেন। ইনি এক্ষণে ইতালীয় সেনাবিভাগের এক জন প্রধান কর্ম্মচারী।

গ্যারিবল্ডী আভ্যন্তরীণ জীবনে মন্টিভিডিয়োর আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই হৃদয়রঞ্জন ছিলেন। মন্টিভিডিয়ো গবর্ণমেণ্টও তাঁহাকে এত দূর শ্রদ্ধা করি-তেন ও তাঁহার রাজনীতি-বিশারদতায় তাঁহাদিগের এত দূর আস্থা ছিল যে, কোন গুরুতর বিষয় উপস্থিত হই-লেই তাঁহারা তাঁহার সহিত পরামর্শ করিতেন। গ্যারি-বল্ডী নিজের জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট কখন কোন অনুগ্রহ ভিক্ষা করেন নাই। কিন্তু পরের জন্য তিনি গবর্ণমেণ্টকে সর্ব্বদা অনুরোধ করিতেন। কোন কারাবাসীকে মুক্তি দেওয়া বা কোন দীনদুঃখীকে কিছু দান করা ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে তিনি গবর্ণমেণ্টকে বিরক্ত করিতেন না।

সান্-আণ্টোনিয়া রণক্ষেত্রে হত ইতালীয়গণের স্মরণার্থ গ্যারিবল্ডী একটি ক্রস্ স্থাপন করিলেন। তাহার এক দিকে অঙ্কিত ছিল "To the XXXVI. Italians who died the 8th of February MDCCXCLVI." ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী যে ৩৬ ইতালীয়গণ এই রণস্থলে হত হইয়াছেন, তাঁহাদের স্মরণচিহ্নস্বরূপ ইহা স্থাপিত হইল। অপর দিকে লিখিত ছিল—"CLXXXIV. Italians on the plains of San Antonio" যে ১৮৪ জন ইতালীয় সান্-আণ্টোনিয়ো রণক্ষেত্রে অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সম্মানার্থ এই গৌরব-চিহ্ন স্থাপিত হইল।

যখন গ্যারিবল্ডী সান্-আণ্টোনিয়ো রণক্ষেত্র হইতে তাঁহার অদ্ভুত বিজয়ের বিবরণ পাঠান, তখন মন্টিভিডিয়োর সমর-সচিব নিম্নলিখিত ঘোষণাপত্র প্রচার করেন:—

১ম। বিজয়ী গ্যারিবল্ডী ও তাঁহার লীজন্-সৈন্য নগরে প্রবেশ করিলে মন্টিভিডিয়ো-দুর্গের সমস্ত সৈন্য তাঁহাদিগের সম্মানার্থ কৃত্রিম যুদ্ধ প্রদর্শন করিবে।

২য়। গ্যারিবল্ডীর লীজন্-সৈন্য সাধারণতন্ত্রের নিকট গৌরব পত্র প্রাপ্ত হইবে।

৩য়। সাধারণতন্ত্রের সমস্ত সৈন্য—গ্যারিবল্ডী ও তাঁহার লীজন্-সৈন্যের নগর-প্রবেশের সময় তাঁহা-দিগের সম্মানার্থ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ও সৈনিক কর্ম্মচারিগণ "Vive Garibaldi and his brave Companions" 'গ্যারিবল্ডী ও তাঁহার সহসমরি-গণ দীর্ঘজীবী হউন' বলিয়া তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা করিবেন।

গ্যারিবল্ডীর লীজন্-সৈন্যের যে গৌরব-পত্র প্রদান করা হয়, তাহাতে এরূপ লিখিত থাকে:—

১ম। ইতালীয় লীজনের পতাকায় নিম্নলিখিত কথাগুলি সুবর্ণ অক্ষরে অঙ্কিত হইবে:—

"Action of the 8th of February 1846, of the Italian Legion, under the order of Garibaldi"

"এই সান্ আণ্টোনিয়ো ক্ষেত্রে গ্যারিবল্ডীর অধি-নায়কত্বে ১৮৪৬ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী ইতালীয় লীজন্ এক (বিস্ময়কর) যুদ্ধ করেন।"

২য়। ইতালীয় লীজন্ সকল সৈন্য-প্রদর্শনীতেই (parade) সর্ব্বাগ্র স্থান প্রাপ্ত হইবে।

৩য়। ইতালীয় লীজনের যে সকল সৈন্য এই সমরে প্রাণ হারাইয়াছে, তাহাদের নাম প্রস্তরফলকে (tablet) খোদিত হইয়া নগরের হলে সংস্থাপিত হইবে।

৪র্থ। লীজন্ সৈন্যের প্রত্যেককে গৌরবচিহ্নস্বরূপ বামহস্তে একখানি করিয়া মুকুটাকার কবচ ধারণ করিতে হইবে এবং সেই কবচে নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা লিখিত থাকিবে:—

"Invincibili Combatterone I·8 Iebrayo 1846"—'১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারীর অজেয় যোদ্ধা।"

গ্যারিবল্ডীর জীবনের পূর্ব্বভাগের অতি কঠোর ও নিষ্ঠুর কষ্ট-যন্ত্রণা এবং আত্মত্যাগ ও বদান্যতার যে সকল ছবি প্রদত্ত হইল, আর গ্রন্থের অবয়ব-বৃদ্ধি-ভয়ে যাহা অপ্রদত্ত রহিল—এ সমস্তই তাঁহার হৃদয়ের উদার-প্রকৃতির পরিচায়ক। অবহিতচিত্ত পাঠকগণ তাঁহাকে বিভিন্ন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিভিন্ন মূর্ত্তিতে দেখিতে পাইবেন। কখন বা তাঁহাকে কঠোর শাসনশীল সেনাপতি, কখন বা উচ্ছৃঙ্খলতায় ক্ষমাহীন বিজয়ী, কখন বা অলঙ্ঘ্যবিধি শাসনকর্ত্তা, কখন বা নিজ পতাকাস্থিত বিসুবিয়সের ন্যায় অগ্ন্যুদ্‌গারী-অস্ত্রবিশিষ্ট দেখিতে পাইবেন। গ্যারিবল্ডী এক দিকে যেমন স্বামি-ভাবে অতি কোমল, পিতৃভাবে স্নেহময়, এবং সেনাপতিভাবে পরদুঃখকাতর ও দয়ালু প্রকৃতির লোক ছিলেন, সেইরূপ অন্যদিকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, আত্ম-ইচ্ছা শক্তি-চালিত ও অজেয় বীর ছিলেন। যে বীর "পরাজয়" কাহাকে বলে, কখন জানিতেন না—বিপদ্‌কে কখন ভয় করিতেন না—শান্তি ও বিশ্রামসুখ কখন ভালবাসিতেন না—সংগ্রামে শত্রুর উপর জয়লাভ করিয়া কখন আত্মসুবিধা খুঁজিতেন না—এবং রাজনৈতিক পদ বা সম্মানকে সতত তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন, আইস, আমরা পতিত ভারতবাসী আজ সেই বীরের চরণতলে পতিত হইয়া সেই

রাজ-নৈতিক গুরুর নিকট অসাধারণ বীরত্ব, প্রগাঢ় স্বদেশানুরাগ ও নিষ্কাম মানবপ্রেমের মধুর সামঞ্জস্য শিক্ষা করি। যিনি স্বাধীনতার মিত্র—তিনি গ্যারিবল্ডীরও মিত্র। স্বাধীনতার উপাসকের সহিত গ্যারিবল্ডী কখন শত্রুতা করিতেন না। কিন্তু যিনি স্বাধীনতার শত্রু ও মানবজাতির উৎপীড়ক, গ্যারিবল্ডীর বক্ষ সতত তাঁহার বিরুদ্ধে সমুদ্যত থাকিত। যে উৎসাহবহ্নি শরীরে বিদ্যুৎ সংক্রামিত করিত, যে আশাকুসুম কখন নিমীলিত হইত না, যে আত্মশক্তির উপর বিশ্বাস কখন কমিতে জানিত না, যে স্বর বহু যোজন আলোড়িত করিত, যে শারীরিক বল কাহারও নিকট পরাজয় স্বীকার করিত না, যে সহিষ্ণুতা কিছুতেই টলিত না—ভগবান্ সেই দেবজ্যোতি গুণে বিভূষিত করিয়া যেন তাঁহাকে ইতালীর—উৎপীড়িত পদদলিত ইতালীর উদ্ধারার্থ ভূমণ্ডলে প্রেরণ করেন। যে সময়ে এই অসাধ্যসাধনে সমর্থ—এ সমস্ত গুণে বিভূষিত, এরূপ আর দ্বিতীয় ব্যক্তি ইতালীতে জন্মগ্রহণ করেন নাই।

যে সকল অসাধারণ ক্ষমতা লইয়া গ্যারিবল্ডী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এই কয় বৎসরের কষ্টযন্ত্রণা ও অবদানপরম্পরায় তাহার পূর্ণ পরিপাক হইল। যত প্রকার বিপদে—যত প্রকার অসুবিধায়—মানুষ পড়িতে পারে, গ্যারিবল্ডী তাহাতে পড়িয়াছিলেন। বার বার জাহাজ ভগ্ন হওয়ায় তিনি জলধি-জলে নিমগ্ন হন। তিনি বার বার আহত হন ও কয়বার ভীষণ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। বিধাতা তাঁহার দ্বারা মহৎকার্য্য সাধন করিয়া লইবেন বলিয়াই যেন প্রতিবার তাঁহার প্রাণরক্ষা করেন। অতি শীঘ্র যুদ্ধের আয়োজন করিতে পারায়, অতি অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া অসংখ্য শত্রুসৈন্যকে পর্য্যুদস্ত করায়, একটি বাক্যে বা একটি কটাক্ষ-পাতে অসংখ্য লোককে মন্ত্রমুগ্ধবৎ করিয়া নিজের ইচ্ছামত চালিত করায়—যে অসাধারণ শক্তি তিনি শেষ জীবনে ইতালীক্ষেত্রে প্রকটীকৃত করেন, সেই শক্তি অনেক পরিমাণে আমেরিকাক্ষেত্রেই পরিপুষ্ট হয়। কি স্বদেশ, কি বিদেশ, তাঁহার আনন্দময়ী সাহসিকতা, সরলতা, ও সাধুতা তাঁহাকে শত্রু-মিত্র সকলেরই ভক্তিভাজন করিয়াছিল। লোভের অধ্যয় ও ঐশ্বর্য্যে ঘৃণাবান্ হইলেও তিনি আপনার ও পরিবার-বর্গের উদারান্নের জন্য শ্রমে বিরত ছিলেন না। কৃষি-বাণিজ্য এবং কখন বা চাকরী পর্য্যন্ত অবলম্বন করিয়া তিনি পরিবার প্রতিপালন করিতেন। আপনাদিগের অভাবমোচন হইয়া যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিত, তিনি বন্ধু-বান্ধব দীন-দুঃখীকে তাহা দান করিয়া ফেলিতেন। সংক্ষেপতঃ তিনি সরলতা, নিঃস্বার্থতা ও বিশ্বপ্রেমিকতার অবতার ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

দ্বাদশ অধ্যায়

[মন্টিভিডিয়ো সাধারণতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ ছিন্ন-ভিন্ন ভাব—রিভেরাকৃত বিপ্লব—ডেমানের যুদ্ধ—মন্টিভিডিয়োতে প্রত্যাগমন—গ্যারিবল্ডীর হৃদয় ইতালীর অভিমুখে ধাবিত—পোপের অধীনে চাকরী করিতে স্বীকার—পোপকে পত্র লিখন—ইউরোপে যাত্রা—নাইস্ নগরে অবতরণ—চার্লস আল্বার্টের নিকট প্রস্তাব—কর্ণেল মেডিসি—আন্‌তানির মৃত্যু।]

আমরা শত্রুসৈন্যকে সান্ আণ্টোনিয়ো সমরক্ষেত্রে ফেলিয়া আসিয়াছি। চল পাঠক! দেখিগে সেই ভীষণ পরাজয়ের পর তাহাদিগের কি দশা ঘটিল। ঐ দেখ, সেনাপতি গোমেজ হতাবশিষ্ট সৈন্য লইয়া পয়সাণ্ডু নগরে আসিয়া শিবির সন্নিবেশিত করিয়াছেন। আর ঐ দেখ, সান্ আণ্টোনিয়োরূপ কুরুক্ষেত্র—হত ও আহত পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যে যেন আচ্ছাদিত রহিয়াছে। রুধিরপ্রপাতে যেন নদী বহিয়া যাইতেছে! কত যে সৈন্য মরিয়াছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। একটি সাধারণতন্ত্রী সৈন্য ও দশটি শত্রুসৈন্য—এই অনুপাতে উভয় পক্ষের সৈন্য সেই বিষম রণে হত হয়। শত্রুদের নিষ্ঠুর ও লজ্জাকর অত্যাচারের ভয়ে গ্যারিবল্ডীর লীজন্ সৈন্য আপন আহত সৈন্যগণকে গৃহমধ্যগত করিয়া লইয়া গিয়াছিল। শত্রুরা যদিও নগরদ্বার পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের গতি প্রতিপদে প্রতিহত করে, তথাপি একটি আহত লীজনসৈন্যও তাঁহারা রণক্ষেত্রে ফেলিয়া যান নাই। এই আহত সৈন্যের প্রাণপণে রক্ষণ—গ্যারিবল্ডীর রণবিস্ময়িনী প্রতিভার অদ্ভুত বিস্ফুরণ। ঐ দেখ, সৈন্যগণ নগরদুর্গে আসিয়া পৌঁছিলে, ফরাসীরণতরির চিকিৎসক আহত সৈন্যগণের সুন্দররূপ চিকিৎসা করিতে লাগিলেন এবং মন্টিভিডিয়োর রমণীগণ জননী বা ভগিনীর ন্যায় তাঁহাদিগের সেবা-শুশ্রূষায় নিমগ্ন হইলেন।

ঐ দেখ, যুদ্ধক্ষেত্র হইতে শত্রুসৈন্য অপসৃত হওয়ার পর গ্যারিবল্ডী হত সৈন্যগণকে সংগ্রহ করিয়া সমাধিনিহিত করিতেছেন। তাঁহার আদেশে লীজনারী ও ভলণ্টিয়ার সৈন্য একই সমাধি-গহ্বরে নিহিত হইতেছে। তাহাদিগের অদ্ভুত বীরত্বের পরিচয় দিবার জন্য তাহাদিগের উপর একটি ক্রস নির্ম্মিত হইল। আজ মহাপ্রাণ গ্যারিবল্ডী হত শত্রুসৈন্যগণকেও বীর-সমাধি প্রদান করিলেন। তাহাদের শত্রুরাই তাহাদিগের প্রকৃত বন্ধুর কার্য্য করিল। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মে পর্য্যন্ত মন্টিভিডিয়োতে পূর্ণ-শান্তি বিরাজ করিল। তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে বিউএনস্ এয়ারেস্ সৈন্যগণ সেই কাল পর্য্যন্ত আসে নাই; কিন্তু তাহার পরই গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হইয়া মন্টিভিডিয়ো গবর্ণমেণ্টকে আবার ছিন্ন-ভিন্ন করিল।

রিভেরা রুধির-কর্দমিত পথে গমন করিয়া মৃত শরীরের উপর দিয়া সৌভাগ্যমঞ্চে আরোহণ করিলেন ও আরোহণ করিয়া ধরাকে সরা দেখিতে লাগিলেন। সর্ব্বপ্রথমে তিনি সেনাপতিপুঙ্গকে নির্ব্বাসিত করিলেন। তাহার পর অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে তিনি ছলে-বলে ও কৌশলে নির্ব্বাসিত করিতে লাগিলেন। গ্যারিবল্ডী ও আনজানিকেও তিনি নির্ব্বাসিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা প্রজানুরাগে ও আত্মবলে বলীয়ান্ হইয়া তাঁহার আদেশ প্রত্যাখ্যান করেন।

এই সময়ে অরকুইজা (Urquiza) অসংখ্য সৈন্যসহ সল্টো নগরের কিয়দ্দূরে দেমান্ (Deman) নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ২০এ মে তারিখে রিভেরার সৈন্যে ও অরকুইজার সৈন্যে তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া উঠিল। রিভেরার আদেশে গ্যারিবল্ডিনী সেনা আবার যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইল। আবার গ্যারিবল্ডীর লীজনারীর ভীষণ বেয়নেট্ আক্রমণে ও সাধারণতন্ত্রিণী সেনার অবিচালিত প্রতিঘাতে শত্রুসৈন্য সংখ্যায় বহুতর হইলেও প্রতিহত ও অনেকে রণশয্যায় শায়িত হইল। সাধারণতন্ত্রিণী সেনারাও অনেকে এই যুদ্ধে হত হয়।

কিন্তু রিভেরার ভাগ্যলক্ষ্মী এই যুদ্ধের পরই অন্তর্হিত হইলেন। লোকপ্রিয় পাজ্ ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের নির্ব্বাসন, আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলাস্থাপনের অক্ষমতা ও রোজাস্ কর্ত্তৃক করিয়ান্টিস্, সল্টো ও পয়সাণ্ডু প্রভৃতি নগরের গ্রহণ—ও অবশেষে শত্রুসৈন্যের মন্টিভিডিয়ো অবরোধের জন্য তদভিমুখে অভিযান—এই সমস্ত ঘটনায় মন্টিভিডিয়োর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা রিভেরার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইলেন। তাঁহারা একবাক্যে রিভেরাকে রাজ্যচ্যুত ও নির্ব্বাসিত করিলেন। শত্রুসৈন্যের আগমন-বার্ত্তায় মন্টিভিডিয়োবাসিগণের নির্ব্বাণোন্মুখ বীর্য্যবহ্নি উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। যদিও ছয় বৎসরের অবিরাম সংগ্রামে অবসন্ন, যদিও ক্রমিক অর্থব্যয়ে শূন্য কোষ, যদিও অসংখ্য বীরবৃন্দের পতনে ক্ষীণবল ও শোকাকুল—তথাপি তাঁহারা যেন সঞ্জীবনমন্ত্রে পুনর্জ্জীবিত হইয়া জাতীয় রক্ষার জন্য সমুত্থিত হইলেন। রিভেরাকে নির্ব্বাসিত করিয়া তাঁহারা তৎকর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত নেতৃবৃন্দকে স্বদেশে আনয়ন করিয়া স্ব স্ব পদে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন; এবং অস্ত্রধারণক্ষম ব্যক্তিমাত্রকে লইয়া একটি মহতী জাতীয় সেনা সংগঠিত করিলেন। নগর-রক্ষার জন্য যত কিছু আয়োজন সম্ভব, তৎসমস্তই অনুষ্ঠিত হইল।

গ্যারিবল্ডী এবং আনজানিও সসৈন্যে নগররক্ষার্থ প্রস্তুত হইতে আদিষ্ট হইলেন। তাঁহারা রণসজ্জায় সজ্জিত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগকে রণস্থলে উপস্থিত হইতে হইল না। কারণ, ফরাসী ও ইংরাজগণের মধ্যস্থতায় রোজাসের গতি প্রতিহত হইল। যুদ্ধের আশঙ্কা অপনীত হইলে, মন্টিভিডিয়ো-গবর্ণমেণ্ট গ্যারিবল্ডীর বাসনির্ব্বাহার্থ তাঁহাকে একটি গোলাবাড়ী প্রদান করেন। গ্যারিবল্ডী অতঃপর তাহার তত্ত্বাবধান-কার্য্যে সবিশেষ মনোনিবেশ করিলেন। এদিকে তাঁহার আলয়—শাসন-সমিতির ও রণসমিতির ও নেতৃবৃন্দের প্রধান সঙ্গম-স্থান হইল। মনস্বিনী আনিটা গৌরব ও সম্ভ্রমের সহিত গৃহস্বামিনীর পদের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু এ শান্তি ও সুখের সময়েও গ্যারিবল্ডীর হৃদয় ইতালীর জন্য সতত কাঁদিত। 'ইতালী' এই শব্দ শুনিলে তাঁহার হৃদয় নৃত্য করিতে থাকিত। কে যেন তাঁহার শিরায় শিরায় অমৃতধারা প্রবাহিত করিত। সেই প্রাণের প্রাণ ইতালী এখন কি করিতেছে—জানিবার জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইত। প্রতি মেলে সংবাদ আসিতে লাগিল যে, এখন ইতালীতে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের পূর্ব্ব-লক্ষণ সকল সংসূচিত হইতেছে এবং পোপ নবম পায়স্ (Pio Nono) সেই বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের নেতা হইবেন - তাঁহার উক্তিতে ও ভাবে লোকে এরূপ আশা করিতেছে। এই সংবাদ পাইয়া ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের ১২ই অক্টোবর গ্যারিবল্ডী ও আনজানি পোপকে ইতালীর ভাবী উদ্ধারকর্ত্তা মনে করিয়া তাঁহাকে এই মর্ম্মে পত্র লিখেন :—

"আমরা আপনার উদারভাবে মুগ্ধ হইয়া আপনার অধীনে চাকরী করিতে প্রস্তুত আছি। আমাদের

অস্ত্র-শস্ত্র—যুদ্ধ-কার্য্যে অপরিচিত নহে—সুতরাং যদি তাহা আপনার পবিত্রতার (Holiness) গ্রহণীয় হয়, তাহা হইলে আমরা অতি আহ্লাদ-সহকারে আপনার কার্য্যে তাহা চালনা করিতে প্রস্তুত আছি। যে পোপ আমাদের দেশের জন্য ও আমাদের জাতীয় ধর্ম্মের জন্য এতদূর করিয়াছেন, তাঁহার স্বদেশ-উদ্ধার কার্য্যের বিন্দুমাত্র সহায়তা যদি আমাদিগের দ্বারা হয়, তাহা হইলে আমরা আমাদিগকে কৃতার্থ মনে করিব। আমরা আমাদিগের পক্ষে ও আমাদের সহসমরিগণের পক্ষ হইতে এই কথা বলিলাম, যদি আমরা স্বদেশের কার্য্যে আপনাদের রুধির ব্যয় করিতে পারি, তাহা হইলে আপনাদিগকে সৌভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করিব। আমরা আপনার বহুমূল্য সময়ের উপর এই-রূপে হস্তক্ষেপ করিলাম বলিয়া আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আশা করি, আপনি আমাদিগের আপনার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও অসীম শ্রদ্ধা-সূচক এই বাক্যগুলি সাদরে গ্রহণ করিবেন।

আপনার অনুগত ভৃত্য
জি, গ্যারিবল্ডী; এফ, আনজানি।"

রাইও জেনিরোতে পোপের প্রতিনিধি (Mincio) ছিলেন। পোপের নিকট পাঠাইবার জন্য পত্র তাঁহারই হস্তে অর্পণ করা হয়। তিনি আশা দিয়াছিলেন যে, শীঘ্র শীঘ্র তাঁহাদের পত্রের উত্তর আনাইয়া দিবেন। কিন্তু তাঁহাদিগের দুর্ভাগ্যক্রমে সে পত্রের আর উত্তর আসিল না। কিছু দিন অপেক্ষা করিয়া গ্যারিবল্ডী যখন দেখিলেন, পত্রের উত্তর আসার আর আশা নাই, তখন তিনি স্বয়ং স্বদলে ইতালীযাত্রা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি সমস্ত ইতালীয় লীজন্ সৈন্যকে ইতালীযাত্রার জন্য সজ্জিত হইতে বলিলেন; এবং পাথেয়ের অভাব দূরীকরণার্থ চাঁদা দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। অনেকে গায়ের জামা বেচিয়া তাহার মূল্য স্বদেশযাত্রার ফণ্ডে দিতে লাগিলেন। মন্টিভিডিয়োতে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। বহুদিনের পর জন্মভূমির অবলোকন করিবার আশায় সকলেই আনন্দে উচ্ছ্বলিত হইয়াছিলেন, কিন্তু মন্টিভিডিয়ো-গবর্ণমেণ্টের প্ররোচনায় অথবা এই স্বদেশযাত্রার ভাবী পরিণাম-বিষয়ে সন্দিহান হইয়া শেষে অনেকেই পশ্চাৎপদ হইলেন। গ্যারিবল্ডীর লীজন্ সৈন্যের মধ্যে পঞ্চাধিক অশীতিজন মাত্র তাঁহার অনুগামী হইতে স্বীকৃত হন। তাহার মধ্যেই আবার পঞ্চবিংশতি জন যাত্রা করিবার সময় সরিয়া পড়িলেন। গ্যারিবল্ডী ও তাঁহার লীজনসৈন্য মন্টিভিডিয়োর প্রাণভূত ছিলেন। সুতরাং মন্টিভিডিয়ো-গবর্ণমেণ্ট গ্যারিবল্ডী ও তাঁহার আনুযাত্রিকবর্গকে যখন বুঝাইয়া নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না, তখন ভিতরে ভিতরে প্রতিকূলাচরণ করিতে লাগিলেন। গবর্ণমেণ্টের উত্তেজনায় জাহাজের অধ্যক্ষ তাঁহাদিগের নিকট ছাড় ছাড়কালে অতিশয় অধিক ভাড়া চাহিয়া বসিলেন। কিন্তু গ্যারিবল্ডী ও তাঁহার আনুযাত্রিকবর্গ সর্ব্বস্ব বেচিয়াও তাহা দিতে স্বীকৃত হইলেন। যে সকল ইতালীয় ও মন্টিভিডিয়ো বীরগণ তাঁহার সহিত সান্ আণ্টোনিয়ো সমরক্ষেত্রে একত্র যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই এই স্বদেশযাত্রায় গ্যারিবল্ডীর সঙ্গী হইয়া চলিলেন। যাত্রীর দলে সর্ব্ব-শুদ্ধ ছষটি জন ইতালীয় ও কতিপয়মাত্র মন্টিভিডিয়ো ছিলেন। ফরাসী জাহাজ বেসন্টি * ২৭এ মার্চ্চ এই যাত্রিদল লইয়া মন্টিভিডিয়ো বন্দর ছাড়িয়া ইতালীর অন্তর্গত নাইস্ নগরাভিমুখে চলিল। বলা বাহুল্য যে, পতিগতপ্রাণা আনিটাও পুত্রকন্যাসহ স্বামীর অনুগমন করিলেন।

এ দিকে মেডিসি পূর্ব্বেই ইতালীতে আসিয়া গ্যারিবল্ডীর আগমনের পথ পরিষ্কৃত করিবার জন্য পীডমণ্টে লোকতান্ত্রিক অভ্যুত্থানের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

সেই জাহাজ—কুক্ষিতে গ্যারিবল্ডীর ও তদীয় লীজন্ রূপ ইতালীর অমূল্য রত্ন মস্তকে অগ্ন্যুদ্গারি বিসুবিয়স-লাঞ্ছিত ইতালীয় লীজন্ পতাকা ধারণ করিয়া ত্বরিতগতিতে ১৮৪৭ সালের ২৪এ জুন তারিখে নাইস্ নগরের অদূরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

স্বদেশ-যাত্রা বিষয়ে তাঁহার প্রাণপ্রতিমা আনিটা ও প্রাণসম ভ্রাতা আনজানিই তাহাকে সবিশেষ সহায়তা করেন। গ্যারিবল্ডী এই বীরপুরুষ ও এই বীরা রমণীর সাহায্যেই পথে বিষম অগ্নিকাণ্ডের হস্ত হইতে আপনাদিগকে ও জাহাজকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু আনজানি পীড়ায় (Pulmonary disease) দিন দিন অতিশয় কাতর হইয়া পড়িতে লাগিলেন। আনিটা নিরন্তর তাঁহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহার জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত গ্যারিবল্ডী ও আনিটা সতত তাঁহার পার্শ্বে থাকিয়া তাঁহার যাতনার লাঘব করিবার চেষ্টা করিতেন।

* কেহ কেহ জাহাজখানির নাম Bisonte এবং কেহ কেহ বা Espananza বলিয়াছেন।

গ্যারিবল্ডীর বিরুদ্ধে অদ্যাপিও সেই প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা বলবৎ ছিল। সেই জন্য তাঁহার সহচরবৃন্দ দেশের লোকের মনের ভাব না জানিয়া তাঁহাকে হঠাৎ তীরে নামিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু গ্যারিবল্ডী তাঁহার প্রিয়বন্ধু পীড়িত আন্‌জানির জন্য কমলা লেবু প্রভৃতি ক্রয় করিবার জন্য একবার আলিকাণ্টে (Alicante) জাহাজ হইতে তীরে অবতরণ করিয়া তথায় ইতালীর আভ্যন্তরীণ অবস্থা সমস্ত জানিতে পারিয়াছিলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন, কিরূপে গত কয় সপ্তাহের মধ্যে ইতালীতে ঘটনাস্রোত নিরন্তর প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে। তিনি জানিলেন, ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারী চার্লস্ আলবার্ট জন-সাধারণের স্বত্ব ও অধিকার রক্ষা করিবেন বলিয়া ঘোষণা-পত্র প্রচার করিলে, কেমনে টিউরিণের জন-সাধারণ আনন্দে উন্মত্ত-প্রায় হইয়া জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে চার্লস আলবার্টের প্রাসাদের সমীপবর্ত্তী হইয়াছিল।

তিনি শুনিলেন যে, সমস্ত ইতালীতে তখন বিপ্লবাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে; লম্বার্ডি ও ভিনিস্ অস্ত্রধারণ করিয়াছে; এবং ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ২৩এ মার্চ্চ মিলান্‌বাসীরা পাঁচ দিন ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া অষ্ট্রীয়গণকে তাহাদের নগর হইতে তাড়াইয়া দিয়াছেন। সুতরাং তিনি স্থির করিলেন যে, স্বাধীনতা-সমর যাপন করিতে আর বিলম্ব করা যাইতে পারে না। কিন্তু টিউরিণের শাসনসমিতি এত শীঘ্র লোকের মন যুদ্ধার্থ উত্তেজিত হইবে বলিয়া বিশ্বাস করেন নাই। এত শীঘ্র সমস্ত উত্তর-ইতালী 'টিউরিণ রাজ্যের জয়' রবে উদ্ঘোষিত হইবে, চার্লস আলবার্ট এরূপ ভাবেন নাই। সুতরাং তিনি এত শীঘ্র অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাপন করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন।

গ্যারিবল্ডী আলিকাণ্টের কন্‌সলের নিকট আরও শুনিলেন যে, পারিসেও একটি বৈপ্লব অভ্যুত্থান হইয়া গিয়াছে। ভায়েনা ও বার্লিনের প্রজারাও রাজবিদ্রোহী হইয়াছে; টসকানী ও রোম্ জাতীয় যুদ্ধে সহস্র সহস্র ভলণ্টিয়ার সৈন্য প্রেরণ করিতেছে; অধিক কি, নেপল্‌সের ফার্দিনান্দও স্বরাজ্যে নিয়মতন্ত্র-শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠাপিত করিবেন বলিয়া প্রজাবৃন্দের নিকট প্রতিশ্রুত হইতে বাধ্য হইয়াছেন। গ্যারিবল্ডী পীড়িত আন্‌জানিকে এই সকল সংবাদ উপহারস্বরূপ প্রদান করিলেন। আন্‌জানির মৃতপ্রায় দেহে এই সকল সংবাদ যেন সঞ্জীবনৌষধের কার্য্য করিল।

আলিকাণ্টে ছাড়াইয়াই গ্যারিবল্ডী আনিটার স্বহস্তনির্ম্মিত ত্রিবর্ণ জাতীয় ধ্বজা জাহাজে তুলিয়া দিলেন। সেই ধ্বজা কাঁপাইতে কাঁপাইতে জাহাজ-রাজ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া নাইস্ নগরের বন্দরে প্রবেশ করিল। গ্যারিবল্ডী চতুর্দ্দশ বৎসরের নির্ব্বাসনের পর, আজ স্বনগরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আজ তাঁহার হৃদয়ে আনন্দ আর ধরে না।

তাঁহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা বলবৎ থাকিতেও—ও তাঁহার নাবিকবৃন্দের নিষেধ সত্ত্বেও—তিনি তীরে অবতরণ করিলেন। তাঁহার আগমনবার্ত্তা প্রচারিত হইবামাত্র সমস্ত নগর তাঁহার অভ্যর্থনার্থ উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিল। তিনি সর্ব্বাগ্রে জননীর নিকট গমন করিলেন এবং পুত্র-কন্যা সহ আনিটাকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন।

গ্যারিবল্ডীর জননী গোঁড়া খৃষ্টান ছিলেন। সুতরাং পুত্র গির্জ্জায় না গিয়াও পাদরীর সাহায্য বিনা আনিটাকে বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি পুত্র-বধূকে প্রথমে গৃহে লইতে অস্বীকৃতা হন। কিন্তু শেষে পুত্রবাৎসল্যের বশীভূত হইয়া কুসংস্কারকে সংযত করিয়া পৌত্র ও পৌত্রীসহ গৃহে পুত্রবধূকে গ্রহণ করেন। গ্যারিবল্ডী ধর্ম্মের গোঁড়ামী ও পুরোহিতবৃন্দকে অতিশয় ঘৃণা করিতেন। এই লইয়া মাতার সহিত তাঁহার সর্ব্বদা বাগ্‌বিতণ্ডা উপস্থিত হইত। গ্যারিবল্ডীর বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, তিনি তাঁহাকে স্বমতে আনিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা ঘটে নাই। কারণ, তাঁহাদিগের অনুপস্থিতিকালে তিনি পৌত্র ও পৌত্রীগণকে গোঁড়া জেসুইটদিগের স্কুলে পাড়তে দিয়াছিলেন। আর গোঁড়া প্রণালীতে বিবাহিতা না হওয়ায় তিনি রমণীরত্ন আনিটাকে কখন ভালবাসিতে পারেন নাই। অধিক কি, গ্যারিবল্ডীর অনুপস্থিতিকালে তিনি আনিটাকে এত যন্ত্রণা দিয়াছিলেন যে, আনিটা শ্বশ্রূগৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নগরের অবরোধকার্য্যে নিযুক্ত স্বামীর পার্শ্ববর্ত্তিনী হইয়াছিলেন।

গ্যারিবল্ডীর আগমন-বার্ত্তা বিদ্যুদ্বেগে নাইসে ও ইতালীর সর্ব্বত্র প্রসৃত হইল। নাইস্ নগর দীপমালায় বিভূষিত হইল। প্রতি গৃহে আনন্দোৎসব হইতে লাগিল। ইতালীর সকল স্থান হইতেই উৎসর্গীকৃতপ্রাণ বীরবৃন্দ দলে দলে আসিয়া তাঁহার জগদ্বিখ্যাত লোহিত পতাকার মূলে দণ্ডায়মান হইল।

মেডিসি পূর্ব্ব হইতে আসিয়া লোকের মন তদনুকূলে উত্তেজিত করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং তাঁহার জন্য তিন শত রণদীক্ষিত সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু গ্যারিবল্ডীর মন স্বদেশের উদ্ধারসাধনে এতদূর

ব্যগ্র হইয়াছিল যে, তিনি তাঁহার সহিত পরামর্শ না করিয়াই সার্ডিনিয়ারাজ চার্লস্ আলবার্টের অধীনে কার্য্যগ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়া তদুদ্দেশে মিলানাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইহাতে মেডিসি মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হইলেন। আনজানির মৃত্যুতেই কেবল এই মনোবাদের অবসান হয়।

এ দিকে আনজানিরও পীড়া ক্রমে অতিশয় প্রবল হইতে লাগিল। মেডিসি তাঁহাকে জেনোয়ায় লইয়া গেলেন। তথায় অচিরকালমধ্যেই তাঁহার জীবনলীলা শেষ হইল।

মৃত্যুমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আনজানির মুখে কেবল 'ইতালী' ও 'গ্যারিবল্ডী' এই নামদ্বয় বাহির হইতেছিল। স্বদেশের প্রতি ও স্বদেশের ভাবী উদ্ধারকর্ত্তার প্রতি তাঁহার ভক্তি অচলা ছিল। তিনি মৃত্যুকালে মেডিসিকে গ্যারিবল্ডীর সহিত পুনর্মিলিত হইতে বলিয়া যান। তিনি স্পষ্টাক্ষরে মেডিসিকে বলেন যে, তিনি বিশ্বাস করেন যে, ভগবান্ ইতালীর উদ্ধারসাধনের জন্যই গ্যারিবল্ডীকে প্রেরণ করিয়াছেন, এবং গ্যারিবল্ডী দ্বারাই সে কার্য্য সাধিত হইবে। তাঁহার মৃতদেহ আল্জেট্ (Alzate) নগরে সমাহিত হইল। অসংখ্য লোক তাঁহার মৃতদেহের সঙ্গে সমাধি-স্থলে উপস্থিত হইয়া শোকপ্রকাশ করিতে লাগিল। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে শুদ্ধ নির্ব্বাসিত করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না—তাঁহার মস্তকের উপর মূল্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু আজ সে আজ্ঞা প্রচারিত থাকিতেও, গবর্ণমেণ্ট সেই স্বজাতি-প্রেমিকের—সেই স্বদেশানুরাগী বীরের প্রতি জাতীয় সহানুভূতি দমিত করিতে পারিলেন না। আজ সমস্ত ইতালী তাঁহার শোকে অভিভূত হইল। লীজন্-সৈন্য শোকসূচনার্থ পতাকা অবনমিত করিল এবং কৃষ্ণবর্ণের পরিচ্ছদে আবৃত হইল এবং লীজন্-সৈন্যের সার্জন তাঁহার উদ্দেশে একটি অন্ত্যেষ্টিক বক্তৃতা করিলেন। সমস্ত লীজন্ সৈন্য তাঁহার সমাধির উপরে পুষ্প-বর্ষণ করিলেন। এ দিকে তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ মণ্টিভিডিয়োতে উপস্থিত হইলে মণ্টিভিডিয়ো-নগর শোকচিহ্ন ধারণ করিল এবং মণ্টিভিডিয়োর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তাঁহার জন্য শোকে অভিভূত হইল। কারণ, গ্যারিবল্ডীর নিম্নেই তিনি মণ্টিভিডিয়োর অধিবাসিগণের হৃদয়রঞ্জন ছিলেন। গ্যারিবল্ডী যতদিন জীবিত ছিলেন, মধ্যে মধ্যে প্রিয়বন্ধুর সমাধি-স্থলে গিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতেন। তাঁহার শোক তিনি আজীবন ভুলিতে পারেন নাই। ১৮৪৮—৪৯ খৃষ্টাব্দের বিপ্লব পর্য্যুদস্ত হইলে, তিনি বলিয়াছিলেন যে, আনজানি জীবিত থাকিলে এ বিপ্লব পরাস্ত হইত না। প্রকৃত আনজানির অভাব তিনি সতত অনুভব করিতেন। যদিও জাতীয় জয় ও পরাজয় এবং অভ্যুত্থান ও পতন ঐশ্বরিক নিয়মের অধীন, তথাপি অনেক সময় মনে হয়, যেন ব্যক্তিবিশেষের আবির্ভাব বা তিরোধানে ইহার নিকটত্ব বা দূরত্ব ঘটিয়া থাকে। সেই জন্যই গ্যারিবল্ডীর মনে তাদৃশ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে সমবেত ইতালীকে এক শাসনসমিতির অধীনে আনিবার জন্যই যেন বিধাতা তৎকালে ইতালীয় জাতির অভ্যুত্থানকে কৃতকার্য্য হইতে দেন নাই। সময় আসে নাই বলিয়াই—বিচ্ছিন্ন ইতালী তখনও মিলিত হইতে শিখে নাই বলিয়াই—বিধাতা তাঁহাকে আরও কিছুদিন বৈদেশিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। বিধাতার কার্য্য আপাত-ক্লেশকর হইলেও পরিণামে শুভপ্রদ!

ত্রয়োদশ অধ্যায়

উত্তরার্দ্ধ।

[চার্লস্ আলবার্ট কর্ত্তৃক প্রত্যাখান—মিলানের চাকরী গ্রহণ—আনজানি সেনাদল প্রস্তুত করণ—বার্গেমো অভিমুখে অভিযান—ইতালীর স্বাধীনতা স্থাপন—কোমোনগরে প্রত্যাবর্ত্তন—সেরিণোর যুদ্ধ—ভারিজনগরে অভিযান—সেনাপতি রাডেট্স্কির অনুসরণ—শত্রুশিবিরের উপর দিয়া সুইজর্লণ্ডে পলায়ন,—জেনোয়ায় গমন—লীজন সৈন্যের রাভেনায় মিলন—রোমে আহ্বান।]

হতাশতা গ্যারিবল্ডীর অদৃষ্টের সহিত যেন নিরন্তর মিশ্রিত হইয়া থাকিত। চার্লস্ আলবার্টের অধীনে চাকরী স্বীকার করিতে ইচ্ছুক আছেন বলিয়া গ্যারিবল্ডী তদীয় সমরসচিবের নিকট যে পত্র লিখেন, তাহার কোন উত্তর আসিল না। গ্যারিবল্ডী ইহাতে মর্ম্মপীড়িত হইয়া, চার্লস আলবার্ট যেখানে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন, বরাবর সেইখানে গেলেন। চার্লস্ যদিও তাঁহাকে বিশেষ ভদ্রতার সহিত গ্রহণ করিলেন, তথাপি অধিক মেশামেশি করিলেন না এবং ম্যাটসিনি-শিষ্যের উপর সেনাবিভাগের অধিনায়কত্ব দেওয়ার পূর্ণ দায়িত্ব নিজের উপর লইতে অনিচ্ছুক হইয়া, তাঁহাকে মহাসমিতির উত্তরের প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করিতে বলিলেন। পত্রের উত্তরের প্রতীক্ষায় তথায় বসিয়া না থাকিয়া, তিনি টিউরিণে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া

মন্ত্রিসমিতির সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে আসিয়া তিনি রণসচিব মসো রিসি (M. Ricci)র নিকট হইতে নিম্নলিখিত পত্র প্রাপ্ত হইলেন—

"আমি তোমাকে অবিলম্বে ভিনিস্ যাত্রা করিতে উপদেশ দিই। সেখানে কতিপয় ক্ষুদ্র রণতরি রহিয়াছে। তুমি সেইগুলির অধিনায়ক হইয়া অষ্ট্রীয়ার বাণিজ্যের বিরুদ্ধে সমর চালাইয়া ভিনিসবাসিগণের বিশেষ উপকার করিতে পারিবে। আমার বিবেচনায় ইহাই সেনা-বিভাগে তোমার সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত স্থান।"

স্বদেশানুরাগে প্রজ্বলিতহৃদয় গ্যারিবল্ডীর অন্তরে মন্ত্রিবরের এই উপেক্ষাসূচক বাক্য শেলসম বিদ্ধ হইল। তিনি কোন উত্তর করিলেন না। মন্ত্রিবরের এই নির্লজ্জ ব্যবহারে তাঁহার মনে অবিমিশ্রিত ঘৃণার উদ্রেক হইল। তিনি রাজার ভীরুতা ও অব্যবস্থিতচিত্ততার জন্য তাঁহাকে কৃপাপাত্র বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন।

টিউরিণের তোরণদ্বার-তলে দাঁড়াইয়া করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া গ্যারিবল্ডী নিজের আবেদনের পরিণাম ভাবিতেছিলেন, এমন সময় মেডিসি তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দলপতির দুঃখপূর্ণ মুখকান্তি দেখিয়া মেডিসির অন্তর হইতে রাগাভিমান অন্তর্হিত হইল। দর্শনমাত্র পরস্পর পরস্পরের বাহুযুগল দ্বারা শৃঙ্খলিত হইলেন। পরস্পর পরস্পরের নিকট আত্মমনোবেদনা জানাইলেন। তৎক্ষণাৎ উভয়ে মিলান যাত্রা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই সময়ে পীডমন্টিস্ সেনা অষ্ট্রীয়ার হস্তে সর্ব্বপ্রথম পরাজয় পাইয়াছে। সুতরাং পেট্রিয়টদ্বয়ের মনোরথ পূর্ণ হইবার ইহা অতি উৎকৃষ্ট সময়। তাঁহারা মিলানে উপস্থিত হইবামাত্র মিলানের সামরিক শাসন-সমিতি আহ্লাদপূর্ব্বক লম্বার্ড ভলন্টিয়ারগণকে সমর-শৃঙ্খলায় আনিবার ভার তাঁহাদিগের উপর অর্পণ করিলেন। গ্যারিবল্ডীর নামের মোহিনী শক্তি-বলে অসংখ্য ভলন্টিয়ার সৈন্য অচিরকালমধ্যে তাঁহার পতাকামূলে আসিয়া দাঁড়াইলেন। লম্বার্ড ও পীডমন্টিস্ যুবকদলের শ্রেষ্ঠতম অংশই এই ভলন্টিয়ার সেনার উপাদানসামগ্রী হইল। গ্যারিবল্ডী আনজানির স্মরণার্থ তাঁহার নামে একটি সেনা গঠিত করিয়া মেডিসির হস্তে তাহার ভারার্পণ করিলেন। সর্ব্বশুদ্ধ ত্রিশ সহস্র ভলন্টিয়ার তাঁহার পতাকামূলে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

পরাস্ত, হতবুদ্ধি ও নীতিভ্রষ্ট করিয়া আপনার পূর্ব্বখ্যাতি বজায় করিলেন এবং বিজয়ের উপর বিজয় লাভ করিতে করিতে মিলানের উপর আসিয়া পড়িলেন। চার্লস্ আল্বার্ট সসৈন্যে মিলানের অভ্যন্তরে গিয়া আশ্রয় লইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু মিলানবাসীরা তাঁহার ভীরুতায় ও কাপুরুষতায় এতদূর বিরক্ত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ না করিয়া বরং শাপাদিপ্রদান পূর্ব্বক প্রত্যাখ্যান করিলেন ও লোক-প্রিয় বীরবর গ্যারিবল্ডীকে স্বনগরে রক্ষার্থ নিয়োজিত করিলেন; এবং তাঁহাকে সেনাপতি (General) উপাধি প্রদান করিলেন।

লোকতান্ত্রিক ভাবের এই বিস্ফুরণে পীডমন্টরাজ আল্বার্টের হৃদয়ে মহাভীতির সঞ্চার হইল। তিনি দেখিলেন যে, ইতালীয় হৃদয়ে এত দিনে ইতালীর একতা ও স্বাধীনতার জন্য তাড়িতবেগ সংক্রামিত হইয়াছে—দেখিলেন, রাজতন্ত্রের মূল শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। এই জন্য গ্যারিবল্ডী যখন তাঁহার ত্রিশ সহস্র ভলন্টিয়ার সৈন্যকে রণসজ্জায় সজ্জিত করিবার জন্য অস্ত্র ও বস্ত্র চাহিলেন, তখন আল্বার্টের মন্ত্রিসমিতি অস্ত্রবস্ত্রের অভাব বলিয়া তাঁহার উদ্দেশ্য বিফল করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু গ্যারিবল্ডী কিছুতেই ভীত বা বিচলিত হইবার নহেন। তিনি বিচলিত হইলেন না বটে, কিন্তু এই ঘৃণিত উপেক্ষায় অনেক ভলন্টিয়ার চটিয়া গেলেন। গ্যারিবল্ডী অবশিষ্ট সৈন্যগণকে জাতীয় অস্ত্রাগার ও বস্ত্রাগার ভাঙ্গিয়া তথা হইতে অস্ত্র-বস্ত্র বাছিয়া লইতে আদেশ দিলেন। সেই বস্ত্রাগারে বিজয়লব্ধ অষ্ট্রীয়, হঙ্গেরীয়, সুইস্ প্রভৃতি জাতির সামরিক পরিচ্ছদ ছিল। তাঁহার ভলন্টিয়ার সৈন্যেরা সেই বিসদৃশ পরিচ্ছদগুলি কাটিয়া কুটিয়া তাহা হইতে এক প্রকার নূতন জাতীয় সমর পরিচ্ছদ (Uniform) প্রস্তুত করিয়া অনতিকাল-মধ্যে যুদ্ধ-সজ্জায় সজ্জিত হইলেন।

গ্যারিবল্ডী সসৈন্যে বার্গেমো-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বার্গেমোতে অষ্ট্রীয়ার প্রধান সেনানিবাস ছিল। গ্যারিবল্ডী তাহাই আক্রমণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি রক্ষণপরতা * অপেক্ষা আক্রমণপরতা † অধিকতর ফলপ্রদ মনে করিতেন। শত্রুদিগের আক্রমণের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিলে

• চার্লস আল্বার্ট এপ্রেল মাসে গোইটোতে (Goito) অষ্ট্রীয়গণের উপর জয়লাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু কয় সপ্তাহমধ্যেই অষ্ট্রীয় সেনাপতি র‍্যাডেট্স্কি নভারা (Novera) রণক্ষেত্রে আলবার্টের সেনাকে

* যিনি শত্রুর আক্রমণ প্রতীক্ষা করিয়া বদ্ধপরিকর হইয়া থাকেন, তাঁহাকে রক্ষণপর বলিলাম।

† যিনি শত্রুকে গিয়া আক্রমণ করেন, তিনিই আক্রমণপর নামে অভিহিত হইলেন।

অনেক সময় সৈন্যগণের রণোৎসাহ কমিয়া যাইতে পারে। কিন্তু বীরদর্পে শত্রুগণকে আক্রমণ করিলে নির্বীর্য্য মনেও অনেক সময় বীরত্ব সংক্রামিত হয়। এই জন্য তিনি শেষোক্ত প্রণালীই অবলম্বন করিতেন। এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াই তিনি বার্গেমো অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বার্গেমোতে ম্যাটসিনি স্বদেশে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। এদিকে রাজকীয় সেনা হইতেও কিছু লোক-সাহায্য আসিল। এইরূপে উপচিত-বল হইয়াও গ্যারিবল্‌ডী পাঁচ সহস্রের অধিক সৈন্য-সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। তিনি এই সৈন্য লইয়াই বার্গেমোস্থ শত্রুসেনা আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় সামরিক-শাসন-সমিতি দ্রুতপদে তাঁহাদিগকে মিলানে প্রত্যাবৃত্ত হইতে আদেশ করিলেন। গ্যারিবল্‌ডী তৎক্ষণাৎ সেই আদেশ প্রতিপালন করিলেন; কিন্তু মনজায় (Monja) আসিয়া শুনিলেন, ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ৯ই আগষ্ট মিলান্ নগর অষ্ট্রীয়-সেনাপতি রাডেট্‌স্কি দখল করিয়াছেন এবং চার্লস্ আল্‌বার্ট জাতীয় সমর পরিত্যাগ করিয়া শত্রুগণের সহিত সামরিক সন্ধিতে আবদ্ধ হইয়াছেন। এই সন্ধিপত্রে গ্যারিবল্‌ডী ও তাঁহার সৈন্যগণ বর্জ্জিত হয়েন। সুতরাং মিলানাভিমুখে প্রত্যাগমনকালে শত্রু-অশ্বসেনা তাঁহাদিগের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া তাঁহাদিগকে বন্দী করিয়া লইবার উদ্যোগ করিতেছিল। কিন্তু গ্যারিবল্‌ডী অসামান্য রণনৈপুণ্য প্রদর্শনপূর্ব্বক আপনাকে ও আপনার সৈন্যগণকে অষ্ট্রীয়গণের হস্ত হইতে মুক্ত করিলেন।

গ্যারিবল্‌ডী তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া চার্লস্ আলবার্ট ও অষ্ট্রীয়া—উভয়ের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ খ্যাপন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। যে সকল সৈন্য তাঁহার অদৃষ্টানুসরণ করিতে প্রস্তুত, তাহাদিগকে তিনি কোমো (Como) নগর-অভিমুখে যাত্রা করিতে আদেশ দিলেন। যখন তিনি কোমো নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন সেই পঞ্চ সহস্র সেনার অষ্টশতমাত্র অবশিষ্ট ছিল। প্রথমে তাঁহারা কামরলেটায় (Camerleta) ও পরে সান্ ফেরুতে (San Ferruo) ছাউনি করিয়া রহিলেন। গ্যারিবল্‌ডীর সৈন্য দিন দিন কমিয়া যাইতে লাগিল। কেবল পাঁচশতমাত্র উৎসর্গীকৃতপ্রাণ বীর তাঁহার সহিত অদৃষ্ট পরীক্ষা করিবার জন্য অবশিষ্ট রহিলেন। গ্যারিবল্‌ডী এই সৈন্য লইয়াই শত্রুশিবিরে যুদ্ধস্রোত প্রবাহিত করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট গ্যারিবল্‌ডী তাঁহার বিখ্যাত আদেশপত্র (Decree) প্রচার করেন। তাহা দ্বারা তিনি স্বদেশানুরাগী ব্যক্তিমাত্রকেই অষ্ট্রীয়া ও চার্লস্ আল্‌বার্ট—উভয়েরই বিরুদ্ধে যুদ্ধ খ্যাপন করিতে উদ্দীপিত করেন। ইহাতে তিনি চার্লস্ আল্‌বার্টকে জাতীয় বিশ্বাসহন্তা বলিয়া উল্লেখ করেন। প্রকৃত তখন ইতালীবাসিমাত্রেই চার্লস্ আল্‌বার্টকে জাতীয় বিশ্বাসঘাতক বলিয়া মনে করিত ও তাঁহাকে দেখিলেই বিবিধ প্রকারে অপমান করিত। আল্‌বার্টের মনেও এরূপ আত্মগ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল যে, তিনি দুইবার আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া তিনি যুবরাজ ভিক্‌টর ইমানুএলের মস্তকে রাজমুকুট অর্পণ করিয়া কাতরহৃদয়ে নাইস্ নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় তিনি ভগ্নহৃদয়ে কয়মাসমাত্র অজ্ঞাতবাসে থাকিয়া পর্টুগেলে অপর্টোনগরে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। সেই স্থানেই অনতিকালমধ্যে তাঁহার জীবনলীলার শেষ হয়।

গ্যারিবল্‌ডী অতঃপর সসৈন্য আরোণা (Arona) অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় অনেকগুলি রণতরি ছিল—তাঁহারা সেইগুলি ধরিয়া তদারোহণ পূর্ব্বক হ্রদের উপর দিয়া লেরিণো (Lerino) যাত্রা করিলেন। অনবরত রাত্রি-জাগরণ ও অতিশ্রমে গ্যারিবল্‌ডী জ্বরে আক্রান্ত হইলেন। তিনি লেরিণো পৌঁছিয়া শয্যা গ্রহণ করিয়াছেন মাত্র, এমন সময় দ্বাদশ শত অষ্ট্রীয় সৈন্য প্রচণ্ডবেগে তাঁহাদিগের উপর আসিয়া পড়িল। অমনি সিংহবিক্রমে গ্যারিবল্‌ডী শয্যা হইতে লম্ফ দিয়া পড়িলেন; এবং প্রচণ্ড হস্তাহস্তি সংগ্রামে নিজের জ্বরের বিষয় একেবারে ভুলিয়া গেলেন। অবশেষে বিজয়লক্ষ্মী তাঁহার অঙ্কশায়িনী হইলেন। তাঁহার লোম্বনসৈন্য এই যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করে এবং শত্রুসৈন্য অতিশয় দুর্দ্দশাপ্রাপ্ত ও পরাজিত হয়। তদনন্তর গ্যারিবল্‌ডীর বিজয়ী সৈন্য ভারেসা (Varesa) অভিমুখে ধাবিত হইল। কারণ, তৎকালে রাডেট্‌স্কির (Radetsky) সৈন্য সেই প্রদেশেই অবস্থিত ছিল। গ্যারিবল্‌ডী সবেগে গিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিবেন মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু চতুর অষ্ট্রীয় সেনাপতি তাঁহার আগমনবার্ত্তা পূর্ব্ব হইতেই জানিতে পাইয়া তাঁহাদিগের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া তাঁহাদিগের সুইজর্লণ্ডে পলায়নের পথ রোধ করিবার জন্য দশ সহস্র অষ্ট্রীয় সৈন্য প্রেরণ করেন। অগত্যা গ্যারিবল্‌ডীর পেট্রিয়ট্‌বাহিনী প্রতিহত হইয়া কোমো নগরে আসিয়া পড়িলেন। অষ্ট্রীয় সৈন্যগণও তাঁহাদিগের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। মেরাজীন্ (Merazzene) নগরে উভয় সৈন্য পরস্পরের সম্মুখীন হইল।

ঘোরতর সংগ্রামের পর গ্যারিবল্ডী শত্রুরক্তস্রোতের মধ্য দিয়া পাঁচ শত মাত্র সৈন্য লইয়া শত্রুব্যূহ ভেদ করত নিরাপদে সুইজর্লণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই যুদ্ধে ও এই সুইজর্লণ্ডে প্রতিযানে (Retreat) গ্যারিবল্ডী তাঁহার অপূর্ব্ব রণবিষয়িণী প্রতিভার সবিশেষ পরিচয় দেন। ম্যাট্‌সিনি ও নিজ ভলণ্টিয়ার সৈন্য লইয়া ও স্বয়ং "ঈশ্বর ও লোকসাধারণ" এই অক্ষরাঙ্কিত পতাকাধারী হইয়া ইহার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। গ্যারিবল্ডীর নিম্নেই তিনি এই যুদ্ধ ও এই অভিযানে বীরত্ব প্রদর্শন করেন। কর্ণেল মেডিসি ও এই অভিযান ও যুদ্ধের অংশভাক ছিলেন। তিনি এই ব্যাপারের বর্ণনা উপলক্ষে নিম্নলিখিত প্রকারে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন :—

"গ্যারিবল্ডী নিকটবর্ত্তী কোন সুইস্ গ্রামে উপস্থিত হইয়াছেন শুনিয়া আমি তাঁহাকে দেখিতে গেলাম; গিয়া দেখি, তিনি ক্লান্ত ও আহত হইয়া শয্যাশায়ী রহিয়াছেন—কথা কহিবার তাঁহার শক্তি নাই। তিনি ক্রমাগত ষোল ঘণ্টা কাল অশ্বারোহণে ধাবমান হইয়াছিলেন এবং অলৌকিক উপায়ে অনুসরণকারী অষ্ট্রীয়গণের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করেন। আমাকে দেখিবামাত্র তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমার সমস্ত সৈন্য অব্যাহত আছে ত?' আমি বলিলাম, 'হাঁ।' তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন—'আচ্ছা, উত্তম! অদ্য রাত্রি আমায় নিদ্রা যাইতে দেও—কল্য প্রত্যূষে উঠিয়া আবার আমরা শত্রুগণকে আক্রমণ করিব।' আমি ঈষৎ হাস্য করিলাম—কারণ, আমি জানিতাম যে, কাল প্রত্যূষে তাঁহার শয্যা হইতে উঠিবার সামর্থ্য থাকিবে না। কিন্তু পরদিন প্রত্যূষে আমি সবিস্ময়ে দেখিলাম, তিনি শয্যা হইতে উঠিয়া অভিযানের জন্য উদ্যত হইয়াছেন—তাঁহাকে পূর্ব্ববৎ সবলকায় বোধ হইল। দেখিয়া বোধ হইল, বিধাতা তাঁহার শরীরকে তাঁহার আত্মার উপযোগী করিয়া দিয়াছেন—তাঁহার আত্মাও যেমন অয়োময় ছিল—শরীরও সেইরূপ অয়োময় ছিল।"

গ্যারিবল্ডী যে ভুবনবিজয়ী মূর্ত্তিতে ইউরোপীয় যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন—এইখানে আমরা সেই রুদ্র-মধুর মূর্ত্তির বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিব। এ রূপে জগৎ যুগপৎ বিজিত ও মুগ্ধ হয়। প্রচণ্ডতা ও কমনীয়তার এরূপ অলৌকিক সংমিশ্রণ আর অল্পই দেখা যায়।

ঐ যে বিশালবক্ষা, বৃষস্কন্ধ, অয়োময় দেহ আকর্ণবিস্তারি ভ্রূ, আজানুলম্বিতবাহু, স্কন্ধদেশে তরঙ্গায়িত সৌবর্ণ-কেশ, বক্ষে বিরাজিত সৌবর্ণশ্মশ্রু, সুগঠিত-মুখাকৃতি, রুদ্রকান্তমূর্ত্তি বীরপুরুষ রণস্থল আলোড়ন করিয়া বেড়াইতেছেন, উনি কে? তড়িত্তাড়িত লৌহভীমের ন্যায় যিনি ইতালীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত নিমেষমধ্যে ঘুরিয়া অলৌকিক শক্তিবলে ইতালীক্ষেত্র হইতে অষ্ট্রীয়গণকে বিদূরিত করিতেছেন, উনি কে? যাঁহার দৃঢ়তাব্যঞ্জক মুখমণ্ডল হইতে তনুপচ্ছটা নির্গত হইয়া যাঁহার নাতিসুন্দর দেহ-কান্তিকে পরম সুন্দর করিয়া তুলিতেছে, ঐ মহাপুরুষ কে? সুবর্ণ রেখাঙ্কিত লোহিত ক্যাপ (Cap) যাঁহার উষ্ণীষের কার্য্য করিতেছে এবং গাঢ়তর লোহিত পরিচ্ছদে যাঁহার দেহ আবৃত রহিয়াছে, ঐ দেবতাকৃতি পুরুষ কে? বৃহত্তর জিহ্বার মূলে যেমন একটি ক্ষুদ্রতর জিহ্বা থাকে, সেইরূপ যাঁহার কটিবন্ধ হইতে বিলম্বিত বৃহত্তর তরবারির পার্শ্বে একখানি ক্ষুদ্রতর ছুরিকা (Dagger) বিলম্বিত রহিয়াছে, উনি কে? যাঁহার পার্শ্বচর সৈনিক কর্ম্মচারিবৃন্দ ও যাঁহার প্রিয় সৈন্যগণ তৎসদৃশ পরিচ্ছদে আবৃত হইয়া যাঁহাকে পরিবৃত করিয়া রহিয়াছে, উনি কে? যিনি নিরায়াস সুন্দরগতিতে ক্রীড়াপ্রাঙ্গণের ন্যায় রণস্থলে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন, উনি কে? যাঁহার আকৃতি, প্রকৃতি ও পরিচ্ছদে রাজোচিত মর্য্যাদার সহিত বৈরাগ্যের ভাব অপূর্ব্বরূপে সংমিশ্রিত রহিয়াছে, ঐ নরদেব কে? যাঁহার নামে মুগ্ধ হইয়া ইতালীর আবালবৃদ্ধ তাঁহার পতাকামূলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, ঐ ঐন্দ্রজালিক কে? পাঠক! বলিতে হইবে কি যে, ইনিই এই প্রস্তাবের অধিনায়ক মহাত্মা গ্যারিবল্ডী? এরূপ অলৌকিক ছবি তুমি আর কখন দেখ নাই। সুতরাং আশা করি, ইহা চিরদিন তোমার চিত্তফলকে অঙ্কিত থাকিবে।

গুইলিও ডাণ্ডোলো (Guilio Dandolo) নামক একজন ইতালীয়, গ্যারিবল্ডীর ভলণ্টিয়ার সৈন্যের তদানীন্তন অবস্থা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :—

"তুমি ইহাতে অজাতশ্মশ্রু দ্বাদশ বা চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালক হইতে রণপণ্ডিত প্রবরা সৈনিকপুরুষ দেখিতে পাইবে। মণ্টিভিডিয়োর বিখ্যাত বীরের নামের মোহিনী শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া রণোৎসাহে মাতিয়া সকলে তাঁহার পতাকামূলে আসিয়া দণ্ডায়মান! কেহ বা স্বদেশহিতৈষণায়, কেহ বা বীরত্বপ্রদর্শনের ইচ্ছায়, কেহ বা সামরিক বিশৃঙ্খলায় লুণ্ঠন-কামনায় উদ্দীপিত হইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সকলেরই বীরত্ব ও সাহস প্রদর্শনের কামনা পূর্ণ হইল, কিন্তু তদতিরিক্ত প্রবৃত্তি গ্যারিবল্ডীর কঠোর শাসনে

সংযমিত হইল। সকলেরই অবৈধ কুপ্রবৃত্তি সকল তাঁহার অলক্ষ্য উচ্চাশক্তির সহ সংঘর্ষে অন্তর্হিত হইতে লাগিল। সেনাপতি ও কর্ম্মচারী সকলেই অশ্বপৃষ্ঠে মার্কিণ জিনোপরি সমাসীন। সকলেই লোহিত পরিচ্ছদে সুশোভিত। সামরিক সমীকরণ-বিষয়ে কাহারও দৃষ্টি নাই। উষ্ণীষের (Hat) আকৃতি ও বর্ণের সমতা নাই। যাহার যেরূপ জুটিয়াছিল, তিনি সেইরূপ হ্যাট্ মস্তকে দিয়া আসিতেন। সেনাপতি ও কর্ম্মচারী সকলেরই সঙ্গে এক এক জন মার্কিণ আর্দ্দালী। তাঁহারা কখন এ দিক্ কখন ও দিক্ যাইতেছেন, কখন বা একেবারে অদৃশ্য হইতেছেন, আবার কোথা হইতে যেন সহসা আসিয়া একত্র হইতেছেন—সকলেই কার্য্যদক্ষ, ক্ষিপ্রগামী ও শ্রান্তিহীন। যখন শত্রুরা দূরবর্ত্তী হইত—তখনই কেবল গ্যারিবল্‌ডী শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া এক একবার হস্তপদ বিস্তার করিয়া শয্যোপরি শুইতেন। আবার শত্রুরা যখনই নিকটে আসিত, তখনই অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বিদ্যুদ্বেগে চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেন; কখন বা সৈন্যগণকে আদেশ দিয়া যাইতেন, কখন বা সীমান্ত-রক্ষক প্রহরিবৃন্দকে সতর্ক করিয়া যাইতেন। যতক্ষণ শত্রুরা নিকটে থাকিত, তিনি একবারও নামিতেন না। কখন তিনি কৃষক বেশে জীবনের মমতায় জলাঞ্জলি দিয়া—অসমসাহসিকতার সহিত শত্রুশিবিরে প্রবেশ করিয়া শত্রুদিগের আভ্যন্তরীণ অবস্থা দেখিয়া আসিতেন। অনেক সময় তিনি একাকী অধিত্যকা-প্রদেশে উঠিয়া দূরবীক্ষণ যন্ত্রযোগে বহু ঘণ্টা ধরিয়া প্রান্তসীমায় শত্রু আসিল কি না দেখিতেন। যখন সে স্থান হইতে পলায়ন করিবার প্রয়োজন হইত, তখন তিনি শৃঙ্গরব করিতেন, এবং তাঁহার শৃঙ্গরব শুনিবামাত্র অশ্বপাল সকল ক্ষেত্র হইতে ক্ষেত্রচারী অশ্ব সকল ধরিয়া আনিয়া নিমেষমধ্যে সসজ্জ করিয়া আপন আপন প্রভুকে দিত। সাধারণতঃ প্রস্থানের আদেশ পূর্ব্ব রাত্রিতেই প্রচারিত হইত। প্রত্যূষে সৈন্যদল নির্গত হইত, কিন্তু সন্ধ্যার সময় কোথা গিয়া পৌছিবে, তাহা তাহারা কিছুই জানিত না। আসন্ন বিপদে বা রণস্থলে গ্যারিবল্‌ডীর অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব জন্মিত। তিনি এরূপ তীরগতিতে শত্রু-সৈন্যকে আক্রমণ করিতেন যে, সমরবিদ্যায় সবিশেষ পারদর্শী অষ্ট্রীয়ার প্রধান সেনাপতিগণও তাঁহার গতিরোধ করিতে পারিতেন না।"

এই পার্ব্বত্যযুদ্ধে আর কিছুই না হউক, গ্যারিবল্‌ডীর রণবিষয়িণী প্রতিভা সমস্ত ইউরোপে স্বীকৃত হয়, এবং সমস্ত ইতালী এখন হইতে ঐক্যমতে তাঁহাকে জাতীয় নেতা বলিয়া ভাবিতে আরম্ভ করিলেন। গ্যারিবল্‌ডীর অজেয়তাবিষয়ে তাঁহাদিগের বিশ্বাস এতদিনে অন্ধবিশ্বাসে পরিণত হইল। ইহাই ইতালীর উদ্ধারের ভিত্তিভূমি হইল। কারণ, জাতীয় নেতার প্রতি অবিচলিত ও অন্ধবিশ্বাস ব্যতিরেকে, কোন পতিত জাতি জাতীয় দুর্গতিপঙ্ক হইতে উঠিতে পারে না। বিচার না করিয়া জাতীয় নেতার আদেশ প্রতিপালন করাই জাতীয় অভ্যুত্থানের মূলমন্ত্র। যে জাতির সকলেই তর্ক করে, কাজ করিবার কেহ নাই, সে জাতির উঠিবার অনেক বিলম্ব আছে। ইতালী এতদিন কাহাকে বিশ্বাস করিতে শিখে নাই বলিয়াই—দাসত্বনিগড়ে আবদ্ধ ছিল। আজ ইতালী গ্যারিবল্‌ডীর উপর জাতীয় বিশ্বাস অর্পণ করিতে শিখিল। সুতরাং আজ হইতে ইতালীর অদৃষ্টচক্র উদ্ধনেমি হইল। আজ হইতে গ্যারিবল্‌ডীর মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত গ্যারিবল্‌ডীর প্রতি ইতালীর জাতীয় বিশ্বাস এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিচলিত হয় নাই।

সুইজর্লণ্ডে পলায়নকালে গ্যারিবল্‌ডী ও তাঁহার সৈন্যগণের দুরবস্থার আর পরিসীমা ছিল না। আরোণা-নগরে তাঁহার সৈন্যগণ বস্ত্রাভাবে অর্দ্ধনগ্ন ও অন্নাভাবে কণ্ঠাগতপ্রাণ হইয়া উঠিয়াছিল। অধিক কি, গ্যারিবল্‌ডীকেও নগর-সমিতির (Municipality) নিকট ভিক্ষা চাহিতে হইয়াছিল। নগর-সমিতি তাঁহার ও তদীয় সৈন্যগণের আপাততঃ আবশ্যকীয় ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য ২৮০ পাউণ্ড তাঁহার হস্তে সমর্পণ করেন। এদিকে অষ্ট্রীয়ানেরা তাঁহাকে বিধি-বহির্ভূত (Out-lawed) লুণ্ঠনকারী বলিয়া ঘোষণাপত্র প্রচার করিল।

লুইনোতে তিনি জ্বরে আক্রান্ত হন, তাহা ক্রমে টাইফস্-জ্বরে পরিণত হয়। তাঁহার জীবনবিষয়ে সকলেই হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি জ্বরে সর্ব্বদা অজ্ঞান অভিভূত হইয়া থাকিতেন। 'ঐ অষ্ট্রীয়ানেরা আসিতেছে' এই বাক্য উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত ও শ্রুত হইলেই কেবল তাঁহার চৈতন্য হইত। এক দিন সত্য সত্যই অষ্ট্রীয়গণ আসিয়া উপস্থিত হইল ও তাঁহার শিবির আক্রমণ করিল। গ্যারিবল্‌ডীর অমনি চেতনা হইল; তিনি যে ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছেন, এ কথা তিনি ভুলিয়া গেলেন। এক লম্ফে তিনি শয্যা হইতে উঠিয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক নিজ সৈন্যগণকে লইয়া ভারীস্ (Varese) নগরে প্রত্যাগমন করিলেন।

এই পীড়ায় গ্যারিবল্‌ডীর অয়োময় দেহ চূর্ণীকৃত হইল। তাঁহার ক্ষীণতর দেহ কিছুতেই এ ধাক্কা সহিতে পারিবে না বলিয়া গ্যারিবল্‌ডী স্বাস্থ্যলাভের জন্য সুইজর্লণ্ড পরিত্যাগ করিয়া কিছুকাল নাইস নগরে

আসিয়া পরিবারবর্গের সহিত শান্তিসুখ ভোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইতালী শৃঙ্খলিত থাকিতে তাঁহার শান্তিসুখের আশা কোথায়? তিনি অল্পদিনমাত্র বিশ্রাম-সুখ লাভ করিয়া জাতীয় অদৃষ্টস্রোতের গতিনির্ণয়ার্থ জেনোয়া নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

তৎকালে চার্লস আলবার্ট তথায় অবস্থিতি করিতে-ছিলেন। তিনি গ্যারিবল্ডীর গুণের অবমাননা করিয়াছিলেন বলিয়া অনুতপ্ত হইলেন এবং তাহার প্রতিশোধার্থ তাঁহাকে সার্ডিনীয় সেনাবিভাগে উচ্চপদ প্রদান করিতে ইচ্ছুক হইলেন। কিন্তু ইহা অসময়ে হইল। কারণ, গ্যারিবল্ডীর এখন আর মুকুটধারীর উপর বিশ্বাস ছিল না। বিশেষতঃ ভিনিসবাসীরা অতিবীরত্বের সহিত অষ্ট্রীয়ার আক্রমণ প্রত্যাখ্যান করিতেছেন শুনিয়া তাঁহার প্রধূমিত বীর্য্যবহ্নি আবার প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি পীডমণ্ডরাজের অধীনে সেনাবিভাগে উচ্চপদ গ্রহণ অপেক্ষা বৈপ্লবিক ইতালীর নেতা হওয়া সহস্রগুণে অধিকতর গৌরবের বিষয় মনে করিলেন।

প্রায় তিনশত ইচ্ছাপ্রবৃত্ত (Volunteer) সৈন্য তাঁহার সহিত ভিনিস্ যাত্রা করিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে গ্যারিবল্ডী তাঁহার জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রোম-নগরী হইতে সংবাদ পাইলেন যে, রোম—অষ্ট্রীয়া ও পোপের বিরুদ্ধে বিপ্লব-পতাকা উড্ডীন করিয়াছে। সুতরাং তিনি ভিনিস্ যাওয়ার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া সসৈন্যে সেই চিররাজরাজেশ্বরী রোমনগরার অভিমুখে ধাবিত হইলেন। সেই ক্ষুদ্র বাহিনী চলিতে চলিতে ক্রমশই স্ফীতাবয়ব হইতে লাগিল। যে পোপের নিকট গ্যারিবল্ডী দীন ভৃত্যের ন্যায় পত্র লিখিয়া উত্তর পান নাই, আজ সেই পোপের রাজ্যের মধ্য দিয়া তিনি বিজয়ী সেনাপতির ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন—কেহ তাঁহার গরিরোধ করিতে সাহস করিল না। আজ সেই দৃপ্ত পোপের বিদ্রোহী-প্রজাগণ মহোল্লাসে গ্যারিবল্ডীর পতাকামূলে আসিয়া দাঁড়াইল। যে পোপ একদিন জাতীয় ভাবস্রোতের নেতা হইয়া অজেয় হইয়াছিলেন, আজ তিনি সে উদার নীতি পরি-ত্যাগ করিয়া ক্ষুদ্র কীটের ন্যায় নিজ প্রজাবৃন্দের পদ-পেষণে পেষিত। যে গ্যারিবল্ডী একদিন তাঁহার ভৃত্য হইতে চাহিয়াছিলেন, জাতীয় শক্তির প্রভাবে আজ সেই গ্যারিবল্ডীই তাঁহার শুভাশুভের নিয়ন্তা। আজ সেই দীন গ্যারিবল্ডীর হস্তে তাঁহার এবং তদীয় রাজধানীর অদৃষ্টচক্র ঘূর্ণ্যমান! বিধাতার ইচ্ছার গতি বুঝে, কাহার সাধ্য? তিনি ইচ্ছা করিলে কি না হইতে পারে?

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

গ্যারিবল্ডী রোমে—রোমনগরীর অবরোধ—সমবেত নিয়োপোলিটীয় ও ফরাসী সৈন্যের বিরুদ্ধে তৎকর্ত্তৃক রোম নগরীর সংরক্ষণ।

গ্যারিবল্ডী তাঁহার সমবেত ভলন্টিয়ার সৈন্য লইয়া আপিনাইন্ গিরিমালার অধিত্যকাপ্রদেশ অতিক্রম করিয়া রোমাভিমুখে ধাবিত হইলেন। স্পোলিটো নগরের পার্শ্ব দিয়া তিনি অতি কঠোর ও ক্লান্তিদায়ক গতিতে রিয়েতী (Reieti) নগরে উপস্থিত হইলেন। রোমে প্রতিষ্ঠাপিত সামরিক শাসন-সমিতি গ্যারিবল্ডীর সমরবিদ্যায় পারদর্শিতা বিষয়ে সন্দিহান হইয়া অথবা অন্য কোন ব্যক্তিগত কারণে রোমীয় সেনার অধিনায়কত্ব, বলোগ্না-নিবাসী আঞ্জিলো মাসিনা নামক এক ব্যক্তির উপর অর্পণ করেন। গ্যারিবল্ডীকে তাঁহারা রিয়েতী নগরেই শিবির-সন্নিবেশ করিয়া অবস্থিতি করিতে বলিলেন। পুরোহিত কাব ইউগোবাসী (Ugo Bassi) গ্যারিবল্ডীর শিবিরে আসিয়া তাঁহার ইচ্ছা-সৈন্যের অন্তর্ভুক্ত হইলেন। এইখানে গ্যারিবল্ডীর ইচ্ছা-সৈন্যের সংখ্যা পঞ্চাশ শতে পরিণত হইল।

রোমের পোপ নবম পায়স্ (Pius ix) লোক-তান্ত্রিক ভাবের বিরোধী হইলে পর, তাঁহার প্রধান প্রজারা তাঁহার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়া তাঁহার অমাত্য রোসীকে (Rossi) হত্যা করে। পোপ যৎকালে লোকতান্ত্রিকতার অধিনায়ক হইবেন বলিয়া ঘোষণা করেন, তখন ইতালীর সর্ব্বপ্রদেশ হইতে মাধ্যমিক লোকতান্ত্রিক হইতে অতি উগ্র-লোকতান্ত্রিক-মতাবলম্বিগণ রোমে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। উগ্র-তান্ত্রিকগণের পরিবর্ত্তনস্পৃহা কিঞ্চিৎ সংযমিত করিবার জন্য পোপ—নিয়মতান্ত্রিক সুদৃঢ়প্রতিজ্ঞ রোসীকে প্রধান অমাত্য-পদে নিযুক্ত করেন। ইনি পূর্ব্বে ফরাসী দেশে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ইনি স্বাধীনতাস্রোত প্রতিহত করিতে গিয়া ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ১৫ই নবেম্বর তারিখে জাতীয় সভার প্রথম অধিবেশন-দিবসে জনসাধারণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও কনষ্টাণ্টিনি নামক এক ঘাতকের হস্তে হত হন। এই ঘটনায় পোপ নিজ-প্রাণ-ভয়ে ও বৈদেশিক যন্ত্রণায় রোম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক গেইটা নগরে পলায়ন করিলেন; এবং অতি ঘৃণিত নেপল্‌সের অধিপতি রাজা বোম্বার * হস্তে

* নেপলস্ অধিপতি ফার্দ্দিন্যান্দ অতিশয় নিষ্ঠুরহৃদয়

গিয়া আত্মসমর্পণ করিলেন। রাজা বোম্বার ন্যায় জঘন্য রাজা তৎকালেও বিরল ছিলেন। তাঁহার অত্যাচারকাহিনী সভ্য-জগৎকে বিস্মিত ও স্তম্ভিত করিয়াছিল। তিনি সাগরসমতলের নিম্নের গর্ত্ত কাটিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া বৈপ্লবিক প্রজাবৃন্দকে ও অন্যান্য কয়েদীদিগকে তথায় নিক্ষিপ্ত করিতেন। সেই সকল ভূমধ্যস্থ গৃহের অভ্যন্তরে চতুর্দ্দিকের পয়ঃপ্রণালীমধ্য দিয়া অনবরত দূষিত জল চোয়াইয়া পড়িত। বায়ু কি আলোক কখন তাহার ভিতর প্রবেশ করিতে পারিত না। সেই সকল ভীষণ নরক-কুণ্ড-স্বরূপ কারাগারে কয়েদীগণকে এরূপ যন্ত্রণাদায়ক শারীরিক দণ্ড দেওয়া হইত যে, তাহার বর্ণনা করিতেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়। নরকের কুক্কুর বোম্বা আপনি বসিয়া আবার সেই সকল যন্ত্রণা স্বচক্ষে দেখিতেন ও তাহাতে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেন। পোপ বৈপ্লবিক প্রজাবৃন্দের নিকট হইতে পলাইয়া এই মহাপ্রভুর হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সমরসচিব জুচি (Zuchhi) "বিখ্যাত দস্যু" * গ্যারিবল্ডী, রাভেনা নগরে আসিয়া বৈপ্লবিক কার্য্যের জন্য সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন, এই সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে ও তাঁহার আনুষাঙ্গিকবর্গকে সমুদ্রে ফেলিয়া দিবার জন্য দুই দল সুইস্ সৈন্য তাঁহাদিগের দিকে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু তাঁহার দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার এই আদেশ কার্য্যে পরিণত হয় নাই। কারণ, এই আদেশ প্রদত্ত হওয়ার অনতিবিলম্বেই পোপকে প্রাণভয়ে স্বরাজ্য ছাড়িয়া পলায়ন করিতে হইল।

পোপের পলায়নের পূর্ব্বে রোমে প্রকৃত প্রস্তাবে কোন সাধারণতান্ত্রিক দল ছিল না। নিয়মতন্ত্র শাসন-প্রণালীর উৎকর্ষসাধনমাত্র তৎকালিক নেতৃবৃন্দের লক্ষ্য ছিল। কিন্তু পোপের পলায়নে এক্ষণে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাপিত করা ভিন্ন আর উপায়ান্তর রহিল না। তখন সকলেই একবাক্যে সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাপন-পক্ষেই মত প্রদান করিলেন। ইহার পূর্ব্বে রোমের এরূপ দুর্দ্দশা ছিল যে, ম্যাটসিনি তিরস্কারস্বরূপ রোম সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন :—'যখন তিনি রোম হইতে—রোমের নামের ও রোমের পূর্ব্ব-মহত্বের অনুরূপ প্রকাণ্ড প্রতিধ্বনি শুনিতে ইচ্ছা করেন, তখন ইহা হইতে অতি ক্ষীণ তর্কস্থলীয় শব্দ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করেন না। বোধ হয় যেন, যে চারিটি অক্ষরে (Rome) রোম এই শব্দটি গঠিত, তাহা যে ইতালী ও পৃথিবীর পক্ষে কি গভীর অর্থব্যঞ্জক—তাহা রোমের অধিবাসিবৃন্দ বুঝে না।'

যাহা হউক, যখন তাঁহারা দেখিলেন যে, পোপ বৈদেশিক সৈন্য-পরিবৃত না হইয়া গেইটা হইতে প্রত্যাগত হইবেন না, তখনই বৈপ্লবিক উপাদান প্রাদুর্ভূত হইল। তাঁহারা পোপের নিকট হইতে এই সময়ে যে পত্র পাইলেন, তাহাতে পোপের শাসন-কার্য্য সম্বন্ধে বর্ত্তমান অভিপ্রায় জানিতে পারিলেন।

"প্রত্যেক ক্ষমতা ঈশ্বরপ্রদত্ত। প্রত্যেক আয়ত্ববান্ গবর্ণমেণ্ট প্রাকৃতিক স্বত্বের উপর সংন্যস্ত। অতএব তোমাদিগকে রাজাজ্ঞা পালন করিতেই হইবে; যদি না কর, তোমাদিগের উপর মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা ব্যবস্থাপিত হইবে।"

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী রোমীয় সাধারণতন্ত্রের সর্ব্বপ্রথম অধিবেশন দিন। এই শুভদিনে সভ্যেরা ভাবী কার্য্যপ্রণালীর স্থিরীকরণের জন্য গুপ্তমন্ত্রণায় নিযুক্ত হন। মাসেরাটা (Macerata) প্রদেশের প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া গ্যারিবল্ডী সর্ব্বপ্রথমে "সাধারণতন্ত্র দীর্ঘজীবন প্রাপ্ত হউক (Long live the Republic) বলিয়া অধিষ্ঠিত সভাকে 'সাধারণের তন্ত্র' নামে অভিহিত করেন। সেই বৎসরের মার্চ্চ মাসে ম্যাটসিনি এই সভার সভ্যপদে বৃত হন এবং বাক্য ও কার্য্য দ্বারা প্রত্যেক রোমানের অন্তরে দৃঢ়তা বদ্ধমূল করিয়া দেন যে, যদি আবার পূর্ব্বশাসন-সমিতি পুনঃ প্রতিষ্ঠাপিত করার উদ্যম হয়, তাহা হইলে তাঁহারা সেই গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে নগর রক্ষা করিবার জন্য প্রাণোৎসর্গ করিবেন।

বৈপ্লবিক সংঘর্ষের জন্য যখন রোম প্রস্তুত হইতেছিলেন, তখন রোমের অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। অত্যুচ্চ-আশয়-সম্পন্ন ও প্রকৃত-দেশহিতৈষণাপ্রদীপ্ত ব্যক্তিগণকে অতি নিরাশ্রয়, স্বার্থপর ও প্রকৃত দুরভিসন্ধিচালিত ব্যক্তিগণের সহিত একত্র

প্রজাদ্রোহী রাজা ছিলেন। মেসিনা নগরের প্রজাবৃন্দ যখন তাঁহার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হয়, তখন সেই নগর (bombard) করিতে অর্থাৎ তোপে উড়াইয়া দিতে আদেশ করেন। সেই অবধি প্রজারা তাঁহাকে রাজা বোম্বা (Bomba) এই শ্লিষ্ট উপাধি প্রদান করেন।

* রাজতান্ত্রিকেরা গ্যারিবল্ডীকে 'দস্যু' নামে অভিহিত করিতেন, যে হেতু, তিনি রাজতন্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন।

কার্য্য করিতে হইয়াছিল। এই শেষোক্ত ব্যক্তিগণের—পবিত্র স্বাধীনতা ও ন্যায়পরতার নামে—আত্মস্বার্থ-সাধন ব্যতীত কোনও লক্ষ্য ছিল না। গ্যারিবল্ডী ও ম্যাটসিনি দলের সর্ব্বপ্রধান নেতা ছিলেন। গ্যারিবল্ডী রোমীয় সেনার ইচ্ছাশক্তির দ্যোতক ছিলেন। চতুর্দ্দিক্ হইতে ক্রমশ অসংখ্য ইচ্ছাসৈন্য তাঁহার পতাকামূলে আসিয়া দাড়াইতে লাগিলেন।

এ দিকে নেপল্‌স্‌রাজ নবপ্রতিষ্ঠাপিত সাধারণতন্ত্রকে আক্রমণ করিবার জন্য দক্ষিণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার গতিরোধ করিবার জন্য একদল সৈন্য তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হইল। গ্যারিবল্ডী রিয়েতী (Rieti) নগরে গিয়া শিবির সন্নিবেশিত করিয়া তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি সমস্ত শীতকাল শীতে ও অদ্ধাশনে অতি কষ্টে তথায় যাপিত করিলেন।

নবপ্রতিষ্ঠাপিত রোমীয় সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধে—অষ্ট্রীয়া, নেপল্‌স্ ও স্পেন—সমবেত সেনা পাঠাইবার সঙ্কল্প করিলেন। এই সঙ্কটসময়ে রোমীয় সাধারণতন্ত্র ম্যাটসিনি, আর্ম্মিলিনি ও সাফি—এই ত্রিদেবক্রমের (Triumviate) উপর সাধারণতন্ত্রের অধিনয়ন-কার্য্য সমর্পণ করিলেন। গ্যারিবল্ডী রোমের রক্ষার্থ সসৈন্য রোমে আহূত হইলেন। গ্যারিবল্ডী প্রথম হইতেই সমস্ত সৈন্য রোমে কেন্দ্রস্থ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। ফরাসী সাধারণতন্ত্র হইতে ম্যাটসিনি অনেক আশা করিয়াছিলেন, কিন্তু গ্যারিবল্ডীর তাঁহাদিগের উপর অতি অল্প আশা ছিল। এ দিকে চার্লস আলবার্টের নাভারায় পরাজয় ও তৎপরে তৎকর্ত্তৃক সিংহাসনত্যাগ এবং ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে তৎপুত্র ভিক্টর ইমানুএলের সিংহাসনাধিরোহণ—ইত্যাদি ঘটনায় সার্ডিনীয়াও এরূপ ব্যতিব্যস্ত ছিল যে, তথা হইতে কোনও সাহায্যের আশা ছিল না।

এইরূপ হতাশতার সময়ে ম্যাটসিনি ফরাসী সাধারণ সভার এক জন প্রধান সভ্য লোকতান্ত্রিক লেডরু রোলিন্‌কে নবপ্রতিষ্ঠাপিত রোমীয় সাধারণতন্ত্রের সাহায্যর্থ সাহায্যকারী সৈন্য পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, যদিও সাহায্য না পাওয়া যাউক্, তথাপি ফ্রান্স প্রতিকূল-পক্ষভুক্ত না থাকিলেও অনেক মঙ্গল, ইহা আশা করিবার তাঁহার যথেষ্ট কারণ ছিল। কারণ, ফরাসী-সাধারণতন্ত্রের সংস্থাপনপত্রের (Constitution) পঞ্চম ধারায় লিখিত আছে যে—'ফ্রান্স কোন জাতির স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কখন অস্ত্রধারণ করিবেন না।' আশা করিবার আরও কারণ এই ছিল যে, ফরাসী সাধারণতন্ত্রের সভাপতি লুই নেপোলিয়ন ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের অভ্যুত্থানকালে ইতালীয় জাতীয় স্বাধীনতার পক্ষ হইয়া পোপীয় সৈন্যের সহিত স্বয়ং রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই নেপোলিয়ন—রোমে একটি সাধারণতন্ত্র নবপ্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে শুনিয়া কি এখন আনন্দিত হইবেন না—এবং তাহার বিপদে সাহায্য করিবেন না? কে বলিবে, এ আশা অন্যায় ও অসঙ্গত? কিন্তু নেপোলিয়ন—কুচক্রী লুই নেপোলিয়ন—ভিতরে ভিতরে আর এক খেলা খেলিতেছিলেন।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল রোমীয় সাধারণতন্ত্র নিম্নলিখিত সঙ্কল্প জানাইয়া ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের নিকট পত্র পাঠাইয়া দেন—"রোমীয় জাতির আপন ইচ্ছামত শাসন-সমিতি গঠিত করিবার অধিকার আছে। তাঁহারা পোপকে ধর্ম্মবিভাগের সম্পূর্ণ আধিপত্য ও ধর্ম্মবিষয়ে পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য প্রদান করিতে প্রস্তুত আছেন। এক্ষণে তাঁহাদের বিশ্বাস যে—যে গবর্ণমেণ্ট বহুদিন হইতে নৈতিক রাজত্ব হারাইয়াছেন এবং গত পাঁচ ছয় মাস ধরিয়া বাহ্য রাজত্বও হারাইয়াছেন, ইংলণ্ড ও ফ্রান্স সেই গবর্ণমেণ্টকে তাঁহাদিগের উপর এখন আর চাপাইতে চেষ্টা করিবেন না।"

কিন্তু ম্যাটসিনির এ অনুনয় বাক্যে কোন ফল ফলিল না। ফরাসী সেনাপতি আউডিনট (Oudinot) ২৯শে এপ্রিল সিভিটাভেচিয়া বন্দরে আসিয়া সসৈন্য জাহাজ হইতে অবতরণ করিলেন। এ দিকে তিনি প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে, 'তিনি যে পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন, তাহা শান্তি ও শৃঙ্খলা দ্যোতিত করিতেছে।' বস্তুতঃ রোমানেরা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারেন নাই যে, ফ্রান্স—লোকতান্ত্রিক স্বাধীনতার প্রচারক ফ্রান্স—রোমের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিবেন। এইজন্য রোমীয় কমিশনেরা রোম ও সিভিটাভেচিয়ার মধ্যে সর্ব্বদা যাতায়াত করিতে লাগিলেন। যদিও তাঁহারা নগররক্ষার্থ আয়োজন করিতে লাগিলেন, যদিও তাঁহারা গ্যারিবল্ডীকে নগররক্ষার্থ মফঃস্বল হইতে রোমে প্রত্যাবৃত্ত হইতে আদেশ দিলেন, তথাপি কেহ প্রকৃত প্রস্তাবে মনে করেন নাই যে, ফ্রান্সের সহিত সত্য সত্যই যুদ্ধ বাধিবে। নগর-প্রবেশকালে গ্যারিবল্ডীর অভ্যর্থনা, জাতীয় উৎসাহ ও জাতীয় আনন্দোচ্ছ্বাসে পূর্ণ হইয়াছিল। একজন ইতালীয় লেখক (Biagio Miragira) এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন,—যে রাত্রিতে রোম ফরাসীসেনা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবে বলিয়া জনরব

উঠিয়াছিল।[1] সেই সন্ধ্যার সময়ই গ্যারিবল্‌ডী রোমে প্রবেশ করেন। তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইল যেন, তিনি অত্যুজ্জ্বল গৌরবচ্ছটা পরিবেষ্টিত ও পরিশোভিত হইয়া আসিতেছেন। তাঁহার সেই তেজঃপুঞ্জ পরিশোভিত দেহকান্তি দেখিয়া লোকের মনে এই দৃঢ় ধারণা হইল যে, রোমীয় সভার প্রতিরোধ আদেশ (Decree of resistance) কার্য্যে পরিণত করিতে কেবল তিনিই সমর্থ। এইজন্য সকলের একমাত্র গৌরবস্থল গ্যারিবল্‌ডীর সহিত আসিয়া রোমের সমস্ত অধিবাসী মিলিত হইলেন। সুতরাং যখন ফরাসী সেনাপতির প্রকৃত অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়া পড়িল, তখন সমবেত রোম একপ্রাণীর ন্যায় হইয়া ফরাসী-বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইল। রোম—পূর্ব্ব-গৌরবের অনুরূপ কার্য্যের গুরুত্বের অনুপাতী বীরত্ব ও সাহসের সহিত তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিলেন। ফরাসীরা স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই যে. পতিত—বহুদিনের দাসত্ব নির্বীর্য্যীকৃত—রোমের নিকট এরূপ অভ্যর্থনা পাইবেন।

১৮৪৯ সালের ৩০শে এপ্রিল প্রত্যূষে রোমের ক্যাপিটলের প্রকাণ্ড ঘণ্টাগুলি ভীষণ নিনাদ করিয়া রোমের অধিবাসিবৃন্দের অন্তরে ভীতি উৎপাদন করিল। অচিরকালমধ্যেই রোমের প্রাচীরাবলী হইতে কামান সকল ভীষণরবে গর্জ্জিয়া উঠিল ও প্রাচীরের বহিঃস্থ ক্ষেত্রস্থিত বন্দুক সকল হইতে গুলীবৃষ্টি হইতে লাগিল। তখন আর কাহারও জানিতে বাকী রহিল না যে, যুদ্ধারম্ভ হইয়াছে। পরক্ষণেই ত্রস্তব্যস্ত অধিবাসিবৃন্দের নগরের পথ সকল আকীর্ণ হইল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গলি ও বিপণিশ্রেণী হইতে লোক সকল বিবিধ আকারের ও বিবিধ কালের অস্ত্রশস্ত্র লইয়া পোর্টা কাভালেজেরি (Porta Cavaleggeri) অভিমুখে ধাবিত হইল। কারণ, সকলেই জানিত, অবস্থানবিশেষের জন্য ইহাই সর্ব্বপ্রথম আক্রমণ-কেন্দ্র। এ দিকে নগরবাসিনী রমণীগণ ছাদে বা বারান্দায় উঠিয়া অঙ্গভঙ্গী ও জয়ধ্বনি দ্বারা বীরবৃন্দকে উৎসাহিত ও উদ্দীপিত করিতে লাগিলেন।

এই প্রত্যাক্রমণের বেগ এত প্রবল হইয়াছিল যে, ফরাসী সেনা বিস্ময়াভিভূত ও ছত্রভঙ্গ হইয়া রণস্থল পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। পরে আবার দলবদ্ধ হইয়া—সমগ্রে সপ্তসহস্র ফরাসী সেনা—যথায় গ্যারিবল্‌ডী শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন—সেই পোর্টাসান-পথে ক্রেজিয়ো অভিমুখে আক্রমণ-স্রোত চালিত করিল। গ্যারিবল্‌ডী তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। অনেক ঘণ্টা ধরিয়া যুদ্ধের ফলাফল অনিশ্চিত রহিল। কিন্তু গ্যারিবল্‌ডী ও তাঁহার লীজনের বেগ সংবরণ করা অসাধ্য। অসাধারণ রণনৈপুণ্য ও বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া অবশেষে ফরাসী সেনা আবার রণে ভঙ্গ দিল। এই চিরস্মরণীয় দিনে ইতালীয় হত ও আহতের সংখ্যা এক শতমাত্রের অধিক হয় নাই। কিন্তু নিরীহ বীরকবি ইউগোবেসিই একমাত্র রণবন্দী হন। তিনি মরোণোন্মুখ একটি সৈন্যকে ক্রোড়ে করিয়া লইয়া যাইতে গিয়া শত্রুহস্তে পতিত হন। এদিকে সেই ভীষণ সমরে ফরাসীদিগের অত্যন্ত অধিক ক্ষতি হয়। এক সহস্র ফরাসী সৈন্য হত ও আহত এবং পঞ্চশত ফরাসী সৈন্য রণবন্দী হইয়া চির-রাজধানী রোমনগরীতে আনীত হয়। এতদ্ভিন্ন সেনাপতি আউডিনট্‌কে আরও অপমান স্বীকার করিতে হয়। আহত সৈন্যের অস্ত্রচিকিৎসার জন্য গ্যারিবল্‌ডীর নিকট সাহায্য চাহিতে হয়। গ্যারিবল্‌ডী নিজ ঔদার্য্যগুণে আহত শত্রুসৈন্যের অস্ত্রচিকিৎসার জন্য তৎক্ষণাৎ অস্ত্রচিকিৎসাবিশারদ চিকিৎসক প্রেরণ করেন। পরদিন সন্ধ্যার সময় নগররক্ষা কমিশনের অধিনায়ক সমবেত অধিবাসিবৃন্দকে এই বলিয়া আপনাদের বিজয়ের বাখ্যান করেন—'রোমীয় অধিবাসিবৃন্দ! কাল ফরাসী সেনা—রোমনগরী প্রবেশের চেষ্টা করে। কিন্তু তাঁহাদিগকে বন্দিরূপে পোর্টাসান পান্‌ক্রেজিয়ো (San Pancrajio) দিয়া নগরে প্রবেশ করিতে হইয়াছে। আমাদের পক্ষে ইহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু ইহা পারিসকে আশ্চর্য্যান্বিত করিবে।'

এ সময়ে সমরসচিব সেনাপতি আভেজানা সেনাপতিত্ব গ্রহণ করেন। গ্যারিবল্‌ডী প্রথমে সেনাবিভাগের অধিনায়কপদে ব্রত হন। তদীয় লীজন্‌সেনা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সেনা, নির্ব্বাসিত দলের সেনা ও নিয়মিত সৈন্যের সেনা তাঁহার অধীনে নিয়োজিত হয়। তিনি পর্টীজ (Portese) গেট্ হইতে সান্ পান্‌ক্রেজিয়ো পর্য্যন্ত নগরপ্রাচীরের বাহিরের অতি গৌরবের স্থানে স্থাপিত হন। দ্বিতীয় সেনাবিভাগ কর্ণেল মাসির অধীনে, তৃতীয় সেনাবিভাগ কর্ণেল সাভিনীর অধীনে, চতুর্থ সেনাদল কর্ণেল গ্যালেটীর অধীনে ও জমাবন্দ (Reserve) সেনাদল মেজর মানারার অধীনে স্থাপিত হয়।

এই যুদ্ধেই রোমানেরা সর্ব্বপ্রথমে রীতিমত যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। যদিও বহুদিন ধরিয়া রোম যুদ্ধব্যবসায় ভুলিয়া গিয়াছিলেন, তথাপি এই যুদ্ধে রোমানেরা অসাধারণ রণনৈপুণ্যে ও অতিমানুষ বীরত্বে ভুবনবিজয়ী ফরাসীসেনাকেও বিস্মিত ও মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছিলেন। গ্যারিবল্‌ডীই রোমীয় সেনার প্রাণভূত ছিলেন। তাঁহার রণবিষয়িণী প্রতিভা ও তেজঃপুঞ্জ যেন সেই সময়ের জন্য

সৈন্যমধ্যে সংক্রামিত হইয়াছিল। অদ্ভুত ক্ষিপ্রগতিতে তিনি রণস্থল এরূপ আলোড়ন করিয়া বেড়াইয়াছিলেন যে, প্রত্যেক সৈন্য তাঁহাকে যেন সতত‍ই নিজ সম্মুখে দেখিতে পাইত। সুতরাং তাঁহাদিগের মনে ভয়ের উদ্রেক হইবামাত্র নিমীলিত হইত। সাত ঘণ্টা কাল উভয়পক্ষে তুমুল সংগ্রাম হয় ও পরিশেষে ফরাসীরা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করে। রুস্‌কোনী (Rusconi) এই যুদ্ধের বর্ণনা উপলক্ষে গ্যারিবল্ডী সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"ফরাসী সেনাপতি আউডিনট সসৈন্য গ্যারিবল্ডীর উপর আসিয়া পড়িলেন।—ইহাতে গ্যারিবল্ডী সৈনিক-বিদ্যার আদর্শ বলিয়া জগতে চিরদিন প্রখ্যাত হইবার সুবিধা পাইলেন। তিনি শারীরিক সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য্যে, ব্যবহারিক সরলতায়, আজীবের পরিমিততায় ও বীরোচিত সাহসিকতায় পার্শ্ববর্ত্তী সকলকেই মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সহস্র সহস্র লোক তাঁহার নামে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পতাকামূলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন—তাঁহার প্রতি তাঁহাদিগের এতাদৃশ ভক্তি ছিল যে, তাঁহার আদেশে তাঁহারা সহস্রবার মরিতেও প্রস্তুত ছিলেন। যখন তিনি প্রকৃতিস্থ, তখন সদাশিব, কিন্তু রাগিলে রুদ্রমূর্ত্তি!—তাঁহাকে দেখিলে বোধ হইত যেন, কবিবর লর্ড বাইরন্ তাঁহার চিরস্মরণীয় কনরাডকে মন্ত্রবলে মনুষ্যদেহে অবতারিত করিয়াছেন। যখন জ্বলন্ত গোলা সকল গ্যারিবল্ডীর চতুর্দ্দিকে বেগে ছুটিতে থাকিত, তখনই তাঁহাকে অধিকতম সুখী বলিয়া বোধ হইত। তিনি কর্ণেল্ গ্যালেটী কর্ত্তৃক অধিনীত ফরাসী সেনার পার্শ্বদেশ হইতে ইহাকে আক্রমণ করিলেন এবং কয়েক ঘণ্টার নিরন্তর আক্রমণে ইহাকে পর্য্যুদস্ত ও প্রতিহত করিলেন। যখন তিনি দেখিলেন যে, শত্রুরা ঈষৎ হেলিয়াছে মাত্র, কিন্তু পলাইতেছে না, তখন তিনি নিজ সৈন্যগণকে সঙ্গীনের আক্রমণ করিতে আদেশ দিলেন। তদীয় সেনার দুর্বিষহ সঙ্গীনের আঘাতে অসংখ্য ফরাসী সেনা সমরক্ষেত্রে শায়িত হইতে লাগিল। হতাবশিষ্ট ফরাসী সৈন্য, সঙ্গীনের আঘাতে প্রাণ হারাইবার ভয়ে রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। বিজয়লক্ষ্মী সুতরাং গ্যারিবল্ডীর অঙ্কাগতা হইলেন।

এই যুদ্ধে ফরাসী কামানের গোলায় রোমের শিল্প ও স্থপতিবিদ্যার অদ্ভুত বিস্ফুরণ—রমণীয় অট্টালিকা, প্রতিমূর্ত্তি ও চিত্রপট প্রভৃতির সবিশেষ ক্ষতি হয়। সেণ্ট পিটারস গীর্জ্জার শিরোগোলক (Dome), ভাটিকান্ নামক প্রাসাদ ভগ্ন হয়। ফরাসীরা বলেন যে, রোমের শিল্প ও স্থপতির কার্য্য সকল নষ্ট হইবার আশঙ্কায় তাঁহারা রোম নগরীকে ভগ্নাবশিষ্ট করেন নাই। বস্তুতঃ তাহা নহে, তাঁহাদিগের সাধ্যমত অনিষ্ট করিতে তাঁহারা বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। কারণ, ফরাসী কামানরাজির মুখ প্রধানতঃ সেণ্ট পিটারস গীর্জ্জার দিকেই লক্ষ্যীকৃত ছিল। ইহা অপেক্ষা ফ্রান্সের লজ্জাকর কথা আর কি হইতে পারে? বিজয়ের পর সন্ধ্যাকালে রোমের আনন্দোচ্ছ্বাসের আর সীমা রহিল না। বস্তুতঃ ইহা অপেক্ষা রোমের গৌরবের বিষয় আর কি হইতে পারে? রোম পাঁচ সহস্রমাত্র নব সংগৃহীত সমরবিজ্ঞানভিজ্ঞ ভলণ্টিয়ার সৈন্য লইয়া আজ সাত সহস্র প্রবীণ রণদীক্ষিত ফরাসী সৈন্যকে বায়ুর মুখে তুষের ন্যায় উড়াইয়া দিলেন। এরূপ বিজয়ে রোম কেনই বা আনন্দ প্রকাশ না করিবেন? গ্যারিবল্ডী আজ সমস্ত রোমবাসীর নিকট সিংহসম প্রতীয়মান হইলেন। আজ সকলেই একবাক্যে তাঁহার মস্তকে লরেল পত্রের বিজয়মুকুট পরাইয়া দিলেন। রোমীয় মহিলারা আজ অন্তরের শ্রদ্ধার সহিত রণে আহত বীরবৃন্দের শুশ্রূষায় নিরত হইলেন। সৈন্যগণের ও সৈনিক কর্ম্মচারিবৃন্দের স্বদেশানুরাগের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া সামরিক শাসন-সমিতি ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন। এই বিজয়ের সম্মাননার জন্য রোম নগরী, গৃহে গৃহে দীপমালা পরিধান করিলেন। সেই দীপমালার অগ্নিশিখার সংক্রমণে জাতীয় মন জাতীয় ভাবে উদ্দীপিত হইল।

এ দিকে ফরাসী সেনাপতি পরাজয়ের লজ্জায় অধোমুখ হইয়া হতাবশিষ্ট সৈন্য লইয়া সিভিটাভেচিয়া বন্দরে যাইবার পথে অবস্থিত পালো (Palo) নগরে গিয়া ছাউনি করিলেন। কিন্তু তথায় তাঁহার নিরাপদে থাকা ভার হইয়া উঠিল। কারণ, গ্যারিবল্ডী আপন সৈন্যগণকে কয়েক ঘণ্টা কালমাত্র বিশ্রাম করিতে দিয়া, শত্রুদিগের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। ফরাসী সেনা পরাজয়ে ভগ্নোৎসাহ ও নীতিভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল—সুতরাং জয়, রোমীয়গণের করায়ত্তই ছিল। তথাপি গ্যারিবল্ডী জয়বিষয়ে অধিকতর নিশ্চিন্ত হইবার জন্য প্রধান সেনাপতি আভিজানার নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন, 'আমাকে আরও সৈন্য পাঠাইয়া দিউন, আমি ফরাসীদিগকে পরাজিত করিব বলিয়া প্রথমবার প্রতিজ্ঞা করিয়া যেমন সেই প্রতিজ্ঞা [illegible] করিয়াছিলাম, এবারও সেইরূপ প্রতিজ্ঞা [illegible]তেছি যে, একটি ফরাসী সৈন্যকেও আমার আক্রমণোদ্যত [illegible] যাইতে দিব না।' গ্যারিবল্ডী উডিনট ভীত হইয়া [illegible] হইলে, ফরাসী সেনা[illegible] করেন এবং ইহার বিনিময়ে সন্ধির প্রস্তাব [illegible]

বীর কবি ইউগো বেসিকে প্রত্যর্পণ করিতে চাহিলেন। এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া রোমের ত্রিবিক্রম, গ্যারিবল্ডীকে নগরে প্রত্যাবৃত্ত হইতে আদেশ দিলেন। ম্যাটসিনির এখনও আশা ছিল যে, তিনি ফরাসী সাধারণতান্ত্রিক দলের সাহায্য পাইবেন, সুতরাং তিনি ফরাসী সেনার ধ্বংসসাধন করিয়া সে আশা সমূলে উৎপাটিত করিতে ইচ্ছা করিলেন না। তাঁহারা এই জন্য ইউগো বেসির বিনিময়ে পাঁচ শত ফরাসী বন্দীকে ছাড়িয়া দিলেন। গ্যারিবল্ডী তাঁহাদিগের এই কার্য্যের সবিশেষ প্রতিবাদ করিলেন—বলিলেন, এ সন্ধি কেবল ফ্রান্স হইতে সৈন্য আনাইবার সময় পাইবার জন্য ব্যপদেশমাত্র। বস্তুতঃ তাহাই ঘটিল। কিন্তু সে সময় গ্যারিবল্ডীর কথায় কেহ কর্ণপাতও করিলেন না। গ্যারিল্ডী কাতরহৃদয়ে নগরমধ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য হইলেন। সন্ধির নিয়ম সকল স্থিরীকৃত হইবার জন্য পরস্পরের দূত সকল গমনাগমন করিতেছে, এমন সময় মসো-ডি-লেসেপ্স (M. Delesseps) সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া পারিস হইতে রোমে আসিলেন। তাহার অনতিবিলম্বেই সেনাপতি আউডিনটের সাহায্যার্থ নূতন সৈন্য আসিয়া পৌছিল।

৭ই মে ফরাসী সাধারণ-সভায় রোমনগরীতে সৈন্য পাঠান লইয়া ঘোরতর তর্ক-বিতর্ক হইল। মসো জুলেস ফেভর—স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন যে, রোমের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে ফরাসী গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ করা ফরাসী কনষ্টিটিউসনের বিরোধী। কিন্তু ফরাসী সাধারণসভার সভাপতি লুই নেপোলিয়ন সঙ্কল্প ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না। তিনি সেনাপতি আউডিনটকে লিখিয়া পাঠাইলেন—আমাদের যে জাতীয় গৌরব বলি পড়িবার উপক্রম হইয়াছে, আমাদের সে জাতীয় গৌরব আক্রমিত ও পদদলিত হইতে আমি কখনই দিব না। তোমাকে সে গৌরব পুনরায় উদ্ধার করিতেই হইবে। তোমার সৈনা-সাহায্যের অপ্রতুল হইবে না। যদিও ফরাসী সভা রোমীয়গণের সহিত অনুকূল সন্ধিস্থাপনের জন্য সমুৎসুক হইয়া মসো-ডি-লেসেপ্সকে দূত-স্বরূপ রোমে পাঠাইলেন, তথাপি লুই নেপোলিয়ন্ আপন মতেই চলিতে লাগিলেন। যতক্ষণ না ...ন সেনাদল আউডিনটের সহিত মিলিত হইতেছেন, ত... জন্য তিনি যে কোন প্রকারে কিছু সময় পাইবার কিন্তু এই সঙ্কটপ্রকার কৌশল অবলম্বন করিলেন। এ দিকে নেপল্‌সরাজ...রিবল্ডো নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। অতিথি পোপকে—স্বরাজ্যে...ান্দ তাঁহার বিখ্যাত ...তিষ্ঠাপিত করিবার জন্য মহতী সেনা লইয়া দক্ষিণাপথ হইতে রোমনগরাভিমুখে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গে বিশ সহস্র সৈন্য ও কুড়িটি কামান ছিল। তাঁহারা আল্‌বানো (Albano) পর্য্যন্ত পৌছিয়াছেন, এমন সময় রোমীয় সভা তাঁহার গতিরোধ করিবার জন্য গ্যারিবল্ডীকে তথায় প্রেরণ করিলেন। ৮ঠা মে সন্ধ্যার সময় তিনি চারি সহস্র লঘু সৈন্য লইয়া গুপ্তভাবে রোমনগরী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন তাঁহার গন্তব্য স্থান কেহই জানিতে পারিল না। তাঁহারা পরদিন প্রত্যূষে ত্রিভোলীতে (Trivoli) আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে তাঁহারা সম্রাট আড্রিয়ানের বিলাসভবনের ভগ্নাবশেষের উপর শিবির সন্নিবেশ করিলেন। তাঁহারা ভূগর্ভস্থ গৃহগুলি আলোকিত করিয়া তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। নৈশ তিমিরের মধ্যে সেই দীপাবলী গহ্বরস্থ গৃহ সকলকে ও অট্টালিকার ভগ্নাবশেষকে আলোকিত করিয়া দূর হইতে ছিদ্রপথ দিয়া খদ্যোতমালার ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। সেই অন্ধকারজড়িত আলোকের মধ্যে গ্যারিবল্ডীর সেনা ভীষণ আকার ধারণ করিল। বোধ হইল যেন, রাক্ষসরাজ—নিশাচরসেনা লইয়া তথায় অবস্থিতি করিতেছেন।

গ্যারিবল্ডা ও তাঁহার সৈন্যগণ লোহিত পরিচ্ছদে আবৃত ছিলেন; এবং তাঁহারা যে আমেরিক জিনে সমাসীন হইতেন, তাহা এরূপভাবে প্রস্তুত করা হইয়াছিল যে, সমস্ত পদাগুলি খুলিলে ঠিক তাম্বুর মত হইত। এই তাম্বুগুলি বিস্তারিত করিয়া সুখে তাঁহারা তদভ্যন্তরে রজনীযাপন করিলেন। ৭ই মে বেলা ১টার সময় রোমীয় সেনা পেলেষ্ট্রিনার অদূরবর্ত্তী অধিত্যকাপ্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। পরদিন গ্যারিবল্ডো নিয়োপলিটীয় সেনাকে ভয়প্রদর্শন দ্বারা পলায়ন করিবার নিমিত্ত কয়েক দল অশ্বারোহী সেনা প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা নিয়োপলিটীয় সৈন্যগণকে যুদ্ধ প্রদান করিবার নিমিত্ত বিবিধ প্রকারে উত্তেজিত করিলেন, তথাপি তাহারা সে দিন কিছুতেই বাহির হইল না। কিন্তু কাপুরুষের ন্যায় এরূপ লুকায়িত থাকা লজ্জাকর মনে করিয়া, পরদিন (৯ই মে) সাত হাজার নিয়োপলিটীয় সৈন্য নগর হইতে বহির্গত হইয়া রোমীয় সেনাকে আক্রমণ করিল। অচিরকালমধ্যে হস্তাহস্তি, খড়্গাখড়্গি ও বেয়নেট-বেয়নেটি সংগ্রাম উপস্থিত হইল। নিয়োপালটীয় সেনাসংখ্যার আধিক্য সত্ত্বেও অল্পকালমধ্যে রণোন্মত্ত বিক্রমকেশরী রোমীয় সেনার নিকট পরাজিত হইল ও ছত্রভঙ্গ হইয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত

হইল। 'তিন ঘণ্টা কালের মধ্যেই সেই মহতী সেনার চিহ্নমাত্রও রণক্ষেত্রে রহিল না। তাহারা গ্যারিবল্ডীর নামে ও তদীয় সেনার সেই লোহিত পরিচ্ছদের বিকট দৃশ্যে এরূপ ভীত হইয়াছিল যে, তাহাদিগের হস্ত হইতে অসি ও বন্দুক প্রভৃতি যেন স্খলিত হইতে লাগিল। নিয়োপলিটীয় সেনাপতি স্বয়ং বলিয়াছেন যে, তাহার সৈন্তেরা এরূপ বিশ্বাস করিয়াছিল যে, স্বয়ং অপদেবতা (Devil) এই যুদ্ধের নেতা হইয়াছেন, নতুবা পোপ যে সকল খড়্গ মন্ত্রপূত করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার বিপক্ষের স্পর্শে সেগুলি কেন খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইবে, আর তাহা না হইলে কেনই বা পোপের পবিত্র গোলাগুলি (bullets) তাঁহার গাত্রস্পর্শ করিবে না? গ্যারিবল্ডীর প্রধান সহকারী সেনাপতি ডাভেরিয়ো (Daverio) রোমীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট এই বিজয় সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সংবাদ পাঠাইয়া দেন।—"প্যালেষ্ট্রীনার পরাজয় শত্রু-সেনার পূর্ণপলায়নে পরিণত হইয়াছে। একটিমাত্র নিয়োপলিটীয় সৈন্য রোমীয় সাধারণতন্ত্রের ভিতর দেখিতে পাওয়া যায় না। রাজা বোম্বা পোপের নিকট নিজের দুঃখের ভরা ঢালিবার নিমিত্ত গেইটা নগরে পলায়ন করিয়াছেন। কিন্তু এই বিজয়ে ইটালী আপনার প্রাণস্বরূপ গ্যারিবল্ডীকে প্রায় হারাইয়াছিলেন। গ্যারিবল্ডী হস্ত ও পদে আহত হইয়াছেন!" এ দিকে নির্লজ্জ রাজা বোম্বা ভেলেট্রি পর্য্যন্ত গিয়া স্বীয় রাজধানী নেপল্‌স নগরে বিজয়-সঙ্গীত গীত হইবার জন্য আদেশ করিয়া পাঠাইলেন।

১১ই মে গ্যারিবল্ডী ও তাঁহার সৈন্যগণ প্যালেষ্ট্রীনার অগষ্টাইন্ মঙ্কগণের আশ্রমগুলি দখল করিয়া লইলেন। মঙ্কেরা তাঁহাদিগের আগমনের পূর্ব্বেই আশ্রম ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিল। তাঁহার সৈন্যেরা প্রদীপ জ্বালিয়া মঙ্কগণের ডেস্ক হইতে কাগজ টানিয়া বাহির করিতে গিয়া অনেক প্রণয়-লেখন পাইলেন। গ্যারিবল্ডীর যাজক-বিদ্বেষ ইহাতে আরও বর্দ্ধিত হইল ও তাঁহার মঙ্ক-শাসন (Rule of the monk) নামক নবন্যাসের ইহা প্রধান অবলম্বন হইল। নিয়োপলিটীয় সেনাকে কিছুতেই আর যুদ্ধে অবতীর্ণ করিতে না পারায় গ্যারিবল্ডীর মনে এই সন্দেহ উপস্থিত হইল যে, তাহারা বুঝি আউডিনটের সৈন্যের সহিত মিলিত হইবার চেষ্টা করিতেছে। এই ভাবিয়া তিনি আর তথায় থাকা উপযুক্ত মনে করিলেন না, তিনি শত্রুসৈন্তের সহিত দুই মাইল দূরস্থ বক্র পাদপথ ধরিয়া নিঃশব্দে সুশৃঙ্খলায় এবং বিশ্রামার্থ মুহূর্ত্তমাত্র কোথায়ও না থাকিয়া ২৮ মাইল হাঁটিয়া ১১ই মে প্রত্যূষে রোমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইত্যবসরে মসো-ডি-লেসেপস সন্ধির প্রস্তাব লইয়া দূতস্বরূপ ফ্রান্স হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি রোমীয়গণের মন হইতে আউডিনট কর্ত্তৃক আপাত-আক্রমণের আশঙ্কা অপনীত করিলে, তাহারা নেপল্‌স হইতে যে বিপদ্-স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা প্রতিহত করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, রোমীয় সাধারণসভা এই সঙ্কটসময়ে গ্যারিবল্ডীর বিজয়ে যেন ঈর্ষাপরবশ হইয়া নিম্নপদস্থ সৈনিক কর্ম্মচারী কর্ণেল্ রসেলীর হস্তে সৈন্যাপত্যের ভার অর্পণ করিলেন। কিন্তু আদর্শ-দেশহিতৈষী গ্যারিবল্ডী ইহাতে বিন্দুমাত্র অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন না—তিনি এই তুচ্ছ অবিচারের একবারও প্রতিবাদ করিলেন না। তিনি লিখিয়াছেন যে, "আমার বন্ধুবর্গ অনুরোধ করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি সে দিন হইল আমার অধীনে চাকরী করিয়াছিল, আমি যেন তাহার অধীনে কাজ করিতে কিছুতেই সম্মত না হই। কিন্তু আমি স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিতেছি যে, এরূপ আত্মাদর আমাকে কখন জ্বালাতন করে না। যিনি আমাকে স্বদেশের শত্রুর বিরুদ্ধে সামান্য পদাতিক হইয়াও যুদ্ধ করিবার সুবিধা প্রদান করেন, তাহাকে আমি অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিই।" ধন্য গ্যারিবল্ডী! ধন্য তোমার স্বদেশানুরাগ! হে স্ব-স্ব-প্রধান কর্ত্তৃত্বপিপাসু ভারতবাসিন্! গ্যারিবল্ডীর জীবন হইতে তোমরা এই মহতী শিক্ষা লাভ করিবে যে, প্রকৃত স্বদেশানুরাগের সহিত কর্ত্তৃত্ব-প্রিয়তার কোন সম্পর্ক নাই। স্বদেশের জন্য যিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহার আত্মস্বাতন্ত্র্য নাই। স্বদেশ তাঁহাকে যখন যে অবস্থায় ও যে পদে রাখিবে—তিনি তাহাতেই থাকিয়া দেশের মঙ্গলের জন্য বিন্দু বিন্দু করিয়া নিজের রক্ত প্রদান করিবেন। যে কোন প্রকারে স্বদেশের কার্য্য করিতে পারিলেই তাঁহার সুখ! তিনি অন্য সুখের ভিখারী নহেন। গ্যারিবল্ডী! আশীর্ব্বাদ কর, যেন চির-অধীনতা-পীড়িত ভারত তোমার এই উদার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তন করিতে পারে।

নিয়োপলিটীয় সেনা আবার গ্যারিবল্ডীর প্রস্থানের পর আবার প্যালেষ্ট্রীনা অধিকার করিয়াছিল বলিয়া, রোমীয় সেনা বেলেট্রি যাইবার পথের পার্শ্বে ... হইল।

শাসনসমিতি নিয়োপলিটীয়গণকে তথা হইতে বহিষ্কৃত করা নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে করিলেন। এইজন্য ১৬ই মে তারিখে বিংশ সহস্র রোমীয় সেনা সান্-জিয়োভানি (San Giovanni) সিংহ-দ্বার দিয়া নগর হইতে নিয়োপলিটীয় সেনার আক্রমণার্থ বহির্গত হইল। গ্যারিবল্‌ডী একদল সৈন্য লইয়া অগ্রেই বহির্গত হইয়াছিলেন। তাঁহার নামের এমনই মোহিনী শক্তি এবং তাঁহার প্রতাপ ও প্রভাব সৈন্যগণের মনে এরূপ বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, সকলে তাঁহাকেই প্রধান সেনাপতি বলিয়া মনে করিতে লাগিল। অধিক কি, প্রধান সেনাপতি রসেলীই স্বয়ং তাঁহার উপদেশ ব্যতীত এক পদও অগ্রসর হইতেন না। গ্যারিবল্‌ডী দুই সহস্র মাত্র সৈন্য লইয়া যাইতেছিলেন—এমন সময় নিয়োপলিটীয় অগ্রগামী সৈন্য তাঁহার গতি রোধ করিল। কিন্তু তাহারা গ্যারিবল্‌ডীর প্রচণ্ড আক্রমণে বিপর্য্যস্ত হইয়া অচিরকালমধ্যে রণে ভঙ্গ দিয়া নগরমধ্যে গিয়া আশ্রয় লইল। গ্যারিবল্‌ডী মূল সেনাকে দ্রুত আসিতে অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়া নিজে নিয়োপলিটান্ সেনার দ্রুত অনুসরণে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু রসেলী সংবাদ পাঠাইলেন যে, তাঁহারা সৈন্যগণের আহার-সমাপন না হইলে তাহাদিগকে পাঠাইতে পারেন না। গ্যারিবল্‌ডীকে সুতরাং নগরের বাহিরে থাকিয়া তাঁহাদিগের প্রতীক্ষা করিতে হইল। রসেলীর সৈন্য অপরাহ্নে যেন বায়ু সেবনের জন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। সুতরাং সে দিবস আর নগর আক্রমণ করা হইল না।

রজনীতে গ্যারিবল্‌ডীর যে সকল সৈন্যেরা প্রত্যবেক্ষণ-কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, তাহারা নগরের নিঃশব্দতায় কৌতূহলোদ্দীপিত হইয়া মই দিয়া প্রাচীর উলঙ্ঘন করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল; এবং প্রবেশ করিয়া দেখিল যে, নগর প্রায় জনশূন্য, শত্রুসৈন্যেরা রজনীর অন্ধকারে আচ্ছাদিত হইয়া নগর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে এবং নগরবাসীরা বাহুযুগল প্রসারণ করিয়া গ্যারিবল্‌ডী ও তাঁহার সৈন্যগণকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত রহিয়াছে। নিয়োপলিটীয় সেনা গ্যারিবল্‌ডীর সম্মুখ নামে ও তাঁহার ও তদীয় সেনার লোহিত লোমশী বর্ণের পরিচ্ছদে এত ভীত হইয়াছিল যে, তাহাদিগে... সেনাপতিগণের কোন প্ররোচনাই আর তাহাদি... গ্যারিবল্‌ডীর সম্মুখীন করিতে পারিল না। ... হইয়া তিংস্রা নিশার তমোময় আবরণ আবৃত ... পলায়ন করিল। দুইদিন ধরিয়া নিয়োপলিটীয় সেনার যে যেখানে ছিল, রোমীয় অধিকার পরিত্যাগ করিয়া তাহারা পলায়ন করিতে লাগিল। এবার রাজা বোম্বা তাঁহার সৈন্যের পূর্ণ পরাজয় ও পলায়নের বার্ত্তা লুকাইয়া রাখিতে পারিলেন না। এবার পরাজিত হইয়া তিনি আর স্বনগরীতে বিজয়-গীত গাইবার জন্য ও বিজয়-দুন্দুভি বাজাইবার জন্য আদেশ করিয়া পাঠাইতে সাহস করিলেন না। নিয়োপলিটীয় সেনাপতি এবার রাজকীয় গেজেটে আপনাদিগের দ্রুত প্রতিযানের জন্য প্রশংসা লইলেন।

এই ভীরু নিয়োপলিটীয় সেনা, গ্যারিবল্‌ডীর বীর ইচ্ছা-সৈন্যের নিকট যেন বায়ুর নিকট তুষের ন্যায় উড়িয়া গেল। গ্যারিবল্‌ডী প্রত্যূষে যখন জানিতে পারিলেন যে, শত্রুসৈন্য পলায়ন করিয়াছে—তখন তাহাদিগের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তাহারা অনেক অগ্রে পলায়ন করিয়াছিল বলিয়া, গ্যারিবল্‌ডী অতি দ্রুত অনুসরণ করিয়াও তাহাদিগকে ধরিতে পারিলেন না। সুতরাং তিনি দুঃখিত অন্তঃকরণে ফিরিয়া আসিয়া সেনাপতি রসেলীর মূল সেনার সহিত মিলিত হইলেন।

কিয়দ্দিবস পরে তিনি সেই মূল সেনার কিয়দংশ লইয়া নেপল্‌স রাজ্যের অভ্যন্তরে সমরাগ্নি প্রজ্বলিত করিবার জন্য নিয়োজিত হইলেন। তিনি সেই ক্ষুদ্র সেনা লইয়া পুরাতন সাম্‌নাইট-পথ ধরিয়া ভল্‌টর্ণস্ নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং নেপল্‌সের রাজধানী আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন ও তাহাতে কৃতকার্য্য হইবারও সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল, এমন সময় সহসা রোম হইতে দূত আসিয়া 'দ্রুতপদে রোমে ফিরিবার জন্য রোমীয় সভা আপনাকে আদেশ করিয়াছেন'—গ্যারিবল্‌ডীকে এই সংবাদ জানাইল। এই সময়েই রোমীয় সাধারণতন্ত্রের ক্ষণস্থায়ী জীবনের শেষ অঙ্ক অভিনীত হইবে। ২৪শে মে গ্যারিবল্‌ডী রোমীয় প্রজাবৃন্দের হর্ষোন্মাদ ও জয়ধ্বনির মধ্য দিয়া বিজয়ী সেনাপতির ন্যায় নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিয়া বোধ হইল যেন, রোমের সেই পূর্ব্ব-গৌরবের দিন উপস্থিত হইয়াছে—যে দিনে রোমীয় সেনাপতিগণ দিগ্বিজয় করিয়া বিজয়-তোরণ সকলের (Trimphal arches) ও বৈজয়-বিজয়স্তম্ভ-রাজির মধ্য দিয়া জয়ধ্বনিতে বধির-কর্ণ এবং বাতায়নস্থিত নগরবাসিনীগণের পুষ্পবৃষ্টিতে আকীর্ণমস্তক হইয়া নগর-মধ্যে প্রবেশ করিতেন। আজ ষষ্টি সহস্র ফরাসী সেনা রোমের সিংহদ্বারে অতীত পরাজয়ের প্রতিহিংসা লইবার জন্য গর্জ্জন করিতেছে! এই বিষম বিপদে রোমীয় সভা

গ্যারিবল্ডীকে নগর-রক্ষার্থ আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন এবং এই জন্য নগরবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আজ মনের সাধে ও হতাশার গভীরতায় জয়ধ্বনি করিল 'জয় গ্যারিবল্ডীর জয়! জয় রোমীয় সাধারণতন্ত্রের জয় !!—জয় ইতালীর জয় !!!"

পঞ্চদশ অধ্যায়

রোমীয় সাধরণতন্ত্র নাটকের শেষাঙ্কের অভিনয়।

মসো-ডি-লেসেপ্স রোমীয় সভার সহিত যে সকল নিয়মে সন্ধির প্রস্তাব করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা উভয় পক্ষেরই সন্তোষজনক হইয়াছিল। কিন্তু তিনি ফরাসী সেনাপতির আউডিনটের নিকট সেই সন্ধি-পত্র লইয়া গেলে, তিনি সেই সন্ধির নিয়মে বাধ্য হইতে অস্বীকৃত হইলেন এবং বলিলেন যে, লেসেপ্স তাঁহার ক্ষমতা অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন, কারণ, তিনি ফ্রান্স হইতে যে সকল উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা এই সন্ধির নিয়মের সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি আরও বলিলেন যে, যখন তিনি ফ্রান্স হইতে নূতন করিয়া সৈন্যসাহায্য পাইয়াছেন, তখন তিনি ফ্রান্সের সামরিক অপযশো-কালিমা অপনীত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। এই কথোপকথনের পর তিনি রোমে সংবাদ পাঠাইলেন যে, তিনি অবিলম্বেই সমর আরম্ভ করিবেন। তিনি লিখিলেন যে, ফরাসী অধিবাসিগণকে নগর পরিত্যাগ করার সময় দিবার জন্য তিনি সোমবার প্রত্যুষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবেন। আর সেই দিন প্রত্যুষে তিনি রোমীয় দুর্গ পিয়াঝা (piazza) আক্রমণ করিবেন।

আউডিনট্ সোমবার প্রত্যূষে রোম আক্রমণ করিবেন—এই আশ্বাস-বাক্যে বিশ্বস্ত হইয়া রোমীয় অধিবাসিবৃন্দ শনিবার রাত্রিতে গাঢ় নিদ্রা যাইতেছিলেন। অধিক কি, সদাজাগরূক গ্যারিবল্ডীও সেই বিশ্বাসঘাতক ফরাসী সেনাপতির কথায় বিশ্বাস করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছিলেন—আগামী যুদ্ধের জন্য শরীর ও মনকে নবীভূত করিয়া লইতেছিলেন—এমন সময় ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুন রবিবার প্রত্যূষে সহসা নিদ্রোত্থিত হইয়া শুনিলেন—সানপ্রাণ ক্রেজিয়ো সিংহদ্বারের বহিঃস্থিত পাম্ফিলি ও কার্সিনি নামক রক্ষাগৃহ (Outposts)-দ্বয় ফরাসীদিগের হস্তগত হইয়াছে। রজনী-তিমিরাবগুণ্ঠিত হইয়া আসিয়া ফরাসীরা সহসা প্রহরিগণকে চমকিত ও হতবুদ্ধি করিয়া সহজে নিহত করে। এই দিনের ঘটনা উল্লেখ করিয়া গ্যারিবল্ডী লিখিয়াছেন—'যে সেনাপতি সন্ধির উপর বিশ্বাস করিয়া নিদ্রা যান, তাঁহাকে নিশ্চয় প্রবঞ্চিত হইয়া নিদ্রোত্থিত হইতে হইবে।' আজ গ্যারিবল্ডীও প্রবঞ্চিত হইয়া শয্যা হইতে উঠিলেন। দেখিতে দেখিতে ফরাসীরা বীরোচিত অথচ বিফল বাধা সকল অতিক্রম করিয়া পন্টিমলো (Ponte mollo) প্রাসাদ অধিকার করিল। আউডিনট্ তাঁহার এই বিশ্বাসঘাতক কার্য্যের এই বলিয়া সমর্থন করিলেন যে, তিনি সোমবারে পিয়াঝা অর্থাৎ নগর-দুর্গ আক্রমণ করিবেন বলিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার পূর্ব্বে নগরের বহিঃস্থ উপনগর সকল আক্রমণ করিবেন না, এরূপ প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হন নাই। যাহা হউক, আউডিনটের অবরোধকারিণী মহতী সেনার নিকট রোমবাসিগণ কিছুতেই আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইত না। আউডিনটের এই হঠকারিতায় ও বিশ্বাসঘাতকতায় রোমের পরাজয় ও আত্মসমর্পণ কিছু দ্রুততর হইয়াছিল মাত্র। পতঙ্গপাল যেমন নিশ্চিত মৃত্যুর জন্য অগ্নিতে গিয়া ঝাঁপ দেয়, আজ নবজাত রোমীয় সাধারণতন্ত্রের ক্ষুদ্রসেনা সেইরূপ নিশ্চিত মৃত্যু জানিয়াও, স্বাধীনতার জন্য ও প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর জাতীয় সম্মান-রক্ষার জন্য আউডিনটের সেই অনন্তসেনা-সাগরে গিয়া ঝাঁপ দিল। এক দিন চিতোরের ক্ষত্রিয়বৃন্দ এই প্রাণপ্রিয় স্বাধীনতা ও এই প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর জাতীয় সম্মান রক্ষা করিবার জন্য অসিহস্তে মোগল-সেনানলে এইরূপে আত্ম-আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন। ৩রা জুন রবিবার প্রত্যূষে নগরবাসিগণ গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছে, এমন সময় দুর্গের ভজনালয় সকলের শোক-দুর্ভর ঘণ্টা-নিনাদে সকলেই চমকিত ও নিদ্রোত্থিত হইলেন। গ্যারিবল্ডীর লীজন্ সেনা ও বীরবর লম্বার্ডসেনা সর্ব্বাগ্রে নগরের সিংহদ্বার রক্ষার্থ ধাবিত হইলেন। তাঁহারা গিয়া দেখিলেন যে, ফরাসীরা ভিলা-কর্সিনি (Villa Carsini) অধিকার করিয়া বসিয়াছে ও ভিলা * প্যাম্ফিলি আক্রমণ করিয়াছে। কর্সিনি শত্রু-হস্তগত হওয়াতেই গ্যারিবল্ডী অর্দ্ধ হতাশ হন। তাহার উপর ভিলা প্যাম্ফিলিও শত্রুহস্তগত হইয়াছে দেখিয়া—তাঁহারা নগর প্রাচীর হইতে লম্ফ দিয়া বহিঃস্থ উদ্যানে পড়িলেন এবং তথা হইতে

* Villa রোমের বহিঃস্থ উপনগর। রোমনগরী যেমন প্রস্তরময় প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ছিল, ইহার উপনগরগুলিও সেইরূপ প্রস্তরময় প্রাচীরে পরিরক্ষিত ছিল। প্রত্যেকটি দেখিতে যেন এক একটি দুর্গ বলিয়া বোধ হইত। প্রাচীরগুলি সুদৃঢ় ও দুর্ভেদ্য ছিল।

ম্যানপ্রাণ ক্রেজিয়ো আশ্রমের প্রাচীরের উপর উঠিয়া ভিতরের নিদ্রিত অধিবাসিবৃন্দকে চীৎকার করিয়া বলিলেন, 'অস্ত্র গ্রহণ কর! অস্ত্র গ্রহণ কর!'—'To arms—To arms!'

গ্যারিবল্ডী দেখিলেন, ভিলা কর্সিনি পুনরধিকার না করিলে নগর-রক্ষার আর কোন আশা নাই। কারণ, তথা হইতে ফরাসীরা কামান ছুড়িলে নগর-প্রাচীর চূর্ণীকৃত হইবে। এই ভাবিয়া তিনি ভিলা কর্সিনি-স্থিত ফরাসীসেনাকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহার নারায়ণী সেনা দলে দলে ফরাসী সেনাকে কৃতান্তসদনে প্রেরণ করিতে লাগিল। কিন্তু রক্তবীজের ন্যায় সে অনন্ত সৈন্যের তাঁহারা কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। একদল সৈন্য নিহত হয়, আবার তাহার স্থানে একদল নূতন সৈন্য আসিয়া দণ্ডায়মান হয়। গ্যারিবল্ডী তখন দেখিলেন যে, এ বৃথা আক্রমণে আত্মধ্বংস করিয়া কোন ফল নাই। তখন গ্যারিবল্ডী নগর পরিত্যাগ করা শ্রেয়ঃ মনে করিলেন। যে বৈজ্ঞানিক উপকরণ-সামগ্রী লইয়া ফরাসী সেনাপতি নগর আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহার অনুরূপ উপাদান-সামগ্রী গ্যারিবল্ডীর ছিল না। যে অতিমানুষ বীরত্বে ও প্রচণ্ড আক্রমণে তিনি ব্রাজিলীয়, অষ্ট্রীয় ও নিয়োপলিটীয় সেনাকে ধূলির ন্যায় উড়াইয়া দিয়াছিলেন, আজ তাদৃশ অতিমানুষ বীরত্ব ও প্রচণ্ড আক্রমণেও বিজ্ঞান-পরিরক্ষিত—সংখ্যায় অতিশায়িত—ফরাসীসেনার বিশেষ কিছু করিতে পারিলেন না। আজ ষষ্টিসহস্র রণদীক্ষিত বৈজ্ঞানিক উপাদানে পরিরক্ষিত ফরাসী সেনার সম্মুখে তাঁহার রণে অপরিপক্ব বৈজ্ঞানিক-উপকরণ-বিরহিত পঞ্চ সহস্রমাত্র সৈন্য জলধিতরঙ্গ-তাড়িত স্রোতস্বিনীর ন্যায় প্রতীয়মান হইল। তথাপি সেই ক্ষুদ্র সৈন্য লইয়াও গ্যারিবল্ডী যেখানে প্রয়োজন—সেইখানেই গিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু বিধি রোমের প্রতি প্রতিকূল, সুতরাং গ্যারিবল্ডীর সমস্ত চেষ্টাই বিফল হইল। প্রত্যূষে ফরাসীরা যাহা যাহা অধিকার করিয়াছিল, সমস্ত দিনের অশ্রান্ত যুদ্ধেও রোমীয়েরা ফরাসীদিগকে তাহার একপাদপরিমিত স্থান হইতেও বিচলিত করিতে পারিলেন না। সে রজনী প্রাচীরের অভ্যন্তরস্থ অধিবাসিবৃন্দের নিকট কাল-রজনী-সম সমাগত হইল। শোকে, দুঃখে ও ভাবনায় অভিভূত হইয়া রোমীয়েরা সে রজনী অনিদ্রায় কাটাইলেন। * ৪ঠা সোমবার প্রাতে গ্যারিবল্ডী যুদ্ধপ্রণালী পরিবর্ত্তন করিলেন। সম্মুখ-সমরে সৈন্যহানির অধিকতর সম্ভাবনা দেখিয়া তিনি সুবিধা বুঝিয়া মধ্যে মধ্যে আক্রমণ করিয়া ও প্রাচীরের মধ্য হইতে গোলাবৃষ্টি করিয়া শত্রুদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি কয় দিনই এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া চলিলেন। তাঁহার নিরন্তর গোলাবৃষ্টিতে অবরোধকারিণী শত্রুসেনা অস্থির হইয়া উঠিল। কিন্তু তাঁহার রণে অপরিপক্ব ভলন্টিয়ার সৈন্য হঠ-আক্রমণে বিশেষ কৃতকার্য্য হন নাই। তাঁহাদিগের লক্ষ্য আজও ঠিক না হওয়ায়, তাঁহাদিগের প্রক্ষিপ্ত গুলী-গুলি প্রায়

* এই দিনের যুদ্ধ-ঘটনা সম্বন্ধে গ্যারিবল্ডী এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন:—"আমার চতুর্দ্দিকে যে গোলাবৃষ্টি হইতেছিল, তাহা বর্ণনাতীত। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পারি, আমি এরূপ হিস্ হিস্ ঝন্ ঝন্ রব-পূর্ণ ঝটিকা জীবনে আর কখনো দেখি নাই। আমি যে ঘরে ছিলাম, সে ঘর গোলার আঘাতে এরূপ কাঁপিতে লাগিল, যেন বোধ হইল, ভূমিকম্প উপস্থিত। ফরাসী লক্ষ্যকারিগণকে (markmen) আমাকে বিদ্ধ করিবার সুবিধা দিবার জন্য আমি চূড়াগৃহে গিয়াছিলাম ও তথায় আমার আহার-সামগ্রী দিতে বলিলাম। আমার সম্মুখে দারুময় প্রাচীরমাত্র ছিল। সুতরাং বন্দুকধ্বনি ও প্রাচীরে গুলীর আঘাত আমার রণবাদ্যের কার্য্য করিতে লাগিল।" আর একস্থলে লিখিয়াছেন—"আমার সৈন্যাবাসের উপরই ফরাসীদিগের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তাহারা সেই দিক্ লক্ষ্য করিয়া অবিরাম গোলা-গুলী বৃষ্টি করিতে লাগিল। এক দিন রোমীয় সভার সভ্য ভেটী ও আভেজানা, রীতা প্রভৃতি সেনাপতিগণকে সঙ্গে লইয়া গৃহের সম্মুখস্থ উদ্যানে আমি আহার করিতে বসিয়াছি—উদ্যানে আহার করিতে বসার কারণ এই যে, গুলী-গোলায় গৃহ এরূপ সঞ্চালিত হইতেছিল যে, টেবেল ঠিক রাখিতে পারা যাইতেছিল না—এমন সময় একটি বড় গোলা আমাদের পদতলের অদূরে আসিয়া পড়িল। আমার অতিথিগণ লম্ফ দিয়া উঠিয়া পলায়ন করিলেন। ভেটীও পলায়ন করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, কিন্তু আমি তাঁহাকে ধরিয়া রাখিলাম ও বলিলাম যে, আপনি আপনার রথাসন (Chariat chair) পরিত্যাগ করিবেন না। এই কথা বলিতে বলিতে সেই গোলা (Bomb) আমাদের সম্মুখে ফাটিয়া গেল। ইহার বারুদ ও ধূলায় আমরা আচ্ছন্ন হইলাম এবং আমাদের আহার-সামগ্রীও সমস্ত নষ্ট হইয়া গেল। কি সাহস, কি অদ্ভুত ধৈর্য্য!

লক্ষ্য অতিক্রম করিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু রোম-বাসিগণ আজ অদ্ভুত বীরত্বের সহিত নগররক্ষা করিতে লাগিলেন। সমস্ত প্রাচীরের উপর—প্রত্যেক দুর্গ-রন্ধ্রের মধ্যে—কামানরাজি স্থাপিত হইল ও বিশেষ দক্ষতার সহিত তাহা ছোড়া হইতে লাগিল। যদি ফরাসীগোলা আসিয়া একটি কামান ফেলিয়া দেয়, তৎক্ষণাৎ আবার সেই কামান স্বস্থানে স্থাপিত হয়। অব্যর্থ-লক্ষ্য বন্দুকধারিগণকে প্রতিরন্ধ্রপথে অবস্থাপিত করা হইল। তাহারা অলক্ষিত থাকিয়া এক এক জন ফরাসী কর্ম্মচারীকে লক্ষ্য করিয়া গুলী ছুড়িতে লাগিল। তাহাদের অব্যর্থ সন্ধানে অসংখ্য ফরাসী বীর ধরাশায়ী হইতে লাগিলেন। যেমন ফরাসী কামান সেই দিক্ লক্ষ্য করিয়া অগ্নি-বর্ষণ করিতে লাগিল, অমনি তাহারা অন্য একদিকে গিয়া তাহাদিগের সাংঘাতিক কার্য্য আরম্ভ করিল। ইহাতে ফরাসী-সেনা ব্যতিব্যস্ত হইল। গ্যারিবল্ডী এক-নৌকা-পূর্ণ দাহ্যমান পদার্থ দ্বারা টাইবার নদীর উপরিস্থিত সেতু উড়াইয়া দিয়া ফরাসীদিগের নগর-প্রবেশের একটি পথ বন্ধ করিবার চেষ্টা করিলেন এবং সুড়ঙ্গ কাটিয়া তাহাতে বারুদ ভরিয়া অগ্নি লাগাইয়া ফরাসী ব্যাটারী উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ফরাসী সেনাপতি পূর্ব্বেই ইহার সংবাদ পাওয়ায়, গ্যারিবল্ডী এই উভয় সঙ্কল্পেই অসিদ্ধকাম হইলেন। এ দিকে ফরাসী ব্যাটারির সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। অবরুদ্ধ রোমীয়েরা নগররক্ষা-বিষয়ে ক্রমেই হতাশ হইতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের এখন একমাত্র আশা—মসো ডি লেসেপ্সের—বন্ধুজনোচিত অনুকূলতা। কারণ, লেসেপ্সে যাইবার সময় তিনি বলিয়া গিয়াছিলেন যে, তিনি প্যারিসে পৌছিয়াই সব দিক্ বজায় করিবেন। সুতরাং ম্যাটসিনি ও তাঁহার সভাসদগণ আত্মসমর্পণ ব্যতীত যে কয় দিন কাটাইতে পারেন—তাহাই এক প্রকার জয় বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। কিন্তু মসো ডি কর্সেনিস্ ফ্রান্স হইতে আসিয়া যখন জানাইলেন যে, লেসেপ্সের সন্ধিপত্র—ফরাসী গবর্ণমেণ্ট অগ্রাহ্য করিয়াছেন, তখন রোমীয় সভার শেষ আশা ভগ্ন হইল। অপমানিত সিংহের ন্যায় তখন তাঁহারা গর্জ্জিয়া উঠিলেন। ম্যাটসিনি, সাফি ও আর্মেলিনি রোমীয় ত্রিবিক্রম তখন উদ্দীপনা-পূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা রোমীয়গণকে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে উদ্দীপনা এখন নিষ্ফল হইল। কারণ, সহায়হীন একটি নগরী অষ্ট্রীয়, নিয়োপলিটীয় ও ফরাসী সেনার বিরুদ্ধে কয় দিন যুদ্ধ করিতে পারে? কিন্তু জলন্ত অগ্নিস্বরূপ ম্যাটসিনি কিছুতেই নির্ব্বাপিত হইবার

তিনি বলিলেন যে, 'যতক্ষণ একটি রোমীয়ের দেহে রক্ত সঞ্চালিত হইবে, ততক্ষণ জগজ্জননী রোমকে শত্রুহস্তে অর্পণ করা হইবে না।' তিনি আরও বলিলেন যে, 'আউডিনট্ রোম-নগরীকে ভস্মস্তূপে পরিণত করিয়া আমাদিগকে তদভ্যন্তরে সমাধিনিহিত করিবে বলিয়াছে—আচ্ছা, সে আসুক ও আসিয়া তাহার প্রতিজ্ঞা পালন করুক।' কিন্তু গ্যারিবল্ডী এ জাতীয় ধ্বংসের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। ম্যাটসিনি ইহাতে গ্যারিবল্ডীর উপর অতিশয় বিরক্ত হইলেন ও তাঁহাকে অর্দ্ধহৃদয় কাপুরুষ বলিয়া গালি দিলেন। গ্যারিবল্ডীর মনে এই তিরস্কার-বাক্যে যে কিরূপ কষ্ট হইয়াছিল, তাহা বলিয়া উঠা যায় না। এই তিন দিন হইতে গ্যারিবল্ডী ও ম্যাটসিনির মধ্যে পূর্ণ-বিচ্ছেদ সংঘটিত হইল। এই তিন দিন হইতে দুই জনে দুইটি স্বতন্ত্র হৃদগত ভাবের—বিভিন্ন মতের—প্রচারক হইলেন। গ্যারিবল্ডী চাহিলেন যে, ইতালী যে কোন প্রকারে বৈদেশিক শৃঙ্খলমুক্ত হইয়া এক-কেন্দ্রীভূত শাসন-সমিতির অধীন হউক—সে শাসন-সমিতি সাধারণতন্ত্রই হউক আর রাজ্যতন্ত্রই হউক, তাহাতে তাঁহার কোন আপত্তি নাই। কিন্তু ম্যাটসিনির রাজবৃন্দের উপর আন্তরিক ঘৃণা ছিল। তিনি জানিতেন, ব্যক্তিগত রাজা থাকিতে প্রজার কিছুতেই সুখ নাই। সুতরাং তিনি চাহিলেন যে, ইতালী একপ্রাণ হইয়া এক-কেন্দ্রীভূত সাধারণতন্ত্রের অধীন হউক। যত দিন তাহা না ঘটে, তত দিন বৈদেশিকের উপর জয়-পরাজয়ে দেশের কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। এ স্থলে আমরা গ্যারিবল্ডীয় মতের সহিত সহানুভূতি না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তবে আমাদের বিশ্বাস যে, এ দিনে না হউক, অন্য দিনে গ্যারিবল্ডী ম্যাটসিনির সহিত যোগ দিলে ইতালীতে একেবারেই সাধারণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠাপিত করিতে পারিতেন। তাহা হইলে ইতালীর চিরস্থায়ী মঙ্গল হইত। এ বিষয়ে পরে আরও বলিবার ইচ্ছা রহিল।

এ স্থলে আমরা অবরোধের দৈনন্দিন ঘটনা ধারাবাহিকরূপে বর্ণনা করিব। ৩রা, ৪ঠা, ৫ই ও ৬ই জুন উভয় পক্ষে অবিরাম যুদ্ধ হয়। অনিদ্রায় ও অবিশ্রামে উভয় পক্ষের সৈন্যগণ কাতর হইয়া পড়ায় ৭ই তারিখে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে 'পরদিন যুদ্ধ বন্ধ রহিবে' বলিয়া ঘোষণা করা হয়। ৯ই তারিখে শত্রুসৈন্য নগরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হওয়ায় গ্যারিবল্ডী সমস্ত রোমীয় সৈন্য লইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করেন। তাঁহার প্রচণ্ড আক্রমণে শত্রুসৈন্য প্রতিহত হয়। ১০ই তারিখের রজনীতে গ্যারিবল্ডী

অতর্কিতভাবে শত্রুশিবিরে প্রবেশ করিবেন স্থির করিয়া তদভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু ফরাসী-সৈন্য দূর হইতে কলরব শুনিতে পাইয়া উঠিয়া পড়ে। সুতরাং গ্যারিবল্ডীকে পশ্চাৎপদ হইতে হয়। গ্যারিবল্ডীর অভিপ্রায় ছিল যে, যে সকল উপনগর শত্রুরা দখল করিয়াছে, তাহা পুনর্দখল করেন। কিন্তু সে আশায় তিনি বঞ্চিত হইলেন। ১১ই ও ১২ই বিশেষ কিছু হয় নাই।

১৩ই তারিখে ফরাসীরা নগর-প্রাচীরের উপর অনবরত গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিল। সেই ধাতু-নিস্রবের অনলময় তরঙ্গের আঘাতে প্রাচীরের পাষাণও গলিত হইতে লাগিল। সুতরাং প্রাচীরের নানা স্থানে ছিদ্র হইতে লাগিল। গ্যারিবল্ডীর সৈন্যাবাস বাসের অযোগ্য হওয়ায়, তাঁহাকে অগত্যা কসিনি-নামক প্রাসাদে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। অমিতবল, অনমিত-তেজ ও শ্রান্তিহীন মেডিসি বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গের ন্যায় চতুর্দ্দিক রক্ষা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ছিদ্রাভ্যন্তর দিয়া ফরাসীরা যতবার নগর-প্রবেশের উদ্যম করিল, ততবারই তিনি তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিতে লাগিলেন। ১৩ই হইতে ২০শে পর্য্যন্ত ফরাসীরা নগর প্রাচীর লক্ষ্য করিয়া ক্রমাগত গোলাবৃষ্টি করিল; এবং ক্রমাগত নগর-প্রবেশের উদ্যম করিয়া বিফলপ্রযত্ন হইল। বলে অকৃতকার্য্য হইয়া অবশেষে তাহারা কৌশল অবলম্বন করিল। যেখানে গ্যারিবল্ডীর সৈন্যাবাস ছিল, সেই স্থান লক্ষ্য করিয়া ফরাসীরা বাহির হইতে একটি সুড়ঙ্গ কাটিয়া ২০শে তারিখে রজনীতে সহসা মৃত্তিকাভ্যন্তর হইতে উত্থিত হইল। প্রহরীরা ভয়ে ও বিস্ময়ে চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল, হস্তের প্রহরণ হস্তেই রহিয়া গেল। তাহারা কিছুতেই সেই ঊর্দ্ধগামী ধাতব স্রোতের গতিরোধ করিতে পারিল না। ফরাসীরা প্রহরিগণকে সহজেই বন্দী করিতে পারিল। সুতরাং বিনা বাধায় নগরের সে অংশ তাহাদিগের হস্তগত হইল। গ্যারিবল্ডী যথাসময়ে এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া না গেলে তিনিও অনুচরগণসহ বন্দী হইতেন সন্দেহ নাই। যে বিধি ছুটন্ত ও জলন্ত গোলকরাজি গ্রাস হইতে তাঁহাকে সতত রক্ষা করেন, সেই বিধিই আজ তাঁহাকে এই বিপদ্ হইতে রক্ষা করিলেন। আউডিনই তাঁহাকে অতর্কিতভাবে রণবন্দী করিবেন বলিয়াই এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু বিধির নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন করিতে পারে?

বন্দীকৃত প্রহরীরা চীৎকার করিয়া উঠিল—"ফরাসীরা প্রাচীরমধ্যে আসিয়াছে।"—সেই ধ্বনি উত্তুঙ্গ প্রাচীরমালায় প্রতিহত হওয়ায়—সমস্ত নগরে প্রতিধ্বনি উঠিল—"ফরাসীরা প্রাচীর-মধ্যে আসিয়াছে!" অচিরকালমধ্যে সমস্ত নগর কোলাহলে পূর্ণ হইল। সৈন্যগণ নিদ্রোত্থিত হইয়া আপন আপন স্থানে যাইতে লাগিল। গোলা ও বোমার (Bomb) অনবরত বর্ষণে উদ্বেলিত হইয়া বালকবালিকা ও স্ত্রীলোকগণ আশ্রয়-স্থান খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। অস্ত্র-ধারণক্ষম ব্যক্তিমাত্রেই অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইল। কিন্তু সকলেই বুঝিল যে, রোম শত্রুহস্তগত হইয়াছে—আত্মসমর্পণ ব্যতীত আর রক্ষা নাই—রোমীয় সাধারণ-তন্ত্রের আয়ুষ্কাল নিঃশেষিত হইয়াছে!

২১শে রজনীতে ফরাসীরা স্যান্-পান ক্রেজিয়া সিংহদ্বারের নিকটবর্ত্তী প্রাচীরের একস্থান ভেদ করিয়া ছিদ্রস্থানে কামান সংস্থাপিত করিল এবং আর একটি সুড়ঙ্গ কাটিয়া নগরের আর একটি দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল। এখানেও প্রহরীরা ভয়-চকিত হইয়া চিত্রপুত্তলীর ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল ও একে একে সকলেই বন্দী হইল। এইরূপে দুইটি নগরদুর্গ শত্রুদিগের হস্তগত হইল। কিন্তু এবার গ্যারিবল্ডী সংবাদ পাইয়া যথাসময়ে তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অল্প সৈন্য সেই মহতী সেনার নিকট স্রোতের মুখে তৃণের ন্যায় প্রতীয়মান হইল। সুতরাং তিনি বৃথা সৈন্য ধ্বংস হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। কিন্তু প্রধান সেনাপতি রোসেলী তাঁহাকে সমস্ত রোমীয় সৈন্য লইয়া বেয়নেটাগ্রে অবিলম্বে শত্রুগণকে আক্রমণ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু গ্যারিবল্ডী বলিলেন যে, উন্মত্তের কার্য্য ভিন্ন আর কিছুই হইবে না। কারণ, তিনি বলিলেন, যখন সমস্ত রোমীয় নাগরিকগণ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া এই সমবেত আক্রমণে যোগ দিবার জন্য উদ্যত হইয়াছে, তখন কাহাকেও নিবৃত্ত করা অসম্ভব হইবে; আর রণে অশিক্ষিত ও অদীক্ষিত সৈন্যগণকে, শত্রুসৈন্যের ভীষণ গোলাবর্ষণ ও প্রচণ্ড আক্রমণের সময় স্থির রাখা অসম্ভব হইবে; কিন্তু তাহারা একবার ফিরিলে একটি প্রাণীকেও রক্ষা করা যাইবে না; অতএব তাঁহার মতে এই নরমেধ-যজ্ঞ হইতে বিরত থাকাই সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। অবশেষে তাঁহার পরামর্শই গৃহীত হইল—স্থির হইল যে, পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়া শত্রু-সৈন্যের সংখ্যা নির্ণয় করিয়া শেষ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইবে।

পরদিন ২২শে জুন রোমের শোক-চিহ্ন ধারণ করিয়াই যেন ঊষা দেবী আবির্ভূতা হইলেন। তখন সকলেই স্পষ্টরূপে দেখিল যে, রোম শত্রু-হস্তগত হইয়াছে—আর আশা নাই। গ্যারিবল্‌ডী তথাপি একবার শেষ চেষ্টা করিলেন। তিনি তাঁহার অজেয় সেনাকে আবার আক্রমণ করিতে বলিলেন। আবার তাঁহারা বেয়নেট্ চার্জে শত্রুগণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। কিন্তু নিমেষ-মধ্যে ফরাসীরা তাঁহাদিগের দিকে সমস্ত কামান-মুখ সংস্থাপিত করিয়া অগ্নি-স্রোত প্রবাহিত করিল। তখন গ্যারিবল্‌ডী বুঝিলেন, আর চেষ্টা বিফল। তখন তিনি তাঁহার উৎসর্গীকৃতপ্রাণ পাঁচ সহস্র ভলণ্টিয়ার সেনা লইয়া শুভদিনের প্রতীক্ষায় রোম পরিত্যাগ করিয়া যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। আবার তিনি 'ভীরু' ও 'কাপুরুষ' বলিয়া গালি খাইলেন। কিন্তু প্রতিকূল পক্ষ যাহাই বলুন, আমরা গ্যারিবল্‌ডীর এই সঙ্কল্পের ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। এই পাঁচ সহস্র মাত্র সৈন্য রক্ষা না পাইলে ইতালীর দুঃখের দিন দীর্ঘকাল-স্থায়ী হইত সন্দেহ নাই। আর এই পাঁচ সহস্র মাত্র সৈন্য লইয়া গ্যারিবল্‌ডী আউডিনটের চল্লিশ সহস্র রণদীক্ষিত সৈন্যের সহিত সম্মুখ-সমরে অবতীর্ণ হইলে যে নিশ্চয় সমূলে বিনষ্ট হইতেন, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

নগর-পশ্চাতে দুই শত পাদ দূরে সম্রাট্ অরিলিয়ান্-প্রতিষ্ঠাপিত একটি ক্ষুদ্র দুর্গ ছিল। গ্যারিবল্‌ডী আপন সৈন্যগণ লইয়া তথায় গমন করিলেন এবং তাহার জীর্ণ-সংস্কার করিয়া তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সঙ্কল্প যে, তথায় থাকিয়া শেষ পর্য্যন্ত নগর রক্ষার সাহায্য করিবেন—কিন্তু যখন সকলই নষ্ট হইবে, তখন সৈন্যগণ লইয়া আপিনাইন্ গিরিমালার বা উত্তুঙ্গ আল্‌পস্ গিরিমালার অধিত্যকা-প্রদেশে গিয়া আশ্রয় লইবেন, অথবা যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিবেন, তথাপি তিনি কিংবা তাঁহার একজন সৈন্য প্রাণ থাকিতে শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করিবেন না। ধন্য বীর, ধন্য তোমার সঙ্কল্প! গ্যারিবল্‌ডী এথা হইতে—যে দুর্গদ্বয় ফরাসীরা দখল করিয়াছেন—সেই দুই দুর্গ লক্ষ্য করিয়া অবিরাম গোলাগুলী চালাইতে আদেশ করিলেন। সেই পেট্রিয়টবাহিনী সুন্দর-রূপে তাঁহার আদেশ-পালন করিতে লাগিল। তাঁহার সেনার লক্ষ্যকারিগণ দুর্গপ্রাচীরের উপর উঠিয়া অব্যর্থ গুলী-সন্ধানে ফরাসী কর্ম্মচারিগণকে নিহত করিতে লাগিলেন। গ্যারিবল্‌ডীর প্রিয় সহচর মেডিসি সামরিক কৌশল ও শৃঙ্খলার পূর্ণতায় কেবল তাঁহারই নিম্নে যাইতে লাগিলেন। তাঁহার সহকারী বাগ্মিপ্রবর সিসিরুয়াচিয়ো উদ্দীপনা-পূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা সৈন্যগণকে রণে উদ্দীপিত করিতে লাগিলেন। আর তাঁহার সৈন্যেরা পুরোহিত ইউগো বেসি মস্কের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া মরণোন্মুখ সৈন্যগণের সম্মুখে পবিত্র ক্রশ ধারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার চতুর্দ্দিকে গোলাগুলীর বৃষ্টি হইতেছিল; তিনি নিরস্ত্র হইয়াও মন্ত্রপরিরক্ষিতের ন্যায় অক্ষত-শরীরে রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। রোমের বাহিঃস্থ প্রাচীর দখল করিয়াই আউডিনট্ ভাবিয়াছিলেন যে, রোমনগরী দখল করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ভিতরে আসিয়া দেখেন যে, দুর্গের ভিতরে দুর্গ, তদভ্যন্তরে দুর্গ—এইরূপে প্রাচীরমালা রোমকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। একটি দুর্গ দখল করিতেছেন—আর অমনি অন্য দুর্গের প্রাচীর হইতে গুলীগোলার বৃষ্টি তাঁহার উপর আসিয়া পড়িতেছে—তখন তিনি ক্রোধে অন্ধপ্রায় হইয়া আবাল-বৃদ্ধ-স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে সমস্ত নগরের উপর অগ্নিবর্ষণ করিতে আদেশ দিলেন। ভগ্ন প্রাচীরের সমস্ত রন্ধ্রোপরি ফরাসী কামান স্থাপিত হইয়া অনবরত অগ্নি উদ্গিরণ করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে গোলা ও বোমার (Bombs) গোলাবৃষ্টি হইতে লাগিল। এই গোলা-বৃষ্টিতে সমস্ত নগরের—বিশেষতঃ পশ্চিমভাগের বসতির ও প্রাসাদাবলীর—সবিশেষ ক্ষতি হইল; এবং নিরস্ত্র ও নিরীহ অনেক লোকের প্রাণহানি ও সম্পত্তিনাশ সংঘটিত হইল। লোকের ও সাধারণের অনেক অট্টালিকা ভগ্ন প্রস্তরস্তূপে ও ইষ্টকরাশিতে পরিণত হইল। শিল্পজাত দ্রব্যসামগ্রী—জগতে যাহার তুলনা ছিল না—তাহা ছিদ্রীকৃত বা ভস্মরাশিতে পরিণত হইল। বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, যুবক, যুবতী, বালক, বালিকা এবং মন্দির ও তদভ্যন্তরস্থ প্রতিমূর্ত্তি আর প্রাসাদ ও কুটীর;—সকলই যেন এই প্রকাণ্ড চিতানলে ভস্মীভূত হইবার জন্য প্রক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। উৎসৃষ্টপ্রাণ শান্তিময়-জীবন খৃষ্টের প্রতি অবমাননা প্রদর্শন করিবার জন্যই যেন আজ খৃষ্টীয় ধর্ম্মের কেন্দ্রীভূত রোম নগরীর এই দুরবস্থা করা হইল। আজ প্রেমময়প্রাণ খৃষ্টের প্রতিনিধি হইয়া পোপ খৃষ্টের নামে কলঙ্ক দিবার জন্যই যেন ফ্রান্সের দ্বারা এই বিশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। পোপ, ধিক্ তোমায়! ধিক্ তোমায়! ধিক্ তোমার ধর্ম্ম-যাজনায়!

২৩শে, ২৪শে, ২৫শে, ২৬শে, ২৭শে ও ২৮শে

এইরূপ নগরের উপর অবিরাম গোলাবৃষ্টি চলিতে লাগিল। সমস্ত আকাশ গন্ধকের ধূমে ও গন্ধে পরিপূরিত হইল। ২৭শে রাত্রিতে ফরাসীরা গ্যারিবল্ডীর সৈনাবাস আক্রমণ করিল। গ্যারিবল্ডী ভীষণ প্রত্যাক্রমণে ফরাসীগণের আক্রমণ প্রতিহত করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কিছুতেই তিনি সে বেগ সংবরণ করিতে পারিলেন না। অবশেষে চারিশত রোমীয়কে সমরক্ষেত্রে রাখিয়া তিনি পশ্চাৎপদ হইলেন।

২৯শে জুন রাত্রি দুইটার সময় ফরাসীরা রজনী-তিমিরে অবগুণ্ঠিত হইয়া শেষ আক্রমণ করিল। নগর-প্রাচীরের তিনটি ছিদ্র দিয়া তিন দল ফরাসী-সেনা নগরমধ্যে প্রবেশ করিল। ভীতি-সূচক ঢক্কারবে ও ঘণ্টা-নিনাদে নগরবাসী সকলে চতুর্দ্দিক্ হইতে দৌড়িয়া আসিল। গ্যারিবল্ডী স্বয়ং অসিহস্তে সেই আক্রমণকারী ফরাসী-সেনার সম্মুখীন হইলেন। তাঁহার সৈন্যেরা সশস্ত্র তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। হতাশতায় উন্মত্ত হইয়া রোমীয় সেনা অতিমানুষ বীরত্ব প্রদর্শন করিতে লাগিল। গ্যারিবল্ডী রণোন্মত্ত গ্লাডিএটারের ন্যায় যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। হত ও আহত মৃতদেহের উপর ভিন্ন পা রাখিবার আর স্থান ছিল না। গ্যারিবল্ডীকে তখন মহান্ অপেক্ষাও মহত্তর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার গুরু অসি যেন অনবরত বিদ্যুৎ উদ্গীরণ করিতে লাগিল, তাঁহার খড়্গ যাহাকে স্পর্শ করিতে লাগিল, সেই ভূতলশায়ী হইল। একটি হতের নর-রুধিরে আর একটি হতের নররুধির ধৌত হইতে লাগিল। তাঁহার জীবনের জন্য সকলে কাঁপিতে লাগিল। কিন্তু তিনি অক্ষত-শরীরে অটল অচলের ন্যায় দাঁড়াইয়া সংহারকার্য্যে নিযুক্ত রহিলেন! এই অভাবনীয় অদ্ভুত বীরত্ব দেখিয়া ফরাসী-সৈন্য ক্ষণ-কালের জন্য স্তব্ধীভূত হইল। কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে তাহারা স্খলিত চমক হইয়া অতি প্রচণ্ড বেগে রোমীয় সেনাকে আক্রমণ করিল। গ্যারিবল্ডীর সেনা প্রতিহত হইল। গ্যারিবল্ডী বুঝিলেন, আর আশা নাই—সুতরাং আর বাধা দেওয়া বৃথা। তিনি তখন রোমীয় সভায় ত্রিবিক্রমকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, সকলেই গিয়াছে, আর বাধা দেওয়া অসম্ভব! তখন তাঁহারা তিন জনে বসিয়া গুপ্ত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন—অতঃপর কি উপায় অবলম্বন করিবেন। ম্যাট্‌সিনি বলিলেন, 'তিনটিমাত্র কল্প বিদ্যমান আছে;—(১) শত্রুদিগের সহিত সন্ধিস্থাপন, (২) প্রতিপদে শত্রুদিগের গতিরোধ, (৩) অথবা রোমের স্বাধীনতা-দেবীকে * সঙ্গে লইয়া সমস্ত রোমীয় সভ্যগণের রোম পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান।'

তখন তাঁহারা গ্যারিবল্ডীর কি মত, জানিবার জন্য গ্যারিবল্ডীকে সভাগৃহে ডাকিয়া পাঠাইলেন। গ্যারিবল্ডী রুধিরাক্ত কলেবরে ও বেয়নেটে ছিন্নভিন্ন-বসনে রোমীয় সভার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গ্যারিবল্ডী সভাগৃহে উপস্থিত হইবামাত্র সভ্যগণ সকলে উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, 'বেদীর উপর (To the tribune)।' গ্যারিবল্ডী তদনুসারে বেদীর উপর উঠিয়া বলিলেন যে, 'আর নগররক্ষার চেষ্টা করা বিড়ম্বনামাত্র। এই নরমেধ-যজ্ঞ হইতে অতএব ক্ষান্ত হওয়াই উচিত। যদি আমরা সমস্ত রোমকে নরকঙ্কালস্তূপে † পরিণত করিতে না চাই, তাহা হইলে নগর-রক্ষা হইতে নিবৃত্ত হওয়া উচিত। রোমীয় সভা—রোমীয় ত্রিবিক্রম ও রোমীয় সেনা সমবেত থাকিয়া নগর পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলুন।' আজ সকলেই একবাক্যে গ্যারিবল্ডীর এই মতের সমর্থন করিলেন। রোমীয় সভা এই আদেশ প্রচার করিলেন—রোমীয় সাধারণতন্ত্র ঈশ্বরের নামে ও রোমীয় লোকসাধারণের নামে—নগরের রক্ষা-কার্য্য অসম্ভব বোধ হওয়ায় সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা—সভা, ত্রিবিক্রম ও সেনার—বর্ত্তমান অস্তিত্ব বিড়ম্বনাময় বলিয়া আপাততঃ সে সমস্ত বরখাস্ত করিলেন। এই শেষ আদেশে গ্যারিবল্ডী মর্ম্মাহত হইলেন। এই আদেশ-প্রচারের পর ত্রিবিক্রম পদত্যাগ করিলে রোমীয় সাধারণ সভা ৩০শে জুন তারিখে গ্যারিবল্ডীকে ডিক্টেটরপদে অভিষিক্ত করিলেন। সে আদেশ অনুসারে গ্যারিবল্ডী অতঃপর রোমীয় প্রজাসাধারণের স্বত্বাধিকারের বৈধ রক্ষক ও অভিভাবক হইলেন।

১লা ও ২রা জুলাই উভয় শিবিরের মধ্যে অনবরত দূত যাতায়াত করিতে লাগিল; কিন্তু সাময়িক অস্ত্রত্যাগ ব্যতীত এ দৌত্যকার্য্যের বিশেষ ফল হইল না। ফরাসী সেনাপতির গর্ব্বিত ব্যবহারে সকলে এরূপ বিরক্ত ও অপমানিত হইয়াছিল যে, রোমীয় লোকসাধারণ শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইল। অধিক কি, তাহারা এরূপ ক্রোধোন্মত্ত হইয়াছিল যে, একজন রোমীয় পুরোহিতের মুখ হইতে ('Well come to the French) ফরাসীদের শুভাগমন হউক।' এই কথা দৈবাৎ

* Palladium of Roman liberty.

† Second saragossa.

বাহির হওয়ায় সকলে পড়িয়া তাঁহার দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। কিন্তু গ্যারিবল্‌ডী আর চেষ্টা বিফল মনে করিয়া ৩রা জুলাই আপন সৈন্যগণকে ভলণ্টিয়ার-দলকে সেণ্টপিটার্স গীর্জ্জার প্রাঙ্গণে ডাকিয়া এই হৃদয়-দ্রবকারী কথাগুলি বলিলেন:—সৈন্যগণ! এখন আমি তোমাদিগকে যাহা দিতে পারি, তাহা এই—ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত ও আতপ! বেতন না, সৈন্যাবাস না, আহার-সামগ্রী না, অথচ মুহুর্মুহুঃ ভয়, দ্রুত পলায়ন এবং কখন কখন বেয়নেটাগ্রে অনুসরণকারী শত্রুর আক্রমণ, যাঁহারা জন্মভূমি ও মানকে প্রাণাপেক্ষা অধিকতর ভালবাসেন, তাঁহারা আমার অনুবর্ত্তন করিতে পারেন। তিনি আরও বলিলেন যে যদিও রোমীয় সাধারণতন্ত্র অন্তর্হিত হইয়াছে, তথাপি তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, তিনি এখনও অষ্ট্রীয়গণ, নেপল্‌স-রাজ ও পোপের বিরুদ্ধে যুগপৎ যুদ্ধ চালাইবেন। চারি সহস্র পদাতিক ও নব শত অশ্বারোহী সৈন্য গ্যারিবল্ডীর অনুবর্ত্তন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। রোমরক্ষার হতাবশেষ সৈন্যের ইহা দ্বি-তৃতীয়াংশ। সেই দিন সন্ধ্যাকালে গ্যারিবল্‌ডী শোকদুর্ব্বহহৃদয়ে এই উৎসর্গীকৃত-প্রাণ সৈন্য লইয়া ত্রিবোলী (Trivoli) সিংহদ্বার দিয়া রোম পরিত্যাগ করিয়া টস্‌কানী প্রদেশস্থ গিরিরাজির অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার হৃদয় শোকে ও দুঃখে এত দূর অভিভূত হইয়াছিল যে, তিনি যাইবার সময় বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন। যে সকল বীর সহচরকে তিনি ইতালীর স্বাধীনতা-দেবীর মন্দিরে বলি দিয়া গেলেন, তাঁহাদের বিচ্ছেদে তাঁহার কোমল হৃদয় আজ শোকে অভিভূত হইল। আর যে উৎসর্গীকৃত-প্রাণ সৈন্যগণকে স্বদেশ-উদ্ধারানলে আহুতি দিবার জন্য সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেছেন, তাঁহাদিগের ভাবী দুঃখ মনে করিয়া তিনি নিদারুণ সন্তপ্ত-হৃদয় হইলেন। এই অতীত ও ভবিষ্যৎ ভাবনায় তিনি বর্ত্তমান দুঃখ-কষ্ট একেবারে ভুলিয়া গেলেন। তাঁহার তেজস্বী মন আত্ম-সমর্পণের অবমাননা সহ্য করিতে পারিবে না বলিয়াই আজ তিনি প্রাণ-প্রিয়া রোমনগরী পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। যেখানে সেনাপতি মেনিন্ আজও শত্রু-সৈন্যের বিরুদ্ধে নগররক্ষা করিতেছিলেন, সেই ভিনিস্ নগরীর অভিমুখে এক্ষণে তিনি সৈন্যের গতি-নির্দ্দেশ করিলেন। তদ্বিরহে রোম আজ মৃতপ্রায় পড়িয়া রহিল! কালের কঙ্কাল-যবনিকা পতিত হইয়া রোমের সুপ্রসিদ্ধ অবরোধ ও রক্ষণ-রূপ অঙ্কের অভিনয় সমাপ্ত করিল।

ষোড়শ অধ্যায়

[আনিটা অবরোধকালীন ও গ্যারিবল্ডীর প্রস্থানের পরবর্ত্তী ঘটনা—ভিনিস্ গমনোদ্যম—সেনাদলের ছত্রভঙ্গতা—আনিটার মৃত্যু—গ্যারিবল্ডীর আমেরিকায় পলায়ন—ষ্টেটেন্ দ্বীপে মোমবাতী প্রস্তুতকরণ—সিন্‌সিনাটীতে চুরোট বিক্রয়—কালিফর্ণিয়ায় গমন—পেরুভীয় জাহাজের অধিনায়কত্ব গ্রহণ—১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে বোষ্টন নগরে অবস্থিতি—জেনোয়ায় আগমন ও ক্যাপ্রেরা দ্বীপ ক্রয় করিয়া তথায় বসতিকরণ।]

আজ হইতে গ্যারিবল্‌ডী যাযাবরের ন্যায় ভূপৃষ্ঠে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পতিগতপ্রাণা আনিটা কয়মাস পূর্ব্ব হইতেই, তাঁহার নিকট আসিয়াছেন। রোমের সেই ভীষণ অবরোধের সময় আনিটা ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তিনি নাইসে থাকিয়া পারিবারিক অশান্তি ভোগ করা অপেক্ষা, স্বামিপার্শ্বে থাকিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা সহস্র গুণে অধিকতর সুখকর মনে করিতেন। তাই আনিটা স্বামিপার্শ্ববর্ত্তিনী হইয়া স্বামীর সমস্ত কষ্ট-যন্ত্রণার অংশভাগিনী হইলেন।

এদিকে গ্যারিবল্ডীর রোম-পরিত্যাগের সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র সেই দিনই বৈকালে বেলা ৪টার সময় সেণ্ট পিটরের ক্রশাঙ্কিত পতাকা সেণ্ট আঞ্জেলো-দুর্গের উপর উড্ডীয়মান হইল এবং রোম আবার পোপের শাসনের অধীন হইল।

রোমের রক্ষণ-কার্য্যের পরিণাম শুভপ্রদ হইল। ইতালী এত দিনে আত্মশক্তির পরিচয় পাইলেন; বুঝিলেন, সকলে সমবেত হইলে তিনি আবার দিগ্বিজয়িনী হইতে পারেন। আর এই বৈদেশিক আক্রমণে ইতালীয় প্রতিদ্বন্দ্বী নগরী ও প্রদেশ সকলেরও নয়ন উন্মীলিত হইল। তাঁহারা অতঃপর বুঝিলেন যে, পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও দ্বেষাদ্বেষিতে তাঁহাদের এই জাতীয় দুর্গতি ঘটিয়াছে। যত দিন এই দ্বেষাদ্বেষি থাকিবে, তত দিন তাঁহাদিগের জাতীয় দুর্দ্দিন ঘুচিবে না। সুতরাং এখন হইতে তাঁহারা ইতালীর একতার জন্য ব্যাকুল হইলেন।

আজ গ্যারিবল্‌ডী কোন রাজ্যেরই চাকর নহেন; আজ জাতীয় বিধির চক্ষুতে তিনি উল্লঙ্ঘিতবিধি, অদৃষ্টানুসারী, বীর আনুযাত্রিকবর্গের বীরচূড়ামণি অধিনায়ক। এই মূর্ত্তিতে গ্যারিবল্‌ডী ইতালীর মধ্যে ও পার্শ্ব প্রদেশ সকলে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে

লাগিলেন। সেই সেই প্রদেশের সর্ব্বত্র সেই সময় হয় ফরাসী, নয় অষ্ট্রীয় সেনা আলোড়ন করিয়া বেড়াইতেছিল। যদি কাব্যরচনা-পটু কবি কেহ সেবাইন অধিত্যকা-প্রদেশে সেই সময় জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে ইতালীর স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গীকৃত-প্রাণ, জাতীয় বিধিবহির্ভূত এই বীরবর, বিজিত রোম নগরী পরিত্যাগ পূর্ব্বক ফরাসী অনুসরণকারী সৈন্যের হস্ত এড়াইতে এড়াইতে, কেমন করিয়া সেই অধিত্যকা-প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, আর কেমন করিয়াই বা তিনি যুদ্ধ দ্বারা যুদ্ধের ব্যয়-নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, তাহা হইলে বোধ হয়, তিনি নিজ গীতিকাব্যে তাহা সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়া যাইতেন। রোম হইতে আপিনাইন্ পর্ব্বতের অধিত্যকা-প্রদেশের উপর দিয়া ত্রিবোলীতে, ত্রিবোলী হইতে তার্ণীতে, তার্ণী হইতে আরেজোতে, আরেজো হইতে সান্মারিণো সাধারণতন্ত্রে, তথা হইতে আড্রিয়াটিক্ উপসাগরের উপকূলবর্ত্তী সেই নির্নাম কুটীরে—যেথানে পতিগতপ্রাণা আনিটা পতিক্রোড়ে প্রাণত্যাগ করেন—গ্যারিবল্ডীর গমন যেরূপ সাহস, অধ্যবসায়, বীরত্ব, প্রেম ও আত্মোৎসর্গের আশ্চর্য্য ও অলৌকিক ঘটনাবলীর কাহিনীতে পরিপূর্ণ,—কোন গাথা বা গীতিকাব্য—বা কোন লিখিত বা শ্রুত কবিতাগ্রন্থে এরূপ আশ্চর্য্য ও বিস্ময়কর ঘটনাবলীর সন্নিবেশ দেখিতে পাওয়া যায় না।

এই অদ্ভুত বীরপুরুষ ও তাঁহার সৈনিকগণের এই সময়ে একটি ফটোগ্রাফ্ তুলিয়া পাঠক-বর্গকে উপহার দিই।

ঐ যে সম্মুখে মধ্যমাকৃতি গ্রীক মুখচ্ছবি, স্বভাবতঃ শ্বেতকান্তি, কিন্তু নিরন্তর আতপতাপে বিবর্ণীকৃত বীরপুরুষ দেখিতেছ—যাঁহার দীর্ঘকৃষ্ণনিবিড় কেশরাজি স্কন্ধদেশে তরঙ্গায়িত হইতেছে; যাঁহার ঈষৎ-লোহিত গুরু শ্মশ্রু-রাজি মুখমণ্ডলকে অর্দ্ধাবৃত করিয়া রাখিয়াছে; যাঁহার ভিতরের লোহিত সার্টকে লোহিত-পার্শ্ব দক্ষিণ আমেরিক কোক্ অর্দ্ধাবৃত করিয়া রাখিয়াছে—উনিই সেই প্রাতঃস্মরণীয়-চরিত গ্যারিবল্ডী। ঐ দেখ, তাঁহার লীজন্ সৈন্য ও কর্ম্মচারিগণ সকলেই তাঁহার অনুকরণে লোহিত-পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছেন! ঐ যে কৃষ্ণ-পরিচ্ছদ-পরিধান, করে ধৃতবর্শা কৃষ্ণকায় পুরুষ অশ্বপৃষ্ঠে সেনাপতির পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছেন, উনি গ্যারিবল্ডীর অশ্বপাল নিগ্রো দাস আগুয়ার। ইঁহাকে গ্যারিবল্ডী দক্ষিণ আমেরিকা হইতে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন ও অতিশয় অনুগত বলিয়া ভালবাসিতেন। আর ঐ যে সম্মুখে সৈন্যগণ দেখিতেছ—যাহাদের কটিবন্ধ হইতে পিস্তল্ ও ছোরা বিলম্বিত হইতেছে ও যাহারা করে মহিষচর্ম্ম-বিনির্ম্মিত গুরু কশা ধারণ করিয়া রহিয়াছে—উহাদিগকে গ্যারিবল্ডী দক্ষিণ-আমেরিকা হইতে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন। উহারা দক্ষিণ-আমেরিক যুদ্ধ সকলে গ্যারিবল্ডীর জন্য প্রাণোৎসর্গ করিয়াছিল বলিয়া উহাদিগকে তিনি অতিশয় ভালবাসেন।

গ্যারিবল্ডী সম্মুখে থাকিলে তাঁহার সৈন্যেরা অসুরের বল পাইত ও দেবোচিত বীরত্বে অনুপ্রাণিত হইত। এত অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া আর কোন সেনাপতি এত বড় বড় কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন নাই। গ্যারিবল্ডী আদেশ করিলে তাঁহার সৈনিক কর্ম্মচারী ও সৈন্যগণ মৃত্যুরও সম্মুখীন হইতে পারিতেন। তাঁহাদিগের রণোৎসাহ অনেক সময় রণোন্মাদে পরিণত হইত। রোমের অবরোধকালে তাঁহারা যে সকল বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, যদি অকাট্য প্রমাণ-পরম্পরা দ্বারা সে সকল সমর্থিত না হইত, তাহা হইলে সে সকল উপন্যাসের অলীক ঘটনা বলিয়া বিবেচিত হইত, ইতিহাসের বিষয়ীভূত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিত না। গ্যারিবল্ডী নিজের দৈনন্দিন বিবরণে —কর্ণেল্ মেডিসি, ভ্যাঙ্গোলো ভ্রাতৃদ্বয়, ফেরারী, মানেলী, সাচী মানারা, মারিণা, আভেজানা, অরিজেনী, মোরোসিনি, ডাক্তার বার্টেনী, ইউগোবেসী, সিসিরো ভেচিয়া, মেল্লারা, মামেলী, মাজিয়া, গাল্লী, মনফ্রেণী এই কয় জনকে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, গ্যারিবল্ডী যখন পীড্‌মণ্ট ও লম্বার্ডি সমরে নিযুক্ত ছিলেন, তখন আনিটা পুত্রকন্যাগুলিকে লইয়া নাইসে শ্বশ্রূমাতার কাছে অবস্থিতি করিতেছিলেন। কিন্তু গ্যারিবল্ডী যখন হতাশতায় মর্ম্মাহত ও পীড়িত হইয়া জেনোয়ায় প্রত্যাবৃত্ত হন, তখন আনিটা আর গৃহে থাকিতে পারিলেন না —স্বামিশুশ্রূষার নিমিত্ত দ্রুতপদে তাঁহার নিকট গমন করিলেন। সেই অবধি তিনি—কি গৃহে, কি বাহিরে, কি রণস্থলে, কি পলায়নপথে নিরন্তর স্বামীর অনুগমন করিতেছিলেন। পূর্ণগর্ভা হইয়াছিলেন বলিয়া গ্যারিবল্ডী অবরোধের প্রথমভাগে অনেক বুঝাইয়া তাঁহাকে রায়েতী (rieti) পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কয়দিন মাত্র তথায় থাকিয়া আরজেনী—সমভিব্যাহারে প্রমীলা সুন্দরীর ন্যায় শত্রুব্যূহ ভেদ করিয়া স্বামিসকাশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ফরাসী সৈন্য-শ্রেণীর কামান-রাজি যে সময় অবিরাম অগ্নি উদ্গারণ করিতেছিল, সেই সময়ে তাঁহারা সেই সৈন্যব্যূহ ভেদ করিয়া

অগ্নিকুণ্ডের মধ্য দিয়া ২৪শে জুন তারিখে গ্যারিবল্ডীর শিবিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গ্যারিবল্ডী তৎকালে আহার করিতেছিলেন, সহসা তাঁহাদিগকে দেখিয়া বিস্মিত ও চমকিত হইলেন। গ্যারিবল্‌ডীর পাছে মৃত্যু হয়, পাছে তাঁহার সহমৃতা হইতে বিলম্ব হয়, এই আশঙ্কায় গ্যারিবল্ডী-মহিষী নিজের জীবনের মমতায় জলাঞ্জলি দিয়া সেই ভীষণ অনলরাশির মধ্য দিয়া গ্যারিবল্ডী-সকাশে গিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার এই অদ্ভুত পতি-ভক্তিতে মুগ্ধ হইয়া গ্যারিবল্ডী তাঁহাকে আর কাছ-ছাড়া করিলেন না। ২রা জুলাই গ্যারিবল্ডী যখন ত্রিবোলী সিংহদ্বার অতিক্রম পূর্ব্বক শত্রুব্যূহ ভেদ করিয়া ভিনিস্-অভিমুখে যাত্রা করিলেন, তখন তাঁহার অদৃষ্টের অংশ-ভাগিনী হইবার জন্য আনিটাও —পুরুষপরিচ্ছদ পরিয়া তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। ধন্য আনিটা! ধন্য তোমার পতিভক্তি! তুমিই বর্ত্তমান যুগের আদর্শ-সতী সাবিত্রীরূপিণী। পতিব্রতে, তোমার চরণে আমার কোটি কোটি প্রণিপাত! ভারত-রমণী যেন তোমার ন্যায় বীরনারী হয় ও ত্বদীয় পতিভক্তির অনুকরণ করে। তুমি যদি পূর্ণগর্ভা অবস্থায় রোম পরিত্যাগ করিয়া না আসিতে, যদি স্বামীর ভাগ্যের অংশ-ভাগিনী হইবার জন্য পলায়ন-পথের অসহ্য ক্লেশ সহ্য না করিতে, তাহা হইলে হয় ত আজ তোমার মত রমণীরত্নকে মৃতাবস্থায় শত্রুকুটীরে ফেলিয়া অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে গ্যারিবল্ডীকে পলায়ন দ্বারা শত্রুর অনুসরণ হইতে আত্মরক্ষা করার বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইত না। গ্যারিবল্‌ডী যখন আনিটাকে বুঝাইয়া কিছুতেই রোমে রাখিয়া যাইতে পারিলেন না—তখন অগত্যা তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিলেন। তিনি আনিটার ও নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য আপনার ঘড়ীটি বিক্রয় করিয়া যাহা পাইলেন, তাহা সঙ্গে করিয়া লইলেন আর সৈন্যগণের ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য সেনা-বিভাগের কোষ হইতে তদুপযোগী অর্থ লইলেন!

ভিনিস্ যাত্রার ভেরী বাজিবামাত্র তাঁহার সৈন্যগণ দ্রুতবেগে ভিনিসাভিমুখে যাত্রা করিল। তাঁহার পলায়নের বার্ত্তা দ্রুততর সর্ব্বতঃ প্রসৃত হইল। এই সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র ডিউক্ আর্ণেষ্ট ও গর্জ্জ-গাউস্কী—অষ্ট্রীয় সেনাপতিদ্বয়, অষ্ট্রীয় সৈন্যগণ লইয়া তাঁহার পথ অবরুদ্ধ করিয়া রহিলেন। এদিকে ফরাসী ও নিয়োপলিটীয় সৈন্যগণ তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হওয়ার পথ রুদ্ধ করিলেন। এইরূপে তিনটি মহতী সেনা—যেন তাঁহাকে পেষিত করিতে উদ্যত হইল! তথাপি তাঁহার অটল-অচল-সম হৃদয় কিছুতেই বিচলিত হইল না। তিনি অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া তিনটি প্রকাণ্ড সেনাকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। সমস্ত অনুসরণকারী সৈন্যকে একত্র করিবার জন্য তিনি কখন কখন এক এক স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিতেন; কিন্তু যেই সমস্ত শত্রুসৈন্য একত্র হইত, অমনই তিনি বিদ্যুদ্বেগে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিতেন। এইরূপে শত্রু-সৈন্যকে ক্লান্ত ও বিভ্রান্ত করিতে করিতে তিনি টস্কানীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ১০ই জুলাই তারিখে তিনি ত্রিবোলী হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই পর্য্যন্ত তাঁহার সৈন্যেরা শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া আসিয়াছিলেন। তৎকালে অষ্ট্রীয় সৈন্য এই প্রদেশ আলোড়ন করিয়া বেড়াইতেছিল। এই জন্য তথাকার অধিবাসীরা গ্যারিবল্‌ডীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে বা ইতালীর স্বাধীনতার উদ্দেশে অভ্যুত্থিত হইতে পারিলেন না। সুতরাং তিনি তথা হইতে আরেজো (Arezzo) আসিলেন, কিন্তু সেখানেও দেখিলেন, অধিবাসীরা তাঁহার বিরুদ্ধে নগরদ্বার রুদ্ধ করিয়াছে। তখন আরেজো হইতে তিনি মন্টিপল্‌সিয়ানোতে আসিলেন; কিন্তু তথাকার আশ্রম (Convent) হইতে এক জন তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া একটি গুলী মারিল। সুতরাং তিনি তথায় থাকা নিরাপদ মনে করিলেন না।

তাঁহার সৈন্যেরা অনাহার, অনিদ্রা, শীতাতপে আবরণ-শূন্যতা ও দ্রুত-গমনজনিত কষ্ট-যন্ত্রণায় অভিভূত হইয়া পড়িল। কষ্টে অভিভূত হওয়ায় ক্রমে তাহারা শাসনাতীত হইয়া উঠিল। ১১ই জুন তারিখে গ্যারিবল্‌ডী যখন তার্ণী ছাড়িয়া আরেজো-অভিমুখে যাত্রা করিলেন, তখন তাঁহার সৈন্যদল ভাঙ্গিতে লাগিল। আর তিনি শৃঙ্খলা রাখিতে পারিলেন না। তাঁহার অশ্বারোহী সৈন্যেরা অশ্ব বিক্রয় করিয়া ফেলিল ও তথাকার অধিবাসীবৃন্দের উপর এরূপ অত্যাচার করিতে লাগিল যে, তাহারা সকলেই তাঁহার এখনও অনুগত সৈন্যগণকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া মারিতে লাগিল। তাঁহার লীজন্ সৈন্যের মধ্যে যাঁহারা বীরতম ও যোগ্যতম, তাঁহারা, আর মেডিসির ভলণ্টিয়ার সৈন্য ও মানারার লম্বার্ড সৈন্যেরাই শেষ পর্য্যন্ত রহিলেন। সর্ব্বশুদ্ধ কিঞ্চিন্নূন দুই সহস্র মাত্র সৈন্য গ্যারিবল্‌ডীর সহিত আপনাদিগের ভাগ্য-পরীক্ষার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়াই তিনি তার্ণী হইতে আরেজোয় আসিয়া পৌছিলেন। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, আরেজোর সিংহদ্বার তাঁহার বিরুদ্ধে অবরুদ্ধ ছিল। তাই তিনি তথা হইতে মন্টিপল্‌সিয়ানোতে গমন করিয়াছিলেন।

কিন্তু তথায় বিপদ্ আসন্ন বুঝিয়া তিনি শত্রুগণ

কর্তৃক অবিরাম অনুসৃত হইয়া, নদনদী উত্তরণ ও গহন কানন ভেদ করিয়া অবশেষে বিশ্রামার্থ একটি শান্তি-বন্দর পাইলেন। আপিনাইন্ গিরিমালার মধ্যে রিমিনী নগরের পশ্চাদ্দেশে সান্মারিণো নামে একটি সাধারণতন্ত্র আজ পঞ্চদশ শতাব্দীর নিরন্তর পরিবর্ত্তন উপেক্ষা করিয়া অক্ষুণ্ণ ভাবে বিদ্যমান আছে। ইতালী বহু দিন ধরিয়া স্বাধীনতা হারাইয়াছেন, কিন্তু তিনি বক্ষে এই যে ক্ষুদ্র সাধারণতন্ত্রকে ধারণ করিতেছেন, ইহা কখনই স্বাধীনতা-হারা হয় নাই। গ্যারিবল্ডীর জীবনের মূল মন্ত্র যে 'স্বাধীনতা'—এই ক্ষুদ্র সাধারণ-তন্ত্রেরও বীজমন্ত্র সেই 'স্বাধীনতা।" তাই আজ গ্যারিবল্ডী বিপদের দিনে মিত্রবরের আশ্রয় হইতে আসিলেন এবং অনুসরণকারী অষ্ট্রীয়গণের আক্রমণ হইতে নিজ বীরসেনাদলকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার নিকট আতিথ্যভিখারী হইয়া দাঁড়াইলেন। তিনি উক্ত সাধারণতন্ত্রের শাসন-সমিতির নিকট তাঁহার আগমনবার্ত্তা জানাইবার জন্য ও নিরাপদে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়া দিবার জন্য আপনার কোয়াটার-মাষ্টারকে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু সেই নীতিভ্রষ্ট পুরোহিত-শাসিত, দারিদ্র্য-প্রপীড়িত সাধারণতন্ত্র অষ্ট্রীয়ার ভয়ে এত অভিভূত ছিল যে, তাঁহাদিগকে সাধারণতন্ত্রের অধীন রাজ্য-মধ্যে প্রবেশ করিতে দিতে সাহস করিল না; কিন্তু তাঁহাদিগের দুঃখে কাতর হইয়া তাঁহাদিগের জন্য খাদ্যসামগ্রী সাধারণ-তন্ত্রের বাহিরে রাখিয়া আসিল।

তাঁহার সৈন্যেরা বার বার পরাজয়ে এরূপ হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহাদিগকে আর উত্তেজিত করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই জন্য গ্যারিবল্ডী স্বহস্তে বিধি লইতে বাধ্য হইলেন। সর্ব্বশুদ্ধ পঞ্চদশ শত পদাতিক ও ত্রিশত-মাত্র অশ্বারোহী সেনা এখনও তাঁহার অনুগত ছিল। এই সেনা লইয়া তিনি নিজের দায়িত্বে নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সকলেই ছিন্ন-ভিন্ন বিশীর্ণ লোহিত পরিচ্ছদে আবৃত ছিল। সুতরাং দেখিতে সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! নিরন্তর বিপৎপাতে ও পুনঃ পুনঃ পরাজয়ে তাহারা এরূপ নীতিভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল যে, কোন প্রকার সামরিক শাসন দ্বারা তাহাদিগকে সংযত রাখা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। বাল, বৃদ্ধ, স্ত্রী—সকলেই একত্র উন্মত্তবৎ তথায় উপস্থিত হইলেন। কেহ কেহ এরূপ পথিশ্রান্ত হইয়াছিলেন যে, নগরে প্রবেশ করিয়াই ভূতলশয্যায় শয়ন করিলেন; কেহ কেহ বা সে বিপদের সময়েও ধীরভাবে সমস্ত সহিতে লাগিলেন। সান্ ম্যারিণোর সাধারণতান্ত্রিকগণ তাহাদিগের দুঃখে কাতর হইয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত-লোচনে তাঁহাদিগের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। অনেক স্ত্রী, অনেক ভগিনী, স্বামী বা ভ্রাতার সঙ্গে কষ্ট-যন্ত্রণা, বিপৎ ও মৃত্যুর অসংখ্য দৃশ্যের মধ্য দিয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। আজ তাঁহাদিগের দুর্দ্দশা দেখিয়া সান্ মারিণোর অধিবাসিবৃন্দের হৃদয় গলিত হইল।

গ্যারিবল্ডী দুই তিন জন কর্ম্মচারী সহ গবর্ণমেণ্ট হাউসে গিয়া উপস্থিত হইয়া আপনাদিগের অস্ত্র-শস্ত্র অর্পণ করিতে চাহিলেন এবং আপনার সৈন্যগণের জন্য আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন। গ্যারিবল্ডীর এই কথায় সাধারণতন্ত্রের সেনাপতিগণের হৃদয় গলিত হইল। তাঁহারা বলিলেন, এরূপ অবস্থায় আমরা আপনাদিগকে আশ্রয় দিতে পারি। এই কথা বলিয়া তাঁহারা নবাগত অতিথিগণের আহার প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন ও গ্যারিবল্ডী ও আনিটার বাস জন্য নগরদ্বারের অদূরস্থিত ফ্রান্‌সিস্কান্ আশ্রম ছাড়িয়া দিলেন।

সৈন্যগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার সময় গ্যারিবল্ডী তাঁহাদিগের সহিত অতি স্নেহভাবে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন; এবং তাঁহাদিগের নিকট হইতে বিদায় লইয়া গীর্জ্জার দ্বারে এই আদেশ লিখিয়া প্রচারিত করিলেন,—"সৈন্যগণ! আমরা এই রাজ্যে আশ্রিত-ভাবে রহিয়াছি; আমাদিগের দাক্ষিণ্যবান্ আশ্রয়-দাতৃগণের প্রতি আমাদিগের অগর্হণীয় ব্যবহার করিতে হইবে। তাহা হইলে এই দুঃখ, কষ্ট ও আত্মোৎসর্গের জন্য আমরা যে শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছি—ইঁহাদিগের নিকটও সেই শ্রদ্ধা পাইব। আজ হইতে আমার সমর-সহচরগণকে আমি সর্ব্ববিধ প্রতিজ্ঞা হইতে মুক্তি দিলাম। এখন তাঁহারা স্বাধীনভাবে সাংসারিক জীবনে পুনঃ প্রবিষ্ট হইতে পারেন। কিন্তু পরিশেষে এইমাত্র বক্তব্য যে, এই কথা যেন তোমাদের হৃদয়-ফলকে জলদক্ষরে লিখিত থাকে যে,—'বৈদেশিকের অধীনে দাসভাবে জীবনধারণ করা অপেক্ষা মৃত্যু সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ।' স্বাধীনতার অবতার গ্যারিবল্ডীর মুখেই এ কথা ঠিক সাজিয়াছিল।

এ দিকে অষ্ট্রীয়ানেরা গ্যারিবল্ডীকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য রিমিনীর দিক্ হইতে সান্মারিণো আক্রমণ করিবার জন্য আসিতেছিলেন। সান্মারিণোর সেক্রেটারী অব ষ্টেট্ এই কথা শুনিয়া আপনাদিগের ও অতিথিগণের ক্ষেমার্থ সন্ধি-প্রার্থী হইয়া অষ্ট্রীয় শিবিরে গমন করিলেন। কিন্তু অষ্ট্রীয়-সেনাপতি আর্ক ডিউক আর্ণেষ্ট গ্যারিবল্ডী ও তাঁহার সৈন্যগণকে অক্ষত শরীরে যাইতে দিতে কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না—

যদিও স্বীকার করিলেন যে, সান্‌মারিণোর অধিবাসিবৃন্দের প্রতি তিনি কোন অত্যাচার করিবেন না। ষ্টেট্ সেক্রেটারীর অনেক অনুনয়-বিনয়ে শেষে অষ্ট্রীয়-সেনাপতি গ্যারিবল্‌ডীকে নিরাপদে আমেরিকায় যাইতে দিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু গ্যারিবল্‌ডী তখন আমেরিকায় যাইতে প্রস্তুত ছিলেন না। এই জন্য গ্যারিবল্‌ডী রাত্রিযোগে—যখন সান্‌মারিণোর অধিবাসিগণ গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত ছিল—কতিপয় মাত্র আনুযাত্রিক ও আনিটাকে সমভিব্যাহারে লইয়া অলক্ষিতভাবে নগর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। তিনি যাইবার সময় তাঁহার শয্যাগৃহের টেবিলের উপর এই লিখিয়া গেলেন যে—'অষ্ট্রীয়ানেরা আমার উপর যে কঠোর নিয়ম প্রচার করিয়াছেন, আমি সে নিয়মে আবদ্ধ হইতে পারি না। এই কারণে ও আপনাদিগের রাজ্যকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিব না বলিয়াই ইহা পরিত্যাগ করিয়া চলিলাম।'

প্রত্যূষে গ্যারিবল্‌ডীর সৈন্যগণ সেনাপতির পলায়নবার্ত্তা শুনিয়া ভয়ে আকুল হইলেন। তাঁহারা আত্মসমর্পণ করা মৃত্যু অপেক্ষা শ্রেয়ঃ মনে করিলেন। কিন্তু ষ্টেট্ সেক্রেটারীর অনেক অনুরোধে শেষে তাঁহার হস্তে অস্ত্র-সমর্পণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। অস্ত্র-সমর্পণের পর তাঁহারা সান্‌মারিণোর কর্তৃপক্ষ হইতে প্রত্যেকে রিমিনীযাত্রার ছাড়চিঠি ও দুই পাউলি বা পাঁচ পেন্‌স (অর্থাৎ প্রায় চারি আনা) করিয়া পাথেয়স্বরূপ পাইলেন। কিন্তু অষ্ট্রীয়ানেরা গ্যারিবল্‌ডীর পলায়নে এরূপ রাগান্ধ হইলেন যে, সেই নিরস্ত্র রিমিনীযাত্রিগণের নিকট হইতে সেই পাথেয় ও ছাড়চিঠি কাড়িয়া লইলেন এবং কাহারও কাহারও প্রতি প্রহারও করিলেন।

গ্যারিবল্‌ডী আনিটাকে সান্‌মারিণোতে রাখিয়া যাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু আনিটা তাহাতে কিছুতেই স্বীকৃতা হন নাই। যদিও পথিশ্রান্তি ও পীড়ায় অতিশয় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তথাপি তিনি স্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ মনে করিলেন। গ্যারিবল্‌ডীর নির্ব্বন্ধাতিশয়ে উত্তেজিত হইয়া তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, 'নাথ! তবে কি তুমি আমায় পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ?' এই কথা গ্যারিবল্‌ডীর হৃদয়ে শেলসম বাজিল। গ্যারিবল্‌ডী আর তাঁহাকে বাধা দিলেন না। পূর্ণগর্ভা সতী পদব্রজে স্বামিসঙ্গে সানমারিণো হইতে আড্রিয়াটিক্ সাগরের উপকূল পর্য্যন্ত গমন করিলেন। সেসেনাটিকো বন্দরে উপনীত হইয়া তাঁহারা দেখিলেন, কতিপয় জালুক নৌকা করিয়া জালে মৎস্য ধরিতেছে। গ্যারিবল্ডীর নামে মুগ্ধ হইয়া, অষ্ট্রীয়ার অত্যাচার তুচ্ছ করিয়া সেই জালুকগণ তেরখানি নৌকা তাঁহাদিগের সাহায্যার্থ প্রদান করিল। তাঁহারা সেই সকল নৌকাযোগে ভিনিস যাত্রা করিলেন। কিন্তু সেই রাত্রিতে সেই সময় কয়খানি উদীচ্য মেঘ আড্রিয়াটিক্ নগরকে যেন কৃষ্ণ চন্দ্রাতপে আবৃত করিল; এবং দেখিতে দেখিতে সেই সাগর তরঙ্গ-সমাকুল হইয়া উঠিল। সুতরাং তাঁহারা সমস্ত রাত্রি প্রাণপণ করিয়াও নৌকাগুলিকে বন্দর ছাড়াইতে পারিলেন না। প্রত্যূষে যখন অষ্ট্রীয়ানেরা সেই নগরমধ্যে প্রবেশ করে, সেই সময় অনুকূল বায়ু পাইয়া তাঁহারা পাইল তুলিয়া দিলেন। অনুকূল বায়ু-বশে সেই তেরখানি নৌকার মধ্যে চারিখানি মাত্র নৌকা পরদিন প্রত্যূষে গ্যারিবল্‌ডী, আনিটা প্রভৃতিকে লইয়া পো-নদীর মুখে মিসোনো বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই চারিখানির একখানিতে গ্যারিবল্‌ডী, আনিটা, বক্কা সিসিরুয়াচিয়ো ও তাঁহার পুত্রদ্বয়, ইউগোবেসী এবং আরও এক জন ছিলেন। এই জল-যাত্রার কষ্টে আনিটার স্বাস্থ্য একবারে ভগ্ন হইল। মরণোন্মুখী আনিটাকে হস্তোপরি আরোপিত করিয়া গ্যারিবল্‌ডী তীরে উঠিলেন।

আর নয়খানি নৌকার যাত্রিগণ এরূপ সৌভাগ্য করেন নাই। পূর্ণচন্দ্রের কিরণযোগে অষ্ট্রীয়ানেরা তাঁহাদিগকে আবিষ্কৃত করিল, ও তাঁহাদিগের উপর অবিরাম গুলীবর্ষণ করিয়া অবশেষে তাঁহাদিগকে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করিল।

গ্যারিবল্‌ডী মৃত্যুমুখী আনিটাকে লইয়া যে উপকূলে উঠিলেন, অষ্ট্রীয় অনুসন্ধানকারী সৈন্যে সে উপকূল ক্রমে ছাইয়া যাইতে লাগিল। আনিটা উপকূলের অদূরে এক শস্য-ক্ষেত্রের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত থাকিয়া পতির জানুদেশে মস্তক রাখিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। লামাডালেনার অধিবাসী লোজরো ও এক জন দক্ষিণ-আমেরিকার সহচরমাত্র তাঁহাদিগের সঙ্গে ছিলেন। তাঁহারা তাঁহাদিগকে পাহারা দিতেছিলেন। তাঁহাদিগের উপর এই ভার ছিল যে, কোন শ্বেত-পরিচ্ছদধারী অষ্ট্রীয় সৈন্য সমীপবর্ত্তী হইবামাত্র যেন তাঁহারা সংবাদ দেন।

যে জীবনপ্রবাহের সহিত তাঁহার জীবনপ্রবাহ এতদিন মিশ্রিত হইয়াছিল, সেই জীবনপ্রবাহে আজ ক্রমেই ভাটা পড়িতেছে। গ্যারিবল্ডী নির্নিমেষ-লোচনে তাহা তাকাইয়া দেখিতেছিলেন। যে হৃদয়-স্রোতস্বিনীর সমস্ত আশা-ভরসা, শোক দুঃখ ও আনন্দ

এতদিন মিশ্রিত ছিল, আজ সেই হৃদয়স্রোতস্বিনী ক্রমেই শুষ্ক হইতেছে, গ্যারিবল্‌ডী অশ্রুপূর্ণ লোচনে তাহা দেখিতেছিলেন। ইউগোবেসী লোহিত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছিলেন। সুতরাং অষ্ট্রীয়ানেরা গ্যারিবল্‌ডীর সৈন্য বলিয়া পাছে তাঁহাকে চিনিতে পারে, এই বলিয়া তিনি পরিচ্ছদ-পরিবর্ত্তনের জন্য নৌকাভিমুখে যেমন যাইবেন, অমনি অষ্ট্রীয়ানেরা তাঁহাকে দূর হইতে দেখিতে পাইল ও দ্রুতপদে আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল। সিসিরুয়াচিয়ো এবং গ্যারিবল্‌ডীর আর নয় জন সহচরও অষ্ট্রীয়গণ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত ও ধৃত হইলেন। নিষ্ঠুর অষ্ট্রীয়ানেরা সেই নির্দোষ নয় জনকে তৎক্ষণাৎ বধ করিবার আদেশ দিল। নয় জন কৃষককে ডাকিয়া আনাইয়া নয়টি গর্ত্ত খনন করাইল, সেই নয় গর্ত্তে সেই নয় জনকে কটি পর্য্যন্ত প্রোথিত করিয়া দূর হইতে তাঁহাদিগের উপর গুলী-বর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগকে মারিয়া ফেলিল। সেই নয়-জনের মধ্যে একটি ত্রয়োদশবর্ষীয় বালক ছিল—সে প্রান্তরে একটু হেলিয়া পড়ায় গুলী তাহার লাগে নাই। কিন্তু তৎক্ষণাৎ এক জন নৃশংস অষ্ট্রীয় সৈন্য নিজের বন্দুকের গোড়ালী দ্বারা তাহার মস্তকে আঘাত করিল। তাহাতেই সেই বালক পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

কিছুদিন পরেই অষ্ট্রীয়ানেরা ইউগোবেসী সিসিরুয়াচিয়োর উপর বিনা বিচারে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা বিধান করিল। তাঁহারা বলোগ্‌নার বধ্যভূমিতে নীত হইলেন। দীক্ষিত হইবার সময় পুরোহিত ইউগোবেসীর মস্তকে জোর্ডানের জল সিঞ্চন করায় সেই স্থান পবিত্র হইয়াছে—এবং দীক্ষা দিবার সময় তিনি অঙ্গুলি দ্বারা জোর্ডানের জল দীক্ষিতগণের মস্তকে বর্ষণ করিয়াছিলেন, এই জন্য অঙ্গুলিগুলিও পবিত্র হইয়াছে—এই ছল করিয়া বলোগ্‌নার পোপ-প্রতিনিধি তাঁহার মস্তকের ও অঙ্গুলির চর্ম্ম খুলিয়া লইয়া তাঁহাকে বধ্য-ভূমিতে লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। ধর্ম্মের নামে—ভগবানের নামে এই লোমহর্ষণ ব্যাপার তৎক্ষণাৎ অনুষ্ঠিত হইল। ইউগোবেসী রুধিরাক্ত-কলেবরে সেই মৃত্যু-দণ্ডে দণ্ডিত সহচরীসমভিব্যাহারে অম্লান-বদনে বধ্য-ভূমিতে চলিলেন। মৃত্যুভয়ে তাঁহারা বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। ঘাতকগণের পাপ-মোচনের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে করিতে আত্মোৎসর্গের জলন্ত দৃষ্টান্তস্থল সেই ধর্ম্মবীরদ্বয় অকাতরে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলেন।

অমনি স্বর্গে দুন্দুভি বাজিল ও তথা হইতে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ বীরদ্বয়ের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। সেই পুষ্পবৃষ্টির মধ্য দিয়া সেই পবিত্র আত্মাদ্বয় বৈকুণ্ঠধামে চলিয়া গেলেন। সেই দিনই স্বজাতীয় রুধিরে পদ ধৌত করিয়া এবং ভ্রাতৃগণের মৃত দেহরূপ পাদপীঠের উপর দিয়া পোপ রোমের রাজসিংহাসনে পুনরারোহণ করিলেন।

আমরা মরণোন্মুখী আনিটাকে সেই শস্যক্ষেত্রে রাখিয়া আসিয়াছি। একবার দেখিয়া আসি, ইতালীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতাস্বরূপিণী আনিটা কি অবস্থায় রহিয়াছেন! ঐ যে দেখিতেছি, সতী স্বামীর জানু-প্রদেশে মস্তক রাখিয়া সেই মৃত্যুকালেও কেবল পতির বিপদের আশঙ্কায় আকুলিত হইতেছেন! ঐ নীল-কমল নিভ নয়ন-মণিদ্বয় পতির মুখপানে অনবরত লক্ষ্যীকৃত রহিয়াছে! পাছে অষ্ট্রীয়ানেরা পতিকে ধরিয়া লইয়া যায়, এই ভাবিয়া সতী মৃত্যুযাতনা ভুলিয়া গিয়াছেন। পতিদেবতা সাধ্বীর নিকট ঈশ্বর ও স্বামী অভিন্ন যুগল-মূর্ত্তি। তাই তিনি ইহকাল ও পরকাল এক করিয়া যুগপৎ অবিচ্ছিন্নভাবে ঈশ্বর ও স্বামীর চিন্তায় নিমগ্না রহিয়াছেন। এ পবিত্র মূর্ত্তি দেখিলে পাপীর পাপ-খণ্ডন এবং অসতীর মন হইতে অসতীত্বের বীজ অন্তর্হিত হয়।

দিবসের শেষভাগে অষ্ট্রীয়ানেরা চলিয়া গেলে—কতিপয় কৃষক নির্ব্বাণোন্মুখী দীপশিখার ন্যায় সেই মরণোন্মুখী বনিতাকে হস্তোপরি স্থাপিত করিয়া নির্নিমেষ-জলভরিত নয়নে সেই কাল-দগ্ধ সোনার প্রতিমার দিকে গ্যারিবল্‌ডী তাকাইয়া আছেন দেখিয়া স্তম্ভিত ও কাতর হইয়া তথায় দাঁড়াইল। গ্যারিবল্‌ডী তাহাদিগকে রাভেনা (Revenna) নগর হইতে এক জন ডাক্তার আনিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সেখানে ডাক্তার আনা অপেক্ষা পীড়িতাকে তথায় লইয়া যাওয়া সহজ মনে করিয়া তাঁহাদিগকে লইয়া যাওয়ার জন্য তাহারা শকট লইয়া আসিল। গ্যারিবল্‌ডী আনিটাকে সেই শকটে অতি সাবধানে শুয়াইয়া নিজে তাহার পার্শ্বে বসিলেন। অনুসরণকারী অষ্ট্রীয়ানদের ভয়ে গ্যারিবল্‌ডীর শকটবর প্রস্তর-স্তূপ ও অরণ্যানীতে আবৃত হইয়া অতি কষ্টে মার্কুইস্ গুইসিওলীর (Marquis Guiccioli) বন্ধুরাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল।

গ্যারিবল্‌ডী আনিটাকে লইয়া রাভেনার অদূরবর্ত্তী মান্দ্রিয়োলী গ্রামের কোন কৃষকের গোলাবাড়ীতে গমন করিলেন। কৃষক তাড়াতাড়ি তাঁহার জন্য একটি শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিলেন। গ্যারিবল্‌ডী সেই প্রাণপুত্তলীকে যেমন সেই শয্যার উপরি শায়িত করিলেন, অমনি সেই অপার্থিব আত্মা পার্থিব দেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গধামে গমন করিলেন। আনিটা—

বীর-রমণী, আনিটা—গ্যারিবল্ডীর জীবনসর্ব্বস্ব ও গ্যারিবল্ডীগতপ্রাণা। আনিটা আজ পৃথিবীকে কাঁদাইয়া গ্যারিবল্ডীকে অর্দ্ধমৃত করিয়া এ পাপ-পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন!

উইলিয়ম্ আর্থার এম, এ—তদীয় "Italy in Transition" নামক গ্রন্থে এই ঘটনা এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন :—

"গ্যারিবল্ডী স্বয়ং আনিটাকে মরণোন্মুখী অবস্থায় ফীটনে করিয়া রাভিগ্লিয়া নামক ভ্রাতৃগণের গোলা-বাড়ীতে আনিলেন। সেণ্ট আলবোর্টোর ডাক্তার নান্নিনী আসিয়া তাঁহার নাড়ী দেখিয়া বলিলেন যে, 'রমণী অতি সাংঘাতিক জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছেন।' তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ একটি ঘরে গিয়া শয্যায় শায়িত করা হইল। তৃষ্ণানিবারণের জন্য এক গ্লাস জল তাঁহাকে দেওয়া হইল। কিন্তু দুই এক বিন্দু জল জিহ্বা-সংলগ্ন হইবামাত্র তাঁহার মৃত্যু হইল। গ্যারিবল্ডী তখন তাঁহার পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। তিনি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। তিনি শোকে এইরূপ অভিভূত হইলেন যে, সান্ত্বনা সাধ্যাতীত হইয়া উঠিল। কিন্তু তিনি এইরূপ নিদারুণ দুর্ঘটনাতেও অধিকক্ষণ শোক করিতে পারিলেন না। অষ্ট্রীয়ানেরা তাঁহার অনুসরণে আসিতেছে শুনিয়া তিনি অবিলম্বে তথা হইতে প্রস্থান করিতে বাধ্য হইলেন। যাইবার সময় গোলাবাড়ীর অধিস্বামিগণকে অনুনয়-বিনয় করিয়া বলিয়া গেলেন, যেন তিনি যথোচিত সম্মানের সহিত আনিটার মৃতদেহ সমাধি-নিহিত করেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা আগষ্ট সন্ধ্যাকালে সাপ্তাহিক বেতন গ্রহণের জন্য সমাগত অনেক শ্রমজীবীর সম্মুখে এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। গ্যারিবল্ডীকে মুহূর্ত্তমাত্র আশ্রয় দেওয়া ও তাঁহাদিগের গোলাবাড়ীতে তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু ঘটায় তাঁহাদিগকে বিষম বিপদে পড়িতে হইবে—গোলাবাড়ীর অধিস্বামীরা তাহা বিশেষরূপে জানিতেন। এইজন্য তাঁহারা আনিটার মৃতদেহকে গ্যারিবল্ডীর প্রার্থনা অনুসারে সমাধি দিতে পারিলেন না। তাঁহারা সেই মৃতদেহ গোপন করিবার মানসে ইহা শস্যক্ষেত্রে প্রোথিত করিয়া রাখিলেন।"

যখন লোকে আসিয়া গ্যারিবল্ডীকে জানাইল যে, অষ্ট্রীয়ানেরা তাঁহার অনুসরণার্থ আসিতেছে, তখন তিনি শোকে এরূপ অভিভূত ছিলেন যে, তাঁহাকে অনেক কষ্টে আনিটার মৃতদেহ ফেলিয়া যাইতে সম্মত করিতে হইয়াছিল। মর্ম্মচ্ছেদী চৌর তিনি তদ্গতপ্রাণা প্রাণপ্রিয়া আনিটার মৃতদেহ রাখিয়া শোকতুর্ভর-হৃদয়ে ও ক্লান্ত-পদ-বিক্ষেপে বিজন প্রদেশ দিয়া আজ সঙ্গিনী-রহিত অবস্থায় পলায়ন-পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যে আনিটা এতদিন—কি ভীষণ রণস্থলে, কি বিশেষ সাগরবক্ষে, কি শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যানী-মধ্যে, কি প্রচণ্ড স্রোতস্বিনী উত্তরণে, কি অশ্বপৃষ্ঠে, কি পাদ-চারে, কি কুটীরে, কি প্রাসাদে, কি সুখে, কি দুঃখে—তাঁহার একমাত্র সহচারিণী ছিলেন, আজ গ্যারিবল্ডীকে সেই অমূল্য রমণীরত্নকে অকৃত-সমাধি অনুষ্ঠিত-অন্ত্যেষ্টি অবস্থায় ফেলিয়া যাইতে হইল—এই ভাবিয়া গ্যারিবল্ডীর হৃদয় সহস্রধা বিদীর্ণ হইতে লাগিল। আজ সামান্য কৃষকের হস্তে সেই ললনা-ললামভূতা আনিটার সমাধির ভার দিয়া যাওয়া গ্যারিবল্ডীর পক্ষে মৃত্যু অপেক্ষা অধিক-তর ক্লেশকর বোধ হইল। তথাপি যে জীবন তিনি স্বদেশের উদ্ধার-ব্রতে উৎসর্গীকৃত করিয়াছেন, তাহাকে ব্যক্তিগত কার্য্যে বলি দেওয়ার অধিকার তাঁহার নাই বলিয়াই তিনি আজ অনুসরণকারী অষ্ট্রীয়গণের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য পলায়ন করিলেন।

কৃষক গ্যারিবল্ডীর কথানুসারে আনিটার সমাধি দিয়াছিল বটে, কিন্তু আনিটার প্রিয় কুক্কুর উপরিস্থিত মৃত্তিকা খুঁড়িয়া প্রভুপত্নীর মৃতদেহ বাহির করিয়া ফেলিল। কর্ত্রী ভূগর্ভশায়িনী থাকিবেন, ইহা তাহার সহ্য হইল না। অষ্ট্রীয়ানেরা সেই মৃতদেহ দেখিয়া মৃতা আনিটা বলিয়া চিনিল।—তখন তাহারা রাজদ্রোহীদিগকে আশ্রয় দেওয়ার অপ-রাধে সেই কৃষকদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া নিষ্ঠুররূপে বধ করিল। ইতালী উদ্ধারাশায় ইতালীরা আনিটার দেহাবশেষের উপর একটি সুন্দর সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।

গ্যারিবল্ডী বন্ধুবর লেজিরো সমভিব্যাহারে নিরাপদে রাভেনায় পৌঁছিলেন। তথায় তাঁহারা একটি বন্ধুর গৃহে কয়েকদিন অতি সংগোপনে রহিলেন। তথায় তাঁহারা অবগত হইলেন যে, ভিনিস্ শেষ দফায় উপনীত হইয়াছে, সুতরাং তথায় যাওয়া অনাবশ্যক মনে করিলেন। গ্যারি-বল্ডী ফ্লোরেন্সে একটি বন্ধুকে তথায় অভ্যুত্থানের কোন সম্ভাবনা আছে কি না জানিবার নিমিত্ত এক পত্র লিখিলেন। তদুত্তরে তিনি বন্ধুকে টস্কানী যাত্রা করিতে বলিলেন এবং কোন্ কোন্ স্থান দিয়া আসিলে বিশ্বাসী বৈপ্লবিকগণের নিকট খাদ্য ও বিশ্রামের সাহায্য পাইবেন, তাহার

বিশেষ বিবরণ লিখিয়া দিলেন। পথে তাঁহারা একই পান্থনিবাসে অষ্ট্রীয় অনুসন্ধানকারী সৈন্যের সহিত এক টেবিলে আহারাদি করিলেন, অথচ তাহারা তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিল না। এক দিন গ্যারিবল্ডী আনিটার শোকে ও ইতালীর ভবিষ্যৎ ভাবনায় অভিভূত হইয়া হস্তের ভিতর মস্তক রাখিয়া টেবিলের দিকে মুখ করিয়া শুইয়াছিলেন, এমন সময় কতিপয় অষ্ট্রীয় সৈন্য অতি দ্রুতবেগে আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"তোমরা কি লোহিত ডেভিল্‌কে দেখিয়াছ ?" গ্যারিবল্‌ডী লোহিত পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন বলিয়া ও অষ্ট্রীয়গণের যমদূত ছিলেন বলিয়া তাহারা তাঁহাকে রেড্‌ ডেভিল্‌ (Red Devil) বলিত।

গ্যারিবল্‌ডী তাহাদের দিকে না তাকাইয়া বলিলেন, "না।" এইরূপে তিনি এবারও অনুসন্ধানকারী অষ্ট্রীয়গণ কর্তৃক আবিষ্কৃত হওয়া হইতে রক্ষা পাইলেন। অবশেষে তিনি জেনোয়া উপসাগরের তীরবর্ত্তী স্পেজিয়া নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তথায় গিয়া শুনিলেন যে, ফ্লরেন্‌স এখনও অভ্যুত্থানের উপযোগী হয় নাই। এই কথা শুনিয়া তিনি একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া তদারোহণে চিয়াভেরী নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ৬ই সেপ্টেম্বর তাঁহারা উক্ত নগরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ নগরের সৈন্যাধ্যক্ষ গ্যারিবল্‌ডীকে তাঁহার নাম প্রকাশ করিতে নিষেধ করিলেন এবং বলিলেন যে, তাঁহার আগমনবার্ত্তা শুনিলে নগরে হুলস্থূল পড়িয়া যাইবে। পরদিন অজ্ঞাতভাবে তিনি তাঁহাদিগকে নগর হইতে বাহির করিয়া জেনোয়ার প্রধান সেনাপতি লা-মর্ম্মোরার নিকট লইয়া গেলেন। তিনি তাঁহাদিগকে অতি সমাদরে গ্রহণ করিলেন, কিন্তু রাজনৈতিক আবশ্যকতার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদিগকে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। এই সংবাদ টিউরিণে উপস্থিত হইলে, তথাকার মহাসভায় এই বিষয় লইয়া ঘোরতর তর্ক-বিতর্ক হইতে লাগিল। কিন্তু পাছে ফ্রান্স ও অষ্ট্রীয়ার কোপনয়নে পতিত হন—এই ভয়ে তাঁহারা তাঁহাদিগকে গৌরবের সহিত কারাগারে রাখাই স্থির করিলেন।

গ্যারিবল্ডী 'শীঘ্রই ফিরিয়া আসিতেছি',—কারাধ্যক্ষকে এই গৌরববাক্য দিয়া বৃদ্ধা মাতা ও সন্তানগণকে দেখিবার জন্য একবার নাইস নগরে গমন করিলেন। গ্যারিবল্‌ডীর জননী তখন চতুঃসপ্ততি বৎসরে পদার্পণ করিয়াছিলেন। পাছে জননীকে আর দেখিতে না পান, এই আশঙ্কা করিয়া তিনি একবার তাঁহাকে শেষ দেখা দেখিয়া আসিতে গেলেন। জেনোয়ায় প্রত্যাগত হইলে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কারামুক্ত করিয়া ইতালী পরিত্যাগ করিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। তিনি সার্ডিনিয়ায় যাইতে স্বীকৃত হইলেন। ফরাসীরা গ্যারিবল্‌ডী তথায় পলাইয়া আসিয়াছেন শুনিয়া তাঁহাকে ধরিবার জন্য বিশেষ অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছিল। গ্যারিবল্‌ডীর বিপদপ্রিয় মন বিপদের অন্বেষণে যেন ব্যগ্র হইল। তিনি পরিব্রাজকের ন্যায় সেই দ্বীপের গিরিমালার অভ্যন্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। যখন ফরাসীরা তাঁহাকে ধরিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিত, তখন তিনি পলাইয়া সমীপবর্ত্তী ক্যাপ্রেরা দ্বীপে গমন করিতেন। তাঁহার ভবিষ্য আবাস-ভূমির সহিত এই সময়ই সর্ব্বপ্রথম তাঁহার পরিচয় হয়। এই ক্ষুদ্র দ্বীপের অসভ্য আরণ্যভাব ও পার্ব্বতীয় সৌন্দর্য্যের সহিত তাঁহার তৎকালীন তরঙ্গময় ও দুঃখশোকপূর্ণ জীবনের সামঞ্জস্য থাকায় সেই ক্ষুদ্র দ্বীপ এই সময়ই তাঁহার চিত্ত আকর্ষণ করে। তাঁহার হৃদয়ের চিরলালিত আশা সকল একে একে নির্ম্মূল হইতে চলিল। তাঁহার জীবন-সহচরী তাঁহাকে ফেলিয়া পলায়ন করিলেন; আর তাঁহার এমনই গৃহ নাই, যথায় থাকিয়া তিনি শোকদুঃখপূর্ণ কাল অতিবাহিত করেন। লোকসমাগমাকুলিত নাগরিক জীবন তাঁহার এ সময়ে ভাল লাগিত না। এই জন্য ক্যাপ্রেরার নির্জ্জন বিশালতা ও সৌন্দর্য্য তাঁহার হৃদয়ে গভীররূপে অঙ্কিত হইল। এই দ্বীপে তিনি সুবিধা পাইলেই আবাসগৃহ নির্ম্মাণ করিবেন, এই সঙ্কল্প গ্যারিবল্‌ডীর মনে এই সময়েই উদিত হয়। গ্যারিবল্‌ডীর সহিত ক্যাপ্রেরার আশ্রমে আমাদিগকে আবার আসিতে হইবে।

অবশেষে আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অনুরোধ ও উত্তেজনায় তাঁহাকে সার্ডিনিয়া রাজ্যও পরিত্যাগ করিতে হইল। ইতালীতে আপততঃ অভ্যুত্থানের কোন আশা নাই দেখিয়া গ্যারিবল্‌ডী ইতালী পরিত্যাগ করিয়া জিব্রাল্টরে গমন করিলেন। তথাকার ইংরাজ গবর্ণর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাঁহাকে সে স্থান ছাড়িয়া যাইতে বলিলেন এবং সেই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাঁহার গতিবিধি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষিত হইয়াছিল। তথা হইতে তিনি ট্যান্‌জিয়ার্সে গমন করিলেন। তথায় কয়েক সপ্তাহ অবস্থিত করার পর তিনি একখানি জাহাজ পাইলেন, সেই জাহাজে করিয়া তিনি প্রথমে লিভারপুল যাত্রা করিলেন এবং লিভারপুলে আর একখানি জাহাজে আরোহণ করিয়া তিনি নিউইয়র্ক অভিমুখে

যাত্রা করিলেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে তিনি ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সের প্রধান নগরী নিউইয়র্কে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তিনি নিউইয়র্কে উপস্থিত হইলে সমস্ত আমেরিকা তাঁহার প্রতি প্রকাশ্য সম্মান প্রদান করিতে উদ্যত হইল। নিউইয়র্কে তাঁহার প্রতি প্রকাশ্য সম্মান-প্রদর্শনার্থ একটি মহতী সভা আহূত হওয়ার প্রস্তাব হইল। কিন্তু বিনয়ী গ্যারিবল্‌ডী সম্মানের সহিত সে প্রস্তাবের প্রত্যাখ্যান করিলেন। আমেরিক সমাজ দেশ-হিতৈষিপ্রবর কসুথকে যে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহাকেও সেই সম্মান প্রদর্শন করিতে চাহিলেন; ইউনাইটেড্‌ষ্টেট্‌সের রমণীয় রাজধানীতে যে কিছু সুখসৌকর্য্য পাওয়া সম্ভব, তাঁহারা তাঁহাকে সকলই দিতে চাহিলেন। তাঁহারা টাউনহলের সুন্দর ঘর তাঁহার জন্য ছাড়িয়া দিতে চাহিলেন; তাঁহার অশন-বসনের জন্য সুন্দর ব্যবস্থা করিতে চাহিলেন; এবং তাঁহার যাহাতে কোন বিষয়ে কোন প্রকার অভাব বা অসুবিধা না হয়, তাহার সুপরিপাটী বন্দোবস্ত করিতে চাহিলেন; কিন্তু গ্যারিবল্‌ডী কোন প্রকার অনুগ্রহ বা সম্মান লইতে স্বীকৃত হইলেন না। স্বদেশ-হিতৈষণা ও কর্ত্তব্যের নিষ্ক্রয়-স্বরূপ কিছু লওয়া তিনি অতি গর্হিত বলিয়া মনে করিলেন। এইটিই গ্যারিবল্ডী-চরিত্রের নিগূঢ় ও বিশেষ মহিমা! গ্যারিবল্ডীর স্বাধীন মন বন্ধু-বান্ধবগণের নিকটও সাহায্য লইতে সঙ্কুচিত হইত। আমেরিকায় তাঁহার অসংখ্য বন্ধু-বান্ধব ছিলেন। তাঁহারা বিশেষ আহ্লাদের সহিত তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন; কিন্তু গ্যারিবল্ডী তাঁহাদিগেরও প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন না। বন্ধুগণের গলগ্রহ হওয়া অপেক্ষা তিনি স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করা সহস্রগুণে অধিকতর গৌরবের বিষয় মনে করিলেন।

এই সময়ে অনেকগুলি বৈপ্লবিক আসিয়া আমেরিকায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮৪৮—৪৯ সালের ইতালীর বিপ্লব নিষ্ফল হওয়ায় লেড্রোরোলিন্ নামক একজন ইতালীয় আমেরিকায় আসিয়া সমুদ্রতীরে মুটের কাজ করিতেছিলেন; লুই ব্ল্যাঙ্ক নামক একজন ইতালীয় নৃত্যগীতাদি শিক্ষা দিতেছিলেন; ফেলিকস্-পিয়াট-নামক একজন ইতালীয় চিত্রকর্ম্মের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিলেন। এবং লামার্টিন নামক একজন ইতালীয় পরিব্রাজকের জীবন অবলম্বন করিয়াছিলেন। একজন জার্ম্মান্ পার্লামেণ্টের সভ্য রাজকীয় অত্যাচারে বিরক্ত হইয়া আমেরিকায় আসিয়া ক্ষৌরকারের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। আর একজন দেশ-হিতৈষী ফরাসী, দেশীয় গবর্ণমেণ্টের অত্যাচারে উত্তেজিত হইয়া স্বদেশ ছাড়িয়া আমেরিকায় আসিয়া মাথায় করিয়া কপি বিক্রয় করিয়া বেড়াইতেছিলেন। গ্যারিবল্‌ডীও তাঁহাদের ন্যায় স্বাধীন জীবিকা অবলম্বন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি ষ্টেটেন্-দ্বীপে বাতী ও সাবান প্রস্তুত করার কারখানায় নিযুক্ত হইলেন। তিনি নিজের হাতে বাতী ও সাবান প্রস্তুত করিতে লাগিলেন এবং সহশ্রমীদিগের কাহারও অপেক্ষা পরিশ্রমে ন্যূন ছিলেন না। তিনি সমস্ত দিবস এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন, সন্ধ্যার সময় বন্ধুবান্ধবগণকে গ্রহণ করিতেন, এবং রাত্রিতে আত্ম-জীবনী লিখিতেন। এইরূপে তিনি এই কার্য্যে জীবনের অষ্টাদশ মাস অতিবাহিত করিলেন। কিন্তু তিনি সবিশেষ পরিশ্রম করিয়াও ইহাতে বিশেষ দক্ষতালাভ করিতে পারিলেন না। যাহা হউক, তাঁহার ইংরাজ সহশ্রমিগণ তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন। গ্যারিবল্‌ডী ইঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া ইংরাজীতে কথা-বার্ত্তা কহিতে শিখিয়াছিলেন। গ্যারিবল্‌ডী ইতালী উদ্ধার করিয়া কাপ্রেরার নির্জ্জন বাসে যখন বিশ্রাম করিতেছিলেন, সেই সময় এই কারখানার অধিস্বামী তিন বর্ণের তিনটি প্রকাণ্ড বাতী একটি বাক্সে পুরিয়া তাঁহাকে উপহারস্বরূপ পাঠাইয়া দেন—একটি লোহিত, একটি হরিৎ, একটি শ্বেত। ঐ বাক্সের ভিতর একখানি কাগজে লেখা ছিল যে, গ্যারিবল্‌ডী যখন রোম-বিজয়ার্থ গমন করিবেন, তখন যেন এই তিনটি বাতী সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। রোমে যাইয়া তিনি যেন এই ত্রিবর্ণের তিনটি বাতী জ্বালিয়া বিজয়োৎসব করেন।

এই ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া তিনি সিন্‌সিনেটাই গমন করেন; এবং তথায় একটি চুরুটের দোকান খোলেন। কয়েকমাস এই ব্যবসায়ে কিছু করিতে না পারিয়া, তিনি 'স্বর্ণ-খনি' কালিফর্ণিয়াতে গমন করিলেন। অদৃষ্ট পরীক্ষা করিবার জন্য তখন নানাদেশ হইতে অসংখ্য লোক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু গ্যারিবল্‌ডীর অদৃষ্ট-দেবী সেখানে প্রসন্না হইলেন না। সুতরাং তিনি আবার নিজ উপাদানে প্রতিগমন করিলেন। তিনি লীমা নগরের ডন্‌পিড্রো-ডি-নিগ্রো—নামক একজন বণিকের জাহাজের ক্যাপ্টেনের পদ গ্রহণ করিয়া পেরু হইতে হঙ্‌কঙ্‌ যাত্রা করিলেন।

উক্ত বণিকের সহিত তাহার একটি লেখা-পড়া হয়। বণিক্ তাহার পাণ্ডুলিপির একস্থলে লিখিয়াছিলেন যে, আসিবার জাহাজ যদি পণ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ না হয়, তাহা হইলে গ্যারিবল্ডী চীনদাসে জাহাজ পুরিত করিয়া আনিতে পারেন। গ্যারিবল্ডী মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই ছত্রটি কাটিয়া দিলেন ও বলিলেন, "গ্যারিবল্ডী কখনই মনুষ্যের মাংস লইয়া ব্যবসা করিবেন না।" যিনি স্বাধীনতার উপাসক, তাঁহার দাসব্যবসায়ের প্রতি এতাদৃশী ঘৃণাই সঙ্গত।

এই জলযাত্রা সমাপন করিয়া তিনি আবার নিউইয়র্কে ফিরিয়া আসিলেন। এখানে আসিয়া তিনি "কমন্ ওয়েলস্" (সাধারণতন্ত্র) নামক একখানি বাণিজ্যপোতের কমাণ্ডারের (অধিনায়কের) পদ পাইয়া পূর্ব্বাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যদিও এই জাহাজখানি মার্কিণ পতাকা ধারণ করিত, তথাপি ইহার অধিস্বামী ইতালীয় এবং নাবিকগণও নির্ব্বাসিত ইতালীয় ছিলেন। সকলেই উচ্চবংশোদ্ভব ও উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত। সকলেই শুভদিন আসিলে আবার জন্মভূমিতে যাইবার জন্য নিতান্ত উৎসুক ছিলেন।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে এই জাহাজ মার্কিণ বন্দর পরিত্যাগ করে। কয়লা লইবার জন্য জাহাজ যখনই ইংলণ্ডে টাইন্ নদীর তীরবর্ত্তী নিউ কাসেল্ নগরের বন্দরে নোঙর করে, তখন ইংলণ্ডের অসংখ্য লোক গ্যারিবল্ডীকে সম্মান করিবার জন্য সেই জাহাজে আগমন করেন। জাহাজ যখন সাণ্ডস্ নগরে গমন করে, তখন একখানি তরবারি ও একখানি দূরবীক্ষণ লইয়া অসংখ্য ভদ্রলোক জাহাজে আসিয়া তাঁহাকে উপহার প্রদান করেন। গ্যারিবল্ডী এরূপ প্রকাশ্যভাবে উপহার লইতে প্রথমতঃ অস্বীকৃত হন; কিন্তু উপহারদাতৃগণের আগ্রহাতিশয়ে অবশেষে স্বীকৃত হন। সকলেই মহোৎসাহে গ্যারিবল্ডীর গুণবর্ণনা আরম্ভ করিলেন। বিনয়ী গ্যারিবল্ডী বলিলেন—"আমি ইংরাজী ভাষা অতি অল্প জানি, সুতরাং আপনাদের আমার প্রতি এতাদৃশ অনুগ্রহের অনুরূপ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার শক্তি আমার নাই।" তিনি ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া যাইবার পূর্ব্বে বিখ্যাতনামা জন্ কাউডেন্কে একখানি পত্র লিখিয়া যান। তাহাতে ইংলণ্ড ও ইংলণ্ডবাসিগণের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া এই বলিয়া উপসংহার করেন যে—"যদি ইংলণ্ড কখন কোন ন্যায়ানুমোদিত কার্য্যে আমার অস্ত্রের সাহায্য চান, তাহা হইলে আমি আপনাদিগের করে যে মহান্ ও উজ্জ্বল খড়্গ উপহার পাইয়াছি, তাহা আপনাদিগেরই কার্য্যে নিষ্কোষিত করিতে আমি আনন্দের সহিত প্রস্তুত হইব।" গ্যারিবল্ডী ইংলণ্ডবাসিগণের এই অভ্যর্থনার স্মৃতি সবিশেষ যত্নের সহিত হৃদয়ে লালিত করিয়াছিলেন। দশ বৎসর পরে ইংলণ্ড তাঁহাকে যে সমারোহপূর্ণ অভ্যর্থনা প্রদান করেন, এই অভ্যর্থনা তাহার পূর্ব্বসূচনামাত্র। গ্যারিবল্ডীর মন আবার ইতালীর দিকে ধাবিত হইল। চারি বৎসর নির্ব্বাসনের পর গ্যারিবল্ডী ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে আবার জেনোয়া নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই চারিবৎসর কাল তিনি নানা স্থানে পর্য্যটন ও নানা ভাষা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যে স্পেনীয়, ফরাসীয়, জার্ম্মনীয় ও ইতালীয় সমস্ত ভাষায় তিনি কথাবার্ত্তা কহিতে শিখিয়াছিলেন। ইংরাজী ভাষায় কথাবার্ত্তা তিনি বুঝিতে পারিতেন, কিন্তু নিজে ভাল কহিতে পারিতেন না। এই সময় তিনি দেশহিতৈষী ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত অবিরাম চিঠিপত্র লেখালেখি করিতেন। তাঁহার আগমনে এক্ষণে দেশহিতৈষিদল যেন মৃতদেহে জীবন প্রাপ্ত হইলেন।

গ্যারিবল্ডী নাইস্-নগরে নিজবাটীতে আসিয়া জননীকে আর দেখিতে পাইলেন না। তিনি ৪ঠা জুলাই তারিখে গ্যারিবল্ডীর জন্মদিনে পরলোকগমন করিয়াছিলেন। এই ঘটনা গ্যারিবল্ডীকে নিতান্ত বিস্মিত করিয়াছিল। তাঁহার আরও একটি বিস্ময়ের কারণ এই যে—যখন তিনি এক জাহাজের [illegible] হইয়া চীনদেশে গমন করিতেছিলেন, সেই সময় [illegible] ঝঞ্চাবাত-পূর্ণ এক রজনীতে তিনি সহসা [illegible] অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই সময় স্বপ্নে দেখিলেন যে, তাঁহার জননী তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। বাটীতে আসিয়া তিনি যখন শুনিলেন যে, সেই রাত্রির ঠিক সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার জননীর মৃত্যু হইয়াছে, তখন তাঁহার আর বিস্ময়ের সীমা ছিল না।

তাঁহার পুত্রদ্বয় ও কন্যা গ্যারিবল্ডীর জ্যেষ্ঠতাতপুত্র ডিডিরাই ও তাঁহার স্ত্রীর নিকটে থাকিয়া লালিত-পালিত হইতেছিল। গ্যারিবল্ডীর প্রিয় সহোদর, মাইকেল, কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে থাকিতেন। গ্যারিবল্ডীর পুত্রকন্যাগণ মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে দেখা দিয়া আসিতেন।

ইতালীর রাজনৈতিক আকাশ এক্ষণে স্থির ও পরিষ্কার ছিল। সমস্ত ইতালী যেন ঝটিকার পূর্ব্ববর্ত্তী নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিয়াছিল। পীডমণ্টরাজের গ্যারিবল্ডীভীতিও অনেক পরিমাণে কমিয়াছিল।

তিনি এক্ষণে বুঝিয়াছিলেন যে, ম্যাটসিনির ন্যায় গ্যারিবল্ডী রাজ্যতন্ত্রের বিরোধী ছিলেন না। গ্যারিবল্ডীও এক্ষণে দেশহিতৈষী ভ্রাতৃবৃন্দের নিকট প্রকাশ্যরূপে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন যে—'পীড মণ্টই আমাদিগের এক্ষণে একমাত্র আশা ও আদর্শের স্থল।'

গ্যারিবল্ডী ভূমধ্যসাগরে কয় মাস ধরিয়া বাণিজ্যপোত চালাইয়া পর্য্যাপ্ত অর্থ-সংগ্রহ করিতে সমর্থন হইলেন। সেই অর্থে তিনি চিরাভিলষিত ক্যাপ্রেরা দ্বীপ ক্রয় করিলেন। তিনি ভবিষ্য শুভদিনের আশায় তথায় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ইতালীতে আবার রণবাদ্য বাজিলে তথা হইতে শুনিতে পাইবেন ও শুনিয়া সেই জাতীয় সমরে যোগ দিবেন বলিয়া তিনি উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন। তাঁহার দ্বীপাবাসে তাঁহার নির্ব্বাসিত বন্ধুগণ ও সহচরবর্গ তাঁহার সহিত আসিয়া মিলিত হইলেন। তাঁহারা সকলেই একত্র ভূমিকর্ষণ করিতে এবং অবসর-সময় অধ্যয়নে ও পত্রলেখনে যাপিত করিতে লাগিলেন। প্রকৃত মহত্বপূর্ণ মহাত্মার একত্র সমাবেশ অন্য স্থানের কথা দূরে থাকুক. সেণ্ট হেলেনা * দ্বীপেও কখন হয় নাই। আর কোথাও কখন হইবে কি না সন্দেহ।

সপ্তদশ অধ্যায়

ক্যাপ্রেরা দ্বীপে গ্যারিবল্ডীর গার্হস্থ্যাশ্রম।

"রোমের সেই গৌরবের দিনে—যখন রোমের প্রতাপে মেদিনী কাঁপিত—যখন রোমকে জগৎ আদর্শ-স্বরূপ মনে করিত,—যখন বৈদেশিক সুবর্ণে রোমের আত্মোৎসর্গবৃত্তি লুপ্ত হয় নাই,—সেই পুরাকালের মহত্বের দিনে—রোমের ডিক্‌টেটর সিন্‌সিনেটস্ যেমন রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া নিজের উদরান্নের জন্য স্বয়ং হলচালন করিতেন, রোমের আধুনিক ডিক্‌টেটর গ্যারিবল্ডীও সেইরূপ রাজনৈতিক কার্য্যের অভাবে হলচালনা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি সাগর-পরিখা প্রস্তরময় অনুর্ব্বর ক্ষুদ্র দ্বীপকে রম্য ইডেন উদ্যানে পরিণত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইতালীর অধিবাসিগণ আজ যদি গ্যারিবল্ডীর অনুকরণে অতি উর্ব্বর ইতালীক্ষেত্রে তাঁহার অর্দ্ধেক শ্রম ব্যয়িত করিতেন; তাহা হইলে ইতালীতে সুবর্ণ ফলিত সন্দেহ নাই। কিন্তু সিদ্ধি সকল সময় সাধনার অনুবর্ত্তিনী হয় না। গ্যারিবল্ডী আজ প্রাণপণ করিয়াও সেই প্রস্তরময় অনুর্ব্বর ক্ষেত্রে সামান্য ফসল উৎপাদন করিতে পারিলেন না; আবার ইতালীবাসীরা অল্প চেষ্টাতেই ইতালীক্ষেত্রে পর্য্যাপ্ত শস্য পাইতেন। এক জনের অস্থানে অতিশ্রম; অন্য ব্যক্তিগণের সুস্থানে শ্রমাভাব বা অল্পশ্রম। প্রকৃতির সমান অনুকূলতা না থাকিলে, শ্রমের অনুপাতানুসারে ফলের অনুপাত হয় না।

গ্যারিবল্ডী ক্যাপ্রেরা দ্বীপকে উর্ব্বরা করিতে পারুন আর নাই পারুন, মানবজাতি-সাধারণ সম্বন্ধে তাঁহার মতের সহিত তাঁহার বর্ত্তমান জীবনের বিশেষ সাদৃশ্য ছিল। তিনি কৃষিকার্য্যে কৃতকার্য্য হউন বা না হউন, তদীয় জীবনের এই অবসর সময় কৃষিকার্য্যে ব্যয়িত করায় তিনি বিশেষ আনন্দ লাভ করিতেন। তিনি যে নিজে সুখ-শান্তি ভোগ করিয়া নিশ্চিত থাকিতেন, তাহা নহে। সেই দ্বীপের অসভ্য পার্ব্বতীয় অধিবাসি-বৃন্দকে তিনি বিবিধ প্রকারে সুখী করিবার চেষ্টা করিতেন। তিনি সেই অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছাশক্তি দ্বারা অদম্য অসভ্য জাতির মধ্যে অপূর্ব্ব-ভ্রাতৃপ্রেম ও শান্তি সংক্রামিত করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে মতবিষয়ক ও পদবিষয়ক পূর্ণ সাম্য-শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহাকে তাহারা পিতার ন্যায় দেখিত, তিনও তাহাদিগকে পুত্রনির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন।

গ্যারিবল্ডী আপনাকে ক্যাপ্রেরার সন্ন্যাসী (Recluse of Caprira) বলিয়া পরিচয় দিতেন। যাহা কিছু কঠোর—যাহা কিছু বিশাল—সেই ক্যাপ্রেরার সন্ন্যাসী তাহা দ্বারাই পরিবেষ্টিত ছিলেন। তাঁহার আশ্রমের যে দিকেই তাকান যাইত, সেই দিকেই কেবল উত্তাল তরঙ্গমালা ও অভেদ্য প্রস্তর-স্তূপ দেখা যাইত। সেই প্রস্তর-স্তূপের উপর কত কত সুগন্ধি পার্ব্বত্য ফুল ফুটিয়া সেই অরম্য স্থানকেও রমণীয় করিতেছে। কত কত সুগন্ধি লতা সৌরভে দশদিক্ সুবাসিত করিতেছে, গন্ধবাহী বায়ু ফুলের বাস ও লতার সৌরভ দ্বীপদ্বীপান্তরে বাহিত করিয়া লইয়া যাইতেছে। সে স্থানে আসিলে বোধ হয় যেন, কোন পরীস্থানে আসিয়াছি। সুগন্ধের উগ্রতায় মন-প্রাণ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠে। গ্যারিবল্ডীর আশ্রম যেন কোন পরীর আবাস-ভূমি বলিয়া প্রতীত হয়। গ্যারিবল্ডী যে স্থানে আশ্রম করিয়াছিলেন, সে স্থান ভিন্ন

* এই দ্বীপে বীরশ্রেষ্ঠ প্রথম নেপোলিয়ন্ বন্দিভাবে জীবনের শেষ কাল যাপিত করেন। হৃদয়ের মাহাত্ম্যে ও আত্মোৎসর্গের পূর্ণতায় গ্যারিবল্ডী নেপোলিয়ন্ অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ।

দ্বীপের আর সমস্ত স্থানই জঙ্গলময় ছিল। গো-পাল সকল তথায় স্বাধীনভাবে ও মনের সাধে বিচরণ করিয়া বেড়াইত। তাহারা দ্বীপের ধারে ধারে চরিয়া দিব্য হৃষ্টপুষ্ট হইত। গ্যারিবল্ডী তথাকার ক্ষুদ্রকায় হৃষ্ট-পুষ্ট অধিবাসিবৃন্দের সহিত গো-দলের সতত তুলনা করিতেন।

সেই ক্যাপ্রেরার সন্ন্যাসী যে দিকে তাকাইতেন, আপনাকে সেই দিকেরই অধীশ্বর বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার প্রভুত্বে প্রতিবাদ করিবার লোক সেখানে এক জনও ছিল না। গ্যারিবল্‌ডী বলিতেন যে, পৃথিবীতে যে সুখ ও যে সুবিধা দুষ্প্রাপ্য, ক্যাপ্রেরা দ্বীপে তাহা সুখপ্রাপ্য। এখানে যাঁহারা বাস করিতেন, সকলেই গ্যারিবল্‌ডীর পোষ্য—সকলেই যেন গ্যারিবল্‌ডীর পরিবারস্থ লোক। সুতরাং সেখানকার অধিবাসিবৃন্দ বাহ্য আড়ম্বর-শূন্য হইয়া হৃদয়ের পবিত্রতার সহিত ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পাইয়া থাকে। সে উপাসনায় অনুষ্ঠানের কৃত্রিমতার নাম-গন্ধ নাই। সেই উপাসক-মণ্ডলীর নিকট নীলাকাশ চন্দ্রাতপের, নক্ষত্রমণ্ডল দীপমালার, তরঙ্গনিনাদ বাদ্যধ্বনির, লতাকুঞ্জ মন্দিরের এবং শৈবালাচ্ছাদিত শিলাপট্ট বেদীর কার্য্য করিয়া থাকে।

কিন্তু গ্যারিবল্‌ডীর অত্যুদার হৃদয় ইহাতে সুখী হইতে পারে নাই। যে সকল আশা-লতাকে তিনি সযত্নে হৃদয়ে এতদিন পোষিত করিয়া আসিতেছিলেন, সে সকল আজও পুষ্পিতা হইল না দেখিয়া তিনি নিরতিশয় দুঃখিত হইলেন। তিনি আত্মবিবরণীতে এই বলিয়া দুঃখপ্রকাশ করিয়াছেন যে, "আমি এই আশায় জীবন কাটাইলাম যে, লোকের মন ক্রমশই নীচ হইতে উদার এবং উদার হইতে উদারতম হইবে; এই জন্যই আমি আমার যথাশক্তি সর্ব্বত্র সর্ব্বদা মানবজাতির স্বত্ব সমর্থন করিয়া আসিয়াছি; কিন্তু আমাকে এক্ষণে দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে যে, আমার অল্প আশাই পূর্ণ হইল। তথাপি আমি মানবজাতির ভাবী পূর্ণ দুঃখনিবৃত্তি ও সুখবৃদ্ধির আশা কখন পরিত্যাগ করিতে পারিব না। যদিও সে শুভদিনের আগমনের বিলম্ব দেখিয়া—উন্নতিস্রোতের মৃদুতা দেখিয়া আমার হৃদয় ব্যথিত হইতেছে, তথাপি সে দিন যে আসিবে, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই।" গ্যারিবল্‌ডী এ পৃথিবীকে স্বর্গ করিতে চাহিয়াছিলেন, এবং অভীপ্সিত বিষয়ের বিলম্ব দেখিয়া সতত ব্যথিত হইতেন। তিনি যাঁহার শিষ্য—সেই উচ্চাদপি উচ্চ ম্যাটসিনিও এই পাপপঙ্কিল স্বার্থ-দুষ্ট পৃথিবীকে স্বর্গধামে পরিণত করিতে না পারিয়া নৈরাশ্যের মর্ম্মন্তুদ আঘাতে আজীবন জর্জ্জরিত হইয়াছিলেন। এইরূপ সকল মহাত্মাই জনসাধারণকে আপন উচ্চতায় আনিতে চেষ্টা করিয়া পূর্ণকাম না হইয়া ব্যথিত হইয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের ব্যথিত হইবার কোন কারণ নাই। তাঁহারা জন্মজন্মান্তরের পুণ্যবলে বিবর্ত্তন-পথের যে স্থান অধিকার করিয়াছেন, সুকৃতি বিনা সেই স্থান অধিকার করা সাধারণ লোকের পক্ষে অসাধ্য। নিরন্তর সাধনার বলে তাহারাও কালে সেই স্থান অধিকার করিবে। তবে আমরা দুঃখিত হই কেন? সে কি আত্মম্ভরিতা? না।—আত্ম বিস্মৃতিই তাহার মূল।

গ্যারিবল্‌ডী মানবজাতিকে দেবতা করিতে না পারায় যেরূপ ব্যথিত হইয়াছিলেন, তাঁহার অনুর্ব্বর পাষাণময় দ্বীপকেও নন্দনকাননে পরিণত করিতে না পারায় সেইরূপ ব্যথিত হইয়াছিলেন। আদর্শ অতি মহান্ হইলে এইরূপ আশাভঙ্গ প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। অথচ আদর্শ বা সাধ্য মহান্ না হইলেও সাধনা মহীয়সী হয় না; এবং মহীয়সী সাধনা ব্যতীতও মহতী সিদ্ধি লাভ হয় না। প্রকাণ্ড আদর্শ সম্মুখে থাকিলে জগৎ অনেক পরিণামে উঠিবেই উঠিবে।

গ্যারিবল্‌ডী নিজে উপার্জ্জন করিয়া ও মাতৃদায়াদ হইয়া ১৬০০ পাউণ্ড পাইয়া, তাহার কিয়দংশে অর্থাৎ ৫২০ পাউণ্ড ক্যাপ্রেরা দ্বীপ ক্রয় করেন। ইহা সার্ডিনীয়া উপকূলের অনতিদূরে অবস্থিত এবং পরিধিতে পনর মাইল ও দৈর্ঘ্যে পাঁচ মাইল মাত্র। এরূপ প্রবাদ আছে যে, মহর্ষি ষ্টিফেনই এখানে আসিয়া সর্ব্বপ্রথমে বাস করেন ও তাহার পর ১৫০ খৃষ্টাব্দে একজন কর্সিকীয় বিধিবহির্ভূত-(Out-law) বৈপ্লবিক তথায় আসিয়া প্রস্তরময় গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তদভ্যন্তরে বাস করেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, রোম হইতে পলাইয়া গ্যারিবল্‌ডী তাঁহারই পরিত্যক্ত প্রস্তরময় কুটীরে আসিয়া আশ্রয় লন। সেই অবধিই এই দ্বীপের প্রতি তাঁহার সবিশেষ মমতা জন্মে। সেই সময় হইতেই এই দ্বীপে বাস করিবেন বলিয়া তাঁহার সঙ্কল্প ছিল। অনেক দিনের পর সে সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হয়।

এই দ্বীপ লা মাডালেনা নগরের মিউনিসিপালিটীর অধীন ছিল। এই নগর সমীপবর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের উপর অবস্থিত। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে গ্যারিবল্‌ডী জেনোয়ায় প্রত্যাগত হইয়া জাহাজের অধিনায়কত্ব পরিত্যাগ করেন এবং নিজ পুত্র মিনোটী ও কতিপয় ইংরাজ-বন্ধু সমভিব্যাহারে ছদ্মবেশে জেনোয়া হইতে প্রথমে সার্ডিনীয়ায় এবং সেই দ্বীপ পরিভ্রমণ করিয়া

অবশেষে লা মাডোলেনায় আসিয়া উপস্থিত হন। তথায় আসিয়া তিনি অবগত হইলেন যে, ক্যাপ্রেরা দ্বীপের অর্দ্ধেকের স্বত্বাধিকারী সিগ্‌নীয়র লুসিনো নামক এক জন ইতালীয় এবং অপরার্দ্ধের স্বত্বাধিকারী কলিন্‌স নামক এক জন ইংরাজ। উভয়েই লা মাডালেনাবাসী। এই নগরের মিউনিসিপালিটীরও উক্ত দ্বীপে পশুচারণ-মাঠে পশুপাল ছাড়িয়া দিবার অধিকার ছিল। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভেই গ্যারিবল্‌ডী ৫০০০ হাজার টাকা দিয়া দ্বীপের অর্দ্ধখণ্ড লুসিনি পরিবার ও মিউনিসিপালিটীর নিকট ক্রয় করিয়া লন। অপরার্দ্ধও ক্রয় করা তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল, কলিন্‌সকে সম্মত করিতে না পারায় তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। এই অপরার্দ্ধের অংশীর সহিত গ্যারিবল্‌ডীর সর্ব্বদাই বিবাদ-বিসংবাদ হইত। তাঁহাদিগের পশুপাল কলিন্‌সের অধিকারে যাইলে কলিন্‌সের লোকজনে তাহাদিগকে মারিয়া ধরিয়া তাড়াইয়া দিত; আবার দুরন্ত মিনোটীও তাহাদিগের পশুপাল আপনাদিগের অধিকারে আসিলে মারিয়া ধরিয়া বিদায় করিত। এইরূপ পরস্পর সংঘর্ষে তাঁহাদিগের দশ বার বৎসর অতীত হয়, এমন সময় ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে গ্যারিবল্‌ডীর ইংলণ্ড-যাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে কলিন্‌সের মৃত্যু হইল। কলিন্‌সের বিধবা পত্নী এক্ষণে বিপন্না হইয়া গ্যারিবল্‌ডীর নিকট দ্বীপের অপরার্দ্ধ বিক্রয় করিতে স্বীকৃত হইলেন। গ্যারিবল্‌ডীর ইংরাজ বন্ধুগণ এই অপরার্দ্ধের মূল্য চাঁদা করিয়া সংগ্রহ করিয়া দিলেন। গ্যারিবল্‌ডী-ভক্ত মিসেস সোয়াব (Mrs. Schwabe) নাম্নী কোন ইংরাজ রমণী এই মূল্যের অধিকতর অংশ বহন করেন। উক্ত বৎসরের শরৎকালে মিনোটী-গ্যারিবল্‌ডীর নামে অপরার্দ্ধ খরিদ হয়। কিন্তু দলীলে এই নিয়ম লিখিত ছিল যে, তাঁহাকে পিতার জীবদ্দশায় তাঁহার অধীনে থাকিয়া উক্ত সম্পত্তি ভোগ দখল করিতে হইবে।

গ্যারিবল্‌ডীর বিশ্বাস ছিল যে, লা মাডালেনার বন্দরকে যদি সুশৃঙ্খলিত ও সুগঠিত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বন্দর হইবে। নেল্‌সন্ ও নেপোলিয়নেরও এই ধারণা ছিল। এই জন্য তাঁহারাও এই সার্ডিনীয়া দ্বীপকে ও তৎসংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র দ্বীপাবলীকে আপনাদিগের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ ক্যাপ্রেরা দ্বীপ গ্রানাইট্ প্রস্তরে পরিপূর্ণ ছিল। রোমের প্যান্‌থিয়ন্ ও পিসান্ ক্যাথিড্রাল এবং অন্যান্য বিখ্যাত প্রাসাদাবলী ক্যাপ্রেরা হইতে আহৃত গ্রানাইট্ প্রস্তরেই নির্ম্মিত হইয়াছিল।

সেনাপতির নিজ তত্ত্বাবধানে এখানে অনেকগুলি সুন্দর রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছিল। তিনি আপন পরিবারবর্গের সকলকেই এই কার্য্যে নিয়োজিত করিতেন; এবং নিজেও তাহাদিগের সহিত খাটিতেন। শেষাবস্থায় যখন তিনি নিজে কাজ করিতে নিতান্ত অক্ষম হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন পার্শ্ববর্ত্তী শিলাপট্টে আসীন হইয়া পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। পাছে বৃথা সময় নষ্ট হয়, এই জন্য তিনি ভোজনকাল উপস্থিত হইলে, শকটে করিয়া আহারীর দ্রব্য-সামগ্রী তথায় আনাইতেন। এক দিন ফ্রিমেসন্ সম্প্রদায়ের কতিপয় সভ্যই সেই সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া তাঁহার প্রতি সম্মানপ্রদর্শনার্থ তাঁহার দ্বীপাবাসে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। গ্যারিবল্‌ডী কৌতুকচ্ছলে তাঁহাদিগের রাস্তা প্রস্তুত করণোপযোগী অস্ত্রশস্ত্র প্রদান করিয়া বলিলেন, এখানে আপনারা পর্য্যাপ্ত মেসন্‌রী * কার্য্য পাইবেন।

ক্যাপ্রেরা দ্বীপে একটি খাড়া গ্রানাইট প্রস্তরের পাহাড় আছে। এই পাহাড়ের নাম টেলামোন (Telamone বড় পাথর)। তাহার উপর দাঁড়াইয়া সাগরের অতি বিশাল দৃশ্য দেখিলে মন ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হয়। কোন অতিমানুষ পুরুষের কর্সিকা হইতে সার্ডিনীয়া যাইবার সুবিধা করিবার জন্যই যেন বিধাতা মধ্যপথে এই দ্বীপ নির্ম্মাণ করিয়া পাদপীঠস্বরূপ তাহার উপর এই প্রস্তরস্তূপ স্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন। এই পাহাড়ের উপর দাঁড়াইলে এক দিকে হিমানী সমাচ্ছাদিত কর্সিকাশোভন মণ্টো রোটোণ্ডো গিরির অতুঙ্গ শিখররাজি নয়নপথে অবতারিত হয়; অন্য দিকে সার্ডিনীয়ার বন্দর বিশালতা ও সৌন্দর্য্য হৃদয়কে বিস্ময় ও আনন্দে আপ্লুত করে। সার্ডিনীয়া এক দিকে যেমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অনন্ত খনি, অন্যদিকে আভ্যন্তরীণ বিবাদে ও ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রকোপে অনন্ত দুঃখের অদ্বিতীয় আকর। এরূপ স্বর্গ ও নরকের একত্র সমাবেশ অল্পই দেখা যায়।

গ্যারিবল্‌ডী সার্ডিনীয়া-সম্বন্ধে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

---

* Measonry স্থপতিকার্য্য, মিস্ত্রীর কার্য্য। Freemason—ফ্রিমেসন্ সমাজের একজন সভ্য। মেসন্ (Mason) শব্দের অর্থ মিস্ত্রী। ফ্রিমেসন শব্দের যৌগিক অর্থ স্বাধীন মিস্ত্রী; রূঢ় অর্থ—গূঢ় ও স্বাধীন ভ্রাতৃসমাজের গঠনকারী।

সার্ডিনীয়া ইতালীয় দ্বীপপুঞ্জের মধ্য-স্থানে অবস্থিত। সুতরাং ভূমধ্যসাগরের কেন্দ্রীভূত হওয়ায় এবং ইহার উপকূল-শোভিনী রমণীয় মহতী বন্দর-শ্রেণীর সৌন্দর্য্যে এই দ্বীপ ইতালী-বক্ষঃশোভী কৌস্তভ-মণি-স্বরূপ হইয়া আছে। জলযুদ্ধে প্রাধান্য লাভ করিতে হইলে, ইতালীকে এই দ্বীপের উন্নতিসাধনে সবিশেষ যত্নবতী হইতে হইবে। উর্ব্বর অথচ বহুমূল্য খনিজ পদার্থে ও অরণ্যে পরিপূর্ণ এরূপ স্থান ইতালীতে আর নাই। ইহাকে ইতালী কোহিনুর আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। অথচ সার্ডিনীয়া মরুভূমির ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছে। ইহার অধিবাসীরা অনাহারে ও জ্বরে অকালে কালকবলে পতিত হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট একবার সে দিকে তাকাইয়া দেখেন না! একবার তাহাদিগের দুঃখ দূর করিবার জন্য চেষ্টা করেন না।

আমরা এই প্রস্তরস্তূপের উপর দাঁড়াইয়া একবার ভূমধ্যসাগরের চতুর্দ্দিক্ দেখিলাম। এখন পাঠক! চলুন, একবার নামিয়া ক্যাপ্রেরাসিংহ গ্যারিবল্‌ডীর গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করি। ঐ যে সুন্দর সুপরিষ্কৃত সমতল ছাদ হরিদ্বর্ণ জানালা খড়্‌খড়ে চুনকাম করা একতলা প্রস্তরনির্ম্মিত অট্টালিকাটি দেখিতেছেন, উহাই সেনাপতি গ্যারিবল্‌ডীর গৃহ। গ্যারিবল্‌ডী এখানে আসিয়া গুটিকত মাত্র কুঠরী নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহার প্রতিভাও যেমন ক্রমে ক্রমে মূলভেদ করিয়া শেষে "সহস্রদলে" পরিণত হইয়াছিল, সেইরূপ তাঁহার গৃহও সামান্য সামান্য কুটীর হইতে ক্রমে ক্রমে প্রকাণ্ড অট্টালিকায় পরিণত হয়। সর্ব্বপ্রথমে তিনি একটি সামান্য পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তথায় অবস্থিতি করেন। শেষে তিনি স্বহস্তে একটি দারুময় কুটীর নির্ম্মাণ এবং তাহার পর পাথর দিয়া দুই একটি কুঠুরী নির্ম্মাণ করেন। আবশ্যক অনুসারে সেই কুঠুরীর সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়িতে লাগিল এবং কালে কুঠুরীগুলির চতুর্দ্দিকে চারিটি প্রশস্ত বারান্দা নির্ম্মিত হইল। সম্পূর্ণ হওয়ার পর ইহা দেখিতে দক্ষিণ আমেরিকার একটি প্রমোদ-প্রাসাদের ন্যায় হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন পোষ্যবর্গের বৃদ্ধির সহিত এই অট্টালিকার চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অট্টালিকাবলী নির্ম্মিত হয় এবং এই প্রাসাদশ্রেণীকে বেষ্টন করিয়া একটি প্রকাণ্ড পুষ্পফলের উদ্যান প্রস্তুত হয়। এখন যে নন্দনকাননের মধ্যস্থিত ইন্দ্রভবন দেখিতেছেন, উহা সেনাপতির বহু দিনের, বহু যত্নের ও বহু অর্থব্যয়ের ফল। গ্যারিবল্‌ডী এই দ্বীপে দুই বৎসরকাল থাকিয়া বহু যত্নে এই উদ্যান প্রস্তুত করিয়াছেন। গ্রানাইট প্রস্তরের সূক্ষ্ম মৃত্তিকার আবরণ দিয়া তাহার উপর ফল ও ফুলের গাছ রোপণ করিয়াছিলেন। এই উদ্যানের চতুর্দ্দিকে তিনি বিনা মসলায় শুদ্ধ পাথর সাজাইয়া একটি প্রাচীর নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তিনি উদ্যানের এক দিকে সাইপ্রেস্ ও পেস্তা, বাদাম প্রভৃতির গাছ ও আর এক দিকে উদ্ভিজ্জাদি ও দ্রাক্ষালতা ও ইক্ষুর গাছ লাগাইয়াছিলেন। উদ্ভিজ্জাদিতে জলসেচন করিবার জন্য উদ্যানের মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্করিণী খনন করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

গ্যারিবল্‌ডীর গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে চলুন, আমরা একবার তাঁহার অশ্বশালা দেখিয়া আসি। আহা! কি সুন্দর অশ্বগুলি গ্যারিবল্‌ডীর অশ্বশালা শোভিত করিয়া রহিয়াছে। কত কত স্থান হইতে কত কত লোকে যে অন্তরের ভক্তিচিহ্ন-স্বরূপ বাছিয়া বাছিয়া সংগ্রহ করিয়া কত কত অশ্বরত্ন তাঁহাকে উপহার দিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। আর অঙ্গনে ঐ যে অঞ্জনানন্দনের বংশধরগুলিকে দেখিতেছেন, গ্যারিবল্‌ডী রোমের পোপ পাইও নোনো, সিসিলীর অধীশ্বর জোসেফ ফ্রান্সিস ও ফ্রান্সের অধীশ্বর লুই নেপোলিয়ন্ স্বার্থান্ধ এই কয় জন নরপতির প্রতি ঘৃণা-প্রদর্শনের নিমিত্ত তাঁহাদের নামে ইহাদের নামকরণ করিয়াছেন। এক দিন পাইও নোনো গ্যারিবল্‌ডীর প্রাচীর উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক পাহাড়ের উপর দিয়া উঠিয়াছিল। সেখানে কোন বন্যজন্তুতে তাহার লাঙ্গুল কর্ত্তন করিয়া লয়। পরাজিত ও কর্ত্তিত লাঙ্গুল হইয়া পাইও নোনো, গ্যারিবল্‌ডীর পশুশালায় আসিয়া উপস্থিত হয়। পাইও নোনোর দুর্গতি দেখিয়া গ্যারিবল্‌ডী, ও তৎপার্শ্বচরগণ রোমের পোপকে লক্ষ্য করিয়া সেই বেচারার উপর অনেক বিদ্রূপ বর্ষণ করিলেন। দুগ্ধাদি পারিবারিক প্রয়োজনসাধনের জন্য তাঁহার পশুশালায় গো-মেষাদিও পর্য্যাপ্ত ছিল। কিন্তু ক্যাপ্রেরার জঙ্গলে ফেরোলা (Ferola) নামক এক প্রকার ওষধি জন্মে। সেই ওষধি গবাদির গাত্রে লাগিলে, প্রায়ই সাংঘাতিক হইয়া উঠে। সেই ওষধি-দুষ্ট স্থানে তৎক্ষণাৎ একপ্রকার প্রলেপ না দিলে সেই বিষ শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া পশুদিগের প্রাণাপহারক হয়। গ্যারিবল্‌ডীর গবাদি পশুপাল এইরূপে অনেক নষ্ট হইত। গ্যারিবল্‌ডীর গোল আলুর কেয়ারী তাঁহার বিশেষ শ্লাঘার জিনিষ ছিল। সেই অনুর্ব্বর পার্ব্বত্য

প্রদেশে গোল আলু প্রায় জন্মিত না। যদি কখন দুই একটি জন্মিত, তাহা হইলে তিনি সেইগুলিকে স্বহস্তে তুলিয়া আপন হস্তে ঝল্‌সিয়া লইয়া অতি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভক্ষণ করিতেন।

গ্যারিবলডী যখন প্রথম এই দ্বীপে বাস করিতে আসেন, তখন তাঁহার সহবসতি করিতে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র বৃদ্ধ দীদেরিস্ সপত্নীক তথায় আগমন করেন। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা অপুত্রক থাকায়, তাঁহার আনিটা-নন্দিনী রূপযৌবনসম্পন্না আশ্রমললামভূতা থেরেসিটা-নাম্নী গ্যারিবল্ডীর একমাত্র কন্যাকে দত্তক কন্যা-রূপে গ্রহণ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। থেরেসিটা এই সময় বালিকাবয়স উত্তীর্ণ হইয়া যৌবন-সীমায় পদার্পণ করিতেছিলেন। তিনি কখন অশ্বপৃষ্ঠে আরূঢ়া হইয়া বীরকন্যাসুলভ সাহস ও দক্ষতার সহিত দ্বীপপ্রান্তে পিতার সহিত ঘোড়দৌড় করিয়া বেড়াই-তেন, কখন বা পশুশালায় গিয়া পশুদিগকে আহার দিতেন এবং কখন পিয়োনোতে অঙ্গুলি-প্রদান-পূর্ব্বক অতি সুমধুর সঙ্গীতে আশ্রমবাসিদিগকে মুগ্ধ করিতেন।

কোপ্রেরায় প্রথম বসতিকালে গ্যারিবল্ডীর গৃহসামগ্রী অতি অল্পই ছিল। ঐ দেখুন, গ্যারি-বল্ডীর শয়নগৃহের মধ্যস্থানের উপর এপার ওপার করিয়া একগাছি দড়ি টাঙ্গান রহিয়াছে। তাহার উপর গ্যারিবল্ডীর লোহিত পরিচ্ছদাদি ঝুলান রহিয়াছে। গ্যারিবল্ডীর যখন যেখানি ইচ্ছা টানিয়া লইয়া পরিধান করিয়া থাকেন। ঐ যে একখানি সামান্য খট্টার উপর একটি সামান্য শয্যা রহিয়াছে, উহারই উপর শুইয়া গ্যারিবল্ডী নিদ্রা যান। আর তাহারই উপর একখানি কৃষ্ণ-দারু-নির্ম্মিত ফ্রেমে যে একগাছা চুল ঝুলিতেছে দেখিতেছেন, উহা সেই জগদারাধ্য সতীকুলরত্ন আনিটার মস্তকের এক-গাছি কেশ। আর ঐ যে অসংখ্য ছবির মধ্যে এক রমণী-মূর্ত্তি দেখিতেছেন, উহা গ্যারিবল্ডীর স্বর্গীয়া জননীর প্রতিকৃতি। আর ঐ যে এক পার্শ্বে দুই-খান তরবারি ঝক্‌মক্ ঝক্‌মক্ করিতেছে দেখিতেছেন, উহা একখানি গ্যারিবল্ডীর নিজের ও অপরখানি বীরবর লা-টুর ডি অভার্গেনের (La Tour d' Auvergne)।

চলুন, একবার সেনাপতির পতাকা-গৃহে গমন করা যাউক। ঐ যে সুবর্ণ-অক্ষর-খোদিত রেসমের কাপড়ে প্রস্তুত প্রকাণ্ড পতাকা দেখিতেছেন, ইহাই মণ্টিভি-ডিয়োর বিখ্যাত ধ্বজা। অপরাপর যে সকল পতাকা দেখিতেছেন, ঐগুলি গ্যারিবল্ডীর জয়লব্ধ পতাকা।

পাঠক! এখন একবার চলুন, গ্যারিবল্ডীর পুস্তকাগারে গমন করা যাউক। ঐ যে অসংখ্য পুস্তক তাঁহার আল্‌মায়রাগুলিকে সুশোভিত করিয়া রহিয়াছে দেখিতেছেন, উহার অধিকাংশই নৌযান ও যুদ্ধ-বিদ্যা-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ। তদ্ভিন্ন সেক্‌সপিয়ার, বাইরন্ প্রভৃতি ইংরাজ কবিদিগের কবিতাবলী, জর্ম্মান্ স্বাধীনচিন্তাবাদী দার্শনিকগণের প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলী, বস্যুয়েটের প্রবন্ধাবলী, লা ফণ্টেইনের গ্রন্থমালা ও অন্যান্য গ্রন্থও যথেষ্ট রহিয়াছে।

আর ঐ যে সুপরিপাটী সুসজ্জিত ঘরটি দেখিতে-ছেন, উহা কুমারী থেরেসিটার শয়ন-গৃহ। ঐ যে বড় টেবিলটি এক ঘরের মধ্যখানে পাতা রহিয়াছে, উহা সেনাপতির ভোজন-গৃহ। বাটীর সকলেই আহারের সময় এই টেবিলের পার্শ্বস্থিত কাষ্ঠাসনে আসিয়া উপবেশন করিয়া সেনাপতির সহিত একত্র আহার করেন। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা দীদেরিস্‌ও এই সহভোজনে যোগ দেন। গ্যারিবল্ডীর পুত্রদ্বয়ের এখন ছেলে-পিলে হই-য়াছে। তাঁহারা কার্য্যোপলক্ষে ইতালীতেই থাকেন, মধ্যে মধ্যে গ্যারিবল্ডীর দ্বীপাবাসে আসিয়া তাঁহাকে দেখা দিয়া যান।

ঐ যে অসংখ্য টেবিল, চেয়ার, কৃষিকার্য্যোপ-যোগী অস্ত্র-শস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্য-সামগ্রী দেখিতে-ছেন, এ সমস্তই গ্যারিবল্ডী তাঁহার ইংরাজ ও অন্যান্য দেশীয় তদ্‌গুণমুগ্ধ বন্ধুবান্ধবগণের নিকট হইতে উপহার-স্বরূপ পাইয়াছেন। আর ঐ দ্রব্যসামগ্রীর মধ্যে যে একখানি সুন্দর তরবারি রহিয়াছে, তাহা মেল্‌বরন্-বাসীরা গ্যারিবল্ডীকে উপহার-স্বরূপ দিয়াছেন। উহার গোড়ালীতে ইতালীদেবীর প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করা রহিয়াছে; তাঁহার চরণ-শৃঙ্খল ভগ্ন হইয়া পদ-তলের কাছে পড়িয়া রহিয়াছে; আর তিনি খড়্গাঘাতে অষ্ট্রীয়সর্পকে দ্বিধা খণ্ডিত করিতেছেন; খড়্গের হস্তা-বরকের (Guard) উপর হীরক-নির্ম্মিত ইতালীর অদৃষ্ট-নক্ষত্র জ্বলিতেছে;—এবং খড়্গ-ফলক সুন্দর হরিদ্বর্ণ সকমলে আবৃত রহিয়াছে।

নানা দেশ হইতে সর্ব্বদা বিখ্যাতনামা অতিথিগণ গ্যারিবল্ডীকে দেখিবার নিমিত্ত তদীয় দ্বীপাবাসে আসিয়া তাঁহার আতিথ্যগ্রহণ করিয়া থাকেন। ইতা-লীয় মন্ত্রিগণ—ইতালীয় রাজকর্ম্মচারিগণ—সর্ব্বদাই এখানে আসিয়া থাকেন।

গ্যারিবল্ডীর পরিবারস্থ সকল ব্যক্তিই শ্রমশীল। তাঁহারা সকলেই প্রত্যূষে অরুণদেব গগনপটে উদিত হইবার পূর্ব্বেই শয্যা হইতে উঠিয়া থাকেন। বৃদ্ধ

দীদেরাই প্রত্যুষে উঠিয়াই ছুরিগুলি শাণিত করেন। ক্রস্‌সিয়াটি—গ্যারিবল্ডীর প্রধান মালী—প্রত্যুষে উঠিয়াই কৃষিকার্য্যোপযোগী অস্ত্রগুলি শাণিত করিয়া লন। ইনি ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে গ্যারিবল্ডীর অধীনে অনেক যুদ্ধ করিয়াছিলেন। মীনোটী প্রত্যুষে উঠিয়াই বন্দুক লইয়া শীকারে যান। তাঁহার অনুগত ভৃত্য গস্‌মেরোলী উঠিয়াই বপনোপযোগী বীজগুলি বাছিয়া লন। আর একজন পরিবারস্থ ব্যক্তি উঠিয়াই সুচী দ্বারা মাছ ধরার জালগুলি পরিষ্কার করিতে বসেন; এবং বৃদ্ধা দীদেরাই সকলের জন্য কাফি, রুটি ও মাখম প্রস্তুত করিতে বসেন। তাহার পর সকলের প্রাতরাশ হয়। প্রাতরাশ সমাপনান্তে সকলেই প্রাতঃকালীন আপন আপন কার্য্যে বহির্গত হন। মধ্যাহ্নে সকলেই গৃহে প্রত্যাগত হইয়া মধ্যাহ্ন-ভোজনে উপবেশন করেন। সেই দ্বীপে যাহা কিছু ভাল খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায়, তাহাই গ্যারিবল্ডীর টেবিলে পাচিত হইয়া উপস্থিত হয়। ক্ষেত্রের কার্য্যের তখন বর্ণনা ও সমালোচনা আরম্ভ হয়। কেহ বা অতীত যুদ্ধ-ঘটনার বর্ণনা আরম্ভ করেন। আহারান্তে কুমারী থেরেসিটি কোমল করস্পর্শে পিয়ানো ঝঙ্কারিত করিয়া মধুর সঙ্গীতে পরিবারবর্গকে বিমোহিত করেন। ইতালীবিষয়ক স্বদেশানুরাগোদ্দীপক গীতি বা সমরবিষয়ক গীতিই তাঁহার সাধারণতঃ গানের বিষয় হইয়া থাকে।

সেনাপতি স্বয়ংও প্রতিদিন রাস্তায়, ক্ষেত্রে ও উদ্যানে গিয়া আর সকলের সঙ্গে কাজ করিয়া থাকেন। মধ্যাহ্ন-ভোজনের অন্তে প্রথমে সঙ্গীতাদি সমাপন হইলে পর সেনাপতি নিজ জীবনের পূর্ব্বঘটনাসকল অতি সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে পরম সন্তুষ্ট করিয়া থাকেন।

সেনাপতির অমায়িকতায় দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীরা তাঁহার উপর নিতান্ত অনুরক্ত। সকলেই তাঁহার দীর্ঘজীবনকামী। এক দিন এক জন সংবাদ দিল যে, সেনাপতির প্রাণ-বধমানসে এক জন সার্ডিনীয় তদীয় উদ্যানের প্রাচীরে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে। এ সংবাদে সেনাপতি বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না। কিন্তু দ্বীপবাসীরা এ সংবাদে তাঁহার জীবনের আশঙ্কায় এত ভীত হইয়াছিল যে, তৎক্ষণাৎ তাহাকে গুলী করিয়া বধ করিল। গ্যারিবল্ডী ঐ সংবাদে নিরতিশয় দুঃখিত হইলেন। তাঁহার বিশেষ দুঃখের কারণ এই যে, তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে, ঐ ব্যক্তি গৃহবিবাদে ব্যতিব্যস্ত হইয়া শান্তিলাভার্থ তাঁহার আশ্রয়ে আসিতেছিল। এ দিকে এই সংবাদ লা মাডালেনায় যাইবামাত্র অসংখ্য লোক নৌকা করিয়া সেনাপতির বিপদ্‌মুক্তির জন্য তাঁহার সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিবার নিমিত্ত ক্যাপ্রেরা দ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইল। নাগরিক শাসন-সমিতির সভ্যগণ, সৈন্যগণ, নাবিকগণ, স্ত্রী ও বালকবৃন্দ, দলে দলে নৌকা হইতে নামিতে লাগিলেন এবং ব্যস্তসমস্ত হইয়া গ্যারিবল্ডীর গৃহাভিমুখে ধাবিত হইলেন। সকলেই গ্যারিবল্ডীকে অনাহত দেখিয়া 'এরূপ মহাপ্রাণ রক্ষা করিয়া ঈশ্বর ইতালীর মহোপকার করিয়াছেন' বলিয়া একবাক্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন।

যদিও গ্যারিবল্ডী পৃথিবীর উত্তেজনা হইতে অনেক দূরে থাকেন, যদিও পূর্ণ মানসিক শান্তির আকাশে তিনি বিবরণ করিয়া থাকেন, তথাপি তিনি এক মুহূর্ত্তও অলস থাকিতে পারেন না। প্রতিদিন লা মাডালেনার ডাকের নৌকা তাঁহার জন্য রাশি রাশি পত্র বহন করিয়া আনে। একদিনের ডাকে অনেক পত্র আসে। তাহার মধ্যে যাজীয়া নামক এক জন রোমীয় পুরোহিতের একখানি পত্র ছিল। সেই পত্রে তিনি গ্যারিবল্ডীকে ইতালীতে আসিয়া পোপরূপ ভূত ঝাড়াইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করেন। আর একখানি পত্র একজন ফরাসী লিখিয়াছিলেন। এই পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন যে, তিনি এক প্রকার কামান প্রস্তুত করিয়াছেন, যাহা এক সময়ে পঞ্চাশ হাজার লোককে উড়াইয়া দিতে পারে। তিনি এই কামানের একটি তাঁহাকে উপহার দিয়া এই প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হয়েন যে, তিনি এ কামান কখন ইতালীয়ের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত করিবেন না। প্রতিদিন সম্ভ্রান্ত মহিলাগণের পত্রে গ্যারিবল্ডীকে যেন ছাইয়া ফেলে। কেহ তাঁহার হস্তাক্ষর-লিপির প্রার্থী; কেহ তাঁহার একগাছি কেশের প্রার্থী, কেহ বা তাঁহার গুণেই মুগ্ধ—ইহা জানাইয়াই ক্ষান্ত; কেহ বা তাঁহার প্রেমভিখারী। গ্যারিবল্ডী পরিষ্কার অক্ষরে ও সুন্দর ভাষায়—প্রত্যেক মহিলারই পত্রের উত্তর স্বহস্তে লিখিয়া থাকেন। কারণ, গ্যারিবল্ডী স্ত্রী-জাতির ভক্ত ও স্ত্রীজাতির গুণে মুগ্ধ; সুতরাং তিনি পত্রের উত্তর দিয়া বিনা অর্থব্যয়ে তাঁহাদিগকে সুখী করিতে কখন ত্রুটি করেন নাই।

এতদ্ভিন্ন গ্যারিবল্ডীকে অনেক হিতসাধক কার্য্যে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিতে হয়। এই সময় লা মাডালেনা ও সার্ডিনীয়ার অধিবাসিগণ ঘোরতর অজ্ঞানান্ধকারে রহিয়াছে দেখিয়া গ্যারিবল্ডীর হৃদয় ব্যথিত হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে তাঁহার যত্নে এই দুই দ্বীপে অনেক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। তিনি ইংলণ্ডবাসী বন্ধুবান্ধবগণ হইতে অনেক চাঁদা সংগ্রহ করিয়া এই সুফল

বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। অসংখ্য দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত লোকের সন্ততি এই সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া থাকেন।

পাঠক! পূর্ব্বে যখন গ্যারিবল্ডীর আশ্রমে আসিয়াছিলেন, থেরেসিটা তখন কুমারী ছিলেন। কিন্তু আজ থেরেসিটা বিবাহিতা, সৈনিক কর্ম্মচারী সিগ্‌নোর ক্যান্‌জিয়ো তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছেন। এক্ষণে ষ্টিফেন্ ক্যান্‌জিয়োর শ্বশুরালয়ে ও শ্বশুরের উপর বিশেষ আধিপত্য বিদ্যমান। তিনি আসিয়া বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা দীদেরিস্‌দিগকে তাড়াইয়াছেন। গ্যারিবল্‌ডী তাঁহাকে অতিশয় ভালবাসেন, এইজন্য তাঁহার কোন অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন না। থেরেসিটার এখন চারিটি পুত্র হইয়াছে। তিনি তাহাদিগকে লইয়া নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত, এই জন্য পিতার নিকট এক জন ধাত্রীর জন্য অনুরোধ করেন। গ্যারিবল্‌ডী ধাত্রী দ্বারা সন্তান প্রতিপালনের নিতান্ত বিরোধী, এই জন্য প্রথমে কিছুতেই সম্মত হয়েন নাই। অবশেষে তিনি জামাতা ও দুহিতার নিরতিশয় আগ্রহে ইহাতেই সম্মতি দিয়াছিলেন। সুতরাং টস্‌কানী হইতে থেরেসিটার সাহায্যার্থে একজন ধাত্রী আসিয়াছে।

গ্যারিবল্‌ডী চারিজন বিখ্যাত দেশহিতৈষীর নামে কন্যার পুত্রচতুষ্টয়ের নামকরণ করিয়াছেন। রোমের অবরোধকালে তাঁহার অধীনে যুদ্ধ করিতে করিতে যে বীর রণস্থলে হত হন, তাঁহার নামে এক জনের; প্রিয়বন্ধু মৃত মহাত্মা আন্‌জিওর নামে আর এক জনের; দক্ষিণ-আমেরিকার স্বাধীনতাসমরে উৎসৃষ্টপ্রাণ ব্রাউনের নামে তৃতীয়ের ও ইউনাইটেড্‌ষ্টেট্‌সে বিখ্যাতনামা সভাপতি লিঙকনের নামে অবশিষ্টের নামকরণ করিয়াছেন। আনিটাবিরহিত হইয়া এইরূপে পারিবারিক সুখে কথঞ্চিৎ সুখী হইয়া গ্যারিবল্ডী দ্বীপাবাসে দিন কাটাইতেছেন, এমন সময় সহসা ইতালী দেবী তাঁহাকে আহ্বান করিলেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়

১৮৫৯ সালের লম্বার্ডি-সমর।

১৮৫৪ হইতে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দ পর্যান্ত গ্যারিবল্‌ডী কৃষির অনুকরণে ও সাংসারিক সুখে রত থাকিয়া ক্যাপ্রেয়ার দ্বীপাবাসে দিন কাটাইতেছিলেন। এই সময় ইতালীগগনে, আর একটি নক্ষত্র উদিত হন। তাঁহার ঔজ্জ্বল্যে ইতালী অভিভূত হইয়া পড়ে। সে সময়ে পীডমণ্ট তাঁহারই করকম্পনে উঠিত নামিত। ম্যাটসিনি ইতালীর সূর্য্য, গ্যারিবল্‌ডী ইতালীর চন্দ্র ও কাভুর ইতালীর ধ্রুবতারাস্বরূপ ছিলেন। ম্যাটসিনি নিদাঘ সূর্য্যের ন্যায় খরতর ভাবময় রশ্মিমালায় ইতালীকে ঝলসিত করিতেছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা—ইতালীর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যাহা কিছু মলিন, সমস্ত বিশোধিত করিয়া ইতালীকে এক অপূর্ব্ব স্বর্গরাজ্যে পরিণত করেন। তিনি আল্‌পস পর্ব্বতের ন্যায় উত্তুঙ্গ তদীয় মহাহৃদয়ে ক্ষুদ্রতর বিষয় ধারণ করিতে পারিতেন না। তিনি ভাবী মহাযুগের অবতার ছিলেন। অধঃপতিত ইতালী এই জন্য তাঁহাকে ধারণ করিতে পারিল না। দীর্ঘকাল ধরিয়া যে জাতি দাসত্ব-তিমিরে আচ্ছন্ন ছিল, সে জাতি সে সূর্য্যালোক সহিতে পারিল না। ইতালী-চন্দ্র ও ইতালী-নক্ষত্রের মৃদু আলোকই তাঁহাদিগের অন্ধিত দৃষ্টির উপযোগী হইল।

এই সময় গ্যারিবল্‌ডী ও কাভুরের একই লক্ষ্য ছিল। ইতালীতে আপাততঃ বিশ্বজনীন সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হওয়ার সম্ভাবনা অল্প—তাঁহাদিগের উভয়েরই এই ধারণা হইয়া উঠিল। এই জন্য তাঁহারা পীডমণ্টরাজ ভিক্টর ইমানুয়েল্‌কে একীভূত ইতালীর অধীশ্বর করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ম্যাটসিনি সাধারণতন্ত্রের পক্ষপাতী ও রাজ্যতন্ত্রের বিরোধী বলিয়া, গ্যারিবল্‌ডী এখন প্রকাশ্যরূপে ম্যাটসিনির দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন।

এতদিন পরে ম্যাটসিনির 'সাধারণতন্ত্র' গ্যারিবল্‌ডীর নিকট 'আদর্শ মাত্র' এবং কার্য্যতঃ অসম্ভব বলিয়া বোধ হইল। তিনি বুঝিলেন যে, সুদৃঢ় নিয়মাধীন রাজ্যতন্ত্র ব্যতীত আর কোন-প্রকার শাসনপ্রণালীই শতধা বিচ্ছিন্ন ইতালীকে একীভূত করিতে পারিবে না। তিনি দেখিলেন যে, এই গুরুতর কার্য্যের অধিনায়ক হওয়ার একমাত্র উপযুক্ত রাজা ভিক্টর ইমানুয়েল্। বীরত্বে সিংহসম, প্রতিজ্ঞায় ধ্রুবতারা-সম, মতে উদারতম ও অত্যাচারের প্রতি ঘৃণায় অগ্রতম—এরূপ রাজা ইতালীতে তৎকালে আর দ্বিতীয় ছিল না। তিনি নিজের সিংহাসনের জন্য বিন্দুমাত্রও ব্যস্ত ছিলেন না, কিন্তু প্রজার গৌরব ও সুখ তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। গ্যারিবল্‌ডী যেমন ভিক্টর ইমানুয়েলের গুণে মুগ্ধ, ভিক্টর ইমানুয়েল্‌ও সেইরূপ গ্যারিবল্ডীর গুণে মুগ্ধ ছিলেন। রাজাও যেমন প্রকাশ্য স্থলে অনেকবার উৎসর্গীকৃতপ্রাণ প্রজাবৃন্দের অধিনায়কের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এ দিকে গ্যারিবল্ডীও সেইরূপ প্রকাশ্যরূপে

ইতালীয় বিপ্লব ও তাহার অধিনায়ক ম্যাটসিনির সহিত সহানুভূতির অভাব এবং জাতীয় দল ও তাহার অধিনায়ক ভিক্টর ইমানুয়েলের সহিত তাঁহার পূর্ণ সহানুভূতির ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

যেমন রাজা, তাঁহার আবার তেমনই মন্ত্রী জুটিয়া থাকে। এই সময় কাউণ্ট কাভুর ভিক্টর ইমানুয়েলের মন্ত্রিসভার অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন। কাভুর অতিশয় যোদ্ধা ও রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। গ্যারিবল্ডী বলে অষ্ট্রীয়গণকে ইতালীক্ষেত্র হইতে দূরীকৃত করিব বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিলেন; কিন্তু কাভুর রাজনৈতিক কূট মন্ত্রণা-বলে অষ্ট্রীয়গণকে অপদস্থ ও অবশেষে ইতালীক্ষেত্র হইতে তাড়িত করিবার সঙ্কল্প করিলেন। সুবিধাও জুটিয়া গেল। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ক্রিমীয় যুদ্ধের আয়োজনের জন্য পারিস নগরীতে একটি সভা আহূত হয়, সেই সভায় কাভুর রুসিয়ার বিরুদ্ধে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সকে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইয়া ভিক্টর ইমানুয়েলের পক্ষে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন। ইহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স—দুই প্রবল রাজ্য দ্বারা তাঁহাদিগের জাতীয় অস্তিত্ব স্বীকৃত হইল; এবং ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের পরাজয়ে জাতীয় সেনার যে সাহসহীনতা জন্মিয়াছিল, ক্রিমীয় সমরের বহুদর্শিতায় তাহা অপনীত হইল। এই সভায় কাভুর অষ্ট্রীয় ও রোমের বিরুদ্ধে দুই একটি কথা বলিয়াছিলেন। সুতরাং অষ্ট্রীয়ার সহিত পীডমণ্টের পার্থক্য দিন দিন বাড়িতে লাগিল। কিন্তু কাভুরের বুদ্ধিবলে অষ্ট্রীয়ার সমস্ত কৌশল নষ্ট হইতে লাগিল। তাৎকালিক পীডমণ্টবাসিগণের কাভুরের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহারা কাভুর সম্বন্ধে এইরূপ বলিতেন—'আমাদের প্রতিনিধি সভাও আছে, কিন্তু এক কাভুর নামের ভিতরেই সমস্ত নিহিত রহিয়াছে।' *

কাভুরের কর-মর্দ্দনে ফরাসীয় ও ইতালীয় রাজনীতি ক্রমেই একীভূত হইতে লাগিল। ক্রিমীয় সমরে ইতালীর সাহায্য পাওয়ার পর তৃতীয় নেপোলিয়ন্ ইতালীর প্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্লম্বিয়ার্গে ফরাসী সম্রাটের সহিত কাভুরের একটি গুপ্ত সন্ধি হয়। তাহাতে এই কয়টি বিষয় স্থিরীকৃত হয়:—

(১) ফ্রান্স অষ্ট্রীয়ার সহিত সমরে ইতালীকে সাহায্য করিবেন; আল্‌পস হইতে আড্রিয়াটিক্ পর্য্যন্ত দেশে ঘনীভূত একটি ইতালীয় রাজ্য স্থাপিত হইবে; (৩) ফ্রান্সকে নাইস্ ও সেভয় প্রদেশ ছাড়িয়া দিতে হইবে; (৪) ইতালীয় রাজকুমারী ক্লটিল্‌ডীর সহিত যুবরাজ নেপোলিয়নের বিবাহ দিতে হইবে। কাভুরের রাজনীতিজ্ঞতার ইহাই পরাকাষ্ঠা। নভারার দুর্দ্দিনের পর ইতালীর এরূপ সৌভাগ্যের দিন আর কখনও ঘটে নাই। এই সন্ধি দ্বারা কাভুর অষ্ট্রীয়াকে এক প্রকার সহায়হীন করিয়া ফেলিলেন। অষ্ট্রীয়াধিপতি দলিত অভিমানে গর্জ্জিয়া উঠিলেন; ও পারিসের মিলিত সভার সন্ধিপত্রকে পরিহার করিবার জন্যই যেন মহতী সেনা লইয়া সার্ডিনীয়া আক্রমণ করিলেন। লুই নেপোলিয়ন ইতালীরাজকে সহানুভূতি জানাইয়া পাঠাইলেন; এবং তাঁহার সাহায্যার্থ অসংখ্য সৈন্য লইয়া স্বয়ং ইতালী-অভিমুখে অভিযান করিলেন। তাঁহার রণতরী সকল আলেসাণ্ড্রিয়া বন্দর হইতে তাঁহাকে ও তদীয় সৈন্যগণকে বক্ষে ধারণ করিয়া জেনোয়া বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই নগরে ইতালীরাজ অধীর হইয়া তাঁহার আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এ দিকে অষ্ট্রীয়ানেরা টিসিনো নদী পার হইয়া সেসিয়া নদীর তীরে গিয়া উত্তীর্ণ হইল। এক লক্ষ ত্রিশ সহস্র অষ্ট্রীয় সৈন্য একদিকে টিসিনো ও অন্যদিকে সেসিয়া —ইহার মধ্যস্থলে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইল। অশ্বারোহী সৈন্য ও ভীষণ আর্টিলারিতে সেই সৈন্যশ্রেণী খচিত ছিল।

ইতালীতে যখন এই সকল কাণ্ড চলিতেছিল, তখন গ্যারিবল্ডী তাঁহার দ্বীপাবাসে অবস্থিত ছিলেন। তিনি এ সমস্ত বিষয়ের কিছুই অবগত ছিলেন না। এমন সময় স্থির থাকা গ্যারিবল্ডীর পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের শীতকালে যখন কাভুর ও ভিক্টর ইমানুয়েল্—গ্যারিবল্ডীকে জাতীয় সেনার অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন, তখন তাঁহার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। তিনি অবিলম্বে টিউরিণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মস্তকে বিস্তৃত হ্যাট্, গাত্রে লোহিত ও ঢিলা পরিচ্ছদ, হস্তে একগাছি বড় ছড়ী—এক দিন এইরূপ একটি লোক কাভুরের দ্বারদেশে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। দ্বার-রক্ষক নাম জিজ্ঞাসা করায় তিনি নাম বলিলেন না। দ্বারী তাঁহাকে ভিক্ষুক মনে করিয়া কাভুরের নিকট এই সংবাদ দিল। কাভুর ভাবিলেন, কোন ব্যক্তি কোন আবেদন লইয়া আসিয়াছে; ভাবিয়া তিনি উপেক্ষাসূচক বাক্যে বলিলেন, 'এই দীন ডেভিল্‌কে আসিতে দাও।" ডেভিল্ সম্মুখে আসিলে

* We have chambers of representations, and we have a contitution, and the name of all this is Caver.

কাভুর দেখিলেন যে, ইতালীর প্রজাবৃন্দের প্রাণভূত সেনাপতি গ্যারিবল্ডী স্বয়ং উপস্থিত। তখন তিনি লজ্জায় অবনতমুখ হইলেন। কিন্তু সে লজ্জা গ্যারিবল্ডীর আগমনজনিত আনন্দোচ্ছ্বাসে শীঘ্রই ভাসিয়া গেল।

পরস্পর সাক্ষাৎকার উভয়েরই বিশেষ প্রীতিকর হইল। স্বদেশের জন্য আবার যুদ্ধ করিতে দেওয়ার অভাবনীয় সম্মান প্রদান করায়, গ্যারিবল্ডী কাভুরকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিলেন। কিন্তু গ্যারিবল্ডী সেই সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সের প্রতি তাঁহার অবিশ্বাস মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিলেন।

এতদিনে ইতালীর জাতীয় সংগ্রাম প্রকৃত প্রস্তাবে আরম্ভ হইল। কি লম্বার্ডি, কি ভিনিসিয়া, কি রোম—অধিক কি, ইতালীর প্রতিস্থল হইতে অষ্ট্রীয়গণকে তাড়াইয়া দেওয়া গ্যারিবল্ডীর বহুদিনের আশা, চিন্তা ও স্বপ্নের একমাত্র বিষয় হইয়া আসিয়াছে। আজ সেই সুবিধা উপস্থিত দেখিয়া, আজ তাঁহার আশা, চিন্তা ও স্বপ্নের একমাত্র বিষয় কার্য্যে পরিণত হইতে চলিল দেখিয়া, তাঁহার হৃদয় প্রচণ্ড উল্লম্ফে নৃত্য করিতে লাগিল।

আজ ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগ। আজ শুভদিনে তিনি রাজদর্শনে গমন করিলেন। ভিক্টর ইমানুয়েল্ মহানন্দে ও মহাসমাদরে গ্যারিবল্ডীকে গ্রহণ করিলেন। আজ ভিক্টর ইমানুয়েল্ অন্তরের বিশ্বাসের সহিত ও হৃদয়ের প্রীতির সহিত তাঁহাকে লেফ্‌টেনেণ্ট জেনারেলের পদে অভিষিক্ত করিলেন এবং তাঁহাকে একটি মহতী ভলন্টিয়ার সেনা সংগৃহীত করিবার জন্য ক্ষমতাপত্র প্রদান করিলেন; আর বলিয়া দিলেন যে, এই সেনা আল্‌পস্-সেনা (Ciccatori del Alpi—Chasseurr of the Alps) নামে আখ্যাত হইবে। ডেলা মামোরা (Della Mamora) তৎকালে ইতালীর নিয়মিত সেনার অধিনায়ক ছিলেন। তিনি রণ-পণ্ডিত হইলেও এরূপ ভীষণ সংগ্রামের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। তিনি গ্যারিবল্ডীকে এরূপ উচ্চপদ প্রদান করার বিরোধী হইয়া উঠিলেন। এই জন্য গ্যারিবল্ডীর কার্য্যে নিয়োগ গবর্ণমেণ্ট-গেজেটে প্রকাশিত হইল না। কিন্তু গেজেটে প্রকাশ না হইলেও এ সংবাদ লোকমুখে তাড়িত-বেগে নগর হইতে গ্রামে এবং গুহা হইতে আল্‌পস্ পর্ব্বতের শিখরে প্রচারিত হইল। যেন সহসা ইতালীর প্রতি শিরায় তাড়িত-যন্ত্রের (Glavanic battery) শক্তি অনুভূত হইল। গ্যারিবল্ডীর মুগ্ধকারী শৃঙ্গরবে ইতালীর মোহনিদ্রা যেন সহসা ভাঙ্গিয়া গেল! ইতালীর চতুর্দ্দিকে কি যেন এক অপূর্ব্ব জীবন-স্রোত প্রবাহিত হইল। নবীন ও প্রবীণ—শিক্ষিত ও অশিক্ষিত—অধ্যাপক ও ছাত্র—ব্যবহারাজীব ও চিকিৎসক—শিল্পী ও কৃষক, যে যেখানে ছিল, যে যাহা কিছু অস্ত্র পাইল, তাহাই হাতে করিয়া সেই মুগ্ধকারী সেনাপতির শিবিরোদ্দেশে দলে দলে ছুটিতে লাগিল। জগন্নাথদেবের রথ দেখিতেও কখন পুরী-অভিমুখে এত লোক ধাবিত হয় নাই! জাতীয় জীবনের এমনই মহিমা বটে।

মার্কুইস্ জিয়র্গিণি প্যালাভিসিনির যত্নে ইতালীর প্রত্যেক স্থানে ভলন্টিয়ার সৈন্য সংগ্রহ করিবার জন্য সমিতি সংস্থাপিত হইতে লাগিল। ইচ্ছাসৈন্যের কেন্দ্রীভূত সমিতি টিউরিণে অবস্থিত ছিল। সেই সমিতির প্রতিনিধিগণ ফেরীওয়ালা সাজিয়া গ্রামে গ্রামে গমন করিয়া ভলন্টিয়ার হইতে ইচ্ছুক যুবকবৃন্দকে এক টুক্‌রা করিয়া কাগজ বিতরণ করিয়া যাইতে লাগিলেন। ইহাই তাহাদিগের সীমান্তপ্রদেশে যাইবার অনুমতি-পত্র (pass-port) স্বরূপ হইল। এই যুবকবৃন্দ নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলে, ত্রিশ জন করিয়া এক এক দলে বিভক্ত হইতেন। এক একটি দলের সঙ্গে এক এক জন পথিপ্রদর্শক যাইত। সেই সকল পথিদর্শকেরা তাঁহাদিগকে আল্‌পস্ বা আপিনাইন্ পর্ব্বতের অধিত্যকা-প্রদেশের উপর দিয়া জেনোয়া বা টিউরিণে লইয়া যাইত। তথায় আসিয়া নিয়মিত বা অনিয়মিত সেনার অন্তর্ভুক্ত হইতে।

এদিকে কর্ণেল মেডিসি ও কর্ণেল কোজেন্‌স নির্ব্বাসন হইতে প্রত্যাগত হইলেন। গ্যারিবল্ডী ভলন্টিয়ার সৈন্যদলকে তিনটি রেজিমেণ্টে বিভক্ত করিয়া কোজেন্‌স, মেডিসি ও আর্ভুইলো—এই তিন জন কর্ম্মচারীকে তিন দলের অধিনায়ক নিযুক্ত করিলেন। প্রত্যেক রেজিমেণ্টের সহিত কয়েকজন করিয়া পথিপ্রদর্শক এবং জেনোয়া, মিলান ও বলোনার সম্ভ্রান্তবংশোদ্ভব কতিপয় অব্যর্থলক্ষ্য বন্দুকধারী সংযোজিত হইল। এই রেজিমেণ্টত্রয় যখন লম্বার্ডিতে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন অসংখ্য মিলানীজ ভলন্টিয়ার সৈন্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। এই যুদ্ধের আয়োজনে অষ্ট্রীয়ার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। অষ্ট্রীয়া কাভুরকে এই সকল ভলন্টিয়ার সৈন্য বিদায় করিতে বলিলেন। কিন্তু কাভুর ইহাই চাহিতেছিলেন, সুতরাং তিনি ইহাতে অসম্মত হইলেন। অষ্ট্রীয়া ইহাতে ক্রোধে অন্ধ হইয়া সার্ডিনীয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিলেন। গ্যারিবল্ডী নদীর তীরবর্ত্তী বীয়া নগরে আপনার নিজ

সৈন্যদল সংগঠিত করিলেন। দক্ষিণ আমেরিকায় সলটো-সেণ্ট আণ্টোনিয়ো প্রভৃতি সমরে যাঁহারা তাঁহার পার্শ্বে যুদ্ধ করিয়াছিলেন ও যাঁহারা অবরোধ-কালে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেই সেই বীরই আজ তাঁহার সৈনিক কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইলেন। তদ্ভিন্ন কর্ণেল কোরাণেও—যিনি রাজা বোম্বার অধীনে কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন—তাঁহার কর্ম্মচারীর পদে বৃত হইলেন।

৬ই মে তারিখে গ্যারিবল্‌ডী বীল্লা পরিত্যাগ করিয়া কাসেল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ৮ই মে তারিখে তিনি সৈন্যগণকে জাতীয় সমরে সর্ব্বপ্রথমে দীক্ষিত করিলেন। এই দিন একদল অষ্ট্রীয় সৈন্যের সহিত তাঁহার সেনার প্রথম সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। কিন্তু গ্যারিবল্‌ডী—সহকারী সেনাপতি সিয়ালডিনির অধীনে ছিলেন বলিয়া তাঁহার গতি প্রতিপদে প্রতিহত হইতে লাগিল। সেনাপতি লা মর্ম্মোরা ও সহকারী সেনাপতি সিয়ালডিনি—গ্যারিবল্‌ডীর অসাধারণ লোকপ্রিয়তা দেখিয়া তাঁহার প্রতি ঈর্ষান্বিত হইলেন এবং প্রতি বক্রে তাঁহার গমনপথে বাধা দিতে লাগিলেন। তাঁহার সৈন্যগণকে খাদ্য-সামগ্রী না দিয়া ও তাঁহাকে এক স্থানে অগ্রসর হইতে বলিয়া আবার তখনই প্রতিনিবৃত্ত হইবার আদেশ দিয়া তাঁহারা স্বাধীনতা-জীবন গ্যারিবল্‌ডীকে উন্মত্ত-প্রায় করিয়া তুলিলেন। এরূপ বাধা—এরূপ পদে পদে হস্তক্ষেপ—গ্যারিবল্‌ডীর অসহ্য হইয়া উঠিল। ইহা তাঁহার তাড়িত গতি ও অনিয়মিত যুদ্ধ-প্রণালীর পক্ষে বিশেষ বিঘ্নজনক। সুতরাং তিনি এরূপ বিশৃঙ্খলিত হইয়া কার্য্য করিতে হইলে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন বলিয়া কৃতসঙ্কল্প হইলেন। একদিন তিনি রোমাগনায় আপনার সৈন্যগণকে রাখিয়া সহসা শিবির ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার গন্তব্য স্থান কেহই জানিতে পারিল না। তিনি একেবারে রাজশিবির লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। সহসা তাঁহার আগমন-বার্ত্তার সংবাদ পাইবামাত্র ভিক্টর ইমানুয়েল্ তাঁহাকে শিবিরাভ্যন্তরে ডাকিয়া পাঠাইলেন। গ্যারিবল্‌ডী রাজাকে বলিলেন যে, তিনি এইরূপে বৃথা সময় নষ্ট করিয়া তাঁহার যুবক-সৈন্যদলের উৎসাহানল ও বীর্য্যবহ্নি নির্ব্বাপিত করিতে ইচ্ছুক নহেন; সুতরাং যদি স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে না পান, তাহা হইলে তিনি এই কার্য্যভার হইতে অপসৃত হইতে অনুমতি প্রার্থনা করেন। গ্যারিবল্‌ডীর চক্ষু দিয়া তৎকালে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সকল নির্গত হইতেছিল। তাঁহার মুখমণ্ডল অন্তর্নিগূহিত ক্রোধে ও অভিমানে আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছিল। ইঁহাকে দেখিয়া ভিক্টর ইমানুয়েল্ বুঝিলেন যে, গ্যারিবল্‌ডীর সঙ্কল্প স্থির; আর বুঝিলেন যে, এই 'মণ্টিভিডিয়ো-মহাব্যাঘ্র' ব্যতীত এই মহাযজ্ঞে সিদ্ধি অসম্ভব! বুঝিয়া তিনি প্রকৃত বীরের ন্যায় এবং প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞের ন্যায় তাঁহাকে যথা ইচ্ছা তথা যাইতে এবং যেরূপ প্রণালীতে ইচ্ছা, সেইরূপ প্রণালীতেই যুদ্ধ করিতে আদেশ দিলেন। পীডমণ্টিস্ সাধারণ-সভা তাঁহাকে এই সময় ডিরেক্টরের পদে অভিষিক্ত করেন। সুতরাং ভিক্টর ইমানুয়েল্ এরূপ প্রশস্ত অনিয়ন্ত্রিত আদেশ-প্রদানে যত্নযুক্ত ছিলেন। আদেশ দিবার সময় তিনি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন:—'আমার কেবল এই দুঃখ রহিয়া গেল যে, আমি আপনার অনুবর্ত্তন করিতে পারিলাম না।'

এই আদেশপ্রাপ্তির পাঁচ ঘণ্টার মধ্যেই গ্যারিবল্‌ডী নিজ আল্‌পস্ সেনার সহিত আসিয়া মিলিত হইলেন। আর সে গজেন্দ্রগমন, আর সে অকারণে গমন ও প্রত্যাগমন, আর সে কূট যুদ্ধপ্রণালী রহিল না। এখন তাহার পরিবর্ত্তে তাড়িতগমন, চমকিত প্রত্যাগমন ও অদ্ভুত সমরপ্রণালী প্রতিষ্ঠাপিত হইল। তাঁহার বিচিত্র ত্বরিত চক্রগতিতে রণপণ্ডিত-প্রবীণ প্রাচীন অষ্ট্রীয়-সেনাপতিগণেরও বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইল। তাঁহার ও তদীয় সৈন্যগণের অসমসাহসিকতা সময়ে সময়ে হঠকারিতায় পরিণত হইতে লাগিল বটে, কিন্তু উপর্য্যুপরি অত্যুজ্জ্বল বিজয়পরম্পরায় সেই হঠকারিতা-জনিত দোষ কাটিয়া যাইতে লাগিল। তাঁহার অবদানপরম্পরার কিরণমালায় জগৎ ঝলসিয়া উঠিল। ইউরোপ বিস্মিত ও চমকিত হইল। ইহাতে তাঁহার পূর্ব্ব-গৌরব শতধা উপচীয়মান হইল। এই সকল বিজয়—তাঁহাকে অতীত ও বর্ত্তমান সেনাপতিগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ করিয়া তুলিল। আধুনিক যুগে তাঁহার সহিত যুদ্ধ না করা যাইতে পারে, এমন যোদ্ধা—প্রথম নেপোলিয়ন ভিন্ন আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। গ্যারিবল্‌ডী তাই আজ ইতালীর উপাস্য-দেবতা, ইতালীর একমাত্র আশাস্থল হইয়া দাঁড়াইলেন।

৯ই মে গ্যারিবল্‌ডী ভেরুয়া নগরে আসিয়া ছাউনী করিলেন। রাত্রিতে শত্রুরা সহসা তাঁহাদিগের শিবির আক্রমণ না করে, তাহার জন্য পূর্ব্ব-বিধান করিয়া গ্যারিবল্‌ডী সে রাত্রি সুখে নিদ্রা যাইলেন। তাঁহার ভলণ্টিয়ার সৈন্যগণ জ্বালাময়ী শিবিরাগ্নির চতুর্দ্দিকে, তারকাখচিত গগনচন্দ্রাতপের নিম্নে অবস্থিত হইয়া আপন আপন ইচ্ছামত কেহ বা তামাকু খাইতে লাগিলেন, কেহ কেহ বা পরস্পর গল্প করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ বা বসিয়া ঢুলিতে লাগিলেন। এই দৃশ্য

দেখিয়া গ্যারিবল্ডীর মনে সেই দক্ষিণ-আমেরিকার স্বাধীন যুদ্ধ-প্রণালীর স্মৃতি উদ্দীপিত হইল। যেখানে তাঁহার ও তদীয় সৈন্যবর্গের স্বাধীন কার্য্যপ্রণালী কোন কঠোর সামরিক নিয়মাবলী দ্বারা সংযত হইত না. সেই আমেরিক রণক্ষেত্র সকল আবার তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। প্রায় এক পক্ষকাল তাঁহারা তথায় অবস্থিতি করিয়া ক্রমাগত অষ্ট্রীয়গণের সহিত অনিয়মিত যুদ্ধ করিয়াছেন। কখন বা গিরিশৃঙ্গে কখন বা আধিত্যকা-প্রদেশে এবং কখন বা উপত্যকা-প্রদেশে থাকিয়া তাঁহারা শত্রুগণকে ব্যস্তসমস্ত করিয়াছেন। অবশেষে ২১শে তারিখের সায়ংকালে তিনি আরোনা (Arona) নগরে গিয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন। তিনি আহারাদি প্রস্তুত করিতে ও শয্যা বিস্তরণ করিতে বলায়, সকলেই মনে করিল, তিনি তথায় কিছু দিনের জন্য অবস্থিতি করিবেন। কিন্তু নিশা-মধ্যভাগে সহসা সিনো-অভিমুখে যাত্রার সংবাদ শুনিয়া সকলেরই সে ভ্রম দূরীকৃত হইল। গ্যারিবল্ডী—অবিনীত পাঁচ সহস্র ভলন্টিয়ার সৈন্য লইয়া সুপ্রসিদ্ধ রিউবিকন্ (Rubicon) নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গ্যারিবল্ডী—ক্যাষ্টেলেটী ও সাইমোনেটা নামক দুইজন উৎসর্গীকৃত-প্রাণ স্বজাতি-প্রেমিককে নৌকা সংগ্রহের জন্য পূর্ব্ব হইতেই পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারা অতি কষ্টে ও অনেক বিপদ্ কাটাইয়া কতকগুলি নৌকা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই সকল নৌকা করিয়া ২২শে তারিখের রজনীতে সেই ক্ষুদ্র ভলন্টিয়ার সেনা নদী পার হইয়া লম্বার্ড-প্রদেশে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলেন।

লম্বার্ড-প্রদেশে আসিয়াই গ্যারিবল্ডী লম্বার্ডির অধিবাসিগণকে জাতীয় সমরে যোগ দিবার জন্য আহ্বান করিয়া এই মর্ম্মে ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন:—লম্বার্ডগণ! আর কেন? অস্ত্র গ্রহণ করুন! দাসত্ব বিদূরিত করিতেই হইবে! যে বন্দুক ধরিতে পারে, অথচ ধরে না, সে জাতীয় শত্রু ও জাতীয় বিশ্বাসহন্তা। ইতালী—যদি তাহার সন্ততিগণ আবার মিলিত হয়, তাহা হইলে—ইতালী—বিধাতা জাতিনিচয়ের মধ্যে তাহাকে যে উচ্চ স্থান প্রদান করিয়াছিলেন,—আবার সেই উচ্চস্থান পুনরধিকার হইবে।"

মহতী অষ্ট্রীয় সেনার সম্মুখ দিয়া সেই গ্যারিবল্ডিনী সেনা ২৩শে তারিখে ভারীজ—এই নগর মাজিয়োর ও কোমো-হ্রদদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত—ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিলেন। এখানে আসিয়া তিনি একটি সুবিধাজনক অবস্থান প্রাপ্ত হইলেন। গ্যারিবল্ডিনী সেনার এরূপ অসমসাহসিক ক্ষিপ্রগতিতে অষ্ট্রীয়ানেরা অতিশয় ভীত হইল। সেই প্রদেশস্থ ক্ষুদ্র নগরমণ্ডলীর পরিরক্ষণার্থ নগর-দুর্গ সকলে যে সকল অষ্ট্রীয় সৈন্য অবস্থিত ছিল, তাহারা গ্যারিবল্ডীর অজেয়তা ও বীরত্বের বিবিধ ও বিচিত্র কাহিনী শুনিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইল। এই ভয়চকিত ভাব দূরীকৃত করিবার জন্য গ্যারিবল্ডিনী সেনার পূর্ণ ধ্বংস বিধানার্থ অষ্ট্রীয়ার সেনা-বিভাগ কাউণ্ট গায়ুলে (Gyulai)-এর কর্ত্তৃত্বাধীনে সপ্তদশ সহস্র পদাতিক ও দুই দল অশ্বারোহী সৈন্য এবং ছয়টি কামান দিয়া অনলময় ও অশ্রান্ত সেনাপতি অর্ব্বানকে (Urban) পাঠাইয়া দিলেন।

এ দিকে গ্যারিবল্ডীর নামের মোহিনীশক্তিতে মুগ্ধ হইয়া দলে দলে ভলন্টিয়ার সৈন্য আসিয়া গ্যারিবল্ডিনী সেনার অন্তর্ভুক্ত হইতে লাগিল। আবালবৃদ্ধ-বনিতা ইতালীর উদ্ধার-কর্ত্তাকে দেখিবার জন্য দলে দলে আসিতে লাগিল। গ্যারিবল্ডী ও গ্যারিবল্ডিনী সেনার অভ্যর্থনার্থ প্রতি গৃহের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইতে লাগিল; এবং প্রতি ভোজনাগারের টেবিল বিবিধ খাদ্যদ্রব্যে পূর্ণ ও সুশোভিত হইতে লাগিল। কিন্তু তাঁহাদের আহারাদি বা আমোদ-আহ্লাদ করিবার সময় ছিল না। কারণ, দেখিতে দেখিতে মণ্টেরোণো হইতে অষ্ট্রীয়া-সেনাপতি অর্ব্বান নগরের অদূরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গ্যারিবল্ডী নগরের দুই সিংহদ্বারে কামানরাজি সাজাইয়া তৎপরিরক্ষণে মেডিসি ও কজেনসকে নিয়োজিত করিলেন। গ্যারিবল্ডী বুঝিলেন যে, শত্রু-সৈন্যের সহিত এই প্রথম সম্মুখ-সমরে তিনি যদি বিজয় লাভ করিতে না পারেন, তাহা হইলে ইতালীর আর কোন আশা নাই। বুঝিয়া তিনি কার্য্যের গুরুত্বের অনুরূপ আয়োজন আরম্ভ করিলেন। এ দিকে সেনাপতি অর্ব্বান্ নগরের প্রান্ত-সীমায় আসিয়া নগর-দ্বার কামানসংরক্ষিত দেখিয়া তথায় ক্ষণকাল থামিলেন এবং নগরের অবরোধ ও আক্রমণের জন্য প্রকাণ্ড আয়োজন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সঙ্কল্প এই যে, তিনি গ্যারিবল্ডিনী সেনার একটিকেও পলাইতে দিবেন না এবং একটিরও প্রাণ থাকিতে ছাড়িবেন না। কিন্তু অর্ব্বান্ কখনও বুঝিতে পারেন নাই যে, গ্যারিবল্ডী—বীরচূড়ামণি গ্যারিবল্ডী—মূর্ত্তিমতী রণবিষয়িণী প্রতিভা। গ্যারিবল্ডী দুই শত অব্যর্থ-লক্ষ্য বন্দুকধারী সৈন্যকে সিংহদ্বারের রক্ষার ভার দিয়া,

স্বয়ং সমস্ত সৈন্য লইয়া রজনীর গাঢ় অন্ধকারের সহায়তায় অলক্ষিতভাবে নগর হইতে বাহির হইয়া সহসা অতর্কিতভাবে অর্ব্বানের পাশ্চাদ্দেশ আক্রমণ করিলেন। গ্যারিবল্ডিনী সেনার প্রচণ্ড বেয়নেট প্রতিঘাতে ও গ্যারিবল্ডীর সেই ভীষণ ডেবিল্ মূর্ত্তিতে অষ্ট্রীয় পদাতিক সেনা শ্রেণীভঙ্গ করিয়া বিশৃঙ্খলভাবে পলায়ন করিল। অষ্ট্রীয় অশ্ব-সেনা বিবিধ প্রকারে তাহাদিগকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু তাহারা ভূতাবিষ্টের ন্যায় ও উন্মত্তের ন্যায় ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিল, আর ফিরিয়া তাকাইল না। মণ্টিবেলো যুদ্ধে * পরাজয়ের অব্যবহিত পরেই এই লজ্জাকর পরাজয়ে অর্ব্বান্ বিষাদে অবনতমুখ হইলেন। অষ্ট্রীয়ার ইতালীয় সিংহাসন আজ অর্দ্ধভগ্ন হইল। ২৫শে মে এই যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ইতালী-গতপ্রাণা বিধবা বিখ্যাত-নাম্নী কৈরোলীর চারি পুত্রের মধ্যে এক পুত্র নিহত হয়। এই প্রাতঃস্মরণীয়-চরিতা স্বজাতিপ্রেমিকা রমণী ইতালীর স্বাধীনতায় আপনার ধন, প্রাণ ও প্রাণাধিক প্রিয়তর পুত্রচতুষ্টয় একে একে সমস্তই বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। নগরের বহিঃস্থ ম্যাল্নেট (Malnate) গ্রামে অর্ব্বানের শিবির সন্নিবেশিত হয়। এই স্থানের নামে এই বিজয়ের নাম 'ম্যাল্নেটের বিজয়' হয়! এই পরাজয়ের পর অর্ব্বান্ কোমো নগরের অদূরবর্ত্তী সান্ ফার্ম্মো (San Fermo) গ্রামে গিয়া ছাউনী করেন। গ্যারিবল্ডীও তাঁহার পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া কোমের চারি মাইল দূরে অবস্থিত কাভালেস্কা (Cavallesca) নামক একটি পার্ব্বতীয় গ্রামে গিয়া শিবির সন্নিবেশ করেন। ভারীজ্ হইতে কাভালেস্কার পথ অতি রমণীয় ও উদাত্ত দৃশ্যে পরিপূর্ণ। সম্মুখে গগনস্পর্শিনী আল্পস গিরিমালা দৃষ্টিপথ রোধ করিয়া ইতালীকে বৈদেশিক আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্যই যেন বিশাল বাহু-যুগল প্রসারণ-পূর্ব্বক দাঁড়াইয়া আছেন। গিরিরাজ সেই পার্ব্বতীয় প্রদেশের বন্ধুর-গাত্র নীল হ্রদ-খচিত অসংখ্য গ্রামনগরীতে ও ক্রমশঃ ঊর্দ্ধগামী চক্রাকার পথিশ্রেণীতে এবং বাদাম মলবরী প্রভৃতি ফলের বৃক্ষে সুশোভিত গুহাশ্রেণীতে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। গিরি-পাদদেশে গিরি-নির্ঝরিণী সকল ঝর্ ঝর্ ও কল্ কল্ ধ্বনিতে কর্ণ বধির করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। গ্যারিবল্ডিনী-সেনা এই নয়নমনোমুগ্ধকরী দৃশ্যাবলীর মধ্য দিয়া গমন করিয়া সমর-ক্লেশ ও পথিগমনশ্রান্তি সমস্ত ভুলিয়া গেলেন।

কাভালেস্কা হইতে কোমো পর্য্যন্ত গিরিপথ সহজেই রক্ষণীয়, কিন্তু অর্ব্বান্ তাহা রক্ষা করিবার কোন চেষ্টা না করিয়া, সান্ ফার্ম্মোগিরিদুর্গে বসিয়া রহিলেন। গ্যারিবল্ডী এক্ষণে কিরূপ যুদ্ধ-প্রণালী অবলম্বন করিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় মার্ক্ইস্ রেমাণ্ডর দুহিতা কতকগুলি পত্র লইয়া তাঁহার শিবিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এক জন অষ্ট্রীয় পত্রবাহকের নিকট হইতে কাড়িয়া গ্যারিবল্ডীকে দিবার জন্য এই পত্রগুলি তিনি আনিয়াছেন। এই পত্রে আর কিছু লিখিত ছিল কি না, জানা যায় না, কিন্তু গ্যারিবল্ডী স্বীকার করিয়াছেন যে, এই সকল পত্র পাঠ করিয়া তিনি শত্রুগণের অবস্থান বিষয়ে সবিশেষ অবগত হন এবং শত্রুগণকে আক্রমণ কালে সেই সংবাদ তাঁহার সবিশেষ উপকারে লাগিয়াছিল। এই রমণীর সহিত আমাদের আর এক স্থলে দেখা হইবে। গ্যারিবল্ডী শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি যাহাতে কোমো পৌঁছিতে না পারেন, অর্ব্বান্ তাহার সবিশেষ বন্দোবস্ত করিতেছেন। অষ্ট্রীয়ানেরা কোমো ও কামালাটার মধ্যবর্ত্তী স্থানে তিনগুণ সৈন্য স্থাপন করিয়াছেন। এই জন্য গ্যারিবল্ডী তাঁহাদিগকে আর সময় দেওয়া অব্যবস্থা মনে করিয়া উদ্যত সঙ্গীনে ক্যাসিয়াটোরি সৈন্য লইয়া সান্ ফার্ম্মো আক্রমণ করিলেন। উভয় সৈন্যে কিছুকাল ধরিয়া ঘোরতর সংগ্রাম চলিতে লাগিল। অবশেষে অষ্ট্রীয় সৈন্য প্রথমে চমকিত, পরে হেলিত ও অবশেষে রণক্ষেত্র হইতে পলাইয়া কোমো নগরে গিয়া আশ্রয় লইল। কিন্তু গ্যারিবল্ডী নিজ সৈন্যগণকে বিশ্রাম করিতে না দিয়া শত্রুগণের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন এবং প্রবলবেগে কোমো নগরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া শত্রুদলকে পর্য্যুদস্ত, বিচ্ছিন্ন ও সর্ব্বতো-বিক্ষিপ্ত করিয়া দিলেন। অতঃপর একটি অষ্ট্রীয়ানেরও পদচিহ্ন সে প্রদেশে আর দৃষ্ট হইল না। তাহারা অবশেষে অতি বিশৃঙ্খল-ভাবে পলাইয়া মনজা (Monza) নগরাভিমুখে ধাবিত হই[illegible] এই দ্বিতীয় বিজয় ভারীজ্ নগরের বিজয় [illegible] অধিকতর মূল্যবান্। কারণ, গ্যারিবল্ডীর যে[illegible] রণোপকরণ সামগ্রীর অভাব ছিল, তিনি [illegible] সামরিক ভাণ্ডারে সে সমস্তই পাইলেন। [illegible] পলায়ন-কালে গোলাগুলী বারুদ ও কমিসো[illegible]

* এই যুদ্ধে সমবেত ফরাসী ও সার্ডিনীয় সেনা ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ২০শে মে তারিখে কাউণ্ট গয়ুলে ও তদীয় অষ্ট্রীয় সৈন্যগণকে সম্মুখ-সমরে পরাজিত করেন।

বিভাগের শকটগুলি সমস্তই ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। সেগুলি এক্ষণে গ্যারিবল্ডিনী সেনার সমূহ উপকারে আসিল। কারণ, সার্ডিনীয় সেনাপতি গ্যারিবল্ডীর বিজয়ে ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া তাঁহার সাহায্যার্থ যুদ্ধের কোনপ্রকার উপকরণ সামগ্রীই পাঠান নাই।

ভেরুয়া-পরিত্যাগের পর গ্যারিবল্ডী বন্ধু-সেনা কত দূর অগ্রসর হইয়াছে জানিবার নিমিত্ত, কোমোর টেলিগ্রাম অফিসে অর্ব্বানের নাম দিয়া এক টেলিগ্রাম করিলেন; এবং তদুত্তরে অবগত হইলেন যে, তাঁহারা এখনও কোন প্রকাশ্য সহায়তা করেন নাই। গ্যারিবল্ডীর বিজয়ে কোমোনগরবাসিগণের আনন্দের আর সীমা রহিল না। তাঁহারা গ্যারিবল্ডী ও গ্যারিবল্ডিনী বিজয়িনী সেনার সম্মানার্থ সেই নগরকে দীপ-মালায় বিভূষিত করিলেন এবং জাতীয় বিজয়োৎসবে সকলেই মাতিয়া উঠিলেন। গ্যারিবল্ডী এখন হইতে যে নগর অধিকার করিতে লাগিলেন, সেই নগরেই এই আরতি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। এই নগরদুর্গ সংরক্ষিত করিয়া এবং অর্ব্বানের প্রত্যাগমনের পথ রোধ করিবার জন্য, ক্যাপ্টেন ফেরারীকে এক দল সৈন্যসহ লেকোনগরে (Lecco) পাঠাইয়া স্বয়ং দ্রুতগতিতে ভারীজ্ নগরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। কারণ, তিনি সংবাদ পাইলেন যে, সেনাপতি অর্ব্বান সেই নগর পুনরধিকার করিবার জন্য সসৈন্য সেই দিকে ধাবিত হইয়াছেন। তিনি সেই নগরের সিংহদ্বারে আসিয়া গ্যারিবল্ডীকে দূরবর্ত্তী মনে করিয়া নগরবাসিগণের নিকট সমর-নিষ্ক্রয়স্বরূপ বিশ লক্ষ ফ্রাঙ্ক চাহিলেন এবং ভয় দেখাইতে লাগিলেন যে, না দিতে পারিলে তিনি নগর অবরুদ্ধ করিবেন।

এদিকে ৪ঠা জুলাই প্রত্যুষে গ্যারিবল্ডিনী সেনা—মন্টি স্যাক্রো পর্ব্বতস্থিত ম্যাডোনামন্দিরের * অদূরে গৈরিক অধিত্যকাপ্রদেশ হইতে নিম্নবর্ত্তিনী সেনার উার—ব্যাদানোন্মুখিনী হইল। গ্যারিবল্ডীর অগ্রবর্ত্তিনী সেনা, সেনাপতি মেডিসির অধিনায়কত্বে ভিলা মেডিসি নামক গ্রামে গিয়া তাহা অধিকার করিল। কিন্তু সেই ক্ষুদ্র সেনা অষ্ট্রীয় সৈন্যের সংখ্যার আতিশয্য দেখিয়া আর অগ্রসর হইতে সাহস করিল না। ক্রমে গ্যারিবল্ডীর সমস্ত সৈন্য তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। গ্যারিবল্ডী তথায় পৌঁছিয়াই আপনাদের শিবির সন্নিবেশের চতুর্দ্দিকে দারুময় প্রাকার নির্ম্মাণ করিলেন। সেনাপতি অর্ব্বান্ বুঝিলেন যে, মন্টিভিডিয়ো ব্যাঘ্র এত দিনের পরে তাঁহার কবলে পড়িয়াছেন। তিনি সেই দিনই মিলানে টেলিগ্রাম করিলেন যে, পরদিন প্রত্যুষেই তিনি গ্যারিবল্ডীকে হত বা জীবিত-অবস্থায় প্রাপ্ত হইবেন। অষ্ট্রীয়ানেরা সেই দারুময় দুর্গ-পরিবেষ্টি॰ গ্যারিবল্ডিনী সেনাকে অবরুদ্ধ ও অনাহারে প্রপীড়িত করিয়া বিনা-যুদ্ধে করতলস্থ করিবে মনে করিয়া সে রাত্রি সুখে নিদ্রা যাইতে লাগিল। এ দিকে অনুকূল দৈববশে সে রাত্রিতে ভীষণ ঝটিকা উপস্থিত হইল। গ্যারিবল্ডী তথায় থাকা অনুচিত মনে করিয়া বিদ্যুদ্বিলসন, বজ্রপাত, ভীষণ বৃষ্টিপাত, এবং গাঢ় অন্ধকারের সাহায্যে অলক্ষিতভাবে দারুদুর্গ হইতে নির্গত হইয়া গিরিগুহার মধ্য ও গিরিপথের উপর দিয়া প্রত্যুষে কোমো নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যে সময় অর্ব্বান্ গ্যারিবল্ডীর দারুদুর্গ আক্রমণ করিবেন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, সেই সময়ে তিনি নিরাপদে কোমো নগরে গিয়া অবস্থিত হইলেন। এ দিকে অর্ব্বান্ শীকার হস্ত-বহির্ভূত হইয়াছে দেখিয়া বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। এইরূপ গ্যারিবল্ডী দৈবসাহায্যে এক বিষম সঙ্কট স্থান হইতে উদ্ধার পাইলেন। তিনি যখন যে বিপদে পড়িয়াছেন, বিধাতা যেন স্বয়ং আসিয়া তাঁহাকে সে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। ভগবান্ বিপন্ন ব্যক্তিমাত্রকেই রক্ষা করিয়া থাকেন। তিনি যে সকল অনুকূল ঘটনা সম্মুখে আনিয়া দেন, যে তাহার সুবিধা লইতে পারে, সেই রক্ষা পায়; যে সুবিধা লইতে জানে না বা পারে না, সেই মারা পড়ে। দৈবলক্ষণ বুঝিতে ও তাহার সুবিধা লইতে জানিতেন বলিয়াই গ্যারিবল্ডী রণে অজেয় ও বিধাতার অনুগৃহীত বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন।

গ্যারিবল্ডীর দ্রুতগতিতে ও অদ্ভুত যুদ্ধপ্রণালীতে অষ্ট্রীয় সেনাপতি ও সৈন্যগণ ক্রমেই হতবুদ্ধি হইতে লাগিলেন। সভ্যজগতের তদাপ্রচলিত যুদ্ধপ্রণালীর ব্যতিক্রম করিয়া গ্যারিবল্ডী যুগ...

* এই স্থান খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণের একটি প্রধান তীর্থ। ইহাতে চতুর্দ্দশ ধর্ম্ম-মন্দির (Chappels) বলিয়া অসংখ্য যাত্রী প্রতিবৎসর এই স্থান দর্শন করিতে আসিয়া থাকেন। ইহার পৃষ্ঠদেশে অনন্ত বিস্তৃত আল্পস গিরিমালা ও পাদদেশে সপ্ত হ্রদ বিরাজমান আছে।

শত্রুগণের মনে বিরক্তি ও বিস্ময় এবং নিজ সৈন্যগণের মনে বিশ্বাস ও উৎসাহ উৎপাদন করিতে লাগিলেন। গ্যারিবল্‌ডী ও তদীয় সেনা কখন ভারীজ, কখন লাভেনো, কখন সান্‌ফার্ম্মো, কখন বা কোমোতে উপস্থিত হইতে লাগিলেন এবং অবশেষে অষ্ট্রীয় সেনাপতি অর্কানকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। তাঁহার ও তদীয় অজেয় সেনার অদ্ভুত বীরত্ব ও রণকৌশলের কাহিনীতে ইউরোপ বিস্মিত ও স্তিমিত হইয়া রহিল। অষ্ট্রীয় সৈন্যেরা মনে করিল যে, স্বর্গের দেবতারা আসিয়া গ্যারিবল্‌ডীর সহিত যোগ দিয়াছেন। এই বিশ্বাস করিয়া তাহারা মেরীর নাম জপ করিতে লাগিল।

কোন লণ্ডন-পত্রিকার সংবাদদাতা গ্যারিবল্‌ডীর শিবির হইতে ৩০শে মে তারিখে গ্যারিবল্‌ডীর শিবিরের তাৎকালিক অবস্থার এইরূপ চিত্র প্রদান করিয়াছিলেন :—প্রত্যেক গ্রাম ও ক্ষুদ্র পল্লী হইতে ভলন্টিয়ার সৈন্য দলে দলে গ্যারিবল্‌ডীর শিবিরে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। তদ্ভিন্ন একদল পীড্‌মণ্টিস্‌ সেনা ও দুইটি ব্যাটারী আসিয়া উপস্থিত হয়। গ্যারিবল্‌ডী নগরদ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র কোমো ও লেকো নগরের অধিবাসি-বৃন্দ ভিক্টর্‌ ইমানুয়েলের অধীনতা স্বীকার করিল ও মহা সমারোহে গ্যারিবল্‌ডীকে গ্রহণ করিল। তাঁহার ঘোষণা-পত্র-সকল তৎপ্রদেশের অধিবাসিবৃন্দকে এত দূর উত্তেজিত করিয়াছিল যে, তাহারা প্রচণ্ড উৎসাহের সহিত তাঁহার পতাকামূলে আসিয়া দাঁড়াইল। যদিও গ্যারিবল্‌ডী সার্ডিনীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কোনও প্রকার অর্থ-সাহায্য প্রাপ্ত হন নাই, তথাপি তাঁহার অর্থের কোন অসদ্ভাব নাই। কারণ, চতুর্দ্দিক্‌ হইতে অর্থ-সাহায্য আসিয়া তাঁহার রণকোষ পরিপূরিত করিতে লাগিল। অধিক কি, লম্বার্ড মহিলাগণ আপনাদিগের কণ্ঠ ও কর্ণভূষণ পর্য্যন্ত জাতীয় সমরের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ পাঠাইয়া দিতে লাগিলেন। শুনিলে বিস্মিত হইতে হইবে যে, দুই দিনে গ্যারিবল্‌ডী বিশ লক্ষ ফ্রাঙ্ক প্রাপ্ত হন। ধন্য ইতালীয়গণ! ধন্য তোমাদের স্বদেশানুরাগ! ধন্য ইতালীয় রমণীগণ! ধন্য তোমাদের আত্মোৎসর্গ!

কোমো-প্রাপ্তির সহিত অনেকগুলি অষ্ট্রীয় বাষ্পপোত আল্‌পসের্‌ পাদদেশস্থ সপ্ত হ্রদে গ্যারিবল্‌ডীর করতলস্থ হয়। সৈন্যগণকে ও যুদ্ধসামগ্রী সকল বহিয়া লইয়া যাওয়া ও প্রতি বন্দরের সংবাদ লওয়া বিষয়ে সেগুলি গ্যারিবল্‌ডীর বিশেষ উপকারে লাগিয়াছিল।

পূর্ব্বোল্লিখিত পত্র-প্রেরক গ্যারিবল্‌ডী সম্বন্ধে আরও লিখিয়াছেন :—"গত ২৭শে মে শনিবার সান্‌ ফার্ম্মো ও ক্যামার্লেটায় দুই ঘণ্টা কাল ঘোরতর সমরের পর শত্রুদিগকে পরাস্ত করিয়া গ্যারিবল্‌ডী কোমো নগরে গিয়া তাহা অধিকার করেন। ক্যামার্লেটা কোমোর দ্বার-স্বরূপ। ক্যামার্লেটা ও সান্‌ ফার্ম্মো—দুই স্থানই বেয়নেটাগ্রে গৃহীত হয়। এই ভীষণ ও রুধিরময় সমরের সহিত পুরাকালীন রোমীয় ও কার্থেজীয়গণের সমরের তুলনা হইতে পারে না। গ্যারিবল্‌ডী অতি অল্প সময়ের মধ্যে যে অদ্ভুত বিজয়পরম্পরা লাভ করিয়াছিলেন, তাহার কাহিনী শুদ্ধ পীড্‌মণ্টিস্‌ সেনাকে কেন—ফরাসী সেনাকেও বিস্মিত ও মুগ্ধ করিয়াছিল। আমি টিউরিন্‌ ছাড়িয়া আসিবার পূর্ব্বে শুনিলাম যে, ফরাসী সম্রাট্‌ এত অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া এরূপ অদ্ভুত বিজয়-পরম্পরা লাভ করার জন্য তাঁহাকে ও তদীয় বীর সেনাদলকে সংবর্দ্ধনা করিবার নিমিত্ত একজন কর্ম্মচারী পাঠাইয়া দেন।"

এদিকে যেমন গ্যারিবল্‌ডী ত্বরিত চক্রগতিতে অষ্ট্রীয়গণকে বিস্মিত, বিভ্রান্ত ও পরাজিত করিতে লাগিলেন, অন্যদিকে আবার মিলিত ফরাসী ও সার্ডিনীয় সেনা তাঁহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। মণ্টেবেলো সমরের পর অষ্ট্রীয়ানেরা মিলিত ফরাসী ও সার্ডিনীয় সেনা কর্ত্তৃক ম্যাজেণ্টা নগরে পরাজিত হয়। মিলিত সেনা এক্ষণে যুদ্ধস্রোত অষ্ট্রীয়া-ক্ষেত্রে প্রবাহিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। মিলিত-সেনার বিজয়ের অনুতাপানুসারে গ্যারিবল্‌ডীর কার্য্য-প্রণালীর উপর রাজ-হস্তক্ষেপের পরিমাণ বাড়িতে লাগিল। এই সময় প্রায় ৬০,০০০ ষাইট হাজার ভলন্টিয়ার সৈন্য গ্যারিবল্‌ডীর সাহায্যার্থ আসিয়া উপস্থিত হইল। সার্ডিনীয় গবর্ণমেণ্ট তাহার মধ্য হইতে চারি সহস্র মাত্র অকর্ম্মণ্য সৈন্য বাছিয়া লইয়া—অবশিষ্টকে এই বলিয়া বিদায় দিলেন যে, নিয়মিত সেনাই ইতালীকে শত্রুহস্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য পর্য্যাপ্ত, ইহার উপর অনিয়মিত সেনা আর বাড়িলে রাজ্য বিপদগ্রস্ত হইবে। সুতরাং তাঁহারা গবর্ণমেণ্টকে আর এরূপ জ্বালাতন করেন, গবর্ণমেণ্ট এরূপ ইচ্ছা করেন না। এই চারি সহস্রের সঙ্গে ঘোটক বা কামানাদি কিছুই না দিয়া গবর্ণমেণ্ট ইহাদিগকে গ্যারিবল্‌ডীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। গ্যারিবল্‌ডী এই সৈন্যের নাম 'পীড়িত সেনা' রাখিয়াছিলেন। ফরাসী সম্রাট্‌

নেপোলিয়নও ভলণ্টিয়ার সৈন্যগণের প্রতি এই দুর্ব্ব্যবহার দেখিয়া নিজে তাহাদিগকে অস্ত্র-শস্ত্র ও বস্ত্র দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন এবং গ্যারিবল্ডীকে লীজন্ অব অনর্ (Legion of Honor) সম্মান প্রদান করিতেও চাহিয়াছিলেন। কিন্তু গ্যারিবল্ডী ফরাসী সম্রাটকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন, এই জন্য তাঁহার নিকট হইতে কোনও প্রকার অনুগ্রহ লইতে অস্বীকৃত হইলেন।

যদিও গবর্ণমেণ্ট ভলণ্টিয়ার সৈন্যগণকে তিরস্কার করিয়া বিদায় করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাদিগের গ্যারিবল্ডীর প্রতি এত দৃঢ় ভক্তি ও অনুরাগ ছিল যে, তাঁহারা কোমোস্থিত গ্যারিবল্ডীর শিবিরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। গ্যারিবল্ডী সেই ভলণ্টিয়ার সৈন্যগণকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও রণদীক্ষিত করিবার জন্য কতিপয় সৈনিক কর্ম্মচারীকে কোমোতে রাখিয়া স্বয়ং একদল সৈন্য লইয়া লেকো (Lecco) নগরের মধ্য দিয়া বার্গেমো নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ম্যাজেণ্টা সমরের চারিদিন পরে গ্যারিবল্ডীর সেনা এই নগর অধিকার করিল। এত দ্রুত ও অভাবনীয় রূপে গ্যারিবল্ডী এ নগর দখল করেন যে, নগরের বহিঃস্থ অষ্ট্রীয়ানেরা কয়ঘণ্টা পর্য্যন্ত ইহার কোন সংবাদই পায় নাই। একখানি ট্রেণ নগরে আসিয়া পড়িলে সমস্ত অষ্ট্রীয় সৈন্য নির্ব্বিবাদে গ্যারিবল্ডীর কবলস্থ হইত। কিন্তু অষ্ট্রীয়গণের সৌভাগ্যক্রমে নগর হইতে একমাইল দূরে থাকিতে তাহারা সংবাদ পাইল যে, নগর গ্যারিবল্ডী কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। গ্যারিবল্ডীর নামমাত্রে তাহারা এত ভীত ও চকিত হইল যে, এঞ্জিনের গতি ফিরাইবার আদেশ দিতে ভুলিয়া গিয়া সেই পঞ্চদশ শত সৈন্য গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া যে দিকে পারিল, দৌড় দিয়া পলায়ন করিল।

১১ই জুন গ্যারিবল্ডী ব্রিস্কিয়া (Brescia) নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অষ্ট্রীয়ানেরা দুই মাইল পশ্চাতে তাঁহার অনুসরণার্থ আসিতেছিল। গ্যারিবল্ডী যে মিলিত সৈন্য হইতে কোন সাহায্য পাইতেছেন না, তাহা তাহারা জানিত না। জানিলে হয় ত গ্যারিবল্ডীকে দ্রুত আক্রমণ করিত। সুতরাং তাহারা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। এদিকে বীর ব্রিস্কিয়ান্‌গণ গ্যারিবল্ডীকে সবিশেষ উৎসাহের সহিত গ্রহণ করিলেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের বিপ্লবে তাঁহাদিগকে সবিশেষ নিপীড়িত করায়, তাঁহারা অষ্ট্রীয়গণের উপর বিশেষ চটিয়াছিলেন। গ্যারিবল্ডী ইহা জানিতেন। এই জন্য নগর-প্রবেশ কালে এই ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন, 'মহাগৌরবান্বিত ইতালীয়-ফরাসী সৈন্য আজ তোমাদিগকে শত্রুহস্ত হইতে পরিত্রাণ করিল, এক্ষণে আশা করি, তোমরা তোমাদের উদ্ধার-কর্ত্তৃগণের যোগ্য হইবে।' নগরবাসীরা এই ঘোষণা-পত্রের প্রার্থনারূপ কার্য্য করিলেন। তাঁহারা বিশেষ উৎসাহের সহিত নগরের চতুর্দ্দিকে দারুদুর্গ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং গ্যারিবল্ডীর সেনার সহিত মিলিত হইবার জন্য ভলণ্টিয়ার সৈন্য প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। কিন্তু এ সমস্ত আয়োজন নিষ্প্রয়োজন হইল; কারণ, অষ্ট্রীয়ানেরা সে নগরের অবরোধার্থ আসিল না। ঘটনার গতিতে তাহারা এক্ষণে দ্রুতপদে মিন্‌সিয়োনগরাভিমুখে ধাবিত হইল।

১২ই জুন সন্ধ্যার সময় গ্যারিবল্ডী পলায়মান অষ্ট্রীয়গণের অনুসরণার্থ চীজ (Cheies) নদীর তীরাভিমুখে ধাবিত হইয়া লোনাটো (Lonato) নগর দখল করিবার আদেশ পাইলেন। যদিও সন্ধ্যা অতীত হইয়াছিল, তথাপি গ্যারিবল্ডী আদেশপ্রাপ্তিমাত্র ব্রিস্কিয়া হইতে যাত্রা করিয়া চারি মাইল দূরে সেণ্ট ইউফেমিয়া নগরে গিয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন।

এদিকে মিলিত সেনার বিজয়-পরম্পরায় গ্যারিবল্ডীর বিজয়-পরম্পরা যেন ঢাকিয়া যাইতে লাগিল। ভিকটর ইমানুয়েল্ ৩০শে মে প্রত্যূষে ভাসেলীর নিকটে সেছিয়া নদী পার হইয়া প্যালেষ্ট্রো, ক্যাসালাইন ও ভিন্‌জাগলিয়া নগরস্থ মৃন্ময়দুর্গপরিবেষ্টিত শত্রুশিবিরত্রয় আক্রমণ করিলেন। ভীষণ সংঘর্ষের পর ইতালীয় সেনা প্যালেষ্ট্রো প্রভৃতি নগর অধিকার করিল।

৩১শে মে প্রত্যূষে পঞ্চবিংশ অষ্ট্রীয় সেনা প্যালেষ্ট্রো পুনরধিকার করিতে চেষ্টা করিল—কিন্তু আবার পরাজিত হইল। এই যুদ্ধে সার্ডিনীয়ারাজের রণবিষয়িণী প্রতিভা পূর্ণবিকাশ প্রাপ্ত হয়। সিয়ালডিনি এই যুদ্ধে রাজার অনেক সহায়তা করেন। ৩১শে মে সন্ধ্যায় সময় অষ্ট্রীয়গণ প্যালেষ্ট্রো পুনরধিকার করিবার জন্য আবার বদ্ধপরিকর হয়। কিন্তু সিয়ালডিনির পদাতিক সৈন্য ও রাজার অশ্বারোহী সৈন্য রণে অজেয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। অষ্ট্রীয়েরা প্রাণোৎসর্গ করিয়াও ইতালীয় সেনাকে স্থানচ্যুত করিতে পারিল না। ৪ঠা জুন ম্যাজেণ্টা নগরে যে মহাযুদ্ধ হয়, তাহাতে মিলিত সেনার অধিনায়কত্ব ফরাসী সম্রাটের হস্তেই ছিল। সেই মহাযুদ্ধে অষ্ট্রীয়েরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। মাক্‌মেহন, কান্‌রোবার্ট, ডি-হিলিয়ার্স, ডি-আন্‌জেলী, মিলিনেট্, ক্লার্, উইম্পফেন্, এস্‌পিনাসী ও নীল—এই কয় সেনাপতি এই

যুদ্ধে অদ্ভুত বীরত্ব ও রণপাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়া গৌরব-সমাচ্ছাদিত হন।

এই সকল বিজয়-বার্ত্তা শ্রবণে গ্যারিবল্‌ডীর অন্তরে অতিক্রম লালসা ও জিগীষা উদ্দীপিত হয়। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি শত্রুগণের উপর এরূপ বিজয়পরম্পরা লাভ করিবেন, যাহার উজ্জ্বলো মিলিত সেনার বিজয়জনিত গৌরব নিষ্প্রভ হইয়া যাইবে। বস্তুতঃ তাহাই ঘটিয়াছিল। মনীষীর বাক্য কখন নিষ্ফল হয় না।

আমরা পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, বিষয়ের গুরুত্ববোধে ও পাঠকগণের স্মরণার্থ আবার সংক্ষেপে নিম্নে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

গ্যারিবল্‌ডী ৫ই জুন ষ্টীমারে চড়িয়া লেকো অভিমুখে যাত্রা করেন। লেকোতে পৌঁছিয়াই তিনি বার্গেমো অভিমুখে যাত্রা করেন। গ্যারিবল্‌ডীর আগমন সংবাদ শুনিয়াই অষ্ট্রীয়ানেরা যুদ্ধোপকরণ ও অন্যান্য বহুমূল্য দ্রব্য সামগ্রী ফেলিয়া ব্রিস্কিয়া অভিমুখে পলায়ন করে। তথায় নগরবাসীরা ও নাগরিক শাসন-সমিতি বহু সম্মান ও সমাদরের সহিত গ্যারিবল্‌ডী ও গ্যারিবল্‌ডিনী সেনাকে গ্রহণ করেন; গ্যারিবল্‌ডী নগরবাসিগণের উৎসব ও জয়ধ্বনির মধ্য দিয়া নগর-মধ্যে প্রবেশ করেন। কিন্তু তিনি অশ্ব হইতে অবতরণ করিতে না করিতেই সংবাদ আসিল যে, ব্রিস্কিয়া হইতে একদল অষ্ট্রীয় সৈন্য আসিতেছে। অমনি তিনি অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইলেও সৈন্যগণকে শত্রুসেনার বিরুদ্ধে চালিত করিলেন। তদীয় সেনার ভীষণ বেয়নেটাঘাতে অসংখ্য শত্রুসৈন্য রণশায়িত হইল। হতাবশিষ্ট শত্রুসৈন্য ভয়ে রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল।

গ্যারিবল্‌ডী এক্ষণে কয় দিনের জন্য নিজ নিজ সৈন্যগণকে বিশ্রাম করিতে অনুমতি দিলেন। কারণ, বিংশতি দিবসের অশ্রান্ত পরিশ্রমে তাঁহার সৈন্যেরা একেবারে শীর্ণ-বিশীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। এই বিংশতি দিনে সেই গ্যারিবল্‌ডিনী সেনা একটি প্রদেশ অধিকার করিয়াছিল। সান্ ফার্ম্মো, কোমো, ল্যাডেনো, ভারীজ ও মনজার বিখ্যাত বিজয়পরম্পরা এই কয়-দিনেই লব্ধ হয়। কিন্তু এই বিজয়-পরম্পরা বহুমূল্যে ক্রীত হয়। ঐ সকল যুদ্ধে আল্‌পস সেনার অনেক বীররত্ন সমরশায়িত হন। যদিও বাছা বাছা ভলন্টিয়ার সৈন্যে তাঁহাদগের স্থান পূরিত হইতে লাগিল, তথাপি গ্যারিবল্‌ডী তাঁহাদগের শোক ভুলিতে পারেন নাই। দিন দিন অসংখ্য লোক ভলন্টিয়ার হইবার জন্য আসিতে লাগিল। কিন্তু যাঁহারা শারীরিক ও নৈতিক উৎকর্ষে শ্রেষ্ঠ. যাঁহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি ও সম্মান-জ্ঞান অক্ষুণ্ণ, তাঁহারাই সিকাটোরী সৈন্যের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিতেন।

সৈন্যগণের বার্গেমো অবস্থিতিকালে গ্যারিবল্‌ডী ভিক্টর ইমানুয়েলের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য মিলান্ যাত্রা করেন। রাজা সবিশেষ উৎসাহ ও সমাদরের সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করেন। উভয়ের গোপনে অতি নিগূঢ় মন্ত্রণা হয়। সেনাপতি বক্ষে বিজয়-দ্যোতক রাজদত্ত সুবর্ণপদক ধারণ করিয়া শিবিরে প্রত্যাবৃত্ত হন। তিনি আপন বীর সৈন্যগণের বীরত্বের পুরস্কার জন্য অসংখ্য রাজদত্ত ক্রস্ ও অলঙ্কার লইয়া আসেন। তাঁহার সৈন্যগণের প্রতি ভিক্টর ইমানুয়েলের এরূপ শ্রদ্ধা ছিল যে, ইতালীয় 'অগ্র সেনা'র অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিতে যদি তাঁহাকে রাজসিংহাসন ও রাজ-চিন্তা পরিত্যাগ করিতে হয় তিনি তাহাতেও প্রস্তুত আছেন। গ্যারিবল্‌ডীর সৈন্য যখন বার্গেমোতে, তখন মিলিত সেনা পশ্চাতে আদ্দানদীতীরে অবস্থিত ছিল। গ্যারিবল্‌ডিনী সেনা সতত মূল-সেনার অগ্র-গামিনী থাকিত বলিয়াই, ইহা 'অগ্র সেনা' বলিয়া আখ্যাত হইত।

১১ই জুন গ্যারিবল্‌ডিনী সেনা বার্গেমো পরিত্যাগ করিয়া ব্রিস্কিয়া অভিমুখে অভিযান করিতে আদিষ্ট হইলেন। এই আদেশ গগনবিদারী জয়ধ্বনির সহিত গৃহীত হইল। এই নগর দুর্গ দ্বারা সুসংরক্ষিত ছিল। সুতরাং সকলেই জানিত, এই নগর বেয়নেটাগ্রে দখল করিতে হইবে এবং এই আক্রমণে অসংখ্য সৈন্য নিহত হইবে জানিয়াও সকলে মহোৎসাহে সেই নগরাভিমুখে চলিলেন। কারণ, তাঁহারা জানিতেন যে, ইচ্ছা হইলেও আর পশ্চাৎপদ হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ, গ্যারিবল্‌ডীর দৃঢ়তা ও অধ্যবসায়ের নিকট "না" শব্দ স্থান পাইত না। যিনিই যাইতে অস্বীকৃত হইবেন, তিনি সেনাপতির নিকট গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। এই ভাবিয়া ও জাতীয় ভাবে উদ্দীপিত হইয়া তদীয় বীর সৈন্যদল 'মন্ত্রং বা সাধয়েয়ম্, শরীরং বা পাতয়েয়ম্"—সঙ্কল্প করিয়া চলিতে লাগিলেন। গ্যারিবল্‌ডী নিজ সৈন্যগণকে নানা দলে বিভক্ত করিয়া নানা দিক্ দিয়া নগর আক্রমণ করিলেন। অষ্ট্রীয়ানরা ভাবিল যে, এই সকল ক্ষুদ্র সেনাদল মূল সেনার অগ্র-দল মাত্র। এই ভাবিয়া তাহারা বার্গেমোতে যেরূপ করিয়াছিল, এখানেও ঠিক সেইরূপ করিল। তাহারা পেট্রিয়ট্ সেনার হস্তে নগর অর্পণ করিয়া পলায়ন করিল। গ্যারিবল্‌ডী যে এই ক্ষুদ্র সেনা লইয়া মূল সেনা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এত দূরে আসার সাহস

করিবেন, অহারা এরূপ বিশ্বাস করিতে পারে নাই। তাই তাহারা নগর-রক্ষার জন্য কোন আয়োজন করে নাই। সুতরাং তাহাদিগকে ভয়ে নগর ফেলিয়া পলায়ন করিতে হইল। আজ গ্যারিবল্ডী বিজয়ী সেনাপতির ন্যায় নগরবাসিগণের জয়ধ্বনি ও নাগরিক-শাসনসমিতির অভ্যর্থনার মধ্যে মহোৎসাহে ও মহোৎসবে নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। চতুর্দ্দিকে বিজয়-সূচক ঘণ্টাধ্বনি হইতে লাগিল। গ্যারিবল্ডিনী সেনার জন্য পানীয় ও আহার সামগ্রীর আয়োজন করিয়া নগরের প্রতিগৃহ উন্মুক্ত-দ্বার হইতে লাগিল। নগরের সৌধরাজি দীপমালায় আলোকিত হইল। যে নগর ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের একদিন ঘাতক অষ্ট্রীয় সেনাপতি হেনার্ড—(Haynard)এর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিয়াছিল, আজ সেই ব্রিস্কিয়া নগর গ্যারিবল্ডীকে 'উদ্ধারকর্ত্তা' বলিয়া মহাসমাদরে গ্রহণ করিল। আজ তাহার জাতীয় দুর্গতির অবসানের দিন। সুতরাং আজ তাহার অধিবাসিবৃন্দের হৃদয়ের আনন্দোচ্ছ্বাসের পরিমাপ করে, কাহার সাধ্য ?

ব্রিস্কিয়াতেই প্রকৃত প্রস্তাবে বৈপ্লবিক সমর আরম্ভ হইল। গ্যারিবল্ডী তথা হইতে পার্শ্ববর্ত্তী নগর সকলের শাসন-সমিতিকে অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সকলেই তাঁহার অনুরোধ পালন করিতে লাগিলেন। সুতরাং সে প্রদেশের সর্ব্বত্র জাতীয় পতাকা উড্ডীন হইল। গ্যারিবল্ডী একখানি বৃহৎ গাড়ীতে (Omnibus) অষ্টাদশ সৈনিক পুরুষকে ইড্রো নগরে প্রেরণ করিলেন। সেনাপতি কর্ণেল টুর্ * ও মেজর কামুজি (Cammuzi) তাঁহাদিগের অধিনায়ক হইয়া তাঁহাদিগের পশ্চাতে আর একখানি ছোট গাড়ীতে করিয়া গমন করিলেন। তাঁহারা ইড্রো-নগর-বাসিগণ কর্ত্তৃক মহাসমাদরে পরিগৃহীত হইলেন। তাঁহাদিগের আগমনে নগরে মহা উৎসব হইতে লাগিল; চতুর্দ্দিকে মঙ্গলসূচক ঘণ্টা-ধ্বনি হইতে লাগিল; এবং নগরের শাসন-সমিতির প্রাসাদোপরি ত্রিবর্ণ জাতীয় পতাকা উড্ডীন হইল; সেনাপতিদ্বয় সেই অষ্টাদশ জন সৈনিকপুরুষকে নগরের দুর্গ-রক্ষার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া আপনারা সেই ডিষ্ট্রিক্ট হইতে সার্দ্ধ দ্বিশত অত্যুগ্র উৎসাহশীল ও সম্ভ্রান্তবংশোদ্ভব যুবক ভলন্টিয়ার সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ব্রিস্কিয়া নগরে প্রত্যাগত হইলেন।

পাঠক! আমরা গ্যারিবল্ডীকে ব্রিস্কিয়া হইতে চার মাইল দূরে সেণ্ট ইউফিমিয়া নগরের শিবিরাভ্যন্তরে রাখিয়া আসিয়াছিলাম। চলুন্ দেখিগে, তিনি কি করিতেছেন। সার্ডিনীয় সেনা হইতে সাহায্য পাইবার আশায় বঞ্চিত হইয়া তিনি ত্রি-পন্তী বা ত্রি-সেতু * নামক স্থানে অষ্ট্রীয় সৈন্যগণকে আক্রমণ করেন। এই ত্রি-সেতু-সমরে গ্যারিবল্ডী অষ্ট্রীয়গণকে ছয়বার পরাস্ত করেন; এবং অবশেষে তাহাদিগকে সে স্থান হইতে একেবারে তাড়িত করেন। এই যুদ্ধে যদিও তিনি বিজয়লাভ করেন বটে, তথাপি ইহাতে তাহার এত সৈন্য নষ্ট হইয়াছিল যে, নব-বল-সঞ্চয়ের নিমিত্ত তাঁহাকে পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া মূল সেনার সহিত মিলিত হইতে হইল। তথায় যাইবামাত্র তিনি ভল্টানাইন্ প্রদেশে সমরানল প্রজ্বলিত করিবার নিমিত্ত ভোবানো নগরের পথ দিয়া গার্ডা-হ্রদাভিমুখে যাত্রা করিবার আদেশ পাইলেন।

গাডাহ্রদের তীরে ও সালো (Salo) নগরের পথে

* কর্ণেল টুর্ (Turr) একজন প্রধান গ্যারিবল্ডী-ভক্ত ও একজন পরম স্বদেশবৎসল বীর। এই বীরপুরুষ ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের বিপ্লবে নিজ দেশ হঙ্গেরী হইতে তাড়িত হন। তিনি স্বদেশ হইতে তাড়িত রোমের অবরোধকালে গ্যারিবল্ডীর সাহায্য করিবার নিমিত্ত দ্রুতপদে রোমাভিমুখে আসিতেছিলেন; কিন্তু আসিয়া শুনিলেন, রোম শত্রুহস্তগত হইয়াছে। তখন তিনি ভগ্নহৃদয়ে তথা হইতে চলিয়া গিয়া অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার সুবিধা খুঁজিবার জন্য সমস্ত ইউরোপ আলোড়ন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে তিনি ক্রিমিয়া যুদ্ধে যাইতেছিলেন, এমন সময় বুচারেষ্ট (Bucharest) নগরে অষ্ট্রীয়ানেরা তাঁহাকে গ্রেপ্তার করে। অতি কষ্টে তিনি কারাগারে কিছুকাল যাপন করেন। বহুদিন ধরিয়া তাঁহার বিচার হইতে থাকে। প্রতিদিন তিনি মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময় একদিন এই আনন্দপূর্ণ সংবাদ আসিল যে, ইংলণ্ডের অনুরোধে তাঁহার প্রতি পূর্ব্বে যে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা প্রদান করা হইয়াছিল, তাহা রহিত করিয়া, নির্ব্বাসন-দণ্ড বিহিত করা হইল। তিনি তাহাতেই পরম সন্তুষ্ট হইলেন। কারাগার হইতে বহির্গত হইয়া তিনি দ্রুতপদে গ্যারিবল্ডীর পতাকামূলে আসিয়া আশ্রয় লইলেন। আজ সুবিধা পাইয়া তিনি মনের সাধে স্বজাতির শত্রু অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ত্রি-পন্তীর (Tri-ponti) যুদ্ধে তিনি বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করেন।

* Tri-ponti Three Bridges.

অবস্থিত কাষ্টে-নেডেলো নগর দখল করিবার জন্য গ্যারিবল্‌ডী দুই রেজিমেণ্ট সৈন্য লইয়া সেই দিকে যাত্রা করিতেছিলেন। এমন সময় অষ্ট্রীয় সেনাপতি অর্ব্বান (Urban) মহতী সেনা লইয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করেন। উভয় সৈন্যে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। গ্যারিবল্‌ডী যে অশ্বপৃষ্ঠে আরূঢ় ছিলেন, একটি গুলীর আঘাতে সে ভূপাতিত হইল ও সেই সঙ্গে আরোহীকে ভূতলশায়ী করিল। বেগে পতন-হেতু গ্যারিবল্‌ডী ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহার সৈন্যেরা সেনাপতির মৃত্যুর আশঙ্কা করিয়া কোলাহল করিতে লাগিল। গ্যারিবল্‌ডী ইহা শুনিয়া নিমিষ-মধ্যে উল্লম্ফে ভূমি হইতে উত্থিত হইয়া তরবারি বিঘূর্ণন দ্বারা সৈন্যগণকে জানাইলেন যে, তিনি অব্যাহত আছেন এবং ভীষণরবে বলিয়া উঠিলেন,—'আক্রমণ কর।' তাঁহার বাক্যের মোহিনী শক্তিতে উদ্দীপিত হইয়া তদীয় সৈন্যগণ বিচিত্র চক্রগতিতে বেয়নেট-হস্তে শত্রুদিগকে আক্রমণ করিলেন। সে বেগ সংবরণ করে, কাহার সাধ্য? সে দুর্দ্দমনীয় বেগের সম্মুখে অর্ব্বানকে পশ্চাৎপদ হইতে হইল। সেই গতিতেই সেই পেট্রিয়ট সেনা সালো নগরের ভিতর প্রবেশ করিল। অষ্ট্রীয়ানেরা পূর্ব্ব হইতেই নগর ছাড়িয়া পলায়ন করাতে তাঁহারা অবাধে নগর অধিকার করিলেন। প্রতিগৃহে উৎসব হইতে লাগিল ও প্রতিগৃহ রজনী-সমাগমে দীপমালা পরিধান করিল।

পীড্‌মণ্টের দুর্গপ্রাচীর পরিত্যাগ করিয়া গ্যারিবল্‌ডী যে দিন অভিযানে নির্গত হইয়াছেন, সেই দিন হইতে আজ কেবল একমাস কালমাত্র অতীত হইয়াছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে গ্যারিবল্‌ডী কি অপূর্ব্ব বিজয়মালা পরিধান করিয়াছেন!—কি অদ্ভুত অবদান-পরম্পরা সম্পাদন করিয়াছেন! ইহার তুল্য কাণ্ড পৃথিবী আর কখন দেখে নাই। এই সমরকালে তদীয় পেট্রিয়ট-বাহিনী সার্ডিনীয় ধনাগার হইতে বা সার্ডিনীয় সমরসচিব-সমিতির নিকট হইতে কোন প্রকারই সাহায্য পান নাই। কেহ গ্যারিবল্‌ডীকে সৈন্য সাহায্য দেন নাই, অথচ অসংখ্য লোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বিশেষ ব্যগ্রতার সহিত তাঁহার পতাকামূলে আসিয়া দাঁড়াইতে লাগিল। তিনি যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই তাঁহার সৈন্যসংখ্যা স্ফীত হইতে লাগিল। যখন তিনি সালো-নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার সৈন্যের সংখ্যা পঞ্চদশ সহস্র দাঁড়াইয়াছে। দ্রুতগামিনী চক্রভ্রামিণী গ্যারিবল্‌ডিনী সেনা ষ্টেটের নিকট কোনও সাহায্য পায় নাই, অথচ তাহার কোন বিষয়েরই অভাব নাই। সেই বিজয়িনী সেনা পথে যে কোন নগর পাইয়াছে, সেই স্থানেই বিজয়ী উদ্ধার-কর্ত্তার সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছে। ইতালীর নগরসকল পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁহাদের প্রতি সমাদর ও যত্ন করিয়াছেন। স্বতঃপ্রবৃত্ত অর্থসাহায্য আসিয়া গ্যারিবল্‌ডীর সামরিক কোষ পূর্ণ করিয়াছে। নগরসকল অংশাংশি করিয়া তাঁহার সৈন্যগণের ব্যয়ভার বহন করিতে লাগিল। বার্গোমা দুই সহস্র সৈন্যের অশন-বসনের ভার লইল। লোডি পঞ্চাশ-সহস্র-ফ্রাঙ্ক-পরিমিত অর্থসাহায্য প্রদান করিল। ব্রিস্কিয়া—সৈন্যবিভাগের এক ডিভিজনের আহার-সামগ্রী, জুতা ও ষ্টকিংয়ের ভার লইল। অন্যান্য নগর যথাসাধ্য জাতীয় সমরের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভার বহন করিতে লাগিল। অনেক সময় গ্যারিবল্‌ডীর সৈন্যগণকে, বন্ধুর পথে দ্রুতগতি নিবন্ধন জুতা ছিঁড়িয়া যাওয়ায়, রিক্তপদে গমন করিতে হইয়াছে। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তাঁহারা কোন নগরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, সেই মুহূর্ত্তেই নব বিনামায় তাঁহাদিগের চরণ সুশোভিত হইয়াছে। তাঁহার সৈন্যগণের সহিত কোন বোঝা-বুঁঝি যাইত না ও কোন কামান কোন শকটোপরি বাহিত হইত না। প্রত্যেক সৈনিক নিজ নিজ নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী একটি ব্যাগে পূরিয়া তাহা গলে ঝুলাইয়া লইয়া যাইতেন। তাঁহাদের সাদা-সিধা ও স্থূলসামরিক গাত্রাবরণই—কি নিদ্রিত কি জাগ্রত সকল অবস্থাতেই—তাঁহাদিগকে শীতাতপ হইতে রক্ষা করিবার একমাত্র উপকরণ-সামগ্রী ছিল। তাঁহারা

* একজন প্রসিদ্ধ লেখক গ্যারিবল্‌ডিনী সেনা-সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন:—"সেই আল্‌পস সেনার অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলে হৃদয় বিগলিত হইত। গাত্র লঘু সামরিক পরিচ্ছদে আবৃত ও হস্ত হস্তাবরণশূন্য—, সুতরাং আল্‌পসের দুরন্ত শীতে কম্পান্বিত, তথাপি প্রত্যেক ভলন্টিয়ার সৈন্য অকাতরে অতি কঠোর সামরিক শাসনে অবস্থিত। সকলেই প্রায় ভদ্রলোকের সন্তান, সুতরাং কষ্ট ও পথিভ্রমণে অদীক্ষিত। এইজন্য সেই কষ্টপূর্ণ ত্বরিত গমনে অনেকেই পীড়িত হইয়া পড়িতে লাগিল; সুতরাং হাঁসপাতাল সকল রোগীর সংখ্যায় পূর্ণ হইতে লাগিল। রোগে তাঁহারা যখন অভিভূত, তখনও একটি গুলীর শব্দ শুনিলেই অমনি সমরোৎসাহে উদ্দীপিত হইতেন। গ্যারিবল্‌ডীর নামোচ্চারণে বা যুদ্ধার্থ আহ্বান শ্রবণে মরণোন্মুখ ব্যক্তিও সংজ্ঞা লাভ করিতেন। গ্যারিবল্‌ডিনী সেনার জাতীয় যুদ্ধে এতদূর উৎসাহ ছিল যে, একবার—শুনিলে গাত্র বিস্ময়ে লোমাঞ্চিত হয়

মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যের ন্যায় লঘু সামরিক পরিচ্ছদে আবৃত হইয়া ও অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া শয়ন করিতেন এবং সঙ্কেতমাত্র উঠিয়া গন্তব্য স্থানাভিমুখে অভিযান করিতেন।

মিলিত সেনা এক্ষণে চীজ নদী পার হইয়া ভিনিসিয়া অভিমুখে যাত্রা করিল। এদিকে গ্যারিবল্ডী স্থালো নগর দখলের পর ষ্টেলভিয়ো (Stelvio) গিরিপথের রক্ষাকার্য্যে প্রেরিত হইলেন। টাইরল্ হইতে লম্বার্ডিতে আসিতে হইলে এই গিরিপথ দিয়া আসিতে হয়। আর সিল্ডিনি একদল সৈন্য লইয়া তনবর্য্য (Tunel pass) রক্ষা করিতে লাগিলেন; টেনসিনো হইতে লম্বার্ডি আসিতে হইলে এই পথ দিয়া আসিতে হয়। মিলিত সেনার মূল অংশ এই সময় টিসিনো ও আদা নদীতীরে অবস্থিত ছিল। টাইরল্ হইতে সহসা আসিয়া অষ্ট্রীয়ানেরা ইহাকে আক্রমণ করিতে যাহাতে না পারে, সেই জন্যই এই উদ্যোগ ও আয়োজন করা হইল। ইত্যবসরে মিলিত ফরাসী ও সার্ডিনীয় সেনা মিনসিরোনদী-তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

গ্যারিবল্ডী ষ্টেলভিয়ো গিরিপথ বন্ধ করিবার মানসে সেই গিরিপথের পার্শ্বস্থ টিরানো (Tirano) নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই পথ উন্মুক্ত রাখিবার জন্য সেই স্থানে একদল অষ্ট্রীয় সৈন্য স্থাপিত ছিল। গ্যারিবল্ডিনী সেনার সহিত সেই অষ্ট্রীয় সেনাদলের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। ভারতের যেমন গুর্খা সৈন্য, ইতালীর সেইরূপ টাইরলাজ সৈন্য। ইহারা ক্ষিপ্রপদ, সুদৃঢ়কায় ও কষ্টসহ। এই টারলাজ সৈন্য গিরিযুদ্ধে বিশেষ পারদর্শী। ইহারা প্রতিজ্ঞা করিল যে, যেরূপেই হউক্ না, সেই গিরিপথ উন্মুক্ত রাখিবে; গ্যারিবল্ডীও প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তাহাদিগকে তাড়াইয়া সে গিরিপথ বন্ধ করিবেন। অবিরাম ঘাত-প্রতিঘাতের: পর অবশেষে অজেয়

—আট জন ভলণ্টিয়ার সৈন্য গুলীর শব্দে যুদ্ধ বাধিয়াছে জানিতে পারিয়া, চিকিৎসালয়ের রুগ্ন-শয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইলেন। সেই আট জন প্রাণোৎসর্গের সহিত যুদ্ধ করিলেন। দুই জন যুদ্ধে হত হইলেন, দুই জন আহত হইয়া সৈন্যব্যূহের পশ্চাদ্দিকে আনীত হইলেন আর চারি জন সমস্ত দিন যুদ্ধ করিয়া ক্লান্ত ও বিশীর্ণ অবস্থায় দিনান্তে আবার হাঁসপাতালে ফিরিয়া আসিলেন।"

গ্যারিবলডী সেনারই জয় হইল। এই সকল গিরিযুদ্ধে গ্যারিবলডিনী সেনা অদ্ভুত বীরত্ব ও রণকৌশল প্রদর্শন করিয়াছিল। উক্ত গিরিপথ বন্ধ করিয়া গ্যারিবলডী বোর্ম্মিয়ো (Bormio) অভিমুখে অভিযান করেন। ভীষণ আক্রমণে বোর্ম্মিয়ো তাঁহার হস্তগত হয়। বিজিত অষ্ট্রীয় সৈন্য নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক টাইরলাভিমুখে প্রস্থান করে। জুলাই-এর প্রথম হইতে পঞ্চদশ দিবসের মধ্যে সমস্ত গৈরিক প্রদেশ গ্যারিবল্ডীর হস্তে পতিত হয়। এই ভল্টিনাইন্ সমরে গ্যারিবল্ডিনী সেনা গিরিযুদ্ধে প্রথম দীক্ষিত হয় ও সবিশেষ দক্ষতালাভ করে। চতুর্দ্দিকে উত্তুঙ্গ আল্পস্ গিরিমালায় পরিবেষ্টিত, পাদদেশ প্রচণ্ড তরঙ্গিণীনিচয়ে শতধা খণ্ডশঃকৃত—এবম্ভূত সেই পার্ব্বত্যপ্রদেশে গ্যারিবল্ডীর রণবিষয়িণী প্রতিভা সবিশেষ স্ফূর্ত্তি পায়। তাঁহার অধীন সেনাপতিগণ—মেডিসি, বিক্সিয়ো, কোজেন্স, কোটে, চিয়াসি, মিসিরো প্রভৃতি—এই গিরিযুদ্ধে যে বহুদর্শিতালাভ করেন, তাহা আগামী বৎসরে সিসিলি ও নেপল্সের যুদ্ধে সবিশেষ কার্য্যকারক হয়। গ্যারিবল্ডী ও তদীয় বীর সৈন্যগণ এই সমরে এতাদৃশী রণনিপুণতা প্রদর্শন করেন যে, রণধুরন্ধর প্রবয়াঃ অষ্ট্রীয় ও ফরাসী সেনাপতিগণও তাঁহাদিগকে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই।

গ্যারিবল্ডিনী সেনা আইসিয়ো (Iseo) নদীর তীরবর্ত্তী লোভিয়ার নগরে অবস্থিত হইয়া ঘটনাস্রোতের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, এমন সময় —'যুদ্ধ আপাততঃ স্থগিত থাকিল'—সহসা এই সংবাদ আসিল। তাহার পরই ১৫ই জুলাই তারিখে ভিলা ফ্রাঙ্কার (Villa franca) সন্ধি সর্ব্বত্র উদ্ঘোষিত হইল। তাহার পরই সাময়িক শান্তির সংবাদ প্রচারিত হইয়া ইতালীকে যেন ক্ষণকালের জন্য জীবনীশক্তি-শূন্য করিল। গ্যারিবল্ডিনী সেনা যখন ভেরোনার প্রাচীরের সম্মুখে দণ্ডায়মান, ভিনিসিয়া যখন এখনও অষ্ট্রীয়গণের করতলস্থ, তখন শান্তি কি লজ্জার কথা! ইজরেল পুত্রগণ লোহিতসাগরের মধ্যে যাইয়া জলরাশি নিহিত হইয়া যেন জীবন্ত সমাধি পাইল। "শান্তি!" কি মধুমাখা শব্দ! কিন্তু আজ ইহা যেন সমস্ত ইতালীতে গরলবর্ষণ করিতে লাগিল। আজ শান্তির সংবাদে ইতালীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা শিরে করাঘাত করিতে লাগিল। মিলান্, ভেরোনা ও ভিনিসের অধিবাসিবৃন্দের অনেকে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল। অধিক

কি, কেহ কেহ আত্মহত্যা করিয়া দাসত্ব-যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিল! দাসত্বযন্ত্রণা অপেক্ষা মৃত্যু যে সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ, এ কথা ভারতবাসীর কর্ণে ভাল লাগিবে না, কারণ, ভারতবাসী বহুদিনের দাসত্বে মৃতপ্রায়। কিন্তু সে যন্ত্রণা ইতালীবাসিগণের সত্যই অসহ্য হইয়াছিল বলিয়াই ইতালী আজ স্বাধীন।

এই সন্ধি স্বাধীনতা দেবীর মস্তক হইতে রত্ন-মুকুট কাড়িয়া লইয়া যথেচ্ছাচারিণী দেবীর মস্তকে পরাইল। ইহা তিন কোটি অধিবাসীর হৃদয়-গ্রন্থি ছাড়িয়া শেষোক্ত দেবীর চরণে অঞ্জলি দিল। টিউরিন, ফ্লরেন্স ও জেনোয়া নীরবে এই অত্যাচার সহিল। কিন্তু মিলান্, ভিনিস্ ও বেরোনার কাতরোক্তিতে সভ্য জগতের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল!

এই সংবাদে গ্যারিবল্ডিনী সেনার ক্রোধের আর ইয়ত্তা রহিল না। তাঁহারা স্বাধীনভাবে ভিনিসিয়ায় প্রবেশ করিয়া বিদ্রোহপতাকা উড্ডীন করিবেন, এই সংকল্প করিলেন। গ্যারিবল্ডী তাঁহার সৈন্যগণকে স্থির হইতে বলিয়া অবিলম্বে ভিক্টর ইমানুয়েলের শিবিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও নিজ কর্ম্মভার পরিত্যাগ করিতে চাহিলেন, কিন্তু রাজা তাঁহার কর্ম্মত্যাগ স্বীকার করিলেন না এবং বলিলেন যে, 'ইতালী এখন আপনার সৈন্যের সাহায্যপ্রার্থী; সুতরাং আপনাকে সেনাপতি থাকিতেই হইবে।"

ভিক্টর ইমানুয়েলের এই নির্ব্বন্ধাতিশয্যে গ্যারিবল্ডী তাঁহার উপর বিশেষ প্রীত হইলেন। যে দিন ভিক্টর ইমানুয়েল প্যালেস্ট্রো যুদ্ধে স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণোৎসর্গ পর্য্যন্ত পণ করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই দিন হইতেই গ্যারিবল্ডীর তাঁহার প্রতি সবিশেষ মমতা জন্মিয়াছিল। আজ তাঁহার এই বাক্যে সেই মমতা দ্বিগুণিত হইল। এই জন্যই গ্যারিবল্ডী নীরবে সেই শান্তিজনিত মনঃপীড়া সহ্য করিলেন। তিনি ইতালীয় মানচিত্র হস্তে লইয়া তন্ময় হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, আবার কোথায় বিপ্লবপতাকা উড্ডীন করিবেন। তিনি সেই শুভ-দিনের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলেন।

ভিনিস্ ও ভেরোনা অষ্ট্রীয়ার হস্তে থাকিতে, ভিলা-ফ্রাঙ্কার শান্তিরূপ শ্মশান-বস্ত্র ইতালীর মৃতদেহে কে পরাইল? মরণোন্মুখ রোগীর মুখ হইতে সঞ্জীবনৌষধ কে কাড়িয়া লইল? ভিক্টর ইমানুয়েল্ কি এরূপ জাতীয় বিশ্বাসহন্তা হইবেন? না! এ বন্দোবস্তে তাঁহার কোনও হস্ত ছিল না। ধূর্ত্ত-চূড়ামণি তৃতীয় নেপোলিয়ন ইতালী উদ্ধার করিবার ব্যপদেশে ইতালীকে এই শোচনীয় দশায় আনীত করিলেন। ভিলা-ফ্রাঙ্কার সন্ধির সংবাদ প্রচারিত হওয়ার পূর্ব্বে ভিক্টর্ ইমানুয়েল, তাঁহার মন্ত্রিসভা বা তাঁহার স্বজাতি—অধিক কি, পৃথিবীর কেহই এ সংবাদ জানিতে পারে নাই। নেপোলিয়ন্ স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া ইতালী উদ্ধারার্থ আসিয়াছিলেন, তিনি সেই মধুময় কথা সর্ব্বদা বলিতেন, লিখিতেন ও প্রচারিত করিতেন। তাই সার্ডিনীয়ারাজ ও তদীয় মন্ত্রিসভা ও প্রজাবর্গ তাঁহাকে ইতালীর উদ্ধারকর্ত্তা ভাবিয়া তাঁহার উপর সমস্ত ভার দিয়া—সমস্ত জাতীয় বিশ্বাস তাঁহার উপর ন্যস্ত করিয়া—পরম সুখে নিদ্রা যাইতেছিলেন। এই সন্ধির সংবাদে তাঁহাদের ভ্রান্তি দূর হইল। এই সন্ধি আপাততঃ তাঁহাদিগের হস্ত-পদ বন্ধন করিল;—ভিনিসিয়ার শৃঙ্খল দৃঢ়তর করিল। এখন ভিনিসিয়াকে শৃঙ্খলমুক্ত করিতে চেষ্টা করিতে হইলে ইতালীকে সমবেত ফরাসী ও অষ্ট্রীয় সেনার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হয়। ইতালী ইহার জন্য এখনও প্রস্তুত নহে—এই জন্যই ভিক্টর ইমানুয়েল মন্ত্রৌষধিরুদ্ধবীর্য্য সর্পের ন্যায় সমস্ত সহিলেন।

যাঁহার পরিষ্কার বুদ্ধি-বলে ও গভীর হৃদয়ভাবে এত দিন—অতি সঙ্কটসময়ে—ইতালীর রাজকার্য্য অতি দক্ষতার সহিত চালিত হইয়া আসিতেছিল, সেই প্রধান সচিব কাউণ্ট কাভুর এ লজ্জাকর সন্ধিতে সম্মতি দিতে অক্ষম হইয়া কার্য্য পরিত্যাগ করিলেন।

এই সময় গ্যারিবল্ডী ভিক্টর ইমানুয়েলের কাতর-বচনে গলিত না হইয়া, যদি স্বাধীনভাবে গেরিলাযুদ্ধে নিযুক্ত হইতেন, তাহা হইলেই ভিক্টর ইমানুয়েলের মস্তক হইতে রাজ-মুকুট খসিয়া পড়িত আর সমবেত ফরাসী ও অষ্ট্রীয় সৈন্যের সহিত গ্যারিবল্ডী যদি পরাস্ত হইতেন, তাহা হইলে ইতালীর শৃঙ্খল দৃঢ়তর ও বহুতর দিন স্থায়ী হইত। এ সময় গ্যারিবল্ডী ইতালীরাজের কথায় সম্মত হইয়া ইতালীকে প্রকৃত প্রস্তাবে বিষম সঙ্কট হইতে রক্ষা করিলেন। কিন্তু তাঁহার সৈন্যগণের মনের বেগ এখনও শান্ত হয় নাই। তাঁহারা এ শান্তির নিয়মে কিছুতেই বাধ্য হইতে চাহিতেছিলেন না।

এই জন্য গ্যারিবল্ডী তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিবার জন্য ১৯শে জুলাই তারিখে নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক ঘোষণাপত্র প্রচার করেন—

"বর্ত্তমান অবস্থায় রাজ-নৈতিক ঘটনাবলীর পরিণতি যেরূপই হউক না কেন, ইতালীয়গণের অস্ত্র ত্যাগ করিবার বা হতাশ হইবার কোনও কারণ নাই। তাঁহারা অস্ত্রধারণপূর্ব্বক আপন আপন স্থানে যুদ্ধার্থ সজ্জিত থাকিয়া, ইউরোপকে দেখাইবেন যে, তাঁহারা ভিক্টর ইমানুয়েলের অধিনায়কত্বে থাকিয়া যে কোন অবস্থায় জাতীয় সমর চালাইতে প্রস্তুত আছেন। কে বলিতে পারে যে, যখন আমরা নিশ্চিন্ত রহিয়াছি, তখনই আতঙ্কের ভেরী বাজিয়া উঠিবে না?

(স্বাক্ষর) সেনাপতি গ্যারিবল্ডী!"

কাভূরের কর্ম্মত্যাগ ও এই ঘোষণাপত্রে সকলেই বুঝিলেন যে, ভিক্টর ইমানুয়েল্, কাভূর ও গ্যারিবল্ডী —তিন জনেই ইতালী উদ্ধারের জন্য উৎসর্গীকৃতপ্রাণ হইয়া আছেন। এই বিশ্বাস লোকের মনে যত বদ্ধমূল হইতে লাগিল, ততই সকলে স্থির ও শান্তভাব অবলম্বন করিল। ইতালীর মৃতদেহে আবার নূতন আশার অঙ্কুর দেখা দিল।

এদিকে কুচক্রী নেপোলিয়ন্ ইতালীকে আপন ইচ্ছামত ভাগ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, লেরেণের লিওপোল্ড, ফ্লরেন্সের ফ্রানসিস্‌দি-এষ্ট মডেনার, বোর্ব্বোণের ডচেস্ পার্ম্মার এবং পোপের প্রতিনিধিগণ বলোনা, ভেরারা, ফর্লি ও রাভেনীর অধীশ্বর হইবেন। কিন্তু তত্তৎ-স্থানের অধিবাসীরা এ প্রস্তাবে সম্মত হইল না। তাহারা ভিক্টর ইমানুয়েলের অধীনতা স্বীকার করিল। নেপোলিয়ানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অতঃপর ইতালীর কার্য্য-স্রোত চলিতে লাগিল। নেপোলিয়ন ভাবিয়াছিলেন যে, তিনি অন্ততঃ তাঁহার ভ্রাতা যুবরাজ নেপোলিয়নের জন্য ইতালীর এক খণ্ড পাইবেন। কিন্তু প্রজার ইচ্ছার বিরুদ্ধে শুদ্ধ মানচিত্র দেখিয়াই রাজ্য ভাগ করার কাল অতীত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং তাঁহার কোন আশাই পূর্ণ হইল না।

এই সঙ্কটসময়ে ইতালীর কার্য্য-স্রোতের অধিনয়ন জন্য ভিক্টর ইমানুয়েল কাভুরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কাভুর ভিলা-ফ্রাঙ্কার সন্ধিজনিত মনস্তাপ ভুলিয়া আবার কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। এক্ষণে মধ্য-ইতালী তাঁহার সবিশেষ চিন্তার বিষয় হইল।

এদিকে গ্যারিবল্ডীর দুর্দ্দমনীয় যুযুৎসা ও তদীয় ভলন্টিয়ার সৈন্যগণের অদমিত রণোৎসাহে জিইরিচের কংগ্রেস মহাভীত হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন যে, গ্যারিবল্ডীর যেরূপ ভাবগতি, যেরূপ রণবিষয়িণী প্রতিভা এবং যেরূপ লোকপ্রিয়তা, তাহাতে কোনও প্রকার রাজনৈতিক কৌশলেই সমরানল নির্ব্বাপিত হইবে না। গ্যারিবল্ডীও দেখিলেন যে, তিনি সেনাপতি থাকিতে ভিক্টর ইমানুয়েল ভিলা-ফ্রাঙ্কার সন্ধিকারিগণের সহিত মিলিয়া ও মিশিয়া কার্য্য করিতে পারিতেছেন না। সুতরাং তিনি আবার কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু ভিক্টর ইমানুয়েল্ কিছুতেই তাঁহাকে ছাড়িতে চাহিলেন না; এবং এই সময় টস্কান সেনাপতি অলোয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ করায় তাঁহাকে সেই পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু চতুর্দ্দিক্ হইতেই আপত্তি উঠায় গ্যারিবল্ডী তাহা গ্রহণে অস্বীকৃত হইলেন। ফ্রান্সের প্ররোচনায় ভিক্টর ইমানুয়েল গ্যারিবল্ডীর অধীনস্থ ভলন্টিয়ার সৈন্যগণকে বিদায় দিতে বাধ্য হইলেন। এক দিনে অষ্টাদশ সহস্র ভলন্টিয়ার সৈন্য মডেনার মধ্য দিয়া স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া গেল; গ্যারিবল্ডী ইহাতে আপনাকে সবিশেষ অপমানিত মনে করিলেন।

গ্যারিবল্ডী এই সময় বলোগনার সৈন্যবিভাগের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তথাকার সামরিক সচিবসমিতিকে দমিত করিবার জন্য সেনাপতি ফান্টীকে প্রেরণ করা হয়। তিনি গিয়া আদেশ প্রচার করেন যে, কোন সৈনিক কর্ম্মচারীই অতঃপর গ্যারিবল্ডীর আদেশ প্রতিপালন করিতে বাধ্য নহেন। এতদ্ভিন্নও তিনি অন্যান্য বিবিধ প্রকারে গ্যারিবল্ডীকে অবমানিত করিতে লাগিলেন। গ্যারিবল্ডী আর সহিতে না পারিয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন।

তিনি বলোগনা পরিত্যাগ করিয়া বার্গেমোতে আসিয়া নিজ সৈন্যগণকে উদ্দেশ করিয়া যে ঘোষণাপত্র প্রচার করেন, তাহার মর্ম্ম এই— "আমার অস্ত্রসহচরগণ! আমি নানা কারণে আপাততঃ কার্য্য হইতে অবসৃত হইতে বাধ্য হইলাম। সেনাপতি পেমোরেতীকে রাজা আমার স্থানে নিযুক্ত করিয়াছেন। আমি আশা করি যে, তোমাদের সাহস ও বীরত্বের ন্যায় তোমাদের রণ-কুশলতাও কার্য্যক্ষেত্রে থাকিলে সবিশেষ পরিবর্দ্ধিত হইবে। তখন তোমরা অধিকতর যোগ্যতার সহিত জাতীয় শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে পারিবে! (স্বাক্ষর) গ্যারিবল্ডী! বার্গেমো ১১ই আগষ্ট ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দ!"

গ্যারিবল্ডী কার্য্য-ক্ষেত্র হইতে অবসৃত হইলে কূট-রাজনীতি-কীটেরা এক প্রকার যেন রক্ষা

পাইল। গ্যারিবল্ডী আপাততঃ কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসৃত হইলেন বটে, কিন্তু ইতালীর প্রজাবৃন্দ ও রাজাও জানিতেন যে, সময় আসিলে তিনিই আবার কার্য্য-স্রোতের নেতা হইবেন। গ্যারিবল্ডী যে নগর দিয়া যাইতে লাগিলেন, সেই নগরবাসীরাই তাঁহার সম্মানার্থ মহোৎসব করিতে লাগিল। তিনি বলোগ্‌নায় তাঁহার প্রিয় সহচর ইউগোবেসির সমাধি-মন্দির দর্শন করিতে গেলেন। অসংখ্য লোক তাঁহার সম্মানার্থ সেই সমাধি-মন্দিরের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইতালী যেন তাঁহার কটাক্ষ-মাত্রে চালিত হইতে লাগিল। সামান্য ঘটনায় দুইটি বিষয়ের পরীক্ষা হইল। গ্যারিবল্ডীর প্রতি ইতালীয়গণের প্রগাঢ় ভক্তি ও তাহাদিগের পোপবিদ্বেষ, এই দুইই পরীক্ষিত হইল।

তিনি সেনাপতি ফাণ্টীকে মধ্য-ইতালীর সেনা সংগ্রহ করা বিষয়ে অনেক সাহায্য করেন; এবং আপনার সহ-সমরিগণকে সেনা-বিভাগের উচ্চপদে অভিষিক্ত করাইয়া দেন। রাভেনায় আসিয়া তিনি দশ লক্ষ বন্দুক কিনিবার জন্য চাঁদা সংগ্রহের প্রস্তাব করেন এবং আপনার ভবিষ্য লক্ষ্য সম্বন্ধে একটি উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা করেন। শুদ্ধ যে ইতালীই তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া চাঁদা প্রদান করেন, এরূপ নহে। ইংলণ্ড ও আমেরিকাও এই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য যথেষ্ট অর্থ সাহায্য প্রদান করেন। তিনি এক্ষণে স্পষ্টাক্ষরে বলিতে লাগিলেন যে, তিনি অচিরাৎ দক্ষিণ ইতালী আক্রমণ করিবেন এবং নিষ্ঠুর বোম্বিনোকে (Bombino) সিংহাসন-চ্যুত করিয়া ও দুই সিসিলিকে পরাজিত করিয়া উত্তর ও দক্ষিণ উভয় ইতালীকেই ভিক্টর ইমানুয়েলের রাজত্বাধীনে আনিবেন।

তিনি টিউরিণে উপস্থিত হইলে রাজা তাঁহাকে মহা-সমাদরে গ্রহণ করিলেন। গুপ্তমন্ত্র-ভবনে উভয়ের গূঢ় মন্ত্রণা হইল। উভয়ের মধ্যে কি স্থির হইল, স্পষ্ট জানা গেল না বটে, কিন্তু ভবিষ্যৎ কার্য্যপ্রণালী দ্বারা সকলেই অনুমান করিল যে. রাজা তাঁহাকে আপাততঃ ভিনিসিয়া, পোপের রাজ্য বা সিসিলিদ্বয়ের বিরুদ্ধে অভিযান করা হইতে ক্ষান্ত থাকিবার জন্য সবিশেষ অনুরোধ করেন। কিন্তু গ্যারিবল্ডী তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি মধ্যইতালীয় সেনার সেনাপতিত্ব পরিত্যাগ করিয়া রাজার সহিত সম্পূর্ণ পৃথক হইলেন। গ্যারিবল্ডীর কার্য্য-পরিত্যাগ অতঃপর রাজকীয় গেজেটে প্রকাশিত হইল। ভিক্টর ইমানুয়েল্ সমবেত শত্রুসৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না, সুতরাং তিনি এবার আর গ্যারিবল্ডীর কর্ম্মত্যাগে কোন বাধা দিলেন না।

কংগ্রেসের আদেশ পালনের জন্য রাজার অনুরোধ ও কাভূরের তাহাতে গৌণ অনুমোদন; এই দুই কারণে ইতালীবাসিগণের অন্তরে ক্রোধানল প্রধূমিত হইতেছিল। আজ গ্যারিবল্ডীর কর্ম্মত্যাগে রাজা কোনও বাধা দিলেন না দেখিয়া, প্রজাগণের অন্তর্নিগূহিত ধূমায়মান ক্রোধাগ্নি জলজ্জ্বাল হইয়া উঠিল। তাহাদিগের হৃদয় এক্ষণে স্রবোন্মুখ আগ্নেয় পর্ব্বতের ন্যায় হইয়া উঠিল। তাহারা স্পষ্টাক্ষরে দেখিল যে, গ্যারিবল্ডীই তাহাদিগের একমাত্র আশাস্থল। তাহাদিগের অন্তর্দ্দলিত ক্রোধাগ্নি প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে রাজবিরুদ্ধে বিদ্রূপরূপ অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। বোধ হইল, যেন বিপ্লব অনিবার্য্য। এই লৌকিক অভ্যুত্থান আপাততঃ স্থগিত রাখিবার জন্য গ্যারিবল্ডী ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ ও উদ্দীপনাপূর্ণ এই ঘোষণা-পত্র প্রচার করেন :—

"ইতালীয় লোকসাধারণের প্রতি।—মধ্য-ইতালীর সৈন্যবিভাগের অধিনায়ক হইয়া আমি যে কার্য্য-স্বাধীনতার অধিকারী ছিলাম, ষড়যন্ত্রিগণের গুপ্তমন্ত্রণায় ও অলক্ষিত বাধায় তাহার পদে পদে ব্যাঘাত ঘটায় এবং সেই কার্য্য-স্বাধীনতার সাধু বিনিয়োগ দ্বারা প্রত্যেক ইতালীয়ের হৃদয়ের যে প্রিয়কার্য্য সাধন করিতেছিলাম, তাহার বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ায়, আমাকে আপাততঃ অগত্যা সৈন্য-বিভাগের কার্য্য পরিত্যাগ করিতে হইল।

"আবার যে দিন ভিক্টর্ ইমানুয়েল্ স্বদেশের উদ্ধারের জন্য তাঁহার সৈন্যগণকে অস্ত্রগ্রহণ করিতে বলিবেন, সেই দিনই আমি আবার আমার সহচরবৃন্দের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইব। যে শোচনীয় ও কূটরাজনীতি কিছুদিনের জন্য আমাদের কার্য্য-স্রোতের মহীয়সী গতিরোধ করিয়াছে, সেই কূট রাজনীতি যাহাতে বদ্ধমূল না হয়, এই জন্যই আমাদিগকে স্বাধীনতার বৈধ অধিনায়ক বীরবর ভিক্টর ইমানুয়েল্‌কে ঘিরিয়া থাকিতে হইবে। তিনি যে উত্তুঙ্গ ও অত্যুদার পথ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা হইতে কখনই অধিকদিন স্খলিত থাকিতে পারিবেন না। যাহারা আমাদিগকে আবার অতীতের ভীষণতায় লইয়া যাইতে চায়, তাহাদিগের সহিত সংগ্রামার্থ আমাদিগকে লৌহ ও সুবর্ণে সবিশেষ সংযোজিত হইতে হইবে। নাইস্, ১৮ই নবেম্বর, ১৮৫৯।

(স্বাক্ষর) জোসেফ গ্যারিবল্ডী।"

ভিক্টর ইমানুয়েল্ বিশেষ গেজেটে গ্যারিবল্ডীর কর্ম্মত্যাগ প্রচার করিলেন, ও তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন এবং প্রকাশ করিলেন যে, গ্যারিবল্ডী তাঁহার অবৈতনিক সেনাপতির উপাধি আজীবন রাখিতে পারিবেন। অল্পদিন নাইসে পুত্রকন্যাগণের সহিত অবস্থিতি করিয়া গ্যারিবল্ডী তদীয় ক্যাপ্রেরাস্থিত দ্বীপাশ্রমে যাইবার জন্য জেনোয়ায় গমন করিলেন। কিন্তু সার্ডিনীয় শাসনসমিতির নির্ব্বন্ধাতিশয়ে তাঁহার দ্বীপাগমন আপাততঃ স্থগিত রহিল। তাঁহারা দেখিলেন যে, গ্যারিবল্ডী ইতালী ক্ষেত্র হইতে অবসৃত হইলেই, আবার ইহাতে বিপ্লবাগ্নি প্রজ্বলিত হইবে। তাহা হইলে আবার বৈদেশিক রাজবৃন্দ ইতালীর আভ্যন্তরীণ কার্য্যকলাপে আসিয়া হস্তক্ষেপ করিবেন। সার্ডিনীয় শাসনসমিতির অনুরোধে গ্যারিবল্ডী রাজবিরুদ্ধে অভ্যুত্থান নিবারণের জন্য ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য-দ্যোতক যে ঘোষণাপত্র প্রচার করেন, তাহার মর্ম্ম এই :—

"ইতালীর অধিবাসিবৃন্দ! তোমরা প্রত্যেকেই দশ লক্ষ বন্দুক ক্রয় করিবার অংশ বহন করিবে। প্রত্যেকেই আপন আপন বন্দুক সজ্জিত রাখিবে, যদি তোমাদের অপহৃত স্বত্বসকল তোমরা আজ ন্যায়সঙ্গতরূপে প্রাপ্ত না হও, তাহা হইলে হয় ত কালে তোমাদিগকে বলে সে সকল পুনরধিকার করিতে হইবে।

(স্বাক্ষর) জোসেফ গ্যারিবল্ডী।"

স্থিতিশীলদল দশলক্ষ বন্দুকের চাঁদা সংগ্রহ রোধ করিবার জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন, কিন্তু গ্যারিবল্ডীর প্রভাব তাঁহারা কিছুতেই প্রতিহত করিতে পারিলেন না। এই বাধায় ইতালীকে পুনর্জ্জীবিতা করিবার জন্য লোকের উৎসাহ ও ব্যগ্রতা দ্বিগুণিত হইল।

১৮৬০ সালের ১লা জানুয়ারী টিউরিণে একটি রাজনৈতিক সভার অধিবেশন হয়। ইহাতে ভিক্টর ইমানুয়েল্ স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করেন যে, 'ইতালীর প্রশ্নের মীমাংসা কামান দ্বারাই হইবে।' রাজবাক্য তারের সংবাদ অপেক্ষা দ্রুততর গমন করিল। সার্ডিনীয়া-রাজের এই বাক্য অচিরাৎ নেপোলিয়নের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। তিনি তিন দিবসের মধ্যে ভিক্টর ইমানুয়েল্‌কে অনুরোধ করিয়া পাঠান যে, তিনি যেন ইতালীতে ক্রমশঃ বদ্ধমূল 'সশস্ত্র জাতি' নামক সভা অচিরাৎ উঠাইয়া দেন। গ্যারিবল্ডী এই সভার সভাপতি ছিলেন। রাজার সহিত গ্যারিবল্ডীর এই সময় সবিশেষ সৌহার্দ্দ্য জন্মে। সুতরাং রাজার অনুরোধ ও আপাততঃ ফ্রান্স ও অষ্ট্রীয়ার সমবেত শক্তির সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে, ভবিষ্য প্রকাণ্ড অভ্যুত্থানের ব্যাঘাত ঘটিবে মনে করিয়া তিনি নিম্নলিখিত ঘোষণাপত্র দ্বারা উক্ত সমাজ আপাততঃ বিশ্লিষ্ট করিয়া দিলেন।

"ইতালীয়গণের প্রতি।

"পরস্পর-বিবদমান বিশৃঙ্খল ইতালীয় উন্নতিশীল দলগুলির মধ্যস্থ-স্বরূপ হইয়া তাঁহাদিগকে এক করিবার জন্য আমার কতিপয় বন্ধু আমাকে 'সশস্ত্র জাতি' নামক সভার সভাপতিত্বপদ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

"কিন্তু যেহেতু 'সশস্ত্র ইতালীয় জাতি'— প্রজাদ্রোহী, দুর্নীতিদূষিত ও যথেচ্ছচারী ইতালীস্থ বা তদ্বহিঃস্থ রাজবৃন্দ ও আধুনিক জেসুইট্‌গণকে ভীত করিয়াছে ও তাঁহারা 'পরিত্রাহি, পরিত্রাহি!' করিয়া চীৎকার আরম্ভ করিয়াছেন এবং যেহেতু সেই ভয়ত্রস্ত ব্যক্তিগণ আমাদিগের প্রজাবৎসল বীর নরপতিকে এই সভা উঠাইয়া দিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন; সেই হেতু আমি আমাদের রাজাকে কোন বিপজ্জালে আবৃত না করিবার জন্য আমাদের এই মহৎ উদ্দেশ্য আপাততঃ পরিত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি।

"আমি সর্ব্ববাদিসম্মতি-ক্রমে জানাইতেছি যে, আজ হইতে এই সভা ভগ্ন হইল। কিন্তু আমি প্রত্যেক ইতালীয়কে আবার অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা যেন দশ লক্ষ বন্দুক ক্রয় করা বিষয়ে আপন আপন অবস্থানুসারে সাহায্য করেন। যখন বৈদেশিক শত্রু সম্মুখে বিদ্যমান, তখন যদিও ইতালী দশ লক্ষ সৈনিককে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করিতে না পারেন, তাহা হইলে মানবজাতির আর কোন আশা নাই। ইতালী সশস্ত্র হউন, তাহা হইলেই তিনি স্বাধীন হইবেন।

টিউরিন্, ৪ঠা জানুয়ারী, ১৮৬০ অপরাহ্ণ ৫টা।

(স্বাক্ষর) জোসেফ গ্যারিবল্ডী।"

এই অনুরোধ রক্ষা করায় নেপোলিয়ন ইংলণ্ডের প্ররোচনায়, কংগ্রেসের সহিত সংশ্রব পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইমিলিয়া ও টস্কানী সার্ডিনীয়া রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইবার অনুমতি দিলেন। ম্যাকিয়াভিলির রাজনীতিতে দীক্ষিত নেপোলিয়ন্ এই অনুমতি দিয়া সেভয় ও নাইস্ আত্মসাৎ করিবার জাল পাতিলেন!

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই সঙ্কট সময়ে

কাভূর আসিয়া সার্ডিনীয়া গবর্ণমেণ্টের কর্ণধার-স্বরূপ হন। তিনি নেপোলিয়ন্‌কে সেভয় ও নাইস্ দিবেন বলিয়া গোপনে স্বীকৃত হওয়াতেই নেপোলিয়ন্ মধ্য-ইতালীর উপর তাঁহার লক্ষ্য ছাড়িয়া দেন। কাভূর ইহা স্বীকার করিয়া বিষম বিপদে পড়িলেন। কারণ, সেভয়—ভিক্টর ইমানুয়েলের বংশের শৈশব-দোলা ও নাইস্ গ্যারিবল্‌ডীর জন্মভূমি। কাভূর অনেক বুঝাইয়া ভিক্টর ইমানুয়েলকে এ প্রস্তাবে সম্মত করিলেন, কিন্তু গ্যারিবল্‌ডী এ প্রস্তাবের কথা শুনিয়া ক্রোধে উন্মত্ত হইলেন। তিনি হৃদয়ের সহিত নেপোলিয়ন্‌কে ঘৃণা করিতেন, সুতরাং তাঁহার জন্মভূমি নেপোলিয়নের পদানত হইবে— তিনি কোনমতেই সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি দেখিলেন যে, এ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে, তিনি স্বদেশে থাকিয়াও বিদেশীয় হইবেন। এ চিন্তা তাঁহার দুর্ব্বিষহ হইল। এই বিষয়ের মীমাংসার জন্য এপ্রিল মাসে যখন টিউরিণের চেম্বাসের অধিবেশন হইল, তখন কাভূর এই বিষয় লইয়া প্রমাদে পড়িলেন।

সেভয় ও নাইস্—ফরাসীরাজ্যভুক্ত হওয়ায় এক সপ্তাহ পূর্ব্বেই নাইস্ নগর, গ্যারিবল্‌ডীকে মহাসভায় আপনাদিগের প্রতিনিধিরূপে পাঠাইলেন। কাভূরের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ইহা অপেক্ষা গুরুতর প্রতিবাদ আর কি হইতে পারে? কিন্তু সেভয়ের কথা স্বতন্ত্র। সেভয়ের স্বার্থ, রীতি-নীতি, ভাষা,—সমস্তই ফরাসীগণের সহিত একীভূত ছিল। সুতরাং সেভয়বাসীরা বিশেষ আহ্লাদের সহিত এই পরিবর্ত্তন গ্রহণ করিল।

গ্যারিবল্‌ডী সেভয় ও নাইস্—ফ্রান্সের সহিত অন্তর্ভুক্ত করার বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ করেন, ৫ই এপ্রিলের অধিবেশনে সেই বিষয়ের মীমাংসা করিবার জন্য তর্ক-বিতর্ক উপস্থিত হইল। গ্যারিবল্‌ডী অন্ততঃ স্বনগরী নাইস্‌কে পররাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইতে দিবেন না বলিয়া বদ্ধপরিকর হইলেন। কিন্তু গ্যারিবল্‌ডী সুবক্তাও ছিলেন না এবং রাজনৈতিক কূটবুদ্ধিও ধারণ করিতেন না। সুতরাং সে সভায় তাঁহার জয়লাভ করিবার সম্ভাবনা অল্প ছিল। তিনি ইহা বুঝিয়া নিতান্ত ব্যাকুল-চিত্ত হইলেন। কয়েক ঘণ্টা নীরবে কাষ্ঠাসনে বসিয়া গ্যারিবল্‌ডী সভার কার্য্য দেখিলেন। শেষে অপরাহ্ণ সার্দ্ধ চারি ঘটিকার সময়ে উঠিয়া কাভূরের দিকে ব্যাঘ্রদর্শনে তাকাইয়া জলদগম্ভীর স্বরে সভার নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, সভার কার্য্য ক্ষণকালের জন্য বন্ধ হইলে, তিনি কাভূরকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। তাঁহার এই প্রস্তাব গৃহীত হইবে কি না, এই বিষয়ে তর্ক উপস্থিত হইলে তাহা ভোটে * প্রদত্ত হইল। কিন্তু অধিকাংশেরই ভোট তাঁহার বিরুদ্ধে হওয়ায় তাঁহার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইল। এই অপমানে মর্ম্মাহত হইয়া গ্যারিবল্‌ডী বজ্রখণ্ডিত গিরি-শৃঙ্গের ন্যায় কাষ্ঠাসনোপরি বসিয়া পড়িলেন এবং অবশিষ্ট সময় নীরবে অতি কষ্টে কাটাইলেন।

১২ই এপ্রিল মহা-সভায় আবার অধিবেশন হইল। গ্যারিবল্‌ডী এবার পার্লেমেণ্টীয় নিয়মাবলীতে দীক্ষিত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি সার্ডিনীয় কনিষ্টিটিউসনের † ৫ম প্রকরণ পাঠ করিয়া শুনাইলেন। তাহাতে লিখিত ছিল যে, 'পার্লামেণ্টের অনুমতি না লইয়া রাজ্যের কোন অংশ পররাষ্ট্রভুক্ত করা হইবে না।' তিনি বলিলেন যে, ২৪শে মার্চ্চের সন্ধিতে পার্লামেণ্টের অনুমতি না লইয়া সেভয় ও নাইস্‌কে যে পররাষ্ট্রভুক্ত করা হইয়াছে, তাহাতে প্রাচীন স্বত্ব-পত্রের বিধি লঙ্ঘন করা হইয়াছে ও জাতিগত স্বত্বকে পদদলিত করা হইয়াছে। সেভয় ও নাইস্‌কে নিজ রাজ্য হইতে যখন স্খলিত করা হইল, তখন তাহাদিগকে মনোমত রাজা বাছিয়া লওয়ার অধিকার দেওয়া উচিত ছিল।

কিন্তু এ সকল অকাপট্য-সত্য-পূর্ণ বাক্য কাভূরের কর্ণে অতি তীব্র লাগিল। তিনি ভাবিলেন, যদিও তিনি কিঞ্চিৎ যথেচ্ছাচারিতার সহিত কার্য্য করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার উদ্দেশ্য মঙ্গলময় ছিল। তিনি ফ্রান্সকে একটি সামান্য নগরী ও কতিপয় আলপ্সীয় প্রস্তর-খণ্ড দিয়া রত্নখনি মধ্য-ইতালীকে ইহার গ্রাস হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। এরূপ সদনুষ্ঠানে যদি কিছু নিয়মবহির্ভূত কার্য্য হইয়া থাকে ত ক্ষমণীয়। কাভূর এই বলিয়া যে মনকে প্রবোধ দিতেন, তাঁহার পরবর্ত্তী উক্তি দ্বারা তাহা প্রমাণীকৃত হইতেছে। তিনি গ্যারিবল্‌ডীর প্রশ্নের এই সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন—'এই সন্ধির অনুকূলে প্রকৃত যুক্তি এই যে, ইহা আমাদের বর্ত্তমান রাজনীতির অঙ্গীভূত, অতীত রাজনীতির অপরিহার্য্য ও ন্যায়সঙ্গত পরিণাম এবং উক্ত রাজনীতিকে ভবিষ্যতে কার্য্যে পরিণত করার একমাত্র ও আবশ্যকীয় উপাদান।'

সে দিন কাভূরের অনুকূলে ১৯৬ ভোটের আধিক্য সংঘটিত হয়। পরদিন প্রত্যূষে গ্যারিবল্‌ডী শেষ বিদায় লইবার জন্য জন্মভূমি নাইস্ নগরে গমন করেন। কারণ, তিনি ফরাসী নাগরিক ও ফরাসী

* বিষয়ে সকল সভ্যের মত গৃহীত হইল

† রাজ্যের ভিত্তিভূত স্বত্বপত্র।

সৈন্যবিভাগের সেনাপতি হইতে কিছুতেই স্বীকৃত হন নাই। ২৪শে মার্চ্চের সন্ধিতে এরূপ লিখিত ছিল যে, সার্ডিনীয় সৈন্য-বিভাগের কর্ম্মচারিগণের পদ ও বেতন অব্যাহত রাখিতে হইবে। কিন্তু গ্যারিবল্ডী বলিলেন যে, কোন রাজনৈতিক পুরুষ বা রাজনৈতিক দলের সহিত আমার কোন সংস্রব নাই; আমার জন্মভূমি,—একমাত্র আমার জন্মভূমিই—আমার লক্ষ্য। গ্যারিবল্ডী সভাস্থলে যাহা বলিলেন, যদি জীবনের শেষকাল পর্য্যন্ত সেই প্রতিজ্ঞা রাখিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে সবিশেষ মঙ্গলের বিষয় হইত! কিন্তু ভবিতব্যতার দ্বার রোধ করে কাহার সাধ্য? গ্যারিবল্ডী ইতালীর আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করিতে গিয়া জীবনের শেষকালে অপদস্থ ও হতমান হইয়াছিলেন। এই অধ্যায় সমাপ্ত করার পূর্ব্বে আমরা গ্যারিবল্ডীর পারিবারিক জীবনের দুইটি ঘটনার উল্লেখ করিব। আমরা এই অধ্যায়ের প্রথমেই যে রমণীর বিষয় উল্লেখ করিয়াছিলাম, পাঠকগণের স্মরণার্থ তাহার আবার পরিচয় দিই। ইনিই সেই মার্কুইস্ রেমল্ডীর কন্যা, যিনি পলায়মান অষ্ট্রীয়গণের নিকট হইতে গোপনীয় পত্র কাড়িয়া আনিয়া ভাগীজ্ শিবিরে গ্যারিবল্ডীর হস্তে সমর্পণ করেন। এই রমণীর ও তদীয় পিতার নির্ব্বন্ধাতিশয়ে গ্যারিবল্ডী তাঁহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হন। কোমোনগরের গীর্জ্জায় বিবাহবাসরে গ্যারিবল্ডী জানিতে পারিলেন যে, উক্ত রমণী গর্ভবতী হইয়াছেন এবং আপন লজ্জা-নিবারণের জন্য তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিতেছেন। জানিতে পারিয়া গ্যারিবল্ডী তাঁহার আর মুখদর্শন করিতে চাহিলেন না। ইহার অল্প দিন পরে রমণী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেন। গ্যারিবল্ডী জানিতে পারেন যে, তাঁহার কোন বিশেষ বন্ধুই এই নবজাত শিশুর জনক। গ্যারিবল্ডী স্বাভাবিক সরলতা ও দয়ার বশবর্ত্তী হইয়া বন্ধুবান্ধবের লজ্জা-নিবারণের জন্য এই সমস্ত বিষয় আনুপূর্ব্বিক গেজেটে প্রকাশ করিলেন না। কিন্তু উক্ত রমণী অনেক বৎসর পরে পত্নীর অধিকার প্রাপ্ত হইবার জন্য রাজদ্বারে দণ্ডায়মান হইলে, তাঁহাকে অগত্যা বিয়োজনের (Divorce) মোকদ্দমা রুজু করিতে হইল। ইহাতে তাঁহার বিশ্বাসঘাতক বন্ধুর গুপ্তকথা সমস্ত ব্যক্ত হইয়া পড়িল। ইতালীয় সমাজ একবাক্যে তাঁহাকে ইতালী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিল। অধিক কি, তাঁহার নিজ পরিজনবর্গও তাঁহার মুখ দেখিতে চাহিল না। তিনি কয়েক বৎসর পরে পোলণ্ডের অভিযানে যোগ দেন এবং তথায় রুসীয়গণের হস্তে বন্দী হইয়া, রুসীয় কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন এবং তথাকার কঠোর শাসনে অনতিকালমধ্যেই মানবলীলা সংবরণ করেন।

গ্যারিবল্ডীর সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার এই বিবাহ কোমোনগরের পীডমণ্টীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পূর্ব্বে, তথায় সংঘটিত হয়। কারণ, অষ্ট্রীয় আইনে এরূপ দুর্ঘটনায় বিয়োজন বিহিত ছিল, কিন্তু যদি ইহা পীডমণ্টরাজ্যে ঘটিত, তাহা হইলে সপুত্রা রেমল্ডী-দুহিতাকে তাঁহাকে আজীবন ভরণ-পোষণ করিতে হইত, কারণ, পীডমণ্টীয় আইনে কোন অবস্থাতেই বিয়োজন বিহিত নহে।

গ্যারিবল্ডী এরূপ সরল-হৃদয় ও ক্ষমাশীল ছিলেন যে, তিনি বন্ধুবরের ও উক্ত রমণীর এরূপ গুরুতর অপরাধ ভুলিয়া বালকটিকে দত্তক-পুত্রস্বরূপ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। তিনি বলিলেন যে, এই নিরীহ বালকের কোন অপরাধ নাই, বিশেষতঃ ইহার পিতা আমার পরম বন্ধু ছিলেন। কিন্তু গ্যারিবল্ডী তাঁহার বন্ধু-বান্ধবগণের গুরুতর আপত্তি নিবন্ধন ও তাহার মাতামহ তাহার ভরণপোষণের জন্য সবিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াছেন শুনিয়া, তিনি বালকটিকে দত্তক গ্রহণ করা হইতে ক্ষান্ত রহিলেন।

দ্বিতীয় ঘটনা এই যে, তিনি বলোগনার সৈন্যাপত্য পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার প্রাণাধিকা আনিটার সমাধি-মন্দির দর্শন করিতে যান। তাঁহার প্রাণাধিক পুত্রকন্যাগণও তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, রাভেনার অদূরবর্ত্তী পিনেটা নামক স্থানের শস্যক্ষেত্রে আনিটার মৃতদেহ সমাধি-নিহিত হয়। একদিন অষ্ট্রীয়গণ কর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়া গ্যারিবল্ডী সেই পথ দিয়া গমন করিয়াছিলেন। আজ তিনি বিজয়ী সেনাপতির বেশে সেই পবিত্র স্থান দর্শন করিতে চলিলেন। বৃদ্ধা মাডেম্ দীদেরাইও তাঁহার সঙ্গে সেই সমাধি দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। সেই সমাধির উপর এখন একটি সুন্দর মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দিরের অভ্যন্তর মনোহর কৃষ্ণবর্ণ মকমলে মণ্ডিত রহিয়াছে। মকমলের উপর বিবিধ সুগন্ধি পুষ্প বিকীরিত রহিয়াছে। একজন পুরোহিত কৃষ্ণ-পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া ও পুষ্পস্তবক হস্তে লইয়া তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত সেই সমাধি-মন্দিরের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান ছিলেন। গ্যারিবল্ডী তথায় যাইয়া আনিটার মঙ্গলোদ্দেশে সকলে মিলিয়া উপাসনা করিলেন—এবং উপাসনান্তে পাইন্-বৃক্ষপরিশোভিত ও নির্জ্জন ছায়াপ্রদেশে কিয়ৎকাল চিন্তামগ্ন থাকিয়া, পরে শোকদুর্ব্বল হৃদয়ে সেই স্বর্গাপেক্ষা গৌরবময় স্থান হইতে মৃদুমন্দ-গতিতে চলিয়া আসিয়া ক্যাপ্রেরায়

দীপাবাসাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই স্থান গ্যারিবল্ডীর জীবনের পরম শোকস্থল! তিনি যখনই এই স্থানের উল্লেখ করিতেন, তখনই তাঁহার নয়নযুগল অবিরাম বারিবর্ষণ করিত। আনিটার স্মৃতি তাঁহার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাস্বরূপ ছিল।' ধন্য বীর! ধন্য তোমার পত্নীপ্রেম!

ঊনবিংশ অধ্যায়

১৮৬০ সালের সিসিলীয় সমর।

ঐ যে ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী ঝির্-ঝির্ শব্দে গিরিগুহা হইতে বহির্গত হইতেছে, তুমি আজ ইচ্ছা করিলে পাষাণ মুখে চাপাইয়া উহার গতি রোধ করিতে পার; কিন্তু ইহার নির্ঝরিণীগুলি যখন মিলিত হইয়া স্ফীতাবয়বে সাগরাভিমুখিনী হইবে, তখন ইহার গতির রোধ বা পরিবর্ত্তন করা তোমার অসাধ্য হইবে। সেইরূপ ইতালীয় হৃদয়-স্রোতস্বিনী যখন বহুধাবিভক্ত ও বিশীর্ণা ছিল, তখন যথেচ্ছাচারী রাজবৃন্দ সেই ক্ষুদ্র ও বিভক্ত স্রোতস্বিনীগুলিকে যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকে ফিরাইয়াছেন, কিন্তু আজ সেই কোটি কোটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী মিলিত হইয়া প্রকাণ্ড নদীতে পরিণত হইয়াছে! আজ তাহার মিলিত বেগ সংবরণ করে, কাহার সাধ্য? ইতালীয় হৃদয়-তরঙ্গিণীতে যে বৈপ্লবিক তরঙ্গ উঠিয়াছে, তাহার উপর ভাসমান কয়টি বৈদেশিক পোত না ডুবাইয়া সে তরঙ্গ থামিবার নহে। ভিলা-ফ্রাঙ্কার সন্ধিতে উদীচ্য প্রদেশের তরঙ্গ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইল বটে, কিন্তু সেই অন্তর্নিগূহিত বেগ প্রচণ্ড তরঙ্গরূপে নেপল্‌সে প্রাদুর্ভূত হইল।

'রাজা প্রকৃতিরঞ্জনাৎ।' যিনি প্রজার মনোরঞ্জন করিয়া রাজত্ব করিতে সমর্থ, তিনিই প্রকৃত রাজ-পদবাচ্য। কোন রাজারই প্রজার ইচ্ছার বিরুদ্ধে রাজত্ব করিবার অধিকার নাই। ভারতীয় নৃপতিগণ এই অমূল্য সত্য বুঝিতেন বলিয়াই নিজের রাজত্বে প্রজার অনুমোদন গ্রহণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইতেন। প্রজা রাজদ্রোহী হইলে সে রাজ্যের মঙ্গল নাই—ইহা তাঁহাদিগের ধ্রুব বিশ্বাস ছিল। এই জন্য তাঁহারা প্রজারঞ্জনার্থ প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম স্ত্রী-পুত্রাদিও বিসর্জ্জন দিতেন। ইতালীয় বৈদেশিক রাজবৃন্দ এ রাজকর্ত্তব্য স্বীকার করিতেন না বলিয়াই ইতালীয় প্রজাবৃন্দ আপনাদিগের প্রাকৃতিক স্বত্ব পুনরুদ্ধার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কোন বাধাই তাঁহাদিগকে সঙ্কল্প-চ্যুত করিতে পারিল না।

সিসিলীর অধিপতি দ্বিতীয় ফার্দ্দিন্যান্দ ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে শপথ গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীকার করেন যে, তিনি প্রজাগণকে নিয়ম-তন্ত্র শাসন-প্রণালী প্রদান করিবেন। কিন্তু সিসিলীবাসীরা সম্পূর্ণরূপে প্রতারিত হইয়াছিল। ফার্দ্দিন্যান্দ ও তদীয় উত্তরাধিকারিগণ তাঁহাদিগের প্রতি যেরূপ অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনাতীত। তাঁহারা বার বার বিপ্লব-পতাকা উড্ডীন করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এমন সময় ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে উদীচ্য প্রদেশ হইতে বৈপ্লবিক মারুত-হিল্লোল প্রবাহিত হইয়া তাঁহাদিগের মরণোন্মুখী আশালতাকে পুনর্জ্জীবিত করিল।

ভিলা-ফ্রাঙ্কার সন্ধিতে তাঁহারা ভগ্নোদ্যম হইলেন না। (১) ম্যাটসিনি, (২) গ্যারিবল্ডী ও (৩) কাভূর—এই তিন জন উৎসর্গীকৃতপ্রাণ মহাপুরুষের গূঢ় উদ্দীপনাই সিসিলী ও নেপল্‌সের বিপ্লবাগ্নি প্রধূমিত হইতে লাগিল। সিসিলী যে বিপ্লবকেন্দ্র হইবার যোগ্য স্থান—ইহা ম্যাটসিনি-মস্তিষ্কেই সর্ব্বপ্রথম প্রবেশ করে। তাঁহারই মস্তিষ্ক হইতে বিপ্লবের সমস্ত মতলব সমুদ্ভূত হয়। গ্যারিবল্ডীর কার্য্যকরী প্রতিভা সেই মতলব কার্য্যে পরিণত করেন। কাভূরের রাজনৈতিক প্রতিভাবলে আভ্যন্তরীণ ও বহিশ্চর বিঘ্ন সকল খণ্ডিত হয়। এই তিন জনই প্রকৃত স্বদেশ-হিতৈষী। তিন জনেরই লক্ষ্য এক এবং তিন জনেরই প্রতিভাবলে ইতালীয় বিপ্লব সংশোধিত হয় অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তিন জনই পরস্পরকে অবিশ্বাস করিতেন ও তিন জনেরই ভাব ও প্রবৃত্তি ভিন্নমুখী ছিল। ম্যাটসিনি, ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে নিকোলো ক্যাব্রিজি-নামক এক ব্যক্তিকে, সিসিলীতে গুপ্ত বৈপ্লবিক সৈনিক-কেন্দ্র সকল সংস্থাপন করিবার জন্য পাঠান, এদিকে প্যালার্ম্মোতে গুপ্তভাবে অস্ত্র প্রেরণ করা হইল। লা গ্যান্‌সিয়া নামক কোন মঠের আশ্রয়ে গুপ্ত সভা সকলের অধিষ্ঠান হইতে লাগিল। কিন্তু কোন বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তি এ সমস্ত প্রকাশ করিয়া ফেলায়, সে উদ্যম অঙ্কুরে বিদলিত হইল। কিন্তু ম্যাটসিনি ভীত হইবার নহেন। তিনি রোসোলিনো পাইলো ও জিয়োভানী কোরাও নামক দুই জন সিসিলীয় দেশ-হিতৈষীকে বিদ্রোহাগ্নি উদ্দীপিত রাখিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। গ্যারিবল্ডী স্বয়ং বলিয়াছেন যে, 'এই

দুই ব্যক্তিই আমার সহস্র সহচরের অগ্রদূত। ইহারা অগ্রে আসিয়া স্বাধীনতার মত প্রচার এবং উদ্দীপনা-পূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা এট্না আগ্নেয়-গিরির নীর অধিবাসিবৃন্দকে বিপ্লবোন্মুখ করিয়া রাখিয়াছিলেন।' এই জন্যই গ্যারিবল্‌ডী এক সহস্র সৈন্য-সহ সিসিলীতে আসিবামাত্র অসংখ্য সিসিলীয় ভলণ্টিয়ার তাঁহার পতাকা-মূলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। উক্ত পাইলো প্যালার্মো অধিকারের কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে রীন নগরের নিকট শত্রুদিগের সহিত সংঘর্ষে প্রাণ হারান। এই দিনই তিনি গ্যারিবল্‌ডিনী সেনামধ্যে কর্ণেল উপাধি প্রাপ্ত হন।

জেনিভা নগরে ম্যাটসিনি বিপ্লবার্থ অর্থ-সংগ্রহ করিবার জন্য একটি সমিতি সংস্থাপন করেন। ম্যাটসিনি যদিও তৎপ্রেরিত লোকদ্বয়ের বিবরণ-পাঠে অবগত হইয়াছিলেন যে, সিসিলীয়গণ এখনও বিপ্লবার্থ প্রস্তুত নহেন, তথাপি গ্যারিবল্‌ডীকে অর্থ ও লোক-সাহায্য দিতে বিন্দুমাত্র কৃপণতা করেন নাই। গ্যারিবল্‌ডীর অভিযান কৃতকার্য্য হইলে ম্যাটসিনি সমস্ত কার্য্যের নিয়ম নিজ হস্তে লইতে ব্যগ্র হইয়াছিলেন, কিন্তু গ্যারিবল্‌ডী ও কাভূরের সহিত তখন তাঁহার সদ্ভাব ছিল না বলিয়া কৃতকার্য্য হন নাই।

এক সহস্র মাত্র সৈন্য লইয়া দুই সিসিলীর বিরুদ্ধে গ্যারিবল্‌ডীর অভিযান তৎকালে পূর্ণ উন্মত্ততা বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। ইহা গ্যারিবল্‌ডী ও তদীয় সৈন্যগণের পূর্ণধ্বংসে পর্য্যবসিত হইবে বলিয়া সকলেই স্থির করিয়াছিলেন। কাভূরও এ অভিযানের কৃতকার্য্যতা বিষয়ে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস স্থাপন করেন নাই। কিন্তু তিনি দেখিলেন যে, গ্যারিবল্ডীকে থামান তাঁহার অসাধ্য, সুতরাং তিনি সেই উন্মত্ত-প্রায় ইতালীর সমরাশ্বকে সংযত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কাভূরের ভয় হইল যে, এই উন্মত্ত অশ্বকে ইচ্ছামত বিচরণ করিতে দিলে নানা রাজ্যের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়া ইতালীর একতা ও স্বাধীনতার দিন অধিকতর বিলম্বিত হইবে। তিনি এইরূপে এ বিষয়ে তাঁহার অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন;—"অগ্রে আমরা নিজে শৃঙ্খলাবদ্ধ হই, একটি মহতী ও বলবতী সেনা আমাদিগের হস্তগত করি, তাহার পর আমরা ভিনিসিয়া ও দক্ষিণ-ইতালীর দিকে তাকাইব এবং রোম আমাদিগের অনুবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইবে।" ইহাতেই স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, এক সহস্র মাত্র রণে অপরিপক্ব ভলণ্টিয়ার সৈন্য লইয়া গ্যারিবল্‌ডীর সিসিলী আক্রমণের সহিত তাঁহার কোন সহানুভূতি ছিল না।

যখন গ্যারিবল্‌ডী এক সহস্র ভলণ্টিয়ার সৈন্য লইয়া সিসিলী অভিমুখে যাত্রা করেন, তখন কাভূর আড্‌মিরাল্ পার্সেনোকে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রেরণ করেন। কাভূরের প্রকাশ্য আদেশ এই যে, তিনি যেন অচিরাৎ তাঁহাকে ধরিয়া গৃহে আনয়ন করেন এবং গুপ্ত আদেশ এই যে, যেন সর্ব্বদা তাঁহার কাছে কাছে থাকেন এবং যদি সম্ভবই হয়, তাঁহাকে সাহায্য করেন। তাহার পর তিনি বৈদেশিক রাজবৃন্দের কোপানল নির্ব্বাপিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আল্‌পস্‌পারের রাজবৃন্দ ইউরোপীয় শান্তি-ভঙ্গের সম্ভাবনা দেখিয়া কাভূর ও তদীয় প্রভুর প্রতি বিরক্ত হইয়া ক্রোধপূর্ণ পত্র লিখিতে লাগিলেন। কাভূর দেখিলেন যে, ইউরোপীয় কোন রাজশক্তি তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে সমরে অবতীর্ণ হইলে, ইতালীয় সমস্ত আশা বিনষ্ট হইবে, ইতালীয় একতা ও স্বাধীনতা সুদূরপরাহত হইবে। এই ভাবিয়া তিনি ম্যাকিয়াভেলি নীতি অবলম্বন করিলেন। তিনি ভুলাইয়া রাখিবার জন্য স্পষ্টাক্ষরে ইউরোপীয় রাজবৃন্দকে জানাইলেন যে, 'গ্যারিবল্‌ডীর সিসিলী অভিযানের সহিত পীডমণ্টীয় শাসন-সমিতির কোন প্রকার সংস্রব নাই। পীডমণ্ট-রাজ গ্যারিবল্‌ডীর এই সভ্যজন-বিগর্হিত কার্য্যকে বন্ধু-রাজ্যে দস্যু-বৃত্তি করার ন্যায় মনে করেন।' ইউরোপীয় রাজবৃন্দের ক্রোধ উপশমিত করিবার জন্য কাভূর এই সময় ইউরোপ যাত্রা করেন। ভায়েনা, বার্লিন ও সেণ্টপীটার্শবর্গ হইতে তদীয় শিবিরে এই সময় অগ্নিময় পত্র আসিতে লাগিল। এদিকে উদীচ্য-প্রদেশের সাধারণ-তান্ত্রিকগণ কাভূরকে গ্যারিবল্‌ডীর অভিযান বিফল করিবার চেষ্টার অপরাধে অপরাধী করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ কাভূর যে অন্তরে গ্যারিবল্‌ডীর অভিযানের প্রতিপক্ষ ছিলেন না, তাঁহার নিম্নলিখিত পত্র পাঠে তাহা স্পষ্ট বোধ হইবে। তিনি তদীয় সিসিলীস্থিত এজেণ্ট লা ফেরিণাকে এই পত্র লিখেন :—'১৮৬০, ১৭শে জুন, টিউরিন্।—আমি তোমার ১২ই ও ১৪ই জুনের পত্র পাইয়াছি। আমি ঐতিহাসিক দলীল-স্বরূপ ঐগুলিকে যত্ন করিয়া রাখিব। আডমিরাল পার্সেনো আমাদের পতাকাকে বিপদগ্রস্ত না করিয়া যতদূর সাধ্য, তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন। গ্যারিবল্‌ডী যদি ক্যালাব্রিয়া পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারেন, তাহা অতি মঙ্গলের বিষয়। এখানকার কার্য্যাবলী এক প্রকার মন্দ চলিতেছে না। কূটরাজনীতি-বিশারদেরা

আমাদিগকে আর বড় উত্যক্ত করিতেছেন না। রুসিয়া ভীষণ হুঙ্কার ছাড়িয়াছিলেন, প্রুসিয়া কিঞ্চিৎ কম। আমাদের পার্লেমেণ্টে অনেক সুবোধ লোক আছেন, সুতরাং কোন ভয় নাই। আমি অধীরভাবে তোমার পত্রের প্রতীক্ষায় রহিলাম।—কাভূর।'

কাভূর ইংলণ্ডের নিকট এই সময় বিশেষ সাহায্য পাইয়াছিলেন। ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্ট প্রথমে গ্যারিবল্ডীর অভিযান বিষয়ে কোন সহায়তা করিতে চান নাই। তাঁহাদের আশঙ্কা ছিল, পীড্‌মণ্টিস্ গবর্ণমেণ্ট সেভয় ও নাইস্ দিয়া যেমন ফ্রান্সের নিকট টস্কানী গ্রহণের অধিকার ক্রয় করিয়াছিলেন, এবারও বুঝি সেইরূপ সার্ডিনীয়া বা জেনোয়ার বিনিময়ে ফ্রান্সের নিকট—সিসিলীগ্রহণের অনুমতি ক্রয় করিবেন। কিন্তু যখন এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইলেন, তখন ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী লর্ড জন্ রসেল্ প্রকাশ্যরূপে গ্যারিবল্ডীর পক্ষসমর্থন করিলেন। তিনি ইংলণ্ডের ইতালীয় প্রতিনিধি সার জেমস্ হড্‌সনকে এই মর্ম্মে পত্র লিখিলেন:—'যদি কখন কোন দেশের লোক উপযুক্ত কারণে কোন অত্যাচারী শাসনকর্ত্তার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হয়, তাহা হইলে এই উৎসাহবিশিষ্ট বীরপুরুষগণকে তাহাদিগের স্বাধীনতা পুনঃপ্রাপ্তি বিষয়ে সহায়তা করা ন্যায় ও ধর্ম্ম উভয়েরই অনুমোদিত।

লর্ড জন রসেল—গ্যারিবল্ডীতে ও উইলিয়ম্ অব অরেঞ্জে—সুন্দর সাদৃশ্য দেখিলেন, দেখিয়া তিনি কায়মনোবাক্যে গ্যারিবল্ডীর অভিযানের সহায়তা করিতে লাগিলেন। তিনি ইংরাজ নৌসেনাপতি আডমিরাল্ মণ্ডীকে গ্যারিবল্ডীর সাহায্যার্থ লিখিয়া পাঠান এবং গ্যারিবল্ডী নিজে স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি তাঁহাকে সবিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন।

ইংরাজ-মন্ত্রি-সভার অনুরোধে ফরাসী গবর্ণমেণ্ট মাধ্যমিকতা অবলম্বন করিলেন। ইতালীর একতা-সাধনে তাঁহাকে যে কোন প্রকার কষ্ট পাইতে হইল না, এই জন্যই লুই নেপোলিয়ন্ যথেষ্ট সুখী হইলেন। এ দিকে রুসিয়া ও প্রুসিয়া অতি দূরবর্ত্তিত্ব নিবন্ধন হস্তক্ষেপবিষয়ে ক্রমেই শিথিলতা অবলম্বন করিল।

বহিশ্চর-বাধা বিরহিত হইয়া গ্যারিবল্ডী মনের সাধে বিপ্লব-কার্য্য আরম্ভ করিলেন। তাঁহার বৈচিত্র্য-পূর্ণ জীবনের এইটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট সময়। হৃদতীতবর্ত্তী সময়াবলীর অবসানে তিনি তাঁহার আলপস সেনাকে যুদ্ধার্থ সজ্জীভূত থাকিতে আদেশ করেন। তৎকালে যুদ্ধ চালাইতে তাহারা যেরূপ ব্যগ্র ছিল, তাহাতে তিনি নিশ্চয় বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার সে আদেশ প্রীতি সহকারে প্রতিপালিত হইবে। তিনি যাহা আশা করিয়াছিলেন, তাহা বিন্দুমাত্র বিফল হয় নাই। কারণ, গ্যারিবল্ডী সিসিলী আক্রমণ করিবেন, এই বার্ত্তা সর্ব্বপ্রসৃতা হইবামাত্র এক সহস্র সৈন্য ১৮৬০ সালের এপ্রিল্ মাসে জেনোয়া নগরের অদূরবর্ত্তী কোয়ার্টো নগরের ভিলা স্পাইনোলা প্রাসাদে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই প্রাসাদে তৎকালে কর্ণেল্ ভেচ্‌জ (Vecchj) বাস করিতেন: তিনি ঐ প্রাসাদ গ্যারিবল্ডীর ব্যবহারার্থ ছাড়িয়া দিলেন এবং নিজেই তাঁহার অধীনে থাকিয়া যুদ্ধের আয়োজনের তদারক করিতে স্বীকৃত হইলেন।

এই অভিযানে গবর্ণমেণ্ট দ্বারা প্রতিহত ও বিলম্বিত হইল। কারণ গবর্ণমেণ্ট জানিতে পারিলেই বৈপ্লবিক লোক ও অস্ত্র ধরিতে লাগিলেন। যাহা হউক, অবশেষে গ্যারিবল্ডী ৫ই মে ১,০৬৭ জন বাছাই সৈন্য লইয়া সিসিলী-অভিমুখে অভিযান করিলেন। এই ভলণ্টিয়ার সৈন্যদলের মধ্যে ৪২০ জন মাত্র ভদ্রলোকের সন্তান ও উচ্চশিক্ষা-প্রাপ্ত ছিলেন। সেনাপতি টুর ও বিধবা কৈবেলীর অবশিষ্ট তিন পুত্র গ্যারিবল্ডীর সঙ্গে চলিলেন। উক্ত উচ্চাশয়া রমণী গ্যারিবল্ডীর নিকট এই ভিক্ষা চাহিলেন যে, তাঁহার মৃত পুত্রের ন্যায়, অবশিষ্ট তিন জনও যেন গ্যারিবল্ডীর পার্শ্বে থাকিয়া যুদ্ধ করিবার অধিকার পায়। তিনি এই অভিযানের আরও সাহায্যার্থ প্রকাণ্ড এক তোড়া মুদ্রা আনিয়া গ্যারিবল্ডীর হস্তে অর্পণ করিলেন। আর গ্যারিবল্ডীর প্রতিকৃতি নাইনো বিক্সিয়োও তাঁহার সমভিব্যাহারে চলিলেন। ইনিও গ্যারিবল্ডীর ন্যায়, কখনও নাবিকভাবে, কখন সৈনিক ভাবে এবং কখন বা বণিকভাবে পৃথিবীপৃষ্ঠে বিচরণ করিয়া বেড়াইয়াছেন। ইনি নব্য ইতালীসমাজের এক জন দীক্ষিত সভ্য ও ম্যাটসিনির এক জন প্রধান মন্ত্রশিষ্য। আর টকোরী (Tuckory) নামক একজন হঙ্গেরীয় নির্ব্বাসিতও তাঁহার সহিত চলিলেন। ইঁহার জীবনও অদ্ভুত ঘটনাপূর্ণ। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দ হইতে পালার্ম্মোর যুদ্ধে পতন পর্য্যন্ত সময়ে তিনি যে কত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় নাই। প্রতি যুদ্ধেই তিনি সাংঘাতিকরূপে আহত হন, কিন্তু প্রতিবারেই অতিকষ্টে জীবন লাভ করেন। ইনি ব্যবহারাজীবের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও মসী অপেক্ষা অসি অধিকতর ভালবাসিতেন। তদ্ভিন্ন বিখ্যাত সিসিলীয় নির্ব্বাসিত লা মাসা (La Masa), কালাব্রিয়ার ব্যারন্ ষ্টোকো, বিখ্যাত রাজনৈতিক ক্রিস্পি (Crispi), এবং আরও অনেক বড় বড় লোক এই অভিযানের যাত্রী হন।

গ্যারিবল্ডী সিসিলী যাত্রার পূর্ব্বে তদীয় রাজাকে

এই বশ্যতা-সূচক ও প্রশংসা-পূর্ণ পত্র লিখিয়া যান :— 'রাজন্! আমি যে যুদ্ধযাত্রায় নিমগ্ন হইলাম, যদি তাহাতে কৃতকার্য্য হই, তাহা হইলে আপনার কিরীটে একখানি উজ্জ্বলতম মণি বসাইয়া যে আমি শ্লাঘ্য হইব, তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ অল্প।'

ম্যাটসিনির নিরন্তর উদ্দীপনায় জেনোয়ানগরে বিপ্লবাগ্নি জ্বলনোন্মুখী হইয়াছিল। গ্যারিবল্‌ডীরূপ-ইন্ধন-সংযোগে তাহা জ্বলিয়া উঠিল। সমস্ত জেনোয়া এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের বাধা উপেক্ষা করিয়া প্রকাশ্যরূপে গ্যারিবল্‌ডীর অভিযানের আয়োজন করিতে লাগিল। ৪ঠা মে গ্যারিবল্ডী জেনোয়াবন্দরস্থিত দুইখানি জাহাজ ধরিয়া আপনার ভলণ্টিয়ার সৈন্যগণকে তাহাতে উঠাইলেন। ৫ই মে মধ্যাহ্নকালে সেই আভিযানিক রণতরিদ্বয় জেনোয়া বন্দর পরিত্যাগ করিল। অসংখ্য নৌযানে সামরিক দ্রব্য-সামগ্রী বোঝাই হইয়া চলিল। সে দৃশ্য অতি মনোহর! যে সকল আত্মীয়-স্বজন স্বজনবর্গকে যুদ্ধার্থ বিদায় দিবার জন্য তথায় সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও সেই সময়ের উদ্দীপনায় এতদূর উদ্দীপিত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, জাতীয় যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার অভিলাষে আপনাদিগকে সেই অভিযানের সঙ্গী হইবার জন্য আগ্রহাতিশয় দেখাইতে লাগিলেন! ঐ দেখ, জননী পুত্রকে ও জায়া স্বামীকে যুদ্ধার্থ উত্তেজিত করিতে গিয়া শোকানন্দ-মিশ্রিত অশ্রুজলে অন্ধিতদৃষ্টি হইতেছেন! সেই সমুদ্রতীরে এই অপূর্ব্ব দৃশ্যের স্মরণ-চিহ্নস্বরূপ একটি শ্বেতপ্রস্তরময় তারা বিলম্বিত করা হইল।

পাছে এই সংবাদ সর্ব্বতঃ প্রসৃত হইয়া গমনের ব্যাঘাত উৎপাদন করে, এই জন্য গ্যারিবল্ডী অতি ত্বরা-সহ প্রস্থানের আদেশ দেন, এই জন্য এরূপ ঘটিয়াছিল যে, অনেক লোক যাঁহারা পথে আসিতেছিলেন, তাঁহারা বাদ পড়িয়া গেলেন। তাঁহাদের সঙ্গে অনেক অস্ত্রশস্ত্র ও বারুদাদি যুদ্ধোপকরণসামগ্রী আসিতেছিল; সুতরাং অগত্যা সেগুলিও তাঁহাদিগকে ফেলিয়া আসিতে হইল। যুদ্ধোপকরণ-সামগ্রীর অল্পতা নিবন্ধন গ্যারিবল্‌ডীকে ট্যালামোনে জাহাজ লাগাইতে হইল। উক্ত স্থানে একটি সার্ডিনীয় দুর্গ ছিল। গ্যারিবল্‌ডী তথায় উপস্থিত হইবামাত্র দুর্গাধ্যক্ষ দুর্গ ছাড়িয়া দিয়া অন্তর্হিত হইলেন, সুতরাং তিনি অবাধে দুর্গের সমস্ত যুদ্ধোপকরণ-সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া লইয়া গেলেন। কাভুর ইহার জন্য দুর্গাধ্যক্ষকে কৃত্রিম তিরস্কার করিলেন।

এই স্থান হইতে গ্যারিবল্‌ডী কর্ণেল জামবিয়ানচী-নামক এক জন সৈনিকপুরুষকে রোমীয় রাজ্যে 'বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্বলিত করিবার জন্য পাঠাইয়া দেন। এই সৈনিকপুরুষ গ্যারিবল্‌ডীর কার্য্যের বিঘ্নকারক ছিলেন বলিয়া গ্যারিবল্ডী তাঁহাকে এই দুরূহ অনিশ্চিত কার্য্যে নিযুক্ত করেন। যে কোনরূপে ইঁহাকে সিসিলীয় অভিযান হইতে অন্তর্হিত করাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত করা হউক বা না হউক, গ্যারিবল্‌ডীর এ উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল। কারণ, উক্ত কর্ম্মচারী রোমীয় সেনার নিকট পর্য্যস্ত হইয়া অধঃকৃত ও হতমান হইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

ট্যালামোন হইতে জাহাজ ছাড়িয়া গ্যারিবল্‌ডী তাঁহার ক্ষুদ্র সেনাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে লাগিলেন। এ দিকে ভূমধ্যসাগরে অত্যুচ্চ ঊর্ম্মিমালায় সমাচ্ছন্ন হইয়া অতি ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। সেই সময় গ্যারিবল্‌ডী উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা সৈনিক যাত্রিকগণের তরঙ্গায়িত চিত্তকে সুদৃঢ় ও সুস্থির করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রিয় সহচর টুর্ এতদূর পীড়িত হইয়া পড়িলেন যে, তিনি আপনাকে জাহাজ হইতে জলে প্রক্ষেপ করিবার জন্য আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিলেন। গ্যারিবল্‌ডী তাঁহার শুশ্রূষার সুব্যবস্থা করিয়া জাহাজের এক প্রান্তে নির্জ্জনে বসিয়া প্রত্যেক সৈন্য-বিভাগের সেনাপতির সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সিসিলী আক্রমণের প্ল্যান স্থির করিলেন। এই সামরিক গুপ্তসভা মার্সালাতে অবতরণ করাই যুক্তিসিদ্ধ স্থির করেন। কারণ পালার্ম্মোতে তৎকালে নিয়োপলিটীয় রণতরি সকল উপকূলবিভাগ রক্ষা করিয়া বেড়াইতেছিল। সুতরাং তথায় অবতরণ করিতে গেলে প্রবলতর রণতরীর সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়া কার্য্যহানি ঘটিবার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ মার্সালা আফ্রিকার উদীচ্য উপকূলের নিকটবর্ত্তী। সুতরাং যদি অভিযান ব্যর্থ হয়, তাঁহারা আফ্রিকায় পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইতে পারেন।

এই স্থির করিয়া তাঁহারা ১১ই মে তারিখে মার্সালা বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গ্যারিবল্‌ডীর আভিযানিক পোতদ্বয় মার্সালা বন্দরে উপস্থিত হইলে তথাকার অধিবাসীরা যেন সহসা বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় স্তম্ভিত ও চমকিত হইল। তাঁহারা তীরে অবতরণ করিতে না করিতেই নিয়োপলিটীয় রণতরি সকল তাঁহাদিগের উপর আসিয়া পড়িল। গ্যারিবল্‌ডী তাঁহার লোকজন ও যুদ্ধোপকরণ-সামগ্রী তীরে তুলিয়াছেন মাত্র, এমন সময় উক্ত রণতরিগুলি তাঁহার রণতরিদ্বয়ে অগ্নি প্রদান করিল। গ্যারিবল্‌ডী দ্রুতপদে সসৈন্য মার্সালা নগরমধ্যে

প্রবেশ করিলে নগরবাসীরা বিষম সমস্যায় পড়িলেন। তাঁহাদিগের হৃদয়মধ্য হইতে প্রতিধ্বনি উঠিতে লাগিল—'গ্যারিবল্ডী জীব! গ্যারিবল্ডীর জয়!' কিন্তু সে প্রতিধ্বনি তাঁহাদিগের মুখ ফুটিয়া আর বাহির হইল না। কারণ, অদূরে নিয়োপলিটীয় রণতরি সকল তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছিল, সুতরাং পাছে ইহা নগরকে ভস্মস্তূপে পরিণত করে, এই ভয়ে তাঁহারা মনের ভাব মুখে ব্যক্ত করিতে পারিলেন না। গ্যারিবল্ডীকে তাঁহারা কোনও প্রকার অভ্যর্থনা করিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু গ্যারিবল্ডী বিজয়ী সেনাপতির ন্যায় নগর প্রবেশ করিলেন—তাহাতে তাঁহারা কোনও প্রকার বাধা দিলেন না। তাঁহারা প্রাসাদ-দ্বার রুদ্ধ করিয়া বাতায়নে বসিয়া গ্যারিবল্ডীর সৈন্যগণের সামরিক অভিযান দেখিতে লাগিলেন ও মনে মনে তাঁহাকে উদ্ধারকর্ত্তা বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহারা গ্যারিবল্ডীর পূর্ণ অভিপ্রায় কি, তাহা বুঝিতে না পারায় পরস্পর নানা তর্ক-বিতর্ক করিতে লাগিলেন। গ্যারিবল্ডী ইহা জানিতে পারিয়া উদ্দীপনাপূর্ণ পূর্ণ-অভিপ্রায়দ্যোতক দুইটি ঘোষণা-পত্র প্রচার করিলেন। একটি সিসিলীবাসিগণকে ও অপরটি নিয়োপলিটীয়গণকে উল্লেখ করিয়া লিখিত।

তিনি এইরূপে সিসিলীয়গণকে ও নিয়োপলিটীয়গণকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন—(১) "সিসিলীয়গণ! আমি আমার সহিত একদল বীরসৈন্য লইয়া এখানে আসিয়াছি, আমরা সিসিলীয়গণের বীরোচিত আহ্বানের উত্তর দিবার জন্য এখানে সমাগত। আমরা লম্বার্ডি সমরের নিহতাবশিষ্ট সৈন্য, তোমাদিগের সঙ্গে আসিয়া মিলিত হইয়াছি। স্বদেশের স্বাধীনতাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। যদি আমরা মিলিত হইতে পারি, তাহা হইলে সে কাজ অতি সহজ ও স্বল্পকাল-সাধ্য হইবে। তবে আর কেন? ভ্রাতৃগণ! আর কালবিলম্ব না করিয়া অস্ত্র গ্রহণ করুন্। যে শক্তি থাকিতে অস্ত্র গ্রহণ করিবে না, সে জাতীয় শত্রু। 'অস্ত্র নাই'—এ আপত্তি গ্রাহ্যযোগ্য হইতে পারে না! আমরা শীঘ্রই বন্দুক আনাইতেছি। কিন্তু যতদিন না বন্দুক আইসে, ততদিন বীরের হস্তে সকল অস্ত্রই কার্য্যকর হইবে; নাগরিক শাসনসমিতি-সকল বাল, বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোকদিগের ভরণ-পোষণের জন্য বন্দোবস্ত করিবেন। অতএব সিসিলীবাসিগণ! আপনারা সকলেই অস্ত্র গ্রহণ করুন্। সিসিলী আর একবার পৃথিবীকে দেখাইবে যে, একটি সমগ্র জাতির মিলিত ও ঘনীভূত ইচ্ছাশক্তি-বলে ইহা অত্যাচারিণী প্রভুশক্তির হস্ত হইতে মুক্তি-লাভ করিতে পারে। গ্যারিবল্ডী।"

(২) "ইতালীবাসিগণের পরস্পর অনৈক্যবশতঃ ইতালীতে দৃপ্ত বৈদেশিক প্রভুশক্তি রাজত্ব করিতেছে। কিন্তু যে দিন ক্যাম্‌নাইট ও মার্সিয়াইগণের বংশধরেরা সিসিলীবাসিগণের সহিত একযোগে উদীচ্য ইতালীয়গণের সহিত মিলিত হইবেন, সেই দিনই—আমাদের জাতি, তোমরাই যে জাতির উৎকৃষ্ট ভাগ, সেই দিনই আমাদের জাতি—পূর্ব্বের ন্যায় ইউরোপীয় জাতিনিচয়ের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ আসন প্রাপ্ত হইবে। আমিও একজন ইতালীবাসী। আমার এই মাত্র আকাঙ্ক্ষা: যে, আপনারা এই ভারীজ ও সান্-মার্টিনোর যোদ্ধৃ-বর্গের সহিত পার্শ্বাপার্শ্বি হইয়া একত্র ইতালীর শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন!—গ্যারিবল্ডী।"

এই ঘোষণাপত্রদ্বয়ের প্রচারের পর গ্যারিবল্ডী ক্রিপসি ও লা-মাসা-নামক সৈনিক কর্ম্মচারিদ্বয়কে একদল সিসিলীয় সৈন্য সংগ্রহ করিবার জন্য পাঠাইলেন। গ্যারিবল্ডীর নামের মোহিনী-শক্তি-বলে ও তাঁহাদিগের যত্নে শীঘ্রই দ্বাদশ শত সিসিলীয় সৈন্য সংগৃহীত হইল। ইহারা পিসিওটি (Picciotti) সৈন্য নামে অভিহিত হইত। ইহারা পথি-প্রদর্শকের কার্য্য অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন করিত, সুতরাং সিসিলীয় সমরে গ্যারিবল্ডীর বিশেষ উপকারে লাগিয়াছিল। ইহাদের প্রকৃতি অতি নৃশংস। পাঠক! আল্‌কেমো (Alcamo) নগরের পতনের পর ইহাদিগের কার্য্যের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করুন্। ঐ দেখুন, উহারা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে নিয়োপলিটীয় মৃতদেহ সকল তুলিয়া লইয়া কুকুরদিগকে খাইতে দিয়াছে এবং আপনারা চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইয়া কৌতুক দেখিতেছে। পাছে কোন দয়ালু ব্যক্তি আসিয়া সেই সকল মৃতদেহকে সমাধিনিহিত করেন, এই ভয়েই তাহারা এই মৃতদেহগুলিকে কুকুর দিয়া খাওয়াইতেছে। ঐ দেখুন, সেনাপতি গ্যারিবল্ডী ঐ স্থলে উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি এই ভীষণ দৃশ্যে বিরক্ত হইয়া ঐ শুনুন, সৈন্যগণকে আদেশ করিতেছেন, 'এই সকল মৃতদেহকে বীরোচিত সমাধি প্রদান কর।' এই আদেশ শ্রবণ করিয়া পিসিওটিয়োদিগের মধ্যে এক জন কি বলিতেছে শুনুন! ঐ শুনুন, সে বলিতেছে যে, 'গ্যারিবল্ডী যাহা বলিয়াছেন, তাহা ন্যায়সঙ্গত বটে, কিন্তু তিনি জানেন না যে, এই জঘন্য জাতির হস্তে আমরা কত যাতনা পাইতেছি।'

মার্সালা হইতে সালেমী পর্য্যন্ত গ্যারিবল্ডী বিজয়ী

বীরের সজ্জায় গমন করিলেন। গ্যারিবল্ডী অতঃপর যে অসংখ্য বৈজয়িক রণযাত্রায় নির্গত হন, ইহাই তাহার সূত্রপাত। মঙ্ক, পুরোহিত, স্ত্রীলোক—অধিক কি, শিশু পর্য্যন্ত এই রণযাত্রায় তাঁহার সহিত গমন করেন। নিয়োপলিটীয় সৈন্য দৃষ্টিপথের অতীত হইলেই সিসিলীয়গণ মহান্ উৎসাহে বিজয়ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিত। সিসিলীয়গণ যুদ্ধ করিতে যত না হউক, বিজয়ধ্বনি করিতে সমূহ তৎপর ছিল।

গ্যারিবল্ডী সালেমীতে আসিয়া দেখিলেন, রাজ্যের শাসন সম্বন্ধে তাঁহার হস্তক্ষেপ করা একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে। দেখিয়া তিনি নগরবাসিগণের লক্ষ্য করিয়া নিম্নলিখিত ঘোষণাপত্র প্রচার করেন :—"আমি গ্যারিবল্ডী, সিসিলীস্থিত জাতীয় সেনার প্রধান সেনাপতি। আমি সালেমীর প্রধান নাগরিকগণের অনুরোধে এখানে আসিয়াছি। আমি সিসিলীয় প্রধান প্রধান শাসন-সমিতির পরামর্শানুসারে ও যুদ্ধের সময় এক ব্যক্তির হস্তে শাসন ও সমরবিভাগের ভার ন্যস্ত থাকিলে কার্য্যের সুবিধা হয় বলিয়া, ইতালীর অধিপতি ভিক্টর ইমানুয়েলের নামে সিসিলীর ডিক্টেটরের পদ গ্রহণ করিলাম।"

গ্যারিবল্ডী নিয়োপলিটীয় সৈন্যের সহিত প্রথম সম্মুখ-সমরে বিজয়লাভের একান্ত আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সালেমী হইতে গ্যারিবল্ডী সসৈন্যে ক্যালাটাফিমি (Calatafimi) আসিয়া উপস্থিত হন। গ্যারিবল্ডী নিয়োপলিটীয় সৈন্যের সহিত সম্মুখ-সমরের জন্য নিতান্ত ব্যগ্র হইয়াছিলেন, এখানে আসিবামাত্র তাঁহার সেই অভিলাষ পূর্ণ হইল। গ্যারিবল্ডিনী সেনা এই স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র তথায় সমবেত নিয়োপলিটীয় সেনা তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। এই স্থানে সারাসেনিক, স্পেনীয় ও নর্ম্মান প্রাচীন অট্টালিকা সকলের অসংখ্য ভগ্নাবশেষ পড়িয়াছিল। সুতরাং গ্যারিবল্ডী অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া অসংখ্য নিয়োপলিটীয় সৈন্যের বিরুদ্ধে সহজে যুদ্ধ করিতে পারিলেন। ভগ্ন অট্টালিকাস্তূপের অন্তরাল হইতে তাঁহার সৈন্যগণ অব্যর্থ গুলীর সন্ধানে অসংখ্য নিয়োপলিটীয় সৈন্যকে সমরশায়িত করিতে লাগিল, মধ্যে মধ্যে গ্যারিবল্ডিনী অশ্বসেনা সেই ভগ্ন অট্টালিকার মধ্য হইতে তীরবেগে নির্গত হইয়া নিয়োপলিটীয় সেনার পার্শ্বদেশ আক্রমণ করিতে লাগিল। এইরূপে তিন ঘণ্টাকাল উভয় সৈন্যে তুমুল সংগ্রাম চলিতে লাগিল। গ্যারিবল্ডী-তনয় মিনোতী ও ভিনিসীয় মেনিনের পুত্র এই রণে আহত হইলেন এবং বিখ্যাত মন্টিভিডিয়ো রমণী-কর-বিনির্ম্মিত গ্যারিবল্ডিনী পতাকা কিয়ৎকালের জন্য শত্রুহস্তে পতিত হইল। কিন্তু বিজয়-লক্ষ্মী পরিশেষে গ্যারিবল্ডীকেই বরণ করিলেন। এই বিজয় গ্যারিবল্ডীর রণবিষয়িণী প্রতিভাকে সুপ্রতিষ্ঠাপিত করিল। এত অল্প-সংখ্যক রণে অদীক্ষিত সৈন্য লইয়া কিরূপে গ্যারিবল্ডী অসংখ্য রণদীক্ষিত নিয়োপলিটীয় সৈন্যকে পরাজিত করিলেন, অনেক প্রবয়াঃ রণপণ্ডিত ইউরোপীয় সেনাপতি ভাবিয়া তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। গ্যারিবল্ডীর বিজয়পতাকা ক্যালাটাফিমিতে উড্ডীন হইয়া সগর্ব্বে স্ফীতবক্ষে ভল্টার্ণোনদীতীর পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিল।

ফাদার প্যাণ্টালিয়োন, ক্যালাটাফিমি সমরক্ষেত্রে গ্যারিবল্ডীর নিজ বিশিষ্ট পুরোহিতের কার্য্য করিতে অগ্রবর্ত্তী হইলেন। সিসিলীয়গণ ধর্ম্মবিষয়ে কুসংস্কারবিশিষ্ট ছিলেন। পোপ সমাজচ্যুতির শাসন-পত্র (bull of excommunication) প্রচার দ্বারা গ্যারিবল্ডীকে খৃষ্টীয় সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছিলেন বলিয়া সিসিলীর অধিবাসিগণ গ্যারিবল্ডীর সহিত পূর্ণ সহানুভূতি করিতে পারিতেছিলেন না। এই গোলযোগ মিটাইয়া দিবার জন্য পালটালিয়োন গ্যারিবল্ডীকে গীর্জ্জায় গিয়া এই বিজয়ের জন্য ঈশ্বরোপাসনা করিতে অনুরোধ করিলেন এবং মন্ত্র-তন্ত্র দ্বারা তাঁহাকে পোপের অভিসম্পাত হইতে মুক্ত করিলেন। ইহাতেই সিসিলীয়গণের ধর্ম্মবিষয়ক আপত্তি দূরীকৃত হইল। গ্যারিবল্ডী গীর্জ্জার দ্বারে উপস্থিত হইলে, পুরোহিত পবিত্র পরিচ্ছদে আবৃত হইয়া ও ধর্ম্মপুস্তক হস্তে লইয়া তাঁহাকে অগ্রবর্ত্তী হইয়া লইলেন। পালটালিয়োন স্বয়ং বীরহৃদয় ছিলেন বলিয়াই বীরচূড়ামণি গ্যারিবল্ডীর এরূপ সম্মাননা করিলেন। পালার্ম্মোযুদ্ধে তিনি সর্ব্বাগ্রে থাকিয়া পবিত্র ক্রুশ হস্তে লইয়া ইহা শূন্যে ঘুরাইতে লাগিলেন। এই ক্রুশের মোহিনী শক্তিতে সিসিলীয়গণ যুদ্ধক্ষেত্রে অতিমানুষ বীরত্ব প্রদর্শন করেন।

নিয়োপলিটীয় সৈন্যগণ ক্যালাটাফিমিতে পরাস্ত হইয়া প্যালার্ম্মোতে প্রত্যাবৃত্ত হইল। প্যালার্ম্মো সিসিলীর রাজধানী। এই নগর-রক্ষা করিবার বিবিধ সুবিধা ছিল। এই নগরে যাইবার দুইটিমাত্র পথ ছিল ও সমুদ্রতীরবর্ত্তী হওয়ায় সমুদ্রপথে খাদ্যসামগ্রী আনাইবার সবিশেষ সুবিধা ছিল। তথাপি যে নিয়োপলিটীয় সেনা নগর-রক্ষা করিতে পারিল

না, তাহার গূঢ় কারণ নগরের আভ্যন্তরীণ অবস্থায় ও তথাকার অধিবাসিগণের চরিত্রে নিহিত ছিল, তাহারা নিয়োপলিটীয় শাসনে নিতান্ত বিরক্ত ছিল, সুতরাং গ্যারিবল্‌ডীর আগমনে তাহারা মহান্ উৎসাহে উৎসাহান্বিত হইল, সুতরাং বিবিধ প্রকারে নিয়োপলিটীয়দিগের কার্য্যে ব্যাঘাত সম্পাদন করিতে লাগিল। বিশেষতঃ নগরের রাজপথ সকলের সঙ্কীর্ণতা-নিবন্ধন নিয়োপলিটীয় সৈন্যের সংখ্যা বাহুল্য কোন কার্য্যকর হয় নাই।

প্যালার্ম্মোতে একটি গুপ্তসমাজ প্রতিষ্ঠাপিত হয়। এই সমাজ গ্যারিবল্‌ডীকে বলিয়া পাঠান যে, যদি তিনি নগরের তোরণদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারেন, তাহা হইলে নগরবাসিগণ সাধারণ্যে তাঁহার অনুকূলে অভ্যুত্থিত হইতে পারেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, নগরপ্রবেশের দুইটিমাত্র পথ। একটি পথ মনুরীল হইতে ও আর একটি পথ টার্ম্মিণী হইতে আসিয়াছে। নিয়োপলিটীয়েরা অনুমান করিয়াছিলেন যে, গ্যারিবল্‌ডী মনুরীলের পথ ধরিয়া আসিয়া আক্রমণ করিবেন। এই ভাবিয়া তাহারা সেই পথের মুখে সমস্ত সৈন্য কেন্দ্রীকৃত করিয়াছিল। বস্তুতই গ্যারিবল্‌ডী সেই পথ দিয়া আসিয়া নগর আক্রমণ করিবার সঙ্কল্প করিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন।

পথিমধ্যে শত্রুদিগের প্রকৃত অবস্থান-বার্ত্তা জানিতে পারিয়া শত্রুদিগকে ভ্রান্ত ও ব্যতিব্যস্ত করিবার মানসে পিসিয়োটী সৈন্যগণকে সেই পথে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং মূল সেনা লইয়া টার্মিণীর পথ-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই দুই পথের মধ্যভাগ অতি বন্ধুর। সেই বন্ধুর অধিত্যকা-প্রদেশ অতিক্রম করিয়া টার্মিণীর পথে পৌঁছিতে গ্যারিবল্‌ডীর এগার ঘণ্টা অতীত হইল। নিয়োপলিটীয় সেনাপতি ভাবিলেন যে, গ্যারিবল্‌ডী পলাইয়া দ্বীপ-মধ্যভাগে গমন করিয়াছেন। এই ভাবিয়া তিনি নিজ রণতরিতে বিজয়জনিত মহোৎসব করিতে লাগিলেন। বিজয়-সঙ্গীতে জলনিধি প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল; এবং প্রত্যেক সৈনিক চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় দ্বারা উদর পূর্ণ করিল।

যখন গ্যারিবল্‌ডী সহসা টার্ম্মিণী তোরণদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন নিয়োপলিটীয় সৈন্য-মধ্যে হর্ষে বিষাদ উপস্থিত হইল। অকস্মাৎ এই দুর্ঘটনা উপস্থিত হওয়ায় সকলে বিস্মিত ও চমকিত হইল। চমক অপনীত হইলে নিয়োপলিটীয় সেনা রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া গ্যারিবল্‌ডীর গতিরোধ করিল। নগরের সঙ্কীর্ণ পথে উভয় সৈন্যে তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া উঠিল। এই যুদ্ধে গ্যারিবল্‌ডিনী সেনা অদ্ভুত রণকৌশল ও অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করেন। ২৭শে মে প্রাতঃকালে গ্যারিবল্‌ডী নগর আক্রমণ করেন। ছয় ঘণ্টাকাল অবিরাম এই যুদ্ধ চলে। ক্যালাটাফিমি জয়ের অব্যবহিত পরেই গ্যারিবল্‌ডী ঘোরতর রণের পর আল্‌কেমো ও মনুরীল অধিকার করেন। কিন্তু প্যালার্মো সমরের সহিত তুলনায়—ক্যালাটাফিমি, আল্‌কেমো ও মনুরীল্ সমরত্রয় অতি সামান্য বলিয়া বোধ হয়। বিশ সহস্র নিয়োপলিটীয় সেনা সেনাপতি ল্যান্‌জার (Gen Lanza) অধিনায়কত্বে সমরস্থলে উপস্থিত হয়। এই বিংশ সহস্র শত্রুসেনার প্রায় চারি সহস্র সমরশায়ী হয়। গ্যারিবল্‌ডী সেনা নিয়োপলিটীয় সৈন্যগণকে প্রতি সূচ্যগ্র ভূমি হইতে তাড়াইতে তাড়াইতে অবশেষে রাজপ্রাসাদ কষ্টম্ হাউস ও দুর্গমাত্রাশ্রয়ী করিলেন।

প্যালার্মো আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইল। পার্ব্বত্য-প্রদেশ হইতে কৃষকেরা বিজয়সূচক ঢক্কা ও ভেরী প্রভৃতি বাজাইতে বাজাইতে নগরে আসিয়া উপস্থিত হইল। এদিকে সাডিনীয় ও সিসিলীয় সৈন্যগণে ক্রমে নগর ভরিয়া গেল। গ্যারিবল্‌ডী অল্প-সহস্রক সৈন্য লইয়া নগর আক্রমণ করেন। এক্ষণে ভলন্টিয়ার সৈন্যে তাঁহার সৈন্যদল পরিপূর্ণ হইল। আক্রমণকারিণী গ্যারিবল্‌ডিনী সেনা অতঃপর নগরাধিকারিণী সেনায় পরিণত হইলেন। গ্যারিবল্‌ডিনী সেনা ও তদধিনায়ক ইতালীবাসিগণের আদর্শ হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা লোহিত পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন বলিয়া আবাল-বৃদ্ধ বনিতা সকলেই লোহিত পরিচ্ছদ পরিধান করিতে লাগিল। সুতরাং লোহিত বস্ত্রের—অধিক কি, লোহিত বর্ণের দ্রব্যমাত্রেরই দর চড়িয়া গেল। নগরের পথ যেন দূর হইতে পোস্তঢেঁড়ীর ক্ষেত্র বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। রমণীগণ লোহিত অঙ্গরাখা এবং লোহিত ফিতা ও লোহিত পালকের শিরোভূষণ ব্যবহার করিতে লাগিলেন।

একদিকে যেমন হর্ষ, অন্যদিকে সেইরূপ বিষাদ! নিয়োপলিটীয় সেনামধ্যে গভীর বিষাদ-লক্ষণ পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। নিয়োপলিটীয় সৈন্যগণ অবশেষে হতাশ হইয়া রণপোত, দুর্গ ও জাহাজ হইতে অবিরাম গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিল এবং নগরের রক্ষাবিষয়ে ভগ্নাংশ হইয়া নগরধ্বংস-বিষয়ে কৃতসঙ্কল্প হইল। ২৭শে হইতে ৩১শে মে পর্য্যন্ত

নগর ও নগরের চতুর্দ্দিকস্থ স্থান সকলের উপর অনবরত অগ্নিবৃষ্টি হইতে লাগিল। দুই সহস্র হস্ত দৈর্ঘ্য ও দুই শত হস্ত প্রস্থ—এই পরিমিত দেশ ভস্মস্তূপে পরিণত হইল। অনেক পরিবার জীবন্ত জ্বলিত গৃহে দগ্ধ হইয়া গেল। অসংখ্য আশ্রম, গীর্জ্জা ও অসংখ্য অট্টালিকা অগ্নিময় গোলার আঘাতে চূর্ণীকৃত হইয়া গেল। শুদ্ধ নগরেই ১১০০ গোলা পতিত হয়, তাহার মধ্যে ২০০ গোলা জাহাজ হইতে আসে। সেই অগ্নিদাহের উপর আবার সৈনিকগণের দুর্ব্বিষহ অত্যাচার! সুতরাং লোকের কষ্টের আর সীমা ছিল না। এই ভীষণ সংঘর্ষকালে গ্যারিবল্ডীর চরিত্র অতি উজ্জ্বলরূপ ধারণ করে। তাঁহার ঔদার্য্যে ও তাঁহার বদান্যতায় নগর ও জনপদবাসিগণ মুগ্ধ হয়।

নিয়োপলিটানেরা যখন দেখিল যে, নগর পুনরধিকার করিবার আর কোন সম্ভাবনা নাই, তখন তাহারা গোলাবৃষ্টি থামাইল। কিন্তু গ্যারিবল্ডিনী সেনা অভীষ্ট হইতে বিচলিত হইবার নহেন। যতক্ষণ নিয়োপলিটীয় সেনা রাজপ্রাসাদ ও দুর্গ হইতে তাড়িত না হইল, ততক্ষণ তাঁহারা ক্ষান্ত হইলেন না। অবশেষে রাজকীয় সেনা নগর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। প্যালার্মোর সঙ্গে সঙ্গে, সিসিলীয় রাজলক্ষ্মী আধুনিক ক্যালিওলা সিসিলীরাজ দ্বিতীয় ফ্রান্সিস্‌কে পরিত্যাগ করিয়া, গ্যারিবল্ডীর অঙ্কশায়িনী হইলেন। বোর্ব্বন্-রাজলক্ষ্মী আজ হইতে রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া কুটীরবাসিনী হইলেন। তাই আজ বোর্ব্বন্ সেনাপতি ল্যান্‌জা গ্যারিবল্ডীকে (His Excellency General Garibaldi) বলিয়া পত্র লিখিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকারের ভিখারী হইলেন। আডমারি লাল্ মণ্ডীর জাহাজে উভয়ের সাক্ষাৎ হইল। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর স্থিরীকৃত হইল যে, নেপল্‌স হইতে সংবাদ আসা পর্য্যন্ত কয়দিনের জন্য যুদ্ধ বন্ধ থাকিবে।

অবশেষে ৬ই জুন তারিখে নেপল্‌স হইতে সন্ধি করিবার সম্মতি আসিল। এই সন্ধির নিয়মে নিয়োপলিটীয়গণ মেকিনা, মিলাজো ও অপরাপর কতিপয় দুর্গ ব্যতীত আর সমস্তই গ্যারিবল্ডীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। যখন সন্ধির প্রস্তাব হইতেছিল, তখন গ্যারিবল্ডী নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি স্ত্রী ও পুরোহিতগণকে পর্য্যন্ত নগররক্ষার্থ দারু-দুর্গ নির্ম্মাণে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। মঙ্কেরা এসিফিক্স হস্তে লোকদিগকে উত্তেজিত করিতেছিলেন। সেনাপতি লেটিজিয়া একদিন সন্ধির প্রস্তাব উপলক্ষে গ্যারিবল্ডীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আসিয়া নগরবাসিগণের নগররক্ষার জন্য উদ্যোগ ও আয়োজনের এই চিত্র দেখিয়া ফিরিয়া গিয়া সিসিলীরাজ দ্বিতীয় ফ্রান্সিস্‌কে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, সিসিলীতে বোর্ব্বন্‌বংশের আর কোন আশা নাই।

৬ই জুন সমস্ত নিয়োপলিটীয় সৈন্য অপুনরাগমনের জন্য পালামো পরিত্যাগ পূর্ব্বক নেপল্‌সাভিমুখে জলপথে যাত্রা করিল। ইহারা প্রধানতঃ বেতনভোগী অষ্ট্রীয় সৈন্য, সুতরাং এ পরাজয়ে তাহাদিগের বিশেষ কোন দুঃখ নাই। তাহারা যে অল্প যুদ্ধেই অব্যাহতি পাইল, ইহাই তাহারা লাভ বলিয়া মনে করিতে লাগিল। ইহারা এই সুযোগে লুণ্ঠন দ্বারা অনেক বহুমূল্য দ্রব্যসামগ্রী আহরণ করিয়াছিল। সুতরাং মনের উল্লাসে বিজয়ী সৈন্যের ন্যায় বিজয়-গীত গায়িতে গায়িতে ও সঙ্গীত করিতে করিতে জলনিধিবক্ষে জাহাজ ভাসাইয়া সিসিলী অভিমুখে গমন করিল।

নিয়োপলিটীয় সৈন্যের প্রস্থানের পর নগরবাসীরা আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিল। (Viv la Garibaldi !) 'গ্যারিবল্ডী জীব !' শব্দে গগন বিদীর্ণ হইতে লাগিল। রাজ-নামে লোকে এতদূর বিরক্ত হইয়াছিল যে, তাহারা রাজার প্রাসাদ, দুর্গ প্রভৃতি সমূলে ভূমিসাৎ করিতে লাগিল। নাগরিক শাসনসমিতি আদেশ করিলেন যে, যাহার যেখানে খোন্তা, কোদালী প্রভৃতি আছে, সমস্ত লইয়া আসিয়া তদ্দ্বারা রাজ-প্রাসাদ ও দুর্গের ভিত্তি পর্য্যন্ত খুঁড়িয়া ফেলিতে হইবে। এই আদেশ প্রচারিত হইবামাত্র অসংখ্য লোক খোন্তা, কুড়াল প্রভৃতি লইয়া রাজপ্রাসাদ ও দুর্গাভিমুখে ধাবিত হইল। খননকারীর সংখ্যা এত বেশী হইল যে, শেষে মিউনিসিপাল শাসনসমিতিকে তাহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া খননকার্য্যে নিয়োজিত করিতে হইল।

নগরে ভীষণ অরাজকতা উপস্থিত হইল। কে কাহাকে শাসন করে, তাহার স্থিরতা নাই। সুতরাং যাহার যাহা ইচ্ছা, সে তাহাই করিতে লাগিল। অনেকে চির-শত্রুকে বোর্ব্বন্-রাজবংশের গুপ্তচর বলিয়া জনসাধারণকে তাহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিল। ক্ষিপ্তপ্রায় জনসাধারণ তাহাকে টানিয়া ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতে লাগিল। এই সকল লোমহর্ষণ ব্যাপার দেখিয়া গ্যারিবল্ডীকে শাসনদণ্ড নিজহস্তে গ্রহণ করিতে হইল। তিনি এইরূপ দুই এক নৃশংস ব্যক্তির প্রাণদণ্ডবিধান করিয়া নগরে লোকমর্য্যাদা পুনঃ-প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন।

এ দিকে কাভূরও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি

গ্যারিবল্ডীর কৃতকার্য্যতার সংবাদ পাইয়া নিজ এজেণ্ট ফেরিণাকে সিসিলীতে পাঠাইলেন। তাঁহার উপদেশ-মত ফেরিণা ও সার্ডিনীয় রণতরীর অধ্যক্ষ আডমিরাল পার্সোনো সিসিলীকে পীড্‌মণ্টের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য অতিশয় পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন। গ্যারিবল্ডী ইহাতে সম্মত ছিলেন না। ইতালীর যে খণ্ড যখন জয় করিবেন, সেই খণ্ড তখনই পীড্‌মণ্ট-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা তাঁহার অভিপ্রায় ছিল না। সমস্ত দক্ষিণ-ইতালী জয় করিয়া ভিক্টর ইমানুয়েলের হস্তে উপহার দিবেন—ইহাই তাঁহার বড় সাধ ছিল। গ্যারিবল্ডী এক্ষণে সিসিলীর ডিক্‌টেটর। তাঁহার অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী প্রভুতার প্রতিবাদ করে, সিসিলীতে তখন এমন লোক কেহ ছিল না। সুতরাং তিনি অনায়াসেই সেই ফেরিণাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন; এবং পূর্ব্বাভিমুখে যাইবার প্ল্যান ও বন্দোবস্ত আরম্ভ করিলেন।

কাভুর কৌশলে পরাস্ত হইয়া এক্ষণে বল অবলম্বন করিলেন। তিনি গ্যারিবল্ডীর রোমাভিমুখিনী গতির প্রতিরোধ করিবার জন্য ভলটার্ণো নদীতীরে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কাভুরের আশঙ্কা ছিল যে, গ্যারিবল্ডী রোম আক্রমণ করিলেই ফ্রান্সের সহিত ঘোরতর সংঘর্ষ উপস্থিত হইবে। তাহা হইলে জাতীয় দুর্দ্দিন চির-বিলম্বিত হইবে।

গ্যারিবল্ডী আজ ডিক্‌টেটর হইয়াও নিজের সেই সরল সাদাসিধা ভাব পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি রাজপ্রাসাদে অবস্থিত হইয়াও রাজোচিত প্রসাদ-ভোগে বিরত ছিলেন। যে সকল পাচক নেপল্‌সের রাজপ্রতিনিধিকে বিবিধ বিধানে ভোজন করাইত, তাহারাই প্রতিদিন চর্ব্ব-চোষ্য-লেহ্য পেয়াদি দ্বারা তাঁহার টেবিল সুশোভিত করিতে লাগিল। কিন্তু তিনি একটু ঝোল, একটু ব্যঞ্জন ও একটু জল ব্যতীত তাহা হইতে আর কিছুই গ্রহণ করিতেন না। পাচক-গণের পরিশ্রম ব্যর্থ হওয়ায় তাহারা মনে মনে নিতান্ত বিরক্ত হইত। তিনি অতি কঠিন শয্যায় শয়ন করিতেন এবং ভৃত্যেরা যদি তাঁহাকে Your Excellency বলিয়া সম্বোধন করিত, তাহা হইলে তিনি ক্রোধে আরক্ত-লোচন হইতেন। কারণ, তিনি রাজকীয় কোন প্রকার উপাধি বা কোন প্রকার সম্বোধন ভালবাসিতেন না। তিনি বলিতেন, এ সকল উপাধি নিষ্কর্ম্মা লোকদিগের অভিমানতৃপ্তির উপায়মাত্র।

নিম্নলিখিত কয়েকটি দ্রব্য তাঁহার অস্ত্রাগার ও বস্ত্রাগারের একমাত্র উপকরণ ছিল—একটি পুরাতন সৈনিক-পরিচ্ছদ, দুই যোড়া ধূসর পেনটুলেন, একটি পুরাতন হ্যাট্, দুইটি লোহিত বর্ণের অঙ্গরাখা, কয়খানি রুমাল, দুইখানি গলাবন্ধ, একখানি তরবারি, একটি রিভল্‌ভার এবং একটি মনিব্যাগ্।

বিংশ অধ্যায়

সিসিলী-বিজয়।

গ্যারিবল্ডী প্যালার্মো জয় করিয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন না। তিনি সেনাপতি টুর্‌কে সসৈন্য মিলাজো ও মেসিনা-অভিমুখে পাঠাইয়া দিলেন এবং স্বয়ং তিন সহস্র সৈন্য লইয়া ১৮ই জুলাই মেডিসির সহিত গিয়া মিলিত হইলেন। সেইদিনই নিয়োপলিটীয় সেনাপতি বস্‌কো চারি সহস্র সৈন্য লইয়া মেসিনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বার্সেলোনা-অভিমুখে ধাবিত হইলেন। ২০শে জুলাই গ্যারিবল্ডী-সৈন্য রাজকীয় সৈন্যের সম্মুখীন হইল। রাজকীয় সেনাপতি বস্‌কো গ্যারিবল্ডী-সৈন্যের সমসংখ্যক সৈন্য লইয়া মেরি ও মিলাজো নগরদ্বয়ের মধ্যে গ্যারিবল্ডীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। বস্‌কো পর্ব্বতের উপত্যকা প্রদেশে সৈন্যগণকে শ্রেণী-বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এদিকে গ্যারিবল্ডিনী সেনা সেই বন্ধুর পার্ব্বত্য প্রদেশ সকলে একেবারে উঠিতে পারিল না। ছয় শত মাত্র গ্যারিবল্ডিনী সেনা সহসা ছয় সহস্র নিয়োপলিটীয় সেনার সম্মুখে আসিয়া পড়িল, সুতরাং সহজেই প্রতিহত হইল। এই মুহূর্ত্তেই গ্যারিবল্ডী পলায়মান সৈন্যের সাহায্যার্থ আর এক দল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। নববলোপচিত গ্যারিবল্ডিনী সেনা ফিরিয়া নিয়োপলিটীয় সৈন্যকে পুনরাক্রমণ করিল। গ্যারিবল্ডী স্বয়ং জেনোয়ীজ সৈন্যসহ নিয়োপলিটীয় সৈন্যের পার্শ্বদেশ আক্রমণ করিলেন। কিন্তু তিনি একটি ভীষণ অগ্নি-উদ্গারী কামানের সম্মুখে পড়িয়া গেলেন। ইহা দেখিয়া সেনাপতি নিসোরী ও র্যাটেলা পঞ্চাশজন সৈন্য লইয়া তাঁহার সাহায্যার্থ ধাবিত হইলেন। কামানের একটি গোলা আসিয়া গ্যারিবল্ডীর জুতার গোড়ালী ও রেকাব উড়াইয়া লইয়া গেল। তাঁহার অশ্ব আহত হওয়ায় অদম্য হইয়া উঠিল। সুতরাং তাঁহাকে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া পাদচারে অগ্রসর হইতে হইল।

মেজর ব্রেডা সেই স্থলে নিহত হইলেন এবং নিসোরীর অশ্ব তাঁহাকে ভূমিতলে প্রক্ষিপ্ত করিল। এই সঙ্কটকালে গ্যারিবল্ডীর সৈন্যগণ অসাধারণ

রণনৈপুণ্য ও অতিমানুষ বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। গ্যারিবল্‌ডী দেখিলেন যে, সম্মুখ সমরে কামানটি গ্রহণ করা অসম্ভব। সুতরাং তিনি কর্ণেল্ ডনে, সেনাপতি নিসোরী ও ব্যাটেলাকে কতিপয় সৈন্য লইয়া পশ্চাদিক্ হইতে আক্রমণ করিতে আদেশ দিলেন এবং স্বয়ংও অসিহস্তে পাদচারে তাঁহাদিগের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন।

এ দিকে সেই কামান হইতে ভীষণ অগ্নি উদ্গীরিত হইতে লাগিল। কিন্তু আক্রমণকারী গ্যারিবল্‌ডী সৈন্য অতিবেগে পশ্চাতে গিয়া সহসা সেই কামানটি লইয়া পলায়ন করিল। নিয়োপলিটীয় পদাতিক সৈন্য স্তম্ভিত হইয়া দেখিতে লাগিল। এমন সময় সহসা একদল নিয়োপলিটীয় অশ্বারোহী-সৈন্য পদাতিক সৈন্য-শ্রেণী ভেদ করিয়া অপহৃত কামানের উদ্ধারার্থ ধাবিত হইল। কর্ণেল ডনের সৈন্যেরা প্রতিহত হইয়া একটি প্রাচীরাভিমুখে ছুটিতে লাগিল, কিন্তু যখন প্রাচীরে পৃষ্ঠদেশ লাগিল, তখন আর পশ্চাৎপদ হইতে পারিল না। তখন তাহারা সেই কামান হইতে অবিরাম ভীষণ গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিল। তখন নিয়োপলিটীয় সেনাপতি অশ্বসেনা লইয়া পশ্চাৎপদ হইতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু ফিরিয়াই দেখিলেন, তিনি গ্যারিবল্ডী, নিসোরী, ষ্ট্রাটেলা ও আর পাঁচ ছয় জন বীর কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়াছেন। গ্যারিবল্‌ডী তৎক্ষণাৎ নিয়োপলিটীয় সেনাপতির অশ্বের লাগাম ধরিলেন, এবং তাঁহাকে আত্ম-সমর্পণ করিতে বলিলেন। নিয়োপলিটীয় সেনাপতি তদুত্তরে গ্যারিবল্‌ডীকে লক্ষ্য করিয়া খড়্গাঘাত করিলেন; কিন্তু তিনি সরিয়া সে আঘাত হইতে মুক্তিলাভ করিলেন; কিন্তু স্বয়ং তাঁহার গলদেশে এরূপ প্রচণ্ড আঘাত করিলেন যে, নিয়োপলিটীয় সেনাপতি ভূতলে পতিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। ইতাবসরে আর কয়জন নিয়োপলিটীয় অশ্বারোহী সৈন্য তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। গ্যারিবল্‌ডীর মস্তকোপরি তাহাদিগের শাণিত তরবারি পতনোন্মুখ হইল। অমনি গ্যারিবল্‌ডী বিদ্যুদ্বেগে আততায়ীদিগের অন্যতমের দিকে ধাবিত হইয়া তদীয় তরবারির শাণিত অগ্রে তাহার দেহ বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। এ দিকে নিসোরী রিভল্‌ভারের অগ্নিবর্ষণে দুইজন আততায়ী ও অন্যতমের অশ্বকে আহত করিলেন। একজন নিয়োপলিটীয় অশ্বারোহী উল্লম্ফে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক নিসোরীকে আক্রমণ করিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ রিভল্‌ভারের গুলী আসিয়া তাহার মস্তক ভেদ করিয়া চলিয়া গেল। যে সময় নিসোরী আক্রমণকারীদিগের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময় গ্যারিবল্ডী তাঁহার বিচ্ছিন্ন সৈন্যগণকে সংগৃহীত করিয়া আক্রমণকারীদিগকে প্রত্যাক্রমণ করিলেন। ইহার পরিণাম এই হইল যে, সেই পঞ্চাশৎ আক্রমণকারী নিয়োপলিটীয় অশ্বারোহী সৈন্যের কেহই গৃহে ফিরিয়া যাইতে পারিল না;—তাহারা হত, আহত বা যুদ্ধে বন্দী হইল।

এই ঘটনায় সেই সমস্ত রাজকীয় সেনা—নিয়োপলিটীয়, বাভেরীয় ও সুইস্—এক্ষণে পশ্চাৎপদ হইয়া শত্রুসৈন্যকেন্দ্রের সম্মুখে পলায়ন করিতে লাগিল। এ দিকে শত্রুসেনা সেই পলায়মান রাজকীয় সেনার পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইল। ইহাতেই সে দিনের জয়-পরাজয় স্থিরীকৃত হইল।

পলায়মান রাজকীয় সেনা মিলাজো নগর পৌঁছান পর্য্যন্ত একবারও থামে নাই। এ দিকে বিজয়োন্মত্ত গ্যারিবল্‌ডিনা সেনাও তাহাদিগের ঘন অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাদিগের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নগরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইল। সেনাপতি আসিয়াই মিলাজো নগরের দুর্গরক্ষক সৈন্যগণকে কামান, অশ্ব ও অন্যান্য যুদ্ধোপকরণসামগ্রী সকল পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পলায়ন-করণার্থ আহ্বান করিলেন। কিন্তু তাঁহার সে আহ্বান প্রত্যাখ্যাত হইল। সুতরাং সবলে দুর্গ অধিকার করিবার জন্য তিনি তৎক্ষণাৎ আদেশ প্রচার করিলেন।

পরদিন 'সিটি অব্ এবার্ডিন' নামক জাহাজ গ্যারিবল্‌ডীর সাহায্যার্থ সৈন্য ও কামান লইয়া বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজকীয় সেনাপতি বস্কো আর দুর্গ রক্ষা করা সম্ভব মনে না করিয়া মেসিনায় এই বলিয়া টেলিগ্রাম করিলেন যে, তিনি আর দুর্গ রক্ষা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না এবং নেপল্‌সে আবেদন করিয়া পাঠাইলেন যে, অবিলম্বে যেন আত্মসমর্পণ করিবার উপদেশ প্রদান করা হয়।

দুই দিনের মধ্যেই চারিখানি নিয়োপলিটীয় জাহাজ বন্দরে আসিয়া লাগিল। ইহার অন্যতমে কর্ণেল আন্‌জানো সন্ধি করিবার পূর্ণ ক্ষমতা পাইয়া আসিয়াছিলেন। প্যালার্মোতে অবরুদ্ধ সৈন্যগণকে যে নিয়মে আত্মসমর্পণ করার অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন, গ্যারিবল্‌ডী এবারও মিলাজো দুর্গের অধিবাসিগণকে সেই নিয়মে আত্মসমর্পণ করিতে দিলেন—কর্ণেল আন্‌জানো প্রথমেই ইহা দাবী করিয়া বসিলেন। কিন্তু এবার গ্যারিবল্‌ডী সে নিয়মে সম্মত হইলেন না। গ্যারিবল্ডী বলিলেন যে, তাঁহার নিয়ম তিনি পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছেন সমস্ত নিয়োপলিটীয় রণতরী আসিয়া

ভয় প্রদর্শন করিলেও, তাঁহাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারিবে না। তখন কর্ণেল অগত্যা ডিক্‌টেটরের নিয়মে বাধ্য হইলেন।

পরদিন দুর্গ-পরিত্যাগ-কার্য্য আরম্ভ হইল। সেনাপতি বস্কো কতিপয় সৈনিক কর্ম্মচারি-সমভিব্যাহারে সর্ব্বপ্রথমে দুর্গ হইতে বাহির হইয়া জাহাজে উঠিতে চলিলেন। চতুর্দ্দিক্ হইতে অবজ্ঞা-সূচক হিস্ হিস্ শব্দে তাঁহার কর্ণকুহর বধির হইয়া গেল; তিনি মেডিসির অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গমন করিয়াছেন, এই সংবাদ পাইয়া গ্যারিবল্ডী তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে জাহাজ হইতে ফিরিয়া আসিতে আদেশ করিলেন। সুতরাং তাঁহাকে অশ্বসহ দুর্গে ফিরিয়া আসিতে হইল। ফিরিয়া আসিলে গ্যারিবল্ডী তাঁহার অশ্ব কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে পাদচারে জাহাজে প্রত্যাবৃত্ত হইতে আদেশ দিলেন।

গ্যারিবল্ডী আহত সৈন্যগণকে সমুদ্রতীরে প্রেরণ করিলেন। তথায় গিয়া তাহারা জাহাজে উঠিয়া প্রস্থান করিল। অনেক সৈন্য, রাজকীয় সৈন্যশ্রেণী পরিত্যাগ পূর্ব্বক গ্যারিবল্ডীর পতাকামূলে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। এতদিন পঞ্চাশটি কামান, এক লক্ষ পাউণ্ড বারুদ ও ১৩৯টি রণদীক্ষিত অশ্ব এই বিজয়ের ফলস্বরূপ পরিলব্ধ হইল। নিয়োপলিটীয় সেনানায়কগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠকে এই যুদ্ধে পরাজিত করায় গ্যারিবল্ডীর রণবিষয়িণী প্রতিভা সর্ব্বতঃ প্রসৃত হইল।

মিলাজো দুর্গস্থ সৈন্যগণের আত্মসমর্পণের অব্যবহিত পরেই গ্যারিবল্ডী তদীয় বিজয়োন্মত্ত সৈন্যগণকে মেসিনাভিমুখে ধাবিত হইতে আদেশ দিলেন। বিলম্বে কার্য্যহানির সম্ভাবনা—গ্যারিবল্ডী ইহা বিশেষ বুঝিতেন। বিশেষতঃ তিনি জানিতেন যে, যে সকল সৈন্য মিলাজো দুর্গ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে, সময় পাইলেই তাহারা মেসিনা দুর্গে আশ্রয় লইবে। আর অন্যান্য স্থান হইতে বিক্ষিপ্ত রাজকীয় সৈন্য সকল মেসিনায় আসিয়া কেন্দ্রীভূত হইবে। এ দিকে অবসর পাইলে তাঁহার সৈন্যরাও বিজয়োল্লাসে উন্মত্ত হইয়া পড়িবে, এই জন্যই তিনি সেই নগরাভিমুখে সসৈন্যে ধাবিত হইলেন। মেডিসি পূর্ব্বেই রওনা হইয়াছিলেন।

নিয়োপলিটীয়গণ পথে তাঁহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের গতিরোধ করিতে সাহস করে নাই। তাঁহার দ্রুত আগমনে নিয়োপলিটীয় সৈন্যগণ অধিত্যকাপ্রদেশ ও নগর হইতে পলায়ন করিয়া দুর্গমধ্যে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। তাহারা দুর্গাভ্যন্তরে পলায়ন করিবার সময় নাগরিক ধনাগার নাগরিক সমিতির হস্তে সমর্পণ করিয়া গিয়াছিল।

একদিকে নিয়োপলিটীয় সৈন্যের নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন ও অন্যদিকে গ্যারিবল্ডিনী সেনার নগরপ্রবেশ—এই দুই শুভ ঘটনার যুগপৎ আবির্ভাবে নগরবাসিগণ আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিল। তাহাদিগের অন্তর্নিগূহিত বিদ্রোহানল এত দিনে ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। যখন সমস্ত সিসিলী স্বাধীনতার নব আস্বাদে আনন্দে নৃত্য করিতেছিল, নব নব আশাকে হৃদয়ে পোষণ করিতেছিল, সমস্ত দেশ আলোড়ন করিয়া বেড়াইতেছিল ও পরস্পরের সহিত মনের কথা কহিয়া হৃদয়ের চিরভার কমাইতেছিল,—সেই সময় এই দুর্ভাগ্য নগর পাঁচ ছয় সহস্র সৈন্যে ও শত শত কামানে পরিবেষ্টিত হইয়া নিশ্বাস ফেলিবারও সুবিধা পাইতেছিল না। এতদিন দুর্ব্বিষহ অধীনতার মর্ম্মন্তুদ নিগড়ে তাহাদিগের হস্ত-পদ আবদ্ধ ছিল। যাহারা কোন প্রকারে নগরের বাহিরে যাইতে পারিয়াছিল, তাহারা আর নগরমধ্যে ফিরিয়া আসে নাই। সুতরাং এ নগরে বাণিজ্য ও সামাজিক জীবন একরূপ অতীত ঘটনামধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। যাহারা নগরে ছিল, তাহারা আপন আপন জীবন লইয়াই যখন ব্যতিব্যস্ত, তখন বাণিজ্যাদি করিবে কে? আজ মুক্তিদাতা গ্যারিবল্ডীকে দেখিয়া তাহাদিগের আনন্দের আর ইয়ত্তা রহিল না।

যে গ্যারিবল্ডী ইতালীর নিপীড়িত প্রজাবৃন্দের সহিত একপ্রাণ ও এক সহানুভূতিসূত্রে অনুস্যূত, আজ সমস্ত মেসিনাবাসীর হৃদয়-দ্বার তাঁহার নিকট উদ্ঘাটিত হইল। তাহারা যেন আপনিই জানিতে পারিল যে, যে মহাপুরুষ আজ তাহাদিগের মধ্যে অবতীর্ণ, তিনি তাহাদিগের সমস্ত দুঃখ বুঝিয়াছেন, তাহাদিগের অসংখ্য দোষ ও দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও তাহাদিগকে অন্তরের সহিত ভালবাসেন এবং তাহাদিগের উদ্ধারের জন্য আত্মজীবন উৎসর্গীকৃত করিয়াছেন। অবিলম্বেই রাজদূত গ্যারিবল্ডীর নিকট সান্ধিভিখারী হইয়া আসিলেন। তাঁহারা সমস্ত সিসিলী দ্বীপ ও অধিকাংশ দুর্গ ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইলেন। গ্যারিবল্ডী সাইরাকিউজ, অগোষ্টা প্রভৃতি দুর্গে অবরুদ্ধ রাজকীয় সৈন্যগণকে অবাধে জাহাজে উঠিয়া প্রস্থান করিতে দিতে স্বীকৃত হইলেন। এইরূপে প্রায় সমস্ত সিসিলী গ্যারিবল্ডীর শাসনাধীনে আসিল। কেবল রাজধানী নেপল্‌স ও তৎসন্নিকৃষ্ট কয়েকটি দুর্গমাত্র আপাততঃ নেপল্‌সরাজ্যের অধীনে রহিল। কিন্তু এগুলির সমর্পণসম্বন্ধেও সন্ধি চলিতে লাগিল।

যখন প্যালার্মো ও অন্যান্য নগরের নাগরিক সমিতিসকল গ্যারিবল্ডীকে সিসিলীদ্বীপকে ইতালীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, তখন তিনি তাঁহাদিগকে এই বলিয়া উত্তর দিলেন যে, এই একীকরণই তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ও প্রার্থনীয় বিষয় এবং ভিক্টর্ ইমানুয়েলের প্রতিও তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আছে; বিশেষতঃ তাঁহার বিশ্বাস যে, ইতালীকে একটি সমগ্র জাতিরূপে পরিণত করিতে কেবল তিনিই সমর্থ; কিন্তু শুদ্ধ সিসিলীকে পীডমন্ট-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা আপাততঃ তিনি শুভকর বলিয়া মনে করিতে পারিতেছেন না। আর তাঁহার বিশ্বাস যে, ইতালীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকলকে একীকৃত করার পূর্ব্বে প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অন্তর্দৌর্ব্বল্য দূরীকৃত করিতে হইবে।

গ্যারিবল্ডীর ভবিষ্য কার্য্যপ্রণালী পরিস্ফুট ও সুসঙ্গত। তিনি ইতালীর কোন শত্রুর সহিত সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হইতে চাহেন না। তিনি টস্কানীর ন্যায় সিসিলী বিজয় করিয়াছেন সত্য, কিন্তু যতক্ষণ নেপল্‌স্ হস্তগত না হইতেছে, ততক্ষণ তিনি ডিক্টেটরের পদ পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি প্যালার্মোদুর্গ যেরূপ অগ্নিমুখে অধিগত করিয়াছিলেন, নেপল্‌সও সেইরূপ সবলে গ্রহণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। নেপল্‌স হস্তগত করিয়া তিনি পোপের সহিত সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবেন, ইহা তাঁহার দ্বিতীয় সঙ্কল্প। তিনি নেপল্‌স ও রোম ইতালীয় সমবেত রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত না করিয়া নিবৃত্ত হইবেন না। যতদিন না তিনি তাঁহার অস্ত্র-সহচর সার্ডিনীয়ারাজ ভিক্টর ইমানুয়েলকে রোমের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠাপিত করিতে পারিতেছেন, ততদিন তিনি সমরাঙ্গন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবেন না। এই সঙ্কল্প সিদ্ধ হইলে তিনি যুদ্ধস্থল হইতে অপুনরাগমনের জন্য অবসৃত হইয়া আপনার ক্যাপ্রেরা দ্বীপস্থিত শৈল-আবাসে গমন করিবেন। জগৎ তখন সবিস্ময়ে দেখিবে, তাঁহার লক্ষ্য স্থির ও কার্য্য স্বার্থচ্ছায়াশূন্য। এক্ষণে দেখা যাউক, গ্যারিবল্ডীর এই কৃতসঙ্কল্প কতদূর সিদ্ধ হইয়াছিল।

রাজকীয় সেনাপতি ক্লারি দুই সহস্র সৈন্য লইয়া নগরের দুর্গে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এ দিকে গ্যারিবল্ডী নগরের শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য সুব্যবস্থা করিলেন। ২৮শে জুলাই সর্ব্বপ্রথম জাতীয় সেনাদল, মেডিসি ও ফেব্রিজ সেনাপতিদ্বয়ের অধিনায়কত্বে নগরমধ্যে প্রবেশ করিল।

ফেব্রিজির আবির্ভাবে নগরবাসিগণের অন্তরে অপূর্ব্ব বিস্ময়-রসের আবির্ভাব হইল। মেডিসিকে দেখিয়া তাহারা অধিকতর বিস্মিত হইল। উভয় সেনাপতির দেহ দীর্ঘ ও সুন্দর এবং মুখকান্তি প্রীতিপদ। নিয়োপলিটীয় সেনাপতিগণ দেখিতে খর্ব্বাকৃতি ও তাঁহাদিগের মুখকান্তি শীতলতাময়। সুতরাং এই বিসদৃশ দৃশ্যে তাহারা মুগ্ধ ও বিস্মিত হইল।

এ দিকে প্রধান সেনাভাগ লইয়া গ্যারিবল্ডী সহসা নগর-দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যদিও তিনি প্রচার করিয়াছিলেন যে, পরদিন আসিবেন, তথাপি তিনি মেসিনাতে তাঁহার অভ্যর্থনার বহ্বাড়ম্বর পরিহার করিবার মানসে এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার কৌশল ব্যর্থ হইল। কারণ, নগরবাসিগণ তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার গাড়ীর অশ্ব খুলিয়া আপনারা তাঁহার গাড়ী টানিয়া তাঁহাকে মহাসমারোহে নগরের ভিতর দিয়া লইয়া যাইতে লাগিল এবং ফেব্রিজি ও মেডাসি যে প্রাসাদে আসিয়া অগ্রেই অবস্থিত হইয়াছিলেন, তথায় লইয়া গেল।

গ্যারিবল্ডীর আগমনবার্ত্তা দাবানলের ন্যায় মেসিনা নগরের সর্ব্বত্র সহসা বিস্তারিত হইল। এই সংবাদ শুনিয়া অসংখ্য লোক এই প্রাসাদের বাতায়ন-সমক্ষে গ্যারিবল্ডীর দর্শনকামনায় আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রতিমুখে জয়ধ্বনি হইতে লাগিল, 'গ্যারিবল্ডী জীব!' (Viva Garibaldi!) এই জয়ধ্বনি আকাশে প্রতিধ্বনিত হইয়া গ্যারিবল্ডীর কর্ণকুহর ভেদ করিল। তখন তিনি বাতায়নমুখে আসিয়া সমবেত জনবৃন্দকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন, অমনি সহস্র সহস্র হ্যাট ও রুমাল গগনে বিলসিত হইল—আবার জনসাধারণ উন্মত্তবৎ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল—'গ্যারিবল্ডী জীব! ইতালী জীব!' (Viva Garibaldi, Viva Italia!) গ্যারিবল্ডীর পরিচ্ছদ এরূপ সাদাসিধা ছিল যে, তাঁহাকে পরিচ্ছদ দেখিয়া সাধারণ সৈন্য হইতে চিনিয়া লওয়ারও কোন সুবিধা ছিল না। কিন্তু তাঁহার প্রতিভাপূর্ণ উজ্জ্বল নয়ন, তাঁহার সুপ্রশস্ত ললাট ও তাঁহার উদার মুখকান্তি দেখিলে তাঁহাকে চিনিয়া লইতে আর কোন ক্লেশ হইত না। মিলাজো নগরে তাঁহার অতিমানুষ বীরত্বের কাহিনী শুনিয়া মেসিনাবাসীরা পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার প্রতি বিস্ময়-পূর্ণ হইয়াছিল—আজ তাঁহার পুরাকালোচিত সরলতা ও বিলাসশূন্যতা দেখিয়া আরও বিস্মিত হইল।

মিলাজোর রুধিরস্রাবী ও অবসাদকর সমরের পর সায়াহ্নে সিসিলীয় সেনার অধিনায়ক ডিক্টেটর গ্যারিবল্ডীর সহিত বিখ্যাতনামা আলেক্‌জাণ্ডার ডিউমাস্ সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন,

গ্যারিবল্‌ডী কোন গীর্জ্জার তোরণদ্বারে সমস্ত শরীর ছড়াইয়া স্থণ্ডিলশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন, তাঁহার মস্তক জিনের উপর সংন্যস্ত রহিয়াছে এবং তাঁহার সৈনিক কর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া আছেন। অদূরে তাঁহার নৈশ-ভোজন সন্নিবেশিত রহিয়াছে। তাহা এক টুক্‌রা রুটী ও এক গ্লাস জল মাত্র। তাঁহার দৈনিক ব্যয় নির্ব্বাহার্থ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে দশ ফ্রাঙ্ক করিয়া দিতেন। এরূপ লব্ধপ্রতিষ্ঠ সেনাপতির পক্ষে এরূপ আয় অতি যৎসামান্য বলিতে হইবে।

সিসিলী দ্বীপ হইতে নেপল্‌স রাজ্যে ডিক্‌টেটরের অবতরণ সঙ্কল্প দিন দিন প্রচারিত হইতে লাগিল। তখন সার্ডিনীয়ারাজ—সম্রাট্ নেপোলিয়নের নিকট যে প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ ছিলেন, তাহার অনুরোধে গ্যারিবল্‌ডীকে তদীয় সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিলেন। তিনি স্বহস্তে লিখিয়া নিম্নলিখিত পত্রিকা গ্যারিবল্‌ডীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন:—

"প্রিয় সেনাপতি!—আপনি জানেন যে, আপনি যখন সিসিলী অভিযানে বিনির্গত হন, তখনও আমার অনুমোদন প্রাপ্ত হন নাই। আজ উপস্থিত ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া আপনাকে আবার সতর্ক করিতেছি; কারণ, আমি জানি, আপনি আমার প্রতি যে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিয়া থাকেন, তাহা অকৃত্রিম। সুতরাং আমার কথা আপনি অবশ্য শুনিবেন।

"ইতালীয়গণের সহিত ইতালীয়গণের সমরের অবসান করিবার মানসে আমি আপনাকে উপদেশ দিতেছি যে, যদি নেপল্‌সরাজ সিসিলীদ্বীপ হইতে আপনার সৈন্য সকল উঠাইয়া লইতে স্বীকৃত হন এবং সিসিলীবাসিগণকে স্বাধীন তর্ক-বিতর্কের পর আপনাদিগের ভবিষ্য-শাসনপ্রণালী নির্ব্বাচন করিতে দেন, তাহা হইলে আপনি যেন নিজ বিজয়োন্মত্ত ও বীরোচিত-সাহস-সম্পন্ন সৈন্যগণ লইয়া নেপল্‌সরাজ্য আক্রমণ করার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন।

"যদি নেপল্‌সরাজ সিসিলী সম্বন্ধে এ প্রস্তাবে সম্মত না হন, তাহা হইলে সিসিলীবিষয়ে আমার পূর্ণ কার্য্য-স্বাধীনতা আমি নিজ হস্তেই রাখিলাম।

"সেনাপতি! আমার এই উপদেশের অনুবর্ত্তন করিলে, আপনি দেখিবেন, ইহাতে ইতালীর মঙ্গল হইবে ও ইতালীর বিশাল পরিণতি আপনা দ্বারা দ্রুততর সংসাধিত হইবে; এবং ইউরোপ দেখিবে যে, আমরা কিরূপে জয় করিতে হয়, তাহাও জানি, আর বিজয়ের কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহাও বিদিত আছি।

ভিক্‌টর ইমানুয়েল্।"

গ্যারিবল্‌ডী নিম্নলিখিত প্রকারে রাজকীয় পত্রের উত্তর দিলেন:—

"মহারাজ:—আপনিই বিদিত আছেন যে, মহারাজের প্রতি আমার কিরূপ প্রগাঢ় ভক্তি এবং মহারাজের কার্য্যে আমি কিরূপ উৎসর্গীকৃত প্রাণ। যদিও মহারাজের আদেশের অনুবর্ত্তন করা আমার একান্ত অভিমত, তথাপি ইতালীর বর্ত্তমান অবস্থা আমাকে সেই ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে দিতেছে না। নেপল্‌সের অধিবাসিগণ আমাকে বার বার আহ্বান করিতেছেন এবং নেপল্‌সরাজ্য হস্তগত করিবার জন্য একান্ত উদ্দীপিত করিতেছেন। আমার যতদূর প্রভাব ও ক্ষমতা, আমি তাঁহাদিগকে সংযত করিতে চেষ্টা করিয়াছি; কারণ, এ অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্য শুভতর সময়ের যে প্রয়োজন, তাহা আমি নিজেই অনুভব করিয়া থাকি, কিন্তু আমি কিছুতেই তাঁহাদিগকে এ সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিতেছি না। সুতরাং এ সময়ে যদি আমি দোলায়মানচিত্ত হই, তাহা হইলে আমি ইতালীর ভবিষ্য শুভের পথে কণ্টক রোপণ করিব এবং ইতালীবাসীর কর্ত্তব্যপালনে ত্রুটিমান্ হইব। অতএব আমি বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি যে, মহারাজ এবার আপনার আদেশ লঙ্ঘন করিবার অনুমতি প্রদান করুন। নেপল্‌সের যথেচ্ছচারী বোর্ব্বন্‌ রাজবংশের অত্যাচারে মর্ম্মাহত নেপল্‌সবাসিগণের ঐকতানিক ও ঐকান্তিক ইচ্ছা, আমার হস্তে যে কার্য্যভার অর্পণ করিয়াছে, যে মুহূর্ত্তে আমা দ্বারা সেই গুরুতর কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই আমি আমার এই তরবারি মহারাজের চরণে অর্পিত করিয়া আমার জীবনের অবশিষ্ট কাল মহারাজের আদেশ প্রতিপালনে অতিবাহিত করিব।

গ্যারিবল্‌ডী।"

গ্যারিবল্‌ডী আর এক দিনও নষ্ট করিলেন না। এই মাসের অবসানের পূর্ব্বেই তিনি ক্যাপো ডি ক্যারোতে পার হইয়া ক্যালাব্রিয়াতে যাইবার জন্য প্রায় চারিসহস্র লোক ও দুই শত নৌকা সংগ্রহ করিলেন। এই অভিযানে নির্গত হওয়ার অব্যবহিত পূর্ব্বেই তিনি নেপলসের অধিবাসিবৃন্দকে আহ্বান করিয়া এই মর্ম্মে এক ঘোষণাপত্র প্রচার করেন:—

"নিয়োপলিটীয় দেশের অধিবাসিবৃন্দের প্রতি,—যে, বৈদেশিক আমাদের অবনতি-সাধনের জন্য সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত, তৎকর্ত্তৃক বাধা এবং আভ্যন্তরীণ বিবাদ, এই দুই কারণ সমবেত হইয়া, ইতালীয় জাতির

একতা বিলম্বিত করিয়াছে। এক্ষণে বোধ হইতেছে —আমাদের দুর্দ্দশা অপনোদন করিবার মানসেই যেন দৈবশক্তি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়াছেন। কারণ, পরস্পর-বিবদমান প্রদেশ সকল আজ আশ্চর্য্য-রূপ একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে ও জয়লক্ষ্মী স্বাধীনতাদেবীর সন্তানগণের উপর সর্ব্বত্র প্রসন্নবদনা হইয়াছেন, ইহা দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, প্রতিভাভূমি ইতালীর কষ্ট-যন্ত্রণার দিনের অবসান হইবার উপক্রম হইয়াছে।

"একটি সোপান এখনও অনুত্তীর্ণ রহিয়াছে, কিন্তু আমি তাহার জন্য ভীত নহি। যে ক্ষীণ সাধন-সামগ্রী অল্পসংখ্যক বীরপুরুষগণকে প্রণালীমালা অতিক্রম করিয়া এই দ্বীপে আনয়ন করিয়াছে, সেই ক্ষীণ সাধন-সামগ্রী এক্ষণে একটি প্রকাণ্ড সেনায় পরিণত হইয়াছে, সুতরাং অভীষ্ট নব অভিযান আমার নিকট কষ্টসাধ্য বলিয়া বোধ হইতেছে না। ইতালীয়গণের মধ্যে রক্তপাত পরিহার করাই আমার একান্ত মানস। এই জন্যই আমি আপনাদিগকে -নিয়োপলিটীয় অধিবাসিবৃন্দকে—লক্ষ্য করিয়া এই ঘোষণাপত্র প্রচার করিলাম।

"আমি জানি, আপনারা প্রকৃত বীরসন্তান, কারণ, আমি তাহার প্রমাণ চাই না। আমরা এক্ষণে পরস্পরের বিরুদ্ধে সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ না হইয়া পরস্পর সমবেত হইয়া ইতালীর শত্রুগণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিব। এই জন্য আজ আমি আভ্যন্তরীণ সমরের বিরুদ্ধে শান্তিভিখারী হইয়া আপনাদিগের নিকট দণ্ডায়মান।

"উদারমতি নিয়োপলিটীয় অধিবাসিবৃন্দ! যে ব্যক্তি কখনও কোন যথেচ্ছচারিণী প্রভুশক্তির সেবা করে নাই এবং যে ব্যক্তি জনসাধারণের সেবায় আজীবন দীক্ষিত, সেই ব্যক্তি আজ তাহার দক্ষিণ-কর প্রসারণ করিতেছে, আপনারা তাহাকে হস্তাবলম্বন প্রদান করুন। আপনারা সকলে সমবেত হইয়া বিনা ভ্রাতৃরুধিরপাতে একটি সমবেত ইতালীয় জাতি সংগঠিত করুন—এই আমার বিনীত প্রার্থনা। আসুন, আমার সহিত জন্মভূমির সেবায় নিযুক্ত হউন, আর যদি প্রয়োজন হয়, আসুন, জন্মভূমির জন্য আমার সহিত প্রাণোৎসর্গ করুন।

সেনাপতি গ্যারিবল্ডী।"

এ দিকে মেসিনাপ্রণালী উত্তরণপূর্ব্বক নেপলস রাজ্য আক্রমণের বিশেষ উদ্যোগ হইতে লাগিল। কিন্তু অভিযানের দিন কেহই অবধারিতরূপে জানিতে পারিল না, যদিও সকলে উদ্যোগের অবস্থা দেখিয়া ৮ই আগষ্ট নির্দ্দিষ্ট দিন বলিয়া অনুমান করিতে লাগিল। প্রত্যুত সেই দিন প্রত্যূষেই অভিযান আরম্ভ হইল। বিংশসহস্র সেনা চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া সেনাপতির আদেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল—একদল ফ্যারো পয়েণ্ট ও সংসমীপে; মেসিনাতে দুই দল—এক দল মেডিসির ও এক দল কোজেনসের অধিনায়কত্বে এবং চতুর্থ দল বিক্‌সিওর অধিনেতৃত্বে।

এ দিকে উপকূলে চারি ব্যাটারী গুরু কামান-রাজি বিনির্ম্মিত হইল। আর ওপারে অবস্থিত স্কাইলা দুর্গ লক্ষ্য করিয়া এপারে ক্যাবিরডিস্ অন্তরীপে ছয়টি ৩২ পাউণ্ডার ও দুইটি ৬৫ পাউণ্ডার কামান স্থাপিত করা হইল। মধ্যস্থলের ব্যবধান ছয় হাজার সতের গজ। এই স্থানে নিয়োপলিটীয় রণতরিসকল আসিয়া তাহাদিগের অভিযান-কার্য্যের যাহাতে ব্যাঘাত সম্পাদন করিতে না পারে, তাহারও পূর্ব্ব-বিধান করা হইল।

৮ই আগষ্ট অপরাহ্ণে গ্যারিবল্ডী 'ছিটী অব এবার্ডিন্' নামক রণতরিতে আরোহণ করিয়া এ পারের ডেকের এদিক্ ওদিক আলোড়ন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন এবং ফীল্ড-গ্লাস দ্বারা ওপারে শত্রুগণের অবস্থান ও গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে জেলেডিঙ্গী করিয়া তিনি গুপ্তভাবে স্বয়ং ওপারে গিয়া শত্রুগণের সমস্ত উদ্যোগ আয়োজন দেখিয়া আসিলেন।

দিনমণি অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলে একটি দক্ষিণপশ্চিমমুখী ঝড় উঠিয়া চতুর্দ্দিকের মেঘমালাকে তাড়িত করিয়া ক্যালোব্রিয়া-উপকূলাভিমুখে লইয়া গেল। নবোদিত চন্দ্রের কিরণমালাও সেই ঘনীভূত ঘনঘটাকে বিকীরিত করিতে পারিল না; সুতরাং সমস্ত উপকূলভাগ কুজ্‌ঝটিকায় আবৃত হইয়া রহিল। রাত্রি আটটা বাজিল, অমনি সেনানায়ক মেজর মিসোরীকে গ্যারিবল্ডী যাত্রা করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। সর্ব্বশুদ্ধ তিন শত পঞ্চাশৎমাত্র সৈন্য লইয়া, তাঁহারা ক্যালাব্রিয়া উপকূলাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অবশিষ্ট সৈন্য এই অভিযানে যোগ দিতে না পারায় মর্ম্মাহত হইলেন। কিন্তু গ্যারিবল্ডী তাঁহাদিগকে বুঝাইলেন যে, তাঁহারা অতর্কিতভাবে ফোর্ট ক্যাভালো দুর্গ অধিকার করিবেন। তথা হইতে সঙ্কেত করিলে, সমস্ত সৈন্য তদভিমুখে অভিযান করিতে পারিবেন।

রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় তাঁহারা এপারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তৎকালে ফ্যায়োনগরের গীর্জ্জার

টাওয়ার হইতে ঘণ্টানিনাদ শ্রুত হইতেছিল। সেই টাওয়ারের গবাক্ষ হইতে উদ্গীরিত ক্ষীণালোকের সাহায্যে তাঁহারা উপকূল বহিয়া ক্যাভালো-অভিমুখে যাইতে লাগিলেন। এ অভিযানের অনুরূপ ইতিহাসে প্রায় দৃষ্ট হয় না। এরূপ অল্পসংখ্যক লোকে এরূপ অসাধারণ দক্ষতার সহিত এরূপ গুরুতর লক্ষ্যসাধনের জন্য এরূপ বিপৎসঙ্কুল অভিযানে আর কখন নির্গত হয় নাই। সম্মুখে অতিভয়াবহ, অসংখ্যসৈন্য-পরিরক্ষিত, কামানরাজিবিরাজিত, অপরিজ্ঞাত উপকূলবিভাগ,—আর প্রণালীবক্ষে ভাসমান অসংখ্য সুসজ্জিত ও সুসংরক্ষিত শত্রুরণতরী—উভয়কে পরিহাস করিতে করিতে সেই ক্ষুদ্র আভিযানিক সেনা ফোর্ট ক্যাভালো দুর্গাভিমুখে যাইতে লাগিল।

এ দিকে সিসিলীয় উপকূলে বিশ সহস্র জাতীয় সেনা নির্নিমেষ-লোচনে গ্যারিবল্ডীর সঙ্কেত প্রতীক্ষায় ক্যালাব্রিয়া উপকূলের দিকে তাকাইয়া রহিল, অব- ক্ষীণ আলোক সি উপকূলের গিরিশিখর হইতে একটি বিরাজিত হইল। দ্বীপের সৈন্যগণের নয়ন-সমক্ষে ও হতাশতার পর দীর্ঘ একাদশ বৎসরের কষ্ট-যন্ত্রণা ক্যালাব্রিয়া গিরিরাজি জ জাতীয় ত্রিবর্ণপতাকা— হইল। ঘচুম্বিত শিখরে উড্ডীন

অর্দ্ধঘণ্টার পর শত শত বন্দুকধ্বনি সাগর- বক্ষ ভেদ করিয়া সিসিল দ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইল। এদিকে সহসা বন্দ ধ্বনি শ্রবণ করিয়া নিয়ো- পলিটীয় সৈন্যরা ভয়ে বিহ্বল হইয়া সাগরের দিকে ছুটিতে লাগিল। দিতেছি যে, যদিও তাহারা মধ্যে মধ্যে বন্দুক ছুড়িতে লাগিল বটে, কিন্তু তাহাদিগের নিলক্ষ্য গুলীতে বরং তাহাদিগের দলের লোকেরই গতি প্রতিহত হইতে লাগিল। এ দিকে সিসিলীয় সৈন্যও আসিয়া উপস্থিত হইল। গ্যারিবল্ডী ফ্লোটিলার পর ফ্লোটিলা প্রেরণ করিয়া যেন ক্যালাব্রিয়া উপকূল ছাইয়া ফেলিলেন। কেহ তাঁহার সৈন্যগণের গতিরোধ করিল না বা কেহ তাহাদিগের প্রতি একটি গুলীর আঘাত করিল না। এ দিকে ক্যালাব্রিয়ার গ্রামবাসিগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে আসিয়া গ্যারিবল্ডীর অধীনতা স্বীকার করিতে লাগিল। তাহারা সকলেই একবাক্যে বলিতে লাগিল যে, গ্যারিবল্ডী উপকূল উত্তরণ করিলেই তাহারা আবালবৃদ্ধবনিতা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিবে—"ডিক্‌টেটর দীর্ঘজীবী হউন! ভিক্টর ইমানুয়েল দীর্ঘজীবী হউন! আর বোর্ব্বন-রাজবংশ দূর হউক।" কিন্তু গ্যারিবল্ডী কিছুতেই নামিলেন না। তাঁহার ফ্লোটিলা সকল কোথায় কি উদ্দেশে গমন করিতেছে এবং তিনিই বা কোথায় অবতরণ করিবেন, কেহই তাহা জানিতে পারিল না। অনেকে ভাবিতে লাগিল, গ্যারিবল্ডী বুঝি সমস্ত উপকূলবিভাগ রণতরি দ্বারা ঘিরিয়া অগ্নি-গোলক দ্বারা দগ্ধ করিবেন সঙ্কল্প করিয়াছেন। প্রকৃত তাহাই ঘটিল।

একবিংশ অধ্যায়

নেপল্‌স-অভিযান।

এ দিকে গ্যারিবল্ডীর আগমনে চতুর্দ্দিকে বিপ্লবাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। চতুর্দ্দিকেই বোর্ব্বনাধিকৃত নগরসকল বিপ্লবপতাকা উড্ডীন করিল। একজি নগরের দুর্গাধ্যক্ষ সেনাপতি ফ্লুরি (Fleury) ১৯শে আগষ্ট বোর্ব্বনরাজ দ্বিতীয় ফ্রান্সিস্‌কে এই মর্ম্মে এক পত্র লিখিয়াছিলেন ;—

"পূর্ব্বদিনের পূর্ব্বেকদিনে ডিলা ফোজিয়া বিপ্লবপতাকা উড্ডীন করিয়াছে। অধিক কি, দুর্গরক্ষক সৈন্যগণও—'গ্যারিবল্ডী জীব। ভিক্টর ইমানুয়েল জীব!" এই বৈপ্লবিক জয়-ধ্বনি করিতে করিতে জনসাধারণের সহিত মিলিত হইয়াছে। তাঁহাদিগের দমনের জন্য আমি ত্রয়োদশ রেজিমেণ্টের সৈন্যগণকে প্রেরণ করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারাও বৈপ্লবিকদিগের সহিত মিলিত হইয়াছে! অবশেষে তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য আমি স্বয়ং গমন করিলাম। তাহারা আমার আদেশের অনুবর্ত্তন করিতে যেন উদ্যত হইল বোধ হইল। কিন্তু মুহূর্ত্ত-মধ্যে তাহাদিগের মত ফিরিয়া গেল। তাহারা আবার বৈপ্লবিকদিগের সহিত সম্মিলিত হইল। আমি কেবল আমার কর্ম্মচারিগণকে লইয়া দুঃখ দুর্ভরচিত্তে ফিরিয়া আসিলাম।"

এই উদীচ্য দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তনকারীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। নেপলসরাজ্যের কেন্দ্রস্থানে অবস্থিত বাসিলিকাটা (Basilicata) প্রদেশবাসিগণ নেপলসরাজের অধীনতা পরিত্যাগ করিল এবং কর্ণেল বোলডনিকে অধিনায়ক করিয়া পোটেনজা (Potenza) নগরে গিয়া ছাউনী করিল। তাহারা নেপল্‌সরাজ্যের নগরে নগরে দূত প্রেরণ করিয়া সকলকেই পোটেনজা নগরে আসিয়া তাহাদিগের সহিত মিলিত হইবার জন্য অনুরোধ করিল। সকলেই তাহাদিগের আহ্বানের অনুবর্ত্তন করিল। পোটেনজা নগর

'ইতালী ও ভিক্টর ইমানুয়েল' ধ্বনিতে নিরন্তর প্রতি-ধ্বনিত হইতে লাগিল। বৈপ্লবিক সমিতির আভ্যন্তরীণ সমর পরিহার করিবার মানসে নগরের প্রিফেক্ট ও পুলিশ কমিশনরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহারা জনসাধারণের প্রতিকূলে দাঁড়াইবেন, অথবা তাহাদিগকে আপন ইচ্ছামত কার্য্য করিতে দিবেন। তিনি কিছু সময় চাহিলেন এবং পরে বলিলেন যে, যুদ্ধার্থ প্রস্তুত আছেন; কিন্তু কোন কার্য্যের আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বেই তিনি জাতীয় সেনানায়ককে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি জাতীয় দলের সহিত মিলিত হইবেন। তাঁহার যে কথা, সেই কার্য্য। তিনি নিজের চারি শত সৈনিকসহ নগরের অদূরবর্ত্তী গিরিশিখরে গিয়া আশ্রয় লইলেন। সুতরাং নগর বৈপ্লবিকগণের হস্তে পতিত হইল। অল্পদিনের মধ্যেই পোটেনজানগরে দশ সহস্র বৈপ্লবিক সেনা আসিয়া সমবেত হইল আর ভিক্টর ইমানুয়েলের নামে তথায় সামরিক শাসনপ্রণালীও প্রতিষ্ঠাপিত হইল।

এ দিকে গ্যারিবল্ডী উপকূলে অবতরণ করিয়া সসৈন্য পশ্চাদ্দিক্ হইতে রিজিও (Reggio) নগর আক্রমণ করিলেন। নগরাধ্যক্ষ গাল্লোত্তী (Gallotti) জানিতেন যে, গ্যারিবল্ডী উপকূলে সসৈন্য অবতরণ করিয়াছেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, গ্যারিবল্ডী সমুদ্রের দিক্ হইতেই নগর আক্রমণ করিবেন। আর এত শীঘ্র যে আক্রমণ করিবেন, তাহা ভাবেন নাই। নগরের দুইটি দুর্গ তাঁহার দখলে ছিল। দেড় শত সৈন্য সেই দুইটি দুর্গের রক্ষা-কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। কামান, অস্ত্রশস্ত্র ও একমাসের আহার—দুর্গমধ্যে সন্নিবিষ্ট ছিল। সুতরাং তিনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন। কিন্তু ২১শে আগষ্ট রাত্রি ২॥০টার সময় যখন গ্যারিবল্ডিনী সেনা পশ্চাদ্দিক্ হইতে নগর আক্রমণ করিল, আর যখন গাল্লোত্তী শুনিলেন যে, নগরমধ্যে আটশত সুসজ্জিত বৈপ্লবিক সেনা গ্যারিবল্ডীর সাহায্যার্থ প্রস্তুত হইয়া আছে, তখন তিনি একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন।

বীরবর চিয়াসো (Chiasso) অগ্রসেনা লইয়া সর্ব্বাগ্রে নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। আর তিন দল সেনার অধিনায়ক হইয়া গ্যারিবল্ডী-পুত্র মেনোত্তী (Menotti) তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ নগরে প্রবিষ্ট হইলেন। ইত্যবসরে বোল্ডিনী তাঁহার সৈন্যগণ লইয়া নগরদুর্গের পশ্চাতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন দুর্গের কামান সকলের মুখ সমুদ্রের দিকে ছিল, সুতরাং আক্রমণকারী সৈন্যগণ নির্ভয়ে দুর্গ আক্রমণ করিল। নিয়োপলিটীয়গণ ভয়ে বিভ্রান্ত হইয়া সকলেই দুর্গমধ্যে গিয়া আশ্রয় লইতে লাগিল। এ দিকে 'গ্যারিবল্ডী জীব!' এই জয়ধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ করিয়া আক্রমণকারিণী সেনা সমবেত হইয়া দুর্গপ্রাচীরাভিমুখে ধাবিত হইল। তাহারা বিড়ালের মত সহজে প্রাচীরের উপর আরোহণ করিয়া দুর্গমধ্যে গিয়া পড়িল এবং অবাধে দুর্গ দখল করিল। নিয়োপলিটীয়েরা ভয়ে বিহ্বল হইয়া অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া প্রাণভিক্ষা চাহিল।

এই ক্ষুদ্র দুর্গ অধিকার করিয়া বিজয়িনী সেনা বৃহত্তর দুর্গ বা কাসেল অধিকার করিতে ধাবিত হইল। কিন্তু সে দুর্গ হইতে দুর্গরক্ষক সৈন্যগণ অনবরত গুলীবৃষ্টি ও গোলা বর্ষণ করিয়া নগর ছাইয়া ফেলিতেছিল; চিয়াসো ও বোল্ডিনী দুর্গদ্বারের সম্মুখে কামানরাজি পাতিয়া দুর্গ হইতে পলায়নের বা আক্রমণের পথ বন্ধ করিলেন। এ দিকে সেনাপতি বিক্সিয়ো আসিয়া তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন। গাল্লোত্তী—নিয়োপলিটীয় সেনাপতি—রিজিয়ো হইতে ৭।৮ মাইল দূরে অবস্থিত সান্ জিয়োভিনি নগরে সেনাপতি ব্রিগান্টীকে লিখিয়া পাঠাইলেন, তিনি যেন অবিলম্বে তাঁহার দ্বাদশ শত সৈন্য লইয়া তাঁহার সাহায্যার্থ আগমন করেন। তিনি সংবাদ পাইবামাত্র সসৈন্য তাঁহার সাহায্যার্থ আসিতেছিলেন, এমন সময় গ্যারিবল্ডী সসৈন্য তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বুদ্ধিমান্ ব্রিগান্টী গ্যারিবল্ডীর সহিত সম্মুখসমর পরিহার করিবার মানসে গল্লুকোতে (Gallucco) পলায়ন করিলেন। এ দিকে গ্যারিবল্ডী দ্রুতপদে রিজিয়োতে ফিরিয়া আসিলেন, আসিয়াই তিনি সবলে দুর্গ গ্রহণ করিতে আদেশ দিলেন। তাহার উদ্যোগ হইতেছিল, এমন সময় গাল্লোত্তী সন্ধির প্রস্তাব-সূচক শ্বেতপতাকা দুর্গমধ্যে উড্ডীন করিলেন। সন্ধির প্রস্তাব অবশেষে আত্মসমর্পণে পর্য্যবসিত হইল। গ্যারিবল্ডী রাজকীয় সৈন্যগণকে—দুর্গ, আহারসামগ্রী, যুদ্ধোপকরণসামগ্রী এবং ঘোটকাদি বিজয়ীর হস্তে সমর্পণ করিয়া জাহাজে উঠিয়া আপন আপন গন্তব্য স্থানের উদ্দেশে গমন করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। এইরূপে রিজিয়ো নগরে বহুকাল হইতে প্রচলিত নিয়োপলিটীয় শাসনের অবসান হইল।

রণপণ্ডিত, অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত, সামরিক পরিচ্ছদে বিভূষিত নিয়োপলিটীয় সৈন্যগণ আজ অর্দ্ধাবৃত, পর্য্যাপ্ত-আহার-বিরহে শীর্ণকায়, সুতরাং বিকট দৃশ্য গ্যারিবল্ডিনী সেনার চরণসম্মুখে অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া

প্রাণভিক্ষা চাহিতেছে, এ দৃশ্য দেখিলে কাহার হৃদয়ে না অপূর্ব্ব ভাবের উদ্রেক হয়? গ্যারিবল্‌ডিনী সেনার এই অভাবনীয় কৃতকার্য্যতার মূল, সেনাপতি গ্যারিবল্‌ডীর প্রতি ইহার অনির্ব্বাপনীয় বিশ্বাস এবং স্বাধীনতার প্রতি ইহার সর্ব্বগ্রাসনী অনুরক্তি।

জাতীয় সেনা এই সংঘর্ষে গ্যারিবল্‌ডিনী সেনার বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল। তাহাদিগের উদ্দীপনায় ও সহযোগিতায় গ্যারিবল্‌ডিনী সেনার বীর্য্যবহ্নি নিয়তই ইন্ধনযুক্ত থাকিত। এই যুদ্ধে তাহাদিগের একজন উৎকৃষ্ট সেনানায়ক ক্যামেরিণী এবং আট-জন সহসামরিক হত হইলেও, তাহারা জাতীয় সেনার সহানুভূতি ও সহকারিতানিবন্ধন কাতর বা ভীত হয় নাই। গ্যারিবল্‌ডী প্লোটিনোনামক এক ব্যক্তিকে রিজিয়ো প্রদেশের সাময়িক শাসন-কর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন।

ব্রিগাণ্টী ও আসেরেলো নামক নিয়োপলিটীয় সেনানায়কদ্বয়ের সহিত গ্যারিবল্‌ডীর সাক্ষাৎ হইল, কিন্তু তাহাতে কিছু ফল দর্শিল না। সুতরাং গ্যারিবল্‌ডী নিজ সৈন্যগণকে রজনী দুই প্রহরের সময় সেলানো (Selano) অভিমুখে যাত্রা করিতে আদেশ দিলেন। এ দিকে সেনাপতি কোজেন্স আসিয়া তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন। এক দল ইংরেজসেনা ও এক দল ফরাসী সেনাও আসিয়া সেই অভিযানকারিণী সেনার সহিত সংযুক্ত হইল। সেলানোগ্রামে নিয়োপলিটীয় সৈন্যগণ ছাউনী করিয়াছিল। তাহারা এই অভিযানকারিণী সেনার গতিরোধ করিতে চেষ্টা করায় উভয় সেনায় ঘোর-তর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। অভিযানকারিণী সেনা বেয়নেটাগ্রে গ্রাম দখল করিয়া নিয়োপলিটীয় সেনাকে ছিন্ন ভিন্ন ও বিকীর্ণ করিয়া ফেলিল। এই সংঘর্ষে ফরাসী সেনার অধিনায়ক কর্ণেল ফ্লোটে একাকী অসিহস্তে শত্রুগণের অনুসরণে ধাবিত হওয়ায় একজন প্রচ্ছন্ন নিয়োপলিটীয় সৈন্যের গুলীর আঘাতে হত হন। সকলেই তাঁহার শোকে অভিভূত হন এবং গ্যারিবল্‌ডী তাঁহার প্রশংসাসূচক ঘোষণাপত্র প্রকাশিত করেন। গুডল্ নামক এক ব্যক্তি ফরাসী সেনার অধিনায়ক নিযুক্ত হন।

প্রত্যূষে এই বিজয়িনী সেনা ক্যাম্পো (Campo) নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কারণ, নিয়োপলিটীয় সেনা এক্ষণে ক্যাম্পো নগরে শিবির সন্নিবেশ করিয়া রহিয়াছিল। মধ্যে পিয়ালে গ্রামে একদল নিয়োপলিটীয় সেনা সেনাপতি মিলাণ্ডেজের অধিনায়কত্বে ছাউনী করিয়াছিল। তাহাদিগের সঙ্গে বাহ্যমান কামানরাজি থাকায় তাহারা অভি-যানকারিণী সেনার গতিরোধ করিতে ভীত হইল না। তাহাদের গোলাবৃষ্টিতে গ্যারিবল্‌ডীর ছয় জন সৈন্য হত ও দ্বাদশ জন সৈন্য আহত হইল। তথাপি গ্যারিবল্‌ডী বেয়নেটাগ্রে নিয়োপলিটীয় সেনাকে আক্রমণ করিতে আদেশ দিলেন এবং তাঁহার আদেশে সেই বিজয়িনী সেনা নিয়োপলিটীয় সেনাকে ছিন্ন ছিন্ন করিয়া একটি উচ্চস্থান গিয়া অধিকার করিল। এইরূপে তাঁহারা ব্রিগাণ্টী ও মিলাণ্ডেজের পরস্পর মিলনের সম্ভাবনা সুদূর-পরাহত করিলেন।

বিজয়ের অব্যবহিত পরেই গ্যারিবল্‌ডী কাউণ্ট ট্রেচী ও মেজর ভেচীকে সেনাপতি মিলাণ্ডেজের নিকট এই বলিয়া পাঠাইয়া দিলেন যে, তিনি যেন অবিলম্বে সসৈন্য আত্মসমর্পণ করেন। গ্যারিবল্‌ডীর প্রস্তাবে মেলাণ্ডেজ প্রথমে সম্মত হইলেন না। যে ব্যক্তি গ্যারিবল্‌ডীর শিবিরে সন্ধিসূচক শ্বেতপতাকা ধারণ করিয়াছিল, মিলাণ্ডেজের শিবির হইতে একজন গুলী করায়, গ্যারিবল্‌ডী ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন এবং মিলাণ্ডেজকে বলিয়া পাঠাই-লেন যে, তিনি যদি বেলা তিন ঘটিকার মধ্যে আত্মসমর্পণ না করেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহাকে পুনরাক্রমণ করিবেন এবং তাঁহার সৈন্যগণকে সমুদ্রের অতলজলে নিক্ষেপ করিবেন। মিলাণ্ডেজ অগত্যা আত্মসমর্পণ করিলেন। তাঁহার দুই সহস্র পঞ্চশত সৈন্য গ্যারিবল্‌ডী-চরণে অস্ত্রশস্ত্র রাখিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিল। মিলাণ্ডেজ আত্মসমর্পণ করায় ব্রিগাণ্টিজের আর বিকল্পান্তর রহিল না। রজনী সমাগত হওয়ার পূর্ব্বেই তিনি গ্যারিবল্‌ডীর হস্তে ক্যাম্পোনগর অর্পণ ও আত্মসমর্পণ করিলেন। তাঁহার দ্বাদশ শত সৈন্য চ্যুতাস্ত্র হইল। এইরূপে সেই এক দিনেই গ্যারিবল্‌ডীর অস্ত্রাগারে দুই সহস্র বন্দুক, চারিটি বাহ্যমান কামান এবং দশটি বৃহত্তর কামান প্রবেশিত হইল। নিয়োপলিটীয় সেনাপতি-দ্বয়ের আত্মসমর্পণের নৈতিক ফল আরও অধিক হইল। কারণ, যে সকল সৈন্য পরাজিত ও চ্যুতাস্ত্র হইয়া গৃহে ফিরিয়া গেল, তাহারা সর্ব্বত্র গ্যারি-বল্‌ডীর বীর্য্যবত্তা ও মহদাশয়তার কাহিনী প্রচার করিতে লাগিল। এতদ্ভিন্ন দক্ষিণ প্রদেশে গ্যারি-বল্‌ডিনী সেনার প্রভাব অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল।

২৫শে আগষ্ট হইতে ২৮শে আগষ্ট পর্য্যন্ত কালের মধ্যে গ্যারিবল্‌ডী সেই বিজয়িনী সেনা

লইয়া অশীতিমাইল বন্ধুর পার্ব্বত্যপথে বিচরণ করেন। ইহাতে তাঁহার শক্তি, সাহস ও অধ্যবসায় —বিশেষরূপে প্রমাণীকৃত হইল; এবং যে সকল নিয়োপলিটীয় সৈন্য সেই পার্ব্বত্যদেশ আলোড়ন করিয়া বেড়াইতেছিল, তাহাদের হৃদয়ে গভীর ভয়ের সঞ্চার করিয়া দিল। সপ্তসহস্র নিয়োপলিটীয় সৈন্যকে তিনি যেন মেষপালের ন্যায় ইতস্ততঃ তাড়াইয়া লইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড তাপেও তাঁহাদিগের ৩৫ মাইল করিয়া দৈনন্দিন গতি প্রতিহত হইল না। তাঁহারা ক্রমশই নেপলস নগরীর অভিমুখে যাইতে লাগিলেন।

গ্যারিবল্ডিনী সেনা পুনঃ পুনঃ জয়লাভ করিতেছে ও জনসাধারণ তাহাদের সহিত সহানুভূতি দেখাইতেছে—এই সংবাদ যখন নেপলসে আসিয়া পৌঁছিল, তখন বোর্ব্বনরাজ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কাতরভাবে বলিলেন—"যাহা হউক, আমার সৈন্যেরা আমার নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছে যে, তাহারা আমাকে রক্ষা করিবেই।" প্লবমান ব্যক্তি যেমন তৃণের আশ্রয় গ্রহণ করে, আজ নেপল্‌সরাজ হতাশতার মর্ম্মন্তুদ আঘাতে প্রপীড়িত হইয়া ক্ষীণা ভগ্ন-হৃদয় ও ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত নিজ সেনার উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া রহিলেন। বোর্ব্বনরাজবংশ প্রজার রাজভক্তির উপর নির্ভর করিতে সাহসী না হইয়া চিরদিনই পাশববলের উপর নির্ভর করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং শেষ বোর্ব্বন্‌রাজা দ্বিতীয় ফ্রান্‌সিসের নিজ সৈন্যের উপর এরূপ আত্মনির্ভর চিরাগত প্রথার অননুমোদিত নহে। কিন্তু একজন সেনাপতি তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "মহারাজ! আপনার সৈন্যেরা যখন আপনার সম্মুখে থাকে, তখন তাহারা জয়ধ্বনি করে—'মহারাজ দীর্ঘজীবি হউন' আর যে মুহূর্ত্তে তাহারা আপনার দিকে পৃষ্ঠপ্রদান করে, সেই মুহূর্ত্তেই তাহারা জয়ধ্বনি করিতে থাকে 'গ্যারিবল্ডী জীব!' মহারাজ! বলিতে কি, সেই কুহকী গ্যারিবল্ডী তাহাদিগকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছে, সুতরাং তাহাদিগের একজনকেও বিশ্বাস করা যাইতে পারে না।"

কিন্তু এ সারগর্ভ কথা মোহান্ধ নরপতির হৃদয়ে স্থান পাইল না। তিনি নিজ সৈন্যগণের বিশ্বাসিতার উপর নির্ভর করিয়া নিজ শৈশবদোলা ও জন্মভূমি নেপলসরাজধানী এবং এতদধিষ্ঠিত পিতৃপৈতামহিক রাজপ্রাসাদ যতদিন সম্ভব অধিকার করিয়া রহিলেন। দুই বৎসরকালমাত্র তিনি রাজ-সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন, ইহারই মধ্যে তাঁহার ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের পাপের উপযুক্ত দণ্ড হইতে চলিল। তাঁহার, সৈন্যগণের চিত্তবিকার তাঁহাকে নিতান্ত ব্যথিত করিল। তাঁহার স্থলসৈন্য ও জলসৈন্যের অধিনায়কগণ দিন দিন যে সকল বিবরণী পাঠাইতে লাগিলেন, তাহাতে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, যে সকল উপকরণসামগ্রী লইয়া তিনি এই বিপদসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইবেন মনে করিয়াছিলেন, তাহা আর তাঁহার করায়ত্ত নাই। অবশেষে তিনি জাতীয় আত্মরক্ষক সেনার উপর শেষ আশা ন্যস্ত করিলেন, কিন্তু কোন জাতীয় আত্মরক্ষক সেনাই তাঁহার বা তদনুরূপ নৃপতির উপর অনুরক্ত থাকিতে পারে না। যাহা হউক, অন্তরে বিরক্ত হইলেও তাহারা এখনও তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। এই জন্য তিনি তাহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া —তাহাদিগের উপর নাগরিক দুর্গরক্ষার ভার দিয়া, নিজে রাজনৈতিক কার্য্যোপলক্ষে নগর পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিলেন।

তিনি নেপল্‌স পরিত্যাগ করিয়া গেইটা (Gaeta) নগরাভিমুখে ধাবিত হইলেন। তাঁহার সেনাপতিগণ তাঁহার সৈন্যগণের দুর্নীতিক অবস্থা জানাইয়া আসিতেছিলেন বলিয়া তিনি তাঁহাদিগকেই রাজদ্রোহী বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু আজ তাঁহাদিগের বাক্যের যাথার্থ্য তিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলেন। আজ তাঁহার নৌসেনার সৈন্যগণ তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিতে অস্বীকৃত হইল। তিনি তাহাদিগকে গেইটা নগরে তাঁহার সমভিব্যাহারে যাইতে আদেশ করিলেন। কিন্তু তাহারা নগরের এক ক্রোশ দূরে গিয়া থামিল; কিছুতেই আর অগ্রসর হইতে চাহিল না। এ দিকে তাঁহার স্থলসৈন্যও বৈপ্লবিক সমিতির প্ররোচনায় বৈপ্লবিক সেনার সহিত মিশিয়া গেল।

ইত্যবসরে গ্যারিবল্ডী সসৈন্য নেপল্‌সাভিমুখে ধাবিত হইলেন। যখন গ্যারিবল্ডী আসিতেছেন, —এই সংবাদ নগরমধ্যে প্রচারিত হইল, তখন প্রথমে কেহই ইহা সম্ভব বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না। কিন্তু যখন নগরে চতুর্দ্দিকে ত্রিবর্ণ পতাকা উড্ডীন হইতে লাগিল এবং নাগরিক সেনা গ্যারিবল্ডীর অভ্যর্থনার্থ অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন জনসাধারণের আশা-নদী খরতরবেগে প্রবাহিত হইল এবং নগরের প্রতি কেন্দ্রে অসংখ্য লোক সমবেত হইতে লাগিল। জাতীয় প্রহরিগণ গবর্ণমেণ্ট-প্রাসাদে যাইবার পথের দুই ধারে সারি

সারি দণ্ডায়মান হইল। ইত্যবসরে রাজকীয় যে সেনা গ্যারিবল্ডিনী সেনার সহিত মিলিত হইয়াছিল, তাহাও আসিয়া উপস্থিত হইল। এই সকল ব্যাপার নবরাজার আগমন সংসূচিত করিয়া দিল।

গ্যারিবল্ডী নেপল্‌সে

মধ্যাহ্নকালে গগনবিদারী রবে কর্ণকুহর ভরিত হইতে লাগিল। শত শত ও সহস্র সহস্র লোক দলে দলে আসিয়া সেই জনস্রোতস্বিনীর সহিত মিলিত হইতে লাগিল। গ্যারিবল্ডী সসৈন্য ট্রেণে করিয়া ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিয়াছেন শুনিয়া আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তাঁহাকে দেখিবার জন্য ষ্টেশনাভিমুখে ছুটিতেছে। কিন্তু কেহই প্রকৃত গ্যারিবল্ডীর দেখা পাইতেছে না। গ্যারিবল্ডীর আকৃতির সহিত যে সৈনিক কর্ম্মচারিগণের কিঞ্চিৎ সৌসাদৃশ্য ছিল, তাঁহাদিগকেই জনসাধারণের অবিশ্রান্ত গাঢ় আলিঙ্গন ও ঘন ঘন চুম্বনের যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল। তাহারা গ্যারিবল্ডী ভ্রমে তাঁহাদিগকেই অভীষ্ট পূজা প্রদান করিল।

এ দিকে গ্যারিবল্ডী জনসাধারণের হৃদয়োচ্ছ্বাসময়ী অভ্যর্থনা পরিহারমানসে ষ্টেশনে নামিয়াই নিজ সৈনিক কর্ম্মচারিগণকে সঙ্গে লইয়া অন্য দ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া অশ্বশকটে আরোহণপূর্ব্বক ক্ষুদ্র গলির ভিতর দিয়া রাজপ্রাসাদাভিমুখে ধাবিত হইলেন। কিন্তু তিনি শীঘ্রই পরিজ্ঞাত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া অসংখ্য ভদ্রলোক অশ্বশকটে আরোহণ পূর্ব্বক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। শকটগুলি যদিও লোকে পরিপূর্ণ ছিল, তথাপি অশ্বগণ প্রচণ্ড কশাঘাতে উন্মত্ত হইয়া ছুটিতেছিল। শকটের লোকগণ জাতীয় পতাকা হস্তে লইয়া প্রাণ ভরিয়া জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন—'জয় ইতালীর জয়'—'জয় গ্যারিবল্ডীর জয়!' সেই মিলিত জয়ধ্বনিতে গগনতল বিদীর্ণ হইতে লাগিল। অতীত দুঃখের স্মৃতি ও ভবিষ্য জাতীয় জীবনের আশা যুগপৎ তাঁহাদিগের চিত্তপটে উদিত হইয়া তাঁহাদিগকে উন্মত্তবৎ করিয়া তুলিল। তাঁহারা পাগলের ন্যায় কখন হাসিতে, কখন কাঁদিতে লাগিলেন এবং প্রাণ ভরিয়া পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া জাতীয় জীবনের প্রথম আস্বাদ অনুভব করিলেন। রাজপথের দুই পার্শ্বের প্রাসাদাবলীর গবাক্ষমালা হইতে অসংখ্য জাতীয় পতাকা উড্ডীন হইতে লাগিল। বাতায়নস্থিত রমণীবর্গের অট্টহাসিতে ও করতালিতে নগর প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তিনি নগর-দুর্গের পার্শ্ব দিয়া যেমন যাইতে লাগিলেন, অমনি সৈন্যগণ তাঁহার সম্মানার্থ সামরিক অভ্যর্থনা করিল এবং তাঁহার নিকট হইতে অনুগ্রহ-সূচক প্রতি-অভ্যর্থনা পাইল। তিনি যেমন অগ্রসর হইতে লাগিলেন, অমনি চতুর্দ্দিক্ হইতে 'জয় ইতালীর জয়!'—'জয় গ্যারিবল্ডীর জয়!'—এই জয়ধ্বনি হইতে লাগিল। এই অনন্ত ঘনীভূত ধ্বনির মধ্য দিয়া সেই জনস্রোত গ্যারিবল্ডীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ রাজপ্রাসাদের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইল। তথায় উপস্থিত হইয়া গ্যারিবল্ডী অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক প্রাসাদাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। জনসমিতি তাঁহার অভ্যর্থনার্থ তথায় প্রস্তুত হইয়াছিলেন এবং তিনি উপস্থিত হইবামাত্র মহাসমাদরে ও মহোল্লাসে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন।

এ দিকে জনসাধারণ প্রাসাদবহির্ভাগে গ্যারিবল্ডীকে দেখিবার নিমিত্ত ভীষণ চীৎকার আরম্ভ করিল। এই জন্য গ্যারিবল্ডীকে তদীয় সামরিক লোহিত পরিচ্ছদে আবৃত হইয়া প্রাসাদের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইতে হইল। তিনি বারান্দার রেলিঙের উপর দাঁড়াইয়া অনন্ত উর্দ্ধশির জন-শ্রেণীর দিকে তাকাইয়া তাহাদিগের সেই ভীষণ চীৎকার নিবারণমানসেই যেন করসঞ্চালন দ্বারা তাহাদিগের অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া জনসাধারণের জয়ধ্বনি আরও বর্দ্ধিত হইল। তখন গ্যারিবল্ডী করসঞ্চালন করিয়া বলিতে লাগিলেন—'শান্ত হও!—শান্ত হও!' অতঃপর জনসাধারণ নীরব হইল।

তখন তিনি জলদগম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিলেন—"নেপল্‌সের অধিবাসিগণ! আজ তোমাদের অতি পবিত্র, উদাত্ত ও চিরস্মরণীয় দিন। যথেচ্ছাচারিণী প্রভুশক্তি এতদিন তোমাদিগকে যে অধীনতাশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, আজ তোমরা তাহা হইতে উন্মোচিত হইলে, আজ সমবেত ইতালীর নামে আমি তোমাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি। তোমরা ইতালীর জন্য যে কার্য্য করিয়াছ—তাহা শুদ্ধ ইতালীর কার্য্য নহে—মানবজাতির কার্য্য। কারণ, তোমরা ইতালীর অপহৃত স্বত্বের উদ্ধারসাধন করিয়াছ। আজ এস, আমরা সকলে একতানে বলি—'জয় স্বাধীনতার জয়!' স্বাধীনতা সকল জাতি অপেক্ষা ইতালীর অতি আদরের ধন। কারণ, ইতালী সকল জাতি অপেক্ষা অধীনতায় অধিকতর কষ্ট পাইয়াছে। এই সময় সকলে মিলিয়া একবার বল—'জয় ইতালীর জয়'!"

গ্যারিবল্ডীর বাক্য শেষ হইতে না হইতে অসংখ্য মুখ হইতে নির্গত হইল—'জয় ইতালীর জয়!—জয় গ্যারিবল্ডীর জয়!' সেই ধ্বনিতে ইতালীয়গণ ঘন ঘন আলোড়িত হইতে লাগিল।

জনসাধারণের দর্শন-পিপাসা নিবৃত্ত করিয়া গ্যারিবল্ডী প্রাসাদাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। তথায় ভিনিসিয়া প্রদেশের প্রতিনিধিগণ স্বদেশের উদ্ধার-সাধনে তাঁহার সাহায্য ভিক্ষা করিবার জন্য তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। গ্যারিবল্ডী তাঁহাদিগকে বলিলেন যে, তাঁহাদিগকে অষ্ট্রীয়ার শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত করিবার জন্য তিনি যত ব্যাকুল, এত বোধ হয় আর কেহই নহে। তাঁহাদিগকে এই আশ্বাসবাক্যে আশ্বস্ত করিয়া গ্যারিবল্ডী বিশ্রামাগারে গমন করিলেন। নিরন্তর অভিযানে তাঁহার শরীর ও মন নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কয়েক ঘণ্টার বিশ্রামের পর তিনি রাজযানে আরোহণ পূর্ব্বক নগর প্রদক্ষিণ করিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন, নিয়োপলিটীয় সম্ভ্রান্ত লোকগণ তাঁহার স্তব করিবার জন্য প্রাসাদে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছেন। তাঁহাদিগের স্তুতিপূর্ণ অভ্যর্থনাবাক্য শ্রবণ করিয়া গ্যারিবল্ডী অতি অমায়িকভাবে তাহার উত্তর প্রদান করিলেন।

দেখিতে দেখিতে দিনমণি অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে বোর্ব্বনরাজলক্ষ্মী নেপল্‌স্ নগর হইতে অন্তর্হিতা হইলেন। বিসর্জ্জনবাদ্যে সৈন্যগণ রাজাকে নগর হইতে বহির্গত করিয়া দিল। নগরবাসিগণ রাজমার্গের দুই পার্শ্ব হইতে নিস্পন্দ ভাবে সেই দৃশ্য দেখিতে লাগিল, কেহ কোন প্রকার বাধা প্রদান বা অবমাননা করিল না। অমনি নগরদুর্গোপরি পীড্‌মণ্টের পতাকা উড্ডীন হইল। রজনীতে নেপল্‌স অনন্ত দীপমালা বক্ষে ধারণ করিল। আলোকমালায় ইহার প্রাসাদাবলী অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। এদিকে অসংখ্য লোক মশাল-হস্তে রাজপথসকল আলোকিত করিয়া বেড়াইতে লাগিল। সমস্ত রজনী অসংখ্য রথ রাজপথের এদিক্ ওদিক্ যাতায়াত করিতে লাগিল। সমস্ত নগর যেন উৎসবে মাতিয়া সমস্ত রাত্রি বেড়াইয়া বেড়াইতে লাগিল। বোর্ব্বনরাজচিহ্ন যে যেখানে পাইল, উৎপাটিত ও বিদূরিত করিতে লাগিল।

এ দিকে গ্যারিবল্ডীর ঘোষণা অনুসারে অসংখ্য লোক লোহিত পরিচ্ছদে আবৃত ও অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া দলে দলে মফঃস্বল হইতে নগরে আসিতে লাগিল। তাহারা গ্যারিবল্ডীর নামের মোহিনীশক্তিবলে অনুপ্রাণিত হইয়া অসম্ভব ক্ষিপ্রতার সহিত নগরাভিমুখে ধাবিত হইল। প্রত্যেক গ্রাম গ্যারিবল্ডীর আদেশের অনুবর্ত্তন করিল। ক্রমে এই বিপ্লব বিশ্বব্যাপী হইয়া উঠিল। রাজকীয় সৈন্যগণের কিয়দংশ প্রাণভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল এবং অবশিষ্টাংশ বৈপ্লবিক দলের সহিত মিশিয়া গেল। অধিক কি, এই বিপ্লব পোপের রাজ্যমধ্যেও সংক্রামিত হইল এবং পোপীয় রাজচিহ্ন সকল ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল। সকলে একবাক্যে ভিক্টর ইমানুয়েল্‌কে ইতালীর রাজা ও গ্যারিবল্ডীকে ডিক্টেটর বলিয়া ঘোষণা করিতে লাগিল।

গ্যারিবল্ডী সেলার্ণোনগরে ও নেপলসে জনসাধারণকে উদ্দেশ করিয়া যে ঘোষণাপত্র প্রচার করেন, তাহাতেই এই বিপ্লববহ্নি সন্ধুক্ষিত ও সর্ব্বত্র সংক্রামিত হয়। সেই উদ্দীপনাপূর্ণ ঘোষণাপত্রের মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল ;—

"নেপল্‌সের প্রিয় অধিবাসিগণ! অন্তরের প্রীতি ও ভক্তির সহিত আজ আমি ইতালীয় জাতিনিচয়ের এই উদার কেন্দ্রে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। যদিও অনেক শতাব্দীর দাসত্ব-ঝটিকা ইহার মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, তথাপি ইহাকে যথেচ্ছাচারিণী প্রভুশক্তির নিকট অবনত-মস্তক করিতে পারে নাই।

"ইতালীর বর্ত্তমান প্রধান অভাব সামঞ্জস্য। এই বিশাল ইতালীয় জাতি এক্ষণে ছিন্ন-ভিন্ন ও বিশীর্ণ হইয়া আছে। ইহাকে একটি সংবেত প্রকাণ্ড পরিবারে পরিণত করিতে হইবে। আজ ভগবান্ এই ছিন্ন ভিন্ন ও বিশীর্ণ জাতিনিচয়ের উদাত্ত একতা সংসাধন করিবার মানসে—এই পতিত জাতির পুনর্গঠনের উদ্দেশে—ভিক্টর্ ইমানুয়েল্‌কে প্রেরণ করিয়াছেন। অতঃপর আমরা তাঁহাকে ইতালীয় জাতির প্রকৃত পিতা বলিয়া মনে করিব। যে জাতি হৃদয়ের উচ্ছ্বাসময়ী ভক্তির সহিত ভিক্টর ইমানুয়েল্‌কে আজ জাতীয় সিংহাসনে অভিষিক্ত করিল, সেই জাতির উন্নতিসাধনবিষয়ে তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের কি কর্ত্তব্য, তিনি তাঁহাদিগের অন্তরে তাহা চির-অঙ্কিত করিয়া যাইবেন, সন্দেহ নাই।

"আজ আমি ইতালীর যাজকবর্গকেও অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি। লাগ্রানুসিয়ার উদারহৃদয় মঙ্কগণ হইতে নিয়োপলিটীয় দেশের উচ্চাশয় মঙ্কগণ পর্য্যন্ত সকলেই স্বদেশহিতৈষণা ও একাগ্রতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। তাঁহারা গুরুতর বিপদ্‌পরম্পরা তুচ্ছ করিয়া জাতীয় সৈন্যগণসহ রণমুখে অবতীর্ণ হইয়া প্রাণোৎসর্গের অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা যে জাতীয় ভক্তির

প্রকৃত পাত্র, তাঁহাদিগের প্রতি কার্য্যে তাঁহারা তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

"আমি আবার বলিতেছি;—যখন একতাই ইতালীর অদ্বিতীয় অভাব, তখন আমরা ইতালীর সকল অধিবাসিকেই ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিব। যাঁহারা পূর্ব্বে আমাদিগের সহিত বিপক্ষতাচরণ করিয়াছেন, তাঁহারা যদি এক্ষণে জাতীয় কীর্ত্তিমন্দিরের গঠনোপযোগী একখানি প্রস্তর আনিতে পারেন, তাহা হইলেও তাঁহাদিগকে আমরা প্রেমভরে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত আছি।

"অবশেষে আমার বক্তব্য এই যে—আমরা যেমন অপরের গৃহের মর্য্যাদার সম্মান করিব, সেইরূপ আপনাদের গৃহের আপনারাই প্রভু হইব। জগতের প্রভুত্বশালী ব্যক্তিগণ ইহাতে রুষ্টই হউন আর সন্তুষ্টই হউন্—তাহাতে আমাদের ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই।

জোসেফ্ গ্যারিবল্ডী।"

নিয়োপলিটীয় জাতীয় সেনা ও সেনাপতির সৈন্যগণ নগরের দুর্গগুলি দখল করিল। এই দুর্গগুলির অভ্যন্তরে যে সকল লোমহর্ষণ ব্যাপার অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতেই ইউরোপের বোর্ব্বনরাজবংশের প্রতি অকালনীয় ঘৃণা জন্মে; এই জন্য এই সকল পাপাগার ভূমিসাৎ করা হইবে কি না—ইহা লইয়া অনেক বিতর্ক উপস্থিত হয়। অবশেষে সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে সে সঙ্কল্প পরিত্যক্ত হয়। কেবল সে সকল হইতে কামানগুলি অপসারিত করা হইল মাত্র। তাহার পর জনসাধারণের দর্শনের জন্য সেগুলির দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। এতদিন ভয়ে কেহ তদভ্যন্তরে প্রবেশ করিত না, এক্ষণে দায়াদ যেমন পিতৃপরিত্যক্ত সম্পত্তিতে প্রবেশ করে, সেইরূপ জনসাধারণ অকুতোভয়ে ইহাদিগের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তন্ন তন্ন করিয়া পর্য্যবেক্ষণ ও নির্ম্মাণকৌশলের দোষ-গুণ বিচার করিতে লাগিল। প্রত্যেক দুর্গের অভ্যন্তরে একশত করিয়া নিয়োপলিটীয় সৈন্য এবং বহির্ভাগে ত্রিশজন করিয়া সার্ডিনীয় সৈন্য সন্নিবেশিত হইল।

এই একটি একটি কাস্‌ল বা দুর্গ বোর্ব্বন-রাজত্বকালে এক একটি কারাগারের কার্য্য করিত। অনেক পরিবারের লোকই ইহার কোন না কোন একটিতে অশেষ কষ্ট-যন্ত্রণা পাইয়াছে। ইহাদিগের নিকট যাইতেও এত দিন কেহ সাহস করে নাই। কারণ, প্রহরিগণের উপর আদেশ ছিল যে—'যে কেহ নিকটে আসিবে, তাহাকেই গুলী করিবে।' প্রহরিগণ নিজ নিজ প্রাণভয়ে অক্ষরে অক্ষরে এই আদেশ পালন করিত। যে কামানরাজি বহিঃশত্রু হইতে নগর রক্ষা করিবার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেই সকল কামানের মুখ দুর্গের অভ্যন্তরের দিকে প্রেরিত হইয়াছে। আজ প্রজাবৃন্দ সেই সকল দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া যেখানে বোর্ব্বনরাজ-চিহ্নসকল পাইল, চূর্ণীকৃত ও পদদলিত করিতে লাগিল। আজ তাহারা বহুদিনের অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইল।

সেই সকল দুর্গের প্রাচীরাবলী এরূপ দুর্ভেদ্য, এবং দুর্গের প্রবেশপথগুলি এরূপ বক্রাকার যে, সেই সকল দুর্গ সবলে দখল করা অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রাচীরের স্থূলতা ও দৃঢ়তা এত অধিক যে, গুলীগোলা তাহাতে প্রবেশ করে না; এবং স্থূলতা ও দৃঢ়তা এত বিশাল যে, তাহার অভ্যন্তরে অনেক সুদৃঢ় বড় বড় কুঠুরী নির্ম্মিত হইয়াছে। সেই সকল কুঠুরীগুলি এরূপভাবে গঠিত যে, সহজদর্শনে তাহাদিগের অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় না। সেই সকল ঘরের পাষাণময় অনাচ্ছাদিত বেদীগুলিই এতদিন হতভাগ্য কারাবাসিগণের শয্যার কার্য্য করিত। বহিঃপ্রাচীরের গবাক্ষ এবং প্রবেশদ্বারের ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়াই কেবল বায়ু ও সূর্য্যরশ্মি গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে। প্রত্যেক গবাক্ষ আবার লৌহদণ্ডাবলী দ্বারা সুসংরক্ষিত। ভাল ভাল লোককে রাজ-বিদ্রোহী বলিয়া সন্দেহ করিয়া এই ভীষণ কারাগার সকলে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইত। যদি কোন কারাবাসী কখন কোন উপদ্রব করিত, অমনি ঘাতকহস্তে তাহার প্রাণ বিনষ্ট হইত। কত নিরীহ লোক যে এই সকল নরককুণ্ডে প্রাণ হারাইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এ দিকে বিদ্রোহী প্রজাগণকে বহ্নিমুখে প্রক্ষেপ করিবার জন্য দ্বাচত্বারিংশৎটি কামানকে নগরমুখী করিয়া দুর্গ প্রাচীরের উপর সংস্থাপিত করা হইয়াছে। গ্যারিবল্ডী এই সময় আসিয়া নগর অধিকার না করিলে, হতভাগ্য নগরবাসিগণ ইত্যবসরে গৃহাদিসহ ভস্মস্তূপে পরিণত হইত। আজ তাহারা গ্যারিবল্ডীকে উদ্ধারকর্ত্তা বলিয়া মনে করিতে লাগিল।

গ্যারিবল্ডী কোন নূতন স্থান অধিকার করার সঙ্গে সঙ্গেই সাধারণ শৃঙ্খলা ও শান্তিরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিতেন। এই জন্য তিনি অন্যান্য নগরের ন্যায় এখানেও শাসনদণ্ড স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। গ্যারিবল্ডীর রণবিষয়িণী প্রতিভার ন্যায় তাঁহার আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা-স্থাপনের শক্তি অসাধারণ ছিল। সেই শক্তির পরিচালনের জন্য নিয়োপলিটীয় মনিটার নামক সংবাদপত্রকে তিনি অতঃপর শাসন সমিতির সংবাদপত্ররূপে পরিণত করিলেন। যেরূপ নিয়মে

তিনি অতঃপর সিসিলী ও নেপল্‌স্ শাসন করিবেন, উক্ত পত্রিকায় তাহা প্রচারিত হইতে লাগিল। সেই সকল আদেশ-পত্রে তিনি নিজ নাম স্বাক্ষর করিতে লাগিলেন এবং তাহাদের শীর্ষদেশে—"ভিক্টর ইমানুয়েল ও ইতালী এবং সিসিলীদ্বয়ের ডিক্টেটর"—এই পদাবলী অঙ্কিত করাইলেন। তিনি নেপল্‌সে একটি মন্ত্রি-সভা প্রতিষ্ঠাপিত এবং উক্ত সংবাদ-পত্রে সেই সভ্যগণের নাম প্রচারিত করিলেন। এই মন্ত্রিসভায় নিয়োপলিটীয় উপাদানই প্রবল হইল। অতি অল্পমাত্র লোকতান্ত্রিক ইহার সহিত সংযোজিত হইলেন। বার্টৌনি ডিক্টেটরের প্রধান সেক্রেটারী হইলেন এবং রোমানো অন্তঃপ্রদেশের মন্ত্রী ও নগরাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। অন্যান্য পদেও বাছা বাছা লোক অভিষিক্ত হইলেন।

সেই স্বাধীনতার প্রথম দিনে নগরমধ্যে যেন প্রচণ্ড আনন্দ-ঝটিকা প্রবাহিত হইল। যখন দুর্গদ্বার সকল উদ্‌ঘাটিত হইল, তখন দুর্গরক্ষক সৈন্যগণ আনন্দে উন্মত্ত হইয়া নবোন্মোচিত দাসের ন্যায় ইতস্ততঃ দৌড়িতে ও লাফাইতে লাগিল। কেহ বা হস্তের বন্দুক ও কেহ বা হস্থিত রুটী পাষাণের ন্যায় ভূতলে সবেগে প্রক্ষেপ করিতে লাগিল। জনসাধারণও ছোরা, তরবারি ও বর্শা প্রভৃতি অস্ত্র লইয়া মহোল্লাসে 'গ্যারিবল্ডীর জয় হউক' ধ্বনিতে গগনতল বিদারিয়া নগর আলোড়ন করিয়া বেড়াইতে লাগিল—যেন সকলেই আজ নবজীবন পাইয়াছে। এই আনন্দোৎসবে যোগ দিবার জন্য সকলেই গৃহ পরিত্যাগ করিয়া রাজপথে বা অন্য প্রকাশ্য স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সকলেই নির্ভয়ে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। কাহারও মনে কোন ভয় নাই—কোন স্থানে কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। দ্বিতীয় রজনীতে গ্যারিবল্ডীকে দেখিবার জন্য এত লোক সমবেত হইয়াছিল যে, কাহারও নিঃশ্বাস ফেলিবার স্থান ছিল না।

এ দিকে নেপল্‌স্‌রাজ ফ্রান্‌সিস্ গেইটাতে গমন করিয়া একটি নব মন্ত্রি-সভা সংগঠিত করিলেন। গ্যারিবল্ডী বুঝিলেন যে, তিনি অচিরাৎ কার্য্যক্ষেত্রে পুনরবতরণ না করিলে শত্রুপক্ষ আবার প্রবল হইয়া উঠিবে। গ্যারিবল্ডী অতি অল্প সময় নগরে থাকিয়াই বোম্বার নিষ্ঠুরতার বিবিধ প্রমাণ পাইয়াছিলেন। নেপলস্‌রাজ নগর পরিত্যাগ কালে আদেশ দিয়া আসিয়াছিলেন যে, গ্যারিবল্ডী নগর-প্রবেশ করিলেই নগরের দুর্গ সকল হইতে যেন অবিরাম গোলাবৃষ্টি করা হয় এবং দুর্গাভ্যন্তরস্থ কারাগারসকল হতভাগ্য কারাবাসিগণসহ অগ্নি-বারুদ সংযোগে উড়াইয়া দেওয়া হয়। গেইটায় অবস্থিতিকালে তিনি যখন অবগত হইলেন যে, তাঁহার আদেশ প্রতিপালিত হয় নাই, তখন তিনি মহাক্ষোভে বলিয়া উঠিলেন—"হায়! আমি প্রতারিত হইলাম!" এই বলিয়া তিনি কিয়ৎকাল বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া চিত্রলিখিত পুত্তলীর ন্যায় বসিয়া রহিলেন।

বোম্বার এই ক্ষোভের বিষয় গ্যারিবল্ডীর নিকট অবিদিত রহিল না। তিনি বুঝিলেন যে, সুবিধা পাইলে এই নারী-ভঞ্জব প্রতিহিংসা লইতে তিনি ত্রুটি করিবেন না। সময় পাইলে ইতালীয় অসংখ্য অধিবাসিবৃন্দকে পুনঃশৃঙ্খলিত করিবার জন্য নেপল্‌সরাজ পোপ ও অষ্ট্রীয়ার সম্রাটের সহিত মিলিত হইয়াও কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারেন, এই আশঙ্কায় গ্যারিবল্ডী আর কালহরণ করা অযৌক্তিক মনে করিলেন।

সেই জন্য তিনি নিয়োপলিটীয় ও সার্ডিনীয় রণতরি সকলকে ও স্থলসৈন্যগণকে অচির-অভিযানের জন্য প্রস্তুত হইতে আদেশ করিলেন। কিন্তু আনন্দোচ্ছ্বাস এখনও প্রশমিত হয় নাই। বহুদিনের পর স্বাধীনতা পাইয়া লোকে এতদূর উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে, কেহই আর গৃহে ফিরিয়া যাইতে চাহিল না। গৃহপ্রাঙ্গণ যেন তাহাদিগের নিকট কারা-প্রাঙ্গণ বলিয়া বোধ হইল। তাহারা উন্মুক্তভাবে গগনবিহারী বিহঙ্গের ন্যায় যেন রাজপথে উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। চতুর্দ্দিক হইতে কেবল—"গ্যারিবল্ডী!"—"ভিক্টর ইমানুয়েল"—এবং "সমবেত ইতালী"—এই জয়ধ্বনি-ত্রিতয় শ্রুত হইতে লাগিল। যদি গ্যারিবল্ডী অশ্বারোহণে বা অশ্বযানে নগরমধ্যে ভ্রমণে বহির্গত হইতেন, অমনি লোকে তাঁহার অশ্ব বা শকট ঘিরিয়া ফেলিত এবং নতজানু হইয়া তাঁহার চরণ বা বস্ত্র চুম্বন করিত। বৃদ্ধ নাগরিকগণের গণ্ডস্থল বহিয়া প্রবলবেগে অশ্রুধারা পড়িতে থাকিত; ভাবোচ্ছ্বাসে রুদ্ধকণ্ঠ হওয়ায় তাহারা আশীর্ব্বচন বা জয়ধ্বনি করিতে পারিত না। তাহারা কেবল হস্ত-প্রসারণ করিয়া ইতালীর উদ্ধারকর্ত্তাকে আশীর্ব্বাদ করিত। এ দিকে প্রাসাদবাতায়ন হইতে সম্ভ্রান্ত রমণীগণ তাঁহার মস্তকোপরি পুষ্পবৃষ্টি করিত।

একশতসপ্তবিংশ বৎসর পূর্ব্বে এই দিনে তৃতীয় চার্লস্ এই রাজ্য হইতে অষ্ট্রীয়গণকে বিদূরিত করিয়া "পিক্ ডিগ্রোটা"—নামক মহোৎসব করিয়াছিল। আজ সেই দিনে গারিবল্ডী অষ্ট্রীয়গণকে বিদূরিত করিয়া স্বাধীনতা পুনঃ সংস্থাপিত

করিলেন বলিয়া লোকের আনন্দোচ্ছ্বাস দ্বিগুণিত হইল। আজ সেই মহোৎসবের দ্বিতীয় অবতারণা হইল দেখিয়া লোকের মন বিস্ময়ে অভিভূত হইল। গ্যারিবল্ডী এই উৎসবের দিনে সমস্ত আফিস বন্ধ দিলেন এবং নিজেও প্রজাসাধারণের সঙ্গে উৎসবে যোগ দিলেন।

তাঁহার আদেশে সমস্ত জাতীয় সেনা অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া প্রধান রাজপথের দুই ধারে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল এবং তিনি নিজ সৈনিক কর্ম্মচারিগণসহ অশ্বারোহণে তাহার মধ্য দিয়া গমন করিলেন। যদিও তখন প্রচণ্ডবেগে বৃষ্টি পড়িতেছিল তথাপি লোকে মহোল্লাসে গ্যারিবল্ডীর সেই নগরযাত্রায় যোগ দিল। নগরবাসিগণের আনন্দধ্বনিতে বর্ষণধ্বনি অভিভূত হইয়া গেল।

গ্যারিবল্ডীর ইচ্ছা ছিল, যে, তিনি আর বিলম্ব না করিয়া সসৈন্যে রোমাভিমুখে ধাবিত হন এবং রোমের কুইরিনাল হইতে ভিক্টর ইমানুয়েলকে সমবেত ইতালীর রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। যদিও ইতালী ও ফ্রান্সের অধিকাংশ রাজনৈতিকগণ গ্যারিবল্ডীর এই সঙ্কল্পের অনুমোদন করিতেছিলেন, তথাপি কাভূর এই সংবাদে ভয়ে কম্পান্বিত হইলেন এবং নেপোলিয়নও ক্রোধে অন্ধ হইয়া উঠিলেন। তাহারা উভয়েই গ্যারিবল্ডীর এ সঙ্কল্পের প্রতিষেধ করিয়া পাঠাইলেন। নেপোলিয়ন তাঁহার অভিপ্রায় জানিতে ইচ্ছা করায়—তিনি উত্তর দিলেন —"আমাদের বিষয় জানিবার ফ্রান্সের আবশ্যকতা কি? পাইয়োনোনো ইচ্ছা করিলে পোপের পদ অধিকার করিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু তিনি অতঃপর আর ইতালীর প্রদেশবিশেষের রাজা থাকিতে পারিবেন না।"

কাভূরের রাজনৈতিক চালসকল গ্যারিবল্ডীর সরল প্রাণে বড় ব্যথা দিতে লাগিল; কিন্তু তথাপি তিনি তাহাতে বিস্মিত বা লক্ষ্যচ্যুত হইলেন না। যাহা হউক, চতুর্দ্দিকের বাধানিবন্ধন তাঁহাকে আপাততঃ রোমযাত্রা স্থগিত রাখিতে হইল।

গ্যারিবল্ডী আপাততঃ রোমযাত্রা স্থগিত করিলেন, কিন্তু ভবিষ্য অভিযানের জন্য গুরুতর আয়োজন আরম্ভ করিলেন। নিয়োপলিটীয় সৈন্যগণের মধ্যে যাহারা আপাততঃ গৃহে যাইতে সমুৎসুক হইয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে গৃহে যাইতে অনুমতি দিলেন, কিন্তু বলিয়া দিলেন যে, প্রয়োজন হইলেই তাহাদিগকে আসিয়া আভিযানিক সৈন্যগণের সহিত মিলিত হইতে হইবে। এ দিকে তিনি সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য ইচ্ছাপ্রবৃত্ত সৈন্যের সংগ্রহ আরম্ভ করিলেন। পঞ্চবিংশ বৎসরের অধিকবয়স্ক এবং নিজের ব্যয়-ভারবহনে সমর্থ যুবকবৃন্দকে তিনি এই শ্রেণীভুক্ত করিতে লাগিলেন। তখন ইতালীয় যুবকবৃন্দ এরূপ উত্তেজিত ছিলেন যে, তাঁহারা সর্ব্ব কর্ম্ম পরিহার করিয়া কেবল রাজনৈতিক আন্দোলন লইয়াই কাটাইতেন। সুতরাং তাঁহাদিগের পক্ষে ইচ্ছা-সৈন্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়া বরং সবিশেষ প্রীতিকর বোধ হইল।

টিউরিণে কাভূর

কিন্তু গ্যারিবল্ডীর রোমযাত্রার উদ্যোগ আয়োজনের সংবাদ পাইয়া, কাভূর নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। তিনি দেখিলেন যে, গ্যারিবল্ডী রোম আক্রমণ করিলে, ইউরোপের সমস্ত রাজশক্তি ইতালীর বিরুদ্ধে সমবেত হইবে। এই ভাবিয়া তিনি সার্ডিনীয় মহাসভা আহূত করিলেন এবং উপস্থিত সভ্যগণের নিকট এইরূপে নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিলেনঃ—

"সভাগণ! অতঃপর ভিনিসিয়া ভিন্ন ইতালীর প্রায় সমস্ত প্রদেশ স্বাধীন হইয়াছে। ভিনিসিয়া অধিকার করিতে গেলেই অষ্ট্রীয়ার সঙ্গে সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এবং ইহা ইউরোপের সমস্ত প্রভুশক্তির সমবেত ইচ্ছার বিরুদ্ধে। সুতরাং এরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে সমস্ত ইউরোপ আমাদিগের বিরুদ্ধে খড়্গ-হস্ত হইয়া উঠিবে। কিন্তু যদি সমস্ত ইতালী সমবেত হয়, তাহা হইলেও ভিনিসিয়ার অনেক উপকার হইবে; কারণ, সমবেত ইতালীর সম্মুখে অষ্ট্রীয়া ভিনিসিয়ার প্রতি কোন অত্যাচার করিতে সাহস করিবেন না। সেই একই কারণে আমরা রোমের প্রতিও হস্তক্ষেপ করিব না; রোমীয় প্রশ্নের মীমাংসা তরবারি দ্বারা হইতে পারে না; কারণ, অনেক নৈতিক বাধা এই মীমাংসাপথে অবস্থিত রহিয়াছে। সুতরাং নৈতিক বল দ্বারাই এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইবে। মন্ত্রিসভার উপর পার্লেমেণ্টের বিশ্বাস আছে কি না জানিবার জন্যই আজ ইহার আহ্বান করা হইয়াছে। কারণ, যে গ্যারিবল্ডীর স্বরে সমস্ত ইতালী আজ সঞ্চালিত, যে গ্যারিবল্ডী এক্ষণে ইতালীয়বাসিগণের হৃদয়ের অধিষ্ঠাতা দেব, তিনিই রাজার প্রতি ও স্বদেশের প্রতি

মন্ত্রিসভার কর্ত্তব্যপালনবিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন।"

কাভূরের এই বক্তৃতা শুনিয়া মহাসভা মন্ত্রিসভার প্রতি তাঁহাদিগের অবিচলিত বিশ্বাস খ্যাপন করিলেন; কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে কাভূরকে অনুনয় করিয়া বলিলেন যে, তাঁহার সহিত গ্যারিবল্ডীর মনোমালিন্য বা মতান্তর সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে যেন আর কিছু শুনিতে না হয়।

ভিক্টর ইমানুয়েলের দক্ষিণযাত্রা

এ দিকে আঙ্কোনার পতনসংবাদে উল্লসিত হইয়া ইতালীপতি ভিক্টর ইমানুয়েল ৩০শে সেপ্টেম্বর টিউরিন্ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বলোগ্নার পথ দিয়া আঙ্কোনা অভিমুখে ধাবিত হইলেন। কাভূরও তথায় আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। তথায় জনসাধারণ মহোল্লাসে গ্রহণ করিল। ভিক্টর ইমানুয়েল আঙ্কোনায় আসিয়াই দক্ষিণ ইতালীর অধিবাসিবৃন্দকে লক্ষ্য করিয়া একটি বিস্তৃত ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন। সেই ঘোষণাপত্রে তাঁহার ও তদীয় মন্ত্রী ফারিনির নাম স্বাক্ষরিত ছিল। গ্যারিবল্ডাকে তাঁহারা প্রকারান্তরে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। কাভূরের লিপিচাতুর্য্য ভিক্টর ইমানুয়েলকেই ইতালীর উদ্ধারকর্ত্তা বলিয়া প্রচারিত করিল। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে গ্যারিবল্ডীই ইতালীর উদ্ধারকর্ত্তা। এই গ্যারিবল্ডীই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রাজ্যসকল ক্রমে ক্রমে জয় করিয়া তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া স্বয়ং নিষ্কাম যোগীর আসনে আসীন হইয়াছেন। ইতালীতে তৎকালে তাঁহার ন্যায় দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞ ও তাঁহার ন্যায় নিষ্কাম স্বদেশহিতৈষী দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না। তিনি ভিন্ন আর কেহই এত অল্পদিনে এত রাজ্য অধিকার করিতে পারিতেন না এবং অধিকার করিয়া নির্ব্বিকারচিত্তে তাঁহার হস্তে তাহা সমর্পণ করিতে সমর্থ হইতেন না। আজ ইচ্ছা করিলে তিনি প্রথম নেপোলিয়নের ন্যায় সমস্ত ইতালীর অধীশ্বর হইতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার জীবনের সে লক্ষ্য নহে। ইতালীর উদ্ধার ভিন্ন তাঁহার আর কোন কামনা ছিল না। যে মুহূর্ত্তে সমস্ত ইতালী একটি কেন্দ্রীভূত প্রভুশক্তির অধীনে আসিবে, সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার কামনা পূর্ণ হইবে। যতক্ষণ তাহা না হইতেছে, ততক্ষণ তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসৃত হইবার উপায় নাই।

এই জন্য গ্যারিবল্ডী রোম-আক্রমণের উদ্যোগ হইতে কিছুতেই নিবৃত্ত হইলেন না। দলে দলে নিয়োপলিটীয় ভলন্টিয়ার সৈন্য তাঁহার পতাকামূলে আসিয়া দাঁড়াইতে লাগিল। দশ সহস্র ক্যালাব্রির যুবক সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যভাগে তাঁহার সহিত মিলিত হইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়া পাঠাইলেন এবং ইংরাজ, পোল প্রভৃতি অনেক বৈদেশিক ভলন্টিয়ারগণও তাঁহার সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হইলেন।

গ্যারিবল্ডী সেনাপতি টুর্‌কে একদল ভলন্টিয়ার সৈন্যের অধিনায়ক করিয়া দক্ষিণে অগ্রে প্রেরণ করেন। তিনি গ্যারিবল্ডীর আগমন প্রতীক্ষা না করিয়া ক্যাপুয়ানগরের অবরোধকার্য্যে ব্রতী হইলেন। এই নগর নেপল্‌স হইতে পঁচিশ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। ভল্‌টার্ণোনদী তিনদিকে এই নগরকে ধনুরাকারে বেষ্টন করিয়া আছে। ইত্যবসরে গ্যারিবল্ডী সসৈন্য আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। তিনি আসিয়াই এই মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে, তিনি বলপূর্ব্বক ক্যাপুয়া অধিকার করিবেন। তিনি এই স্থলে যেরূপ সমর-বিষয়িণী প্রতিভা ও দূরদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধুগণও তাঁহা হইতে তাহা আশা করেন নাই। শত্রুসৈন্য ক্যাপুয়ার দুর্গ হইতে বার বার বহির্গত হইয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল, কিন্তু প্রতিবারই প্রতিহত হইয়া দুর্গমধ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইতে লাগিল। এইরূপে কিছুদিন তথায় অতিবাহিত হইল; কিন্তু ইহারই মধ্যে দুর্গ আক্রমণের সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন হইয়া গেল।

ভলটার্ণো-সমর

১৮৬০ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর গ্যারিবল্ডী সর্ব্বপ্রথমে নেপল্‌সের দুর্গোপরি ইতালীর ত্রিবর্ণ-পতাকা উড্ডীন করেন। কিন্তু ইহার চল্লিশ দিন পরে ভল্টার্ণোর মহারণে বিজয়ী হইয়াই তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে দক্ষিণ-প্রদেশ-গুলিকে সার্ডিনীয়া-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া সমবেত ইতালীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। এতদিন তিনি কেবল তাঁহার সৈন্যগণকে গৌরবের পথে লইয়া যাইতেছিলেন। আজ ১৮৬০ সালের ১লা অক্টোবর ভল্টার্ণোনদীর তীরে তাঁহার মহতী অজেয় সেনার ভাগ্যপরীক্ষা হইবে। আজ তাঁহাদিগের বীরত্ব কঠিনতম নিকষে পরীক্ষিত হইবে। কারণ, নিয়োপলিটীয় সৈন্যগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে আসিয়া ক্যাপুয়ানগরের-দুর্গে কেন্দ্রীকৃত হইয়াছে। পঞ্চচত্বারিংশৎ সহস্র সুসজ্জিত ও রণদীক্ষিত নিয়োপলিটীয় সৈন্য আজ

রণক্ষেত্রে তাহাদিগের অদ্ভুত বীরত্ব দেখাইবার জন্য গেইটা হইতে নেপলসরাজ দ্বিতীয় ফ্রান্সিসকে তথায় আনয়ন করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া আছে। তাহারা ফ্রান্সিসের জন্মোৎসবের দিনই এই মহারণের দিন বলিয়া স্থিরীকৃত করিল। প্রত্যেক নিয়োপলিটীয় সৈন্য প্রতিজ্ঞা করিল যে, হয় সেই রণে জয়লাভ করিবে, নয় প্রাণোৎসর্গ করিবে। প্রত্যুত তাহারা তাহাদিগের প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিল। তাহাদিগের অভিপ্রায় ছিল যে, তাহারা ব্যূহভেদ করিয়া নেপলস-অভিমুখে ধাবিত হইবে এবং তথায় উত্তীর্ণ হইয়া সবলে সেই নগর গ্রহণ করিবে।

ভলটার্ণো-মহারণই গ্যারিবল্ডীর রণবিষয়িণী প্রতিভার পরমা স্ফূর্ত্তির স্থল। তাঁহার সৈন্যশ্রেণী সান্ আন্জেলো হইতে ম্যাডালোনি পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই পথের মধ্যে সাণ্টা মেরিয়া অবস্থিত। গ্যারিবল্ডী স্বয়ং সান্ আঞ্জেলো ও সাণ্টা মেরিয়ার অবস্থান রক্ষা করিতে লাগিলেন এবং বীরবর বিক্সিয়োকে ম্যাডালোনীর অবস্থান রক্ষা করিবার ভার দিলেন। দুইজনেই এই রণে অদ্ভুত দূরদর্শিতা ও অসাধারণ রণ-পাণ্ডিত্য-প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সুতরাং এ বিজয়ের অংশভাক্ তাঁহারা দুইজনেই। রাত্রি চারিটার সময় নিয়োপলিটীয় সৈন্যগণ গভীর কুজ্ঝটিকার আবরণে আবৃত হইয়া ক্যাপুয়াদুর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গ্যারিবল্ডীর ব্যূহাভিমুখে অতি প্রচণ্ড বেগে আসিয়া পতিত হইল। গ্যারিবল্ডী তাঁহাদিগকে প্রত্যাক্রমণ করিবার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার সৈন্যশ্রেণী অবিচলিতভাবে সেই প্রচণ্ড শত্রুসৈন্য-স্রোতস্বিনীর বেগ ধারণ করিল। তাহাদিগের বেয়নেটের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া শত্রুসেনা পশ্চাৎপদ হইল, বোধ হইল যেন, পশ্চিম-সাগরের তরঙ্গমালা ঘাটপর্ব্বতের পাদদেশে পতিত হইয়া ছিন্ন-ভিন্ন ও বিশীর্ণ হইয়া গেল। দ্বাদশ ঘণ্টাকাল উভয় সৈন্যে তুমুল সংগ্রাম চলিতে লাগিল। নিয়োপলিটীয় সৈন্য, গ্যারিবল্ডিনী সৈন্যশ্রেণী ভেদ করিবার মানসে প্রতি বিন্দুতে পর পর আপনাদিগের সমস্ত বল কেন্দ্রীকৃত করিতে লাগিল; কিন্তু কোন স্থানে কৃতকার্য্য হইল না, অবশেষে যখন গ্যারিবল্ডী সেনা বেয়নেট-অগ্রে প্রচণ্ডবেগে নিয়োপলিটীয় সেনার বিরুদ্ধে ধাবিত হইল, তখন তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। সেই মুহূর্ত্তেই গ্যারিবল্ডী নেপলসে টেলিগ্রাম করিলেন—"বিজয়, সমস্ত সৈন্যশ্রেণীতেই! সিসিলীদ্বয়ের উদ্ধার এতদিনে সম্পন্ন ঘটনায় পরিণত হইল!"

ক্যাপুয়ানগর তোপে উড়াইয়া দিবার জন্য অনেকে গ্যারিবল্ডীকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন; গ্যারিবল্ডী তাহাতে স্বীকৃত হইলে ইহার অনেক পূর্ব্বে ক্যাপুয়ার দুর্গবাসিগণ গ্যারিবল্ডীর হস্তে আত্মসমর্পণ করিত। কিন্তু গ্যারিবল্ডী অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহাতে সম্মত হন নাই। তিনি বলিলেন—"নৃশংস বোম্বার ন্যায় তিনি কখন একটি নগরীকে তোপে উড়াইয়া দিয়া নিরপরাধ স্ত্রী, শিশু ও বৃদ্ধ প্রভৃতি নিরস্ত্র অধিবাসিগণের প্রাণনাশের পাতকভাক্ হইবেন না।" প্রত্যুত যে গ্যারিবল্ডীর প্রাণ ইতালীর দুঃখে সতত কাঁদিতেছে, তিনি কোন্ প্রাণে নিরীহ ভ্রাতা ও ভগিনীগণকে বহ্নিমুখে নিক্ষেপ করিবেন? এরূপ নরমেধ-যজ্ঞে তাঁহার মত মহাপ্রাণ বীরের আহুতি দেওয়া অসম্ভব। এই নরমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইতে বিরতি গ্যারিবল্ডীর যশঃশশধরকে একেবারে কলঙ্ক-স্পর্শ-শূন্য করিয়া রাখিয়াছে। গ্যারিবল্ডীর বিজয়ের অব্যবহিত পরেই পীড্মণ্টীয় সৈন্য তাঁহার সাহায্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। সুতরাং নিয়োপলিটীয় সেনা দুর্গ-রক্ষার আশা পরিত্যাগ করিয়া দুর্গ ফেলিয়া পলায়ন করিল। এতদিনে সিসিলী-দ্বয় সার্ডিনীয়া রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল।

সেনাপতি সিয়াল্ডিনী ডিক্টেটরের নিকট অনুমতি লইয়াই সসৈন্যে তাঁহার সাহায্যার্থ ভলটার্ণো-তীরে আসিয়া উপস্থিত হন। গ্যারিবল্ডীর অনুমতি-সূচক টেলিগ্রাম পাইয়া ৪ঠা অক্টোবর ভিক্টর ইমানুয়েল্ স্বয়ং সেনাপতি সিয়াল্ডিনা ও প্রায় সমস্ত পীড্-মণ্টীস্ সৈন্য লইয়া আঙ্কোনা পরিত্যাগপূর্ব্বক ভল্-টার্ণো তীরে গ্যারিবল্ডীর সহিত আসিয়া মিলিত হন। তাঁহার সৈন্যের কিয়দংশ নেপলসে গ্যারিবল্ডীর সৈন্যের সাহায্যার্থ প্রেরণ করিয়া আসেন। ভিক্টর ইমানুয়েল ও গ্যারিবল্ডী পরস্পর অতি প্রেমভরে পরস্পরকে গাঢ় আলিঙ্গন করেন। এত দিনে জগৎ নিঃসন্দিগ্ধভাবে বুঝিল যে, তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের উপাসক!

গ্যারিবল্ডীর দলের লোকেরা অনেকেই গ্যারিবল্ডীর আত্যন্তিকী রাজভক্তি দেখিয়া তাঁহার উপর চটিয়া গেলেন। ম্যাটসিনি দক্ষিণ ইতালীকৃত সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাপিত করিবার জন্য তদীয় মন্ত্রশিষ্য গ্যারিবল্ডীকে বিশেষ উত্তেজনা করিতে লাগিলেন। ভিক্টরের সিসিলী ও নেপলসের মন্ত্রিবর্গের এবং ভলন্টিয়ার সৈন্যের অধিকাংশই ম্যাটসিনির মতের পোষকতা করিতে লাগিলেন। এই জন্য গ্যারিবল্ডীকে ক্যালাব্রিয়ার ভলন্টিয়ার সৈন্যের অধিকাংশকে ছাড়িয়া দিতে হইল। আর বার্টিনীও রাজ্যের সামরিক

শাসনভার হইতে অবসৃত হইলেন। কিন্তু ম্যাটসিনি কিছুতেই নিবৃত্ত হইবার নহেন। গ্যারিবল্ডী তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ায় ম্যাটসিনি তাঁহার বিরুদ্ধে দল বাঁধিতে লাগিলেন। সুতরাং গ্যারিবল্ডী তাঁহাকে নগর পরিত্যাগ করিয়া যাইতে আদেশ করিলেন।

কাভূর টিউরিণে

এ দিকে চতুর্দ্দিক্ হইতে জনস্রোত টিউরিণ নগরাভিমুখে ধাবিত হইল। সকলেই নবাধিগত প্রদেশ সকলকে সার্ডিনীয়ারাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। এই উত্তেজনায় সার্ডিনীয় মহাসভায় ২রা অক্টোবর তারিখে এক অধিবেশন হইল। এই সভায় কাভূর ইতালীর একীকরণ বিষয়ক এক বিলের অবতারণা করিলেন। তথায় কাভূরকে দুই প্রবল দলের আপত্তি নিরাশ করিতে হইয়াছিল। একদল গ্যারিবল্ডীর পক্ষে এই আপত্তি উত্থাপন করেন যে, যখন কাভূরের সঙ্গে গ্যারিবল্ডীর এত মতান্তর চলিতেছে, তখন আপাততঃ ইতালীর একীকরণ স্থগিত থাকুক। অপর দল ম্যাটসিনির মতের সমর্থন করিয়া বলিলেন যে, অধিকৃত প্রদেশ সকলে একটি সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাপিত হউক।

গ্যারিবল্ডীর সহিত কাভূরের মতভেদ রোম লইয়া। গ্যারিবল্ডী এখনই রোমের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া তাহা অধিকার করিতে চাহেন। কাভূর উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা তাঁহার বর্ত্তমান অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিলেন। তিনি বলিলেন যে, পোপ যখন ইউরোপের ধর্ম্মগুরু, তখন পোপের রাজ্য আক্রমণ করিলে সমস্ত ইউরোপ তাঁহাদিগের উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিবেন। আর এখন তাঁহারা কিছু সমবেত ইউরোপের সঙ্গে সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইবার যোগ্য হয়েন নাই। সুতরাং গ্যারিবল্ডীকে আপাততঃ এ সংকল্প পরিত্যাগ করিতে হইবে। গ্যারিবল্ডীর পক্ষের সভ্যগণ কাভূরের এই বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া প্রতিবাদক্ষেত্র হইতে অবসৃত হইলেন। ম্যাটসিনির মতসমর্থক সভ্যগণকে তিনি বলিলেন যে, ইতালীকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাধারণতন্ত্রে বিভক্ত করিলে, ইতালীয় অন্তর্দৌর্ব্বল্যের হ্রাস হওয়ার সম্ভাবনা অল্প। প্রাদেশিক বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত হইয়া আবার ইহাকে নিরন্তর দগ্ধ করিতে থাকিবে। সেই গৃহবিচ্ছেদ ও অন্তর্দৌর্ব্বল্যের সুবিধা লইয়া বৈদেশিক প্রভুশক্তি আবার ইতালীকে শৃঙ্খলিত করিবে। সুতরাং ইতালীকে এক কেন্দ্রীভূত প্রবল প্রভুশক্তির অধীনে সমবেত করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। এই জন্যই তাঁহার প্রস্তাব যে আপাততঃ রোম আক্রমণ স্থগিত থাকে এবং নবাধিগত সিসিলীদ্বয় সার্ডিনীয়ারাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। আপাততঃ তিনি ভিনিসিয়া সম্বন্ধেও হস্তক্ষেপ করিতে নিষেধ করেন। কারণ, তিনি বলিলেন যে, ভিনিসিয়া আক্রমণ করিলেই তাঁহাদিগকে ক্রোধোন্মত্ত অষ্ট্রীয়ার সঙ্গে সম্মুখসমরে অবতীর্ণ হইতে হইবে। এখনও তাঁহারা আভ্যন্তরীণ দুর্ব্বলতায় অভিভূত। এরূপ অবস্থায় ভিনিসিয়ায় গিয়া প্রবল শত্রু অষ্ট্রীয়ার সঙ্গে সম্মুখসমরে অবতীর্ণ হওয়া তাঁহাদিগের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু যদি তাঁহারা কিছু দিন অপেক্ষা করেন, তাহা হইলে ভিনিসিয়া আপনিই অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইবে। তখন অষ্ট্রীয়ার কঠিন নিগড় হইতে তাহাদিগকে মুক্ত করিলে ইউরোপ ও ইংলণ্ড আমাদের কার্য্যের নিশ্চয় অনুমোদন করিবেন।

কাভূরের এই সারগর্ভ বক্তৃতাতে সকলেই প্রীত হইলেন। তখন তিনি সেই গলিত সভ্যমণ্ডলীর সম্মুখে সিসিলীদ্বয়কে সার্ডিনীয়া রাজ্যের অন্তর্ভুক্তকরণের পোষক একটি বিল অবতারিত করিলেন। দুইশত ষট্‌নবতি জন সভ্যের মধ্যে দুইশত নবতিজন সভ্য সেই বিলের সমর্থন করিলেন। ছয়জন মাত্র সভ্য ইহার প্রতিকূলে মত বা ভোট দিলেন। সুতরাং এই বিল আইনে পরিণত হইল। আর সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে এই মন্তব্যালাপ বদ্ধ করা হইল যে, গ্যারিবল্ডী ইতালীর সমূহ মঙ্গলসাধন করিয়াছেন; এই জন্য তিনি জাতীয় ধন্যবাদের পাত্র।

নেপলসরাজ-অভ্যর্থনা

এ দিকে গ্যারিবল্ডী নেপলসে গিয়া দেখিলেন যে, নগরবাসিগণ ভিক্টর্ ইমানুয়েলের অভ্যর্থনার জন্য সবিশেষ ব্যস্ত আছেন। প্রতিগৃহ দীপমালা ধারণ করিয়াছে; নৃত্যগীতাদির আয়োজন হইতেছে; বিজয়সজ্জার জন্য রাজপথসকলে অনন্ত পুষ্পমালা স্তম্ভে স্তম্ভে বিলম্বিত হইয়াছে, প্রাসাদাবলীর বাতায়ন সকল হইতে বিজয়পতাকাসকল বায়ুতরঙ্গে নৃত্য করিতেছে

এবং রাজ-অভ্যর্থনার জন্য আর যাহা কিছু প্রয়োজন —সমস্তেরই অনুষ্ঠান হইতেছে।

১২ই অক্টোবর গ্যারিবল্ডী নিম্নলিখিত ঘোষণা-পত্র প্রচার করিলেন:—"কাল ইতালীরাজ ভিক্টর্ ইমানুয়েল—যাঁহাকে সমস্ত ইতালীবাসী একবাক্যে ইতালীর সিংহাসন অর্পণ করিয়াছেন সার্ডিনীয়া রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া নবরাজ্যে পদার্পণ করিবেন। যে সিসিলীদ্বয় বহুদিন পর্য্যন্ত অঙ্গী ইতালী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল, ইতালীর দুই বাহুস্বরূপ সেই সিসিলীদ্বয়কে কাল তিনি প্রধান অঙ্গের সহিত সংযুক্ত করিবেন।

তিনি যখন আপনাদের ঐকতানিক আহ্বানে আহূত হইয়া এখানে আসিতেছেন, যখন তিনি বিধাতা কর্ত্তৃক এই গুরুতর দায়িত্বপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন, তখন তাঁহার অভ্যর্থনা যেন তাঁহার গৌরবের এবং আপনাদিগের তাঁহার প্রতি যে অবিচলিত ভক্তি ও অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা, তাহার উপযোগিনী হয়। অতঃপর যেন আর রাজনৈতিক মতভেদ, রাজনৈতিক দলাদলি এবং রাজনৈতিক বর্ণভেদ ছিন্ন ভিন্ন ও শীর্ণ করিতে না পারে। এই মহানগরীর নাগরিকগণ বীরত রাজা ভিক্টর্ ইমানুয়েল্‌কে সমবেত ইতালীর অধীশ্বর মনোনীত করিয়া তাঁহাদের বুদ্ধিমত্তা, দূরদর্শিতা ও সহৃদয়তার সবিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। ইহাই আমাদের পুনর্জীবনলাভের জলন্ত প্রমাণ এবং ভবিষ্য জাতীয় গৌরব ও সমৃদ্ধির অভ্রান্ত পূর্ব্ব-সূচনা।

সেনাপতি গ্যারিবল্ডী।"

১৩ই অক্টোবর গ্যারিবল্ডীর সম্মাননার জন্য নেপল্‌সে মহোৎসব উপস্থিত হইল। সেই উৎসব উপলক্ষে তিনি ফিরিষ্টীয়া প্রাসাদের দারুমঞ্চ হইতে সমবেত দর্শকমণ্ডলী-সম্মুখে নিম্নলিখিত উদ্দীপনা-পূর্ণ বক্তৃতা করেন:—

"কাল আপনাদিগকে বলিয়াছিলাম যে, রাজা আজ নগরে প্রবেশ করিবেন; আজ আমি তাঁহার পত্র পাইয়াছি। তিনি লিখিয়াছেন যে, গত ১০ই অক্টোবর পীডমণ্টীয় সেনা সীমান্তপ্রদেশ অতিক্রম করিয়া এই রাজ্যাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে এবং তিনিও অচিরাৎ তাঁহার সৈন্যগণের সহিত আসিয়া মিলিত হইবেন। সুতরাং আমরা অল্পদিনের মধ্যেই আমাদের রাজাকে দেখিতে পাইব। এই কয় দিন আপনারা বিশেষ সহিষ্ণুতা ও বিশেষ বিচক্ষণতা ও পরস্পরের সহিত সদ্ভাবে কালযাপন করুন। তাহা হইলেই নিয়োপলিটীয় জাতির বীরত্বগরিমা পরিরক্ষিত হইবে। অল্পদিনের মধ্যেই এই সাময়িক শাসনপ্রণালীর স্থলে নিত্য ও দুর্লঙ্ঘ্য শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠাপিত হইবে। বিদ্বেষ্টগণের অসংখ্য বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও এই (অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক) বিশাল ইতালীক্ষেত্র অতি অল্পদিনের মধ্যেই একটি প্রকাণ্ড ইউরোপীয় রাজ্যে পরিণত হইবে।" ক্রমাগত করতালি ও ঐক্যতানিক জয়ধ্বনির মধ্যে তিনি আসন গ্রহণ করিলেন।

গ্যারিবল্ডী কর্ত্তৃক সিসিলীদ্বয় রাজহস্তে সমর্পণ

গ্যারিবল্ডী জাতীয় জয়ধ্বনির মধ্য দিয়া নেপল্‌স হইতে ক্যাসের্টা (Caserta) নগরে গমন করিলেন। সিসিলীদ্বয়কে সমবেত ইতালী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিতে আর বিলম্ব করা তিনি যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন না। কারণ, তিনি বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে, রোমীয় অভিযান আপাততঃ চতুর্দ্দিকে বিপৎ-সঙ্কুল। তাহার অপেক্ষায় এই সম্মিলন বিলম্বিত করিলে লোকের মনে নানা প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইবে। অনেকে হয় ত এরূপ সন্দেহ করিতে পারেন যে, তিনি আপনার আধিপত্য স্থায়ী করিবার জন্য সিসিলীদ্বয়ের ডিক্‌টরের পদ পরিত্যাগ করিতে চাহিতেছেন না। এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি ১৫ই অক্টোবর তারিখ দিয়া সান্ আঞ্জেলোর (San Angelo) ১৭ই তারিখে সরকারী গেজেটে নিম্নলিখিত ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন:—

"ইতালীর অধিবাসিবৃন্দের রুধিরপাতে যে সিসিলীদ্বয় চিরন্তন দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে এবং যে সিসিলীদ্বয়ের অধিবাসিবৃন্দ একবাক্যে আমাকে তাহাদিগের ডিক্‌টেটরের পদে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন, সেই সিসিলীদ্বয় আজ হইতে অঙ্গী ইতালীর অবিভাজ্য অঙ্গরূপে পরিণত হইল। আর ভিক্টর ইমানুয়েল এই সমবেত ও অবিভক্ত ইতালীর প্রজাতন্ত্র রাজা মনোনীত হইলেন। ইতালীয় জাতি আমার হস্তে যে ডিক্‌টেটরত্ব অর্পণ করিয়াছেন, রাজা এখানে উপস্থিত হইলেই আমি তাঁহার হস্তে তাহা অর্পণ করিয়া গুরুতর দায়িত্ব হইতে অবসৃত হইব।

সেনাপতি গ্যারিবল্ডী।"

২৪শে অক্টোবর বেলা চারিটার সময় সেনাপতি সিয়ালডিনির কোন কর্ম্মচারী গুপ্তভাবে আসিয়া

ক্যাসার্টা নগরে গ্যারিবল্ডীকে সংবাদ দিলেন যে, রাজা পীডমণ্টীয় সেনাসহ নগরের অদূরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সিয়ালডিনি গ্যারিবল্ডীকে এই বলিয়া অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি যেন সসৈন্যে রাজার অভ্যর্থনার্থ অগ্রসর হন।

এই সংবাদ পাইয়া গ্যারিবল্ডী সসৈন্য কাভীনগরে গিয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন এবং টিয়ানোতে রাজার অভ্যর্থনার্থ কর্ণেল মিসোরীকে পাঠাইয়া দিলেন। এরূপ বন্দোবস্ত হইল যে, টিয়ানো ও কাভীনগরের মধ্যে সাণ্টা মেরিয়াডেলা ক্রোস্ (Santa Maraia della Croce) নগরের পাদদেশে উভয় সৈন্য মিলিত হইবে এবং তথায় রাজার সম্মানার্থ একটি প্রকাণ্ড সৈন্যপ্রদর্শনী হইবে।

এই প্রস্তাব-অনুসারে ২৫শে অক্টোবর শুক্রবার প্রাতঃকালে গ্যারিবল্ডী আপনার সৈন্যগণ লইয়া টিয়োনো-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এ দিকে ভিক্টর ইমানুয়েলও টিয়ানো পরিত্যাগপূর্ব্বক ভল্টার্ণোর পথ ধরিয়া সিসিলী-বিজয়ী গ্যারিবল্ডীর অভ্যর্থনার্থ ধাবিত হইলেন। ২৬শে অক্টোবর য়ানো ও স্পেরাঙ্গন্ নগরদ্বয়ের মধ্যে উভয় সৈন্য পরস্পরের দৃষ্টিগোচর হইল। গ্যারিবল্ডী নিজ সৈন্যগণকে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইতে আদেশ করিলেন। অমনি তাহারা যেন কৃত্রিম যুদ্ধসজ্জায় দণ্ডায়মান হইল। সেই লোহিত জীর্ণ বসন-পরিধারী বীরবৃন্দের তাৎকালিক অপূর্ব্বদৃশ্য চিত্রকরের তুলিকায় সুন্দর প্রতিফলিত হইতে পারিত। গ্যারিবল্ডী নিজ সৈন্যগণকে সেই অবস্থায় রাখিয়া স্বয়ং আপন আপন সৈনিক কর্ম্মচারিগণ-পরিবৃত হইয়া রাজার প্রত্যুদ্গমন করিলেন। রাজা লোহিত সাটসৈনিক কর্ম্মচারিগণকে দেখিয়া অনুমান করিলেন যে, নিশ্চয় গ্যারিবল্ডী তাঁহাদিগের সঙ্গে আসিতেছেন। এই অনুমান করিয়া তিনি নিজ দূরবীক্ষণ যন্ত্র সেই দিকে প্রেরিত করিলেন এবং দেখিতে পাইলেন যে, গ্যারিবল্ডী আসিতেছেন। তখন তিনি গ্যারিবল্ডীর অভ্যর্থনার্থ সেই দিকে অশ্ব চালিত করিলেন। দশ পাদ দূরে থাকিতে উভয় পক্ষের সৈনিক কর্ম্মচারিগণ জয়রব করিয়া উঠিলেন—"জয় ভিক্টর ইমানুয়েলের জয়!" গ্যারিবল্ডী আর এক পাদ অগ্রসর হইয়া মস্তক হইতে টুপী খুলিয়া ভাবোচ্ছ্বাসে বলিলেন—"ইতালীর রাজা! (King of Italy!)" ভিক্টর ইমানুয়েলও ততোধিক ভাবোচ্ছ্বাসে অভিভূত হইয়া একবার টুপী তুলিয়া পরক্ষণেই গ্যারিবল্ডীকে আলিঙ্গন করিবার জন্য দুই কর প্রসারণ করিলেন—এবং "আপনাকে ধন্যবাদ!" (Thank you!) এই কৃতজ্ঞতাপূর্ণ বচনে গ্যারিবল্ডীর অভিবাদনের উত্তর দিলেন। প্রকৃত এই সংক্ষিপ্ত উত্তরই প্রকৃত ঘটনার ও সেই ভাবোদ্বেল সময়ের সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছিল।

'ইতালীর রাজা'—ইহা কি মধুর ও গৌরবপূর্ণ উপাধি! ইতালীর উদ্ধার-কর্ত্তার কঠোর সরলতাময় অন্তঃকরণে সাধু সরলপ্রকৃতি ভিক্টর ইমানুয়েলকে সম্মান করিবার জন্য ইহা অপেক্ষা অধিকতর মধুর —অধিকতর গৌরবময়—ও অধিকতর উপযোগী সম্বোধন উদিত হয় নাই। পরস্পর-বিদ্বেষবিশিষ্ট শতধা বিচ্ছিন্ন, সুতরাং বিশীর্ণাঙ্গ ইতালীকে সমবেত করিয়া এক প্রবল দেশীয় নরপতির চরণে অর্পণ করাই তাহার জীবনের একমাত্র ইচ্ছা ও একমাত্র লক্ষ্য ছিল। আজ ভগবানের ইচ্ছায় সেই চিরলালিত আশালতা পুষ্পবতী হইয়াছে। আজ গ্যারিবল্ডীর আনন্দ তাঁহার দেহে স্থান না পাইয়া সমস্ত ইতালীতে উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িতেছে! 'সমবেত ইতালীর রাজা!' এই গভীর ভাবব্যঞ্জক সম্বোধনে সেই ব্যক্তিগত ও জাতীয় আনন্দোচ্ছ্বাসপূর্ণ অভিব্যক্ত হইতেছে। গ্যারিবল্ডী আজ পূর্ণকাম! ইতালীর উদ্ধারসাধন ভিন্ন তাঁহার জীবনের আর কোন কামনা ছিল না। সুতরাং তিনি জাতীয় ধন্যবাদ ভিন্ন আর সমস্ত পুরস্কার অকাতরে প্রত্যাখ্যান করিলেন।

ক্যাপুয়া অবরোধ

রাজদর্শনের পর গ্যারিবল্ডী ক্যাপুয়ানগরে গমন করিয়া শান্তিপতাকা উড্ডীন করিলেন এবং রাজার নামে তথাকার দুর্গবাসিগণকে আত্মসমর্পণ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তাহারা তদুত্তরে দুর্গ হইতে গুলী-গোলা বর্ষণ করিতে লাগিল। রজনীতে দুইজন নিয়োপলিটীয় সৈনিক কর্ম্মচারী দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া সাণ্টা-মেরিয়া-নগরে সেনাপতি ডেল্লা রোক্কাকে গিয়া বলিলেন যে, ক্যাপুয়ার সেনাপতি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, তিনি শেষ পর্য্যন্ত দুর্গ রক্ষা করিবেন এবং অবশেষে দুর্গরক্ষক সৈন্যগণ-সহ দুর্গের ভগ্নাবশেষের অভ্যন্তরে সমাধিনিহিত হইবেন। সেনাপতি রোক্কা তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, যখন গেইটার সহিত সমস্ত চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তখন

ক্যাপুয়া দুর্গ তাঁহারা কখনই রক্ষা করিতে পারিবেন না। বিশেষতঃ যখন উভয় পক্ষের যোদ্ধৃমণ্ডলী ইতালীর অধিবাসিগণ এবং যখন এ সময়ে জয়লাভ করা তাঁহাদিগের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে, তখন এরূপ ভ্রাতৃঘাতি-সমরে প্রবৃত্ত হওয়া কোনমতেই নীতি ও যুক্তির অনুমোদিত হইতে পারে না। কারণ, তাঁহাদিগের কামানের মুখ হইতে একটি গোলা নির্গত হইয়াও যদি একজন ইতালীবাসীকে নিহত করে, তাহা হইলেও তাঁহাদিগকে ভ্রাতৃহত্যাপাপে পতিত হইতে হইবে। কিন্তু এ যুক্তি ও তর্ক তাঁহাদিগের সমর-বধির কর্ণে স্থান প্রাপ্ত হইল না। তাহারা দুর্গে ফিরিয়া গেলেন এবং তৎপরেই দুর্গের কামানরাজি ভীষণ অগ্নি উদ্গীরণ করিতে লাগিল।

যখন সেনাপতি রোকার যুক্তিপূর্ণবাক্যে কর্ণপাত না করিয়া ক্যাপুয়ার দুর্গবাসিগণ রাজকীয় শিবিরসন্নিবেশের উপর গুলা-গোলা বর্ষণ করিতে লাগিলেন, তখন রাজপক্ষে তোপ দ্বারা নগর উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করা ভিন্ন বিকল্পান্তর রহিল না। সুতরাং তাহার জন্য গুরুতর আয়োজন আরব্ধ হইল।

এ দিকে রাজশিবিরে গ্যারিবল্ডীর প্রভুতা খর্ব্ব করিবার জন্য ষড়যন্ত্র চলিতেছিল। এতদিন রাজকীয় সেনাপতি রোকা গ্যারিবল্ডীর আদেশের অধীনে থাকিয়া কার্য্য করিতেছিলেন, কিন্তু রাজার মন্ত্রিবর্গের ও সৈনিক কর্ম্মচারিগণের ইহা অসহনীয় হওয়ায় তাঁহারা রোকাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন করিবার জন্য রাজাকে বুঝাইয়া তাঁহার নিকট হইতে এক আদেশপত্র বাহির করিলেন। এই আদেশপত্রে রাজা গ্যারিবল্ডীকে লিখিলেন যে, তিনি যেন ক্যাপুয়া অবরোধের ভার রোকার হস্তে অর্পণ করেন। এই আদেশে গ্যারিবল্ডী মর্ম্মাহত হইয়া নিজের সেনাপতিত্ব ও ডিক্টেটরত্ব পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া পত্রসহ কর্ণেল নল্লোকে রাজার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। রাজা দেখিলেন, প্রমাদ উপস্থিত। তখন তিনি অনেক বুঝাইয়া গ্যারিবল্ডীকে এক স্নেহপূর্ণ পত্র লিখিলেন এবং তাঁহার পদ-পরিত্যাগপত্র গ্রহণে অস্বীকৃত হইলেন। এই পত্রে রাজা ক্যাপুয়া-অবরোধের সমস্ত কার্য্যাবলী তাঁহার হস্তেই রাখিতে স্বীকৃত হইলেন। গ্যারিবল্ডী অগত্যা রাজার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, কিন্তু লিখিয়া পাঠাইলেন যে, সমরাবসানে তিনি আর এ কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিবেন না। গ্যারিবল্ডী রাজার প্রস্তাবে সম্মত না হইলে, ঘোরতর দুর্ঘটনা উপস্থিত হইত। কারণ, তাঁহার ত্রিংশ সহস্র রণদীক্ষিত বিজয়-প্রোৎসাহিত ভলন্টিয়ার সৈন্যগণও নিশ্চয় তাঁহার সহিত সমরক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইলেন। কারণ, সঙ্গত কারণে রাজকীয় সেনার উপর তাঁহারা নিতান্ত বিদ্বেষবিশিষ্ট ছিলেন। সুতরাং গ্যারিবল্ডী-বিরহে তাঁহারা কখনই সার্ডিনীয় সেনার সহিত একযোগে কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইতেন না এবং সার্ডিনীয় সেনাও একাকিনী এই গুরুতর কার্য্য সংসাধন করিয়া উঠিতে পারিত না।

অবরোধকারিগণ সমবেত হইয়া মহোৎসাহে অবরোধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। ছয় স্থানে উৎক্ষেপক কামানাবলী সংস্থাপিত হইল। এই সকল কামান হইতে জ্বলন্ত গোলা সকল গগনে উৎক্ষিপ্ত হইয়া ভূতলে পতিত হয় এবং পতিত হইয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া অগ্নিকণারূপে চতুর্দ্দিকে প্রবলবেগে বিক্ষিপ্ত হয়। ক্যাপুয়ানগরে তৎকালে অষ্ট সহস্রমাত্র অধিবাসী বাস করিতেছিল। কামান ছুড়িলে সর্ব্বাগ্রে এই সকল নিরীহ লোকই মারা পড়িবে। কারণ, তাহাদিগের গৃহাবলী ভল্টার্ণোনদীর তীরে এবং সে তীরভূমি প্রাকার-পরিবর্জ্জিত নহে। সুতরাং অবরোধকারিগণের কামানের মুখ হইতে রক্ষা পাওয়ার তাহাদিগের কোনও আশা নাই।

আজ ১লা নবেম্বর। আজ ক্যাপুয়া-নগরকে বহ্নিমুখে প্রক্ষেপ করিবার সমস্ত আয়োজন-উদ্যোগ সমাপ্ত হইয়াছে। সকলেই কেবল রাজাদেশ প্রতীক্ষা করিতেছে। অপরাহ্নে ইতালীরাজ ভিক্টর ইমানুয়েল্ সেনাপতি রোকা কর্তৃক প্রত্যুদ্গত হইয়া নগরের প্রান্তবর্ত্তী অধিত্যকাভূমিতে আরোহণ করিলেন। তথায় তাঁহার আদেশে অগ্নি-প্রদানের সঙ্কেতস্বরূপ জয়শ্রীচিহ্ন লোহিত পতাকা উড্ডীন হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে শত শত কামান গর্জ্জিয়া উঠিল। অচিরকালমধ্যে কার্ডিটেলো (Carditello) হইতে সান্ আঞ্জেলো পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ গভীর ধূমজালে আবৃত হইল। এ দিকে কাপুয়া দুর্গ হইতেও ভীষণ তোপধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। বোধ হইল যেন মহাপ্রলয় উপস্থিত! পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, নর-নারী, তৃণ লতা, বৃক্ষবাটিকা সকলই ভস্মস্তূপে পরিণত হইতেছে! যেন কাল-ভৈরব মহাপ্রলয়কালে সমস্ত জগৎ কবলিত করিতে সমুদ্যত হইয়াছেন!

এই ভীষণ নর-নিসূদন কার্য্যে নিরতিশয় ব্যথিত হৃদয় হইয়া করতলে কপোল-বিন্যাস-পূর্ব্বক সাশ্রু লোচনে একপার্শ্বে যিনি বসিয়া আছেন, ঐ মহাপুরুষ

কে? জাতীয় ধ্বংসের ভীষণ অভিনয় দেখিয়া যাঁহার হৃদয়-গ্রন্থিসকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতেছে এবং তাহার মর্ম্মন্তুদ যাতনায় যিনি ছট্-ফট্ করিতেছেন, ঐ নরদেব কে? রণবাদ্য কর্ণকুহরে শেলসম বিদ্ধ হওয়ায়, যিনি গৃহাভ্যন্তরে গিয়া আশ্রয় লইতেছেন, ঐ মানব-প্রেমিক কে? পাঠক! বলিয়া দিতে হইবে কি, ইঁনিই ইতালীর উদ্ধারকর্ত্তা গ্যারিবল্ডী? গ্যারিবল্ডী শত শত সমরে জয়লাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু আজও পর্য্যন্ত তাঁহাকে নিরস্ত্র ও নিরীহ অধিবাসিবৃন্দকে অগ্নিমুখে বা অস্ত্রশস্ত্রের করাল-কবলে প্রক্ষিপ্ত করার যাতনা ভোগ করিতে হয় নাই। সশস্ত্র যুদ্ধার্থী বীরবৃন্দের সহিতই তিনি এত দিন যুদ্ধ করিয়া বিজয়ী হইয়া আসিয়াছিলেন। তাই আজ এই ভীষণ দৃশ্যে তাঁহার এত যাতনা বোধ হইতেছে। তিনি এরূপ হতাশ ও ভগ্নহৃদয় হইয়াছিলেন যে, কাহারও সহিত কথাবার্ত্তা না কহিয়া নীরবে নির্জ্জনে বসিয়া রহিলেন। এ দিকে দিনমণি অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলে সমস্ত জগৎ গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। গাঢ় রজনী-তিমিরের সহিত ধূমপুঞ্জ মিশ্রিত হওয়ায় ইহাকে গাঢ়তর ও ভীষণতর করিয়া তুলিল। চতুর্দ্দিকে কেবল জলন্ত গোলকের বিলসনমাত্র পরিদৃষ্ট ও পতন্তী গৃহাবলীর ভীষণ পতনশব্দমাত্র শ্রুত হইতে লাগিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে উদীচ্যবায়ু শিশু ও বামাগণের আর্ত্তনাদও বহন করিয়া আনিতে লাগিল! কি ভয়াবহ দৃশ্য! কি লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড! এই স্বজাতি-নিসূদন-দৃশ্যে কোন্ স্বজাতি-প্রেমিক ব্যক্তির হৃদয় না ব্যথিত হয়?

বন্ধুবর গ্যারিবল্ডীর ন্যায় ভিক্টর ইমানুয়েলও এই দৃশ্যে নিরতিশয় ব্যথিত হইলেন। যদিও ক্যাপুয়া দুর্গ হইতে প্রক্ষিপ্ত গোলকে তাঁহার পক্ষে চারিজন মাত্র হত বা আহত হইয়াছিল, তথাপি তাঁহার মন সন্ধির জন্য ব্যাকুল হইল। তিনি তাঁহার সেনাপতিগণকে বলিলেন—"মহাশয়গণ! আমরা একটি ইতালীয় নগরে ধ্বংস ও মৃত্যু প্রেরণ করিতেছি বলিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। আমি আশা করি যে, নিরাশ্রয় নিরীহ অধিবাসিগণের হৃদয়বিদারক ক্রন্দনে নিয়েপিলোটীয় সেনাপতি সার্ণী (Cerni) চালিত হইয়া আত্মসমর্পণ করিতেও পারেন।" রাজার আশা নিতান্ত অসঙ্গত নহে।

সমস্ত রজনীই উভয় পক্ষের কামানরাজি অবিরাম অগ্নি উদ্গীরণ করিয়াছে। কিন্তু প্রত্যূষে ক্যাপুয়াদুর্গের উপর সন্ধিসূচক শ্বেতপতাকা উড্ডীন হইল। নিয়োপলিটীয় সৈনিক কর্ম্মচারী লিগুয়োরী (Liguori) সন্ধির প্রস্তাব লইয়া গ্যারিবল্ডীর নিকট আসিলেন। গ্যারিবল্ডী নিজে এ বিষয়ে কোনও উত্তর না দিয়া তাঁহাকে সেনাপতি রোক্কার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। উভয়পক্ষে অনেক কথাবার্ত্তা চালাচালির পর নিয়োপলিটীয় সেনাপতি রোক্কার প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন। সেই প্রস্তাব অনুসারে তিনি ৩রা নবেম্বর প্রাতে ক্যাপুয়াদুর্গসহ নগর রাজহস্তে সমর্পণ করিলেন।

এই আত্মসমর্পণে ১০,৫০০ শত সৈন্য ও দশজন সেনাপতি রণবন্দী হইলেন। এতদ্ভিন্ন ২৯০টি কামান, ১৬০খানি কামানবাহক শকট, ২০,০০০ বন্দুক, ১০,০০০ তরবারি, ৮০খানি দ্রব্যপূর্ণ গাড়ী, ৫০০ অশ্ব ও অশ্বতর ও অন্যান্য বিবিধ যুদ্ধের উপকরণ-সামগ্রী রাজকীয় সমরকোষের অন্তর্ভুক্ত হইল। ইহা অপেক্ষা অধিকতর আশা রাজার মনে উদিত হয় নাই।

ক্যাপুয়া অধিগত হওয়ার পর গ্যারিবল্ডী ও ভিক্টর ইমানুয়েল্ উভয় রাজা অশ্বারোহণে উভয়ে একত্র নেপল্‌স নগরীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

গ্যারিবল্ডী নেপল্‌সে অবস্থানকালে ২৯শে অক্টোবর তারিখে সার্ডিনীয় রাজসভায় তদীয় প্রতিনিধি মর্ডিনীকে (Mordini) নিম্নলিখিত মর্ম্মে পত্র লিখেন :—

"প্রতিনিধি ডিরেক্টর মহাশয়! গত সেপ্টেম্বর মাসের ১৫ই ও ১৮ই তারিখের আদেশপত্রে আমি যে দক্ষিণ ইতালীর অধিবাসিবৃন্দকে ভিক্টর ইমানুয়েলকে ইতালীর রাজা বলিয়া স্বীকার করিতে অনুরোধ করিয়াছি, তাহা বোধ হয়, আপনারা অবগত আছেন। আজ বিশেষ আহ্লাদের সহিত আপনাদিগকে আরও জানাইতেছি যে, যে উদ্দেশ্যে আমরা জাতীয় সমরে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম, তাহা প্রায় সংসিদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে।

"দক্ষিণ ইতালীর অধিবাসিবৃন্দ আমার অনুরোধ রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহারা এক্ষণে মুক্তকণ্ঠে ভিক্টর ইমানুয়েলকে ইতালীর সাক্ষী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং আমি বিবিধ কার্য্য ও নানা বাক্য দ্বারা যে প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হইয়াছি, সেই প্রতিজ্ঞা পূরণ করিব সঙ্কল্প করিয়াছি। যে সৌভাগ্যবান্ ভিক্টর ইমানুয়েলকে, ভগবান্ সমবেত ইতালীর অধিরাজ্য ভোগ করিবার জন্য সৃষ্ট করিয়াছেন, তাঁহারই হস্তে আমি অচিরাৎ সিসিলীদ্বয়ের শাসন-ভার অর্পণ করিব। সুতরাং আমার শাসনের পরিবর্ত্তে অতঃপর তাঁহার শাসন প্রবর্ত্তিত হইবে। আপনাদিগকে এক্ষণে রাজার অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে হইবে। পারিস্

ও লণ্ডন রাজসভায় যাঁহারা আমার প্রতিনিধিরূপে কার্য্য করিতেছেন, তাঁহাদিগকেও এই মর্ম্মে পত্র লেখা হইয়াছে।

"দেশের মঙ্গলের জন্য আপনাদিগকে আমি আমার কার্য্য হইতে অবসর প্রদান করিলাম। এক্ষণে আমার বক্তব্য এই যে, যে সঙ্কটকালে আপনারা এই গুরুতর কার্য্য অতি দক্ষতার সহিত নির্ব্বাহ করিয়াছেন, তাহাতে আপনাদের প্রতি আমার পূর্ণসন্তোষ না হওয়াই অসম্ভব। আপনারা আমার অন্তরের ধন্যবাদ গ্রহণ করুন এবং হৃদয়ে যেন এই বিশ্বাস পোষণ করেন যে, আপনাদিগের নিঃস্বার্থ কার্য্যাবলীর জন্য আমার চিত্ত চিরদিনই আপনাদিগের নিকট বদ্ধ থাকিবে।

সেনাপতি গ্যারিবল্ডী।"

উভয় রাজা নেপল্‌সে উত্তীর্ণ হইয়া রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে চেরেটে চড়িয়া ক্যাথিড্রাল্ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। গ্যারিবল্ডী ভিক্টর ইমানুয়েলের বামপার্শ্বে এবং সিসিলী ও নেপল্‌সের প্রতিনিধি ডিক্টেটরদ্বয় তাঁহাদিগের সম্মুখের আসনে আসীন ছিলেন। তাঁহাদিগের আনুযাত্রিকবর্গ তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ শকটারোহণে আসিতেছিলেন। রাজমার্গের দুই পার্শ্বে অনন্তলোকশ্রেণী ক্রমাগত জয়ধ্বনি করিতেছিল। পথের দুই ধারের অট্টালিকাশ্রেণী-বক্ষে ও গবাক্ষদেশে বিবিধ পুষ্প ও পল্লবের অখণ্ড মালা ধারণ করিতেছিল। ছবি, রেশম বা পশমের প্রতিমূর্ত্তি, পতাকা ও অন্যান্য রাজসম্মানসূচক দ্রব্যসামগ্রী অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে সেই রাজযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে। পর্জ্জন্যদেব যেন রাজাকে অভিষিক্ত করিবার জন্য অবিরাম তাঁহার মস্তকে বারিবর্ষণ করিতে লাগিলেন। এ দিকে দেবরাজ ইন্দ্র ঘন ঘন বজ্রনিনাদে সেই ভীষণ জনতার হর্ষনিনাদ অভিভূত করিয়া ফেলিলেন। এইরূপ দুর্য্যোগ ও জনতার মধ্য দিয়া রাজশকট ক্যাথিড্রালে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সেই ক্যাথিড্রালের হল বা দালান সুরম্য চন্দ্রাতপে আবৃত হইয়া সুন্দররূপে সুসজ্জিত হইয়াছিল। নগরের কর্ত্তৃপক্ষগণ সেই অঙ্গনভূমিতে রাজা ও গ্যারিবল্ডীকে মহাসমাদরে গ্রহণ করিয়া উচ্চ বেদীপীঠে লইয়া গেলেন। তাঁহারা যখন সোপানাবলী দিয়া সেই সুসজ্জিত বেদীপীঠে উঠিতেছিলেন—সেই সময় —"জয় ভিক্টর ইমানুয়েলের জয়! জয় গ্যারিবল্ডীর জয়! জয় সমবেত ইতালীর জয়!"—শব্দে সেই দালান ঘন ঘন প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। সে ভীষণ ধ্বনির সহিত বহিঃস্থ বজ্রধ্বনি মিশ্রিত হইয়া এক অশ্রুতপূর্ব্ব গগনবিদারী ধ্বনি উৎপাদন করিয়াছিল। সেই অগণ্য জনব্যূহ সেই জয়ধ্বনির সহিত অতিবেগে আপনাদিগের হ্যাট্ ও রুমাল পরিভ্রামিত করিতে লাগিল। এই ক্যাথিড্রাল্ সেণ্ট জানুয়েরিয়স (St. Januarius) ঋষির নামে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। এই ঋষিই বোর্ব্বনরাজবংশের বিশেষ রক্ষক বলিয়া বিদিত ছিলেন। আজ এই ক্যাথিড্রালে রাজার অভিষেক হইলে উক্ত ঋষি ভিক্টর ইমানুয়েলের ও তদীয় বংশাবলীর রক্ষক হইবেন বলিয়াই যেন এই স্থানেই অভিষেক-কার্য্যের আয়োজন হইল। অভিষেককার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য জনসাধারণকে যত স্থির হইতে বলা যাইতে লাগিল, ততই তাহাদিগের চীৎকার-ধ্বনি উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতে লাগিল। বোধ হইল, যেন তাহারা আনন্দে বিহ্বল হইয়া আত্মসংযমশক্তি একেবারে হারাইয়াছে।

রাজা বেদীপীঠে উঠিয়াই একেবারে রাজসিংহাসনে আসীন হন নাই। কিয়ৎকাল তিনি সিংহাসনের পৃষ্ঠদেশে দাঁড়াইয়া ঘর্ম্মাক্ত বদনমণ্ডল ও কেশপাশ রুমাল দিয়া সবেগে মার্জ্জন করিতেছিলেন এবং চতুর্দ্দিকে নির্ভীক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন। যাহা হউক, অবিলম্বেই অভিষেককার্য্য আরম্ভ হইল। রাজা রাজপুরোহিতের সম্মুখে নতজানু হইলেন এবং গ্যারিবল্ডী প্রভৃতি অন্যান্য সকলে তাঁহার পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইলেন। অভিষেক-ক্রিয়া সমাপ্ত হইলে একটি ভগবদ্বিষয়ক সঙ্গীত অভিগীত হইল। সঙ্গীত সমাপ্ত হইলে রাজা সদলে বেদীপীঠ হইতে অবতরণ করিলেন। সেই সময় পূর্ব্বের ন্যায় ক্রমিক কর্ণবিদারী জয়ধ্বনি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তাঁহারা রাজকীয় ধনাগার ও অন্যান্য অট্টালিকা পর্য্যবেক্ষণ করিবার মানসে বহির্গত হইলেন।

যে সময় রাজা ও গ্যারিবল্ডী বেদীপীঠ হইতে নামিয়া ক্যাথিড্রালের অভ্যন্তর হইতে পার্শ্বপথ দিয়া বিনির্গত হইতেছিলেন, একজন দর্শক তাঁহাদিগের তৎকালীন মুখচ্ছবি দেখিয়া এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—"রাজা ও ইতালীর উদ্ধার-কর্ত্তার মুখমণ্ডলে সূর্য্যরশ্মি প্রতিভাত হওয়ায় এক অপূর্ব্ব দৃশ্য হইয়াছিল। উভয়ের মুখমণ্ডলে সূর্য্যকিরণ প্রতিবিম্বিত হওয়ায় উভয়ের মুখের প্রতি শিরা পরিদৃষ্ট হইতেছিল। দেখিয়া বোধ হইল, যেন মানবজাতির অধিষ্ঠাতা দেব অগ্রে করিয়া স্বয়ং ভগবান্ আগমন করিতেছেন। অতি স্থূলদর্শী ব্যক্তিও এই দুই মুখাকৃতির বৈলক্ষণ্য দৃষ্টিমাত্রে অবলোকন করিতে পারে। ভিক্টর ইমানুয়েলের সুদৃঢ় ও সুধীর মুখাকৃতি এবং নির্ভীক কটাক্ষ অবলোকন করিলে বোধ হয় যেন, জগতের

শাসনকর্তৃত্ব তাঁহার হস্তে অর্পণ করিবার জন্যই বিধাতা তাঁহার সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই সিদ্ধবাক্ রাজর্ষি যেন করাল করবাল দ্বারা নিজের বাক্যের যাথার্থ্য-রক্ষার জন্য ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু গ্যারিবল্ডীকে দেখিয়া মনে অন্যভাব উদিত হয়। তাঁহার চরিত্রের নৈতিক-মাহাত্ম্যে যেন অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়। তাঁহাকে রাজনীতিকুশল মন্ত্রী বা রণপণ্ডিত বীর অপেক্ষা অনেক উচ্চ আরও কিছু বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার মুখমণ্ডলে তাঁহার চিত্ত যেন পূর্ণ প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে। বিশ্ব-হৃদয়-বিজয়ী অমায়িকতা এবং সর্ব্বাপদতিক্রামিণী কার্য্যকরী শক্তি যেন তাঁহার মুখ-চ্ছবিতে মাখান রহিয়াছে! যেন দুষ্টের দমন ও জগতের মঙ্গল-সাধনের জন্যই স্বয়ং বিধাতা গ্যারিবল্ডী-মূর্ত্তিতে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন।"

উভয়ের চতুর্দ্দিকে জনতার পরিসীমা ছিল না। যদিও তাঁহাদিগের দেহরক্ষক সৈন্যগণ তাঁহাদিগের চতুষ্পার্শ্বে স্থান রাখিবার জন্য অশেষ চেষ্টা করিতেছে, তথাপি কোনমতেই কৃতকার্য্য হইতেছে না। কারণ, এই বিশ্বজনীন উৎসাহের মধ্যে তাহা অসম্ভব। অতি দীন-দুঃখী একজন প্রজা আসিয়া অনায়াসেই রাজার হস্ত ধারণ করিল এবং নির্ভীক ও নির্ব্বিকারচিত্তে রাজার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। অধিক আর কি বলিব? প্রজাসাধারণ গ্যারিবল্ডীকে ঘিরিয়া কেহ বা তাঁহাকে চুম্বন এবং কেহ বা তাঁহাকে পিতৃতুল্য ভক্তি ভাবিয়া গদ্গদভাবে আলিঙ্গন করিতে লাগিল। সেই দেব-মন্দিরে তিনিই সে দিন সর্ব্বাপেক্ষা আরাধ্য দেবতা হইয়াছিলেন; এইরূপে ভজনালয় হইতে পাদচারে কিয়দ্দূর আসিয়া সেই রাজদম্পতী গভীর ও সুবিস্তৃত জয়ধ্বনির মধ্যে শকটারোহণ করিলেন। রাজা বিভাগের সেনাপতির পরিচ্ছদ পরিয়া নগর-পরিদর্শনে বহির্গত হইলেন।

আজি রাজার হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া—আপনার বিজয়-পরম্পরা-লব্ধ ফলে স্বেচ্ছাবঞ্চিত হইয়া গ্যারিবল্ডী শান্তিনিকেতন নিজ দ্বীপাবাসে গমন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এরূপ আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। জর্জ্জ ওয়াসিংটন্ যখন আমেরিক সেনার সৈনাপত্য পরিত্যাগ করিয়া ভার্ণন গিরিস্থিত নিজ গৈরিক আবাসে শান্তিসুখ ভোগ করিতে গিয়াছিলেন, তখনই কেবল ইতিহাস এরূপ আত্মত্যাগের প্রতিরূপ দেখাইতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃত নিষ্কাম কার্য্যে ও চরিত্র-মাহাত্ম্যে ওয়াসিংটন্‌কেও গ্যারিবল্ডীর নিকট চিরদিন মস্তক অবনত করিয়া থাকিতে হইবে। কারণ, গ্যারিবল্ডী স্বদেশের উদ্ধার-সাধন করিয়া তাহার নিষ্ক্রয়-স্বরূপ একটি কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু ওয়াসিংটন কিছুদিনের জন্যও নিজের বিজয়-ফল ভোগ করিয়াছিলেন। সুতরাং গ্যারিবল্ডীর এ আত্ম-ত্যাগের প্রকৃত তুলনা অতীত ইতিহাসে নাই। ভবিষ্য ইতিহাসে পাওয়া যাইবে কি না, ভগবান্ ভিন্ন আর কেহই বলিতে পারেন না।

আজ ৮ই নবেম্বর। আজ গ্যারিবল্ডীর নেপল্‌স হইতে নিজ দ্বীপাবাসে যাত্রা করিবার পূর্ব্বদিন। গ্যারিবল্ডী রাজার সহিত নগর প্রদক্ষিণ করিয়া সায়াহ্নে ফিরিয়া আসিয়া নিজ সমরসঙ্গিগণের নিকট বিদায়গ্রহণকালে নিম্নলিখিত উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা ঘোষণা দ্বারা তাঁহাদিগের হৃদয় দ্রবীভূত করিলেন:—

"মদীয় সহসমরিগণ!

আমরা আমাদের জাতীয় সম্ভাবনের একোন শেষ সোপানে আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছি; এবং বিধাতা বিংশতি পুরুষপরম্পরায় যে সকল উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা উচ্চাশার পূর্ণীকরণের ভার মহা সৌভাগ্যবান্ বর্ত্তমান পুরুষের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন, এস, আমরা সেই গুরুতর কর্ত্তব্য সংসাধনের জন্য প্রস্তুত হই।

"সভ্য যুবকবৃন্দ! যে গৌরবপূর্ণ অবদানপরম্পরার জন্য ইতালী আজ জগতের বিস্ময় উদ্দীপন করিয়াছেন, সত্য—ইতালী সেই সকলের জন্য তোমাদিগেরই নিকট ঋণী আছেন। তোমরা রণক্ষেত্রে অনেকবার বিজয়লাভ করিয়াছ এবং এখনও করিবে। কারণ, যুদ্ধে জয়-পরাজয় যে সকল সামরিক কৌশলের উপর নির্ভর করিতেছে, তোমরা সম্পূর্ণরূপে তাহাতে দীক্ষিত হইয়াছ। যে বীরবৃন্দ ম্যাসিডোনায় সৈন্য-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া আসিয়া বিজয়-দৃপ্ত রাজ-বৃন্দকে সমরে পরাজিত করিয়াছিলেন, তোমরা সর্ব্বথা তাঁহাদিগের সমকক্ষ হইয়াছ। কিন্তু আমাদিগের দেশের এই অদ্ভুত ঘটনা-পূর্ণ ইতিহাসগ্রন্থে অধিকতর অদ্ভুত-ঘটনাপূর্ণ আরও একটি পত্র সন্নিবেশিত করিতে হইবে। কারণ, যে লৌহময় শৃঙ্খলে আমাদিগের জাতীয় চরণ এতদিন শৃঙ্খলিত ছিল, সেই শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া আমরা যে সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছি, তাহাদিগের তীক্ষ্ণধার একবার আমাদিগের স্বাধীন ভ্রাতৃবৃন্দকে দেখাইতে হইবে।

"সুতরাং তোমরা সকলেই অস্ত্রশস্ত্রে প্রস্তুত হও, দেখিবে, প্রবলপরাক্রান্ত ও অত্যাচারিগণ তোমাদের সম্মুখে ধূলীর ন্যায় উড়িয়া যাইবে। আরও ইতালীর রমণীবৃন্দ! তোমাদিগকে অনুনয় করিয়া বলিতেছি—তোমরা যেন ভীরু কাপুরুষকে ভুজপাশে আবদ্ধ করিও

না। কারণ, ভীরু কাপুরুষগণ তোমাদিগকে ভীরু ও কাপুরুষ সন্তানই প্রদান করিবে। তোমরা সৌন্দর্য্যের আবাসভূমি ইতালীর দুহিতা হইয়া যদি মহদাশয় বীরসন্তান প্রসব করিতে না পার, তাহা হইলে তোমাদিগের জন্ম বৃথা।

"ভীরু-মত-প্রচারকগণ আমাদিগের নিকট হইতে শীঘ্র পলায়ন করুক। তাহারা অন্য দেশে যাইয়া তাহাদিগের জঘন্য দাসভাব ও ঘৃণিত ভীরুতা প্রচার করুক। এক্ষণে প্রজাবৃন্দই আপনারা তাহাদিগের আপনাদের প্রভু হইয়াছে। যে সকল জাতি আমাদিগের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে প্রস্তুত আছেন, আমরা তাঁহাদিগের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইব। কিন্তু যাঁহারা গর্ব্বিত, তাঁহাদিগের উপর আমরা সগর্ব্ব কটাক্ষপাত করিব। তাঁহাদিগের চরণে পড়িয়া তাঁহাদিগের নিকট আমরা স্বাধীনতা ভিক্ষা করিব না। যাহাদের হৃদয় নীচ, তাহাদিগের দ্বারা ইতালী আর চালিত হইবে না। না! না! কখনই নহে! বিধাতা ইতালীর উপর সুপ্রসন্ন হইয়া ভিকটর ইমানুয়েল্‌কে ইতালীর রাজা করিয়া পাঠাইয়াছেন; সুতরাং এস, আমরা সমস্ত ইতালীবাসী তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াই। এস, আমরা তাঁহার পতাকামূলে সমস্ত জাতীয় বিবাদ-বিসংবাদকে বলি প্রদান করি। অতঃপর আমাদিগেব মন হইতে পরস্পরের প্রতি সমস্ত রাগ-দ্বেষ অন্তর্হিত হউক!

"আমি আমার রণ-শব্দ (Battle-cry) আবার উচ্চারণ করি। তোমরা সশস্ত্র হও! সকলেই তোমরা অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হও! যদি ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে দশ লক্ষ লোক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত না হয়, তাহা হইলে ইতালীর স্বাধীনতার কোনও আশা নাই! জানিবে, তাহা হইলে ইতালীর জীবনের কোনও আশা নাই! আশা নাই! তাহা হইতে পারে না! যে চিন্তাকে আমি বিষবৎ ঘৃণা করি, সে চিন্তাকে কেন আমি অকারণে মনে স্থান দিতেছি! ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে, যদি প্রয়োজন হয় ত, ফ্রেব্রুয়ারী মাসে আমরা সকলেই আমাদের যথাস্থানে আসিয়া মিলিত হইব।

"ক্যাটালাফিমি, প্যালার্মো, ভলটর্ণো, আঙ্কোনা, কাষ্টেল্ ফিডার্ডো এবং ইসার্ণিয়া—এই সকল নগরের প্রত্যেক অধিবাসী—যে দাস, ভীরু বা কাপুরুষ নহে—নিশ্চয় আমাদিগের পক্ষে থাকিবে। আমরা সকলেই! আমরা সকলেই! আমি মুক্তকণ্ঠে আবার বলিতেছি, আমরা সকলেই প্যালাষ্ট্রোর মহাগৌরবান্বিত বীরের চতুর্দ্দিকে আসিয়া শীঘ্রই মিলিত হইব এবং আসিয়া পতনোন্মুখী যথেচ্ছাচারিণী প্রভুশক্তির মূলে কুঠারাঘাত করিব

"হে মদীয় বীর ভলন্টিয়ার সৈন্যগণ! তোমাদিগের সাহায্যেই আমি দশটি বিখ্যাত রণে বিজয় লাভ করিয়াছি। তাই আজ এই বিদায়কালে 'পথে মঙ্গল হউক!' (Farewell) এই শব্দ উচ্চারণ করিতে আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। আজ আমার হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে স্নেহপূর্ণ এই বিদায়-বচন উত্থিত হইতেছে। আমি আজ তোমাদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছি বটে, কিন্তু তাহা অতি স্বল্পকালের জন্য। হে ইতালীর স্বাধীনতার উদ্ধারকারী বীরবৃন্দ! দেখিবে, যুদ্ধের সময় আমি তোমাদিগের পার্শ্বে আবার উপস্থিত হইব। কিন্তু যাঁহাদিগের পারিবারিক অনিবার্য্য কর্ত্তব্য তাঁহাদিগকে গৃহে আহ্বান করিতেছে, অথবা যাঁহারা রণে আহূত হইয়া দেশের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন, তাঁহারাই কেবল গৃহে গমন করুন। তাঁহারা তাঁহাদিগের উদার উপদেশ-বাক্যে ও রণক্ষেত্রের উদার দৃষ্টান্তে দেশের অনেক উপকারসাধন করিতে পারিবেন। আর সকলে এখানে অবস্থিত হইয়া মহাগৌরবান্বিত জাতীয় পতাকা সংরক্ষিত করুন!

"আমরা আবার মিলিত হইয়া এখনও যে সকল ভ্রাতৃগণ দাসত্ব-নিগড়ে আবদ্ধ আছেন—তাঁহাদিগের উদ্ধারসাধন করিব।

সেনাপতি গ্যারিবল্‌ডী।"

গ্যারিবল্‌ডীর গৃহে প্রত্যাগমন

যে ভুবনবিজয়ী বীর দশ।৮ প্রসিদ্ধ যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া একটি প্রকাণ্ড সাম্রাজ্য ভিক্টর ইমানুয়েলের হস্তে হস্তামলকবৎ অর্পণ করিলেন, আজ তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিবার পাথেয় পর্য্যন্তেরও অভাববান্! তিনি ইচ্ছা করিলে লুণ্ঠন-লব্ধ অর্থে ও দ্রব্যসামগ্রীতে জাহাজ পূর্ণ করিয়া নিজ দ্বীপাবাসে গিয়া মহাসমৃদ্ধিতে জীবন কাটাইতে পারিতেন! কিন্তু সেই নিষ্কাম স্বদেশ-হিতৈষীর আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তে তাঁহার সৈন্যগণ পর্য্যন্ত কাহারও কোন বস্তু স্পর্শ পর্য্যন্তও করে নাই। আজ গৃহগমনকালে তাঁহার স্বকীয় কার্য্যসম্পাদক (Private Secretary) তাঁহাকে এই অপ্রিয় সংবাদ দিলেন যে, যুদ্ধের ব্যয়নির্ব্বাহ করিয়া তাঁহার

নিজ কোষে ত্রিশ পাউণ্ড মাত্র অবশিষ্ট আছে। গ্যারিবল্ডী কিছুমাত্র ভীত বা বিস্মিত না হইয়া উক্ত কার্য্যসম্পাদক বাস্সোকে (Basso) বলিলেন—"বাস্সো! উদ্বিগ্ন হইও না! আমাদের ক্যাপ্রেরা দ্বীপে অপর্য্যাপ্ত কাষ্ঠ ও শস্য আছে। আমরা ম্যাডেলেনা (Maddalena) দ্বীপে সেইগুলি বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করিব।" গ্যারিবল্ডীর এই উত্তর পাইয়া বাস্সো নীরব হইলেন। গ্যারিবল্ডী গৃহ হইতে যে অর্থ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন, আজ তাহা অপেক্ষা অনেক অল্প অর্থ লইয়া প্রফুল্লচিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। ইহা অপেক্ষা অধিক আত্ম-ত্যাগের দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে ?

গ্যারিবল্ডী সায়াহ্নে রাজার নিকট বিদায় হইয়া ড্যাঙ্গলাটেড়ী নামক হোটেলে রজনীযাপন করিলেন। প্রত্যূষে তিনি বন্ধুবর্গের শোকোচ্ছ্বাসের মধ্যে নিজ জাহাজে আরোহণ করিলেন। যাইবার সময় ইংরাজ-জলতরীর অধ্যক্ষ আডমিরাল মণ্ডের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গেলেন। তদীয় জাহাজ ওয়াসিংটন (Washington) যেমন মণ্ডের (Munday) জাহাজ হ্যানিবলের সম্মুখীন হইল, অমনি হ্যানিবল হইতে সম্মান-সূচক তোপধ্বনি হইতে লাগিল। গ্যারিবল্ডী সেনাপতির পরিচ্ছদে আবৃত ছিলেন, কেবল তরবারি তাঁহার কটিদেশ হইতে বিলম্বিত হয় নাই। তিনি মণ্ডের জাহাজে গিয়া তাঁহাকে বলিলেন—"সেনাপতি! ঐ দেখ, আমার জাহাজ আমাকে ক্যাপ্রেরাদ্বীপে লইয়া যাইবার জন্য সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে ইংরাজপতাকার গৌরবের উপর আমার অবিচলিত বিশ্বাস না জানাইয়া যাওয়া অকৃতজ্ঞতার কার্য্য বলিয়া আমি আজ আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি।" এই বলিয়া গ্যারিবল্ডী অতি বিনীতভাবে ইংরাজ-সেনাপতির নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন।

গ্যারিবল্ডীর চরিত্রমাহাত্ম্য

যেরূপ উদার সরলতার সহিত গ্যারিবল্ডী আজ রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ ও মহাগৌরবান্বিত স্থান হইতে অবতরণ করিয়া সামান্য প্রজার ন্যায় অতি দীনভাবে নিজের দ্বীপাবাসে জীবনযাপন করিতে গমন করিলেন, তাহার তুলনা ইতিহাসে নাই। অধিক কি, অদ্ভুত ঘটনা-পূর্ণ গ্যারিবল্ডীর নিজের জীবনে এরূপ চিত্তাকর্ষক ও মহত্ত্বব্যঞ্জক দৃশ্য আর দেখিতে পাওয়া যায় না। আজ সিসিলী ও নেপল্সের বিজেতা রিক্ত-হস্তে নিজের অজ্ঞাত আবাসে গমন করিতে উদ্যত হইয়াছেন দেখিয়া, ভিক্টর ইমানুয়েলের হৃদয় কৃতজ্ঞতাভরে অভিভূত হইল! আজ গ্যারিবল্ডীর বিজয়-লব্ধ রাজ্য ও ধনে তিনি মহামহিমান্বিত ও অতুল সম্পত্তিশালী হইয়াছেন। কিন্তু সেই রাজ্য ও ধনের সম্প্রদান-কর্ত্তা আজ ভিখারী-বেশে দেশে গমন করিতেছেন, সহৃদয় রাজার পক্ষে এ চিন্তা অসহনীয় হইল! আজ তিনি নিজের সম্পদ্ ও কৃতজ্ঞতার অনুরূপ ধন ও গৌরবে সেই বীরচূড়ামণিকে বিভূষিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি গ্যারিবল্ডীকে 'ক্যালাটাফিমির রাজা' (Prince of Calatafimi) এই উপাধি দিতে, ইতালীয় সেনার সেনাপতি (Marshal) পদে অভিষিক্ত করিতে, আনন্সিয়াটার প্রকাণ্ড ক্রস (Grand Cross of the Annunciata) দ্বারা তাঁহার মস্তক বিভূষিত করিতে এবং বাৎসরিক পাঁচ লক্ষ ফ্রাঙ্কের আয়ের ভূসম্পত্তি দিতে চাহিলেন,—কিন্তু সেই মনীষী রাজার এ সমস্ত প্রস্তাব সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করিলেন। তিনি রাজার নিকট কেবল নির্জ্জন-বাসের অনুমতি ভিক্ষা করিলেন। বলিলেন যে, বিপদের দিনে তিনি তাঁহার উৎসর্গীকৃতপ্রাণ বীরবৃন্দ লইয়া আবার সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইবেন। তিনি রাজাকে বিশেষ করিয়া বলিলেন যে, লোকে যে যাহা বলুক না কেন, তিনি যেন বিবেচনা না করেন যে, তিনি অসন্তুষ্টচিত্তে গৃহে গমন করিতেছেন। রাজার মনে বিশ্বাস দৃঢ় করিবার জন্য তিনি কেবল 'পীড্মণ্টীয় সেনার সেনাপতি' এই উপাধিমাত্র গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। কারণ, সিসিলী-অভিযানের পূর্ব্বেও তাঁহার এই উপাধি ছিল। সুতরাং এই উপাধি-গ্রহণ, সিসিলী ও নেপল্স বিজয়ের নিষ্ক্রয়স্বরূপ হইতেছে না। ধন্য বীর! ধন্য তোমার আত্মোৎসর্গ!

গ্যারিবল্ডীর জীবনের এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান। তাঁহার চরিত্র-মাহাত্ম্যের এই চরম সীমা। যদি গ্যারিবল্ডী তাঁহার দ্বীপাবাস পরিত্যাগপূর্ব্বক আর ইতালীতে না আসিতেন, অথবা যদি তাঁহার জাহাজ সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন হইত, তাহা হইলে তাঁহার অবদান-পরম্পরা ঔপন্যাসিক বলিয়া লোকে মনে করিত। লোকে নিশ্চয় ভাবিত, বুঝি বিধাতা ইতালী-উদ্ধারের জন্য স্বয়ং ইতালী-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া এত অল্পকালের মধ্যে এরূপ অত্যাশ্চর্য্য ঘটনাবলী সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন! কারণ, এরূপ কার্য্য কোন মানবের সাধ্যাতীত। তাহা হইলে নিশ্চয়ই গ্যারিবল্ডীর প্রতিমূর্ত্তি ইতালীতে দেবভাবে পূজিত হইত! কিন্তু ঘটনাচক্রে

তাহা হইল না। গ্যারিবল্ডী ইতালীর পূর্ণ উদ্ধার-সাধনের জন্য ব্যাকুলিত হইয়া অল্পদিন পরেই আবার ইতালী-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন! স্বর্গের দেবতা ইতালীর মঙ্গলের জন্য স্বর্গ ছাড়িয়া একবার ইতালী-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু এবার সে আবশ্যকতা নাই, অথচ মানুষের কার্য্যের সহিত মিশ্রিত হওয়ায় সেই স্বর্গের দেবতাও মানবীয়ভাবে আক্রান্ত হইলেন! হায়! কেন এরূপ হইল? কেন স্বর্গের দেবতা স্বর্গে রহিলেন না!

দ্বাবিংশ অধ্যায়

গ্যারিবল্ডীর দ্বীপাবাস।

যখন সেনাপতি ক্যাপ্রেরা-দ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি ইহার পূর্ণ পরিবর্ত্তন দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। যৎকালে তিনি ইহা পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, তৎকালে তাঁহার আবাসগৃহের চতুষ্পার্শ্ব ভিন্ন ইহার আর সমস্তই প্রস্তরময় মরুভূমি-মাত্র ছিল। কিন্তু এক্ষণে ইহার চতুর্দ্দিকেই শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র ও বৃক্ষপূর্ণ রম্য উদ্যান এবং লতাকুঞ্জ-পরিশোভিত উদ্যানপথসকল দেখিয়া তিনি বিস্ময়বিহ্বল হইলেন। তাঁহার সেই ক্ষুদ্র কুটীর এক্ষণে বিলাসগণের সুখকর গ্রাম্য বিলাসভবনে পরিণত হইয়াছে! শস্যভাণ্ডার সকল শস্যে পরিপূর্ণ রহিয়াছে! দেখিয়া তিনি নিশ্চয় বুঝিলেন যে, কোন বন্ধু তাঁহাকে আশ্চর্য্যান্বিত করিবার জন্য তাঁহার অনুপস্থিতিকালে তাঁহার সুখসীমা-পরিবর্দ্ধন-মানসে এই সকল কাণ্ড করিয়াছেন। যখন তিনি সেই নবনির্ম্মিত অট্টালিকার দালানে গিয়া দেখিলেন যে, ভিক্টর্ ইমানুয়েলের পূর্ণ-প্রতিকৃতি বিলম্বিত রহিয়াছে, তখন তাঁহার বিস্ময় আনন্দোচ্ছ্বাসে পরিণত হইল! দেখিয়া বুঝিলেন যে, তাঁহার পরম বন্ধু ভিক্টর ইমানুয়েলেরই এ সমস্ত কীর্ত্তি!

গৃহদেবতাগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তিনি তাঁহার প্রিয় অশ্বত্রয়কে দেখিতে গেলেন। তাহাদিগের মুখ ধরিয়া প্রত্যেককে আদর করিয়া গ্যারিবল্ডী গলদেশ হইতে তাহাদিগের বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন। গ্যারিবল্ডী স্বাধীনতাপ্রিয় ছিলেন বলিয়াই সকলকেই বন্ধনমুক্ত করিতে ভালবাসিতেন। আজ তাহারা অনেক দিনের পর প্রভুকে পাইয়া মনের আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে গৃহ হইতে বাহির হইয়া প্রাণের সাধে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। গ্যারিবল্ডী ইউরোপ হইতে শস্যপেষণ যন্ত্র বা (Mill) আনাইয়া আবার গ্রাম্য-জীবন আরম্ভ করিলেন।

গ্যারিবল্ডী টিউরিণে

কিন্তু সে নির্জ্জনবাস তাঁহার ভাল লাগিল না। রোম—জগতের আরাধ্য রাজরাজেশ্বরী রোমনগরী এখনও ইতালীর সহিত সংযুক্তা হইল না, ইহার অধিবাসিগণ আজও পোপের অধীনতা হইতে উন্মুক্ত হইল না, এ চিন্তা তাঁহাকে নিরন্তর দগ্ধ করিতে লাগিল। এই চিন্তা তাঁহার স্বচ্ছন্দ আহার-বিহারেরও ব্যাঘাত করিতে লাগিল। তাই গ্যারিবল্ডী কিছুদিন দ্বীপাবাসে থাকিয়া, ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল তারিখে টিউরিণ নগরীতে সমবেত ইতালীয় মহাসভায় সভাস্থ হইলেন। তিনি পূর্ব্বের ন্যায় লোহিত পরিচ্ছদে আবৃত হইয়া ও ধূসরবর্ণ টুপী মস্তকে দিয়া অসংখ্য দর্শকমণ্ডলীর জয়ধ্বনির মধ্যে সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন। শপথগ্রহণাদি আনুষ্ঠানিক কার্য্য সমাপ্ত হইলে, তিনি এই সর্ব্বপ্রথমে মহাসভার আসনে আসীন হইলেন। মহাসভার অন্যতম সভ্য রিকাসোলি (Ricasoli) দক্ষিণ ইতালীয় সেনার প্রতি ব্যবহার উল্লেখ পূর্ব্বক ভবিষ্য কার্য্যপ্রণালী-সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করিলেন। গ্যারিবল্ডীও তাঁহার অনুসরণ করিয়া তাঁহার ভলণ্টিয়ার-সৈন্যগণের প্রতি কুব্যবহার করিবার জন্য মন্ত্রিসমিতিকে সবিশেষ তিরস্কার করিলেন এবং ভয় প্রদর্শন করিলেন যে, এরূপ হইলে দেশে আভ্যন্তরীণ সমরানল আবার প্রজ্বলিত হইবে। এই অভিযোগে মন্ত্রিপ্রবর কাভুর আসন হইতে অভ্যুত্থিত হইয়া বলিলেন—"আমি এই অভিযোগের বিরুদ্ধে অন্তরের সহিত প্রতিবাদ করিতেছি।" এই কথায় মহাসভায় মহাগণ্ডগোল বাধিয়া উঠিল। মন্ত্রিগণ ও সভ্যমণ্ডলী—সকলেই গাত্রোত্থান করিলেন এবং সভাপতি মস্তকে টুপী দিয়া প্রস্থানোদ্যত হইলেন। গ্যারিবল্ডীর অনুরোধে তাঁহারা আবার ফিরিলেন। তখন তিনি মন্ত্রিসমিতির প্রতি কঠোর ভাষা ব্যবহার করার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। সেনাপতি বিক্সিয়ো উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা স্বজাতিপ্রেম, স্বদেশানুরাগ ও জাতীয় একতার অনুরোধে গ্যারিবল্ডী ও কাভুরকে গত ঘটনা ভুলিয়া পরস্পরকে ক্ষমা করিতে অনুরোধ

করিলেন। কাভূর বলিলেন যে, তিনি অলক্ষিত-ভাবে বরাবর গ্যারিবল্ডীকে উৎসাহ দিয়া আসিয়াছেন এবং তাঁহার ভলন্টিয়ার সৈন্য-সংগ্রহ বিষয়ে তাঁহার যতদূর সাধ্য, তাঁহাকে সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন। গ্যারিবল্ডী উঠিয়া বলিলেন যে, ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁহার অনুকূলে যাহা করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনি তাঁহার নিকট চির-কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকিবেন। কিন্তু তাহার পর তিনি তাঁহার ও তাঁহার ভলন্টিয়ার সৈন্যগণের প্রতি যেরূপ কুব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে মহাসভায় যে অভিযোগ করিয়াছেন, তাহা তিনি তুলিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন। এক্ষণে সেই অভিযোগ তিনি কোমলতর ভাষায় করিতেছেন মাত্র। তাঁহার সৈন্যগণের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে, তাঁহার বিবেচনায় তাহারা তাহার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। তিনি আরও বলিলেন—"যখন আমার দেশ বিপদে পড়িবে, তখন আমি অবশ্য বশ্যতা স্বীকার করিব। কিন্তু যে ব্যক্তি আমাকে আমার জন্মভূমিতে বৈদেশিক করিয়াছে, আমি কি তাঁহার সহিত করমর্দ্দন করিব? কখনই নহে! সমর-সচিব বলিতেছেন যে, তিনি আমার ভলন্টিয়ার সৈন্যগণকে অপদস্থ করিয়া মধ্য-ইতালীকে অরাজকতা হইতে রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু যাঁহাদিগের উপর মধ্য ইতালীর শাসনভার অর্পিত ছিল, আমি এ বিষয়ে তাঁহাদিগকেই সাক্ষিস্বরূপ মানিতেছি। আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে, মধ্য-ইতালীতে অরাজকতার কোনও আশঙ্কা হয় নাই। ব্যক্তিবিশেষের যশঃকীর্ত্তন করা আমার অভিপ্রায় নহে, কিন্তু আমি নিজের গৌরব রক্ষা করিতে বাধ্য!"

এইরূপ তর্ক-বিতর্কের পর সে দিনের সভাভঙ্গ হইয়া গেল। মহাসভায় সে দিন আর কোন প্রশ্নের মীমাংসা হইল না।

রাজা এই কথা শুনিয়া টিউরিণের ছয় সাত মাইল দূরে মঙ্কালিয়েরী (Moncalieri) নামক তদীয় প্রাসাদে কাভূরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গ্যারিবল্ডীকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। গ্যারিবল্ডী রাজাদেশক্রমে তদ্ভবনে আসিয়া কাভূরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রাজা তাঁহাদিগের উভয়ের সহিত রাজ্যের আভ্যন্তরীণ কার্য্যাবলীসম্বন্ধে এবং অন্তরঙ্গ ও বহিশ্চর রাজমণ্ডলীর সন্ধি-বিগ্রহাদি বিষয়ে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। কাভূর প্রাণ খুলিয়া অতি সরলভাবে গ্যারিবল্ডীকে আপন অভিপ্রায় বুঝাইয়া দিলেন। তখন গ্যারিবল্ডী তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার সহিত করমর্দ্দন করিলেন। সায়াহ্নে সেনাপতি সিয়াল্ডিনির সহিত গ্যারিবল্ডীর সাক্ষাৎ করাইয়া দিলেন। সিয়াল্ডিনি বলিলেন যে, তিনি সাধারণতান্ত্রিক দলের উপর বিশেষ বিরক্ত। কারণ, তিনি তাহাদিগকে লক্ষ্যশূন্য ও শান্তিনাশক বলিয়া মনে করেন। সুতরাং তাহাদিগের হইতে রাজ্যের ভাবী অনিষ্টের সম্ভাবনা। তিনি গ্যারিবল্ডীকে স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন যে, সেই জন্যই তিনি তাঁহার ভলন্টিয়ার সৈন্যগণের প্রতি কঠোর ব্যবহার করিয়াছিলেন। গ্যারিবল্ডী বলিলেন যে, তাঁহার সমরসঙ্গিগণ এরূপ সন্দেহের সম্পূর্ণ অযোগ্য। এই কথা বলিয়া তিনি তাঁহার স্বভাব-সুলভ সরল-ভাবে তাহাদিগের অনেক গুণানুবাদ করিলেন এবং অবশেষে সিয়াল্ডিনিকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—"যদি ইতালী আমাদিগের সাহায্য আবার চাহেন, আমরা আবার ইঁহার রক্ষার্থ মিলিত হইব। আমার জীবনের এই একমাত্র আকাঙ্ক্ষা বা কামনা—যে, যাঁহারা আমার ন্যায় আমার জন্মভূমিকে ভালবাসেন, আমি তাঁহাদিগের সহিত জননীর কার্য্যে আত্মবিসর্জ্জন করিব।" ধন্য গ্যারিবল্ডী! ধন্য তোমার মাহাত্ম্য! ধন্য তোমার জীবনের লক্ষ্য!

সিসিলী-অভিযানের বাৎসরিক উৎসব

এই সাক্ষাৎকার ও কথোপকথনের পর গ্যারিবল্ডী মার্কুইস্ পল্লভিসিনি টিভল্জিয়োর গ্রাম্য বিলাস-ভবনে গমন করিলেন।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ৫ই মে গ্যারিবল্ডীর সিসিলী-অভিযানের দিন। আজ ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ৫ই মে জেনোয়াবাসিগণ উক্ত ঘটনার সাংবৎসরিক উৎসবে প্রমত্ত! ভীষণ শীত ও অজস্র বারিবর্ষণ সত্ত্বেও পঞ্চদশসহস্র জেনোয়াবাসী গ্যারিবল্ডীর সম্মানার্থ সমুদ্র-তীরের যে স্থান হইতে তিনি সিসিলী-যাত্রা করিয়াছিলেন, জেনোয়ার তিন মাইল দূরে অবস্থিত সেই স্থানে গিয়া একত্র মিলিত হইলেন। যে স্থানে শেষ পাদ-বিক্ষেপ করিয়া গ্যারিবল্ডী সেই বিপৎ-সঙ্কুল যুদ্ধযাত্রায় বিনির্গত হইয়াছিলেন, বীরের সম্মানার্থ সেই স্থানে এক স্মৃতি-মন্দির নির্ম্মিত হইল। সেই তীর্থযাত্রিগণ সকলেই স্মৃতি-মন্দিরের ভিত্তি-পাষাণের উপর পুষ্পবৃষ্টি করিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে ব্রোফেরি, ফ্রেরাবী, গুইরাজী ও মরো মাচ্চি এই কয়জন উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা সমবেত যাত্রিমণ্ডলীকে প্রীত ও মুগ্ধ করিলেন। শেষোক্ত যে সহস্র জন বীর সেই

অদ্ভুত অভিযানে গ্যারিবল্‌ডীর সহিত এখান হইতে গত যে মাসে সিসিলী যাত্রা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের বীরত্বের ও আত্মোৎসর্গের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। তিনি বলিলেন—"রিভীরা (Riviera) নদীর তীরস্থিত এই সুরম্য স্থান হইতে তাঁহারা যখন যাত্রা করেন, তখন তাঁহারা একসহস্রমাত্র ছিলেন। কিন্তু যখন তাঁহারা নেপল্‌সে ও ভল্‌টর্ণো নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হন, তখন তাঁহারা ত্রিশসহস্রে পরিণত হন। তাঁহারা এই স্থান হইতে যখন প্রথম যাত্রা করেন, তখন তাঁহাদিগকে দেখিয়া বোধ হইয়াছিল যে, তাঁহারা বহ্নিমুখ-প্রবিবিক্ষু পতঙ্গপালের ন্যায় নিশ্চিত মৃত্যুমুখে গমন করিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদিগের জয়স্তম্ভ-স্বরূপ এককোটি লোক আনিয়া আমাদিগের জাতির সহিত মিলিত করিয়া দিলেন। একাগ্র ও অবিচলিত ইচ্ছাশক্তি আমরা এই স্থানে অনুভব করিতে পারি। ইহা দেখিয়া আমরা ভবিষ্য সংঘর্ষের জন্য সাহস সঞ্চয় করিব।" সিসিলী-অভিযানের সাম্বাৎসরিক উৎসব জেনোয়ার ন্যায় ইতালীর প্রত্যেক নগরেই মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

কাভূরের মৃত্যু

সিসিলী-অভিযানের পর সাম্বাৎসরিক উৎসবের পরে মন্ত্রিচূড়ামণি কাভূর সপ্তদিনের পীড়ায় মানবলীলা সংবরণ করিলেন। যখন চিকিৎসকেরা তাঁহার জীবন-বিষয়ে নিরাশ হইলেন, তখন রাজা তাঁহার নিকট শেষ বিদায় লইতে গেলেন। কাভূরের তখনও বেশ জ্ঞান ছিল। রাজাকে দেখিয়াই তিনি নিরীহ নিয়োপলিটান্‌দিগের কথা তুলিলেন; বলিলেন, "যদিও তাহারা বুদ্ধিমান্‌, তথাপি তাহারা নিতান্ত নীতিভ্রষ্ট, কিন্তু সে দোষ তাহাদের নহে, তাহাদিগের উৎপীড়ক দুরাচার ফার্দ্দিন্যান্দের।" ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া তিনি আবার বলিতে লাগিলেন "আমরা তাহাদিগকে এরূপ নীতিশিক্ষা দিব যে, তাহাদিগের চরিত্রগত সমস্ত দোষ কাটিয়া যাইবে। আর আমরা কোন নগরীর অবরোধ করিব না। কারণ, অবরোধ দ্বারা শাসন করিতে ত সকলেই পারে!" বলিতে বলিতে আবার নীরব হইলেন। ক্ষণকাল বিশ্রামের পর আবার বলিতে লাগিলেন—"ভিনিস্‌-গ্রহণবিষয়ে গ্যারিবল্‌ডীর সহিত আমার পূর্ণ ঐকমত্য আছে। কিন্তু টাইরেল্‌ ও ইষ্ট্রীয়াকে (Istria) আরও একপুরুষ অপেক্ষা করিতে হইবে।" কিয়ৎক্ষণ থামিয়া তিনি আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন—"আমেরিকার স্বাধীনতাসমর পাঠ করিয়া ইউনাইটেড্‌ ষ্টেট্‌সের প্রতি আমার প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিয়াছিল। কিন্তু সে বিভ্রম হইতে আমি এক্ষণে মুক্ত হইয়াছি।" অবশেষে রিকাসোলি (Ricasoli) ও ফারিনি (Farini) এই দুই জনের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া, তাঁহাদিগকে আপনার পদের যোগ্য উত্তরাধিকারী বলিয়া জ্ঞাপন করিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার সর্ব্বশরীরে মৃত্যুর ছায়া পতিত হইল। তখন পুরোহিত তাঁহার শরীরে শেষকালোচিত সুগন্ধি প্রলেপ প্রদান করিলেন। কাভূর পুরোহিতের হস্ত পেষণ করিয়া বলিলেন—"ভ্রাতঃ! ভ্রাতঃ! আমি স্বাধীনরাজ্যে স্বাধীন ধর্ম্মপ্রণালী রাখিয়া চলিলাম।"—কাভূরের মুখ হইতে এই শেষবাক্য নির্গত হইল! কয় মিনিটের মধ্যেই সমস্ত শেষ হইয়া গেল। স্বদেশহিতৈষী কাভূর মৃত্যুর পূর্ব্বমুহূর্ত্তেও স্বদেশের ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে মানবলীলা সংবরণ করিলেন। পোপ যদিও তাঁহাকে ধর্ম্মচ্যুত ও জাতিভ্রষ্ট করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার দেহ মহাসমারোহে রাজকীয় সমাধিস্থানে বিনা আপত্তিতে সমাহিত হইল। পোপের নির্য্যাতন সত্ত্বেও সেই মনীষীর নাম ইতিহাসে অনন্তকালের জন্য স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

কাভূর-নির্দ্দিষ্ট মন্ত্রিদ্বয়ের অন্যতম ব্যারন্‌ রিকাসোলি কাভূরের মৃত্যুর পর প্রধান অমাত্য-পদে বৃত হইলেন। ইতালীর প্রতি অবিচলিত অনুরাগ ও অসাধারণ রাজনীতি-কুশলতার জন্য ইনি সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এইজন্য এই পরিবর্ত্তনে বিশেষ কোনও ক্ষতি হইল না।

গ্যারিবল্‌ডী ক্যাপ্রেরায়

মহাসভা সমাবেশিত থাকিতে থাকিতে গ্যারিবল্‌ডী শারীরিক অস্বাস্থ্য-নিবন্ধন ক্যাপ্রেরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার হৃদয়ের অতিপ্রিয় কৃষিকার্য্যের অনুসরণ দ্বারা তিনি পুনরায় শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য লাভ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি প্রত্যূষে উঠিতেন এবং উঠিয়া চুরট টানিয়া ও প্রাতরাশ সম্পাদন করিয়া মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত আপন গোলাবাড়ীতে অবস্থিতি করিতেন। মধ্যাহ্নে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া তিনি মাধ্যাহ্নিক আহারে বসিতেন এবং আহারসমাপনান্তে চিঠিপত্র লিখিতে ও কথোপকথন করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। তিনি স্ত্রীজাতির সুখস্বচ্ছন্দতা

পরিবর্দ্ধন করিতে সতত চেষ্টিত থাকিতেন। এই জন্য তিনি সম্রান্তরমণীগণকে স্ত্রীজাতি-উন্নতি-সাধনী সভা-সমিতি করিতে সর্ব্বদা উত্তেজিত করিতেন। তিনি মার্সনেস্ পল্লভিসিনিকে স্ত্রীজাতির হিতকরী সভার (Ladies' Philanthropice Society) সভাপতিত্ব গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া এক অতি কোমলভাব-পূর্ণ পত্র লিখিয়াছেন। দরিদ্র রমণীদিগের ও তাহাদিগের সন্তান-সন্ততিদিগের অবস্থার উন্নতি-সাধন করাই এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সেই পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন যে, সম্রান্তমহিলাগণের শারীরিক অস্বাস্থ্যের প্রধান কারণ তাঁহাদিগের উপযুক্ত কার্য্যের অভাব। কিন্তু যদি তাঁহারা পরহিতব্রতে রত হইয়া দীন-দুঃখীর অভাব-মোচনের জন্য কার্য্য-প্রবণ হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের শরীর ও মন উভয়ই থাকিতে পারে। "একবার যদি শরীরের উপর মনের আধিপত্য পর্য্যাপ্তরূপে সংস্থাপন করিতে পারা যায়, তাহা হইলে শারীরিক ও মানসিক বল আপনা হইতেই আসিবে। হৃদয়ের সহিত শ্রমশীল হওয়া আর ঈশ্বরের মহাবিধির নিকট মস্তক অবনত করা, একই বস্তু। যাহারা সেই মহাবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া আপাত-তৃপ্তি-প্রদ বিলাসিতার অনুসরণ করে, তাহারা ঈশ্বরের নিয়মভঙ্গজনিত মহাপাপে লিপ্ত হয় এবং মানসিক সুখ ও শারীরিক স্বাস্থ্য—উভয়েই বঞ্চিত হয়। কিন্তু কর্ত্তব্যপালনজনিত আত্মপ্রসাদ সাংসারিক জীবনের সুখকে দ্বিগুণিত করে,"—এইরূপ বাক্যে তিনি উক্ত সম্রান্ত-মহিলাকে উদ্দীপিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

আগষ্ট মাসে বিবিধ মনস্তাপজন্য তিনি জ্বরাক্রান্ত হন। নেপল্‌সের শাসন-সমিতি সৈন্যগণের উপর গৌরব ও পুরস্কার প্রদান বিষয়ে অন্যথা ব্যবহার করায় তিনি প্রথমে বিরক্ত ও অবশেষে চ্যুত-ধৈর্য্য হইয়াছিলেন। নেপল্‌সের শাসনসমিতি, অন্যান্য নিয়মিত শাসনসমিতির ন্যায়, ক্রমে সজীবতা ও সহৃদয়তা হারাইতে লাগিলেন। পুরোহিত সম্প্রদায় ও প্রাচীন গবর্ণমেন্টের কর্ম্মচারিগণ প্রধানতঃ এই নবগঠিত শাসন-সমিতি-সভ্য-শ্রেণীভুক্ত হইয়া রাজ্যের হিত উপেক্ষা করিয়া নিজ নিজ স্বার্থসাধনে নিরন্তর ব্যস্ত রহিলেন; আর বিবিধ প্রকারে বর্ত্তমান গবর্ণমেন্টের কুৎসা ঘোষণা করিয়া ইউরোপীয় রাজবৃন্দের মনে প্রগাঢ় বিদ্বেষভাব উৎপাদন করিতে লাগিলেন। গ্যারিবল্ডীর কর্ণে এই সকল কথা অতিরঞ্জিতভাবে আসিতে লাগিল। সুতরাং তিনি ক্রোধে অগ্নিময় হইয়া উঠিলেন।

কিন্তু নেপল্‌সের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা—সকলেরই মনে গ্যারিবল্ডীর প্রতি ভক্তি আজও অটলভাবে রহিয়াছে। অধিক কি, নেপল্‌সবাসীরা এক প্রকার গ্যারিবল্ডীর উপাসক হইয়া উঠিয়াছিলেন। নেপল্‌সবাসীরা গ্যারিবল্ডীকে ক্যাপ্রেরা দ্বীপে এই মর্ম্মে একখানি পত্র লিখেন—"নেপল্‌সের অধিবাসিগণ আজ পত্রযোগে তাঁহাদিগের গ্যারিবল্ডীর নিকট উপস্থিত। প্রতিদিন, প্রতিঘণ্টা, প্রতিমুহূর্ত্ত—আমরা ভগবানের নিকট আমাদের পিতা জোসেফ্ গ্যারিবল্ডীর শুভ কামনা করিতেছি। তুমি আমাদের হৃদয়ে রাজত্ব করিতেছ। আমাদের পুত্রকন্যাগণ সর্ব্বাগ্রে তোমার নাম উচ্চারণ করিয়া থাকে এবং তাহাদিগের দৈনন্দিন প্রার্থনার সময় ঈশ্বরের নামের সঙ্গে তোমার নাম মিশ্রিত করে। তুমি আমাদের জাতির পিতা। তুমি একাকী বিপদ্ বা ক্লান্তিতে ভীত না হইয়া, আত্মজীবন দিয়া, আমাদের জাতির অসংখ্য লোকের জীবন রক্ষা করিয়াছ। তোমাতে আমাদের আশা আজও অমৃত রহিয়াছে এবং তোমাদিগের প্রতি আমাদিগের কৃতজ্ঞতা অবিচলিতভাবে বর্ত্তমান আছে। আমরা পুরুষ-পরম্পরাক্রমে পিতা হইতে পুত্রে—এই আশা ও এই কৃতজ্ঞতা সংক্রামিত করিব। আমাদের হৃদয়ের মর্ম্মস্থল হইতে আজ যে স্বর উত্থিত হইতেছে, আকাশ-বায়ু যেন তাহা বহন করিয়া ক্যাপ্রেরা দ্বীপে তোমার নিকট লইয়া যায়। গ্যারিবল্ডী! আমাদের প্রাণের গ্যারিবল্ডী। আমরা কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করিতেছি—তুমি যেন দীর্ঘজীবি হও। এই পত্র সর্ব্বপ্রথমে নেপল্‌সের নেসনেল্ (Nazionale) নামক পত্রিকায় সর্ব্বাগ্রে প্রকাশিত হয়। গ্যারিবল্ডী যে নেপল্‌সবাসিগণের হৃদয়ের অধিষ্ঠাতা দেবতা ছিলেন, এই পত্র দ্বারা তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণীকৃত হইতেছে।

এদিকে গ্যারিবল্ডীর কৃষিকার্য্যের ক্রমশঃ উন্নতি হইতে লাগিল। তিনি ক্রমশঃ তাঁহার কর্ষিত ভূমির পরিমাণ বাড়াইতে লাগিলেন। তিনি কৃষিকার্য্য ভালবাসিতেন বলিয়া আমেরিকা, ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও অন্যান্য দেশ হইতে তাঁহার সাহায্যার্থ বিবিধ যন্ত্র প্রেরিত হইয়াছিল। এই সকল যন্ত্রযোগে তাঁহার মরুতুল্য দ্বীপ অপূর্ব্ব শস্যশালী হইয়া উঠিল। তাঁহার গোলাগুলি বিবিধ প্রকার শস্যে পরিপূর্ণ হইল। প্রায়ই তাঁহাকে দেখিবার জন্য নানাস্থান ও নানাদেশ হইতে দর্শকমণ্ডলী তাঁহার আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। তাঁহাদিগের সহিত তিনি

প্রাণ খুলিয়া সস্নেহভাবে কথোপকথন করিতেন। তিনি কাহারও সম্বন্ধে কোন কর্কশ ভাষা ব্যবহার করিতেন না। অধিক কি, নেপল্‌সরাজ ফার্দিন্যান্দ সম্বন্ধেও কোন কথা উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহার উপর কোনও দোষ না দিয়া, তাঁহার মন্ত্রিবর্গকে তাঁহার অতীত অত্যাচারের জন্য দায়ী করিতেন। এই সকল দর্শকমণ্ডলীর অভ্যর্থনা, সেবা ও তাঁহাদিগের সহিত কথোপকথন করিতে তাঁহার অমূল্য সময়ের অনেকটা নষ্ট হইত বটে, কিন্তু তিনি তাহাতে বিরক্ত হইতেন না। বরং ইহা তাঁহার জীবনের একটি প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন।

চতুর্দ্দিক্ হইতে যেমন দর্শকমণ্ডলী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন, সেইরূপ নানা স্থান হইতে তাঁহার পরিগ্রহের জন্য বিবিধ বহুমূল্য উপঢৌকনও প্রেরিত হইত। সেই উপঢৌকনগুলি বহুমূল্য বলিয়া তাঁহার রুচিকর হইত না। এই জন্য সময়ে সময়ে তাঁহাকে সেগুলি প্রত্যাখ্যান করিয়া প্রদাতৃগণের মনকে ব্যথিত করিতে হইত। একদিন বহুমূল্য বিবিধ দ্রব্যজাত উপহার লইয়া একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তিনি সকল দেখিয়াই তাঁহাকে বলিলেন—"মহাশয়! যদি আমাকে সন্তুষ্ট করিতে চান, তাহা হইলে আমি আপনাকে সানুনয়ে নিবেদন করি যে, এক্ষণে অষ্ট্রীয়া রাজ্যের একাংশে মহাদুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। আমি দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থ একশত ফ্রাঙ্ক মুদ্রামাত্র প্রেরণ করিয়াছি। আমার তাহার অধিক সাহায্য প্রেরণ করার সামর্থ্য ছিল না। আপনি যদি এই সকল দ্রব্য বিক্রয় করিয়া সেই বিপন্ন ব্যক্তিগণকে প্রেরণ করেন, তাহা হইলে আমি আপনার নিকট চির-কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ থাকিব।" সেই ভদ্রব্যক্তি জানিতেন, গ্যারিবল্ডী অষ্ট্রীয়গণ কর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়া কি অবস্থায় প্রাণপ্রিয় আনিটাকে ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি তাঁহার এই অনুরোধে বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"কিন্তু তাহারা না অষ্ট্রীয়ান্?" গ্যারিবল্ডী উত্তর করিলেন—"এইরূপে বুঝি আপনারা খৃষ্টের উপদেশ কার্য্যে পরিণত করিবেন? তিনি না সকলের জন্য প্রাণোৎসর্গ করিয়াছিলেন? আর তিনি না প্রচার করিয়াছিলেন যে, মানবজাতি সকলেই পরস্পর ভাই-ভগিনী? যদি অষ্ট্রীয়ার শাসনপ্রণালী মন্দ হয়, তাহা হইলে তাহার অধিবাসিগণ আমাদের আরও দয়ার পাত্র। কারণ, তাহাদিগের অপরাধ কি?" এই কথা শুনিয়া সেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বিস্ময়স্তিমিতনেত্রে নীরবে গ্যারিবল্ডীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

রোম লইয়া আন্দোলন

এ দিকে রোমকে ইতালীরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য ইতালীর সমস্ত নগর একবাক্যে রাজাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রধান অমাত্য রিকাসোলীও জনসাধারণের মতে মত প্রকাশ করিলেন। ভিক্টর ইমানুয়েল সাধারণ স্রোতের গতি রোধ করা অসম্ভব মনে করিলেন। তথাপি যতদূর সাধ্য আপাততঃ রোম আক্রমণ নিবারণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি সেই সময় ফ্লরেন্সে গিয়াছিলেন। ফ্লরেন্সবাসীরা সমবেত হইয়া তাঁহাকে এই বিষয়ের জন্য অনুরোধ করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে এই বলিয়া উত্তর দিলেন—"ভদ্রগণ! আপনারা এতদূর অধীর হইবেন না—শান্ত হউন্। আপনাদিগকে খুলিয়া বলিতেছি যে, রোমের ব্যাপার অতিশয় গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে জটিল গ্রন্থি দ্বারা এই বিষয় আবদ্ধ রহিয়াছে—তাহা কাটিলে চলিবে না, ইহাকে ধীরে ধীরে খুলিতে হইবে, কিন্তু সে সময় সাপেক্ষ।"

খৃষ্টমাস (Christmas) দিনে গ্যারিবল্ডীকে ধন্যবাদ দিবার উপলক্ষে ট্রিচিনা (Trichina) নগরের অধিবাসিগণও গ্যারিবল্ডীকে এই মর্ম্মে এক আবেদনপত্র প্রেরণ করেন। তদুত্তরে তিনি তাঁহাদিগকে লিখেন—"আপনারা মনোযোগ পূর্ব্বক আমার কথা শ্রবণ করুন। আপনারা যে সর্ব্বাগ্রেই বিপ্লব-পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন, তাহা আমি জানি। আমরা যে অচিরাৎ সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইব, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। রোমের পুরোহিতগণ ও তাঁহাদিগের সমর্থকগণই যে আপনাদিগকে বিশেষ কষ্ট দিয়াছেন, তাহাও আমি জানি। কিন্তু তাঁহারা যাঁহাদিগকে বধ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মাংস ভক্ষণ করিয়া বাঁচিতে চান, বাঁচুন; অতঃপর তাঁহাদিগকে জীবিত মনুষ্যের মাংসভক্ষণ করিতে দেওয়া হইবে না। আমি আপনাদিগের সহিত শীঘ্রই মিলিত হইবার আশা করি। ইত্যবসরে আপনারা অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হউন্; এবং আপনাদিগের চতুর্দ্দিকের প্রদেশ সকলকেও সশস্ত্র হইতে উপদেশ দিউন্। তাহা হইলে দেখিবেন যে, পুরোহিতের দল অন্তর্দ্ধান করিবে।

আমাদিগের আরব্ধ কার্য্যপ্রণালী আপনারা শিরোধার্য্য করুন। ইতালী ও ভিক্টর ইমান্থয়েলের জয় উদ্‌ঘোষিত করুন্। ইহাই আমাদিগকে এত প্রবল করিয়া তুলিয়াছে।"

নববর্ষের অভিনন্দন প্রাপ্তির সময়ে রাজাও প্রকাশ্যরূপে বলিয়াছিলেন যে—"ইতালীর স্বাধীনতা পূর্ণ করিবার জন্য ইতালীকে নূতন প্রাণোৎসর্গ করিতে হইবে।" ফ্লরেন্সেও লোকের মনে এই ভাব বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, গ্যারিবল্ডী কোনও নূতন অভিযানের কল্পনা করিয়াছেন এবং রাজাও তাঁহার সহিত একমত হইয়া কার্য্য করা আবশ্যক বলিয়া মনে করিয়াছেন। যুবরাজও একটি স্থানীয় সভার প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বলিয়াছিলেন যে—"কোন সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে ইতালীর প্রত্যেক অধিবাসীকে সশস্ত্র পাওয়া যাইবে, এরূপ একান্ত আশ্বাস-বাক্য পাওয়া আবশ্যক হইয়াছে।"

এই সময় রাটাৎঝি (Ratazzi) প্রধান অমাত্যের পদে ব্রতী হন। তিনি পত্র লিখিয়া গ্যারিবল্ডীকে টিউরিণে আনয়ন করেন। মন্ত্রিবর রোম আক্রমণ বিষয়ে তাঁহার সম্পূর্ণ সাহায্য করিতে সম্মত হওয়ায়, তিনিও তাঁহাকে পূর্ণ হস্তাবলম্ব প্রদান করিতে স্বীকৃত হন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হইল যে, কোনও বৈদেশিক রাজশক্তিকে ইতালীর আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে দেওয়া হইবে না এবং রোমকে ইতালীর রাজধানী করিবার যে জাতীয় ইচ্ছা, তাহা পূর্ণ করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টা করিতে হইবে। এই কথা স্থির হইয়া গেলে গ্যারিবল্ডী টিউরিণ পরিত্যাগ করিয়া জেনোয়ার মধ্য দিয়া ক্যাপ্রেরায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। জেনোয়াবাসিগণ মহাসমাদরে ও মহোৎসবে তাঁহাকে গ্রহণ ও বিদায় করিলেন।

—

রাজকুমারগণকে লইয়া গ্যারিবল্ডীর দক্ষিণ-পরিভ্রমণ

আবার জুনমাসের শেষে গ্যারিবল্ডী যুবরাজ ও অন্যান্য রাজকুমারগণকে লইয়া প্যালার্মো যাত্রা করিবার মানসে ক্যাপ্রেরা দ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া আসিলেন। তিনি আসিতেছেন শুনিয়া, প্যালার্মোর নগরসমিতি তাঁহাদের প্রতি তৎকৃত উপকারাবলী আলোচনা করিয়া এবং তজ্জন্য তাঁহার প্রতি তাঁহাদিগের প্রগাঢ় কৃতজ্ঞতা জানাইয়া নগরের স্থানে স্থানে ঘোষণাপত্রসকল লিপ্ত বা বিলম্বিত করিয়া দিলেন। অবশেষে নগরের ট্রিনাক্রিয়া হোটেলে আসিয়া তিনি যখন উপস্থিত হইলেন, তখন অসংখ্য লোক হোটেলের বহির্ভাগে সমবেত হইয়া তাঁহার দর্শনার্থ চীৎকার করিতে লাগিল। গ্যারিবল্ডী তাহাদিগের চীৎকারে অস্থির হইয়া হোটেলের বারান্দায় বহির্গত হইয়া বলিলেন—"প্যালার্মোর অধিবাসিবৃন্দ! আমি তোমাদিগকে অভিবাদন করি। আমরা বিপদের সময় পরস্পরকে চিনিয়াছি। যদি কোন স্থানের লোকের প্রতি আমার বিশেষ স্নেহ থাকে, সে তোমাদের প্রতি। সেই রণমুখে তোমরা আমায় যেরূপ সাহায্য করিয়াছিলে, তাহাতে তোমরা সমস্ত ইতালীর কৃতজ্ঞতাভাজন এবং সমস্ত পৃথিবীর প্রশংসাপাত্র হইয়া আছ। সত্য বলিতেছি, তোমাদের ভাবোচ্ছ্বাসে আমার হৃদয় গলিত হইয়াছে। তোমরা আমাকে কাঁদাইবার চেষ্টা করিতেছ। আমি তোমাদিগকে অন্তরের সহিত অভিবাদন করিতেছি। জানিও, আমি তোমাদের সহিতই রহিয়াছি এবং শীঘ্র তোমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতেছি না!"

পরদিন গ্যারিবল্ডী রাজকুমারগণ ও তদীয় পুরাতন বন্ধু পল্লভিসিনি এবং প্যালার্মোর মেয়র সমভিব্যাহারে সৈন্য-পরিদর্শনী দেখিতে গেলেন। দুই দলে বিভক্ত রাজকীয় সৈন্যগণের প্রকাণ্ড কৃত্রিম যুদ্ধ হইয়া গেল।

প্রায় দুই লক্ষ নগরবাসী সেই সৈন্যপরিদর্শনীতে গ্যারিবল্ডীকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তিনি উদ্দীপনাপূর্ণ বাক্যে তাহাদিগকে ইতালীর একতাসাধনকার্য্যে ব্রতী হইতে বলিলেন; বলিলেন, "জানিও যে, ইতালীর মধ্যে দুই জন লোক তোমাদিগকে কখনই প্রবঞ্চিত করিবে না। সে দুইজন লোক—ভিক্টর-ইমান্থয়েল্ ও আমি। রোম ও ভিনিস অচিরকালমধ্যেই সমবেত ইতালীর অন্তর্ভুক্ত হইবে। কিন্তু তাহার সংসাধনের জন্য নব নব আত্মোৎসর্গের প্রয়োজন। ইতালীকে এক করিতেই হইবে! করিতেই হইবে! করিতেই হইবে!"

গ্যারিবল্ডী প্যালার্মো পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রথমে ত্রেপণী (Trapani) এবং পরে মার্সালায় (Marsala) গমন করিলেন। মার্সালার সমস্ত অধিবাসী যেন একপ্রাণ ও একদেহ হইয়া গ্যারিবল্ডীসকাশে উপনীত হইল এবং তাঁহাকে 'মার্সালার বীর' (The Hero of Marsala) এই উপধি প্রদান করিল। নগরের মেয়র (Mayor) ও শাসনসমিতি (Council) জাতীয়

সেনা লইয়া চারি পাঁচ মাইল অগ্রসর হইয়া মহাসমারোহে তাঁহাকে প্রত্যুদ্গমন ও অভিবাদন করিতে আসিয়াছিলেন। নগরপ্রাসাদাবলীর সমস্ত গবাক্ষে জাতীয় পতাকা উড্ডীন করা হইয়াছিল এবং নগরের ক্যাথিড্রাল সুসজ্জিত করিয়া যাজকমণ্ডলী তথায় তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইলেই তাঁহারা মহাসমাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, তাঁহার কল্যাণসূচক ভগবৎ-স্তোত্র অভিগীত করিতে আদেশ দিলেন। সঙ্গীতাবসানে একজন মঙ্ক বা পুরোহিত মঞ্চোপরি আরোহণ করিয়া গ্যারিবল্‌ডীবিষয়ে এমন একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিলেন যে, তাঁহার বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে গ্যারিবল্‌ডী তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং বলিলেন যে, "আপনিই খৃষ্টের প্রকৃত প্রচারক।"

নগরবাসিগণ তাহার পর গ্যারিবল্‌ডীকে তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট প্রাসাদে বর্ণনাতীত সমারোহের সহিত লইয়া গেল। গ্যারিবল্‌ডী প্রাসাদমঞ্চোপরি আরোহণ করিলে, জনসাধারণমধ্যে অতি গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। গ্যারিবল্‌ডী প্রশান্ত ও গুরুগম্ভীরস্বরে তাঁহার চিরলালিত ইতালীয় একতা-বিষয়ে এক উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা করিলেন। বলিলেন:—"সেই সময় আসিয়াছে, যখন আমরা আর জন্মভূমির বক্ষে বৈদেশিকের পদাঘাত সহ্য করিতে পারিব না। ভ্রাতৃগণ! ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ন্ যে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা ইতালীর উপকারার্থ নহে। আমরা তাঁহাকে নাইস্ ও সেভয় দিয়াছি, তথাপি তিনি তাহাতে পরিতৃপ্ত নহেন। তিনি আরও চাহেন। হাঁ, আমি সব জানি। তাঁহার পরিবারবর্গের একজনকে রোমে ও নেপল্‌সে এবং অন্যান্য ব্যক্তিকে ইতালীর অন্যান্য খণ্ডে অভিষিক্ত করিবেন, সঙ্কল্প করিয়াছেন। আমি ইহা নিশ্চয় জানি! নিশ্চয় জানি! সুতরাং তাঁহার নিকট সাহায্য ভিক্ষা করা আমাদের কর্ত্তব্য নহে, এবং তাহার কোনও আবশ্যকতা নাই। কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি যে, ফ্রান্সের জনসাধারণের সহানুভূতি আমাদের অনুকূলে। যদি নেপোলিয়ন রোম হইতে অপসৃত হন, তাহা হইলে সে রাজধানী আমাদেরই। আজ তোমাদিগের সহিত সাক্ষাৎকারলাভ হওয়ায় আমার মনে অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদয় হইয়াছে। ভগবান্ তোমাদের মঙ্গলবিধান করুন্! আজ বিদায়!"

ফরাসী সম্রাট্ নেপোলিয়নের অনুরোধে মন্ত্রিবর রাটাজি (Ratezzi) গ্যারিবল্‌ডীকে বন্দী করিয়া সিসিলী হইতে ক্যাপ্রেরা দ্বীপে পাঠাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন; কিন্তু ভিক্‌টর ইমানুয়েল্ তাঁহাকে এই দুর্ব্ব্যবহার হইতে নিরস্ত হইতে বলিয়া, গ্যারিবল্‌ডীকে স্বহস্তে গোপনে এই মর্ম্মে এক পত্র লিখেন যে, তিনি যদি প্যালার্মোতে যেরূপ বক্তৃতা করিয়াছিলেন, এরূপ বক্তৃতা আর করেন, তাহা হইলে নেপোলিয়নের সহিত সংঘর্ষ পরিহারের জন্য অগত্যা তিনি তাঁহাকে ক্যাপ্রেরা পাঠাইতে বাধ্য হইবেন।

গ্যারিবল্‌ডীর প্রতি রাজাদেশ ও গ্যারিবল্‌ডীর উপেক্ষা

রাজা মন্ত্রীর উত্তেজনায় প্যালার্মোর শাসনকর্ত্তা (Prefect) সেনাপতি কিউজিয়াকে (Cugia) লিখিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি যেন মার্সালার নগরপালকে ও নগরের শাসন-সমিতিকে বলেন যে, তাঁহারা গ্যারিবল্‌ডীর গতি পর্য্যবেক্ষণ করেন, আর তাঁহার ভলন্টিয়ার সৈন্যগণকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে প্যালার্মোয় পাঠাইয়া দেন। তথায় পৌঁছিলে গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের ভার লইবেন এবং তাঁহাদিগের প্রত্যেককে গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে নিজ নিজ আলয়ে পাঠাইয়া দিবেন। নগরপাল ও নগরের শাসন-সমিতি রাজাদেশ পাইয়া তাঁহার সহিত গোপনে দেখা করিতে চাহিলেন, কিন্তু গ্যারিবল্‌ডী তাহাতে অস্বীকৃত হইলেন। তিনি আপনার সৈনিককর্ম্মচারিগণকে তাঁহাদিগের কথোপকথনে সাক্ষিস্বরূপ নিজের কাছে রাখিতে চাহিলেন। তাঁহারা অগত্যা তাহাতেই সম্মত হইয়া গ্যারিবল্‌ডী-সকাশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং আপনাদিগের দায়িত্ব ক্ষালনার্থ রাজাদেশ তাঁহাকে দেখাইলেন। গ্যারিবল্‌ডী ক্রোধে স্বরাবর্ত্তন করিয়া বলিলেন—"এ আদেশ-পত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে লিখিত হইয়াছে। আমি ভিক্টর ইমানুয়েলের মনের কথা সকলই জানি। মন্ত্রিগণ বৈদেশিক রাজবৃন্দকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য রাজাকে এই আদেশ-পত্রে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করিয়াছেন। দুই বৎসর পূর্ব্বে রাজা আমাকে ঠিক এইরূপ একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি আমাকে মেসিনা প্রণালী অতিক্রম করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কারণ, তখনও নেপল্‌সের রাজার সহিত তাঁহার সন্ধির প্রস্তাব চলিতেছিল। সে সময় আর এ সময়ের অবস্থান ঠিক একরূপই। সুতরাং আমি যেমন তখন রাজাদেশ লঙ্ঘন করিয়াছিলাম, এখনও সেইরূপ করিব!" কিন্তু যখন সমর-সচিবের পত্র তাঁহাকে দেওয়া হইল, তখন তিনি ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া বলিলেন

যে, তিনি রাজাকে স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন বটে, কিন্তু তাঁহার মন্ত্রিগণকে তিনি গ্রাহ্যও করেন না। এই কথা বলিয়া তিনি মেডিসির পত্র না খুলিয়াই পত্রবাহকের হস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন। রাজা ও তদীয় মন্ত্রিগণ গ্যারিবল্ডীর এই ব্যবহারে ক্রোধে অগ্নিময় হইয়া উঠিলেন।

এ দিকে গ্যারিবল্ডী নির্ভীক-চিত্তে সসৈন্য ইতালী পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তিনি রোক্কা-পলোম্বায় (Rocca-palomba) গিয়া সমবেত দর্শক-মণ্ডলীকে বলিলেন—"আমি আপনাদিগের উচ্ছ্বাস দেখিয়া আশ্বস্ত হইয়াছি। যাহা ভালরূপে আরব্ধ হইয়াছে, তাহার পরিণামও অবশ্য ভাল হইবে।" অমনি জনসাধারণ চীৎকার করিয়া উঠিল—"রোম বা মৃত্যু! (Romo o morte!)।" গ্যারিবল্ডী উত্তর দিলেন—"হাঁ—রোম বা মৃত্যু! আমাদের বাক্য আমরা কার্য্যে পরিণত করিব।" এমন সময়ে একদল স্ত্রীলোক গ্যারিবল্ডীর বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া উঠিল। তখন গ্যারিবল্ডী সেই রমণীগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—"হাঁ, আমরা রোমে যাইব, আমাদিগের জাতীয় স্বাধীনতার এই নব পরি-রক্ষণে তোমাদিগেরও অংশ থাকিবে। ইতালীর রমণীবৃন্দ! তোমরা কাঁদিয়া বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া এবং ভয়ে স্বামী ও পুত্রগণকে সমরগমনে বিরত না করিয়া, অতঃপর স্পার্টান্ রমণীগণের ন্যায় তাহাদিগকে যুদ্ধে পাঠাইয়া দিবে এবং যে কাপুরুষগণ ইতস্ততঃ করিবে, তাহাদিগকে রণক্ষেত্রে যাইতে বাধ্য করিবে। যদি তাহা না কর, তাহা হইলে তোমাদের স্বামি-পুত্রগণ সকলে দাস হইবে এবং দাসত্ব অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়স্কর। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে লোকাভাবেই বোর্ব্বনদিগকে মেসিনায় রাখিয়া আসিতে হইয়াছিল। সুতরাং তাহারা তথা হইতে আসিয়া তোমাদিগকে আবার দাসত্ব-শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত করিল। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে আমরা সেই আরণ্য পশুকে তাহার গর্ত্তে আসিয়া ধরিলাম, কিন্তু সেখানেও নেপোলিয়ন্ আমাদিগের গতিরোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। * * * আবার এক্ষণে তিনি আমার রোমাভিমুখিনী গতি রোধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। যে রোম অধিকার করিবার জন্য সমস্ত ইতালী উন্মত্ত হইয়াছে, তিনি আমাদিগকে সেই রোম অভিমুখে যাইতে দিতেছেন না। কিন্তু আমরা যাইব; যাইয়া তাঁহার এই বাধাদানের প্রতিশোধ লইব।"

গ্যারিবল্ডী সেই মহতী সেনা লইয়া রোক্কাপ-লোম্বা হইতে পত্রিনায় (Patrina) এবং তথা হইতে ক্যাটানিয়ায় (Catania) গমন করিলেন। নগরের অধিবাসিগণ মহাসমারোহে তাঁহার অভ্যর্থনা করি-লেন। এই মহোৎসবের সময়ে উভয়পক্ষের বন্ধুগণ রাটাজ্জি মন্ত্রিদলের অনুরোধ লইয়া গ্যারিবল্ডীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা গ্যারিবল্ডীকে এ অভিযান হইতে নিরস্ত হইতে বলিলেন। কারণ, তাঁহারা বলিলেন, মেসিনা ও ক্যাটানিয়া দুর্গ দ্বারা সুসংরক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু গ্যারিবল্ডী তাঁহাদিগের বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া ক্যাটানিয়া হইতে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ২৪শে আগষ্ট নিম্নলিখিত ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন :—

"যদি আমি আমার দেশের জন্য কিছু করিয়া থাকি ত, আপনারা আমার কথায় বিশ্বাস করুন। আমি বিজয়িভাবে রোমে প্রবেশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। আমি হয় ইহা অধিকার করিব, নয় ইহার প্রাকারমূলে প্রাণত্যাগ করিব। যদি আমি মরি, আপনারা আমার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবেন এবং আমার আরব্ধ কার্য্য পরিসমাপ্ত করিবেন।

"ইতালী দীর্ঘজীবী হউক! ভিক্টর্ ইমানুয়েল্! তুমি রোমের সিংহাসনে আসীন হও, ইহাই আমার ঐকান্তিক ইচ্ছা।

সেনাপতি গ্যারিবল্ডী।"

রোম-অভিযান ও আস্প্রোমণ্টেতে রাজসৈন্যের সহিত সংঘর্ষ

গ্যারিবল্ডী আপনার ভলণ্টিয়ার সেনার মধ্য হইতে বাছাই বাছাই সৈন্য লইয়া অতি দুর্গম পথ দিয়া রোমাভিমুখে যাত্রা করিলেন। প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে, পথিশ্রমে ও ক্ষুধাতৃষ্ণায় সেই অল্প-সংখ্যক সৈন্যেরও অনেকে আবার মৃত্যু-মুখে পতিত হইতে লাগিলেন। ২৮শে আগষ্ট সায়ংকালে অবশিষ্ট সৈন্য-সহ গ্যারিবল্ডী আস্প্রোমণ্টের (Aspromonte) অধিত্যকাভূমিতে গিয়া শিবির-সন্নিবেশ করিলেন। এই অধিত্যকাভূমি রিজ্জিয়ো প্রদেশের উত্তর-পশ্চিম ও ক্যালাব্রিয়া প্রদে-শের অন্তর্গত। যখন উক্ত অধিত্যকাপ্রদেশে তিনি উত্তীর্ণ হইলেন, তখন তাঁহার সৈন্যসংখ্যা—পঞ্চদশ শত মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

সেই অধিত্যকাপ্রদেশে দুইটিমাত্র গৃহবাটিকা ছিল। তাহার অন্যতরের একটি ক্ষুদ্র গৃহে সেনাপতি স্বয়ং আশ্রয় লইলেন। সেই রাত্রিতে অতিশয় শীত পড়িয়া-ছিল এবং তাহার উপর প্রচণ্ড ঝটিকার সহিত মুষল-ধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল। তাঁহার ভলণ্টিয়ারগণ সেই

আপনি সেই প্রকাণ্ড অবদানের প্রাণভূত ও নেতা হইয়া একাকী এই নগরে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বপ্রথমে সমবেত ইতালীর ধ্বজা উত্তোলন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে নেপল্‌সের আবালবৃদ্ধবনিতা অধিবাসিবৃন্দ মহোচ্ছ্বাসে ও মহোৎসবে আপনাকে উদ্ধারকর্ত্তা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। যে কৃতজ্ঞতা মানুষকে দেবতা করে এবং যে কৃতজ্ঞতা মানবীয় হৃদ্‌বৃত্তির পবিত্রতম ভাব, আজ আমরা যদি আপনার এই দুঃখে উদাসীন থাকি, অথবা এই দুর্দ্দিনে আপনার দুঃখকে যদি জাতীয় দুঃখ বলিয়া ঘোষণা না করি, তাহা হইলে আমরা সেই পবিত্রতম কৃতজ্ঞতা-বিহীন হইব। প্রখ্যাতনামা বন্দী! আজ নেপল্‌স আপনার নিকট এই প্রীতিপূর্ণ অভিনন্দন পত্র প্রেরণ করিয়া তাহাদিগের হৃদয়ের গভীর শোক জানাইতেছে। যেমনই ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটুক না কেন, আপনি যে আমাদিগকে ইতালীয় করিয়াছেন, এ গৌরবমুকুট আপনার মস্তক হইতে কখনই স্খলিত হইবে না! এ উপকারের স্মৃতি আমাদিগের অন্তর হইতে কখনই বিলুপ্ত হইবে না!"

ইতালীর নানা স্থলে এবং লণ্ডন, বার্মিংহাম, গ্লাস্‌গো ও ম্যাঞ্চেষ্টার প্রভৃতি ব্রিটেনের প্রধান প্রধান নগরে গ্যারিবল্‌ডীর প্রতি সহানুভূতি-প্রদর্শনার্থ অনেক সভাসমিতি আহূত হইয়াছিল।

যখন ভারিগ্‌নানো (Varignano) নগরে গ্যারিবল্‌ডী জাহাজ হইতে অবতরণ করিলেন, সে সময়ের দৃশ্য অতি হৃদয়বিদারী হইয়াছিল। সমবেত দর্শকমণ্ডলী তাঁহার সেই দুরবস্থা দেখিয়া শোকাবেগ সংবরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহাদিগের অশ্রুজল দেখিয়া গ্যারিবল্‌ডীও নিতান্ত দুঃখাভিভূত হইয়া বলিলেন—"প্রিয় বৎসগণ! ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া শুভদিনের প্রতীক্ষা কর; তোমরা কি দেখিতেছ না যে, গ্যারিবল্‌ডী এখনও মরে নাই।" এই বলিতে বলিতে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন সকলে তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া শিবিকায় তুলিয়া স্পেজিয়া (Spezzia) লইয়া গেল। তথাকার কারাগারের কোন এক ঘর তাঁহার বাসার্থ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। আপাততঃ তাঁহাকে তথায় লইয়া যাওয়া হইল। তথায় তাঁহার ক্ষতবন্ধনের জন্য কোনও বন্দোবস্ত করা হয় নাই।

ইত্যবসরে ম্যাঞ্চেষ্টার হইতে একজন মহিলা তাঁহার শুশ্রূষার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি গ্যারিবল্‌ডীর সেবাশুশ্রূষা ও চিকিৎসার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন—সমস্ত নিজ অর্থে ক্রয় করিয়া লইলেন। ধন্য ইংলণ্ড! ধন্য তোমার মানব-প্রেম!

ম্যাট্‌সিনি গ্যারিবল্‌ডীর রোম-যাত্রার এক পক্ষ পূর্ব্বে ইহার অযৌক্তিকতা প্রতিপাদন করিয়া তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ করেন। তথাপি ফ্রান্সের, টিউরিণের এবং ইংলণ্ডের কতিপয় লোক এই রোমযাত্রার অপরাধ তাঁহার স্কন্ধে চাপাইতে চেষ্টা করেন। এ দিকে আবার আর কতকগুলি লোক গ্যারিবল্‌ডীকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে, ম্যাট্‌সিনি ও তৎপক্ষভূত লোকের ষড়্‌যন্ত্রেই তাঁহার এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। গ্যারিবল্‌ডীর কোন প্রিয়বন্ধু এই মর্ম্মে তাঁহাকে এক পত্র লিখিলে তিনি পত্রখানি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন যে—"আমার বন্ধু নিজেই প্রতারিত হইয়াছেন, তিনি বোধ হয়, এ সকল সংবাদ টিউরিণ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহা তাঁহার নিতান্ত ভ্রম। আমাকে এ কার্য্যে কেহ প্রণোদিত করে নাই। আমি কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়াই এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। শত অভিযানে কৃতকার্য্য হইয়া আমি দৈবদুর্ব্বিপাকে একটি অভিযানে অকৃতকার্য্য হইলাম। দুর্ভাগ্যবশতঃই আমি আহত হইয়া পড়িলাম। অন্যথা আমি নেপল্‌সে যেমন বিজয়িভাবে প্রবেশ করিয়াছিলাম, রোমেও নিশ্চয় সেইরূপভাবে প্রবেশ করিতাম।"

ইতালী, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অস্ত্রচিকিৎসকগণের সবিশেষ যত্নেও তাঁহার যাতনা নিবারণ হইল না। তিনি বহুদিন ধরিয়া শয্যায় পড়িয়া নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিলেন। দেখিতে দেখিতে অক্‌টোবর মাস আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শরীরে আরোগ্যচিহ্ন দেখা দিল। তাঁহার পীড়া একটু একটু করিয়া উপশমিত হইতেছে দেখিয়া তাঁহার চিকিৎসকেরা আশ্বস্ত হইয়া তাঁহাকে অধিকতর প্রশস্ত ও অধিকতর বায়ুসঞ্চালিত গৃহে লইয়া যাইতে উপদেশ দিলেন। তাঁহাদিগের উপদেশমত কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে, তাঁহার ক্ষুধাবৃদ্ধি হইতে লাগিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চিত্তের প্রফুল্লতাও পরিবর্দ্ধিত হইলে, তাঁহার যাতনাও কমিতে আরম্ভ হইল। তখন গ্যারিবল্‌ডী তাঁহাকে পাইসায় (Pisa) লইয়া যাইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তদনুসারে ৮ই নবেম্বর তাঁহাকে পাইসা নগরে লইয়া যাওয়া হইল।

এই কারাবাসের সময় এত লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিল যে, তাঁহাদিগকে দর্শন দিলে গ্যারিবল্‌ডীর জীবনের অতি অল্প আশাই থাকিবে বলিয়া তাঁহার চিকিৎসকেরা তাঁহার সদৃশ-আকারের এক ব্যক্তিকে গ্যারিবল্‌ডী সাজাইয়া কারাগবাক্ষে বসাইয়া দিতেন। সেই ব্যক্তি জনসাধারণের অভিনন্দন গ্রহণ করিতে করিতে ও তাঁহাদিগের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে অবসন্ন হইয়া পড়িত। বিশেষতঃ ইতালীয়

লোকেরা এরূপ গ্যারিবল্ডী-ভক্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে, সেই কৃত্রিম গ্যারিবল্ডীর একগাছি চুল বা একটু নখ না পাইলে কিছুতেই গৃহে ফিরিয়া যাইত না। সুতরাং সেই কৃত্রিম গ্যারিবল্ডীর কেশনখাদি ছেদন করিতে করিতে প্রাণবিয়োগ হইয়া যাইত। যে দেশে এরূপ বীরপূজা আরম্ভ হয়, সে দেশ যে শীঘ্র উঠিয়া যাইবে—তাহাতে আর বিচিত্রতা কি ?

রাটাঝ্‌ঝি-অধিষ্ঠিত মন্ত্রি-সমিতির পতন

ইত্যবসরে টিউরিণে মহাসভার এক অধিবেশন হয়। সেই সভায় প্যালার্ম্মোর প্রতিনিধিরূপে আন্টো-নিয়া মেরিণো (Antonio Marino) নামক এক ব্যক্তি গমন করেন। তিনি সেই মহাসভায় এরূপ এক বক্তৃতা করেন যে, তদনুরূপ বক্তৃতা আর সে সভায় শ্রুত হয় নাই। তিনি সেই বক্তৃতার এইরূপে উপসংহার করেন:—"সভ্যগণ! মন্ত্রিসমিতির কার্য্যে সকলেই অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহাদিগের নিজের উপর কোনও কর্তৃত্ব নাই। তাঁহারা বৈদেশিক প্রভুশক্তি দ্বারা চালিত হইতেছেন। এইজন্য দেশস্থ সকল লোকেই ক্রমে ভগ্নহৃদয় হইয়া পড়িতেছে। ক্রমে অরাজকতা রাজ্যমধ্যে নিজ অধিকার বিস্তার করিতেছে। সুতরাং ইতালীয় জাতি আশাশূন্য হইয়া পড়িতেছে। আমার হৃদয়ের প্রকৃত কথা খুলিয়া বলিব। আমি অন্যান্য সভ্যগণকেও জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাঁহারা সত্য করিয়া বলুন, আমার বাক্য যথার্থ কি না। আমাদের জাতির মনে আশা নাই এ কথা বোধ হয় আমার বলা ঠিক হয় নাই। কারণ, ইহাদিগের একমাত্র আশা এখনও আছে, তাহা এই মহাসভার নিকটে। এই মহাসভাই এক্ষণে মৃত্যু বা জীবন-দণ্ডের একমাত্র কর্ত্তা।" তিনি এই সকল কথা বলিয়া গ্যারিবল্ডীর কার্য্যের সমর্থন করিলেন এবং তাঁহার প্রতি যে অত্যাচার হইয়াছে, তাহা উজ্জ্বলরূপে বর্ণনা করিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া মহাসভার সভ্যগণ অমাত্যসমিতির উপর অগ্নিময় হইয়া উঠিলেন। সুতরাং রাটাঝ্‌ঝি-অধিষ্ঠিত মন্ত্রি-সমিতি পদচ্যুত হইলেন।

গ্যারিবল্ডীর গৃহ-গমন

গ্যারিবল্ডী আরোগ্যলাভ করিয়া ক্যাপ্রেরা দ্বীপে প্রত্যাগত হইলেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে তিনি মহাসভার প্রতিনিধি মনোনীত হইলেন। ইহার মধ্যকাল তিনি উৎপীড়িতগণের সহিত সহানুভূতি প্রকাশে অতিবাহিত করিলেন। এ সময় তিনি কোনও শারীরিক পরিশ্রম-সাধ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেন না বলিয়া কেবল চিঠিপত্র লেখায় ব্যাপৃত থাকিতেন।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

গ্যারিবল্ডীর ইংলণ্ড-যাত্রা।

(১)

এস গ্যারিবল্ডী এস ব্রিটন-ভিতর!
পরাব গৌরব-মালা গলেতে তোমার!
নিষ্কোষিত হয় নাই তব তরবারি—
কভু, বিনা নিবারিতে দাস-অশ্রুবারি!

(২)

ধরে নাই অস্ত্র কভু আপনার তরে—
কর-যুগল তোমার, ওহে বীরবর!
মঙ্গল বিতর তুমি সদা দুই করে,
প্রতিদান কভু তুমি লও না তাহার!

(৩)

এইমাত্র নিন্দা তব করে শত্রুগণ;
হৃদয় উদার তব! প্রেমও গভীর—
তথা—বিশ্বব্যাপী! শত্রুমিত্রজ্ঞান—
নাহি তব, যোগ্য নহে ইহা এ কালের।

ইংরাজকবি এই মর্ম্মে গান করিয়া গ্যারিবল্ডীকে ব্রিটনদ্বীপে আহ্বান করিলেন। গ্যারিবল্ডীও অনেক দিন অবধি ইংলণ্ডে যাইবেন বলিয়া মানস করিয়াছিলেন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা-নিবন্ধন যাইতে পারেন নাই। বিশেষতঃ রাজনৈতিক জগৎ শান্তিময় থাকায় এক্ষণে যেরূপ সুবিধা উপস্থিত হইয়াছে, এরূপ সুবিধা ভবিষ্যতে না ঘটিতে পারে বলিয়া, তিনি এই সময়েই ইংলণ্ডে যাওয়া স্থির করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া ইংলণ্ডের অনেক বড় বড় লোক তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহাদিগের আগ্রহাতিশয় ও নিজের বলবতী ইচ্ছা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া গ্যারিবল্ডী ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন।

রিপণ নামক জাহাজ তাঁহাকে বহন করিয়া ব্রিটেনের সমুদ্রোপকূলে আনিয়া উপস্থিত হইয়াছে, এই সংবাদ শুনিয়া সাউথাম্পটন (Southampton)

উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিল। ব্রিষ্টল, লণ্ডন, নিউকাসল-অন্-টাইন এবং ইংলণ্ডের অন্যান্য নগর হইতে অসংখ্য লোক তাঁহার অভ্যর্থনার্থ সাউথাম্পটনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পোল্, হঙ্গেরীয়, ইতালীয় প্রভৃতি বৈদেশিকগণ ইংরাজগণের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনার্থ ছুটিতে লাগিলেন।

ব্রিটনে গ্যারিবল্ডীর অভ্যর্থনা

গ্যারিবল্ডী ৩রা এপ্রিল রবিবার বেলা চারি ঘটিকার সময় প্রাণাধিক পুত্র মিনোত্তী এবং বস্কো, লুগেসা ও কর্ণেল চেম্বার্স-নামক সেক্রেটারীত্রয় আর তাঁহার ইতালীয় চিকিৎসককে লইয়া সাউথাম্পটনের ডকে অবতরণ করিলেন। সম্মুখের পথ তাঁহার দর্শনার্থী লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার জাহাজ দৃষ্টিপথে পতিত হওয়া অবধি লোকে ক্রমাগত হর্ষ-নিনাদ করিতেছিল। যখন তিনি জাহাজ হইতে নামিলেন, তখন লোকে হর্ষোন্মত্ত হইয়া জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। গ্যারিবল্ডী যদিও জাহাজ হইতে অবতরণের পূর্ব্বেই এই মন্তব্য প্রচার করিয়াছিলেন যে,—"প্রিয়-বন্ধুগণ! আমি কোন প্রকার রাজনৈতিক আন্দোলন উদ্দীপিত করিতে চাহি না"—তথাপি লোকে তাঁহার নিষেধ মানিল না। মানিবে কেন? স্বাধীনতার চির-আবাস-ভূমি ইংলণ্ড আজ ইতালীর উদ্ধারকর্ত্তাকে স্বয়মাগত পাইয়া কোন্ প্রাণে এই মহাপুরুষকে উপেক্ষা করিয়া নিজ ধবল যশে কলঙ্ককালিমা অর্পণ করিবে?

৪ঠা এপ্রিল সোমবার গ্যারিবল্ডীর সম্মানার্থ সাউথাম্পটনের টাউনহলে অসংখ্য লোক সমবেত হইলেন। অনেকে তাঁহার অদ্ভুত গুণগ্রামের প্রশংসা করিয়া—তাঁহার আগমনে ইংলণ্ডের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা প্রীত হইয়াছেন—এই কথা জানাইয়া তাঁহাকে অভিনন্দন-পত্র প্রদান করিলেন। গ্যারিবল্ডী তদুত্তরে নিম্নলিখিত মর্ম্মে একটি বক্তৃতা করিলেন:—

"আমি যে ইংরাজ-জাতির আমার প্রতি সহানুভূতির এই প্রথম প্রমাণ পাইলাম, এরূপ নহে। আর আমার প্রতি তাঁহাদিগের সহানুভূতি যে শুদ্ধ বাক্যে প্রকাশ হইয়াছে, এরূপও নহে। আমি সে সহানুভূতির প্রমাণ অনেক কার্য্যে প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার জীবনের অনেক স্থলে এই সহানুভূতি প্রকাশিত হইয়াছে। ইংরাজজাতির সাহায্য না পাইলে আমাদিগের দক্ষিণ-ইতালীয় অভিযান ব্যর্থ হইয়া যাইত। ইংরাজজাতি লোক দিয়া, অর্থ দিয়া এবং সর্ব্বোপরি অস্ত্র-শস্ত্র দিয়া আমাদিগকে সাহায্য না করিলে সে সঙ্কটে আমরা কোনমতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিতাম না। এরূপ সাহায্য করা তাঁহাদিগের চিরাভ্যস্ত। মানবজাতির যে কোন পরিবার স্বাধীনতা-সমরে যখনই প্রবৃত্ত হইয়াছে, তখনই ইংলণ্ড মুক্তহস্তে তাহার সমস্ত অভাব পূরণ করিয়াছেন। তাঁহারা আমাদিগের উৎসাহার্থ যে সকল উৎসাহ-বচন বলিয়া থাকেন, তজ্জন্য ইতালীবাসীরা তাঁহাদিগের নিকট চির-কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ থাকিবেন। নগরপাল আমার সম্মানার্থ যে সকল উদার ও দাক্ষিণ্যপূর্ণ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তদুত্তরে আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, আমার জীবন আমি দেশের জন্য উৎসর্গীকৃত করিতে পারি নাই; তবে যে আমি দেশের জন্য কিছুই করি নাই, তাহাও বলিতেছি না—আমার ও মানবমাত্রেরই যাহা কর্ত্তব্য, আমি তাহার কিয়দংশমাত্র সম্পন্ন করিয়াছি। আপনারা আজ আমার প্রতি যে সহৃদয় সহানুভূতি-প্রদর্শন ও সদয় অভ্যর্থনা করিলেন, তজ্জন্য আপনাদিগকে আমি অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিয়া আমার প্রত্যুত্তরের উপসংহার করিতেছি।"

গ্যারিবল্ডী আইল্-অব-ওয়াইটে (Isle of wight) দুই দিন থাকিতে না থাকিতে বুঝিতে পারিলেন যে, ইংলণ্ডের ও স্কটলণ্ডের লোকসাধারণের এবং বণিক্-সমিতি ও সভা-সমিতি সকলের তাঁহার প্রতি সম্মান-প্রদর্শনার্থ এরূপ দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছা হইয়াছে যে, তাঁহারা তাঁহার ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ড পরিভ্রমণকালে তাঁহার রাজোচিত পূজা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। ম্যাঞ্চেষ্টর হইতে চারিশত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নাম স্বাক্ষর করিয়া তাঁহার নিকট এক নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠাইলেন। ব্রিষ্টল্ও লণ্ডনের অনুবর্ত্তন করিলেন। এ দিকে নটিংহাম্ বর্মিংহাম্, লিভারপুল, ইয়র্ক, ডণ্ডী, গ্রীনক্, এডিনবরা, গ্লাসগো এবং রচ্‌ডেল্ প্রভৃতি নগর হইতে শ্রমজীবিগণের প্রতিনিধিগণ ও নগরসমিতি সকলের কর্ম্মচারীদিগের প্রতিভূরা দলে দলে স্ব স্ব নগরে—তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য আসিতে লাগিলেন।

গ্যারিবল্ডী সাউথাম্পটনে পৌঁছিবার পূর্ব্বে আইল্-অব-ওয়াইট্-স্থিত নিউপোর্ট নগরে ইংরাজী কবি টেনিসনের (Tennyson) আলয়ে সার্দ্ধ একঘণ্টা কালের জন্য তাঁহার সহিত কথোপকথনে যাপিত করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্যানে তিনি ওয়েলিংটোনিয়া জাইগ্যান্‌সিয়া নামক একটি বৃক্ষ

রোপণ করেন। তাহার পর নিউপোর্টের রাজপথের পশ্চিমধারে তিনি এক ওক্-বৃক্ষ রোপণ এবং টেনিসন্ তাঁহার সম্মানার্থ পথের অপর পার্শ্বে অন্য এক ওক্-বৃক্ষ রোপণ করিয়া পরস্পর পরস্পরের নিকট বিদায় লইলেন।

গ্যারিবল্ডী সাউদাম্পটন্ হইতে লণ্ডনে গমন করিলেন। লণ্ডনে তাঁহার অভ্যর্থনার্থ যে সমারোহ হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা লেখনীর অসাধ্য। যে বিনয়াবনত নিষ্কাম-যোগী একাকী ইতালীর স্বাধীনতা-সমরে বিজয়-লক্ষ্মীকে করতলগতা করিয়াছিলেন, সেই মহাপুরুষের অভ্যর্থনার্থ লণ্ডনের রাজপথে যেরূপ জনতা হইয়াছিল, এরূপ জনতা আর কখন তথায় দেখা যায় নাই। নাইন্ এলম্স হইতে ওয়েষ্টমিনিষ্টার পর্য্যন্ত পথ দৈর্ঘ্যে পাঁচ মাইল। এই পথের প্রতিপদে লোক দাঁড়াইয়াছিল। বণিক্-সম্প্রদায়ের পঞ্চাশ হাজার লোক ও একশত পতাকাধারী গ্যারিবল্ডীকে সেই পথ দিয়া অতি কষ্টে লণ্ডনে লইয়া আসেন।

গ্যারিবল্ডী চতুরঙ্গ-সহিত ডিউক্-অব-সদরল্যাণ্ডের রাজযানে আরোহণ করিয়া বেলা একটার সময় লণ্ডনের তোরণদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। লোকতান্ত্রিকতা ও শ্রেষ্ঠ তান্ত্রিকতার এই অপূর্ব্ব সম্মিলনে লোকে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বার বার হর্ষনিনাদ করিতে লাগিল। গ্যারিবল্ডীর শকট তোরণ-দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র সেই বিশাল তোরণদ্বার উদ্ঘাটিত হইল। গ্যারিবল্ডীর বোধ হইল, যেন তিনি লোকসাগরে প্রবেশ করিতেছেন। চতুর্দ্দিকে মস্তকের কেশরাশি ভিন্ন আর কিছু পরিদৃষ্ট হইল না। প্রাসাদাবলীর বাতায়নমালায় ইংরাজমহিলাগণ গ্যারিবল্ডীর সম্মানার্থ অবিরাম তাঁহাদিগের প্রাণ্ড রুমাল ঘূর্ণিত করিতেছিল। সেই প্রাসাদাবলীর অভ্যন্তর হইতে ও বাহির্ভাগে অনবরত জয়ধ্বনি উদ্গীরিত হইতে লাগিল। রমণীকলকণ্ঠধ্বনির সহিত বাহিরের হর্ষনিনাদ মিশ্রিত হইয়া এক অপূর্ব্ব ঐকতানিক স্বরলহরী উৎপাদন করিয়াছিল। গ্যারিবল্ডীর হাস্যময় মুখ দেখিয়া লোকের চিত্ত তাঁহার প্রতি এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিল যে, সকলে তাঁহার করস্পর্শ করিবার জন্য সবেগে তাঁহার শকটাভিমুখে ধাবিত হইয়াছিল এবং পুলিশকে লোক সরাইয়া তাঁহার শকটের পথ পরিষ্কার করিয়া দিতে হইয়াছিল। তাঁহার বীরদেহ লোহিত পরিচ্ছদে আবৃত ছিল। তাঁহার ধূসরবর্ণ ক্লোক স্কন্ধোপরি বিলম্বিত থাকিয়া বর্ণবৈষম্যে সবিশেষ নয়ন-রঞ্জন হইয়াছিল। সেই মূর্ত্তিতে গ্যারিবল্ডী যখন মধ্যে মধ্যে গাড়ীর উপর দাঁড়াইয়া লোকসাধারণের জয়ধ্বনির প্রতিদান করিতে লাগিলেন, তখন সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য হইয়াছিল। হঠাৎ দেখিয়া বোধ হইল, যেন কোন দেবতা মানবজাতির উদ্ধারার্থ স্বর্গ হইতে অবতরণ করিলেন।

ইহা বলিলেই লোকের জনতার অনুমান হইবে যে, সেই পাঁচ মাইল পথ লোক ঠেলিয়া আসিতে প্রায় পাঁচঘণ্টা লাগিয়াছিল। পথের মধ্যভাগ পরিষ্কার রাখিবার জন্য অশ্বারোহী সৈন্যগণকে গ্যারিবল্ডীর যানের অগ্রে অগ্রে আসিতে হইয়াছিল। যখন গ্যারিবল্ডীর শকট ওয়েষ্টমিনিষ্টার সেতুর সম্মুখে উপস্থিত হইল, তখনকার দৃশ্য বর্ণনাতীত। ঘনসন্নিবিষ্ট জনশ্রেণীতে সেতু পরিপূর্ণ হইয়াছিল। সেই সুন্দর সেতুর উপরে কেবল কৃষ্ণ কেশদাম পরিলক্ষিত হইয়াছিল। দেখিয়া বোধ হইল, যেন ভ্রমর-সমাচ্ছাদিত একখানি দীর্ঘায়তন মধুচক্র নদী-বক্ষোপরি শূন্যে বিলম্বিত হইয়াছে। জনসাধারণ-কোলাহলকে যেন ঘনীভূত ভ্রমরগুঞ্জন বলিয়া অনুভূত হইল। তাঁহারা সেই জনতা ভেদ করিয়া যখন লণ্ডনে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলেন, তখন ভগবান্ অংশুমালীর সান্ধ্যকিরণজালে পার্লেমেণ্ট গৃহের শিখরদেশ (Towers) সুবর্ণে মণ্ডিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল। পার্লেমেণ্ট ষ্ট্রীট হইতে তাঁহারা ক্রমে ট্রাফাল্গার স্কোয়ারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই বিশাল চতুষ্কোণ ভূমি এক ঘনীভূত মানবরাজিতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। এই গ্যারিবল্ডী যাত্রায় যেরূপ জনতা ও সমারোহ হইয়াছিল, লণ্ডনে আর কখন কোন স্বদেশীয় বা বিদেশীয় রাজা বা সম্রাটের সম্মানার্থও এরূপ জনতা ও সমারোহ হয় নাই। তাঁহারা যখন পলমলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন নৈশতিমিরে বসুন্ধরা আবৃতা হইয়াছেন। আজ গ্যারিবল্ডী ইংরাজ-সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর অগ্রণী ডিউক্-অব্ সদরল্যাণ্ডের অতিথি। তাই তিনি তাঁহার সহিত তদীয় আলয়ে প্রবেশ করিলেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে সেই মহতী জনতাও নিবৃত্ত হইল। গ্যারিবল্ডী সেই মহামতি ডিউকের হস্তের উপর ভর দিয়া শকট হইতে অবতরণ করিলেন। সেই প্রাসাদের দালানে সদরল্যাণ্ড মহিষী ও অগণ্য সম্ভ্রান্ত লোক গ্যারিবল্ডীকে মহাসমাদরে গ্রহণ করিলেন।

মঙ্গলবারের প্রাতে তিনি রাইট্ অনরেবল্ মিষ্টার ষ্টান্সফেল্ড ও লর্ড পামার্ষ্টনের, এবং অপরাহ্নে চিস্উইক্-প্রাসাদে সদরল্যাণ্ডের জননীর সহিত সাক্ষাৎ

করিলেন। তথায় সায়াহ্নে তাঁহার সম্মানার্থ এক প্রকাণ্ড নৈশ ভোজ প্রদত্ত হয়।

বুধবার তিনি আরল্ ও কাউণ্টেস্ রসেলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ডিউক্ অব সদরল্যাণ্ড ও সেনাপতি এবার্ট (Ebert) সমভিব্যাহারে রাজকীয় অস্ত্রাগার পরিদর্শন করিতে গমন করিলেন। সায়ংকালে তাঁহারা তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়া ষ্টাফোর্ড প্রাসাদে গমন করেন। সে দিনও তথায় তাঁহার সম্মানার্থ এক জাঁকাল সান্ধ্য ভোজ প্রদান করা হয়। রাত্রি-কালে আর এক স্থলে তিনি আর এক প্রকাণ্ড চক্রে গমন করেন। তথায় নগরের সমস্ত সম্ভ্রান্ত লোক তাঁহার সম্মানার্থ সমবেত হইয়াছিলেন। গ্যারিবল্ডী সেই মজলীসে নিরন্তর কথোপকথনে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া রাত্রি এগারটায় সময় গৃহে প্রত্যাগত হইলেন।

শনিবারে প্রবাসী ইতালীয়গণ স্ফাটিকপ্রাসাদে (Crystal Palace) গ্যারিবল্ডীর সম্মানার্থ সমবেত হন। গ্যারিবল্ডী নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় গিয়া একটি হৃদয়-গ্রাহী বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে আর্ডিটি (Arditi) নামক একজন ইতালীয় ঐক-তানিক বাদ্যযোগে একটি অকৃত্রিম ইতালীয় সমর-সঙ্গীত করেন। সেই সঙ্গীতের মর্ম্ম এই—"ওহে গ্যারিবল্ডী! তুমি ইতালীর উদ্ধারকর্ত্তা বলিয়া সকল রাজ্যেই সম্মান লাভ করিবে। কিন্তু ইতালী এখনও সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে নাই। কারণ, ইহার কোন কোন প্রদেশ এখনও দাসত্বের দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। সুতরাং হে ইতালী-বাসিগণ, তোমরা তাহাদিগের উদ্ধারার্থ অস্ত্র গ্রহণ কর! অস্ত্র গ্রহণ কর!" আর্ডিটি এই গানটি এমনই তেজে গাইয়াছিলেন যে, সমবেত ইতালীয়গণ যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় অজ্ঞান অভিভূত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের হৃদয় ইহাতে এতদূর উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল যে, তাঁহারা অতর্কিতভাবে সেই গীতে যোগ না দিয়া থাকিতে পারেন নাই। সহস্র সহস্র স্বরের ঐকতানিক সঙ্গীত সেই বিশাল দালানের ছাদে প্রতিহত হইয়া বজ্র-নিনাদে পরিণত হইয়াছিল এবং গৃহের অভ্যন্তর-ভাগকে আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছিল।

সঙ্গীতাবসানে ইতালীয় সমিতির পক্ষ হইতে সিগ-নোরা সোরিনা গ্যারিবল্ডী ও তাঁহার বীরপুত্র মিনো-তীকে দুইখানি তরবারি উপহার প্রদান করিলেন। সেই অবসরে তিনি একটি হৃদয়-গ্রাহী বক্তৃতা দ্বারা গ্যারিবল্ডীর কীর্ত্তিকলাপ উদ্ঘোষিত করিলেন। কিয়ৎ-কাল তথায় অবস্থিতি করিয়া গ্যারিবল্ডী সপুত্র ভ্রমণে নির্গত হইলেন। ভ্রমণ হইতে তিনি যখন প্রত্যাগত হন, তখন আগমনের দিনের ন্যায় পথে নিবিড় জনতা হইয়াছিল। তিনি সেই জনসঙ্ঘের জয়ধ্বনির মধ্য দিয়া অতিকষ্টে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। রজনীতে কেম্ব্রিজ প্রাসাদে লর্ড ও লেডী পামার্ষ্টনের আহ্বানে আহূত হইয়া তাঁহাদিগের ও তাঁহাদিগের কতিপয় নির্দ্দিষ্ট বন্ধুবান্ধবগণের সহিত আহারাদি করিলেন।

রবিবার ফ্রিমেসন্স লজ (Freemasons Lodge) হইতে সর্ব্বজাতির প্রতিনিধিগণ তাঁহার সম্মানার্থ তাঁহার আবাস-গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কারণ, গ্যারিবল্ডী ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, বিশেষতঃ আবার তিনি সিসিলীয় লজ্ সমুদায়ের গ্রাণ্ড মাষ্টার ছিলেন। "রাইট্-অব্ মেম্ফিজের" গ্রাণ্ড মাষ্টার ঐ সকল প্রতি-নিধিগণের অগ্রণী হইয়া গিয়াছিলেন। উক্ত প্রতি-নিধিগণের কেহ বা ইংরাজ, কেহ বা দক্ষিণ-আমেরিক, কেহ বা ফরাসী, কেহ বা ইতালীয় এবং কেহ বা অন্য জাতীয় ছিলেন। গ্যারিবল্ডী নানা ভাষায় পারদর্শী ছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগের প্রত্যেকের সঙ্গে তাঁহা-দিগের আপন আপন জাতীয় ভাষায় কথোপকথন করিতে লাগিলেন। সকলেই বিভিন্ন বিভিন্ন ভাষায় কথোপকথন করিতেছেন দেখিয়া গ্যারিবল্ডী আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"দেখিতেছি যে, সমস্ত পৃথিবীই এখানে প্রতিনিধি দ্বারা আবির্ভূত!" বলিতে বলিতে আনন্দাশ্রু তাঁহার গণ্ডদ্বয় বহিয়া পড়িতে লাগিল। অর্দ্ধঘণ্টাকালের কথোপকথনের পর প্রতি-নিধিগণ গ্যারিবল্ডীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদিগকে বিদায় দিবার সময় গ্যারিবল্ডী হৃদয়ো-চ্ছ্বাসে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই জন্য তিনি আর অধিক কথা কহিতে পারিলেন না; কেবল ইতালীয় ভাষায় এইমাত্র বলিলেন—"আমি দেহ ও আত্মায় আপনাদিগের সহিত রহিলাম, জানিবেন।"

এই এক সপ্তাহের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশৎ স্থান হইতে নিমন্ত্রণ আসিয়াছিল এবং ক্রমেই আরও আসিতেছিল। এ নিমন্ত্রণস্রোতের যে শীঘ্র বিরাম হইবে, তাহারও সম্ভাবনা অল্প। এদিকে নিরন্তর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়া গ্যারিবল্ডীর শরীর সুস্থ হওয়া দূরে থাকুক, বরং অধিকতর রুগ্ন হইয়া উঠিল। তথাপি তিনি লোকের মনে কষ্ট দিতে অনিচ্ছুক হইলেন। সোমবার প্রত্যূষে তিনি সপ্ত-ত্রিংশৎ সমিতির প্রতিনিধিগণের আহ্বানে আহূত হইয়া দ্বিতীয়বার স্ফাটিকপ্রাসাদে গমন করি-লেন। তথায় প্রতিনিধিগণ গ্যারিবল্ডীকে আপন আপন সমিতির পক্ষ হইতে পৃথক্ পৃথক্ অভিনন্দনপত্র প্রদান করিলেন।

পর বুধবারে লণ্ডননগরী গ্যারিবল্ডীকে মহাগৌরব-সূচক 'লণ্ডননগরের স্বাধীনতা (Freedom of the City of London)' সম্মান প্রদান করিলেন। সেই উপলক্ষে লড্‌গেট্‌ পাহাড়ের উপর ও সেণ্টপলের গীর্জার অঙ্গনে এক অপূর্ব্ব উজ্জ্বলতাময় দৃশ্য পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। প্রাসাদাবলীর গবাক্ষমালা ও বারান্দা-সকল হইতে অনন্ত-পতাকা-স্রোত প্রবাহিত হইল এবং সেই গবাক্ষমালা ও বারান্দাসকল লোকে লোকাকীর্ণ হইয়া গেল। এদিকে নগরের ঘণ্টাসকলের বজ্রনিনাদে নগরবাসিগণের কর্ণ বধির হইয়া যাইতে লাগিল। গ্যারিবল্ডী যখন শকটারোহণে বহির্গত হইলেন, তখন চতুর্দ্দিক হইতে লোকে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল এবং তিনি তাহার প্রতিদানস্বরূপ ঘন ঘন মস্তক অবনত করিতে লাগিলেন।

যখন নগরসমিতি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কাউন্সিল্‌ চেম্বার অথবা চেম্বার্লেনের আফিস এই দুই স্থানের কোথায় এই সম্মান গ্রহণ করিতে চাহেন, তিনি তাঁহার প্রকৃতির উপযোগী উত্তর দিলেন, বলিলেন—"যে গৃহে মহাত্মা কসুথ্‌ (Kossuth) এই স্বাধীনতা গ্রহণ করিয়াছেন, আমি সেই গৃহেই এই স্বাধীনতারূপ সম্মান লাভ করিতে ইচ্ছা করি।" এই সম্মানসূচক স্বাধীনতাপত্র একটি প্রকাণ্ড সুবর্ণময় বাক্সে পূরিয়া তাঁহাকে প্রদান করা হইল। সেই সৌবর্ণ-বাক্সের ডালার মধ্যভাগে লণ্ডননগরীর বিশিষ্ট চিহ্ন অঙ্কিত ছিল। তাহার চতুর্দ্দিকে সুন্দর ফুল কর্ত্তিত হইয়াছিল। ডালার পৃষ্ঠদেশে উজ্জ্বল সুবর্ণে গ্যারিবল্ডীর নামের আদ্য অক্ষর G লিখিত ছিল।

গ্যারিবল্ডী সামান্য ধূসরবর্ণের পরিচ্ছদ পরিয়া আসিয়াছিলেন। তথাপি তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই বিস্ময়স্তিমিতনয়ন হইয়া গিয়াছিল। তিনি সেই লোকাকীর্ণ প্রকাণ্ড অনাবৃত স্থানে পুত্র মিনোত্তী এবং মিষ্টার নিগ্রেট্টী, ডাক্তার বেসাইল ও তদীয় সহকারীকে লইয়া উপস্থিত হইলে সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। লর্ড মেয়র বা নগরপাল সভাপতির আসনে উপবিষ্ট হইলে, সভার মন্তব্য সকল পঠিত হইল। তাহার পর সিটি চেম্বার্লেন নগরসমিতির পক্ষ হইতে গ্যারিবল্ডীকে অভিনন্দন করিলেন। তাঁহার আভিনন্দনিক বক্তৃতার ভাবগুলি অতি কোমল ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। সেই বক্তৃতা শুনিয়া সকলেই তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। সেই আভিনন্দনিক বক্তৃতা ও গ্যারিবল্ডীর উত্তরের সারমর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

গ্যারিবল্ডীর অভিনন্দন

"উজ্জ্বল-কীর্ত্তি মহাত্মন্‌!, লণ্ডন মহানগরী তাঁহার হস্তে যে সর্ব্বোচ্চ সম্মান ও পুরস্কার প্রদানের অধিকার আছে, আজ আপনাকে সেই সম্মান ও পুরস্কার প্রদান করিবার জন্য এখানে আহ্বান করিয়াছেন। আজ এই মহানগরী প্রখ্যাতনামা মহাত্মগণের নামের সহিত আপনার নাম—ইঁহার সম্মানী নাগরিকের Honorary Citizen) তালিকাভুক্ত করিয়া লইবেন। আজ এই অবসরে সেই মহানগরীর প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া আমি আপনাকে সংক্ষেপে গুটিকতক কথা বলিতে আসিয়াছি। যদিও আপনার আগমনে এই মহানগরীর অন্তরে যে আনন্দপ্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা আমি বাক্যে বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারিব না, তথাপি সেই মহানগরীর পক্ষ হইতে আমি আপনাকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। আপনার হৃদয় যেমন স্তোত্র শুনিতে সঙ্কুচিত হয়, এরূপ আর কাহারও হৃদয় হয় না, তাহা আমরা সকলেই বিশেষরূপে অবগত আছি। তথাপি এমন সময় আসিয়া উপস্থিত হয়—উপস্থিত সময় তাহার অন্যতম—যখন আত্মতুষ্টির জন্য নহে, শুদ্ধ পরচিত্তবিনোদনের নিমিত্ত সত্যময় আত্মস্তুতি শুনিতে হয়। সুতরাং আমি যখন বলিতেছি, তখন আপনাকে সহিষ্ণু হইয়া শুনিতে হইবে যে, লণ্ডনের অধিবাসিগণ আপনার প্রতি কি গভীরভাবে প্রীতিমুগ্ধ এবং আপনার অপূর্ব্ব কীর্ত্তিকলাপে কি অসীম বিস্ময়বান্‌! আপনার ঘটনাপূর্ণ জীবনের অত্যাশ্চর্য্য ঘটনাপুঞ্জের বিবৃতির জন্য আজ আমি এখানে আহূত হই নাই। যদিও আমি জানি যে, সেই ঘটনাপুঞ্জ অতি কল্পিত উপন্যাসের ঘটনাবলীকেও অত্যাশ্চর্য্যতায় অতিক্রম করিয়াছে, তথাপি সেই ঘটনাপুঞ্জের বর্ণনা দ্বারা উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তবিনোদন করিতে আমি আজ এখানে উপস্থিত হই নাই। কারণ, আজ এই সম্রান্ত সমিতি একবাক্যে আপনার অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছেন এবং আপনার জীবনের রাজনৈতিক ঘটনাপুঞ্জের উল্লেখ না করিয়া শুদ্ধ আপনার চরিত্র-মাহাত্ম্য বর্ণন করিবার নিমিত্ত আমায় উপদেশ দিয়াছেন। ইতিহাসের ঘটনাবলীর অনুরূপ মধ্যে মধ্যে প্রসূত হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু আমরা জগতের ইতিহাস গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠা ওতপ্রোতঃ করিয়া জোসেফ্‌ গ্যারিবল্ডীর প্রতিরূপ খুঁজিয়া পাইলাম না। তিনি ব্যতীত তাঁহার দৃষ্টান্তস্থল আর দেখিতে পাইলাম না। মহাত্মন্‌! আমরা এই নগরীর অনৈতিহাসিক উপন্যাসাবলীর মধ্যেও আপনার

চরিত্রের অনুরূপ দেখিতে পাই না। রোমানেরা তাঁহাদিগের অতি গৌরবের দিনে স্বদেশের জন্য ধন-সম্পত্তি, দারা-সুত, অধিক কি, নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং জীবন পর্য্যন্তও উৎসর্গ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, সেই গৌরবের দিনেও—তাঁহাদিগের মধ্যে আপনার প্রতিরূপ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাই আজ লণ্ডননগরী আপনাকে এই মহাসম্মানে বিভূষিত করিয়া আপনার নামের সহিত তাঁহার নাম চির-মিশ্রিত করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

দেব! লোকের এতদিন ভ্রম ছিল যে, পুরাকালীন আত্মোৎসর্গের ভাবের সহিত আধুনিক গুণাবলী সুমিশ্রিত হয় না। কিন্তু আপনার চরিত্র আলোচনা করিয়া তাঁহাদিগের সে ভ্রম বিদূরিত হইয়াছে। দিগ্বিজয়ী রণপণ্ডিত সেনাপতির গৌরবশালিতার সহিত, ঔপন্যাসিক সামুদ্রিক রাজগণের অসমসাহসিকতা ও তীব্রকারিতা; এবং যে বীরত্বে দাসত্বের মর্ম্মন্তুদ নিগড়ে আবদ্ধ রাজ্যসকল শৃঙ্খলমুক্ত হইয়া আপনার চরণতলে লুণ্ঠিত হয়, সেই বীরত্বের সহিত ডেণ্টাঠসের কঠোর অধিকারিতা ও সিন্‌সনেটেসের অতুলনীয় সরলতা; এবং লিয়োনিডাসের অসীম সাহসের সহিত স্ত্রীজনসুলভ কোমলতা ও বালোচিত সত্যপ্রিয়তা আপনাতে এই পরস্পরবিসংবাদী গুণাবলী যুগপৎ বিদ্যমান। আবার এই পরস্পরবিরোধী গুণাবলী—বিশ্বজনীন শান্তি, ভ্রাতৃত্বভাব ও স্বাধীনতার উগ্র ইচ্ছা—জগতের ভবিষ্যৎ মঙ্গল এবং মানবজাতি ও ঈশ্বরের উপর পূর্ণবিশ্বাস দ্বারা সংবলিত ও সমঞ্জসীকৃত। আপনি আপনার প্রৌঢ়াবস্থার পূর্ব্বেই আপনার সহজীবীকে জলমজ্জন হইতে রক্ষা করিতে গিয়া আপনার প্রাণ হারাইতে বসিয়াছিলেন। এ দিকে আমাদের ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গেলের ন্যায় মার্সেলিসের বিসূচিকা চিকিৎসালয়ে মরণোন্মুখ বা যন্ত্রণামুগ্ধ রোগীগণের শুশ্রূষায় নিযুক্ত ছিলেন। দক্ষিণ আমেরিকায় আপনার নিকট হইতে আপনার বন্ধুর নাম বাহির করিয়া লইবার জন্য, আপনাকে মানুষের সহ্যশক্তির সীমা পর্য্যন্ত যন্ত্রণা দিয়াছিল, তথাপি আপনার মুখ হইতে আপনার বন্ধুর নাম উচ্চারিত হয় নাই। আবার যখন সেই রাক্ষস আপনার হস্তে পতিত হইল, তখন আপনি অতি-মানুষ ঔদার্য্যের সহিত তাহাকে তাহার স্বাধীনতা ও ধনসম্পত্তির সহিত প্রাণদান করিলেন। আজ আমরা আপনার সে মাহাত্ম্যের কথা আর কি বলিব—যে মাহাত্ম্যে আপনি সমরের লুণ্ঠনলব্ধ ধনরত্ন আপনার দুঃস্থ সমরসঙ্গিগণকে প্রদান করিয়া কপর্দ্দকশূন্য হইয়াছিলেন এবং একমাত্র অবশিষ্ট গাত্রাবরণও (Shirt) শীতকম্পিত কোনও সমর-সহচরকে প্রদান করিয়াছিলেন। যখন আপনি আমেরিকা হইতে স্বদেশে প্রত্যানীত হইয়া জাতীয় স্বাধীনতা-সমরে নিমগ্ন হইলেন, তখন বিজয়লক্ষ্মী আপনার প্রতি প্রসন্না হইয়া আপনার চরণতলে দুইটি রাজ্যের রাজত্ব ও লুণ্ঠন-লব্ধ ধনরত্ন অঞ্জলি প্রদান করিলেন। আপনি ইচ্ছা করিলে সেই অনন্ত রত্নরাজি লইয়া প্রাচ্যবিজয়ীর ন্যায় মহাসমারোহে গৃহে গমন করিতে পারিতেন; কিন্তু আপনি তাহার কিয়দংশও স্পর্শ না করিয়া রিক্তহস্তে আপনার ক্যাপ্রেরার দ্বীপাবাসে ফিরিয়া আসিলেন; আপনার পাথেয়ের জন্যও কিছু লইলেন না! ধন্য আপনার আত্মত্যাগ! আবার যখন স্বদেশের উদ্ধারসাধন করিতে গিয়া বন্ধুগণের অস্ত্রে আহত হইয়া তাঁহাদিগের গৃহেই বন্দিভাবে অসহায় অবস্থায় অতিকষ্টে দীর্ঘায়তন ত্রিশদিন শয্যায় পড়িয়া যাতনা ভোগ ও ত্রিশরাত্রি অনিদ্রায় শয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিয়াছিলেন, তথাপি একবার কাহারও উপর কোন তিরস্কার বচন বা কটূক্তি আপনার ওষ্ঠাগ্র হইতে বাহির হয় নাই, তখনই আপনার মহিমার পূর্ণবিকাশ হইয়াছিল! আপনার এই আগমন দ্বারা আমরা কোন স্বার্থসাধন করিয়া লইতে চাই না। কারণ, আমাদের দেশে বৈপ্লবিক যুগ অতীত হইয়া গিয়াছে। আপনি সেই সৌন্দর্য্যের আবাসভূমি—বহুদিনের দুঃশাসনে দুর্দ্দশাগ্রস্ত ইতালীতে ফিরিয়া গিয়া আজ যাহা যাহা দেখিলেন, আনুপূর্ব্বিক তাহা গিয়া বলিবেন। এরূপ দৃশ্য ইউরোপের আর কুত্রাপি দেখিতে পাইবেন না যে—লক্ষ লক্ষ লোক স্বাধীনতার অমুকূটী রক্ষককে সম্মান দিবার নিমিত্ত এখানে সমবেত হইয়াছে, অথচ একটি সৈনিকপুরুষ তাহাদিগের মধ্যে উপস্থিত নাই। আপনি দেশে গিয়া আপনার রাজাকে বলিবেন যে, যে রাজসিংহাসন স্বাধীন প্রজাবৃন্দের অকৃত্রিম রাজভক্তির উপর সংস্থিত, তাহার বিনাশ নাই। তাঁহাকে আরও বলিবেন যে, বিপ্লবযুগের বিলয়সাধনের শক্তি শাসনকর্তৃগণের হস্তেই ন্যস্ত আছে। তাঁহাদিগের শাসনের গুণেই বিপ্লবের কারণ বিদূরিত হয় এবং তাঁহাদিগের শাসনের দোষেই বিপ্লবের কারণ আপনা হইতেই উত্থিত হয়। এক্ষণে মহাশয়! আপনি আপনার ঔদার্য্যগুণে আপনার উপর লণ্ডন-মহানগরীর স্বাধীন নাগরিকের সম্মান অর্পণ করার অধিকার প্রদান করুন্। আমি নাগরিক সমিতির প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া আপনাকে এই সম্মান গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছি। ইহা দ্বারা আপনার এই নগরীতে আগমন চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। আমরা সকলেই অত্যন্ত দুঃখিত যে, সকলের

প্রতি সমভাবে স্নেহপ্রদর্শন করিতে গিয়া এবং অবিচারিতভাবে সকলকে অতি গভীররূপে ভালবাসিতে গিয়া, আপনার দিন দিন স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতেছে। সুতরাং অগত্যা আপনাকে শীঘ্রই গৃহে প্রত্যাগমন করিতে হইতেছে। আজ আমরা সেইজন্য লর্ড পামার্ষ্টনের সহিত একমত হইয়া বলিতেছি যে, যদিও আপনার সহসা ইংলণ্ড-পরিত্যাগ আমাদিগের সবিশেষ মনঃক্ষোভের কারণ হইবে, তথাপি ইহা দ্বারা যদি আপনার অমূল্য জীবন পরিরক্ষিত হয়, তাহা হইলে তাহা আমরা সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিব। আমি আজ সভাপতি ও সভাস্থ সভ্যমণ্ডলীর পক্ষ হইতে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, যেন তাঁহার কৃপায় এবং ব্রিটিশ চিকিৎসকগণের চিকিৎসাপারদর্শিতায় ও উদীচ্য জলবায়ুর বলকারক প্রভাবে আপনার দুর্ব্বলীকৃত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকলে নব বলসঞ্চার হয়! যেন স্বাধীন জাতির অকৃত্রিম স্বতঃপ্রসারী প্রেম ও অভ্যর্থনা আপনার বাহুতে নবধমনী সংযোজিত করে এবং আপনার স্বজাতিপ্রেমিক হৃদয়ে নব বল যোজনা করিয়া দেয়। আর বিধাতা আপনার দেশের বা জগতের আর কোনও মঙ্গলকার্য্যে যদি আপনাকে নিয়োজিত করেন, (করিবেন না কে বলিতে পারে) তখন যেন এই নব-বলযুত বাহুতে ও এই নবোৎসাহপ্রাপ্ত হৃদয়ে আপনি আবার ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্যসাধনে ব্রতী হইতে পারেন!"

গ্যারিবল্ডীর প্রত্যুত্তর

সেনাপতি গ্যারিবল্ডী গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া নিম্নলিখিত প্রকারে সিটী চেম্বার্লেনের বক্তৃতার উত্তর প্রদান করিলেন ;—

"আপনি মহাগৌরবান্বিতা লণ্ডন মহানগরীর প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া আজ আমাকে যে সম্মান প্রদান করিলেন, তাহার জন্য আমি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। মিষ্টর মেয়র! জানিবেন যে, সমরের শীর্ষস্থানীয় হওয়া বা সমরে সর্ব্বপ্রথম সম্মান লাভ করা অপেক্ষা, আমি এ সম্মানে আপনাকে অধিকতর গৌরবান্বিত বলিয়া মনে করি। কারণ, আমি সমরের ধুমধাম ও চাক্‌চিক্য অপেক্ষা সভা-জগতের কেন্দ্রীভূত এই মহাগৌরবান্বিতা ও উজ্জ্বলকীর্ত্তিশালিনী মহানগরীর স্বাধীন নাগরিক হওয়া অধিকতর সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া মনে করি। আজ আমি দেখিয়া বলিতেছি, এরূপ নহে, কিন্তু আমি বহুদিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি যে, এই মহানগরী স্বাধীনতার কেন্দ্রভূমি। এখানে বিদেশীয় কেহ নাই। কারণ, সকল বিদেশীয়ই এখানে আসিয়া আপনার গৃহাগত বলিয়া মনে করে। আমি আবার বলিতেছি যে, আপনার প্রতি ও লণ্ডন মহানগরীর প্রতি পর্য্যাপ্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমার পক্ষে অসাধ্য। কিন্তু আমি আজ শুদ্ধ আমার বা আমার ভ্রাতৃগণের হইয়া নহে, কিন্তু সমস্ত ইতালীর হইয়া আজ আপনাকে ও আপনার দেশকে ধন্যবাদ প্রত্যর্পণ করিতেছি। কারণ, ইতালী সমরে সতত ইংলণ্ডের মুখাপেক্ষী! আমি সত্যই বলিতেছি যে, আমার দেশবাসিগণ ইংলণ্ডের নিকট সকল অবস্থাতেই যে বাস্তব সহায়তা ও সহানুভূতি পাইয়াছেন ও পাইতেছেন, তাহাতে তাঁহারা ইংলণ্ডবাসিগণের প্রতি কখনই পর্য্যাপ্ত সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারেন না। আমি যে ইংলণ্ডবাসিগণের সহবসতিতে এই সর্ব্বপ্রথম সুখী হইলাম, এরূপ নহে। আমি নানাদেশের নানাস্থানে, বিশেষতঃ আমেরিকায় অনেক সময়ে তাঁহাদিগের সহবসতিজনিত সুখ অনুভব করিয়াছি। অধিক কি, কোন কোন স্থানে ইংরাজ-পতাকামূলে আশ্রয় লইয়া আমি আপনার প্রাণ বাঁচাইয়াছি। বিশেষতঃ চীনদেশে ইংরাজগণের নিকট যে সাহায্য পাইয়াছিলাম, তাহা আমি জীবনে কখন ভুলিতে পারিব না। আমি তাই আবার বলিতেছি যে, পৃথিবীর সর্ব্বস্থানেই ইংরাজজাতির প্রতি আমার যে প্রেম ও কৃতজ্ঞতা বদ্ধমূল হইয়াছে, তাহা কখনও বিনষ্ট হইবার নহে। অবশেষে আমি মুক্তকণ্ঠে জানাইতেছি যে, আমি সমস্ত ইংরাজগণের নিকট চির কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ আছি এবং আমি আমার জন্মভূমির পক্ষ হইতে আপনার দ্বারা ইংলণ্ডের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।"

বলিতে বলিতে ভাবোচ্ছ্বাসে গ্যারিবল্ডীর কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া আসিল ও ওষ্ঠাধর বিকম্পিত হইতে লাগিল। তাঁহার একাগ্রতায় ও ভাবপ্রাবল্যে সভাস্থ সকলেই অভিভূত হইয়া পড়িলেন এবং গ্যারিবল্ডীর প্রতি বিশ্বজনীন সহানুভূতির ভাব উদ্দীপিত হইল।

গ্যারিবল্ডীর গৃহে প্রতিগমনোদ্যোগ

বিখ্যাত অস্ত্র-চিকিৎসক ডাক্তার ফার্গুসন্ মত প্রকাশ করিলেন যে, গ্যারিবল্ডী এরূপ কার্য্যে অধিক দিন ব্যাপৃত থাকিলে, তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট হইবে! এই জন্য তিনি অচিরাৎ ক্যাপ্রেরা দ্বীপে প্রতিগমন করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন। এই সংবাদে

অনেকেই মর্ম্মাহত হইলেন। কিন্তু সকলেই একবাক্যে ইহার ন্যায্যতা স্বীকার করিলেন। যদিও গ্যারিবল্‌ডী নিয়মমত প্রত্যূষে পাঁচ ঘটিকার সময় শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিতেন, তথাপি অর্দ্ধঘটিকাল তাঁহার আপনার বলিবার ছিল না। তাঁহাকে অবিরাম বিভিন্ন দৃশ্য দর্শনে, বক্তৃতা শ্রবণে, বা প্রতিনিধিগণের অভ্যর্থনাকরণে ব্যাপৃত থাকিতে হইত। তাহাতে তাঁহার মন সর্ব্বদাই ভীষণরূপে উত্তেজিত থাকিত।

২২শে এপ্রিল শুক্রবার (১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে) তিনি যুবরাজ-তোরণ Princes Gate) হইতে নিম্নলিখিত মর্ম্মে ইংরাজজাতিকে লক্ষ্য করিয়া আপনার গৃহে প্রতিগমন-সূচক এক অভিনন্দনপত্র প্রচার করেন :—

"আমি ইংরাজজাতি ও তাঁহাদিগের শাসনসমিতির নিকট হইতে এই স্বাধীনতার আবাসভূমিতে যে প্রাণভরা অভ্যর্থনা পাইয়াছি, তজ্জন্য তাঁহাদিগের প্রতি আমি হৃদয়ানুভূত কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ প্রকাশ করিতেছি।

"আমার এখানে আগমনের মুখ্য উদ্দেশ্য—তাঁহাদিগের নিকট আমি ও আমার দেশ যে বাস্তব সহানুভূতি প্রাপ্ত হইয়াছি ও হইয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। আমার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে।

"আমি ইচ্ছা করিয়াছিলাম যে, আমি আমার ইংরাজ বন্ধুগণের হস্তে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করিব এবং তাঁহারা আমাকে যেখানে যাইতে বলিবেন, সেইখানেই যাইব, কিন্তু আমার হৃদয়ের এ সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল না।

"আমি যদি আমার অসংখ্য বন্ধুগণের কাহার কাহার আশাভঙ্গ করিয়া থাকি, আমি তাঁহাদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। কোথায় যাইব ও কোথায় যাইতে পারিব না, আমি তাহার নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইয়া আমি এক্ষণকার মত তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে বিদায় লইতেছি।

"তথাপি আমি আশা করি যে, অচিরে আমি আবার এখানে প্রত্যাগত হইয়া, আমার এখানকার বন্ধুগণের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিয়া, ইংলণ্ডের গার্হস্থ্য জীবনের মধ্যে প্রবেশ করিব এবং এখানকার উদারপ্রকৃতি অধিবাসিগণের যে অসংখ্য নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া শারীরিক অস্বাস্থ্যবশতঃ আপাততঃ রক্ষা করিতে পারিলাম না, তখন আসিয়া তাহা রক্ষা করিব।

সেনাপতি গ্যারিবল্‌ডী।"

সেই দিনই প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স আসিয়া গ্যারিবল্‌ডীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং সেই দিনই গ্যারিবল্ডী নিম্নলিখিত মর্ম্মে ভিক্টর হুগোকে এক পত্র লিখেন:—

"প্রিন্স গেট, লণ্ডন, ২২শে এপ্রিল, ১৮৬৪।

"প্রিয় ভিক্টর্ হুগো!—আপনার নির্ব্বাসন স্থানে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করার বলবতী ইচ্ছা ও কর্ত্তব্য-জ্ঞানসত্ত্বেও নানা কারণে আমি পারিয়া উঠিলাম না। আমি আশা করি, আপনি ইহা বুঝিবেন যে, দূরেই থাকি বা নিকটবর্ত্তী হই, আমি কখনই আপনা হইতে পৃথক্-কৃত হই না এবং যে মহামন্ত্রের আপনি সাধনা করিতেছেন, তাহার সহিত আমার হৃদয়ের যোগ কখনই কমে নাই। জানিবেন, সততই আপনার—

সেনাপতি গ্যারিবল্ডী।"

ভিক্টর হুগো নিম্নলিখিত প্রকারে সেই পত্রের উত্তর প্রদান করেন :—

ইটেভিলি হাউস্,

ঘারেন্‌সে ২৪শে এপ্রিল ১৮৬৪।

প্রিয় গ্যারিবল্ডী! আমি আপনাকে আমার আলয়ে আসিবার জন্য আহ্বান করি নাই, কারণ, আমি জানিতাম, আপনি বিনা আহ্বানেই এখানে আসিবেন। যদিও আপনি আসিলে আপনার করমর্দ্দন করিয়া আমি অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিতাম, যদিও আপনার ন্যায় প্রকৃত বীরকে গৃহে দেখিলে আমি আপনাকে কৃতকৃতার্থ বলিয়া মনে করিতাম, তথাপি আমার বিশ্বাস ছিল যে, আপনার সময় ইহা অপেক্ষাও গুরুতর কার্য্যে ব্যাপৃত আছে। আপনি একটি জাতির আলিঙ্গনের ভিতর ছিলেন, সুতরাং সে জাতীয় আলিঙ্গন হইতে আপনাকে কাড়িয়া লইবার একজন লোকের অধিকার নাই। আজ ঘারেন্‌সে ক্যাপ্রেরা দ্বীপকে দূর হইতে অভিবাদন করিতেছে, হয় ত এক দিন দর্শন দিতেও পারে। ইত্যবসরে আমরা প্রাণের সহিত পরস্পরকে ভালবাসিতে থাকিব। আপাততঃ ইংরাজজাতি এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখাইতেছেন। ইতালীর উদ্ধার-সাধন করিয়া স্বাধীনতার আবাসভূমি ইংলণ্ডের আতিথ্য গ্রহণ করা অতি সুন্দর ও অতি উদাত্ত। যাঁহাকে ইংলণ্ড এত দিন মনে মনে পূজা করিয়া আসিতেছিলেন, আজ তাঁহার অনুবর্ত্তন করিতেছেন। আপনার এই পূজায় স্বাধীনতার বিজয় উদ্‌ঘোষিত হইল জানিবেন। পবিত্র সন্ধিতে (Holy Alliance) সংবদ্ধ পুরাতন ইউরোপ এই দৃশ্যে বিকম্পিত হইতেছে। এই স্বাধীনতার বিজয়ঘোষণা

ও অধীন জাতিনিচয়ের উদ্ধার-সাধনের মধ্যে অধিক ব্যবধান নাই।

আপনার চির-সখা ভিক্টর হুগো।"

গ্যারিবল্ডীর হঠাৎ ইংলণ্ড-পরিত্যাগ রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের ফল বলিয়া অনেকে সন্দেহ করিতে লাগিলেন। অধিক কি—পার্লেমেণ্টের কোন কোন সভ্যও এই ভাবে পার্লেমেণ্টে বক্তৃতা করায় গ্ল্যাড্‌ষ্টোন ও লর্ড পামার্ষ্টন্ সবলভাবে তাহার প্রতিবাদ করেন। কিন্তু তাহাতেও লোকে সন্তুষ্ট না হওয়ায় গ্যারিবল্ডী ২২শে মে তারিখে টিউরিণের সংবাদপত্র সকলে নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক পত্র লিখেন:—

"আমি অনুনয় করিয়া বলিতেছি যে, সামান্য কৃষক হইতে রাজ্যের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি পর্য্যন্ত সমস্ত ইংরাজ-জাতি ইংলণ্ডে আমার প্রতি যেরূপ সদ্ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার জন্য আমার সহিত আমার বন্ধুবর্গ তাঁহাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবেন। আমার বন্ধুবর্গ সকলেই জানেন যে, আমি কৃতজ্ঞতার পবিত্র ঋণ পরিশোধ করিবার জন্যই ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলাম; এবং যখন প্রত্যাগমনের উপযুক্ত সময় মনে করিলাম, তখন বিনা উত্তেজনায় গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম। যাঁহারা আমার উপর প্রাণভরা আতিথ্য ও অসীম সৌজন্য অজস্র বর্ষণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের গুণের পর্য্যাপ্ত কীর্ত্তন আমি কখনই করিয়া উঠিতে পারিব না।"

গ্যারিবল্ডী ২৮শে এপ্রিল ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া মে মাসে ইতালীতে উত্তীর্ণ হন।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়

ভিনিসিয়া ও রোম ইতালীয় রাজ্যভুক্ত।

'দীর্ঘজীবী ইতালীয়' বল গো সকলে —
যে আছে নিকটে দূরে বল একতানে!
আশীর্ব্বাদ কর সবে সেই মহাবীরে,
না বসিয়া যিনি নিজে রাজ-সিংহাসনে—
বসালেন সিংহাসনে নিজ বন্ধুবরে!
উপযুক্ত পাত্র তিনি উপযুক্ত স্থানে!
ভিক্টর্ ইমানুয়েল্ তুমি, সেই সিংহাসনে—
বসে গো, যথায় ছিল আসীন দুর্দ্দিনে—
প্রজাদ্রোহী রাজগণ! তাহারা এক্ষণে
প্রাণ লয়ে পলায়েছে, ছিল যে যেখানে!
গ্যারিবল্ডী! তব বাস হইবে অচিরে,—
স্বর্গধামে, ভাসিবে হে চিরানন্দনীরে!

গ্যারিবল্ডীর গৃহে প্রত্যাগমন

গ্যারিবল্ডী ইংলণ্ড হইতে যাত্রা করিয়া যে মাসে সিসিলীদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার স্বর এরূপ ক্ষীণ হইয়াছিল যে, স্বরসংযোগে তাঁহাকে কেহ চিনিতে পারিতেন না। তাঁহার শরীরে বলসঞ্চার করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে সিসিলীর প্রসিদ্ধ স্নানাগারে (Bath) স্নান করান হইতেছিল। কিন্তু তাহাতে তাঁহার শরীর আরও খারাপ হইতে লাগিল। এইজন্য তিনি বিরক্ত হইয়া হঠাৎ সঙ্কল্প করিলেন যে, পরদিন প্রত্যূষে তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিবেন। নেপল্‌সের মিউনিসিপালিটী সংবাদ পাইবামাত্র তাঁহার জন্য একখানি জাহাজ প্রেরণ করিলেন। পরদিন প্রত্যূষে চারিজন লোক একখানি শিবিকা করিয়া তাঁহাকে সেই জাহাজে লইয়া গেল। সেই শিবিকাখানি লোকে গোলাপ ও অন্যান্য সুগন্ধি পুষ্পে অতি সুন্দররূপে সজ্জিত করিয়া দিয়াছিল। তথাকার অধিবাসিগণ সাশ্রুলোচনে তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। তিনি যেমন ষ্টীমারে উঠিলেন, অমনি ব্যাণ্ড বাজিতে লাগিল। এ দিকে জাহাজও ছাড়িয়া দিল। ষ্টীমার পর্য্যন্ত যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহারা কাঁদিতে কাঁদিতে নৌকা করিয়া তীরে আসিলেন এবং যতদূর দৃষ্টি চলিল, গ্যারিবল্ডী হ্যাটের আঘূর্ণন দ্বারা তীরস্থ ব্যক্তিগণকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেলেন।

গ্যারিবল্ডী যে কয়দিন সিসিলী দ্বীপে ছিলেন, তথাকার অধিবাসিগণের হিতসাধনে সময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ দীনদুঃখীদের প্রতি তাঁহার সবিশেষ দৃষ্টি ছিল, সেই জন্য তাঁহার গৃহে প্রতিগমনের দিনে তাহারা তাঁহার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার জন্য অতি প্রত্যূষে তাঁহার আলয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল; গ্যারিবল্ডী প্রত্যূষে ৫টার সময় উঠিয়া তাঁহার বিশ্রামাগারে বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় জীর্ণবসন ও শীর্ণকায় দরিদ্রসন্তান তাঁহার বাটীর সম্মুখে আসিয়া গোলমাল করিতে লাগিল। গ্যারিবল্ডী তাঁহার প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "বাহিরে এত গোল কিসের?" প্রহরী উত্তর করিল—"সেনাপতে! ফোরিয়ার দীন-দুঃখিগণ আসিয়া গোলমাল করিতেছে। আমি তাহাদিগকে বলিলাম যে, আপনি অত্যন্ত দুর্ব্বল আছেন, এই জন্য দেখা করিতে পারিবেন না। তদুত্তরে তাহারা

বলিল যে, তিনি তাঁহার জানালার কাছে একবার দাঁড়ান, তাহা হইলে আমরা একবার তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া যাই।" এই কথা শুনিয়া গ্যারিবল্ডী প্রহরীকে বলিলেন, "তাহাদিগের সকলকেই একে একে এখানে ডাকিয়া আন।" সুতরাং প্রহরী তাহাদিগের সকলকেই একে একে তাঁহার বিশ্রামাগারে ডাকিয়া লইয়া গেল। তিনি তাহাদিগের সকলেরই কর-মর্দ্দন করিয়া সহাস্যমুখে তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় করিলেন। তাহার পর অধিক নিস্তব্ধতার পর শ্রুত হইল—"না! না! অসম্ভব! তোমাকে কোনমতেই যাইতে দেওয়া হইবে না।" প্রহরীর এই কথা শুনিয়া গ্যারিবল্ডী জিজ্ঞাসা করিলেন—"প্রহরি! কি ব্যাপার?" প্রহরী উত্তর করিল—"সেনাপতে! সেই বৃদ্ধ বেপ্পো (Beppo) আসিয়াছে। সে অর্দ্ধ-পাগল, এবং অতি মলিন-বেশ ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত; এই জন্যই তাহাকে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিতেছিলাম।" গ্যারিবল্ডী এই কথা শুনিয়া তাহাকে স্বয়ং উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন—"ভাই এস। ভাই এস! তুমি এত অপরিষ্কার বা দুরবস্থাপন্ন হইতে পার না যে, আমি তোমার করমর্দ্দন করিতে পারি না।" গ্যারিবল্ডীর এই আহ্বান শুনিয়া সেই দীন বৃদ্ধ কাঁদিতে কাঁদিতে গ্যারিবল্ডীর গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। গ্যারিবল্ডী সর্ব্বসমক্ষে তাহার হস্তধারণ করিয়া বসাইলেন। গ্যারিবল্ডীর হৃদয়মাহাত্ম্যের এরূপ আরও অনেক পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে।

গ্যারিবল্ডী পুত্রদ্বয় ও বন্ধুগণ সমভিব্যাহারে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ১৯শে জুন তারিখে ক্যাপ্রেরাদ্বীপে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি যখন বাটী আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন তাঁহার শরীর আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু বাটী পৌঁছানোর দিন হইতে তাঁহার শরীর দিন দিন অল্প অল্প করিয়া সবল হইতে লাগিল। একমাসের মধ্যেই তিনি এরূপ সবল হইয়া উঠিলেন যে, হঙ্গেরীর লোকদিগের সাহায্যার্থ যাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রিয় সুহৃৎ ভিক্টর ইমানুয়েল্ এই সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে বিবিধ যুক্তি দ্বারা বুঝাইয়া সে সঙ্কল্প হইতে নিরস্ত করিলেন। গ্যারিবল্ডীর শরীর তখনও এত দুর্ব্বল ছিল যে, সে কার্য্যে গমন করিলে তাঁহাকে হয় ত গৃহে ফিরিয়া আসিতে হইত না, সুতরাং তাঁহার অভাবে ইতালীর সমূহ ক্ষতি হইত। ইতালীর সৌভাগ্যক্রমেই রাজা তাঁহাকে ক্যাপ্রেরাদ্বীপে কিছু কাল থাকিয়া নষ্টস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিবার জন্য প্রবৃত্তি দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

গ্যারিবল্ডী নিজ-দ্বীপাবাসে

গ্যারিবল্ডী নিজ দ্বীপাবাসে থাকিয়া নিরবচ্ছিন্ন শান্তিসুখ ভোগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অবসরকাল তিনি কৃষিকার্য্যের অনুসরণে ব্যয়িত করিতেন। এই সময় টিউরিণে রাজধানী লইয়া যাওয়া হইল। গ্যারিবল্ডী সেই উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনার বাহিরে থাকিয়া ভালই করিয়াছিলেন। তিনি তাহাতে হস্তক্ষেপ করিলে শীঘ্র স্বাস্থ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইতে পারিতেন না। পরিমিত শ্রম ও আহারে এবং ক্যাপ্রেরার উৎকৃষ্ট জল-বায়ুর গুণে তিনি ক্রিস্‌মাসের পূর্ব্বেই সম্পূর্ণরূপে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য লাভ করিলেন।

অষ্ট্রো-প্রুসীয় সমর

গ্যারিবল্ডী শরীরে যত বল পাইতে লাগিলেন, ততই বুঝিতে লাগিলেন যে, জাতীয় উন্নতিস্রোত নূতন আকার ধারণ করিতে উদ্যত হইয়াছে এবং ইতালীর প্রজাগণ অষ্ট্রীয়ার শৃঙ্খল হইতে লম্বার্ডীকে উন্মুক্ত করিয়া ভিনিস্‌কে শৃঙ্খলিত অবস্থায় ফেলিয়া রাখার সঙ্কীর্ণ রাজনীতিকে অন্তরের সহিত দূষিতে আরম্ভ করিয়াছে। সুতরাং ইতালীয় গবর্ণমেণ্ট প্রজাবৃন্দের সন্তোষ-বিধানার্থ এবং ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ভ্রমসংশোধনার্থ অবিচলিত সহিষ্ণুতার সহিত সুবিধা প্রতীক্ষা করিতেছেন। এমন সময়ে অষ্ট্রো-প্রুসীয় সমর সেই সুবিধা প্রদান করিল। আজ চিরন্তন বৈরীকে উত্তরে প্রুসীয়া কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতে দেখিয়া ইতালী তাহার সুবিধা না লইয়া কোন্ প্রাণে স্থির হইয়া থাকিবে? গ্যারিবল্ডী দেখিলেন, প্রুসীয়ার সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হওয়ার এমন সুযোগ আর কখনও ঘটিবে না। এই জন্য তিনি নিজের ভলন্টিয়ার সৈন্যগণকে সুসজ্জিত করিয়া আবার জাতীয় সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে ইতালী-অন্তরীপের অধিবাসিগণের সমরোৎসাহ দিন দিন বাড়িতে লাগিল। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের বসন্তাগমে সেই উৎসাহ চরমসীমায় উপনীত হইল। তখন গবর্ণমেণ্ট সেই জাতীয় উৎসাহে যোগ না দিয়া থাকিতে পারিলেন না। গবর্ণমেণ্ট অষ্ট্রীয়াকে এরূপ ভাবে হাত দেখাইলেন যে, অষ্ট্রীয়ার তাঁহাদিগের অভিপ্রায় বুঝিতে আর অবশিষ্ট রহিল না। ভিনিসিয়ার যে স্বাধীনতা ইতালীয় গবর্ণমেণ্ট ফরাসীরাজ তৃতীয় নেপোলিয়নের নিকট কাঁদিয়া পান নাই, এক্ষণে প্রুসীয় গবর্ণমেণ্টের সাহায্য লইলে তাহা অনায়াসেই পাইতে পারিবেন ভাবিয়া ইতালীয় গবর্ণমেণ্ট তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নেপোলিয়নের অভিমান ইহাতে

বিদলিত হইল এবং এই মর্ম্মাহতির প্রতিশোধ লইবার জন্য তিনি ইহার চারি বৎসব পরে ফ্রাঙ্কো-প্রুসীয় সমরানল প্রজ্বলিত করিয়া তাহাতে আত্মাহুতি প্রদান করেন।

জাতীয় সমর

যেমন ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ নেপল্‌সের ললাটে লোহিতাক্ষরে নব যুগ অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিল, সেইরূপ আজ ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দ ভিনিসের ললাটে লোহিতাক্ষরে নব যুগ অঙ্কিত করিবার জন্যই আবির্ভূত হইল। ইতালীরাজ এই জাতীয় সমরের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার জন্য গ্যারিবল্‌ডীকে তদীয় দ্বীপাবাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ইতালীতে আসিবার জন্য আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। এ দিকে ইতালীর প্রজাবৃন্দ সভাসমিতি দ্বারা প্রকাশ করিলেন যে, তাঁহারা ইচ্ছা করেন যে, রাজা গ্যারিবল্‌ডীকে বিশেষ প্রভুশক্তি দ্বারা ভূষিত করিয়া রণক্ষেত্রে প্রেরণ করেন। তদনুসারে ইতালীরাজ ৮ই মে তারিখে এই আজ্ঞা প্রচার করেন যে, একবৎসরের জন্য গ্যারিবল্‌ডীকে বিশ ব্যাটেলিয়ন্ ইতালীয় ভলন্টিয়ার সৈন্য নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগকে জাতীয় সমরে অবতীর্ণ হইবার অনুমতি দেওয়া গেল। এই আদেশপ্রচারে মন্ত্রি-সমিতির পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল এবং গ্যারিবল্‌ডীর বন্ধুবান্ধবেরা তাঁহাকে পরামর্শ দিলেন যে, রাজাকে কতিপয় নিয়মে আবদ্ধ না করিয়া যেন এই জাতীয় সেনার অধিনায়কত্ব গ্রহণ না করেন। কিন্তু গ্যারিবল্‌ডী তদুত্তরে বলিলেন—"আমি নিয়মাদির কথা কিছুই শুনিতে চাহি না; আমি কোন নিয়মই করিব না। কারণ, যতদিন অষ্ট্রীয়ানেরা আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে, ততদিন কোন ইতালীয়েরই নিয়ম করিবার অধিকার নাই। আমি, তুমি, তাহারা —আমরা সকলেই তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইব।" সুতরাং তিনি কোন নিয়ম না করিয়া জাতীয় সৈনাপত্য গ্রহণ করিলেন। ধন্য গ্যারিবল্ডী! ধন্য তোমার স্বজাতিপ্রেম—যে প্রেমে আত্মাভিমান একবারে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

ঐ বিশ ব্যাটেলিয়নে দশ রেজিমেণ্ট সৈন্য ছিল এবং প্রত্যেক রেজিমেণ্টে বিয়াল্লিশটি করিয়া কর্ম্মচারী ও চৌদ্দশত ছত্রিশটি করিয়া সৈনিকপুরুষ ছিলেন। এই নবসংগৃহীত সৈন্যগণ লইয়া গ্যারিবল্‌ডী জাতীয় সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন। ১৯শে জুন ইতালীয় গবর্ণমেণ্ট অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে সমরঘোষণা করিলেন এবং তাহার অব্যবহিত পরেই গ্যারিবল্ডী সসৈন্যে টাইরলাভিমুখে যাত্রা করিলেন; এবং তথা হইতে ভলন্টিয়ার সৈন্যাবাস পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য বার্গেমো (Bergamo) ও বসুয়াতে (Basua) গমন করিলেন।

গ্যারিবল্ডী টাইরলে

গ্যারিবল্ডী লোনাটো (Lonato) নগরে প্রধান সৈন্যাবাস স্থাপন করিলেন। এই নগর একটি পাহাড়ের গাত্রে অবস্থিত এবং প্রাচীন প্রাচীর দ্বারা চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত। তাঁহার শিবিরাবলী নগরপ্রাচীরের পশ্চাদ্ভাগে সন্নিবেশিত হইয়াছিল। তাঁহার সৈন্যশ্রেণী গার্ডাহ্রদ (Lake Garda) হইতে আরম্ভ হইয়া সল্‌ফেরিণোর (Solferino) দিকে রিভোলটেল্লা (Rivoltella) পর্য্যন্ত ছিল। রিভোলটেল্লা অষ্ট্রীয় সৈন্যাবাস হইতে তিন মাইল দূরে অবস্থিত। গ্যারিবল্‌ডীর লোহিত-পরিচ্ছদ সৈন্যশ্রেণী গিরিগাত্রে ও গুহাভ্যন্তরে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। বোধ হইল যেন, ভগবতী মহাশক্তি বক্ষে ও কক্ষে জবাপুষ্পের মালা পরিধান করিয়া জগৎসংহারের জন্য সমুদ্যতা হইয়াছেন! এমন সময় হঠাৎ গ্যারিবল্ডী তাঁহার সৈন্যশ্রেণীকে গার্ডাহ্রদের তীরে অবস্থিত সালো (Sal) নগরে অভিযান করিতে আদেশ দিলেন। কিন্তু তথায় দুই দিবসকাল মাত্র অবস্থিতি করিয়া গ্যারিবল্‌ডীকে পুনরায় লোনাটো নগরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং তথা হইতে ক্যাপুসিনি (Cappucini) নগরে গিয়া শিবির সন্নিবেশিত করিলেন।

এইরূপে অনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে বা অপরিজ্ঞাত লক্ষ্যে কয়েক দিন পরিভ্রমণ করিয়া গ্যারিবল্‌ডী টাইরলস্থিত ক্যাটারো (Cattaro) নগর আক্রমণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি এই উদ্দেশ্যে দুই রেজিমেণ্ট সৈন্যসহ সেনাপতি কোর্টেকে (Corte) তথায় প্রেরণ করিলেন এবং স্বয়ংও আসিয়া তাহাদিগের অনুগমন করিলেন। তাঁহারা পাঁচশ মাইল একাদিক্রমে গমন করিয়া সান্ আণ্টোনিয়ো নগরে গিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। সৈন্যগণ পথিশ্রমে অবসন্নকায়, ক্ষুৎপিপাসায় ক্ষীণবল এবং অজস্র বারিবর্ষণে সিক্তবস্ত্র হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন।

সান্ আণ্টোনিয়ো সমর

গ্যারিবল্‌ডী শত্রুসৈন্যকে আক্রমণ করিবার জন্য এরূপ অধীর হইয়া পড়িলেন যে, সেই নব-সংগৃহীত অজাতশ্মশ্রু বাল-সৈন্যগণকে আহার ও বিশ্রামার্থ এক রাত্রিও সময় না দিয়া, সেই দিন অপরাহ্ণেই তাহাদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে আদেশ প্রদান করিলেন। শত্রুগণ তখন সুদৃঢ় সংস্থানে অবস্থিত

ছিলেন। এ দিকে গ্যারিবল্ডীর অব্যর্থলক্ষ্য রণ-দীক্ষিত বন্দুকধারিগণ এখনও আসিয়া পৌঁছে নাই, আর তাহাদিগের পৌঁছানোর সময়ও অতীত হয় নাই। রণক্ষেত্র পঞ্চাশ-শত ফিট উচ্চ এক পাহাড়ের গাত্রে অবস্থিত। উক্ত পাহাড়ের গাত্র গড়াইতে গড়াইতে ক্রমে ইদ্রোহ্রদে (Lake Idro) গিয়া পড়িয়াছে এবং ইহার ঊর্দ্ধপ্রদেশে একটি পথ ইহার গাত্রকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়া বগোলিনো (Bagolino) অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। সমস্ত গিরিগাত্র আরণ্য-বৃক্ষে আচ্ছাদিত। টাইরলবাসিগণ পূর্ব্ব হইতেই পরিচিত সেই অরণ্যমধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়া সহজেই তাঁহাদিগের অনুসরণ এড়াইতে লাগিল। গ্যারিবল্ডিনী সেনা ব্যর্থ অনুসরণে কিয়ৎকাল বৃথা অতিবাহিত করিলেন। এ দিকে পুনর পরিচ্ছদে আবৃত অবশিষ্ট অষ্ট্রীয় সেনা সহসা অব্যর্থ সঙ্কেতে গ্যারিবাল্ডিনী সেনার সম্মুখে আবির্ভূত হইল। অমনি যুদ্ধারম্ভের সঙ্কেত-স্বরূপ ইদ্রো-হ্রদ হইতে কামানের গভীর গর্জ্জন শ্রুত হইল। শত্রুসৈন্যগণও সেই বজ্রনিনাদের উত্তর প্রদান করিল। এইরূপে উভয় সৈন্যে ভীষণ রণ আরম্ভ হইল। অপরাহ্ন বেলা সাড়ে তিনটার সময় যুদ্ধ আরম্ভ হয়। সেই সময় হইতে বেলা প্রায় ছয়টা পর্য্যন্ত শত্রুগণের বন্দুকাবলী ও কামানরাজি অবিরাম গুলী-গোলা বর্ষণ করিতে থাকে। শত্রুসেনা সবিশেষ রণদীক্ষিত থাকায় তাহাদিগের লক্ষ্য ব্যর্থ হইত না। কিন্তু গ্যারিবল্ডীর বাল-সৈন্যগণ রণবিষয়িণী শিক্ষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকায়, তাহাদিগের গুলী-গোলা নিলক্ষ্য বা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে লাগিল। তাহারা পূর্ব্বে কখনও রণস্থল দেখিতে পায় নাই, সুতরাং সেই ভীষণ অনললীলা দেখিয়া তাহারা একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। গ্যারিবল্ডী যখন দেখিলেন যে, তাহারা গুলী-গোলার চালনে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, তখন তাহাদিগকে সঙ্গীন-মুখে শত্রুগণকে আক্রমণ করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু কাপ্তেন ডিভেরেণ্ডার সৈন্যগণমাত্র তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিল, আর সকলে চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু উক্ত কাপ্তেন এই আক্রমণে হস্তে এক গুলীর আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। এ দিকে গ্যারিবল্ডীও একাকী অশ্বপৃষ্ঠে পলায়মান নিজ সৈন্যগণকে যুদ্ধার্থ উত্তেজিত করিতে গিয়া উরুদেশে এক গুলীর আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। তিনি সেই রুধিরাক্ত-দেহে অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক পথের ধারের ঝোপের মধ্যে লুক্কায়িত ভয়বিহ্বল নিজ সৈন্যগণকে বার বার শত্রু-সেনাগণকে আক্রমণ করিবার জন্য উদ্দীপিত করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার উদ্দীপনা ফলবতী হইল না। এ দিকে অবিরাম রুধিরপাতে ক্রমে তিনিও অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি অগত্যা রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে সুবিখ্যাত ওয়াটারলু-সমরে নব-সংগৃহীত অজাতশ্মশ্রু সৈন্যগণ লইয়া রণপণ্ডিত ইংরাজ ও প্রুসীয় সৈন্যগণের সহিত সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হওয়ায় ফরাসী সম্রাট প্রথম নেপোলিয়নের যে দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল, আজ ইতালীয় সিংহেরও সেই দুরবস্থা ঘটিল।

বেলা সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় শত্রুব্যূহ হইতে এরূপ প্রচণ্ড অগ্নি উদ্গীরিত হইতে লাগিল যে, গ্যারিবল্ডিনী সেনা কিছুতেই তাহা আর সহ্য করিতে না পারিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। কিন্তু তাহাদিগের পলায়ন-পথ হত বা আহতে এরূপ সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল যে, তাহারা পলাইতে গিয়া সেই সকল দেহে স্খলিতপদ হইয়া পড়িয়া যাইতে লাগিল। তাহাদিগের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া শত্রুসৈন্যগণ অগ্রসর হইতেছিল, কিন্তু ইত্যবসরে গ্যারিবল্ডিনী আর্টিলারি আসিয়া কামানরাজি হইতে ভীষণ অগ্নি উদ্গিরণ করিয়া সেই আক্রমণকারিণী শত্রুসেনার গতি প্রতিহত করিল। গ্যারিবল্ডিনী আর্টিলারী শুদ্ধ তাহাদিগের গতি প্রতিহত করিয়াই ক্ষান্ত রহিল না, তাহাদিগের অনেককেই সমরশায়িত করিল। তখন তাহারা গ্যারিবল্ডিনী সেনাকে রণস্থলে রাখিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল, আর ফিরিয়া আসিল না। এ দিকে গ্যারিবল্ডিনী সেনাকেও কেহ আর অগ্রসর করাইতে পারিল না। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ থামিয়া গেল।

গ্যারিবল্ডিনী সেনার প্রতিযান

রজনী সমাগত হইলে গ্যারিবল্ডীর ভলন্টিয়ার সৈন্যগণ রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া আনফোতে (Anfo) গিয়া শিবির সন্নিবেশ করিল। তথায় পুনর্মিলিত হতাবশিষ্ট সৈন্যগণকে আবার রেজিমেণ্ট, ব্যাটেলিয়ন্ ও কোম্পানীতে বিভক্ত করা হইল। এ দিকে গ্যারিবল্ডী সে দিনকার ব্যাপারে ভগ্ন-হৃদয় হইয়া ভাল অস্ত্রচিকিৎসকের পরামর্শ ও যত্ন পাইবার আশায় সালো (Salo) ও ব্রিস্কিয়া (Briscea) নগরাভিমুখে গমন করিলেন।

অষ্ট্রীয়া কর্ত্তৃক ভিনিসিয়া প্রত্যর্পণ

এই যুদ্ধে অষ্ট্রীয়ারও ক্ষতি যথেষ্ট হইয়াছিল। এদিকে ভেরোনা যুদ্ধে ভিক্টর্ ইমানুয়েল্ জয়লাভ না করুন, কিন্তু পরাজিত হইয়াছিলেন এরূপও বলা যাইতে পারে না। যাহা হউক, তিনি অষ্ট্রীয়াকে

দেখাইয়াছিলেন, এ সময়ে পরিণামে জয়লাভ করিবেন। সুতরাং অষ্ট্রীয়াধিপতি ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে ভিনিসিয়া তাঁহার হস্তে প্রত্যর্পণ করিতে স্বীকৃত হন। কিন্তু এ বিষয়ের মধ্যস্থতার ভার তিনি ফরাসী-সম্রাট্ তৃতীয় নেপোলিয়নের হস্তে অর্পণ করিয়া জার্ম্মাণিক রাজ্যসমবায়ে প্রভুতা লাভ করিবার জন্য সসৈন্য প্রুসিয়াভিমুখে ধাবিত হইলেন।

কিন্তু বিখ্যাত স্যাডোয়া-রণে (Battle of Sadowa) প্রুসিয়া কর্ত্তৃক অষ্ট্রীয়া পরাজিত না হওয়া পর্য্যন্ত ভিনিসিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে ইতালীকে প্রত্যর্পণ করা হয় নাই। অষ্ট্রীয়ো-ইতালীয় সমর নিঃসংশয়িত-রূপে ইতালীর অনুকূলে পর্য্যবসিত হয় নাই। বিশেষতঃ সমুদ্রপথে ইতালীর সমূহ ক্ষতি হইয়াছিল। গ্যারিবল্ডী আরোগ্য লাভ করিয়াই অষ্ট্রীয়ার রণপণ্ডিত বীর সৈন্যগণের বিরুদ্ধে তাঁহার নবীন সেনা লইয়া আবার অগ্রসর হইতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অষ্ট্রীয়া ভিনিস্ প্রত্যর্পণ করায় তাহার আর আবশ্যকতা রহিল না।

ফরাসী গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সন্ধি-ভঙ্গ

এদিকে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে ইতালীর সহিত ফ্রান্সের যে সন্ধি সংস্থাপন হয়, তাহাতে ফরাসী গবর্ণমেণ্ট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাঁহারা দুই বৎসরের মধ্যে রোম হইতে ফরাসী সৈন্য তুলিয়া লইবেন। কিন্তু আজ ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস অতীত হইতে চলিল, তথাপি ফরাসী গবর্ণমেণ্ট রোম হইতে ফরাসী সৈন্য উঠাইয়া লইলেন না। এ দিকে ইতালীয় গবর্ণমেণ্ট সন্ধির নিয়মানুসারে রোমে পোপের রাজত্বের উপর কোনও প্রকার আক্রমণ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিরত রহিলেন। কিন্তু গ্যারিবল্ডী ও তাঁহার বন্ধুবর্গ এই সন্ধির নিয়ম দ্বারা আবদ্ধ হইতে অস্বীকৃত হইলেন; এবং তাঁহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে দেশের ইচ্ছা ও শক্তির প্রতিভূ-স্বরূপ ছিলেন। আবার পোপও নেপোলিয়ন্ ও ভিক্টর্ ইমানুয়েলের এই সন্ধিতে অসন্তুষ্ট হইয়া তাহার দৃঢ়ীকরণে অসম্মত হইলেন। সুতরাং ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের শেষে ইতালী প্রকারান্তরে সন্ধির সমস্ত দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইলেন এবং অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতার সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার সুবিধা পাইলেন। বিশেষতঃ গ্যারিবল্ডী অক্ষুণ্ণ বিবেকে আপনার আনুযাত্রিকবর্গের উৎসাহানলে উদ্দীপনাঘৃত অর্পণ করিতে অবসর পাইলেন।

ফরাসী গবর্ণমেণ্ট প্রকৃতপক্ষে রোম হইতে সৈন্য তুলিয়া লওয়ার বিরোধী ছিলেন না। কিন্তু নানা কারণে তাঁহাদিগের পক্ষে ইহা অতি দুরূহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। শুদ্ধ যে ফ্রান্সে তাঁহারা বাধা পাইলেন, এরূপ নহে, ইউরোপের অনেক রাজ্য হইতেই তাঁহারা রোমে ফরাসী সৈন্য রাখার অনুরোধপত্র পাইতে লাগিলেন। কিন্তু ফ্রান্সের বেনেডেট (Benedette), লাভালেটে (Lavallete), যুবরাজ নেপোলিয়ন প্রভৃতি বিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞগণ রোম হইতে সৈন্য উঠাইয়া আনিবার জন্য নেপোলিয়নকে বিশেষরূপে অনুরোধ করিলেন; নেপোলিয়ন এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া মাধ্যস্থ্য অবলম্বন করিলেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের গ্যারিবল্ডিনী সেনার কার্য্যকলাপে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন রহিলেন।

গ্যারিবল্ডিনী ভলণ্টিয়ার সেনা কর্ত্তৃক আক্রমণের সময় ফরাসী দূত (Ambassadar) সার্টিজেস্ (Sartiges) আপনার স্থানে অনুপস্থিত ছিলেন। নেপোলিয়ন তাঁহাকে এরূপ উপদেশ দিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে তিনি যেন গ্যারিবল্ডীর গতিবিধির কোনও ব্যাঘাত সম্পাদন না করেন। সেই জন্যই তিনি মাধ্যস্থ্য অবলম্বন করিয়া এরূপ গা-ঢাকা দিয়াছিলেন। কিন্তু ফলতঃ কিছুই হইল না। কারণ, তাঁহার সহকারী মসো আর্মণ্ডের (M. Armand) পোপের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। তিনি স্বয়ং ক্যাথলিক্ ছিলেন, এই জন্য পোপের প্রভুত্ব রক্ষা করা তিনি ধর্ম্মানুমোদিত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। এ দিকে তাঁহার প্রতিভা ও কার্য্যকরী শক্তিও অসাধারণ ছিল। এই জন্য তিনি গ্যারিবল্ডিনী সেনাকে পদে পদে ব্যর্থমনোরথ করিতে লাগিলেন। তাঁহার দৃঢ়তর অধ্যবসায় ও পোপের রাজত্বের প্রতি অবিচলিত আস্থা নিবন্ধন ফরাসী গবর্ণমেণ্টের ঔদাসীন্য সত্ত্বেও, পোপ পাইয়ো নোনো (Pio Nono) এই অভিযান ব্যর্থ করিতে পারিলেন। সন্ধির নিয়মানুসারে তিনি আরও তিন বৎসর কাল রোমে রাজত্ব করিবার অধিকার পাইলেন।

রোমাভিমুখে দ্বিতীয় অভিযান

এদিকে গ্যারিবল্ডীর উপদেশানুসারে ইতালীর চতুর্দ্দিক্ হইতে ভলণ্টিয়ার সৈন্য উত্তোলিত, এবং অজস্র অস্ত্রশস্ত্র বিতরিত হইতে লাগিল। রাজধানীর সম্মুখেই—অধিক কি, গবর্ণমেণ্টের আভ্যন্তরীণ সহায়তাতেই এই সকল কার্য্য চলিতে লাগিল। গ্যারিবল্ডীর ভলণ্টিয়ার সৈন্যগণ তদীয় পুত্র মিনোত্তীর অধিনায়কত্বে রোমীয় রাজ্যের সীমান্তপ্রদেশে সমবেত হইতে আরম্ভ হইল। ইত্যবসরে গ্যারিবল্ডী জেনোয়ায়

অবতীর্ণ হইয়া গ্রামে গ্রামে ও নগরে নগরে জনসংঘকে পোপের বিরুদ্ধে উদ্দীপিত করিয়া অবশেষে ফ্লরেন্স নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় তিনি এরূপ উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা প্রজাবৃন্দের মনকে পোপের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেন যে, গবর্ণমেণ্ট তাঁহার বক্তৃতার উগ্রতাসম্বন্ধে তাঁহার প্রতি কোপ প্রকাশ করিতে বাধ্য হয়েন। অধিক কি, সিনালুঙ্গা (Sinalunga) নগরে তিনি যখন আবার ঐরূপ বক্তৃতা করেন, তখন গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রতি কৃত্রিম ক্রোধপ্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাকে বন্দী করিয়া ক্যাপ্রেরা দ্বীপে লইয়া যাইতে আদেশ করেন এবং তাঁহার গতি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য জলপথে কয়খানি জাহাজ রাখিয়া দেন। কিন্তু যখন রোমরাজ্যের উচ্ছেদসাধনের উপযোগী উপাদানসামগ্রীসকল সংগৃহীত হইল, আর গ্যারিবল্ডীর সাহায্য একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিল, তখন কেহ আর তাঁহার গতিরোধ করিল না। সুতরাং গ্যারিবল্ডী আবার অবাধে লেগহরণে (Leghorn) আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন এবং তথায় তৎপ্রতীক্ষায় সমবেত পঞ্চসহস্র ভলণ্টিয়ার সৈন্য লইয়া রোমাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

রোমীয় ও ফরাসী সৈন্য কর্ত্তৃক মণ্টেরোটোণ্ডো নগরের পুনরধিকার

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ২৬শে অক্টোবর তারিখে গ্যারিবল্ডী ষট্‌সহস্রে পরিণত ভলণ্টিয়ার সৈন্যের শীর্ষস্থানীয় হইয়া মণ্টি রোটোণ্ডো (Monte Rotonda) নগর আক্রমণ করেন। এই নগরের দুর্গ তৎকালে তিন শত মাত্র রোমীয় সৈন্য দ্বারা পরিরক্ষিত ছিল। সুতরাং তাহারা অগত্যা গ্যারিবল্ডীর হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইল। দুর্গের সহিত নগরও কাজেই গ্যারিবল্ডীর হস্তে পড়িল। কিন্তু ৩রা নবেম্বর প্রত্যুষে চারিটার সময় তিনসহস্র রোমীয় ও দুইসহস্র ফরাসীসৈন্য ফরাসী সেনাপতি কান্‌জেলের (Kenzeler) আদেশানুসারে রোম পরিত্যাগপূর্ব্বক মণ্টি রোটোণ্ডো নগরাভিমুখে ধাবিত হইল। গ্যারিবল্‌ডিনী সেনা তৎকালে সেই নগরে শিবির সন্নিবেশ করিয়া অবস্থিতি করিতেছিল। তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া নগর পুনরধিকার করিবার জন্য সেই সমবেত ফরাসী ও রোমীয় সৈন্য বদ্ধপরিকর হইল। রোমীয় সৈন্য আসিতেছে শুনিয়া গ্যারিবল্‌ডিনী সেনা তাহাদিগের আগমনপথের পার্শ্বের এক জঙ্গলে লুকায়িত হইয়া রহিল। রোমীয় সেনার অগ্রভাগ উপস্থিত হইবামাত্র গ্যারিবল্‌ডিনী সেনা তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। রোমীয় সেনা পরাভূত হয় দেখিয়া ফরাসীসেনাপতি জেনারেল ডে পোল-হেস্ (General-de-Polhes) অধীনস্থ কর্ণেল ফ্রেমেণ্টকে (Colonel Framont) প্রথম রেজিমেণ্ট ফরাসী সৈন্যসহ রোমীয় সেনার সাহায্যার্থে প্রেরণ করিলেন। গ্যারিবল্‌ডিনী সেনা সমবেত রোমীয় ও ফরাসী সৈন্যের বেগ সহিতে না পারিয়া পশ্চাৎপদ হইয়া পুনরায় মেণ্টানানগরে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। অপরাহ্ণ বেলা পাঁচ ঘটিকার সময় বিজয়লক্ষ্মী সম্পূর্ণরূপে বিপক্ষগণের অঙ্কশায়িনী হইলেন। বিজয়োন্মত্ত রোমীয় ও ফরাসী সৈন্যগণ গ্যারিবল্‌ডিনী সেনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া মেণ্টানাদুর্গ সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ করিল।

ফরাসী সেনাপতি কান্‌জেলের সেই অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়াই পরদিন প্রত্যুষে মেণ্টানা (Mentana) দুর্গ সবলে গ্রহণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন; কিন্তু প্রবয় সেনাপতি পোল্‌হেস্ তাহা সহজসাধ্য মনে না করিয়া, অধিক সৈন্য পাঠাইবার জন্য রোমে লিখিয়া পাঠাইলেন। ফরাসী সেনাপতি ডিউমণ্ট (Dumont) দ্বিপ্রহর রজনীতে এই সংবাদ পাইয়া, যতগুলি ফরাসী সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিলেন, লইয়া প্রাতে বেলা সাত ঘটিকার সময় মেণ্টানায় আসিয়া অবরোধকারিণী সেনার সহিত মিলিত হইলেন। ঠিক সেই সময় গ্যারিবল্‌ডিনী সেনার দূত মেণ্টানা তাহাদিগের হস্তে সমর্পণ করিবার প্রস্তাব লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

নেপোলিয়ন্ যেরূপ ওয়াটার্লু-রণক্ষেত্র হইতে অশ্বপৃষ্ঠে পলায়ন পূর্ব্বক সমুদ্রতীরে আসিয়া জাহাজে চড়িয়া ইংলণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পথে বিশ্বাসঘাতক ইংরাজগণ তাঁহাকে ইংলণ্ডে না লইয়া গিয়া বন্দিভাবে সেণ্টহেলেনাদ্বীপে লইয়া যায়, আজ গ্যারিবল্ডীরও ঠিক সেই দশা ঘটিল। তিনি অনাহত অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলাইয়া ক্যাপ্রেরার দ্বীপাবাসে গমন করিতেছিলেন, এমন সময় তিনি পথিমধ্যে ধৃত ও বন্দিভাবে স্পেজিয়ার নিকটবর্ত্তী ভেরিগন্যানোর দুর্গে নীত হইলেন। গ্যারিবল্ডী এই ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া প্রাণপণে তাঁহার প্রতিবাদ করিলেন; এবং ইতালীয় মহাসভার প্রতিনিধি ও আমেরিকার স্বাধীন নাগরিক বলিয়া আপনার মুক্তি দাবী করিলেন। অবশেষে শত্রুগণ তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। তিনি স্বাধীনতা পাইয়া নিজ দ্বীপাবাসে পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

তিনি ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তথায় অবস্থিতি করিয়া কৃষিকার্য্যের অনুসরণ-জনিত সুখানুভব করিলেন।

প্রকৃত তিনি কৃষিকার্য্যের ন্যায় আর কোনও কার্য্যও ভালবাসিতেন না। কিন্তু তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া তাহারও অনুশীলন করিতে সময় পাইলেন না। কারণ, নানা দেশ হইতে সর্ব্বদাই ভ্রমণকারিগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। বিশেষতঃ ব্রিটনবাসিগণের প্রতি তিনি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন বলিয়া ব্রিটন হইতেই অধিক লোক তাঁহার সহিত দেখা করিতে তথায় সমাগত হইতেন। তিনি মহান্ উৎসাহে তাঁহাদিগকে গ্রহণ ও তাঁহাদিগের সহিত কথোপকথন করিতেন। তাঁহাদিগের সহিত কথোপকথনে ও তাঁহাদিগের আতিথ্যবিধানে তাঁহার অনেক সময় অতিবাহিত হইল।

রোমাধিকার

১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ফ্রাঙ্কো-জর্ম্মান সমরে তৃতীয় নেপোলিয়নের পতনের পর, ইতালীরাজ ভিক্টর ইমানুয়েল অতি সামান্য বাধার পর রোমে প্রবেশ করিলেন। এই বিষয়ে গ্যারিবল্ডীর কোনও অংশ ছিল না। কিন্তু যেখানেই জনসাধারণ ও রাজার সংঘর্ষ, সেইখানেই গ্যারিবল্ডী জনসাধারণ পক্ষে উপস্থিত। এই সময় প্রুসীয়ার সঙ্গে ফরাসী সাধারণতন্ত্রের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। গ্যারিবল্ডী বিশ সহস্র ভলন্টিয়ার সৈন্য লইয়া ফরাসীজাতির সাহায্যার্থ গমন করিলেন এবং জর্ম্মানগণের উপর উপর্য্যুপরি কয়েকটি বিজয় লাভ করেন। ফরাসীজাতি তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার জন্য সমরাবসানে তাঁহাকে ফরাসী মহাসভার সভ্য মনোনীত করিলেন। কিন্তু গ্যারিবল্ডী ফরাসী দেশে অধিক দিন থাকিতে অসমর্থ হইয়া ফরাসী-মহাসভার আসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক আবার ক্যাপ্রেরার দ্বীপাবাসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

গ্যারিবল্ডীর জীবনের শেষ কয় বৎসর।

"নানাদেশ পরিভ্রমি, ক্লান্ত-কলেবর—
হইয়াছি আমি! কোথা যাইব না আর,
এই দ্বীপাবাস ছাড়ি, সঙ্কল্প আমার!
শান্তি-সুখে কাটাইব অবশিষ্ট কাল।"

আমরা গ্যারিবল্ডীর জীবন-নাটকের শেষাঙ্কে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এত দিনে গ্যারিবল্ডীর জীবনের শেষ আশা পূর্ণ হইল। ভিক্টর ইমানুয়েল্ কর্তৃক রোমের অধিকার এবং সেই ঐতিহাসিক মহানগরীকে ইতালীর রাজধানীরূপ পূর্ব্বপদে প্রতিষ্ঠা—গ্যারিবল্ডীর অনন্ত কীর্ত্তিমালার শেষ পরিণাম। গ্যারিবল্ডী আশৈশব যে আশালতা হৃদয়ে সযত্নে পোষিত করিয়া আসিতেছিলেন, আজ তাহা পূর্ণ-পুষ্পিতা। সমস্ত ইতালী এক ঘনীভূত মহাজাতিতে পরিণত হইয়া এক প্রভূতশক্তিশালী দেশীয় রাজার অধীনে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিবে এবং সেই রাজরাজেশ্বরী রোমনগরী ইতালীর রাজধানী হইবে—গ্যারিবল্ডী শয়নে, স্বপ্নে—অশনে, অটনে—কেবল এই এক চিন্তা হৃদয়ে ধারণ করিতেন। ধ্যানে জ্ঞানে এই এক চিন্তায় নিরন্তর অভিভূত থাকায়, শেষে তিনি এই এক চিন্তাকে বাস্তব ঘটনা বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। রোম ইতালীর রাজধানী নহে—এ চিন্তা তিনি হৃদয়ে বহন করিতে পারিবেন না। এই জন্য যখনই এই চিন্তা তাঁহার মনে উদিত হইত, তখনই তিনি উন্মত্তবৎ হইয়া উঠিতেন। পোপ খৃষ্টীয় সমাজের ধর্ম্মগুরু, তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিতে ইউরোপীয় সম্রাটগণও ভয়ে কম্পিত হইতেন, ইতালীর জনসাধারণের মন হইতেও পোপ-ভীতি সহজে বিদূরিত হয় নাই। সুতরাং ভিক্টর ইমানুয়েল রোম আক্রমণ বিষয়ে বাহ্য সহানুভূতি দেখাইতে পারেন নাই। অধিক কি, তিনি নেপোলিয়নের উত্তেজনায় সময়ে সময়ে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও গ্যারিবল্ডীর প্রতি কঠোর ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি সে দুর্ব্বলতা না দেখাইলে রোম ইহার পূর্ব্বেই ইতালীর রাজধানীরূপে পরিণত হইত, গ্যারিবল্ডীও হতমান হইতেন না। যাহা হউক, যখন তাহা হয় নাই, তখন ভাবিতে হইবে যে, তখনও প্রকৃত সময় উপস্থিত হয় নাই, কিন্তু ফ্রাঙ্কোপ্রুসীয় সমরে ইতালীর একতার প্রধান শত্রু তৃতীয় নেপোলিয়ন পর্য্যুদস্ত হইলে ভিক্টর ইমানুয়েল অবাধে বা সামান্য বাধায় রোমে প্রবেশ করিয়া, গ্যারিবল্ডীর মনোরথ পূর্ণ করিলেন। ইতালীর রাজসিংহাসন যিনি তুচ্ছ করিয়া সন্ন্যাসীর ন্যায় নিজ দ্বীপাবাসে বাস করিতেছেন, সেই মহাযোগীর একটি কামনা অতি বলবতী ছিল। রোমকে পুনরায় ইতালীর রাজধানী করিতে হইবে, সর্ব্বকামনাত্যাগী গ্যারিবল্ডী কিছুতেই এ কামনা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। আজ তাঁহার সে কামনা পূর্ণ হইল। রোম অতঃপর ইতালীর রাজধানী হইল।

কিন্তু কর্ম্মযোগী গ্যারিবল্ডীর পক্ষে কর্ম্মসন্ন্যাস বড় সহজ ব্যাপার নহে। এই জন্য যদিও তিনি রাজনৈতিক কার্য্যকলাপে আর লিপ্ত হইলেন না, তথাপি শান্তিপ্রদ কার্য্যে ব্যাপৃত না হইয়া থাকিতে পারিতেন না। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের সমরাবলীই তাঁহার মানবজাতির মঙ্গলসাধনার্থ শেষ উদ্যম। তাহার পর তিনি

অনুধাবন করেন নাই। কৃষি, অতিথিসৎকার, ব্যক্তিগত বা জাতীয় দুঃখে সহানুভূতিপ্রকাশ এবং যতদূর সাধ্য তাহার উপশমনের চেষ্টা—এই সকল শান্তিময় কার্য্যেই তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত হইয়াছিল।

যদিও ক্যাপ্রেরার গভীর নির্জ্জনতায় ও তাঁহার পুত্রকন্যাগণের সহবাসসুখে তিনি অপূর্ব্ব প্রীতিলাভ করিতেন, তথাপি তাঁহার পীড়া সময়ে সময়ে তাঁহার প্রীতির ব্যাঘাত সম্পাদন করিত। এই সময় তাঁহার পুত্র-কন্যাগণেরও সন্তানাদি হওয়ায় তাঁহার পরিবার-বর্গের সংখ্যাও বাড়িয়া গেল। কোন নির্দ্দিষ্ট আয় নাই, অথচ ব্যয়বাহুল্য উপস্থিত হইল। এই অর্থকৃচ্ছ্রতায় তাঁহাকে অগত্যা ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে জাতীয় দান গ্রহণ করিতে হইল। জাতীয় মহাসভা গ্যারিবল্ডীর অর্থকৃচ্ছ্রতা বিদূরিত করিবার জন্য তাঁহাকে এককালীন দশলক্ষ ফ্রাঙ্ক মুদ্রা প্রদান করেন এবং তাঁহার ভবিষ্যৎ ব্যয়নির্ব্বাহার্থ তাঁহার জীবিতকাল পর্য্যন্ত বৎসরে পঞ্চাশৎ সহস্র ফ্রাঙ্ক পরিমিত পেন্‌সনের ব্যবস্থা করিয়া দেন। গ্যারিবল্ডী ছয় বৎসর এই পেন্‌সেন ভোগ করিতে পাইয়াছিলেন।

গ্যারিবল্ডী রোমে

ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে গ্যারিবল্ডী পুত্রকন্যাগণ লইয়া রোম-পরিদর্শনে গমন করেন। যে রোম-রক্ষার জন্য তিনি একদিন অতিমানুষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, আজ তাঁহাকে দেখিয়া সেই রোমের অধিবাসিগণ গভীর কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। ভিক্টর ইম্যানুয়েল রোমে বাস করিতে বড় ভালবাসিতেন না বলিয়া রোমের অধিবাসিবৃন্দ তাঁহাকে তত প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন না। সুতরাং তিনি নগরীতে আসিলে লোকে উৎসবে তত উন্মত্ত হইত না। কিন্তু গ্যারিবল্ডী তাঁহাদিগের হৃদয়-সিংহাসনের অধিষ্ঠাতা দেবতা, তাই আজ গ্যারিবল্ডীকে পাইয়া তাঁহারা আজ উৎসবে প্রমত্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদিগের সে আনন্দ-উৎসব বর্ণনাতীত। রোমীয়গণের সাধারণতন্ত্রস্মৃতি ও সাধারণতন্ত্রভক্তি এখনও এরূপ বলবতী ছিল যে, গ্যারিবল্ডী আজ রোমে "সাধারণতন্ত্র" মন্ত্র উচ্চারণ করিলে তাহার ফল যে কি হইত, কেহ বলিতে পারে না। কিন্তু গ্যারিবল্ডী তাহা না করিয়া সকলকেই বর্ত্তমান শাসন-সমিতির প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইতে উপদেশ দিলেন এবং স্বয়ং রোমীয় প্রতিনিধি সভার নিকট শপথ গ্রহণ করিলেন। ইহা স্বাভাবিকই! কারণ, ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে গ্যারিবল্ডী নিজ হস্তে যে জাতীয় পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন, আজ কোন্ প্রাণে তিনি তাহাকে ভূপাতিত ও পদদলিত করিবেন? মাধ্যমিকগণ (Moderates) ও আমূল সংস্কারবাদিগণ (Radicals) পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় গ্যারিবল্ডীর সম্মানার্থ বিরাট্ আয়োজন করিতে লাগিলেন। মাধ্যমিকদলের উৎসব-আয়োজন ঔজ্জ্বল্যে আমূল-সংস্কারবাদী বা মৌলিকদলের আয়োজনকে সম্পূর্ণরূপে অধঃকৃত করিল। আর গ্যারিবল্ডী যখন রোমীয় মহাসভায় রোমের বন্দরনির্ণয়ে ও টাইবর নদীর গতিপরিবর্ত্তন-কার্য্যে ব্রতী হইবার জন্য প্রস্তাব করিলেন, তখন মাধ্যমিকদলের অন্যতম সভ্য মিঙ্গেটাই (Minghetti) তাঁহার প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া মহাসভাকে ঐ কার্য্যের জন্য ষাইট কোটি মুদ্রা ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিলেন। গ্যারিবল্ডী রাজনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করিয়া অন্য বিষয়ে ব্যাপৃত থাকেন, মহাসভার অধিকাংশ সভ্যেরই ইহা অভিপ্রেত ছিল; সুতরাং তাঁহারা এই প্রভূত অর্থ মঞ্জুর করিলেন, কিন্তু এই একটি কথা যোগ করিলেন যে, এই টাকা যে পরিমাণ সংগ্রহ হইবে, সেই পরিমাণমাত্র দেওয়া যাইবে।

যাহা হউক, গ্যারিবল্ডী মহাসভার সেই আশ্বাস-বাক্যেই সন্তুষ্ট হইয়া সেই কার্য্যে মনপ্রাণ উৎসর্গ করিলেন। প্রতিদিন তিনি ইঞ্জিনীয়ার, সর্ভেয়ার ও নানা প্রকারের কল্পনাকারী লোকজন সঙ্গে করিয়া বেড়াইতেন এবং মধ্যে মধ্যে রোমের ভাবী বন্দরের স্থান নির্ণয় করিবার জন্য সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী ফিউমিসিনো (Fiumicino) বন্দরে গমন করিতেন। তাঁহাকে ব্যাপৃত রাখিবার জন্য মন্ত্রিসমিতি সর্ব্বপ্রকারে এই কার্য্যে তাঁহার সহায়তা করিতেন। গ্যারিবল্ডী রোমের অদূরবর্ত্তী অগ্রো-রোমানো (Agro-Romano) নামক জলাভূমি মৃত্তিকা দ্বারা পরিপূরিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই জলাভূমি হইতে বিষাক্ত বাষ্পপুঞ্জ অনবরত উত্থিত হইত। সেই উত্থিত বাষ্পপুঞ্জ চতুর্দ্দিকে বিকীরিত হইয়া কোন কোন ঋতুতে রোমনগরীকে ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থান সকলকে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর করিয়া তুলিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন তিনি টাইবর নদীর তীরভূমি আরও উচ্চ করিবার সঙ্কল্প করেন। কারণ বর্ষাকালীন জলোচ্ছ্বাসে তীর ছাপাইয়া নদীজল তীরবর্ত্তী স্থানসকলকে প্লাবিত করে। এই সকল উদ্দেশ্যসাধনের জন্য গ্যারিবল্ডী টাইবর নদীর গতি ঈষৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া ফিউমিসিনো বন্দরের সহিত মিলাইয়া ফিউমিসিনোকে মহানগরী রোমের বন্দররূপে পরিণত করিতে কৃতসঙ্কল্প

হইলেন। পুরাকালে মহামতি জুলিয়স সীজারও এই স্থানকেই রোমের বন্দরের সম্পূর্ণ উপযোগী বলিয়া স্থিরীকৃত করিয়াছিলেন।

গ্যারিবল্ডী কর্তৃক রোমের উন্নতি-সাধন

গ্যারিবল্ডী নিজ ভূয়োদর্শনে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, যে স্থানে জাহাজ সকল সহজে মাল বোঝাই করিতে বা মাল নামাইতে পারে—এবং ঝড়বৃষ্টির সময় নিরাপদে থাকিতে পারে, সেই স্থানই বন্দরের সম্পূর্ণ উপযোগী। ফিউমিসিনো সেই সকল উদ্দেশ্যসাধনের সম্পূর্ণ উপযুক্ত বলিয়া তিনি ইহাকেই রোমের বন্দররূপে পরিণত করিবার সঙ্কল্প করিলেন। বিশেষতঃ তিনি জানিতেন যে, বহির্বাণিজ্য ব্যতীত জাতীয় শ্রমশীলতা বিকাশপ্রাপ্ত না হইলেও জাতীয় উন্নতি হয় না। সুতরাং সেই শ্রমশীলতার উদ্দীপক বহির্বাণিজ্য ব্যতীত জাতীয় স্বাধীনতা শূন্য শব্দমাত্রে পর্য্যবসিত হয় এবং প্রায় জাতীয় দুর্গতির কারণ হয়। কারণ—

> "সুখিতম সেই দেশে সকলে—
> প্রাণপণে করে শ্রম; জাতীয় মঙ্গলে,
> আত্মাহুতি দিয়া সবে থাকে নিরন্তর—
> রত তুলিতে সুফল ভূমি হ'তে হলে—
> অথবা নির্ম্মিতে সূক্ষ্ম শিল্পজাত করে,
> প্রেরিতে সে সব শেষে দেশ-দেশান্তরে।"

গ্যারিবল্ডীর বক্তৃতা

গ্যারিবল্ডীর এই সকল কার্য্যকলাপ দেখিয়া স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে যে, তিনি সমরকে কখন জীবনের লক্ষ্য বলিয়া মনে করিতেন না, কেবল কোন মহৎ-লক্ষ্যের সাধনোপায়মাত্র বলিয়া মনে করিতেন। সে লক্ষ্য মানব জাতির সুখসীমার পরিবর্দ্ধন। রোমের শ্রমজীবিগণের সভায় তিনি যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে তাঁহার জীবনের এই মহৎ উদ্দেশ্য তিনি বিশদরূপে বর্ণন করিয়াছেন। তিনি তাহাদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন যে, তাহারা যেন তাহাদিগের সন্তানগণকে কৃষিকার্য্যে বা কোন না কোন প্রকার শিল্পকার্য্যে দীক্ষিত করে। তাহা হইলেই তাহারা সাধুজীবিকা দ্বারা সুখে ও স্বচ্ছন্দে জীবন অতিবাহিত করিতে পারিবে। সে বক্তৃতার পরিশেষে তিনি শ্রমজীবিগণকে এইরূপে উদ্দীপিত করেন:—"তোমরা তোমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের—সেই অতীত যুগের রোমান্‌দিগের ন্যায় অধ্যবসায়শীল, নির্ভীক, অবিচলিত ও সদালক্ষ্য-বিরত হও। তোমরা আধুনিক ইংরাজগণকে আদর্শস্থলে আনিয়া তাঁহাদিগের অবিচলিত অধ্যবসায়শীলতার অনুকরণ করিবে। আমার বিবেচনায় সকল জাতি অপেক্ষা বর্ত্তমান ইংরাজগণের সহিত প্রাচীন রোমান্‌গণের চরিত্রগত অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। কোন বাধা-বিপত্তিই তাঁহাদিগকে লক্ষ্যচ্যুত করিতে পারে না। কিছুতেই তাঁহারা ভীত হন না। যে কোনও লক্ষ্য-সাধনে তাঁহারা কৃতসঙ্কল্প হন, অবিচলিত ইচ্ছাশক্তির সহিত তাঁহারা তাহাতে প্রবৃত্ত হন এবং কদাচ সে লক্ষ্যসাধনে তাঁহাদিগের যত্ন বিফল হয় না। অকৃতকার্য্যতায় তাঁহারা কখন ভগ্ন-হৃদয় হন না। বার বার প্রতিহত হইলেও, যতক্ষণ লক্ষ্যসাধন না হয়, ততক্ষণ তাঁহারা কিছুতেই নিবৃত্ত হন না। তাঁহাদিগের পদচিহ্নের অনুসরণ করিতে আমি তোমাদিগকে উপদেশ দিই। আমি তোমাদিগের বন্ধু ও ভ্রাতা হইয়া ইহা অপেক্ষা ভাল উপদেশ তোমাদিগকে আর দিতে পারি না।" আমরাও গ্যারিবল্ডীর সহিত ঐক্যমতে ভারতবাসী ভ্রাতৃবৃন্দকে এই উপদেশ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না।

গ্যারিবল্ডী সীজারের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবেন, স্থির করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অন্যান্য নগরের ঈর্ষাবশতঃ তিনি সে সঙ্কল্পসাধন করিতে পারেন নাই। সুতরাং এই মহৎকার্য্যসাধনের ভার কোন ভবিষ্য মানবপ্রেমিকের উপর ন্যস্ত রহিল।

রোমে অবস্থিতিকালে তাঁহার শরীর তত সুস্থ ছিল না। তাঁহার পুরাতন ক্ষতসকল তাঁহাকে যন্ত্রণা দিতে লাগিল। সুতরাং তাঁহাকে কাষ্ঠদণ্ডের উপর ভর দিয়া চলিতে হইল। এই জন্য তিনি ইতালীয় মহাসভার সভ্যের পদ পরিত্যাগ করা একান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে করিলেন। তাহা স্থির করিয়া তিনি তাঁহার নির্ব্বাচকদিগকে এই মর্ম্মে এক পত্র লিখিলেন —"আমার প্রিয় বন্ধুগণ! আমার বড় আশা ছিল যে, আমি তোমাদিগের কোনও উপকারে আসিব। কিন্তু এখন দেখিতেছি, আমার তাহা ভ্রম হইয়াছিল। কারণ, আমার স্বাস্থ্য এতদূর ভগ্ন হইয়াছে যে, আমি সর্ব্বপ্রকার কার্য্যের সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছি। তোমরা যে বিশ্বাস করিয়া আমায় তোমাদিগের প্রতিনিধি মনোনীত করিয়াছিলে, তজ্জন্য আমি তোমাদিগকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি। এই বিশ্বাস আমার জীবনের অবশিষ্টকালে আমার স্মৃতির অতি প্রীতিকর বিষয় হইবে।"

গ্যারিবল্ডীর বিদায় গ্রহণ

কিন্তু গ্যারিবল্ডীর সকল কার্য্যে পরিণত হইল

না। তাঁহার বন্ধুবান্ধবর্গণের এবং রাজার ও মন্ত্রিসমিতির সবিশেষ অনুনয়ে, তাঁহাকে অগত্যা পত্র ফিরিয়া লইতে হইল। গ্যারিবল্‌ডী ইতালীর ভিতর দিয়া যাইবার সময় নগরে নগরে প্রজাবর্গের প্রেমোন্মত্ত হৃদয়ের পূজা গ্রহণ করিতে করিতে চলিলেন। জাতীয় স্বাধীনতাসমরে যে সকল স্বজাতি-প্রেমিক বীর প্রাণোৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহাদিগের সম্মানার্থ ভিটার্ব্বো (Viterbo) নগরে এক স্মৃতিস্তম্ভ হয়। গ্যারিবল্‌ডী সেই স্মৃতিস্তম্ভের প্রতিষ্ঠার দিবস স্বয়ং তথায় উপস্থিত হওয়ায় বিশ্বজনীন জয়-নিনাদ পরিগৃহীত হইয়াছিলেন। তিনি যখন অর্টে (Orte) নগরে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলেন, তখন তাঁহার সম্মানার্থ নাগরিক ঐকতানবাদ্য বাজিতে লাগিল এবং রাজপথের স্থানে স্থানে বিজয়-তোরণ-গোলক সকল * উত্থিত হইতে লাগিল। যখন নগর হইতে বহির্গত হইলেন, তখন প্রজাসাধারণ বহুমাইল পর্য্যন্ত তাঁহার শকটের অনুবর্ত্তন করিলেন। অসংখ্য শকট, অসংখ্য অশ্বারোহী ও গো-শকট এবং সপ্ত-ত্রিংশৎ সমিতি তাঁহাদিগের পতাকা ও ঐকতানিক বাদ্য লইয়া এই অভিযানে † যোগ দিয়াছিল। সপ্তবিংশ নগরপাল ‡ ও বিশসহস্র লোক —ধরিতে গেলে সমস্ত জনপদবাসীই এই বিজয় অভিযানে গ্যারিবল্‌ডীর সম্মানার্থ পদব্রজে গমন করিয়াছিলেন। সুতরাং গ্যারিবল্‌ডীকেও তাঁহার কাষ্ঠদণ্ডের উপর ভর করিয়া সেই সঙ্গে কিয়দ্দূর পদব্রজে গমন করিতে হইয়াছিল। গ্যারিবল্‌ডী বিদায়কালে উচ্ছ্বাসপূর্ণ ভাষায় সেই জনসঙ্ঘের নিকট একটি বক্তৃতা করিলেন। তাঁহার সহসামরিকগণের অনেকে সেই জনব্যূহের সঙ্গে ছিলেন। তিনি তাঁহাদিগের সঙ্গে সবিশেষ আলাপ-পরিচয় করিলেন। গ্যারিবল্‌ডী অতিকষ্টে তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

ইতালীতে গ্যারিবল্ডীর পূজা

গ্যারিবল্‌ডী প্রত্যেক ইতালীয়ের হৃদয়ের অধিষ্ঠাতা দেবতা ছিলেন। এই জন্য ইতালীবাসীরা ভিক্টর ইমানুয়েল্ অপেক্ষা তাঁহাকে অধিক ভালবাসিত। ভিক্টর ইমানুয়েল্ সমবেত ও দাসত্বোমুক্ত ইতালীর প্রথম রাজা ছিলেন বটে, কিন্তু সকলেই জানিত যে, গ্যারিবল্‌ডীর কৃপায় তিনি ইতালীর সিংহাসনে অধিরূঢ়। সকলে মুক্তকণ্ঠে বলিত যে, ইতালীর সিংহাসনের প্রকৃত অধিকারী গ্যারিবল্ডী। তিনি তাহাতে স্বেচ্ছাবঞ্চিত বলিয়া লোকের ভক্তি তাঁহার উপর দ্বিগুণিত হইয়াছিল। সেই হৃদয়পোষিত ভক্তি গ্যারিবল্‌ডীকে দেখিলে শত-গুণিত হইয়া বিকাশ পাইত। রঘুনাথ রামচন্দ্র অযোধ্যার সিংহাসন আপন ইচ্ছায় ভরতকে প্রদান করিয়া বনগমনোদ্যত হইলে প্রজাসাধারণ যেমন তাঁহার অনুবর্ত্তন করিয়াছিল, আজ সেই হৃদয়ভাবে উদ্বেলিত হইয়া অর্টে নগরের সমস্ত অধিবাসী গ্যারিবল্‌ডীর অনুবর্ত্তন করিয়াছিল। যে দেশে হৃদয়মাহাত্ম্যের এত পূজা, সে দেশ কখন না উঠিয়া থাকিতে পারে?

ক্যাপ্রেরাদ্বীপ হইতে এই সাময়িক অনুপস্থিতি-কালেই সাধারণ-তান্ত্রিকদল গ্যারিবল্‌ডীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করেন যে, তিনি সামান্য অন্নব্যঞ্জনের লোভে সাধারণ-তন্ত্রপক্ষকে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া রাজতান্ত্রিকদলে হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। গ্যারিবল্‌ডী অতি সংক্ষেপে এই অভিযোগের উত্তর প্রদান করেন:—"আমি কখনই মিথ্যাবাদীদিগের দলভুক্ত ছিলাম না। আমি বাস্তব ঘটনায় সাধারণতন্ত্রের জন্য যুদ্ধ করিয়াছিলাম এবং কখনই সে পক্ষের বিশ্বাস হনন করি নাই।" বস্তুতঃ স্বদেশকে বৈদেশিক অধীনতা হইতে উন্মুক্ত করাই গ্যারিবল্‌ডীর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। তিনি সে লক্ষ্যসাধনে আত্মোৎসর্গ করিতে ত্রুটি করেন নাই, সুতরাং সিদ্ধকামও হইয়াছিলেন। তিনি ম্যাট্‌সিনির নিকট বৈপ্লবিক মন্ত্র দীক্ষিত হইয়াছিলেন, কিন্তু রাজ্যতন্ত্র ও সাধারণতন্ত্র লইয়া তাঁহাদিগের মধ্যে অনেক দিন হইতে মতভেদ চলিয়া আসিতেছিল। গ্যারিবল্‌ডীর বিশ্বাসানুসারে তিনি কার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার প্রতি এরূপ অভিযোগ করা বৈপ্লবিক দলের উচিত হয় নাই। তাঁহার ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু প্রলোভনবশতঃ তিনি রাজ্যতন্ত্রের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন, এ অভিযোগ গ্যারিবল্‌ডীর ন্যায় নিষ্কাম যোগীর উপর কোনমতেই প্রযুক্ত হইতে পারে না। তিনি সাধারণতন্ত্রের পক্ষ অবলম্বন করিয়া কৃতকার্য্য হইলে নিশ্চয়ই আমেরিকায় ওয়াসিংটনের ন্যায় ইতালীতে সর্ব্বপ্রথমে প্রেসিডেণ্ট হইতে পারিতেন, কিন্তু স্বার্থ তাঁহার হৃদয়ে কখনই স্থান পায় নাই; সুতরাং যখন তিনি দেখিলেন, সাধারণতন্ত্রের জয় হওয়া অসম্ভব, তখন তিনি রাজ্যতন্ত্রের পক্ষ অবলম্বন করিয়া জাতীয় সমরে অবতীর্ণ হইলেন এবং অবতীর্ণ হইয়া জাতীয় স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করিলেন।

ভিক্টর ইমানুয়েলের মৃত্যু

আজ ইতালী এক শাসনাধীনে আনীত। আজ ইতালীর প্রতিদুর্গে সগর্ব্বে জাতীয় পতাকা উড্ডীন।

* Triumphal arches.
† Procession. ‡ Mayor.

আর ইতালীবক্ষে এক কণা বৈদেশিক পদরেণু বিরাজিত নাই। এই বিশাল ইতালীতে আজ অনন্ত শান্তি বিরাজমান। সুতরাং ভিক্টর ইমানুয়েলের জীবনের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য পর্য্যবসিত হইয়াছে। তাই আজ ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ইতালীর কর্ম্মক্ষেত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক তিনি স্বর্গারোহণ করিলেন।

ভিক্টর ইমানুয়েলের চরিত্র

ভিক্টর ইমানুয়েল একাধিকবার পীড়িত হইয়াছিলেন এবং পারিবারিক মনস্তাপও পাইয়াছিলেন, সেই জন্য প্রতিবারই পুরোহিতগণ তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, পোপের উচ্ছেদসাধনের চেষ্টার জন্যই তাঁহার পীড়া ও মনস্তাপ ঘটিতেছে। কিন্তু রাজা কিছুতেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নাই। তিনি তাঁহার রাজ্যতন্ত্রের নিকট এবং তদীয় ভক্ত প্রজাবৃন্দের সমীপে যে প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, কোন প্রকার আধ্যাত্মিক ভয়েই তিনি সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন নাই। এই কেন্দ্রীভূত রাজকীয় স্তম্ভের চতুর্দ্দিকে পীডমণ্টরাজ্যের সৌভাগ্য ক্রমশই উপচীয়মান হইতে লাগিল। সুধীর সুশৃঙ্খলায় ও সুশাসনে তাঁহার রাজ্যের ক্রমশই এরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল যে, তিনি সিবাষ্টোপোল্ (Sibastople) সমরে আঙ্গলো-ফ্রেঞ্চ সেনার সাহায্যার্থ সপ্তদশ সহস্র সৈন্য প্রেরণ করেন। এইরূপে তিনি ইউরোপীয় রাজবৃন্দের মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করিলেন। এইরূপে ভিক্টর ইমানুয়েল্ ও তাঁহার দেশ জাতীয় তুলনায় ক্রমশই উন্নত হইতে লাগিলেন। এ দিকে সম্রাট্ নেপোলিয়ান্ ইতালীয় উপদ্বীপে অষ্ট্রীয়ার প্রাধান্য ক্রমেই গর্ব্ব করিতে লাগিলেন। ইতালীর অধিবাসিবৃন্দও বুঝিলেন যে, ইতালীতে এমন একটি রাজা আছেন, যাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করা যাইতে পারে। সুতরাং ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ভিক্টর ইমানুয়েল্ যখন সমবেত ইতালীর রাজসিংহাসনে আরোহণ করিলেন, তখন তাহাতে প্রতিবাদ করিবার কেহই ছিল না। কারণ, তিনি এতদিন ইতালীর প্রজাসাধারণের হৃদয়সিংহাসনে অধিরূঢ় ত ছিলেনই। তবে তিনি যখন ইতালীর সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন, তখন তাহারা প্রতিবাদ করিবে কেন? যাহা তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে ছিলেন, তাহা প্রকাশ্যে হইল মাত্র। ইতালীর অন্যান্য রাজ্য ও অন্যান্য শাসনবিভাগীয় বা সমরবিভাগীয় প্রভুশক্তি—ভিক্টর ইমানুয়েলের আবির্ভাবে কোথায় নিমীলিত হইয়া গেল। ভিক্টর ইমানুয়েল্ নিজ চরিতমাহাত্ম্যে এবং শাসনবিষয়িণী ও সমরবিষয়িণী প্রতিভাবলে সেই পতিত বা পতনোন্মুখী প্রভুশক্তি সকলের মধ্যে—সেই বিশ্বব্যাপী বিপ্লবের মধ্যে—একাকী অবিচলিতভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। যে সময়ে চতুর্দ্দিকে রণপণ্ডিত প্রবয়াঃ সৈন্যগণ নিরস্ত্রীকৃত হইতেছে, সেই সময়েই তাঁহার ও তদীয় প্রিয়সুহৃদ গ্যারিবল্ডীর নারায়ণী সেনা করাল অস্ত্র-প্রহারে অসুরদলনে উন্মত্ত রহিয়াছে। একদিকে বিষাদ—একদিকে হর্ষোন্মাদ! একদিকে ক্রন্দন—একদিকে হাস্যের তরঙ্গ! এ রহস্যভেদ করে, কাহার সাধ্য?

যাহা হউক, এক এক রাজার হস্ত হইতে শাসনদণ্ড যেমন স্খলিত হইতে লাগিল, ভিক্টর ইমানুয়েল্ অমনি তাহা স্বহস্তে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তিনি আপনার যোগ্যতা ও বিশ্বাসবত্তার প্রমাণ দিয়াছিলেন বলিয়াই প্রজারা তাঁহার এই কার্য্যের কোনও প্রতিবাদ করিল না। এই বিশ্বাসবত্তাই তাঁহার কৃতকার্য্যতার প্রধান কারণ। কারণ, ইতালীর বিপ্লবসাধনে যাঁহারা প্রাণোৎসর্গ করিয়াছিলেন এবং যাঁহাদিগের করাল অসি, অগ্নিময়ী জিহ্বা ও লেখনীও এই বিপ্লবের কৃতকার্য্যতার নিদান, তাঁহাদিগের নেতৃবৃন্দ সকলেই প্রায় রাজতন্ত্র-শাসন-প্রণালীর বিপক্ষ ছিলেন। তাহারা সাধারণতন্ত্রের প্রতি লোকের মনকে এতদূর প্রবল করিয়া তুলিয়াছিল যে, রাজ্যতন্ত্র প্রতিষ্ঠাপিত হওয়ার সম্ভাবনা অতি অল্পই ছিল। কেবল গ্যারিবল্ডীর ও ভিক্টর ইমানুয়েলের প্রতি লোকের প্রগাঢ় ভক্তি ও অবিচলিত বিশ্বাস থাকায়, প্রজাসাধারণ তাহাদিগের স্বাভাবিকী সাধারণতন্ত্রিণী প্রবণতা-সত্ত্বেও রাজ্যতন্ত্রের দিকে হেলিত হইল।

ম্যাটসিনি

ইতালীয় বিপ্লবের কথা বলিতে গিয়া আমরা সেই দেবর্ষি জোসেফ্ ম্যাটসিনির নাম উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। সেই মহাযোগীর মন্ত্রপ্রভাবেই শত শত বৈপ্লবিক অনুপ্রাণিত হইয়া স্বদেশের উদ্ধারসাধনে প্রাণোৎসর্গ করিয়াছিলেন। গ্যারিবল্ডী, ভিক্টর্ ইমানুয়েল্, কাভুর প্রভৃতি স্বজাতিপ্রেমিকগণ সকলেই তাঁহার মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। বিশাল দেহ ও বিলম্বিত মুখের গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ভাব দেখিলে, তাঁহাকে দেবতা বলিয়া বিবেচনা না করিয়া কেহ থাকিতে পারিত না। ম্যাটসিনি ইতালীয় ক্ষেত্রে যে বৈপ্লবিক বীজ রোপণ করিয়াছিলেন, সেই বীজ হইতে যে শস্য জন্মে, গ্যারিবল্ডী পরিপক্কাবস্থায় তাহা কাটিয়া ভিক্টর ইমানুয়েলের গোলায় তুলিয়া দিয়াছিলেন মাত্র। তিনি যৌবনে উদার রাজ্যতান্ত্রিক মতের প্রচার করিতেন।

সমবেত ইতালীকে স্বাধীন করিয়া একদেশীয় রাজার অধীনে আনয়ন করাই তাঁহার তখনকার লক্ষ্য ছিল। সে সময় তিনি ভিক্টর ইমানুয়েলের পিতাকে সেই পদে অধিষ্ঠিত করিবেন মানস করিয়া, তাঁহাকে এক পত্র লিখেন। কিন্তু তিনি তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ায়, ম্যাটসিনি ইতালীকে সাধারণতন্ত্রে পরিণত করার সংকল্প করেন। ভিক্টর ইমানুয়েলের পিতা চার্লস আলবার্ট প্রথমে জাতীয়দলের পক্ষসমর্থন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া শেষে অষ্ট্রীয়ার উত্তেজনায় তাঁহাদিগের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া অনেকের প্রাণসংহার করায়, ম্যাটসিনির মন রাজনামের প্রতি বিদ্বেষবিশিষ্ট হইয়া উঠিল। পিতার প্রতি বিদ্বেষ পুত্রেও প্রতিবিম্বিত হইল। তাঁহার মনে স্বতঃই এই আশঙ্কা উপস্থিত হইল যে, পিতা যখন জাতীয় বিশ্বাসহনন করিয়াছেন, তখন পুত্র তাহা করিবেন না, কে বলিতে পারে? এইজন্য তিনি রাজতন্ত্রের আশা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া তদীয় পতাকায় 'ঈশ্বর ও জনসাধারণ (God and the People)' এই শব্দাবলী অঙ্কিত করিলেন।

বিশ্বাসঘাতক চার্লস আল্‌বার্ট ম্যাটসিনির পত্রের প্রত্যুত্তরস্বরূপ তাঁহাকে স্বদেশ হইতে যাবজ্জীবন নির্ব্বাসিত করিলেন। ম্যাটসিনির বিশাল হৃদয় সেই নির্ব্বাসনে সঙ্কুচিত না হইয়া বিশালতর হইয়া উঠিল। তিনি সর্ব্বদেশীয় নির্ব্বাসিতগণ লইয়া 'নব্য ইতালী' (Young) নামে এক সার্ব্বজনিক সমাজ প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। তিনি ইহার লক্ষ্য ও পরিসর এত বিস্তৃত করিলেন যে, সভ্যজগতের সকল লোকই ইহার সভ্য-শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিতেন। তিনি এই নবীনসমাজের কার্য্যপ্রণালী চালাইবার জন্য অসংখ্য গুপ্তচর নিযুক্ত করিলেন। তাঁহারা সকলেই তাঁহার মন্ত্রশিষ্য ও ইতালীর উদ্ধারকার্য্যে গৃহীতব্রত। এই সকল গুপ্তচর দ্বারা তিনি ইতালীর রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের গতিবিধির ও কার্য্য-প্রণালীর সংবাদ লইতেন। তিনি সেই সকল সংবাদ দ্বারা ইতালীর আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পূর্ণরূপে বিদিত হইয়া রাজবৃন্দের অত্যাচার সকল জগতে উদ্‌ঘোষিত করিতেন, এবং ইতালীর প্রজাসাধারণকে রাজবিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইবার জন্য উত্তেজিত করিতেন। কিন্তু তাঁহার আমূলসংস্কারের দুর্দ্দমনীয় বাসনা থাকায় তিনি রাজতান্ত্রিক বৈপ্লবিকগণের সহিত মিলিয়া কার্য্য করিতে পারিতেন না। গ্যারিবল্‌ডী এই রাজতান্ত্রিক বৈপ্লবিকগণের নেতা ছিলেন। সুতরাং তিনি গ্যারিবল্‌ডীর সহিত সমবেত হইয়া কোনও কার্য্য করিতে পারিতেন না। এই জন্য গ্যারিবল্‌ডীর দলও তাঁহাকে বিশ্বাস করিতেন না। নিয়োপলিটীয়গণের উদ্ধারকার্য্যে যদিও ম্যাট্‌সিনি অর্থে ও সৈন্যে গ্যারিবল্‌ডীর অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন, তথাপি গ্যারিবল্‌ডী তাঁহার সহিত যোগে কার্য্য করিতে স্বীকৃত হন নাই। ফলে এই হইল যে, মাট্‌সিনির আয়োজনে গ্যারিবল্‌ডী ইতালীর উদ্ধারসাধনে কৃতকার্য্য হইলেন। যে বীজ বপন করিল, সে শস্যে বঞ্চিত হইল। কিন্তু ম্যাটসিনি নিষ্কামযোগী, তাঁহার তাহাতে দুঃখ কি? গ্যারিবল্‌ডীও পতিত হইলেন না, কারণ, তিনি স্বদেশের মঙ্গলার্থ সে ফলে স্বেচ্ছা-বঞ্চিত হইলেন। এইরূপে গুরু ও শিষ্য উভয়েরই মহিমা অক্ষুণ্ণ রহিয়া গেল।

ম্যাট্‌সিনির জীবনের শেষাবস্থায় তিনি শারীরিক অসুস্থতা-নিবন্ধন বৈপ্লবিক কার্য্যক্ষেত্র হইতে প্রায় অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। তথাপি তাঁহার আভ্যন্তরীণ তেজ নিবৃত্ত থাকিবার নহে। যেখানেই প্রজাপীড়ন, সেইখানেই ম্যাট্‌সিনির প্রাণ পড়িয়া থাকে; বিশেষতঃ লোকসাধারণের মহিমা-কীর্ত্তন ও সংস্থাপনের জন্যই তাঁহার জগতে আবির্ভাব। তাই ইতালীতে লোকতান্ত্রিক শাসনপ্রণালী সংপ্রতিষ্ঠাপিত না হওয়ায়, তাঁহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটে নাই। এই জন্য ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে তিনি লোকতান্ত্রিক ইচ্ছাসৈন্য লইয়া সুইজর্লণ্ড হইতে বিপ্লব-পতাকা উড্ডীন করিবার জন্য ইতালী-অভিমুখে অভিযান করিয়াছিলেন। কিন্তু বিধাতা তাঁহার সে অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে দিলেন না। বোধ হয়, তখনও সময় উপস্থিত হয় নাই। তাই তিনি ইতালীয় বৈপ্লবিক কার্য্যের অধিনেতৃত্ব হইতে তাঁহাকে তুলিয়া লইলেন। ১২ই মার্চ্চ মঙ্গলবার (১৮৭২ খৃষ্টাব্দ) তারযোগে সংবাদ আসিল যে, ইতালীয় জাতীয় স্বাধীনতা নাটকের প্রধান অভিনেতা জোসেফ ম্যাটসিনি বিগত ১০ই মার্চ্চ রবিবার পাইসা নগরে ইহলীলা সংবরণ করিয়াছেন। ইউরোপের মুকুটধারিগণ আজ নিস্তার পাইলেন। এতদিন ম্যাটসিনির জন্য তাঁহারা সুখে নিদ্রা যাইতে পারিতেন না। যে হেতু, তাঁহার জ্বালামুখী রচনায় কোন্ দেশের প্রজাবৃন্দ কখন্ রাজবিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হয়, তাহার নিশ্চয় ছিল না।

যে ম্যাটসিনি দরিদ্রের পরম বন্ধু ছিলেন, যিনি রাজবৃন্দের প্রজাসাধারণ প্রতি অত্যাচারে ব্যথিতহৃদয় হইয়া ইতালীয় রাজশক্তি সকলকে শতধা বিদীর্ণ ও বিশীর্ণ করিয়া সমবেত ইতালীর ভিত্তিপত্তন করিয়াছিলেন এবং যিনি ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে রোমীয় সাধারণতন্ত্রের নিয়ম-কার্য্য হস্তে লইয়া নিজের প্রাজ্ঞতা, ধীরতা, সহিষ্ণুতা, উৎসাহবত্তা ও কার্য্যকারিতা দ্বারা দেখাইয়াছিলেন যে, তিনিই এই কার্য্যের বরমাল্য পাওয়ার

প্রকৃত উপযোগী, হায়! আজ তাঁহার বরমাল্য পাওয়া দূরে থাকুক, তিনি বরের বন্ধুর সম্মাননা পর্য্যন্ত পাইলেন না। আজ তাঁহাকে নির্ব্বাসিত থাকিয়া তাঁহার চিরদিনের শ্রমসাধিত ও হৃদয়ের চিরলালিত ইতালীর সম্মিলন দূর হইতে উদাসীনভাবে দেখিতে হইল। ইহা অপেক্ষা কষ্টের কথা আর কি হইতে পারে?

ইতালীর নক্ষত্রমালা

কিন্তু ম্যাট্‌সিনি! তোমার নিষ্কাম কর্ম্মের ফল তুমি স্বর্গে গমন করিয়া ভোগ করিবে! তোমার দেশ, তোমার প্রতি অবিচার করুন্, কিন্তু সেই সর্ব্বনিয়ন্তা পরমন্যায়বান্ ভগবান্ তোমার প্রতি বিচার করিবেন। আর ভবিষ্যপুরুষপরম্পরা অনন্তকালের জন্য তোমার যশোগান করিতে থাকিবে। তুমি মরিয়াও অনন্তকালের জন্য অমর হইয়া রহিলে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে ইতালীর নক্ষত্রমালা ইতালীয় গগন হইতে একে একে স্খলিত হইতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের জীবনের কার্য্য পর্য্যবসিত হওয়ায়, যেন ভগবান্ তাঁহাদিগকে এ কর্ম্মক্ষেত্র হইতে প্রত্যাহার করিলেন। তাঁহারা সকলেই কর্ম্মযোগী ছিলেন। কাভুর, ম্যাট্‌সিনি, ভিক্টর ইমানুয়েল ও গ্যারিবল্‌ডী—এই চারিজন কর্ম্মযোগীর যোগসাধনার বলেই ইতালীয় বিপ্লব সংসাধিত হইয়াছিল। এই চারিজনের প্রথম তিনজন তাঁহাদিগের সাধনক্ষেত্র হইতে অন্তর্দ্ধান করিলেন। এক্ষণে গ্যারিবল্ডী প্রকাণ্ড অতীত যুগের সাক্ষিস্বরূপ হইয়া—অথবা ইহার স্মৃতিস্তম্ভীভূত হইয়া শুদ্ধ নিজ সত্তামাত্রে বর্ত্তমান যুগের অভ্যুদয়সাধন করিতে লাগিলেন! বোধ হয়, ইতালীর পুনর্গঠনক্রিয়া এখনও পরিসমাপ্ত হয় নাই বলিয়াই বুঝি বিধাতা তাঁহাকে আর কিছু দিন রাখিয়া দিলেন।

এই সময় সার্ভিয়া ও রাউমিনিয়া প্রভৃতি তুরস্কীয় অধীন রাজ্যসকল সুল্‌তানের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া তদীয় শাসনের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইল। তাহাদিগের জন্য গ্যারিবল্‌ডীর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। যে অত্যাচার নিবারণ করিবার জন্য তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়া তৎপ্রতীকারে সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন, আজ উক্ত রাজ্যসকলের উৎপীড়িত প্রজাগণ সেইরূপ অত্যাচারের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়াছেন দেখিয়া স্বতই তাঁহার মন তাঁহাদিগের সাহায্যে ধাবিত হইল। কিন্তু সে দুর্ব্বল শরীরে তিনি কার্য্যতঃ তাঁহাদিগের কোনও সাহায্য করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তথাপি তিনি সংবাদপত্রে উদ্দীপনাপূর্ণ পত্রাবলী দ্বারা সভ্যজগতের সহানুভূতি তাঁহাদিগের দিকে উদ্দীপিত করিতে লাগিলেন। অধিক কি, তিনি ইংলণ্ডের মন্ত্রিবর্গকেও লিপিদ্বারা এ বিষয়ে অনুরোধ করিয়াছিলেন। সেই সকল পত্রাবলীর মধ্যে তিনি ইংলণ্ডের অমাত্যপ্রবর আর্‌ল্ রসেল্‌কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, সেইখানিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সেই পত্রখানির মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

গ্যারিবল্ডীর পত্রাবলী

"ক্যাপ্রেরা, ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ।

প্রোজ্জ্বলকীর্ত্তি বন্ধুবর! তুরস্কীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্যাতিত খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণের নামের তালিকায় আপনার নাম সন্নিবেশিত করায়, আপনার মানবপ্রেমাত্মক মুকুটে একটি নূতন অমূল্য রত্ন খচিত করিয়াছেন। এই উজ্জ্বল-রত্নখচিত মুকুটে আপনার মুখশ্রী এখন হইতে অধিকতর শোভাধারণ করিবে। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ইতালীয় উৎপীড়িত প্রজাবৃন্দের সাপক্ষে আপনার উদাত্ত ও শক্তিসম্পন্ন স্বর সমস্ত ইউরোপে শ্রুত হইয়াছিল। আপনার প্রসাদে ও ভগবানের কৃপায় ইতালী আর ভৌগোলিক নাম মাত্র নহে। আজ আপনি আবার অধিকতর উৎপীড়িত তুরস্কের প্রজাবৃন্দের সাপক্ষে আপনার সেই মহাবীর্য্যশালী স্বর উত্তোলিত করিয়াছেন। ইতালীয় বিপ্লবের ন্যায় ইহাও নিশ্চিত কৃতকার্য্য হইবে এবং ঈশ্বর আপনার জীবনের অবশিষ্ট কয় বৎসর আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিতে থাকিবেন। আপনি আমাকে এ বিষয়ে যাহাই করিতে বলিবেন, আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি। সর্ব্বভক্তিভাজন আপনার সহধর্ম্মিণীকে আমি অন্তরের সহিত নমস্কার করিতেছি। যতদিন আমি জীবিত থাকিব, আপনার প্রতি আমার অচলা ভক্তি অটল থাকিবে।

বিনয়াবনতঃ সেনাপতি গ্যারিবল্‌ডী।"

ইহার কিছুদিন পরেই গ্যারিবল্‌ডী তুরস্কীয় গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হার্জেগোভিনীয়গণকে (Herzegovinian) ও তাহাদিগের সহোত্থানকারী স্ল্যাভদিগকে (Sclavs) নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক উদ্দীপনাপূর্ণ পত্র লেখেন:—

"ক্যাপ্রেরা, ৬ই অক্টোবর, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ।

হার্জেগোভিনার ও প্রাচ্য ইউরোপের উৎপীড়িত ভ্রাতৃবৃন্দের প্রতি,—"তুরস্কীয়গণকে নিশ্চয়ই ব্রাউসাতে (Broussa) ফিরিয়া যাইতে হইবে। ইহারা বৃকের ন্যায় বস্‌ফরস্ (Bospherus) পার হইয়া আসিয়া প্রাচ্য ইউরোপের অধিবাসিবৃন্দের গৃহে অগ্নিপ্রদান, তাঁহাদিগের স্ত্রীলোকগণের সতীত্বনাশ এবং অবশেষে তাঁহাদিগের অনেকের প্রাণনাশ করিয়া ইউরোপে আপনাদিগের রাজ্যস্থাপন করিয়াছিল। যে পিলস্‌জি জাতি ইউরোপের আদিম সভ্যতা-প্রচারক, ইহারা

তাহাদিগের প্রায় উচ্ছেদসাধন করিয়াছিল। ইউ-রোপের প্রাচ্যভাগকে ইহারা দুরবস্থার চরম সীমায় আনীত করিয়াছে। আর ইহাদিগকে তথায় বিচরণ করিতে দেওয়া হইবে না। ইহাদিগের কামুকতা, ধ্বংসপ্রিয়তা ও নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি পাপ-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য ইহারা ব্রাউসাতে যথেষ্ট সুবিধা পাইবে। ইহারা এসিয়া-মাইনরে যাউক এবং তথায় যাইয়া তথাকার অধিবাসিবৃন্দকে নির্যাতিত করিয়া অবশেষে তাহাদিগের পূর্ণধ্বংসবিধান করুক। ইউরোপীয়গণের তাহাতে কোনও আপত্তি নাই। এক্ষণে * মন্টিনিগ্রো হার্জেগোভিনা, বোস্নিয়া, সার্ভিয়া, থেরাপিয়া, ম্যাসিডোনিয়া, গ্রীস্, ইপাইরস্, আলবেনিয়া, বুলগেরিয়া ও রাউমেনিয়ার-বীরপুত্র!—তোমরা সকলে একবাক্যে তুরস্কের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হও। তোমাদের সকলেরই সম্মুখে অতীত পুরুষ-পরম্পরার অপূর্ব্ব বীরত্বের কাহিনী—প্রকাণ্ড দৃষ্টান্ত জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। তোমাদের মধ্যেই লিয়োনিডাস্ (Leonidas), আচিলিস্ (Achilles), আলেকজাণ্ডার (Alexander), স্ক্যাণ্ডারবেগ (Scandrebeg) ও স্পার্টাকস্ (Spartacus) প্রভৃতি প্রখ্যাতনামা বীরবৃন্দ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অনুসন্ধান করিলে এখনও তোমাদিগের সুদৃঢ়কায় অধিবাসিবৃন্দের মধ্যেই স্পার্টাকস্ ও লিয়োনিডাস্ প্রাপ্ত হইতে পারিবে। রাজনীতির কূট-মন্ত্রণার উপর কখনও বিশ্বাসস্থাপন করিও না। ঐ হৃদয়শূন্যা বৃদ্ধা কুহকিনী নিশ্চয় তোমাদিগকে প্রবঞ্চিত করিবে। কিন্তু জানিবে যে, জগৎভিতরে যত সহৃদয় লোক আছেন, সকলেই তোমাদিগের পক্ষে। ইংলণ্ড যদিও আজও পর্য্যন্ত তুরস্কের প্রতি অনুকূল আছেন, তথাপি তিনি তদীয় অমাত্যবর লর্ড রসেল দ্বারা প্রকারান্তরে জানাইতেছেন যে, তিনি ঐ সকল ইউরোপীয় জাতিনিচয়কে যথেচ্ছাচারিণী যাবনিকী প্রভুশক্তির শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত হইয়া একটি সমবেত সাধারণতন্ত্রে পরিণত হইতে দেখিতে ইচ্ছা করেন। যাও—তবে তোমরা তুরস্কীয়দিগকে ব্রাউসা পর্য্যন্ত রাখিয়া আইস। ইহা ব্যতীত তোমাদিগের স্বাধীন ও শৃঙ্খলমুক্ত হইবার আর কোনও আশা নাই। বস্ফোরসের এ দিকে থাকিলে দুর্দ্দান্ত অটোম্যানগণ (Ottoman) নিরন্তর সমরে নিমগ্ন থাকিবে। সুতরাং তোমরা মানবজাতির পবিত্র অধিকার হইতে চিরদিন বঞ্চিত থাকিবে।

সেনাপতি গ্যারিবল্ডী!"

* Montenegro, Herzegovina, Bosnia, Servia. Therapia. Macedonia, Greech. Eperus. Albania. Bulgaria, and Roumania.

বৈপ্লবিক তরঙ্গমালা

ইতিহাস সপ্রমাণ করিয়াছে যে, গ্যারিবল্ডীর উদ্দীপনা-বাক্য বিফল হয় নাই। তাঁহার মন্ত্রপ্রভাবে ঐ সকল জাতির অধিকাংশই তুরস্কের অধীনতাশৃঙ্খল চূর্ণীভূত করিয়া স্বাধীন রাজ্যসকলে পরিণত হইয়াছে। ভাবিলে বোধ হয় যেন, উনবিংশ শতাব্দী জগৎ হইতে অধীনতা উঠাইয়া দিবার জন্যই আবির্ভূত হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে (১৭৭৬ খৃষ্টাব্দ) আমেরিকা যে বিপ্লবতরঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছিলেন, সেই তরঙ্গমালা আটলাণ্টিক মহাসাগর পার হইয়া ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে ফরাসী রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়। পরে সেই তরঙ্গমালা কিছুকাল ধরিয়া সেই দেশকে আলোড়ন করিয়া ক্রমশ প্রাচ্যদেশাভিমুখিনী হইতেছে। তরঙ্গমালা 'লোকসাধারণ ও ঈশ্বর' এই অক্ষরাঙ্কিত পতাকা সম্মুখে লইয়া অপ্রতিহত বেগে ক্রমশ অগ্রসর হইতেছে। উহার প্রভাবে ইতালী উঠিয়াছে, গ্রীস সঞ্জীবিত হইয়াছে। সার্ভিয়া, রাউমানিয়া প্রভৃতি প্রদেশসকলও স্বাধীন হইয়াছে। ইহার সম্মুখে ইউরোপীয় মুকুটীগণ ভয়ে কম্পান্বিতকলেবর হইয়াছেন। সেই বিরাট পতাকা লইয়া এই বৈপ্লবিক তরঙ্গমালা কখন্ কোন্ দেশে উপস্থিত হইবে, তাহার স্থিরতা নাই। এই তরঙ্গমালা আমেরিকা ও ইউরোপের শিরায় শিরায় তড়িৎসঞ্চার করিয়াছে। ইহার প্রভাবে আমেরিকার প্রায় সর্ব্বত্রই লোকতান্ত্রিক শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠাপিত হইতেছে। অল্পদিন হইল, প্রকাণ্ড ব্রাজিল সাম্রাজ্য সাধারণতন্ত্রে পরিণত হইয়াছে। এই তরঙ্গমালার গতি স্থির নাই, ইহা কখন প্রাচ্যে, কখন প্রতীচ্যে, কখন উদীচ্যে এবং কখন বা দক্ষিণে ধাবিত হইতেছে। ইহার প্রভাবে অচেতন জগৎ যেন সচেতন হইতেছে! এক প্রকাণ্ড তড়িৎযন্ত্র যেন নিদ্রিত জাতিসকলের স্নায়ুমণ্ডলীতে বিদ্যুৎসঞ্চার করিয়া দিতেছে। যাহার নয়ন আছে, সে নয়ন ভরিয়া এই বিশ্বব্যাপী সঞ্জীবনব্যাপার দেখিয়া জীবন সার্থক করুক! ভাবুক! আর ঘুমাইয়া কেন? একবার নয়ন মেলিয়া বিশ্বপতির এই অপূর্ব্ব সঞ্জীবনক্রীড়া পরিদর্শন করিয়া ইহজীবনের সাধ মিটাও! যাহার অদৃষ্টে সম্ভোগ ঘটে না, তাহার দর্শনেও বাসনা চরিতার্থ করিয়া লওয়া উচিত। উঠ! আর কুম্ভকর্ণের ন্যায় অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত থাকিও না! উঠিয়া একবার নয়ন মেলিয়া সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখ!

মিলানবাসী সাধারণতান্ত্রিকগণ মেণ্টেনাযুদ্ধে উৎসৃষ্টপ্রাণ বীরবৃন্দের স্মরণার্থ যে স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মিত করেন, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে সেই স্মৃতিস্তম্ভের প্রতিষ্ঠা হয়। গ্যারিবল্ডী সেই উপলক্ষে ইউরোপ-পরিদর্শনে গমন করেন এবং যথাসময়ে প্রতিষ্ঠাস্থলে উপস্থিত হন।

গ্যারিবল্ডীর শারীরিক অবস্থা

তাঁহার বার্দ্ধক্য ও ক্ষতজনিত দৌর্ব্বল্য, এবং বাতাদি পীড়া-নিবন্ধন তিনি অনায়াসে এ পরিভ্রমণ-কষ্ট হইতে মুক্তি পাইবার ওজর করিতে পারিতেন, কিন্তু গ্যারিবল্ডী সে ধাতুর লোক ছিলেন না। সামান্য পীড়া বা যাতনা তাঁহাকে সাধারণ কার্য্য হইতে কখনই বিরত করিতে পারিত না। সেই জন্য তিনি তাদৃশ দুর্ব্বল অবস্থাতেও তথায় গিয়া সেই স্মৃতিস্তম্ভের অব-গুণ্ঠনমোচনকার্য্য স্বহস্তে সম্পাদন করিলেন। তাঁহার সেই সময়কার শারীরিক অবস্থা দেখিয়া দর্শকমণ্ডলীর কেহই অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার এই সাহসে সকলেরই মন তাঁহার প্রতি ভক্তিগদ্গদ হইয়া উঠিল। তিনি এত দুর্ব্বল ছিলেন যে, মাদুরে করিয়া তুলিয়া তাঁহাকে গাড়ীতে সংস্থাপিত করিতে হইয়াছিল। সেই অবস্থায় সেই লোকাকীর্ণ রাজপথের মধ্যে দিয়া তিনি বাহিত হইলেন। মিলান নগরের প্রাসাদাবলীর বারান্দা ও গবাক্ষমালা দর্শক-মণ্ডলীতে ভরিয়া গিয়াছিল। পাদচারী দর্শকমণ্ডলীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁহারা গ্যারিবল্ডীর অভ্যর্থনায় মহান্ উৎসাহে যোগ দিলেন। চতুর্দ্দিক্ হইতে গ্যারিবল্ডীর অনন্ত কীর্ত্তিকলাপ উদ্গীত হইতে লাগিল। সেই অনন্ত জনতা ও সেই হৃদয়োত্থিত স্তুতিগীতি সংসূচিত করিয়া দিল যে, গ্যারিবল্ডী জরাজীর্ণ ও রোগগ্রস্ত হইয়াও তদীয় জন্মভূমিতে এখনও জীবন্ত শক্তি। তথাপি এ কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! ঐ দেখ, সেই ভুবনবিজয়ী বীর শকটশয্যায় শয়ান থাকিয়া অতি কষ্টে এক হস্ত উত্তোলনপূর্ব্বক সেই জনসঙ্ঘের হৃদয়গ্রাহী অভ্যর্থনার কথঞ্চিৎ প্রতিদান করিতেছেন। তদীয় আনন্দোৎফুল্ল মুখে যেন বিদ্যুৎ খেলিতেছে। একদিকে যেমন তদীয় বিশাল মুখ তাঁহার জীবনস্রোতে ভাটা পড়িয়াছে দেখাইতেছে, অন্যদিকে তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে জ্যোতিঃ-পুঞ্জ বিনির্গত হইয়া প্রতিপন্ন করিতেছে যে, তাঁহার অন্তরাত্মার প্রতিভা এখনও নির্ব্বাপিত রহিয়াছে।

ইতালীদেবীর অবগুণ্ঠনমোচন

অবশেষে যখন তাঁহার শকট পিয়াঝা সাণ্টা-মার্টা (Piazza Santamarta) বাজারে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন শকটের অশ্ব খুলিয়া মানুষে উচ্চস্থানে টানিয়া লইয়া গিয়া সেই স্মৃতিস্তম্ভের সম্মুখবর্ত্তী মঞ্চোপরি সংস্থাপিত করিল। গ্যারিবল্ডীর প্রার্থনামতে সেই স্মৃতিস্তম্ভের অবগুণ্ঠন উন্মোচিত হইল। দেখা গেল, একটি প্রকাণ্ড চতুষ্কোণ পাষানময় পাদপীঠের উপর একটি রমণীমূর্ত্তি সংস্থাপিত রহিয়াছে। ইনিই ইতালী দেবী। ইনি অমরত্বপ্রদ বিজয়মাল্য হস্তে লইয়া সেই পাদপীঠের উপর দণ্ডায়মানা রহিয়াছেন। সেই পাদপীঠের চারিপার্শ্বে খোদিত কার্য্যে চারিটি ঐতিহাসিক ঘটনা বিবৃত রহিয়াছে। একটি পার্শ্বে মেণ্টানার আত্মরক্ষা, দ্বিতীয়টিতে মণ্টেরোটোণ্ডোর রক্ষা, তৃতীয়টিতে ব্যাঘ্রী কর্ত্তৃক রোমের প্রতিষ্ঠাতা রমিউলস্ ও রীমসের পোষণ এবং চতুর্থটিতে মেণ্টানা যুদ্ধে নিহত বীরবৃন্দের স্মরণার্থ তাঁহাদিগের নামাবলী খোদিত রহিয়াছে। গ্যারিবল্ডী এই সময়ের উপযোগী একটি বক্তৃতা লিখিয়া আনিয়াছিলেন। উঠিয়া তিনি স্বয়ং তাহা পাঠ করিতে অসমর্থ হওয়ায় সেনাপতি ক্যান্‌ঝিয়ো (Canzio) তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া তাহা পাঠ করিলেন। সেই বক্তৃতাতে তিনি উল্লেখ করিয়াছিলেন যে, মেণ্টানার ঘটনা, সম্রাট্ তৃতীয় নেপোলিয়নের প্রভুশক্তি ও সাম্রাজ্য-লক্ষ্মীর উপর নৈতিক বিজয়দ্যোতক।

গ্যারিবল্ডীর জীবনের শেষ কয় দিন

সকলেই ভাবিয়াছিলেন যে, গ্যারিবল্ডী জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সাধারণ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবেন। কিন্তু সাধারণ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে গ্যারিবল্ডী জীবনের শেষ কয় দিন অতি নিভৃতভাবে কালযাপন করিয়া-ছিলেন। তাঁহার শেষ পক্ষের স্ত্রী ফ্রান্‌সেস্কা (Francesca) ও তাঁহার গর্ভজাত পুত্র ম্যান্‌লিয়ো (Manlio) ও কন্যা ক্লেলীয়া (Clelia), তাহাদিগের ধাত্রী মিলাননগরীয় কোন মহিলা এবং গ্যারিবল্ডীর দুই তিন জন অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু মাত্র এই সময় তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। তাঁহার চিকিৎসকেরা তাঁহাকে সম্পূর্ণ-রূপে বিশ্রামসুখ ভোগ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন এবং তাঁহার স্ত্রীও চিকিৎসকগণের উপদেশানুসারে যাহা কর্ত্তব্য হয়, তাহার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। সুতরাং গ্যারিবল্ডীর নিজের প্রবৃত্তিসত্ত্বেও তাঁহার কোনও সাধারণ কার্য্যে যোগ দেওয়া ঘটিত না। নানা স্থান হইতে যত টেলিগ্রাম আসিত, তাঁহার স্ত্রী তাহা স্বয়ং গ্রহণ করিয়া, যেগুলির সংবাদ প্রীতিকর, সেইগুলিমাত্র তাঁহাকে শুনাইতেন। ক্রমে তাঁহার জীবন ঘটিকাযন্ত্রের ন্যায় নিয়মাধীন হইয়া উঠিয়াছিল।

তিনি প্রতিদিন প্রত্যুষে শয্যা হইতে উঠিতেন এবং যদি জলবায়ুর অবস্থা ভাল থাকিত, তাহা হইলে নিজ রথোপরি (Curricle) চড়িয়া সমুদ্রোপকূলে বায়ু-সেবনে বহির্গত হইতেন। তিনি বায়ুসেবন করিয়া নিজ গোলাবাড়ীর কাজকর্ম্মের তত্ত্বাবধান করিতেন। তাঁহার বার্দ্ধক্য ও বিবিধ পীড়া সত্ত্বেও তাঁহার স্বর, তাঁহার যৌবন ও প্রৌঢ় অবস্থার ন্যায় অতি পরিষ্কার, সুস্পষ্ট, উচ্চ এবং সুমধুর ছিল। পথে ভ্রমণ করিতে করিতে যে কোন গ্রামীণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইত, তিনি তাহাকে অভিবাদন করিয়া প্রফুল্লচিত্তে তাহার সহিত দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেন। তাহারা জানিত যে, দারিদ্র্য, ক্ষত ও রোগাদিতে তাঁহার শরীর কিরূপ ভগ্ন হইয়াছিল, তাহারা ইহা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইত। বেলা ১১টার সময় তিনি মধ্যাহ্নভোজনের জন্য গৃহে প্রত্যাগত হইতেন। তাঁহার আহার স্পার্টানের আহারের ন্যায় অতি সাদাসিদা ছিল। পিঁয়াজ ও আপেল ফল দিয়া একরূপ মাংসপিষ্টক প্রস্তুত করা হইত। তাহাই তিনি খাইতে বিশেষ ভালবাসিতেন। ক্ষুধার তীব্রতা থাকিলে একখণ্ড মাংসকে বার বার অগ্নিদগ্ধ করিয়া তাহার পর ইহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ভক্ষণ করিতেন। কেহ যদি এরূপ করার কারণ জিজ্ঞাসা করিত, তাহা হইলে তিনি এই বলিয়া উত্তর দিতেন যে,—"আমি অন্য প্রকারে খাইতে পারি না। কারণ, আমি যখন দক্ষিণ-আমেরিকায় যুদ্ধ করিতাম, তখন আমার পাচক, পাকশালা, বা পাচনোপযোগী বাসনাদি কিছুই ছিল না। যদি সৌভাগ্যক্রমে কোন দিন কোন মহিষ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইত, আমরা তাহাকে বধ করিয়া তাহার মাংসে কথঞ্চিৎ ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতাম।" আহারান্তে সেনাপতি পরিবারবর্গসহ ভোজন-ঘরের পার্শ্ববর্ত্তী প্রশস্ত ঘরে গিয়া উপবেশন করিতেন। এই ঘর হইতে সমুদ্রোপকূলের দৃশ্য দেখিতে মনোরম। এই ঘরে বসিলে অদূরে ম্যাডালেনাদ্বীপ (Maddalena) নয়নপথে আবির্ভূত হয়। সমুদ্রের দিকে কোন গবাক্ষ না থাকায়, গ্যারিবল্ডী সূর্য্যাতপ বা শীতল বাতাস সত্ত্বেও বাহিরে বহির্গত হইয়া সমুদ্রের শোভা সন্দর্শন করিতেন। পতিব্রতা ফ্রান্সেস্কো এই অনিষ্ট-নিবারণের জন্য গৃহপ্রাচীরে একটি জানালা ফুটাইয়া লইয়াছিলেন। সুতরাং অতঃপর গ্যারিবল্ডী নিজ গৃহাভ্যন্তরে বসিয়াই সমুদ্রের ও সমুদ্রোপকূলের এবং সামুদ্রিক দ্বীপপুঞ্জের শোভা সন্দর্শন করিতেন। যদি কোন দিন আকাশের অবস্থা ভাল দেখিতেন, তাহা হইলে তিনি নিজ কররিকেল্‌যন্ত্রে আরূঢ় হইয়া দ্বীপের চতুর্দ্দিক্ ঘুরিয়া বেড়াইতেন। ফ্রান্সেস্কার সম্পর্কীয় ভিন্ সেন্‌ঝো নামক একজন বলিষ্ঠ পীড্‌মণ্টীয় তাঁহার এই কররিকেলযন্ত্র পশ্চাদ্দিক্ হইতে ঠেলিয়া লইয়া যাইত।

গ্যারিবল্ডীর পারিবারিক জীবন ও দুর্ঘটনা

গ্যারিবল্ডী মিলান্ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইবার সময় আষ্টি নগরে (Asti) তাঁহার শ্বশুরবাটী দিয়া আসিয়াছিলেন। এই যাতায়াতে তাঁহার সবিশেষ কষ্টবোধ হওয়ায়, তিনি ক্যাপ্রেরায় ফিরিয়া আসিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, আর তিনি তাঁহার দ্বীপাবাস ছাড়িয়া কোনখানেই যাইবেন না। যে সময় তিনি গভীর যাতনায় অস্থির না হইতেন, এবং আপনাকে কথঞ্চিৎ সুস্থ বলিয়া মনে করিতেন, সেই সময় তিনি প্রতিদিন নিয়মিতরূপে সংবাদপত্র সকল পাঠ করিতেন। সকল সম্পাদকই তাঁহাকে বিনামূল্যে আপন আপন সংবাদপত্র পাঠাইয়া দিতেন। ইহার মধ্যে মধ্যে তিনি আত্মজীবনী বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নবন্যাস মুখে মুখে বলিয়া যাইতেন এবং আর একজন তাহা শুনিয়া শুনিয়া লিখিত। এই সকল কার্য্যের মধ্যে তাঁহার ও তদীয় প্রাণপ্রিয়া আনিটার কিশোরবয়স্ক পুত্র ম্যানলিয়োর (Manlior) শিক্ষাদান একটি প্রধান কার্য্য ছিল। তিনি তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং সে যে একজন বড়লোক হইবে, তদ্বিষয়ে তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস ছিল। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে একদিন ঐ বালক মৎস্য ধরিতেছিল। গ্যারিবল্ডী তাঁহার গাড়ীতে চড়িয়া নির্নিমেষ-লোচনে তাহা দেখিতেছিলেন। এমন সময় হঠাৎ সেই গাড়ী উল্টাইয়া যাওয়ায়, গ্যারিবল্ডী ভূপতিত হন। তাঁহার মস্তক অতিবেগে এক উপলখণ্ডের উপর পতিত হওয়ায়, ইহাতে গুরুতর আঘাত লাগে। তিনি কিয়ৎকাল অজ্ঞান ও অভিভূত হইয়া থাকেন। চৈতন্যলাভের পর যখন নয়ন উন্মীলিত করেন, তখন দেখেন যে, তাঁহার বালক তদীয় দেহের উপর আনত হইয়া ভয়ে কাঁপিতেছে ও তাহার নয়নযুগল হইতে অশ্রুবিন্দু পতিত হইতেছে। গ্যারিবল্ডীর যেন নিজের কিছুই ঘটে নাই—এইরূপ নির্লিপ্তভাবে ও ধীর গম্ভীরস্বরে তিনি তাঁহাকে বলিলেন,—"কি! যে তুমি বীরসৈনিক-পুরুষ হইবে বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ কর, সেই তুমি ফোঁটকতক রক্ত দেখিয়া কাঁদিতেছ? কি লজ্জার কথা!"

গ্যারিবল্ডীর বায়ুপরিবর্ত্তন

যদিও ক্ষত তত গুরুতর হয় নাই, তথাপি তাঁহার

সমস্ত শরীরে এরূপ একটা ধাক্কা লাগিয়াছিল যে, ইহার পরেই তাঁহার তীব্র কাসি (Bronchitis) উপস্থিত হইল। তাঁহার পরিবারবর্গ ও চিকিৎসকগণের সকলেরই বিবেচনা হইল যে, তাঁহাকে লইয়া কোন অপেক্ষাকৃত উষ্ণতর স্থানে গিয়া শীতকাল অতিবাহিত করা উচিত। ইহার জন্য ডোসিলিপো (Dosilipo) নগর স্থিরীকৃত হইল। যখন তাঁহার জাহাজ নেপল্‌সের উপকূলের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল, বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, তখন সমস্ত নেপল্‌সরাজ্যের লোক ইতালীর উদ্ধারকর্ত্তার অভ্যর্থনা করিবার জন্য সমুদ্রোপকূলে আসিয়া উপস্থিত হইল। গ্যারিবল্ডী তাঁহার জাহাজে এক ক্যাবিনে এক শিবিকায় শয়ান থাকিতেন। পবিত্র বায়ুর নিরন্তর আগমনের জন্য দিবসে সেই ক্যাবিনের শিরোদেশ অনাবৃত থাকিত। তীরস্থ লোকেরা তাঁহাকে দেখিবার জন্য এত ব্যাকুলতা প্রকাশ করিত যে, মধ্যে মধ্যে তাঁহার শিবিকা তুলিয়া তাহাদিগকে দেখাইতে হইত। অতি ন্যূনবর্ণনায় বিশ্বাস করিলে বলা যাইতে পারে যে, দুই লক্ষ লোকের কম তথায় সমাগম হয় নাই।

গ্যারিবল্ডী এত দুর্ব্বল ছিলেন যে, সকলের সহিত সাক্ষাৎ করার উত্তেজনা সহ্য করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। এই জন্য নিয়োপলিটীয় শাসনসমিতির সভ্যগণ-মাত্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুমতি পাইয়াছিলেন। তাঁহারা নিয়োপলিটীয়গণের প্রতিনিধি-স্বরূপ হইয়া গ্যারিবল্ডীর আগমনে নিয়োপলিটীয়গণের হৃদয়ানুভূত আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তথায় তাঁহার চিকিৎসকগণ নিয়োপলিটীয় চিকিৎসকচূড়ামণিগণের সহিত তাঁহার পীড়াসম্বন্ধে পরামর্শ করিলেন। সকলেই একমত হইয়া বলিলেন যে, "টার্পিন্‌তৈল আঘ্রাণ করা ও উত্তাপের সমতা রক্ষা করাই একমাত্র ব্যবস্থা। এতদ্ভিন্ন তাঁহাকে উত্তেজনা হইতে পৃথক ও পূর্ণশান্তিতে রাখিতে হইবে। এই সকল ভিন্ন তাঁহার রোগমুক্তির আর উপায়ান্তর নাই।"

গ্যারিবল্ডীর ন্যায় সহিষ্ণু রোগী সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার যন্ত্রণা নিবারণের যত কিছু চেষ্টা হইত, তিনি তাহার জন্য সততই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন এবং কিছুতেই অধীর বা বিরক্ত হইতেন না। নির্জ্জনতা ও নিস্তব্ধতা তাঁহার জীবনধারণের অনিবার্য্য উপাদান হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি কেহ একটু উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিলে তাহা সহিতে পারিতেন না। কেবল প্রিয়তম পুত্র ম্যানুলিয়োর স্বর তাঁহাকে বিচলিত করিত না, আর কেহ তাঁহাকে নিষেধ করিলে তিনি তাহা সহিতে পারিতেন না। যখন রোগের যাতনায় অস্থির হইয়া তিনি কথা কহিতে অসমর্থ হইতেন, তখনও তাঁহার নেত্রদ্বয় সস্নেহে তাঁহার প্রাণপুত্তলীর উপর প্রোথিত থাকিত। আর যখন তিনি একটু সুস্থ থাকিতেন, তখন তাঁহার জীবনের আশ্চর্য্য ঘটনাবলী এবং তাঁহার সহচরগণের ও তদীয় প্রাণাধিকা প্রথমা পত্নী আনিটার বীরত্ব-কাহিনী সেই বালকের নিকট বর্ণনা করিতেন। তাঁহার জীবনের শেষ কয়মাস তিনি হৃদয়ের গভীর উচ্ছ্বাসের সহিত সর্ব্বদা তাহার মায়ের গল্প তাহার নিকট করিতেন। আনিটার প্রতিমূর্ত্তি ক্যাপ্রেরায় শয্যার শীর্ষে সতত বিলম্বিত থাকিত। তিনি সকলের নিকট মুক্তকণ্ঠে বলিতেন যে, তাঁহাতে যাহা কিছু ভাল ছিল, সে সমস্তই তিনি আনিটার নিকট পাইয়াছিলেন। বিশেষতঃ পরের জন্য চিন্তা করিতে আনিটাই তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। এরূপ পত্নী যাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল, তিনি যে ইতালীর উদ্ধারকর্ত্তা হইবেন, ইহাতে আর বিচিত্রতা কি! এইরূপ নেপোলিয়ন্ দিগ্বিজয়ী হইয়াছিলেন জোসেফাইনের গুণে এবং জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের প্রতিভাও বিকশিত হইয়াছিল, তদীয় পত্নীর সহবসতিতে। সেইরূপ সীতা রামের, দময়ন্তী নলের, সাবিত্রী সত্যবানের, দ্রৌপদী পাণ্ডবগণের, গৌরীগঙ্গা শিবের ও রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের—চরিত্র-বিকাশের নিদানীভূত হইয়াছিলেন। প্রকৃতি-পুরুষের যথাযথ মিলনেই এই জগতের উদ্ভব ও বিকাশ! যেইখানেই অযথা মিলন, সেইখানেই ব্যভিচার—সেইখানেই জগতের সৌন্দর্য্য-বিলোপ! মোহান্ধ লোকে ইহা দেখিয়াও দেখে না—বুঝিয়াও বুঝে না—ইহাই আশ্চর্য্যজনক!

গ্যারিবল্ডী মুমূর্ষু অবস্থায়

গ্যারিবল্ডী সিসিলীয় ভেস্‌পারগণের (Vesper) ষট্‌শতাব্দীর উৎসব উপলক্ষে সিসিলী সন্দর্শন করেন। তাঁহার জীবনের এই শেষ সিসিলী-পরিদর্শন। সিসিলীতে যাইয়াও তিনি শারীরিক দুর্ব্বলতা ও পীড়ার যন্ত্রণায় উৎসব-স্থলে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তাঁহার তাৎকালিক অবস্থা দেখিয়া সকলেই ব্যথিত হইলেন এবং বুঝিলেন যে, সে মহাজীবনের শেষ দিন নিকটবর্ত্তী হইয়াছে।

গ্যারিবল্ডী সেই মুমূর্ষু অবস্থায় ক্যাপ্রেরা দ্বীপাবাসে ফিরিয়া আসিলেন। ক্রমেই পীড়াবৃদ্ধি হওয়ায়, তাঁহার চিকিৎসার্থ রোমের সুবিখ্যাত দন্তচিকিৎসক ডাক্তার সার্লেটীকে (Sarlette) ডাকিয়া পাঠান হয়। তিনি ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মে তারিখে

গ্যারিবল্ডী ভ্রমণ হইতে ফিরিয়া আসিলে ম্যানলিয়োকে বলিলেন যে, "আজ আপনার পিতার মুখাকৃতির অবস্থা ভাল নহে।" সেই দিন গ্যারিবল্ডী তদীয় দ্বীপাবাসের অর্দ্ধমাইল দূরে পূর্ব্বদিকে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। সেই দিকে সমুদ্রোপকূলে একটি নিকুঞ্জমধ্যে তাঁহার রোজা (Rosa) ও আনিটা (Anita) নামে দুইটি কন্যার সমাধিমন্দির ছিল। গ্যারিবল্ডী জীবনের শেষ কয় বৎসর সর্ব্বদাই প্রফুল্ল থাকিতেন। প্রতিদিন সন্ধ্যার পর তিনি পরিমিত নৈশ-ভোজনের পর ডাক্তার আল্‌বানীজ (Albanese), কতিপয় নির্দ্দিষ্ট বন্ধু ও পরিবারবর্গ লইয়া তাঁহাদিগের সহিত বিশ্রম্ভালাপ করিতেন। প্রধানতঃ তাঁহার যৌবনকালীন অবদানপরম্পরা—বিশেষতঃ ইতালীয় স্বাধীনতা-সমরে তাঁহার অদ্ভুত বীরত্বকাহিনী—তাঁহার আলাপের বিষয়ীভূত হইত।

তিনি প্রীতিবিস্ফারিত-লোচনে তাঁহার সোৎসুক প্রশ্নকারিগণের প্রশ্নের উত্তর দিতেন এবং তাঁহার নিজের বীরত্বকাহিনী অপেক্ষা তাঁহার সঙ্গিগণের অবদানপরম্পরা বলিতে বিশেষ ভালবাসিতেন। সময়ে সময়ে সেই সকল বীরত্বকাহিনী বলিতে বলিতে স্বর উগ্র হইয়া উঠিত ও তাঁহার নয়নযুগল হইতে যেন অগ্নি উদ্গীরিত হইতে থাকিত। তাঁহার সেই রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া তখন বোধ হইত যেন, তিনি সেই ভীষণ সংঘর্ষ-সকলের সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছেন। তখন আনন্দে তাঁহার হৃদয় নৃত্য করিতে থাকিত। কিন্তু যেই তিনি উচ্ছ্বাসবেগে উঠিতে চেষ্টা করিতেন, অমনি তাঁহার চৈতন্য হইত। তিনি তখন বুঝিতেন যে, তিনি আর সে ভুবনবিজয়ী বীর নহেন, বাতাক্রান্ত রোগিমাত্র। অমনি হতাশতা আসিয়া তাঁহাকে অভিভূত করিত। কিন্তু যদিও তাঁহার দেহ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল, তথাপি তাঁহার মনের কার্য্যকরী বৃত্তি পরিস্ফুট ও অব্যাহত ছিল। যাহাকে তিনি একবার কার্য্যক্ষেত্রে দেখিয়াছিলেন, তাহার নামমাত্র তাঁহার নিকট উচ্চারণ করিলে, তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইতেন এবং সেই উপলক্ষে তাঁহার জীবনের সূক্ষ্মতম ঘটনাবলী পর্য্যন্ত তিনি আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিতেন। একদিন তিনি বন্দুকের লক্ষ্য-শিক্ষার কথা বলিতেছিলেন, এমন সময়ে কে একজন ডোমেন্‌সিয়ো কোরাঝির (Domencio Corrzzi) নাম উল্লেখ করিল। অমনি তিনি বলিয়া উঠিলেন—"কোরাঝি! কোরাঝি! হাঁ, আমি তাঁহাকে চিনি। তিনি আমার একজন উৎকৃষ্ট সৈনিকপুরুষ ছিলেন।" এই বলিয়া তিনি আনুপূর্ব্বিক তাঁহার জীবনের সমস্ত বীরত্বকাহিনী বর্ণনা করিলেন এবং ডাক্তার সালে টীকে দিয়া একখানি পত্র লিখাইয়া মেজর কোরাঝিকে রোমে গিয়া দিবার জন্য তাঁহার হস্তেই সমর্পণ করিলেন। এই পত্রই গ্যারিবল্ডীর স্বাক্ষরিত শেষ পত্র।

গ্যারিবল্ডী প্রতিদিন এইরূপে মনের আনন্দে কাটাইতেন বটে, কিন্তু সেই দিন প্রাণাধিকা দুহিতৃদ্বয়ের সমাধিভূমি দেখিয়া আসিয়া অবধি আর প্রফুল্ল হইতে পারিলেন না। তাঁহার মুখের বিষাদকালিমা দেখিয়া অশুভ লক্ষণ মনে করিয়া ডাক্তার সালে টী ও আল্‌বেণী সেই ২৪শে মেই স্থির করিলেন যে, তাঁহাদিগের এক্ষণে আর ক্যাপ্রেরায় থাকা অনাবশ্যক। সুতরাং তাঁহারা আগামী কল্যই সেই দ্বীপাবাস পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন—গ্যারিবল্ডীর নিকট এইরূপ অভিপ্রায় জানাইলেন। গ্যারিবল্ডী এই সংবাদে নিরতিশয় ব্যথিত হইলেন।

পরদিন প্রত্যূষে তাঁহারা তদীয় গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক কিয়ৎপাদমাত্র গমন করিয়াছেন, অমনি গ্যারিবল্ডী তাঁহাদের ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহারা ফিরিয়া আসিলে তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন—"আপনারা এই নিরুপায় বৃদ্ধ ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিবেন না। কে বলিতে পারে—কবে আবার আমি আপনাদিগকে দেখিতে পাইব, অথবা আর দেখিতে পাইব কি না!" এই দ্বিতীয়বার বিদায়-গ্রহণ উভয়পক্ষেই অতিশয় ক্লেশকর হইয়াছিল। যখন তাঁহারা কিছুতেই আর থাকিতে চাহিলেন না, তখন গ্যারিবল্ডী তদীয় করিকেল্ যন্ত্রে আরূঢ় হইয়া সমুদ্রোপকূল পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের অনুগমন করিলেন। তাঁহারা জাহাজে উঠিবার জন্য যখন তাঁহার নিকট বিদায় চাহিলেন, তখন তিনি বলিলেন—"বৃদ্ধ ব্যক্তির কপোল-চুম্বনে অতি অল্প সুখ, এই জন্য বলিতেছি, আপনারা আমার ললাট চুম্বন করুন।" তাঁহারা তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিলে পর তিনি সালে টীর দিকে তাকাইয়া বলিলেন—"আপনি আমার প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া আমার প্রাণপ্রিয়া রোম-নগরীকে আমার প্রীতি-সম্ভাষণ জানাইবেন।" তিনি যেন আরও কি বলিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু হৃদয়োচ্ছ্বাসে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল এবং নেত্রদ্বয় হইতে অশ্রুবারি নিপতিত হইতে লাগিল। তখন কেবল অস্ফুটস্বরে বলিলেন—"যাউন্! শীঘ্র যাউন্!" যতক্ষণ সেই জাহাজ দেখা যাইতে লাগিল, ততক্ষণ তিনি তাঁহার রুমাল ঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন। জাহাজ দৃষ্টিবহির্ভূত হইলে তিনি গৃহে প্রত্যাগত হইয়া যে শয্যা লইলেন, তাহা হইতে আর উঠিলেন না।

গ্যারিবল্ডীর পরলোকগমন

গ্যারিবল্ডীর মৃত্যুর দিন ক্রমশই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। এক সপ্তাহের মধ্যে তাঁহার অবস্থা এত মন্দ হইয়া উঠিল যে, রোম হইতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ-পুত্র মিনোত্তীকে, এবং প্যালার্মো হইতে ডাক্তার আল্‌বানীজকে আসিবার জন্য টেলিগ্রাম করিতে হইল। ক্রমেই তাঁহার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। অবশেষে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ২রা জুন শুক্রবার রজনীতে নব্য ইতালীর নব্যতম যুগের শেষ বীর ইহলোক পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গধামে গমন করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর সময় তাঁহার রুগ্নশয্যার শিরোদেশের গবাক্ষদ্বার উদ্‌ঘাটিত ছিল। সেই গবাক্ষদ্বার দিয়া সেই সময় পরিদৃষ্ট হইল যে, কর্সিকাদ্বীপের প্রতীচ্যসাগরে ভগবান্ অংশুমালী ডুবিতেছেন। দেখিয়া বোধ হইল যেন, তিনি গ্যারিবল্ডীর শোক সহিতে না পারিয়াই জলনিধিতে অঙ্গত্যাগ করিলেন। শেষ প্রাণবায়ু উড়িয়া যাইবার পূর্ব্বে গ্যারিবল্ডী দেখিলেন যে, একটি সুন্দর পক্ষী তাঁহার গবাক্ষদ্বারে বসিয়া সুমধুর সঙ্গীত করিতেছে। দেখিয়া তিনি হর্ষোৎফুল্লবদনে অস্পষ্টস্বরে বলিলেন—"আহা! কি সুখী এ!" এই কথা বলিতে বলিতে সেই মহাপুরুষের বদন জন্মের মত নীরব হইল!

গ্যারিবল্ডীর মৃত্যু-সংবাদ

তাঁহার মৃত্যুর ভীষণ সংবাদ ইতালীতে পৌছিবামাত্র সমস্ত ইতালীবাসী গভীর শোকে অভিভূত হইল। বিশেষতঃ রোমে এই সংবাদ বজ্রধ্বনির ন্যায় শ্রুত হইল। এই সংবাদ যখন রোমে আসিয়া উত্তীর্ণ হইল, তখন রঙ্গালয় সকলে অভিনয় হইতেছিল। এই সংবাদ শুনিবামাত্র রঙ্গালয় সকলের অভিনয় বন্ধ হইয়া গেল। বল্লে (Vallc) রঙ্গালয়ে হাস্যরসের অভিনেতা যখন শ্রোতৃবৃন্দকে বলিলেন যে, "গ্যারিবল্ডীর মৃত্যু হইয়াছে"—তখন শ্রোতৃমণ্ডলী হাস্যসংবরণ করিয়া একতানে কাঁদিয়া উঠিলেন। সেই ঐকতানিক ক্রন্দনে রঙ্গালয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। আভ্যন্তরীণ রাজ্যের সেক্রেটারী জেনারল্ সিগনোর লোভিটা (Signor Lovita) এই সংবাদ তৎক্ষণাৎ রাজার নিকট প্রেরণ করিলেন। ইতালীরাজ হাম্বার্ট (Humbert) জানিতেন যে, গ্যারিবল্ডী তাঁহার পিতার সুদৃঢ় ও অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। তিনি জানিতেন যে, গ্যারিবল্ডী তাঁহার শেষ দিন পর্য্যন্ত প্রায়ই বলিতেন—"ইতালী ও ভিক্টর ইমান্যুয়েল্।" এরূপ পরম বন্ধুর মৃত্যুতে তিনি শোকে অভিভূত হইলেন। তিনি অতিকষ্টে কথঞ্চিৎ শোক সংবরণ করিয়া স্বহস্তে গ্যারিবল্ডী-তনয়কে এই মর্ম্মে এক টেলিগ্রাম করিলেন,—"তোমার পিতার মৃত্যুতে আমার যে শোক হইয়াছে, তাহা সমস্ত ইতালীবাসীর শোকের সমান অনুপাতে। আমার পিতা শৈশব হইতেই সেনাপতির নাগরিকোচিত গুণরাশির পূজা করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাহার পর আমি স্বচক্ষে তাঁহার অদ্ভুত-বীরত্বের কার্য্যসকল দেখিয়া, তাঁহার ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। তাঁহার বীরত্বের জন্য তাঁহার প্রতি আমার প্রগাঢ় ভক্তি এবং তাঁহার ভালবাসার জন্য তাঁহার প্রতি আমার গভীর কৃতজ্ঞতা চিরদিন সমভাবে থাকিবে। তাঁহার অভাব এইজন্য আমি দ্বিগুণ অনুভব করিতেছি। আমি আজ ইতালীয় জাতির সহিত এবং মৃত মহাত্মার পরিবারবর্গের সহিত একযোগে তাঁহার মৃত্যুজনিত শোক প্রকাশ করিতেছি। তুমি আমার ও আমার জাতিসাধারণের প্রতিনিধি-স্বরূপ হইয়া আমাদের সাধারণশোক তোমার পরিবারবর্গের সকলকে জানাইবে।

হাম্বার্ট।"

গ্যারিবল্ডীর মৃত্যুতে ইতালীর গভীর শোক

মিলানের কোন সংবাদপত্রের সংবাদদাতা গ্যারিবল্ডীর মৃত্যু-সংবাদ উদীচ্য ইতালী কিরূপ ভাবে গ্রহণ করিয়াছিল, উজ্জ্বলবর্ণে তাহা নিম্নলিখিত প্রকারে অঙ্কিত করিয়াছিলেন:—"চিরহিমানী-সমাচ্ছাদিত আল্‌পস্ গিরি হইতে সূর্য্যরশ্মি-সমুদ্ভাসিত প্যালার্মো পর্য্যন্ত—সমস্ত ইতালীর আবালবৃদ্ধবনিতা—সর্ব্বধর্ম্মসম্প্রদায়ের কি উচ্চ, কি নীচ, কি ধনী, কি নির্ধন—সকলেই এই মহাপুরুষের মৃত্যুতে—এই গভীর শোকসংবাদে—যেরূপ কাতর হইয়াছিলেন, এরূপ কাতর তাঁহারা আর কখন হন নাই। মিন্‌সিয়ো গিরিমালার শিখরোপরি একটি ক্ষুদ্র নগরে এই সংবাদ যখন আসিয়া পৌছিল, তখন কেবল সূর্য্যোদয় হইয়াছে মাত্র। ট্রাম বা ট্রেণের ধ্বনি সে স্থানের নিস্তব্ধতা ভেদ করিতে পারে না। ম্যানটুয়া (Mantua) ও ব্রেসাকয়ার (Brescia) মধ্যে যে বার্ত্তাবহ মেইল যাতায়াত করে, সেই মেইলের বাহকগণ দিবসে দুইবারমাত্র এ স্থানের শান্তিভঙ্গ করে। সে দিন হাটবার। সকলেই গুটিপোকার ক্রয়-বিক্রয়ে একান্ত ব্যস্ত। এমন সময় আমার আফিসের বালক একখান টেলিগ্রাম আনিয়া প্রচার করিল যে—গ্যারিবল্ডীর মৃত্যু হইয়াছে। এই সংবাদে হাটের কোলাহল থামিয়া গেল। স্ত্রী-পুরুষ—যে যেখানে দাঁড়াইয়া ছিল, বজ্রাহতের ন্যায় সে সেখানে

দাঁড়াইয়া রহিল। আর ক্রয়-বিক্রয় করিতে কাহারও হৃদয় হইল না। সকলেই ভাবিল, যেন তাহার পরিবারের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে। আমরা চারি মাইল দূরবর্ত্তী একটি ষ্টেশনে গিয়া দেখিলাম—তথাকার দোকানদারেরা দোকান বন্ধ করিয়া শরীরে শোকচিহ্ন ধারণ ও দোকানঘরে শোকচিহ্নসকল বিলম্বিত করিয়াছে। সকলের দোকান ও সকলগৃহের গাত্রে কৃষ্ণ অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে—"গ্যারিবল্‌ডীর মৃত্যু হইয়াছে।" ডেসেন্‌ঝানো (Desenzano) হইতে মিলান্ পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানের লোকেরা উৎসুকনয়নে প্রতীক্ষা করিতেছে—যদি কেহ আসিয়া তাহাদিগকে বলে যে, সে সংবাদ মিথ্যা, কিংবা যদিই তাহা সত্য হয়, যদি কেহ তাহাদিগকে সেই জাতীয় দুর্ঘটনার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ বলিয়া দেয়। প্রতি ষ্টেশনে আসিয়া দেখিলাম—গ্যারিবল্‌ডীর প্রিয় ভলন্টিয়ার সৈন্যগণ দলে দলে আসিয়া টিকিট কিনিতেছেন—সকলেই ক্যাপ্রেরার যাত্রী। তাঁহাদিগের সঙ্কল্প—যদি তাঁহারা সমুদ্রতীরে আসিয়া জাহাজ না পান, অন্ততঃ সামান্য জেলেডিঙ্গী পাইলেও তাহাতে চড়িয়া তাঁহারা ক্যাপ্রেরায় গমন করিবেন। ক্যালাটাফিমি রণক্ষেত্রে আহত বীরবৃন্দের মধ্যে মেজর ক্যারিওলেটী (Major Carriolati) গ্যারিবল্‌ডীর অতিশয় প্রিয় ছিলেন। তিনি আমাদিগের সঙ্গে আসিতে আসিতে আমাদিগকে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে গ্যারিবল্‌ডী যখন ট্রেণ হইতে নামিয়া বৃদ্ধা অন্ধ জননীকে দেখিতে গিয়াছিলেন—সে সময়ের ঘটনা বলিতে অনুরোধ করিলেন। আমরা যখন মিলানে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলাম, তখন দেখিলাম যে, নগর জন-প্রাণি-শূন্য। দেখিয়া বোধ হইল যেন, ভীষণ মহামারী আসিয়া সে নগরের অধিবাসিবৃন্দকে উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে। অষ্টাবিংশ বিভিন্ন সভার সভ্যগণকর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত বিজ্ঞাপন দ্বারা আহুত হইয়া মিলানের অধিবাসিবৃন্দ নগরের সমাধিস্থানে আসিয়া তথা হইতে গ্যারিবল্‌ডীর প্রতিমূর্ত্তি কৃষ্ণ পরিচ্ছদে আবৃত করিয়া আপনারা স্কন্ধে বহন করিয়া সমস্ত নগর প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়াইতেছেন।

"এই সময় একজন আগন্তুক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে, 'আজ আমি এই মহানগরে—ইতালীর আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের কেন্দ্রীভূত ও আভ্যন্তরীণ জীবনের মধ্যবিন্দুস্বরূপ—এই নগরে যেরূপ শোকচিহ্ন দেখিতেছি, আমার ক্ষুদ্র নগরেও সেই শোকবিকাশ দেখিয়া আসিয়াছি। তথায় সকলেই আপন আপন নির্দ্দিষ্ট কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল হাহাকার করিতেছে। দোকানদারেরা দোকান বন্ধ করিয়া ও শিল্পীরা শিল্পযন্ত্রসকল ফেলিয়া শোকের উচ্ছ্বাসে কে কোথায় ছুটিয়া বেড়াইতেছে, সকল নগরের অবস্থা তুলনা করিলে আপাততঃ বোধ হয় যেন, এক রাজকীয় টেলিগ্রামের বলে সমস্ত জাতি একইরূপ শোকচিহ্ন ধারণ করিয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে, সকল লোকেই মনে করিতেছে যে, তাহার গৃহের কর্ত্তার মৃত্যু হইয়াছে। সুতরাং প্রতিগৃহই স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া এই বিশ্বব্যাপী শোকে যোগ দিয়াছে। আজ গ্যারিবল্‌ডী এ পৃথিবীতে নাই বলিয়া—কেহই সান্ত্বনা পাইতে স্বীকৃত হইতেছে না।'

"আজ সোমবার—আজও সূর্য্যদেব শোকের তরঙ্গলীলা বিকাশ করিবার জন্য যেন গগনে অরুণবর্ণে উদিত হইলেন। আজও কৃষ্ণপতাকাসকল অর্দ্ধাবনতভাবে মিলানের সৌধমালার শিখরদেশ হইতে বিলম্বিত হইতেছে, আপণশ্রেণীসকল বন্ধ রহিয়াছে এবং নগরের প্রত্যেক অধিবাসী কৃষ্ণ পরিচ্ছদে আবৃত রহিয়াছে। রাজপ্রাসাদ হইতে ক্ষুদ্র মিউনিসিপ্যাল্ অট্টালিকা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র ইতালীর ত্রিবর্ণ পতাকা অর্দ্ধাবনত হইয়া গগনে কৃষ্ণবর্ণ বিকাশ করিতেছে। মিলানের প্রত্যেক গৃহের গবাক্ষদেশ হইতে কৃষ্ণ পতাকা সকল বিলম্বিত হইতেছে। নানা স্থানে গ্যারিবল্‌ডীর চিত্রলিখিত প্রতিকৃতির উপর অনবরত পুষ্পমালা-সকল বিকীরিত হইতেছে। ফস্যাটী (Fossati) নামক রঙ্গালয়ে তাঁহার প্রতিকৃতির উপর এত পুষ্পবর্ষণ হইয়াছিল যে, তাহা পুষ্পমধ্যে একেবারে লুক্কায়িত হইয়া গিয়াছিল। সকল ব্যবসায় একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, কেবল সংবাদপত্রের ব্যবসায় খরতরবেগে চলিয়াছিল। অসংখ্য লোক কৃষ্ণবর্ডার হস্তে ধারণ করিয়া; কৃষ্ণবর্ডারপরিশোভিত সংবাদপত্রসকল বিক্রয় করিয়া বেড়াইতেছিল।

ইতালীর তাৎকালিক অবস্থার আর একটি কাহিনী বর্ণনা করিব। মিলানে ও ইতালীর অন্যান্য প্রধান নগরীতে গবর্ণমেণ্ট আফিস ও স্কুল সকল বন্ধ হইয়াছিল। কিন্তু একটি স্ত্রীবিদ্যালয় আজ প্রাতে খোলা ছিল—এবং তথাকার ছাত্রীসকল যথাসময়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়াছিল। বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা একত্র হইয়া প্রধান শিক্ষয়িত্রীকে বলিল—'মান্যে! সাণ্টা-মেরিয়া, সাণ্টা-টেরেসা ও সাণ্টা-লুকা প্রভৃতির ভোজন উৎসবে আপনি আমাদিগকে বিদায় দেন; তবে কেন আজ গ্যারিবল্‌ডীর উৎসব উপলক্ষে আমাদিগের বিদ্যালয় বন্ধ না দিবেন?'—তাহারা শিক্ষয়িত্রীকে এই কথা বলিয়া টেবিল্ উল্টাইয়া রাখিয়া চলিয়া গেল।

ধন্য ইতালী! ধন্য তোমার বীরপূজা! ধন্য তোমার রমণীগণ! গ্যারিবল্ডী! তুমি আসিয়া আজ একবার তোমার পূজা দেখিয়া নয়ন সার্থক কর।

গ্যারিবল্ডীর মৃত্যুজনিত গভীর শোক শুদ্ধ যে ইতালীতে অনুভূত হইয়াছিল, তাহা নহে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মানী প্রভৃতি প্রধান প্রধান দেশের সংবাদপত্রসকলে সেই মহাপুরুষের মৃত্যু-জনিত শোক প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অনুপম গুণাবলী কীর্ত্তিত হইয়াছিল। অধিক কি, অষ্ট্রীয়ার, পোপের সংবাদপত্র সকলও একবাক্যে তাঁহার অকৃত্রিম স্বদেশানুরাগ, অসাধারণ বীরত্ব এবং তাঁহার চরিত্রের নিষ্কামত্ব উদ্ঘোষিত করিয়াছিল। তাঁহার এই সকল গুণসম্বন্ধে ইউরোপের মধ্যে মতভেদ নাই। ধন্য গ্যারিবল্ডী! ধন্য তোমার চরিতমাহাত্ম্য! তুমি মরিয়াও এ পৃথিবীতে অমর হইয়া রহিয়াছ!

সমাপ্ত

গ্রন্থকারের মন্তব্য

গ্যারিবল্ডীর জীবনের একমাত্র নিয়ন্ত্রী দুর্দ্দমনীয়া স্বাধীনতা স্পৃহা। এই বলবতী স্পৃহা না থাকিলে তিনি হয় ত জগতে একজন সাধুপ্রকৃতি বীরপুরুষ ও প্রখ্যাতনামা নাগরিক বলিয়া পরিচিত হইতেন। কিন্তু ঐ সকল গুণ এই দুর্দ্দমনীয়া স্বাধীনতাস্পৃহা দ্বারা যুক্ত হওয়ায় লোকে তাঁহাকে এরূপ বীর বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে, যাহা জগতের সুদীর্ঘ ইতিহাসে সচরাচর পাওয়া দুর্লভ। সেই মহীয়ান্ আদর্শের প্রতি তাঁহার বলবতী আসক্তি—তাঁহার সমস্ত পার্থিব স্নেহ-মমতাকে নিজ বিশাল কুক্ষির অন্তর্ভুক্ত করিয়া রাখিয়াছিল। যদি তাঁহার চিত্ত পারিবারিক স্নেহ-মমতায় আবদ্ধ হইত, তাহা হইলে তাঁহা দ্বারা কখনই এই অসাধ্যসাধন হইতে পারিত না, এবং তাঁহার চরিত্রও এতাদৃশী পূর্ণতা প্রাপ্ত হইত না। তিনি আজীবন এই মহামন্ত্রের শুদ্ধ সাধক ছিলেন, এরূপ নহে, তিনি এই মন্ত্রের প্রধান দীক্ষাগুরু এবং মন্ত্রোদ্দিষ্ট ব্রতের অদ্বিতীয় উদ্‌যাপয়িতা ছিলেন। ম্যাটসিনি তাঁহার দীক্ষাগুরু ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার জ্ঞানময় জীবনে কার্য্যের ভাগ অতি অল্পই ছিল। শ্রীকৃষ্ণ যেমন কুরুক্ষেত্রসমরের প্রকৃত নায়ক, ম্যাটসিনি সেইরূপ ইতালীয় স্বাধীনতা-সমরের প্রকৃত নেতা। কারণ, শ্রীকৃষ্ণ যেমন কুরুক্ষেত্র-সমরের বৈধতা প্রতিপন্ন করিয়া যেমন অর্জ্জুনকে নরমেধ-যজ্ঞে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন, ম্যাটসিনিও সেইরূপ গ্যারিবল্ডীর বীর-বৃন্দকে জাতীয় স্বাধীনতা-সমরের ধর্ম্ম্যতা প্রতিপাদন করিয়া তাহার জন্য প্রাণোৎসর্গ করিতে গৃহীত ব্রত করিয়াছিলেন। গ্যারিবল্ডী শেষে গুরুর সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু আজীবন গুরুদত্ত মন্ত্রসাধন করিতে ত্রুটি করেন নাই। শিষ্য গুরু ত্যাগ করুন, কিন্তু গুরুদত্ত মন্ত্র ত্যাগ করেন নাই বলিয়া, গুরু বরাবর শিষ্যের সহায়তা ও ভূয়সী প্রশংসা করিয়া আসিতেছিলেন। বিপ্লবসাধন সম্বন্ধে তাঁহাদিগের কোনও মতভেদ ছিল না। বিপ্লবের সাধন-সামগ্রী লইয়াও তাঁহাদিগের মতের অনৈক্য ঘটে নাই। কারণ, উভয়েই জাতীয় উপাদানের পক্ষপাতী ছিলেন। উভয়েই মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেন যে, বৈদেশিক সাহায্যে জাতীয় বিপ্লবের সাধন করিতে গেলে পদে পদে প্রবঞ্চিত ও পর্য্যুদস্ত হইতে হইবে। তবে তাঁহাদিগের মতভেদ হইল কি লইয়া? তাহা বিপ্লব লইয়া নহে, বিপ্লবান্তে জাতীয় শাসন-সমিতির পুনর্গঠন লইয়া। গ্যারিবল্ডী ম্যাটসিনির নিকটে বৈপ্লবিক মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। বিপ্লব সাধিত হওয়ায় সে মন্ত্রের উদ্‌যাপন হইল। তখন গুরু ও শিষ্যের পূর্ণ কার্য্য-স্বাধীনতা জন্মিল। তখন গ্যারিবল্ডী রাজ্যতন্ত্রের পক্ষপাতী হইয়া ভিক্টর ইমানুয়েল্‌কে সমবেত ইতালীর রাজপদে বরণ করিলেন। কিন্তু পূর্ণ লোকতান্ত্রিক ম্যাটসিনি সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাপিত করিতে চেষ্টা করায় স্বদেশ হইতে পরিক্ষিপ্ত হইলেন। ম্যাটসিনি আদর্শচ্যুত না হইয়া দেবতার ন্যায় সুইজরলণ্ডের গৈরিক আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন; গ্যারিবল্ডীও নিষ্কামত্বের পূর্ণ আদর্শস্বরূপ হইয়া আপনার বিজয়ফলে স্বেচ্ছা-বঞ্চিত হইয়া ক্যাপ্রেরার দ্বীপাবাসে থাকিয়া জীবনের অবশিষ্টকাল কাটাইলেন। ম্যাটসিনি দেবতা ছিলেন। সুতরাং মনুষ্যলোকের উপযোগী হইতে পারিলেন না; কিন্তু গ্যারিবল্ডী নর-নারায়ণ, সুতরাং তিনি নরলোকের উপযোগী হইয়া নিষ্কামভাবে নরলোকের সহিত মিশিয়া রহিলেন। তাই বলিতেছিলাম, এক জনের আদর্শ নারায়ণ ও অন্যতমের আদর্শ নর-নারায়ণ। এই নারায়ণ ও নর-নারায়ণের মিলন ব্যতীত জাতীয় বিপ্লব কখনই সংসাধিত হইতে পারে না। এই জ্ঞানময় ও কর্ম্মময় জীবনের ঐক্যতানিক সাধনা ব্যতীত কোন মহৎকার্য্যই সুসিদ্ধ হইতে পারে না। ফ্রান্সের বিপ্লবে রুসো ও ভল্‌টেয়ার, আমেরিক বিপ্লবে আডামস্ ও ফ্রাঙ্কলিন্ এবং ইতালীয় বিপ্লবে ম্যাটসিনি—নারায়ণের অবতার! আর ফরাসী বিপ্লবে নেপোলিয়ান, আমেরিক বিপ্লবে ওয়াসিংটন ও এই ইতালীয় বিপ্লবে গ্যারিবল্ডী নর-নারায়ণের অবতার।

যে সময় ইতালী অধীনতার অন্ধতমসে পথহারা হইয়া বেড়াইতেছিল, সেই সময় ম্যাটসিনি জ্ঞানের লণ্ঠন হস্তে করিয়া ইতালীয় জাতিকে গন্তব্যস্থানে লইয়া যাইবার জন্য অনুনয় বিনয় করিয়াছিলেন। গ্যারিবল্ডী প্রভৃতি যুবকবৃন্দ সেই আলোকের সাহায্যে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গন্তব্যপথে যাইতেছিল। তিনি সেই ভবিষ্যরাজ্যের সমস্ত চিত্র তাঁহাদিগকে অগ্রেই

দেখাইয়া দিয়াছিলেন। স্বাধীনতাবিজ্ঞানের মূল তত্ত্বসকল তিনি তাঁহাদিগকে তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত সঞ্জীবনী লেখনীর প্রভাবে তাঁহার অসংখ্য শিষ্য সকল আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে তাঁহার সঙ্গে চলিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার নেতৃত্বে এই বৈপ্লবিক সেনা বিজয়িনী হইল না। তিনি জ্ঞানময় ছিলেন, সুতরাং কর্ম্মে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল না। এই জন্য তাঁহার বৈপ্লবিক সেনা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া কিয়ৎপরিমাণে নিঃসৃত হইল ও হতাবশিষ্ট সেনা পলাইয়া বিদেশে গিয়া তদ্দত্ত মহামন্ত্রের সাধনা করিতে লাগিল। গ্যারিবল্ডী সেই পলায়িত সাধকবৃন্দের অগ্রণী। সাধনা সমাপ্ত হইলে স্বদেশে আসিয়া তিনি সমস্ত সাধক-মণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় হইয়া বৈপ্লবিক সমরে অবতীর্ণ এবং অচিরাৎ সিদ্ধকামও হইলেন। কিন্তু তিনি যখন বহুদিনের নির্ব্বাসনের পর ইতালীক্ষেত্রে পদার্পণ করিলেন, তখন ম্যাট্‌সিনির মন্ত্রপ্রভাবে চল্লিশ সহস্র ভলন্টিয়ার সৈন্য তাঁহার পতাকামূলে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। ম্যাটসিনি নিজের রণ-বিষয়িণী প্রতিভার অভাব ও গ্যারিবল্ডীতে তাহার ভাব দেখিয়া বৈপ্লবিক কার্য্যের নেতৃত্ব গ্যারিবল্ডীর হস্তেই প্রদান করিলেন। তিনি বাধা দিলে গ্যারিবল্ডী কোন মতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না। তাঁহার সাহায্যেই তিনি অল্পসময়ে অল্লায়াসে অভীষ্টসাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। এই জন্য ইতালী ম্যাটসিনিকে তাহার প্রধান শিক্ষক ও নেতা বলিয়া হৃদয়ের সহিত পূজা করে এবং গ্যারিবল্ডীকে তাহার উদ্ধারকর্ত্তা বলিয়া অন্তরের সহিত ভালবাসে ও ভক্তি করে।

গ্যারিবল্ডী আধুনিক রোমের সিন সিনেটস্‌। যিনি শুদ্ধ কর্ত্তব্যসাধন ব্যতীত আর কোনও সম্মানের প্রার্থী ছিলেন না, যে পবিত্র ব্রতের সাধনায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, যিনি তাহার উদ্‌যাপনা ব্যতীত আর কোনও পুরস্কারের অভিলাষ করিতেন না, যাঁহার চক্ষে অন্য সর্ব্বপ্রকার লাভালাভ ও পদমর্য্যাদা অসার বলিয়া প্রতীত হইত, যিনি স্বদেশের উদ্ধার-সাধন করিয়া পূর্ণ সন্তোষে রণক্ষেত্র হইতে তাঁহার ক্ষেত্রে কৃষিকার্য্যের অনুসরণে গমন করিয়াছিলেন, যিনি ইতালীর কেন, সমস্ত জগতের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করিতে গৃহীতব্রত হইয়াছিলেন এবং জগতের উৎপীড়িত ব্যক্তি বা জাতিমাত্রের যাতনায় যাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইত—যেন সকলের হৃদয়ের সঙ্গে তাঁহার হৃদয় একতানে গাঁথা ছিল,—সেই মহাপুরুষকে ইতালীবাসী আবালবৃদ্ধ-বনিতা ইতালীর মহাপুরুষ-গণের মন্দিরে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া যে পূজা করিবে, ইহাতে আর বিচিত্রতা কি? শুদ্ধ ইতালীতে নয়, পৃথিবীর যেখানেই স্বেচ্ছাচার ও নির্যাতন দেখিতেন, গ্যারিবল্ডী অসম সংঘর্ষে কায়মনোবাক্যে সেইখানেই ঝম্প প্রদান করিতেন। যেখানেই একদিকে পাশব বল ও অন্যদিকে প্রাকৃতিক স্বত্ব-সংস্থাপন চেষ্টা—সেখানে যুদ্ধের ফলাফল সন্দিগ্ধ হইলেও, গ্যারিবল্ডী প্রাকৃতিক স্বত্বের পক্ষে দাঁড়াইতেন। তাঁহার বীরত্বের ও আত্মোৎসর্গের পূর্ণবিকাশ—দক্ষিণ-আমেরিকার সাধারণতন্ত্রসকলের পক্ষসমর্থনে। সেইরূপ ইউরোপেও যে দেশের লোকেই স্বাধীনতার জন্য উত্থিত হইত, তাঁহার সহানুভূতি প্রবলবেগে তাহাদিগের দিকে ধাবিত হইত; হঙ্গেরীয়, পোলণ্ডীয় ও তুর্কীয় যথেচ্ছচারিণী প্রভুশক্তির বিরুদ্ধে তাঁহার হস্ত প্রচণ্ড অসি ও উন্মা-দিনী লেখনী চালনা করিয়াছিল। তাঁহার স্বাভাবিক বিশ্বপ্রেমময়ী হৃদয়-উত্তেজনা সময়ে সময়ে তাঁহাকে কুপথগামী করিত বটে, কিন্তু সে উত্তেজনা না থাকিলে তিনি গ্যারিবল্ডীর নামের যোগ্যই হইতে পারিতেন না এবং যে সকল অদ্ভুত বিজয়-পরম্পরা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও লাভ করিতে পারিতেন না। উত্তেজনাশীল প্রাকৃতিক ব্যক্তি ব্যতীত কোন মহৎ কার্য্যই সুসিদ্ধ হইতে পারে না। ক্ষতি-লাভ-গণনা-শীল সন্দিগ্ধ ও সদা-সাবধান ব্যক্তিগণ দ্বারা কবে কোন্ মহৎকার্য্য সংসিদ্ধ হইয়াছে?

ইতালীর শৃঙ্খল-মোচন ও একতাসাধনের জন্য গ্যারিবল্ডীর ন্যায় একজন লোকের প্রয়োজন হইয়া-ছিল। যদিও তাঁহার ন্যায় তাঁহার সহসমরিগণের মধ্যে একশত বা ততোধিক বীরের অদ্ভুত বীরত্বকাহিনী ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে, কিন্তু গ্যারিবল্ডী বিনা তাঁহাদিগের মধ্যে আর কোন্ ব্যক্তি ইতালীর ভগ্ন-হৃদয় ও ছিন্ন-ভিন্ন জাতিনিচয়কে বিজয়পথে অধিনীত করিতে পারিতেন? এমন ব্যক্তি ত আমরা ইতালীর ইতিহাস আলোড়ন করিয়া দেখিতে পাই না! যেরূপ গুরুতর ব্যাপার, ভগবান্ সেইরূপ লোকই পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

ইতালী—ছিন্ন-ভিন্ন ও বিশীর্ণ, ছয়টি যথেচ্ছচারিণী প্রভুশক্তি দ্বারা খণ্ডশঃ বিভক্ত, পতিত পোপীয় শাসনের অত্যাচারে ও নিষ্ঠুরতায় দাসীকৃত এবং নিজের রাজ-গণের বৈদেশিক প্রভুশক্তির মর্ম্মন্তুদ-শাসনে ও নির্দ্দয় অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া এরূপ নীতিভ্রষ্ট হইয়াছিল যে, ইহার স্বদেশের উদ্ধারের জন্য গৃহীতব্রত ব্যক্তিগণের

মধ্যেও পরামর্শের একতা ও মতের সমতা ছিল না। ইতালীর স্বদেশানুরাগী ব্যক্তিগণের সকলেই স্ব স্ব প্রধান ও নেতৃত্বপ্রয়াসী ছিলেন। বহুদিনের দাসত্বের ফলে তাঁহারা পরস্পর-বিদ্বেষী ও কার্য্যকালে সংশয়াকুল হইয়াছিলেন। এই পরস্পর-বিদ্বেষ ও সিদ্ধান্তের অভাব-দুঃখের বহু দিনে—কৃতকার্য্যতার সহিত কার্য্যের ঐকতানিকতা ও লক্ষ্যের একতা অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছিল। সুতরাং যথেচ্ছচারিণী প্রভুশক্তির বাধাদানও সুদূরপরাহত হইয়াছিল। ম্যাট্‌সিনি স্বয়ং একাধিকবার স্বদেশবাসিগণকে অত্যাচারী রাজবৃন্দের বিরুদ্ধে অধিনীত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা ভয়ে ভয়ে অগ্রসর হইয়া কার্য্যকালে রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিয়াছিল। সকল দেশে সকল কালে এরূপ অবস্থায় যাহা ঘটিয়া থাকে, ইতালীতেও তাহাই ঘটিয়াছিল। ঘটনাক্রমে যাহারা দাস হয়, অভ্যাসগুণে সে দাসত্ব ক্রমে তাহাদের স্বভাবে পরিণত হয়। এইরূপে জাতীয় তেজস্বিতা একবার নিষ্প্রভ হইলে, উৎপীড়িত জাতির মধ্য হইতে একবার চলিয়া গেলে, সেই জাতীয় তেজ সঞ্জীবিত করা কোনও ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়ে।

যদি গ্যারিবল্ডী এই আপাত-হতাশময় কার্য্যে কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন, সে তাঁহার সেই সময়ের উপযোগী বিশেষ গুণগ্রামে। তিনি প্রাচীন রোমের লোকতান্ত্রিকগণের ন্যায় অতি সরল ও অক্ষুণ্ণগতি (Straight forward) ছিলেন। তাঁহার সাধারণ স্বদেশবাসিগণের ন্যায় তিনি অমূল্য স্বাধীনতা-রত্নের বিনিময়ে সামান্য পার্থিব সুখ ক্রয় করিতেন না। তাহাদিগের ন্যায় তাঁহার চিত্ত সদাসন্দিগ্ধ ও বিদ্বেষ-কলুষিত ছিল না। সাধুজীবন ও স্বচ্ছমতি ব্যক্তিগণের ন্যায় তাঁহার হৃদয় নির্ভীক, স্বাধীন ও অনন্তপ্রসারী ছিল। যে স্থলে কর্ত্তব্যজ্ঞানের সহিত কোনও সংঘর্ষ নাই, সেখানে গ্যারিবল্ডী বালকের ন্যায় শান্ত ও নমনীয়। যথেচ্ছচারিণী প্রভুশক্তির বিরুদ্ধেই কেবল তাঁহার কঠোর ঘৃণা; আর সকলের প্রতি তাঁহার চিত্ত রমণীর চিত্তের ন্যায় অতি কোমল ও প্রীতিপ্রবণ! তাঁহার শৈশব হইতেই তাঁহার জীবন আত্মোৎসর্গ ও বীরোচিত বিশ্বপ্রেমের বিলসনভূমি। যখন কোনও বন্ধুকে সাহায্য করিতে হইবে বা কোনও বিপন্ন ব্যক্তিকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিতে হইবে, তখন আপনার অস্তিত্ব তাঁহার গণনার মধ্যে আসিত না। তাঁহার পবিত্রতা, তাঁহার পরদুঃখানুভাবকতা, তাঁহার বদান্যতা, তাঁহার সহিষ্ণুতা, তাঁহার অসাধারণ বলশালিতা এবং তাঁহার দুর্দ্দমনীয় লক্ষ্যনিষ্ঠতা—তাঁহার এই সকল অতিমানুষ গুণগ্রামে; যে একবার তাঁহার সংস্রবে আসিত, সেই মুগ্ধ হইত। তাঁহার দৃষ্টিতে কি যেন এক অবর্ণনীয় আকর্ষণ ছিল। অপর লোকের সঙ্গে বহুদিনের সহবাসে যাহা না হইত, তাঁহার এক কটাক্ষপাতে—এক তারামৈত্রক চক্ষুরাগে—সেই অভাবনীয় সখ্যভাব জন্মিত। যে একবার তাঁহাকে দেখিত, সে তাঁহার বন্ধু না হইয়া থাকিতে পারিত না। পীক্‌ট্রোকোলোরোসেটীর (Pictrocolo Ro ssetti) সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার—তাঁহার এই অসাধারণ শক্তির নিদর্শন। গ্যারিবল্ডী স্বয়ং বলিয়াছেন—"আমি কখন তাঁহাকে অনুসন্ধান করি নাই। একদিন হঠাৎ তাঁহার সহিত আমার নয়নে নয়নে মিলন হয়, তাহাতেই আমরা পরস্পর পরস্পরকে চিনিয়া লই। একবারমাত্র উভয়ে উভয়ের দিকে তাকাইয়া ঈষৎ হাস্য করিয়াছিলাম ও একবারমাত্র উভয়ে উভয়ের করমর্দ্দন করিয়াছিলাম, তাহাতেই আমি ও রোসেটী আজীবন সহোদর ভ্রাতা হইয়াছিলাম।

জন্মভূমির মুক্তি-সাধন গ্যারিবল্ডীর জীবনের একমাত্র স্বপ্ন ছিল। যদিও বহুদিন ধরিয়া তিনি স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন, তথাপি জন্মভূমির দর্শনপিপাসা অদর্শনে শুষ্ক না হইয়া বরং দিন দিন অধিকতর পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন ম্যাটসিনি ও তদীয় সহচরবৃন্দকে ষড়যন্ত্রে নিরন্তর লিপ্ত থাকায় যে মর্ম্ম-বেদনা ও অবিরাম নির্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল, দূরে থাকায় তাঁহাকে সে সকল যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় নাই। বস্তুতঃ গ্যারিবল্ডী ষড়্‌যন্ত্রী হইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য ছিলেন। কারণ, তিনি নিরন্তর পরিবর্ত্তনশীল কল্পনা ও ষড়্‌যন্ত্র লইয়া বৃথা কাল কাটাইতে ভালবাসিতেন না। অর্দ্ধহৃদয় অভ্যুত্থান ও সামান্য বাধায় দ্রুত পলায়ন—সম্পূর্ণরূপে তাঁহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ছিল। যদি গ্যারিবল্ডী দক্ষিণ আমেরিকায় পলায়ন না করিয়া অস্থিরচিত্ত ও অতলদর্শী স্বদেশবাসিগণের সহিত বৈপ্লবিক ষড়্‌যন্ত্রে লিপ্ত থাকিতেন, তাহা হইলে হয় ত তিনি ষড়্‌যন্ত্রের দীর্ঘসূত্রতা ভেদ করিয়া অসিহস্তে একাকী নিয়োপলিটীর বা অষ্ট্রীর যথেচ্ছচারিণী প্রভুশক্তির বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইতেন এবং এইরূপে অকালে রণে হত বা আমরণ কারাগারের অন্ধতমসে প্রক্ষিপ্ত হইতেন। তাহা হইলে তাঁহার জীবনের লক্ষ্য অসম্পাদিত ও তাঁহার নাম জগতে অপরিজ্ঞাত থাকিত। প্রত্যুত ম্যাটসিনির মন্ত্রশিষ্যগণের প্রাথমিক অভ্যুত্থানে যোগদানের জন্যই তাঁহাকে নির্ব্বাসিত হইতে হইয়াছিল। কিন্তু এ

নির্ব্বাসন-দণ্ড তাঁহার পক্ষে অনুকূল গলহস্তস্বরূপ হইয়াছিল। কারণ, আমেরিকা রণক্ষেত্রেই তাঁহার রণবিষয়িণী প্রতিভা স্ফুরিত হইবার উপাদান-সামগ্রী পাইয়াছিল। আর এই নির্ব্বাসননিবন্ধন ইতালীর যথেচ্ছচারিণী প্রভুশক্তির বিরুদ্ধে তাঁহার বিদ্বেষ শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। সেই নির্ব্বাসনেও এই আশা অরুণ বিভার ন্যায় তাঁহার মনে সতত উদিত হইত যে, এমন দিন অবশ্যই আসিবে, যখন তিনি সেই পরমারাধ্যা জন্মভূমিতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ইহার মুক্তি-সেনার অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিবেন।

ইতালীর ভবিষ্য একতার স্বপ্নদর্শনের অভ্যন্তরে এমন একটি অপূর্ব্ব ভাব নিহিত ছিল, যাহা স্বজাতি-প্রেমিক ও স্বদেশানুরাগী ব্যক্তিমাত্রের হৃদয়কে কার্য্যে উদ্দীপিত করিত। ইতালী একদিন জগতের অধি-রাজ্ঞী, সভ্যতার কেন্দ্রভূমি, বিজ্ঞান ও শিল্পের খনি এবং কবিত্ব ও সঙ্গীতের আবাসস্থলী ছিল। তৎকালে 'রোমীয় নাগরিক'—এই উপাধি অতি গৌরবের উপাধি ছিল। এমন দেশ বা জাতি তখন ছিল না, যাহার মহত্ত্ব ও গৌরব প্রাচীন রোমের মহত্ত্ব ও গৌরবের সহিত তুলিত হইতে পারিত! সিপীয়ো (Scipio) ও সীজরের (Caesar) ন্যায় ভুবনবিজয়ী বীর অগষ্টস্ (Augustus) ও কনষ্ট্যান্টাইনের (Constantine) ন্যায় প্রতিভাশালী শাসনকর্ত্তা, লিভি (Livi) ও ট্যাসিটসের (Tasitus) ন্যায় ঐতিহাসিক, ভার্জিল (Virgil) ও ওভিডি (Ovidi) এবং হোরেস্ (Horace) ও লুক্রিসসের (Lucretious) ন্যায় কবি—ইতালীয় গগনকে তাঁহাদিগের ব্যক্তিগত অভিপ্রায়ে সমুজ্জ্বলিত করিয়াছিলেন। সেই মহাপুরুষগণের ছায়া নব্য ইতালীয়গণেও প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। দান্তে (Dant) ও পিট্রাক (Petrach), আরিয়োষ্টে (Ariosto) ও আলফারি (Alfierai) সেই সুবর্ণযুগের প্রতিবিম্বনের ফল।

অধিক কি, খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবকালেও যে সকল মহাপুরুষ ইতালীক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও এই অনন্ত পুরীর উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং আধুনিক ইতালীয়গণ যে তাঁহাদিগের দেশের গৌরবে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিবেন, ইহাতে আর বিচিত্রতা কি? সেই অনন্ত দেশ—আবার যে একতা-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া স্বাধীন হইবে এবং আবার যে ইহা সভ্য-জগতের সভ্যতা-স্রোতের নেতা হইবে,—এই চিন্তায় ইতালীর অধিবাসিগণ যে উন্মাদিত হইবে, তাহাদিগের হৃদয় যে অগ্নিময় হইয়া উঠিবে—ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

ইতালীর বিগত অর্দ্ধ-শতাব্দীর ইতিহাস ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে ইতালীর পুরাবৃত্ত ভাল করিয়া পাঠ করা আবশ্যক। প্রাচীন রোমের পতনের পরও অতীত পুরুষপরম্পরার স্মৃতি ইতালীয়বাসিগণের অন্তরে জাগরূক ও তাঁহাদিগের ছবি তাঁহাদিগের হৃদয়-ফলকে প্রতিবিম্বিত ছিল বলিয়াই আজ ইতালীয়বাসিগণ একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া স্বাধীনতা লাভ করিয়াছেন।

বিগত দুই তিন পুরুষ ধরিয়া ইতালীর অধিবাসি-বৃন্দ যে সমবেত ও পুনর্জ্জীবিত ইতালীর জন্য এত লালায়িত হইয়াছিলেন এবং সেই অভীপ্সিত সঙ্কল্প-সাধনের জন্য এত প্রাণোৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহার অন্যতর কারণ এই যে, তাঁহাদিগের প্রতি যেরূপ অত্যাচার ও নির্যাতন হইয়াছিল, সেরূপ অত্যা-চার ও নির্যাতনের তুলনা ইউরোপে আর কোনও দেশে ঘটে নাই। নেপল্স, মডেনা ও পোপের রাজ্যে কিরূপ শাসনবিভ্রাট ঘটিয়াছিল এবং অষ্ট্রীয়ার যথেচ্ছচারিণী প্রভুভক্তির নিষ্ঠুরতা কতদূর বাড়িয়াছিল, ইতালীর স্বাধীনতালাভের পূর্ব্ববর্ত্তী অর্দ্ধ-শতাব্দীর ইতিহাস পাঠ করিলে তাহা সুস্পষ্ট প্রতীয়-মান হইবে। কিন্তু যাহাদিগের উপরে কুশাসনের ও যথেচ্ছচারিণী প্রভুশক্তির জলন্ত লৌহদণ্ড দিনে দিনে পতিত হইত বা হইতেছে, সেই জাতি বা সেই সেই জাতি ভিন্ন—সে নিদারুণ দুঃখ-যন্ত্রণার জীবন্ত অনুভূতি আর কোনও জাতি করিতে পারিবে না। ভাডেনার মহাসমিতি ও ভিক্টর ইমানুয়েল্ কর্ত্তৃক ইতালীর সিংহা-সনাধিরোহণের মধ্যবর্ত্তীকালে ইতালীতে যেরূপ নির্যা-তন ও উৎপীড়ন হইয়াছিল, ইতালীর অধিসাসিগণ যেরূপ কষ্ট-যন্ত্রণা পাইয়াছিল, তাহার সহিত তুলনায় যথেচ্ছচারী তুরস্কের অধীনস্থ প্রজাবৃন্দের কষ্ট-যন্ত্রণা অতি সামান্য। ইতালীয় দেশহিতৈষিগণ এই কঠোর পরীক্ষার মধ্য দিয়া আসিয়াছিলেন বলিয়াই, তাঁহা-দিগের বৈপ্লবিকী শিক্ষা এরূপ ফলপ্রসূ হইয়াছিল। তাঁহাদিগের দেশের পুনরেকতা-সাধন এরূপ কষ্ট যন্ত্রণা ব্যতীত কখনই সংসাধিত হইতে পারিত না। রাজ-নৈতিক স্বাধীনতালাভের পথ পুষ্পবিকীরিত নহে, রুধিরকর্দ্দমিত। দেবাসুরের যুদ্ধের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কালিকা রুধিরপ্রয়াসিনী। নরবলি ব্যতীত তিনি কখনই প্রসন্না হন না। এই জন্য ইতালীর কোনও স্বদেশানুরাগী ব্যক্তিই—কি মৃত কি জীবিত—এই নরবলির জন্য অনুশোচনা করেন নাই—বা করেন না। যেরূপ সিদ্ধি—সাধনাও তাদৃশী চাই। যেরূপ ফল-কামনা—পূজাও তদনুরূপ চাই। বিনা মূল্যে রত্ন মিলে না, অতীতসাক্ষী ইতিহাস তাহার প্রমাণ।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে গ্যারিবল্‌ডীর ইংলণ্ডপরিদর্শন এবং তথায় সেই সংক্ষিপ্ত কালের অবস্থিতিসময়ে লণ্ডন মহানগরীতে ও ইংলণ্ডের অন্যান্য স্থানে তাঁহার সেই সেই অভ্যর্থনা—ইউরোপের রাজবৃন্দকে কম্পিতহৃদয় করিয়া তুলিয়াছিল। সকলেই বুঝিলেন যে, ইউরোপে প্রজার রাজত্বের দিন ক্রমশই অগ্রসর হইতেছে। গ্যারিবল্‌ডী ইতালীর প্রজাবৃন্দের হৃদয়ের অধিরাজ বলিয়াই ইংলণ্ডের প্রজাবৃন্দ তাঁহার এই পূজা করিল। যে বীরচূড়ামণিকে ভগবান্ ইতালীর উদ্ধারসাধনের জন্য এবং রাজনৈতিক জগতে একটি যুগান্তর উপস্থাপিত করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং যদধিষ্ঠিত রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনে পূর্ব্বতন শাসন-সমিতি সকল পরিবর্ত্তিত বা পর্য্যুদস্ত হইয়াছিল ও সেই বিপ্লবের অধিনেতা বলিয়া জগৎ যুগপৎ ভক্তি ও ভয়ে যাঁহার দিকে মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাকাইয়াছিল, আজ ইংলণ্ডের বড় বড় জমীদার, সহস্র সহস্র শিল্পী ও কুক্ষিগতজগজ্জন ধনকুবেরগণ পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সেই মহাপুরুষের পূজা করিতেছে দেখিয়া জগতের যথেচ্ছাচারিণী প্রভুশক্তির হস্ত হইতে লৌহদণ্ড স্খলিত হইল।

যতদিন ইতিহাস পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইবে, যতদিন ইতিহাসের কোনও মোহিনীশক্তি থাকিবে এবং যতদিন মানবমনের উপর ইহার উপদেশের কোন প্রভুতা থাকিবে, ততদিন গ্যারিবল্‌ডীর স্মৃতি বিলুপ্ত হইবে না। কারণ, নবন্যাস-কল্পনায় যে সকল অদ্ভুত ঘটনা অঙ্কিত করিতে পারে নাই এবং রাজনৈতিক দর্শনে যে ফলশ্রুতির অনুভূতিই নাই, গ্যারিবল্‌ডীর জীবনে সেই সকল অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছিল, এবং সেই সকল ফল ফলিয়াছিল। যে সরলতা কোন প্রশংসায় বৃথাগর্ব্বে পরিণত হয় না এবং যে সরলতা ভীষণ বিপদে বিচলিত হয় না—গ্যারিবল্‌ডী সেই সরলতার মূর্ত্তিমান্ অবতার, সুতরাং ইতিহাস কোন্ প্রাণে অনন্ত কালের জন্য তাঁহার স্মৃতি বহন না করিবে?

সেই বক্র-রাজনীতিগ্রস্ত যুগে গ্যারিবল্‌ডীই কেবল সেই রাজনীতির অতীত হইতে পারিয়াছিলেন। কুটিলা রাজনীতিবিশারদই তাঁহার মতামত শ্রদ্ধার সহিত বিবেচনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যখন ইউরোপের রাজবৃন্দ ভয়ে কম্পমান—তখন গ্যারিবল্‌ডী ভয়স্পর্শশূন্য। ইউরোপ যখন রাজনৈতিক বাত্যায় আন্দোলিত, গ্যারিবল্‌ডী তখন নিবাতনিষ্কম্প। সপ্তগিরি-অধিষ্ঠিত অনন্তনগরী রোমকে তিনি যেরূপ আলোড়িত করিয়াছিলেন, ইহার প্রতিষ্ঠার দিন হইতে ইহা কখনই সেইরূপ বিলোড়িত হয় নাই। যখন প্রবলে দুষ্ট হয়, তখন তিনি তাহার সম্মুখে ভীমমূর্ত্তি। যখন তাহারা আপনাদিগের সীমা উল্লঙ্ঘন করে, তখন তিনি তাহাদিগের সম্মুখে রুদ্রমূর্ত্তি। তিনি তাহাদিগের প্রভুশক্তির উপর ভ্রূক্ষেপও করিতেন না এবং তাহাদিগের দর্পে ঘৃণাপ্রকাশ করিতেন। তিনি এতদূর মহান্ ছিলেন যে, অকারণে কাহাকেও ভয় প্রদর্শন করিতেন না, কিন্তু প্রয়োজন হইলে দৃপ্তের দর্পনাশ করিতেন। যে জনসাধারণকে জগৎ এতদিন উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছে, সেই জনসাধারণের ভক্তিরূপ সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া তিনি এরূপ অদ্ভুত কার্য্যকলাপ করিতেন, যাহা দেখিয়া ইউরোপের যথেচ্ছাচারী রাজবৃন্দের মস্তক হইতে রাজমুকুট খসিয়া পড়িত। যে জনসঙ্ঘ এতদিন অবহেলিত, নীতিভ্রষ্ট ও হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিল, তাঁহার সঞ্জীবনমন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া আজ তাহারা তাঁহার অধিনয়নে জগৎ উন্মথিত করিতে উদ্যত হইয়াছে। আজ তাঁহার শিক্ষা-প্রভাবে তাহারা সুশিক্ষিত ও রণদীক্ষিত সৈনিকবৃন্দের ন্যায় অতিমানুষ কার্য্য-কলাপ অনুষ্ঠিত করিতেছে। তাঁহার আদেশে আজ দাসের হস্তপদ হইতে রাজদত্ত শৃঙ্খল খসিয়া পড়িয়াছে! তাঁহার মন্ত্রপ্রয়োগে ইতালীর ছিন্ন ভিন্ন অধিবাসিবৃন্দ একতাসূত্রে ঘনীভূত হইয়াছে। ইউরোপ—বিশেষতঃ ইংলণ্ড—যে গৌরবচ্যুত জাতিকে লক্ষ্য করিয়া বার বার বলিয়াছিলেন—"এই কঙ্কালময়ী জাতি কিরূপে অধিক দিন বাঁচিবে?"—আজ ঐ দেখ, সেই কঙ্কালময়ী গৌরবচ্যুতা ইউরোপের উদ্যানভূতা গিরিপরিরক্ষিতা সাগরবেষ্টিতা সজলা সফলা ইতালী গ্যারিবল্‌ডীর মন্ত্রোচ্চারণে নবসঞ্জীবিত, উদ্বোধিত, সঞ্চারিতশোণিত-শিরা অসংখ্য বীরে পরিপূরিত হইয়াছে! যে মহাশয়তা যে উদারতা, যে বলশালিতা, যে পবিত্রতা এবং যে স্বজাতিপ্রেমিকতা ও স্বদেশ হিতৈষিতা—ব্যাস, বাল্মীকি ও হোমর, ভার্জিল প্রভৃতি মহাকবিগণের মহাকাব্যে বর্ণিত আছে, ঐ দেখ, আজ ইতালীর বীরবৃন্দ এই ভগবদনুপ্রাণিত মহাপুরুষের অনুপ্রাণনে—সেই সেই গুণে বিভূষিত হইয়া জগতের পূজার পাত্র হইয়াছেন! পতিত ভারত, একবার তাকাইয়া এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখ, আর এই অপূর্ব্ব দৃশ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবানের চরণে আপনাদের পঞ্চবিংশতি কোটি আত্মাকে অঞ্জলি প্রদান কর। আত্মপুরুষকারের উপর বা বৈদেশিক পুরুষকারের উপর নির্ভর করিলে কিছুই হইবে না। ঘোরতর আধ্যাত্মিক যোগসাধনা ব্যতীত পতিত ভারতের উদ্ধারের আর উপায়ান্তর নাই।

পঞ্চবিংশতি কোটি ভারতবাসীর যোগ-সাধনার

ভগবান্ অবশ্যই প্রীত হইবেন। তাঁহার কৃপা ব্যতীত ভারতবাসীর অন্য গতি নাই। দুর্ব্বলের বল ভগবান্। ভারতবাসিন্! ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরুর আরাধনা কর, তিনি তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। আধ্যাত্মিক সাধনাভূমি ভারত পাশববলের বিলসনভূমি নহে। আধ্যাত্মিক বলই তাহার একমাত্র সম্বল। যে সকল সাধক ইহা বুঝিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন, তাঁহারাই সিদ্ধমনোরথ হইবেন। সেই মহাশক্তির উজ্জ্বলতায় পাশব শক্তি নিশ্চয়ই নিষ্প্রভ হইয়া যাইবে। উঠ, হৃদয়ে বল ধারণ কর—সকলে প্রাণে প্রাণে যুক্ত হইয়া মহাযোগে নিমগ্ন হও। হতাশ হইবার কোনও কারণ নাই। আর শূন্যগর্ভ অসার আন্দোলনে সময় কাটাইও না। নিদ্রা যাইবারও সময় নাই। ধীরে ধীরে দাঁড় ফেলিয়া সেই মহাতীর্থের দিকে ক্রমশ অগ্রসর হও, অনুকূল বায়ু পাইলেই পাইল তুলিয়া জাতীয় তরীকে সেই দিকে ছুটাইয়া দিও। দেখিও, ভগবানের কর্ণধারত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক মানবীয় কর্ণধারত্বের আশ্রয় লইও না। তাহা হইলে প্রবল ঝড়ে জাতীয় তরীকে কখন রক্ষা করিতে পারিবে না। সেই মহাতীর্থের যতই নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিবে, ভীষণ তরঙ্গমালা প্রচণ্ড শক্তিতে জাতীয় তরীর উপর আসিয়া পড়িবে। মানব কর্ণধার সে তুফানে কখনই তোমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না। স্বয়ং নারায়ণ বা নরনারায়ণ ব্যতীত সে দুর্দ্দিনে উদ্ধারের আর উপায়ান্তর নাই। অথবা সর্ব্বস্থিতিকরী বিষ্ণুশক্তি সর্ব্বপ্রলয়ঙ্করী শিবশক্তির সহিত সংযুক্ত না হইলে ভারতের কোনও আশা নাই। প্রলয় ও স্থিতি সঙ্গে সঙ্গে না যাইলে ভারতের কি আশা? অতএব এস ভাই! আমরা পঁচিশকোটি ভারতবাসী জাতিগত, ধর্ম্মগত ও বর্ণগত বিদ্বেষ ভুলিয়া স্থিতিকারিণী বিষ্ণুশক্তির ও প্রলয়কারিণী শিবশক্তির আরাধনায় নিমগ্ন হই। এস, আমরা নয়ন-নীলোৎপল উৎপাটিয়া তাঁহাদিগের চরণে অঞ্জলি দিই। অলমতিবিস্তরেণ।

শকাব্দা ১৮১১, মাঘ মাস
খৃঃ ১৮৯০, জানুয়ারী

গ্রন্থকারস্য

বীরাঙ্গনা

কোন্ দেশ কত দূর উন্নত হইয়াছে, জানিতে হইলে, দেখিতে হইবে, সে দেশের রমণীকুল কত দূর উঠিয়াছে। যে দেশের রমণীকুল উঠিতে পারেন নাই, সে দেশের প্রকৃত উন্নতি আরম্ভ হয় নাই। কারণ, রমণী সমাজের প্রকৃত শক্তি। সুতরাং রমণী দুর্ব্বল থাকিতে সে সমাজ কখন সবল হইতে পারে না। এখানে যে বলের উল্লেখ করিতেছি, তাহা শুদ্ধ শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক—এই ত্রিবিধ বল। এই ত্রিবিধ বল স্ত্রী ও পুরুষ উভয় জাতিরই পূর্ণ বিকাশের পরিণাম। স্ত্রী প্রকৃতি ও পুরুষ-প্রকৃতি উভয়ই বিকাশ-প্রবণ, সুতরাং তাহাকে বিকাশিত হইতে দেওয়া উচিত। এ বিকশনের গতিরোধ করা জগৎসৃষ্টির অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ, সুতরাং অধর্ম্ম। বিশেষতঃ একের বিকশন অপরের বিকশন-সাপেক্ষ। বিধাতার এমনই সৃষ্টিকৌশল যে, পাছে প্রকৃতি-পুরুষ বিচ্ছিন্ন হইয়া সৃষ্টিক্রিয়ার ব্যাঘাত সম্পাদন করে, এই জন্য প্রকৃতি-পুরুষকে তিনি অন্যান্য-সাপেক্ষ করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং একের অধোগতি অপরের ঊর্দ্ধগতির বিঘ্নকারিণী। যেখানে পরস্পর সংলগ্ন প্রকৃতি-পুরুষের বল সমান, অথচ গতি ভিন্নমুখী—সেখানে পরস্পরের বল পরস্পরকে ক্ষয় করিবে। কিন্তু যদি উভয়েরই গতি ঊর্দ্ধমুখিনী হয়, তাহা হইলে প্রত্যেকে দ্বিগুণ বল পাইবে। সুতরাং উভয়ের ঊর্দ্ধগামিনী গতিও দ্বিগুণিত হইবে।

আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশের স্ত্রী ও পুরুষের বলের গতি বিপরীতগামিনী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অশিক্ষা-নিবন্ধন স্ত্রীজাতি প্রায় সর্ব্বপ্রকার উন্নতির বিরোধিনী, সুতরাং পুরুষের ঊর্দ্ধমুখিনী গতি নারীজাতির অধোমুখিনী গতি দ্বারা নিরন্তর প্রতিহত হইতেছে। এই জন্য এত চেষ্টা সত্ত্বেও আমাদের দেশের অতি অল্পই উন্নতি হইতেছে। এই বিপরীত গতি নিবারণ করিতে চেষ্টা করা স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য।

স্ত্রীজাতিকে ঊর্দ্ধগতি-প্রবণ করিবার জন্য আমরা জগতের ইতিহাস হইতে গুটিকত রমণী-রত্নের ছবি লইয়া তাঁহাদিগকে উপহার দিব। এই রমণীগণের চরিত্র পাঠ করিলে তাঁহারা যে নিশ্চয়ই উঠিবেন—সে বিষয়ে আমার সন্দেহ অল্প। ইহারা শুদ্ধ যে স্ত্রীজাতির আদর্শস্থল, এরূপ নহে, অনেক বিষয়ে পুরুষগণেরও আদর্শস্থল। আত্মোৎসর্গে পুরুষজাতিকে ইহাঁদিগের নিকট নিশ্চয় মস্তক অবনত করিতে হইবে।

পারিবারিক ধর্ম্মের মধ্যে স্ত্রীজাতির পক্ষে সতীত্ব-ধর্ম্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যেমন গন্ধবিহীন পুষ্প, বিনয়-বিহীন ধার্ম্মিক, মীন-হীন সরোবর ও তরুহান জনপদ অনুশোচ্য, সতীত্ববিহীন রমণী ততোধিক অনুশোচ্য। সকল ব্রত অপেক্ষা পাতিব্রত্য-ব্রত অতি কঠোর। এই ব্রত আত্মোৎসর্গের পূর্ণ বিস্ফুরণ। প্রকৃত পাতিব্রত্য শুদ্ধ বাহ্য অনুষ্ঠানে আবদ্ধ নহে। আভ্যন্তরীণ তন্ময়ত্ব ও সেই আভ্যন্তরীণ তন্ময়ের বাহ্য ক্রিয়া—এই দুইই ইহার অঙ্গীভূত। যাঁহাকে স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিলাম, তদ্ভিন্ন অপর পুরুষের সহিত কেবল সংসর্গবিরহই সতীত্ব নহে। তাঁহাকে ভিন্ন অন্য কাহাকে কার্য্যে দূরে থাকুক, চিন্তাতেও পতিত্বে বরণ না করাই প্রকৃত সতীত্ব। অন্তর্বাহ্যে কেবল পতিতেই বিলীন হওয়া—পতিতেই তন্ময়ত্ব লাভ করা—প্রকৃত পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম। যখন ভারতে স্বয়ংবরপ্রথা প্রচলিত ছিল,—স্ত্রীজাতির আপন আপন আদর্শপতি নির্ব্বাচনের অধিকার ছিল,—অন্তঃপুর-কারাবরোধের এত কঠোরতা ছিল না;—এবং বালক ও বালিকার পুত্তলী-মিলন পবিত্র পরিণয় নামে অভিহিত হইত না, সেই পবিত্র সরল ও সত্যনিষ্ঠ পুরাকালেই ভারতে সতীত্ব-ধর্ম্মের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল। এই সতীত্বগুণে ভারত-ললনা একদিন আদর্শ-রূপিণী ছিলেন।

প্রত্যুত এই সতীত্বগুণেই ভারতললনা একদিন জগতের আদর্শরূপিণী ছিলেন। পতিকে দেবতার পূজা আর কোন দেশের ললনা কখন করিয়াছিলেন কি না—জানি না। সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তী, গিরি-সুতা, শকুন্তলা, দ্রৌপদী—প্রভৃতি ভারত-ললনাগণ চরিত্রের আদর্শে ও সতীত্বের মহিমায় জগৎ বলসিত করিয়া রাখিয়াছেন। রাজপুতানার ইতিহাসেও রাজপুত রমণীগণের আত্মোৎসর্গের ও সতীত্বের অসংখ্য উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বিদ্যমান রহিয়াছে। পদ্মাবতী,

দুর্গাবতী, প্রমররাজপত্নী, পৃথ্বীরাজপত্নী,কৃষ্ণকুমারী, কর্ম্মদেবী, কমলাবতী ও কর্ণাবতী এবং তারাবাই প্রভৃতি বীররমণীগণ আত্মোৎসর্গে ও চরিত্র-গৌরবে অদ্যাপি জগতের আদর্শস্থল হইয়া আছেন। রমণীর সতীত্ব ও আত্মোৎসর্গ পারিবারিক ও জাতীয় সুখের নিদানীভূত বলিয়া আমরা জগতের ইতিবৃত্ত ও পুরাবৃত্ত হইতে কয়েকটি আদর্শ-সতীর ও উৎসর্গীকৃতপ্রাণা রমণীর ছবি তুলিয়া পাঠকগণকে উপহার দিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। তদ্ভিন্ন বীরত্ব, দয়া, দাক্ষিণ্য, পাণ্ডিত্য ও রাজনীতি-কুশলতা প্রভৃতি গুণে এবং আধ্যাত্মিক উৎকর্ষে— যাঁহারা ললনাকুলের অলঙ্কারস্বরূপ ছিলেন, তাঁহাদিগেরও যে কয়েকটির পারা যায়, ছবি আঁকিয়া উপহার দিব। এই প্রতিকৃতিপুঞ্জে যদি ভারত-ললনাকুলের কিঞ্চিৎ মাত্রও উপকার হয়, তাহা হইলেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

গ্যারিবল্‌ডী-পত্নী আনিটা

এই মনস্বিনী ইতালীর উদ্ধারকর্ত্তা মহামতি গ্যারিবল্‌ডীর সহধর্ম্মিণী, উনবিংশ শতাব্দীর সতীকুলের মুকুটমণি বলিয়া ইঁহার ছবি অগ্রে আঁকিতে বসিলাম। 'সতী ছায়ার ন্যায় পতির অনুগমন করেন'—এই সনাতন সত্য এই রমণীর জীবনগ্রন্থের প্রতি পত্রের প্রতি ছত্রে বিশদীকৃত, বিবাহের দিন হইতে মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত —কি গৃহে, কি বাহিরে,—কি কাননে, কি উদ্যানে, —কি সমরপ্রাঙ্গণে, কি গৃহাঙ্গনে,—কি জলে, কি স্থলে, —কি পাদচারে, কি অশ্বপৃষ্ঠে,—কি গিরিপথে কি নদী-সন্তরণে,—কি শূন্যগর্ভে, কি পূর্ণগর্ভে,—কি অশনে, কি অনশনে,—কি সুস্থকায়ে, কি অসুস্থকায়ে, —কি ফুলশয্যায়, কি মৃত্যুশয্যায়,—এই আদর্শ-সতী বীররমণী আনিটা ছায়ার ন্যায় পতির অনুগতা বা অঙ্কগতা হইতেন। আনিটার জীবনী পাঠ করিলে বোধ হয় যেন, সেই অনন্তরূপিণী মহাশক্তি কাতরা ইতালীর উদ্ধারকামনায় গ্যারিবল্‌ডীর সাহায্যার্থ নিজ শক্তির অংশ দ্বারা আনিটাকে নির্ম্মিত করিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহা না হইলে আনিটা রমণী হইয়াও এরূপ অনন্ত বলশালিনী হইলেন কিরূপে? গ্যারিবল্‌ডী ব্রাজিলীয় উপকূলে রাইয়ো পার্ডো (Rio Pardo) নামক জাহাজে করিয়া ব্রাজিলীয় রণতরী আক্রমণ করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় সহসা প্রবল ঝটিকা আসিয়া তাঁহার রণতরীখানিকে জলমগ্ন করে। তাঁহার জাহাজে ৩০ জন লোক ছিল, তন্মধ্যে ষোল জন জলমগ্ন হয়। গ্যারিবল্‌ডী সেই ভীষণ বিপৎকালেও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব হারান নাই। তিনি এক মাইলের অধিকদূর পর্য্যন্ত সাঁতার দিবায় সময় কয়েকটি কাষ্ঠ ভাসিয়া যাইতেছিল দেখিয়া তিনি সেগুলি ধরিয়া অবশিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট ধরিলেন। এইরূপে আপনাকে ও সহচরগণকে জলময় সমাধি হইতে রক্ষা করিয়া গ্যারিবল্‌ডী সেণ্ট ক্যাথেরাইন প্রদেশে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। এই প্রদেশের লোকেরা তাঁহাদিগের দুরবস্থা দেখিয়া তাঁহাদিগের প্রতি সবিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। এক জন গ্যারিবল্‌ডীর সম্মানার্থ তাঁহাকে একটি দ্রুতগামী অশ্ব প্রদান করিলেন। গ্যারিবল্‌ডী এই অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অদূরবর্ত্তী বারা (Barra) নামক একটি পাহাড়ে গমন করিলেন। তথায় একটি নির্জ্জন লোকালয় তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল। একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী সেই গৃহের পাদদেশ দিয়া প্রবাহিত হইতেছিল। সেই গৃহের চতুর্দ্দিকে গিরিরাজি ও অদূরে একটি ক্ষুদ্র অরণ্যানী বিদ্যমান ছিল। গৃহস্বামী গ্যারিবল্‌ডীকে দেখিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য অভ্যর্থনা করিলেন। গৃহস্বামীর সহধর্ম্মিণী পরম রূপলাবণ্যবতী ও অলৌকিক গুণশালিনী দুইটি যুবতী কন্যা রাখিয়া পরলোকগতা হইয়াছেন। এই দুইটির মধ্যে আবার কনিষ্ঠা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠা। তাঁহার বীণাবিনিন্দিত স্বর, পূর্ণ সৌষ্ঠব-সম্পন্ন দেহযষ্টি, উজ্জ্বল তারকাযুক্ত নয়নদ্বয়, কমনীয় দেহকান্তি ও কোমল প্রকৃতি দেখিয়া বোধ হইত যেন, কোন দেবকন্যা শাপভ্রষ্টা হইয়া ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন, যেন বিধাতা গ্যারিবল্‌ডীর উৎসাহবর্দ্ধনার্থ সর্ব্বগুণের উৎকর্ষে এই রমণীরত্নকে গঠিত করিয়া তাঁহার জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। এরূপ কমনীয় কান্তি ও কোমল প্রকৃতির সহিত এরূপ দুর্দ্দমনীয় তেজ ও অসাধারণ বীরত্বের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ অতি অল্পই দেখা গিয়াছে। এই গুহা-কুটীর-নিবাসিনী বীরসুন্দরী যে আমাদের আনিটা, বোধ হয়, পাঠকগণকে তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না।

এতদিনে আপন আপন আদর্শ মিলিল বলিয়া চারি চক্ষুর মিলন-মুহূর্ত্তেই পরস্পর পরস্পরকে নিজ নিজ হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। স্বয়ং প্রজাপতি এই মিলনের ঘটক। তাহা না হইলে কোথা হইতে গ্যারিবল্‌ডী আসিয়া কেমনে বিদেশে এই নির্জ্জনবাসিনীর সন্ধান পাইলেন। যে পবিত্র গান্ধর্ব্বপ্রথা অনুসারে অর্জ্জুন সুভদ্রার, শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীর এবং দুষ্মন্ত শকুন্তলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, আজ গ্যারিবল্‌ডী সেই প্রথা অনুসারেই

আনিটার পাণিগ্রহণ করিলেন! গ্যারিবল্‌ডী স্বয়ং এই বিবাহের প্রকারান্তরে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—"এ বিবাহে স্বয়ং ঈশ্বর সাক্ষী ও পুরোহিত ছিলেন; এবং নভোমণ্ডল চন্দ্রাতপের ও শিলাতল বেদির কার্য্য করিতেছিল। যে ক্ষুদ্র গিরিনির্ঝরিণীর তীরে এই শুভ পরিণয়-কার্য্য সম্পন্ন হয়, সেই গিরিনির্ঝরিণী যেমন অনন্তকালবাহিনী, সেইরূপ এই নবদম্পতির প্রণয়-স্রোতস্বিনী অনন্তকালস্থায়িনী হইয়াছিল। যে প্রাতঃসূর্য্যের রশ্মিমালায় উদ্ভাসিত হইয়া সেই বীরদম্পতী নবপরিণয়-পাশে আবদ্ধ হন, সেই প্রাতঃসূর্য্যের রশ্মিমালার ন্যায় তাঁহাদিগের প্রেম ক্রমশ উপচীয়মান হইয়াছিল।

দুই কন্যা বৃদ্ধ পিতার দুইটি অবলম্বন-যষ্টিস্বরূপ ছিলেন। এই জন্য গ্যারিবল্‌ডী বিবাহের অব্যবহিত পরেই ভার্য্যাকে রণসঙ্গিনী করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু সহধর্ম্মিণীর আগ্রহাতিশয্যে তিনি অবশেষে তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বিবাহের মধুচন্দ্রমা (Honey moon) যাপন করা সমাপ্ত হইতে না হইতে নবদম্পতী সেনাপতি ক্যানিভারোর সৈন্যের সহিত মিলিত হইবার জন্য আদিষ্ট হইলেন। এই দিন হইতেই উভয়ের হরগৌরী-মিলন আরম্ভ হইল। নেপল্‌সের ভবিষ্য ডিক্টেটর ও তদীয় সহধর্ম্মিণী দুই ব্রাজিলীয় অশ্বে আরূঢ় হইয়া মনের উল্লাসে সেনাপতির শিবিরাভিমুখে ধাবিত হইলেন। একজন পথিপ্রদর্শক অশ্বারোহী তাঁহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। নবদম্পতী এক সপ্তাহের মধ্যেই মন্টিভিডিয়ো সেনার সহিত আসিয়া মিলিত হইলেন।

আনিটা অদ্ভুত পতিপরায়ণতা দ্বারা শীঘ্রই পরিচয় দিলেন যে, তিনি গ্যারিবল্‌ডীর সহধর্ম্মিণী হইবার সম্পূর্ণ যোগ্যা। তাঁহাদিগের তথায় পৌঁছিবার অব্যবহিত পরেই গ্যারিবল্‌ডী ব্রাজিলীয় রণতরি সকলের আক্রমণার্থ সমুদ্রযাত্রার নিমিত্ত আদিষ্ট হইলেন। আনিটা গ্যারিবল্‌ডী কর্ত্তৃক পরিণীতা হইয়া কিছুতেই তীরে থাকিতে সম্মতা হইলেন না। নবদম্পতী একখানি ক্ষুদ্র রণতরিতে আরোহণ করিয়া সমুদ্রবক্ষে ভাসমান হইলেন। বিবাহের পর এক মাস কাল অতীত হইতে না হইতেই আনিটা বীররমণীর প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। যে রণতরীতে তাঁহারা আরূঢ় ছিলেন, শত্রুরণতরি অনুকূল বায়ুবশে প্রবলবেগে পালভরে সেই রণতরির উপর আসিয়া পড়িল। শত্রুর কামান-রাজি হইতে ভীষণ-অগ্নি উদ্গারিত হইতে আরম্ভ হইলে, গ্যারিবল্‌ডী আনিটাকে ক্যাবিনের মধ্যে যাইতে অনুরোধ করিলেন। আনিটা উত্তর করিলেন, হাঁ, যাইতেছি—কিন্তু ভীরু কাপুরুষদিগকে তাড়াইয়া আনিবার জন্য মাত্র।" প্রত্যুত আনিটা তাহাই করিলেন। তিনি ক্যাবিনে গিয়া দুই জন ভীরু নাবিককে সঙ্গে করিয়া ডেকের উপর আনিলেন ও তাহাদিগকে যুদ্ধার্থ উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। শত্রুরণতরী হইতে অবিরাম ভীষণ অগ্নিবর্ষণ হইতে লাগিল। শত্রু-রণতরি এত নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল যে, উভয়পক্ষে খড়্গাখড়্গি যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে জাহাজের ডেক্ মৃত-দেহে আকীর্ণ হইল। স্ত্রীজনসুলভ কমনীয়তা সত্ত্বেও আনিটা সেই লোমহর্ষণ দৃশ্যে অবিচলিত রহিলেন। তিনি নিজে কামানে ও বন্দুকে বারুদ পুরিয়া দিতে লাগিলেন এবং সেই অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে অবিচলিত থাকিয়া সকলকেই উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। ক্রমাগত পাঁচ ঘণ্টাকাল তুমুল সংগ্রামের পর গ্যারিবল্‌ডীর রণতরি শত্রু-রণতরির উপর জয়লাভ করিল। কামানের ও নাবিকের সংখ্যায় শত্রু-রণতরি গ্যারিবল্‌ডীর রণতরি অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ ছিল। তথাপি গ্যারিবল্‌ডীর অসাধারণ রণ-পাণ্ডিত্যে ও তদীয় পত্নীর অলৌকিক উদ্দীপনায় বিজয়লক্ষ্মী তাঁহাদিগের করতলগত হইলেন।

প্রকৃতি আনিটাকে অলৌকিক মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্যের সহিত অসাধারণ বীরত্ব ও সাহসিকতার আধার করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু গ্যারিবল্‌ডীর সহিত বিবাহ না হইলে তাঁহার বীরোচিত গুণগুলি কখনই স্ফূর্ত্তি পাইতে পারিত না। এই বিজয়ের পরই আনিটা সেণ্ট-ক্যাথেরাইন্ প্রদেশের অন্তর্গত—ইমারু নামক হ্রদের বক্ষে নিজের অদ্ভুত বীরত্ব ও সাহসের দ্বিতীয় পরিচয় দিবার সুবিধা পাইলেন। এই হ্রদ রাইওগ্রাণ্ডী হইতে অধিক দূরে অবস্থিত নহে। এই হ্রদের বক্ষে উভয় রণতরীতে ঘোর সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। শিলাবৃষ্টির ন্যায় গোলাবৃষ্টি হইতে লাগিল। আনিটা সম্মুখের স্থান গৌরবের স্থান জানিয়া স্বামি-পার্শ্ববর্ত্তিনী থাকিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দেখিয়া বোধ হইল যেন, স্বয়ং রণচণ্ডী সমরস্থলে উপস্থিত হইয়াছেন। শত্রু কামানরাজি হইতে এরূপ ভীষণ অগ্নি উদ্গীরিত হইয়াছিল যে, গ্যারিবল্‌ডীরই রণতরির ছয় জন সৈনিক কর্ম্মচারীর মধ্যে একমাত্র গ্যারিবল্‌ডীই জীবিত ছিলেন। এই সর্ব্বধ্বংস হেতু গ্যারিবল্‌ডীকে জাহাজ হইতে সামরিক দ্রব্যসামগ্রী তীরে লইয়া যাওয়ার ভার আনিটার হস্তেই সমর্পণ

করিতে হইয়াছিল! এই কর্ত্তব্য-সাধনের জন্য আনিটাকে দ্বি-দাঁড় পানসীতে করিয়া বার বার জাহাজ হইতে তীরে ও তীর হইতে জাহাজে গমনাগমন করিতে হইয়াছিল। যখন শত্রু-রণতরি হইতে অনন্ত গুলী সকল তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ছুটিতেছিল, তখন গুলী নিকটবর্ত্তী হইলেই নাবিকেরা ভয়ে মস্তক নোয়াইতেছিল, কিন্তু গ্যারিবল্ডী-পত্নী সেরূপ সময়েও ধীর ও অনবনতমস্তকে বসিয়াছিলেন। ধন্য আনিটা! ধন্য তোমার সাহস! ধন্য তোমার পতিভক্তি!

হ্রদ-যুদ্ধের কয়দিন পরেই গ্যারিবল্ডী সেনাপতি ক্যানিভারোর সৈন্য সহ শত্রুগণের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন। এই অভিযানে আনিটা অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া স্বামীর পার্শ্ববর্ত্তিনী হইলেন। পথে তিনি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও অন্যান্য যাবতীয় সামরিক দশা বিপর্য্যয় অম্লান-বদনে সহিতে লাগিলেন। তিনি প্রত্যেক যুদ্ধক্ষেত্রে স্বামীর পার্শ্ববর্ত্তিনী থাকিতেন এবং যতদূর সাধ্য গ্যারিবল্ডিনী সেনার চিকিৎসকাভাব মোচন করিতেন। নিরন্তর যুদ্ধক্ষেত্রে থাকিয়া আহত সৈন্যের চিকিৎসা করিতে করিতে তিনি ব্যবচ্ছেদকার্য্যে এরূপ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন যে, বড় বড় গুলীও তিনি কাটিয়া বাহির করিতে পারিতেন। তিনি যে শুদ্ধ অস্ত্র-চিকিৎসক বা সার্জ্জনের কার্য্য করিতেন, এরূপ নহে, ধাত্রীকার্য্যেও সুনিপুণা ছিলেন। তাঁহার শুশ্রূষায় আহত সৈন্যেরা যেন মৃতদেহে প্রাণ পাইত। গ্যারিবল্ডিনী সেনার সার্জ্জন ও ধাত্রী প্রায়ই থাকিত না; সুতরাং একাকিনী আনিটাকেই সার্জ্জন ও ধাত্রীর কার্য্য করিতে হইত। তিনি সার্জ্জন ও ধাত্রীর কার্য্য করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতেন না। মূর্ত্তিমতী রণবিষয়িণী প্রতিভার ন্যায় তিনি রণস্থলের প্রত্যেক অভাব মোচন করিয়া বেড়াইতেন। ঐ দেখ, যে ভীরু কাপুরুষ রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহাকে তিনি তিরস্কার বাক্যে লাঞ্ছিত করিয়া স্বস্থানে প্রেরণ করিতেছেন। যাহার বন্দুকের বারুদ ফুরাইয়াছে, তাহার বন্দুকে তিনি বারুদ পুরিয়া দিতেছেন; যে অস্ত্রশূন্য হইয়াছে, তাহাকে তিনি অস্ত্র আনিয়া দিতেছেন; যে হতাশ্ব হইয়াছে, তাহাকে তিনি নূতন অশ্ব আনিয়া দিতেছেন। দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন, স্বয়ং দশভুজা রণস্থলে আবির্ভূতা হইয়া গ্যারিবল্ডীর সমস্ত অভাব মোচন করিতেছেন। আনিটা সুন্দর ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতে পারিতেন। কোনও সৈনিকের হস্ত বা পদ ছিন্ন হইয়াছে, ফিন্কী দিয়া রক্ত ছুটিতেছে, কেহই রক্ত থামাইতে পারিতেছে না, এমন সময় আনিটা আসিয়া এরূপ ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিতেন যে, ক্ষতস্থান হইতে আর রক্ত বাহির হইত না। সেই ব্যাণ্ডেজের গুণে আহত সৈনিক শীঘ্রই সারিয়া উঠিত। আনিটার চতুর্দ্দিকে এরূপ দৃষ্টি ছিল যে, একদিন স্যাণ্টা-ভিটোরিয়া রণক্ষেত্রে তিনি কোন সৈনিকের ক্ষতণ স্থানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতেছিলেন, এমন সময় দেখিলেন, কতকগুলি অশ্বারূঢ় মণ্টিভিডিয়ো সৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতেছে। দেখিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া কাপুরুষগণের সম্মুখীন হইলেন। তাহারা লজ্জায় ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইল এবং আনিটার উদ্দীপনা বাক্যে উদ্দীপিত হইয়া এরূপ অদম্যিত-তেজে যুদ্ধ করিল যে, বিজয়লক্ষ্মী গ্যারিবল্ডিনী সেনার করতলশায়িনী-প্রায় হইয়া উঠিলেন। এমন সময় সাম্রাজ্যতান্ত্রিক সেনা হইতে একটি গুলী আসিয়া আনিটার টুপী ভেদ করিল ও আর একটি গুলী তাঁহার অশ্বকে হত করিল এবং অবশেষে তিনি রণবন্দিনী হইলেন।

দিনমণি অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলে শত্রুরা আনিটাকে একটি কুঠারীতে রুদ্ধ করিয়া রাখিল। আনিটার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি সহসা কুঠারীর এক কোণে পতিত হইল! তিনি দেখিলেন, সেই কোণে ব্রাজিলীয় সৈনিকের পরিচ্ছদ ঝুলান রহিয়াছে। প্রত্যুৎপন্নমতি রমণীর মনে তৎক্ষণাৎ পলায়নের পন্থা উদ্ভাবিত হইল। তিনি সেই পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া ব্রাজিলীয় সৈনিক সাজিয়া প্রহরীর চক্ষুতে ধূলিনিক্ষেপ করিয়া অসন্দিগ্ধভাবে কারাদ্বার অতিক্রম করিলেন। সন্ধ্যার পরই রজনীর গাঢ় তিমিরে ধরা ঢাকিয়া গিয়াছিল, তাহার উপর আবার মেঘের আবরণ—সুতরাং তিনি প্রহরি-শ্রেণী অতিক্রম করিয়া গেলেন, অথচ কেহ তাঁহাকে চিনিতে পারিল না—এবং কাহারও মনে কোন প্রকার সন্দেহের ভাবও আসিল না। বিশেষতঃ সেই সময়ে ঘন অশনি-নিপাতে ও বিদ্যুদ্বিলসনে প্রহরীরা ভয়ে মুদিতনয়ন ছিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড ঝটিকা উপস্থিত হওয়ায় কে কোথায় পলায়ন করিল, তাহার স্থিরতা রহিল না। প্রকৃতি দেবী এইরূপ অতর্কিত ও অভাবনীয় সাহায্য দ্বারা অনেকবার গ্যারিবল্ডীকে বিপন্মুক্ত করিয়াছিলেন। আজ তাঁহার বীরা পতিগতপ্রাণা ভার্য্যার রক্ষণার্থও সহসা এইরূপ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহাকে শত্রুর করালগ্রাস হইতে মুক্ত করিলেন। প্রকৃতিকন্যা আনিটা নির্ভীকচিত্তে সেই বিদ্যুৎ, বজ্রপাত, ঝটিকা ও জলধারার মধ্য দিয়া পতির অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। ব্রাজিলীয় শিবিরের অন্তর্গত

কারাগার হইতে আনিটা যখন নির্গত হইলেন, তখন রাত্রি অষ্ট ঘটিকামাত্র। ব্রাজিলীয় শিবির হইতে লেজেস্ ষাইট্ মাইল ব্যবধান। তথায় না যাইলে স্বামীর অনুসন্ধান পাইতে পারেন না বলিয়া আনিটা সেই ভীষণ রাত্রিতেই সেই প্রদেশ-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কার্টরাণী—যথায় ব্রাজিলীয় শিবির সন্নিবেশিত ছিল—তথা হইতে—লেজেস্—যদভিমুখে গ্যারিবল্ডীর অন্বেষণে আনিটা নির্গত হইলেন—যাইবার পথ অতিবন্ধুর। আনিটা এই দুর্গম পথে একাকিনী যাত্রা করিলেন। নৈশতিমির তাঁহাকে শত্রুদিগের দৃষ্টিপথ হইতে রক্ষা করিতে লাগিল। যদিও গগনের তারকামালা ঘন মেঘে আবৃত থাকায় ক্ষীণ রশ্মিজালে জগৎ আলোকিত করে নাই, তথাপি ঘন ঘন বিদ্যুৎবিলসন হেতু আনিটার দৃষ্টিরোধ হয় নাই। ঘন ঘন বজ্র-নিনাদে গগনমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল ও প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাত তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে লাগিল। তথাপি গিরিপ্রক্ষিপ্তা সাগরগামিনী বেগবতী স্রোতস্বিনীর ন্যায় পতিক্রোড়াভিমুখিনী আনিটার কিছুতেই গতিরোধ হইল না। আনিটা অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ধীর ও নির্ভীকভাবে সেই সকল বাধা-বিপত্তি উল্লঙ্ঘন করিয়া পতির অভিমুখে চলিলেন। যে অনন্ত অরণ্যানী এস্পিন্যানো গিরির অধিত্যকাপ্রদেশ আবৃত করিয়া রাখিয়াছে—যেখানে মনুষ্যের আবাস অতি বিরল—যাহা বিষধর সর্পের বিলসনভূমি—আনিটা সেই ভীষণ অরণ্যানীকে পার্শ্বে রাখিয়া চলিলেন। তাঁহার সৌভাগ্যক্রমে লেজেস্ যাইবার পথ সেই অরণ্যের পার্শ্ব দিয়াই ছিল; নতুবা সে অরণ্যের গোলোকধাঁধাঁর মধ্যে প্রবেশ করিলে তাঁহার বাহির হইয়া আসা সুকঠিন হইত।

এইরূপে বিনা আহারে তিনি কয় ঘণ্টা কাল অবিরাম চলিয়া সেই অরণ্যপ্রদেশ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। অতি প্রত্যূষে আনিটা দূর হইতে দেখিতে পাইলেন যে, চারিজন ব্রাজিলীয় অশ্বারোহী তদভিমুখে আসিতেছে। দেখিয়া তিনি অন্তরালে দাঁড়াইলেন। বোধ হয়, তাহারা তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া সেই পর্য্যন্ত আসিয়া সহসা অশ্বের মুখ ফিরাইয়া দিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া গেল। তাহাদের প্রস্থানের পর আনিটা কানোয়াস্ (Canoas) নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই নদী বর্ষাগমে স্ফীতাবয়বা, গভীরা ও দ্রুতগামিনী হইয়াছিল। তাঁহার সুশিক্ষিত অশ্ব তাঁহাকে পৃষ্ঠে লইয়া সেই নদীবক্ষে ঝম্প প্রদান করিল এবং উৎকৃষ্ট সন্তরণ দ্বারা আরোহী সহ নদীর অপরপারে উত্তীর্ণ হইল। অশ্বারূঢ়া আনিটা অশ্বকে ছাড়তকে ছাড়িয়া প্রান্তরমালা ভেদ করত অসংখ্য গিরিনির্ঝরিণীর মধ্য দিয়া এক গিরিগুহাস্থিত কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আশ্রমবাসী মহাসমাদরে তাঁহার অতিথিসৎকার করিলেন। এই বন্ধুর ও শ্রান্তিকর পলায়নপথে তিনি এই কয় দিনের মধ্যে এই একবারমাত্র আহার পাইলেন। অবশেষে তিনি তথা হইতে লেজেস্-যাত্রা এবং তথায় পৌঁছাইয়া স্বামিদর্শন লাভ করিলেন। এই সময়ের মধ্যে উভয়েরই উপর দিয়া এত বিপৎপরম্পরা অতিক্রান্ত হইয়াছে যে, উভয়েই এ জীবনে আর পরস্পরকে দেখিতে পাইবেন বলিয়া আশা করেন নাই। এই আট দিন তাঁহাদিগের নিকট যেন আটযুগ বলিয়া বোধ হইয়াছিল। এরূপ ভাবনা ও হতাশতার পর পরস্পর অকস্মাৎ পরস্পরের সম্মুখীন হওয়ায় পরস্পরের মনে যে কি আনন্দ উদিত হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত।

পুনর্দ্দর্শনের পর আনিটা গ্যারিবল্ডীর সহিত লেজেস্ সেণ্ট হইতে সাইমনে গমন করিলেন। শরীরের অসুস্থতা নিবন্ধন সেই স্থানে আনিটাকে কিছুদিন অবস্থিতি করিতে হইল। এ দিকে যুদ্ধের আবশ্যকতা বশতঃ গ্যারিবল্ডীকে একাকীই যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে ধাবিত হইতে হইল। এই পতিবিরহিণী অবস্থায় আনিটা ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ১৬ই সেপ্টেম্বর জ্যেষ্ঠ পুত্র মিনোত্তীকে প্রসব করেন। প্রসবের অব্যবহিত পরেই নবজাত কুমারকে লইয়া আনিটা সেণ্ট সাইমন পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিতে বাধ্য হন। কারণ, সেণ্ট সাইমনীয়গণের সহিত মণ্টিভিডীয়গণের বিরোধ থাকায় গ্যারিবল্ডীপত্নী ও তদীয় কুমারের প্রতি সেণ্ট সাইমনীয়গণের স্বতই বিরূপভাব উপস্থিত হয়। সে অবস্থায় তথায় আর থাকা শ্রেয়ঃ মনে না করিয়া আনিটা দ্বাদশ দিবসের শিশু-সন্তান লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করেন। বীরা রমণী অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক সম্মুখে জিনোপরি শিশু-সন্তানকে স্থাপিত করিয়া দক্ষিণহস্তে তাহাকে ধরিয়া রহিলেন ও বাম হস্তে বল্গা ধারণ করিয়া অশ্বচালনা করিতে লাগিলেন।

প্রস্থানের পর দ্বিতীয় দিবসে ব্রাজিলের সুপ্রসিদ্ধ ঝটিকামালার অন্যতম আসিয়া প্রাদুর্ভূত হইল। সেই ভীষণ ঝটিকায় যেন স্বর্গমর্ত্ত্য রসাতলে যাইতে লাগিল। রমণী গত্যন্তর না দেখিয়া সমীপবর্ত্তিনী নিবিড়া অরণ্যানীর অভ্যন্তরে গিয়া আশ্রয় লইলেন এবং সেই স্থানে একটি তরুমূলে অশ্ব বাঁধিয়া তিনি আপনার ও নবকুমারের বিরল-বসনতা-জনিত কষ্ট দূর করিবার মানসে তরুশাখাপল্লবের তলে গিয়া আশ্রয় লইলেন। ঝটিকা ও বৃষ্টি থামিলে তিনি নবকুমারকে পূর্ব্ববৎ অশ্বপৃষ্ঠে স্থাপিত করিয়া আপনিও তাহাতে আরূঢ়া হইলেন।

কিন্তু গৈরিকপথ বৃষ্টিতে পিচ্ছিল হওয়ায় অশ্ববর অনতিদূরে গিয়াই স্খলিতপদ হইয়া আরোহিণী ও তৎক্রোড়স্থ শিশুসহ ভূপতিত হইল। এই আঘাতে নবকুমারের মস্তকে একটি ক্ষত হয়। কিন্তু আনিটা প্রাণের ব্যাকুলতায় তৎকালে তাহা লক্ষ্যও করেন নাই। তথায় বিশ্রাম করার সুবিধা নাই দেখিয়া আনিটা অনাবৃত অশ্বপৃষ্ঠে নবকুমারসহ আবার আরোহণ করিলেন। প্রভুপরায়ণ অশ্ব আরোহিদ্বয়কে লইয়া আবার প্রচণ্ডবেগে ধাবিত হইল। কিয়দ্দূর গমন করিয়া আনিটা অদূরে এক দল মন্টিভিডিয়ো সৈন্য দেখিতে পাইয়া, তাহার সহিত গ্যারিবল্ডী নিশ্চয় আছেন মনে করিয়া অশ্ব থামাইলেন। ঐ সৈন্য সেণ্ট সাইমনের দিক্ হইতে আসিতেছিল। গ্যারিবল্ডী প্রিয়তমাকে সেণ্ট সাইমন্ হইতে আনিবার জন্য সসৈন্যে তথায় গমন করিতেছিলেন। অচিরকাল-মধ্যেই সাগর ও তরঙ্গিণীর মিলন হইল। মহাকল্লোলে উভয়ের হৃদয় উভয়কে আলিঙ্গন করিল। গ্যারিবল্ডী আনিটার ক্রোড়ে নবজাত কুমারকে দেখিয়া আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইলেন। বিশেষতঃ অভাবনীয়-রূপে তাহার প্রাণরক্ষা হইয়াছে শুনিয়া তাঁহার মনে আনন্দ ও বিস্ময় যুগপৎ সমুদিত হইল। এই কুমার হৃদয়ের মাহাত্ম্যে ও বীরত্বে একদিন পিতার অনুরূপ বলিয়া খ্যাত হইবেন। তাঁহার পিতৃভক্তিও জগতের শিক্ষাস্থল বলিয়া বিবেচিত হইবে।

আনিটার দুঃখের এখানেই পর্য্যবসান হইল না। মন্টিভিডিয়ো সেনা ব্রাজিলীয় সেনা কর্ত্তৃক ট্যারিফা (Tarifa) সমরে পরাজিত হইয়া সেণ্ট সাইমন দিয়া মন্টিভিডিয়ো অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিল। সেই পলায়মান সেনামধ্যে গ্যারিবল্ডী সহকারী সেনাপতিপদে অভিষিক্ত ছিলেন। সুতরাং সেই পলায়মান সেনাকে ফেলিয়া পশ্চাদ্‌গামী হইবার তাঁহার অধিকার ছিল না। এই জন্য গ্যারিবল্ডীকে সেই নবজাত কুমার ও ভার্য্যা লইয়া সেই সেনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতে হইল। একে অবিরাম মুষলধারে বৃষ্টি, তাহার উপর সেই বন্ধুর গিরিপথ ও নিবিড় অরণ্যানী —এই অবস্থায় আনিটা নবজাত শিশু-সন্তানকে ক্রোড়ে লইয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরূঢ়া হইয়া স্বামি-সঙ্গে চলিলেন। সেই আরণ্য প্রদেশের নিবিড়তা নিবন্ধন সূর্য্যরশ্মি তাহার ভিতর কখনও প্রবেশ করিতে পারে না। সেই ডাস্ আন্টাস (Das Antas) অরণ্যানীর গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া সেই বিজিত সৈন্য পলায়ন করিতে লাগিল। হিংস্র জন্তুগণের বিকট শব্দে সেই অরণ্যের নিস্তব্ধতা মধ্যে মধ্যে ভঙ্গ হইতে লাগিল। যে সকল গিরিনির্ঝরিণী গিরিশৃঙ্গ হইতে বিনির্গত হইয়া সেই আরণ্য প্রদেশ ভেদ করিয়া সাগরাভিমুখিনী হইতেছিল, তাহারা বর্ষাগমে এরূপ স্ফীতাবয়বা ও বেগবতী হইয়াছিল যে, সে সকল উত্তরণ করিয়া যাওয়া সময়ে সময়ে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিত। এই জন্য মন্টিভিডিয়ো সেনাকে সময়ে সময়ে দুই বেগবতী স্রোতস্বিনীর মধ্যে দুই এক দিন অবরুদ্ধ থাকিতে হইত। শত্রুর করাল তরবারি ও গুলীতে গ্যারিবল্ডিনী সেনার যে পরিমাণে প্রাণহানি হইয়াছিল, এই আরণ্যপথের অনাহার-জনিত কষ্টে তদপেক্ষা সহস্র গুণে অধিকতর প্রাণহানি হয়। অনাহার, অনিদ্রা ও বিশ্রামের অভাবে এত প্রাণহানি হইয়াছিল যে, যখন সেই সেনা সেই অন্ধতামসী নিরানন্দময়ী অরণ্যানী হইতে বহির্গত হইল, তখন দৃষ্ট হইল যে, সেনাসঙ্গী স্ত্রী ও শিশু প্রায় বিনষ্ট হইয়াছে।

মিনোতীর বয়স তখন এক মাস মাত্র। কেহই ভাবে নাই যে, এই কষ্টে মিনোতীর প্রাণ বাঁচিবে। কিন্তু গ্যারিবল্ডী দৈববলে বলীয়ান ছিলেন। সেই দৈববলে আজ তাঁহার প্রাণাধিকা আনিটা এত কষ্টযন্ত্রণার মধ্য দিয়াও প্রাণে প্রাণে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। স্নেহময়ী ও সাহসিনী আনিটা এই দুর্গম পথের প্রায় সর্ব্বত্র নবকুমারকে ক্রোড়ে লইয়া কখন অশ্বপৃষ্ঠে, কখন পাদচারে ধাবিত হইয়াছিলেন। কেবল যখন বেগবতী ও বিশালা তরঙ্গিণী সকল পার হইতে হইয়াছিল—তখনই তিনি পতিহস্তে প্রাণপুত্তলীকে সমর্পণ করিতেন। গ্যারিবল্ডী মিনোতীকে রুমালে বাঁধিয়া গলায় ঝুলাইয়া সন্তরণ দিতেন এবং মধ্যে মধ্যে ফুৎকার দিয়া তাহার বিলয়োন্মুখিনী জীবনীশক্তিকে সঞ্জীবিত করিতেন। সেই সকল গিরি-নদীর বরফগলা জল এত শীতল যে, স্পর্শমাত্রই যেন রক্ত জমাট হইয়া যায়। সুতরাং গ্যারিবল্ডীর ভয় হইত, পাছে সেই শীতল জলে তাঁহার প্রাণাধিকের রক্তস্রোত রুদ্ধ হয়। তাই তিনি ঘন ঘন ফুৎকার দ্বারা সেই রক্তস্রোতের গতি উদ্দীপিত করিতেন। এই দুর্গমপথে গমন অশ্বগণের নাশে আরও দুর্গম হইয়া উঠিল, পথিকষ্টে প্রায় সমস্ত অশ্বই মরিয়া গিয়াছিল। এই জন্য গ্যারিবল্ডী আনিটা ও নবকুমারকে একজন পথিদর্শকের সঙ্গে সেনার অগ্রেই পাঠাইয়া দিলেন। কারণ সকলের সঙ্গে যাইতে হইলে কিছু বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা এবং সেই সময়ের মধ্যে হয় ত সকল অশ্ব মরিয়া যাইতে পারে। আনিটা সেই পথিদর্শকের সঙ্গে নিরাপদে আরণ্য প্রদেশ হইতে নির্গত হইয়া একটি দারুনির্ম্মিত সৈন্যাবাসে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সৈন্যবাসে

কাষ্ঠাগ্নি সঞ্চিত ছিল। সেই অগ্নিতে সেঁকিয়া তিনি শীতে মৃতপ্রায় কুমারকে জীবনসঞ্চার করিলেন। সৌভাগ্যক্রমে তথায় ফ্লানেল্‌ জুটিয়া গেল। আনিটা সেই ফ্লানেল্‌ দ্বারা মিনোতীকে আপাদমস্তক আচ্ছাদিত করিলেন। প্রাকৃতিক উত্তাপ-অভাবে মিনোতীর সর্ব্বাঙ্গ এরূপ হিম হইয়া গিয়াছিল যে, আনিটা তাহার জীবন-বিষয়ে সংশয়ারূঢ় হইয়াছিলেন। আনিটা ফ্লানেল্‌ ও অগ্নিসংযোগে মিনোতীর শরীরে ক্রমে প্রাকৃতিক উত্তাপ আনিলেন। আতিথেয় সামেরিটান-গণ আনিটা ও তৎপুত্রকে অগ্নি ও ফ্লানেল্‌ সংযোজনা করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না। তাঁহারা তাঁহাদিগের জন্য পরিচ্ছদ-বস্ত্র ও আহার-সামগ্রী পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রদান করিলেন, এবং গ্যারিবল্‌ডীর আসা পর্য্যন্ত বিবিধ প্রকারে তাঁহাদিগের সেবাশুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। এক দিকে সমস্ত অশ্ব মরিয়া যাওয়ায় গ্যারিবল্‌ডীকে পথের শেষাংশ পাদচারে আসিতে হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার তথায় পৌঁছিতে অনেক বিলম্ব হইয়া পড়িয়াছিল।

এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই আনিটাকে স্বামীর সঙ্গে আবার সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হয়। যুদ্ধের অপরিহার্য্য আনুষঙ্গিক—অনাহার, অনিদ্রা ও অন্যান্য বিপৎ-পরম্পরার মধ্য দিয়া তাঁহাদিগকে ভ্রমণ করিতে হয়। অত্যাচারী রোজাস, বিইয়েন্‌স্‌ এয়ারেসের (Buenos Ayres) স্বাধীনতা নররুধিরহ্রদে ডুবাইয়া মন্টিভিডিয়োকেও সেই হ্রদে ডুবাইবার জন্য তদভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন। গ্যারিবল্‌ডী সস্ত্রীক রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া সেই দুর্দ্দান্ত নরপতির গতিরোধ করেন। ইহার অব্যবহিত পরেই আনিটা পতিসহ—পতির জন্মভূমি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বিকাশস্থান, বীরত্বের খনি, ইতিহাসের উৎপত্তিস্থল—পবিত্র ইতালীক্ষেত্রে গমন করেন।

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জুন তারিখে গ্যারি-বল্‌ডীর জন্মস্থান নাইস্‌ নগরের অদূরে তাঁহাদিগের জাহাজ নঙ্গর করিল। যদিও গ্যারিবল্‌ডীর বিরুদ্ধে এখনও মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত ছিল, তথাপি তিনি তীরে অবতরণ করিতে বিন্দুমাত্রও ভীত হইলেন না। তাঁহার অবতরণে সমস্ত ইতালীতে যেন সহসা বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হইল। চতুর্দ্দিকে মহোৎসব হইতে লাগিল। ইতালীর প্রতি নগরী দীপমালা পরিধান করিল। চতুর্দ্দিক হইতে বীরবৃন্দ আসিয়া ইতালীয় লীজনের সহিত মিলিত হইল।

গ্যারিবল্‌ডী প্রিয়তমা আনিটা ও প্রাণাধিক পুত্র-কন্যাগণকে নাইস্‌নগরে জননীর নিকট রাখিয়া স্বয়ং সেই জাতীয় সেনা-পরিস্ফীত লীজন সেনা লইয়া প্রিন্স আলবার্টের শিবিরাভিমুখে ধাবিত হইলেন। প্রিন্স আলবার্ট তৎকালে অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়া-ছিলেন। কিন্তু প্রিন্স আলবার্ট গ্যারিবল্‌ডীকে ম্যাজিনীর বলিয়া জানিতেন—এবং ম্যাটসিনি (ম্যাজিনী) রাজ্যতন্ত্রের বিরোধী ও সাধারণ-তন্ত্রের বিশেষ পক্ষপাতী, ইহাও অবগত ছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে সেনা-বিভাগের কোন উচ্চপদে প্রতি-ষ্ঠাপিত করিতে অনিচ্ছুক হইলেন। গ্যারিবল্‌ডী তাহাতে বিরক্ত হইয়া ১২ই আগষ্ট চারল্‌স আল্‌বার্টের বিরুদ্ধে এই "ডিক্রী" প্রচার করিলেন যে, তিনি 'স্বজাতিদ্রোহী ও স্বদেশ-শত্রু'—সুতরাং স্বজাতি-প্রেমিক ও স্বদেশহিতৈষিমাত্রেই যেন তাঁহার আদেশ প্রতিপালন না করেন। এই ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া তিনি সসৈন্যে রোমাভিমুখে যাত্রা করেন। ম্যাটসিনির দল তৎকালে পোপকে তাড়াইয়া রোমে সাধারণতান্ত্রিক শাসন-সমিতি প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া-ছিলেন। তাহারা গ্যারিবল্‌ডীকে রোমীয় সাধারণ-তন্ত্রের অন্যতম সভ্য ও সেনাপতি পদে বৃত হইবার জন্য আহ্বান করিয়া পাঠান। গ্যারিবল্‌ডী তাঁহা-দিগের আহ্বানে মহা প্রীত হইয়া সসৈন্যে রোমাভি-মুখে যাত্রা করিলেন। তিনি ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে মাসিরাটা প্রদেশের প্রতিনিধি-স্বরূপ রোমীয় মহাসভার অন্যতম সভ্যের আসন গ্রহণ করেন। তৎকালে বোজেল্লী রোমীয় সাধারণতন্ত্রের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। মহাসভা গ্যারিবল্‌ডীকে তাঁহার অধীনে সৈনাপত্য গ্রহণ করিবার জন্য অনু-রোধ করেন—এবং গ্যারিবল্‌ডীও সে অনুরোধ রক্ষা করেন।

এই সময় ফরাসীরাজ তৃতীয় নেপোলিয়ন রোমীয় মহাসভার ধ্বংসসাধনার্থ সেনাপতি ঔডিনটকে (Oudinot) রোমাভিমুখে প্রেরণ করেন। ঔডিনট ষাটি সহস্র সৈন্যসহ ৩রা জুন রাত্রিতে সহসা রোমনগরী আক্রমণ করেন। তিনি রোমীয়গণকে সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন যে, ৪ঠা জুন রোম আক্রমণ করিবেন। এই জন্য রোমবাসীরা সে রাত্রিতে নিরুদ্বেগে নিদ্রা যাইতেছিলেন। সুতরাং ঔডিনট্‌ অল্লায়াসে সেই রাত্রিতে রোমনগরী কিয়দংশ দখল করিয়া ফেলিলেন। প্রহরীরা 'ইতালীর জয়!' ধ্বনি করিয়া সেনা-সাগরের গতিরোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল—কিন্তু সেই ভীষণ সাগর-তরঙ্গের প্রতি-ঘাতে মুহূর্ত্তমধ্যে শমন-সদনে প্রেরিত হয়। চতু-র্দ্দিকের ঘণ্টানিনাদে মুহূর্ত্তমধ্যে রোমবাসীরা

নিদ্রোত্থিত হইল— এবং আবালবৃদ্ধবনিতা রোমরক্ষার্থ আক্রমণ-স্থানাভিমুখে ধাবিত হইল। সেই অকূল পাথারে সমস্ত রোমবাসিগণের নেত্র যুগপৎ গ্যারিবল্ডীর উপর পতিত হইল। সকলেই একবাক্যে রোমরক্ষার ভার গ্যারিবল্ডীর হস্তে ন্যস্ত করিলেন।

৩রা জুন নিশাকাল হইতে ২৮শে জুন নিশাকাল পর্য্যন্ত এই ভীষণাদপি ভীষণ সংগ্রামানল প্রজ্বলিত থাকে। গ্যারিবল্ডীর অলৌকিক বীরত্বে সমস্ত রোমবাসী অনুপ্রাণিত হইয়া অতিমানুষ বীরত্বের সহিত ফরাসী সৈন্যগণকে বার বার পর্য্যুদস্ত করেন। কিন্তু প্রবল স্রোতস্বিনী যেমন সাগরবক্ষে আসিয়া পড়িয়া সাগরকে ক্ষণমাত্র পর্য্যাকুলিত করিয়া মুহূর্ত্তমাত্র প্রতিঘাতে পরিক্ষিপ্ত হয়, সেইরূপ সেই রোমীয় সেনাতরঙ্গিণী প্রবলতর ফরাসী সেনাসাগরে ক্ষণিক বিবর্ত্তমাত্র উত্থাপিত করিয়া প্রতিঘাতবেগে মুহূর্ত্তমাত্রে পরিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল।

সেই ভীষণকালে—২৪শে জুন রজনীতে—গ্যারিবল্ডী কতিপয় সৈনিকপুরুষকে নৈশ ভোজনে আহ্বান করিয়াছিলেন। নিরন্তর গোলার আঘাতে তাঁহার আবাসগৃহ সতত বিক্ষোভিত হইতেছিল বলিয়া তিনি তাহা পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। গৃহের বাহিরে আসিয়া তাঁহারা অঙ্গনে টেবিল পাতিয়া আহার করিতে বসিয়াছেন, এমন সময়ে সহসা একটি জ্বলন্ত গোলক তাঁহাদিগের সম্মুখে আসিয়া পড়িল। ইহাতে সকলে ভয়বিহ্বল হইয়া পলায়ন করিলেন। ফেচো নামক একজন মহাসভার সভ্যও পলায়ন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন—কিন্তু গ্যারিবল্ডী তাঁহাকে ধরিয়া কৌতুক করিতে লাগিলেন। এমন সময় সহসা সেই গোলাটি ফাটিয়া ভস্মাদিতে তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিল। সেই চমকের সময় মূর্ত্তিমতী সঞ্চারিণী বিদ্যুল্লতার ন্যায় পূর্ণগর্ভা আনিটা সহসা গ্যারিবল্ডীর সম্মুখে আবির্ভূতা হইলেন। গ্যারিবল্ডী ও তাঁহার অতিথিগণ—অভেদ্য ফরাসী সেনাব্যূহ ভেদ করিয়া আনিটাকে তথায় আসিতে দেখিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন।

গ্যারিবল্ডী চার্লস্ আলবার্ট কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া ভগ্নমনে ও রুগ্নশরীরে যখন জেনোয়ায় অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার বিনা অনুমতিতে আনিটা আসিয়া তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তিনী হন। গ্যারিবল্ডী তাঁহাকে নাইস নগরে জননীর নিকট ফিরিয়া যাইতে বলেন। কিন্তু তাঁহাকে অসুস্থ অবস্থায় ফেলিয়া তিনি ফিরিয়া যাইতে অস্বীকৃত হন। গ্যারিবল্ডী সেই অবধি তাঁহাকে আর বিচ্ছিন্ন হইতে বলেন নাই—সুতরাং তিনি সেই অবধি নিরন্তর স্বামি-পার্শ্ববর্ত্তিনী ছিলেন। রোমের অবরোধের প্রথম অবস্থায় পূর্ণগর্ভিণী বলিয়া তাঁহাকে গ্যারিবল্ডী রোমের অদূরে অবস্থিত রিয়েটী নগরে রাখিয়া আসিয়াছিলেন; কিন্তু গ্যারিবল্ডীর বিপদাশঙ্কায় তিনি কিছুতেই তথায় অধিককাল থাকিতে পারিলেন না। তাই অরিজেনি নামক এক ব্যক্তিকে সঙ্গে করিয়া সেই দুর্ভেদ্য ফরাসী সেনা-ব্যূহ ভেদ করিয়া তিনি গোলা-বৃষ্টির মধ্য দিয়া অকুতোভয়ে চলিয়া আসিলেন। ফরাসী সৈন্য মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহাদিগের দিকে তাকাইয়া রহিল, কেহ বারণ করিতেও সাহস করিল না। সেই অবধি আনিটার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত গ্যারিবল্ডী তাঁহাকে আর আপন পার্শ্ববিচ্ছিন্না করেন নাই।

গ্যারিবল্ডী অতিমানুষ বীরত্বের সহিত প্রায় মাসাবধি সেই অগণ্য ফরাসী সেনার সহিত সংগ্রাম করিয়া যখন দেখিলেন যে, রোম-রক্ষার আর উপায়ান্তর নাই, তখন তিনি পাঁচ সহস্র বাছাই সৈন্য লইয়া রোম নগরী হইতে বহির্গত হইলেন। ২রা জুলাই সেই বীরদল ত্রিবলী তোরণ উত্তরণ পূর্ব্বক ভিনিস নগরাভিমুখে ধাবিত হইলেন। গ্যারিবল্ডী আনিটাকে প্রসবকাল পর্য্যন্ত রোমে অবস্থিতি করিতে বলিলেন। কিন্তু পতিপ্রাণা সতী পতিকে একাকী সেই অকূল বিপৎসাগরে ঝাঁপ দিতে দিলেন না! তিনি পুরুষবেশে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত পতির সৌভাগ্যমার্গানুসারিণী হইলেন। সীতা যেমন রামচন্দ্রসহ অরণ্য-প্রবাসে গমন করিয়াছিলেন, দময়ন্তী যেমন নলের সহিত বনগামিনী হইয়াছিলেন, আর সাবিত্রী যেমন সত্যবানের সহিত যমপুরী যাইতেও ভীতা হয়েন নাই, আজ পূর্ণগর্ভিণী সতী আনিটা সেইরূপ গ্যারিবল্ডীসহ নিশ্চিত মৃত্যুমুখে যাইতেও পরাঙ্মুখী হইলেন না।

গ্যারিবল্ডীর আদেশে সেই পঞ্চ সহস্র সেনা ভিনিস্ অভিমুখে ধাবিত হইল। কিন্তু অষ্ট্রীয়, নিয়োপলিটীয় ও ফরাসী সেনা তিন দিক্ হইতে আসিয়া তাঁহার গতিরোধ করিল। তাঁহার চিত্ত ইহাতেও বিচলিত হইল না। তিনি সেই শত্রুসৈন্যব্যূহ ভেদ করিয়া টার্ণী নগরাভিমুখে ধাবিত হইলেন। তাঁহার সৈন্যগণ বিনা আপত্তিতে সেই পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগামী হইয়াছিল। কিন্তু ১১ই জুলাই তিনি যখন সেই নগর পরিত্যাগ করিয়া ভিনিসায়াভিমুখে যাত্রা করিবার জন্য আদেশ প্রচারিত করিলেন, তখন তাঁহার সৈন্যগণের মধ্যে ঘোরতর বিপ্লব উপস্থিত হইল। শত্রুসেনা কর্তৃক নিরন্তর অনুসৃত, বস্ত্রাভাবে হিমক্লিষ্ট,

অন্নাভাবে জঠরানলে দগ্ধ, অনবরত দ্রুতগমনে ক্লান্ত-কলেবর—তাঁহার সৈন্যগণ হতাশতায় একেবারে সামরিক শাসনের অতীত হইয়া উঠিল। তাহাদিগের অধিকাংশ এক্ষণে সেনাপতিকে ফেলিয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। পাঁচ সহস্রের মধ্যে ছয় শতমাত্র সৈন্য অবশিষ্ট রহিল। সেই সৈন্য লইয়া তিনি আরেজো নগরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিলেন—কিন্তু তথায় প্রবেশ করিতে নিষিদ্ধ হইলেন। অবশেষে তাঁহারা সান্ মারিণো সাধারণতন্ত্রের নিকট আসিয়া আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন। কিন্তু সেই পুরোহিতাধিষ্ঠিত দারিদ্র্যক্লিষ্ট ও দুরবস্থাপন্ন সাধারণতন্ত্র অষ্ট্রীয়ার আধিপত্য হইতে মুক্ত ছিল না। সুতরাং সেই সাধারণতন্ত্র অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া শরণাপন্ন না হইলে, তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিতে অস্বীকৃত হইল। গ্যারিবল্ডী ও তাঁহার লীজন্ সৈন্য এ অপমানসূচক আত্মসমর্পণে অস্বীকৃত হইলেন। গ্যারিবল্ডী ষাটি জন মাত্র সহচর সঙ্গে রাখিয়া অবশিষ্ট সৈন্যগণকে সামরিক নিয়ম হইতে মুক্ত করিলেন। তাহারা আপন আপন প্রাণরক্ষার জন্য চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। গ্যারিবল্ডী সেই ষাটি জন সহচরসহ আড্রিয়াটিক উপসাগরের তীরবর্ত্তী সিসেনাটিকো বন্দরে আসিয়া কতকগুলি জেলেডিঙ্গী হস্তগত করিয়া তদারোহণে ভিনিসাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অনুকূল বায়ুবশে পোতগুলি তীরবেগে ভিনিসাভিমুখে ধাবিত হইল। কিয়ৎকাল সৌভাগ্যদেবী যাত্রিগণের প্রতি সবিশেষ প্রসন্না রহিলেন। কিন্তু সে প্রসাদ চিরস্থায়ী রহিল না। ভিনিস্ হইতে বাইশ মাইল দূরে অবস্থিত মিসোলী নামক বন্দরের অদূরে পৌছিবামাত্র পোতগুলি অষ্ট্রীয় রণতরির দৃষ্টিপথে পতিত হইল। অষ্ট্রীয় রণতরি দেখিবামাত্র নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া আসিয়া পোতগুলির নয়খানি দখল করিল। ছয়খানি পলাইয়া নিরাপদে তীরে গিয়া উঠিল। এই ছয়খানির একখানিতে গ্যারিবল্ডী, আনিটা এবং ইউগোবেসী, সিসেরা ও ডেচিয়া ও তাঁহার দুইটি পুত্র ছিলেন। পোতগুলি তীরে পৌছিবামাত্র যাত্রিগণ অনুসরণকারী বলোনীজ ও অষ্ট্রীয়গণের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার জন্য চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িলেন। হতভাগ্য পুরোহিত বাসী এবং সিসেরা, ডেচিয়া ও তাঁহার পুত্রদ্বয় অবিলম্বে সেই ঘাতকদিগের হস্তে পতিত হইলেন, এবং অবশেষে তাহাদিগের গুলীর আঘাতে প্রাণত্যাগ করিলেন। এ দিকে গ্যারিবল্ডী ও আনিটা রাভেনানগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অনেক বন্ধু-বান্ধব তথায় তাঁহাদিগকে যথোচিত আশ্রয় প্রদান করিতে পারিতেন, কিন্তু আনিটা পূর্ব্ব হইতেই পীড়িতা হইয়াছিলেন; এক্ষণে তাঁহার পীড়া দিন দিন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অত্যুগ্র শীতাতপসহনে তাঁহার শরীরযষ্টি ক্ষীণাদপি ক্ষীণতর হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার শরীরের অবস্থা দেখিয়া বোধ হইল যে, মৃত্যু নিকটবর্ত্তী। তখন গ্যারিবল্ডী আর উপায়ান্তর না দেখিয়া রাভেনার অদূরবর্ত্তী মাণ্ডিয়োলী গ্রামে এক কৃষকের গোলাবাড়ীতে তাঁহাকে লইয়া গেলেন।

কৃষকের নাম রাভিগলীয়া। কৃষকেরা কয় সহোদরে তাঁহাদিগের যথোচিত অতিথি-সৎকার করিলেন। সান্ আলবর্টো নগরের প্রসিদ্ধ ডাক্তার নান্নিনি ঘটনাক্রমে সেই সময় তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি আনিটার নাড়ী দেখিয়া বলিলেন, রমণী সাংঘাতিক বিষজ্বরে আক্রান্ত হইয়াছে। অতি যত্নে সকলে আনিটাকে একটি কুঠারীতে লইয়া গিয়া অতি কোমল শয্যায় শায়িত করিলেন। পিপাসায় রমণীর কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার কণ্ঠশোষ নিবারণের জন্য তাঁহাকে এক গ্লাস জলপান করিতে দেওয়া হইল। গ্যারিবল্ডী প্রাণপুত্তলী আনিটার শিরোদেশ অঙ্কে রাখিয়া তাঁহাকে জলপান করাইতেছিলেন। ফোঁটা-কত জল উদরস্থ হইতে না হইতেই তাঁহার মৃত্যু হইল। পতিক্রোড়ে পূর্ণগর্ভা সতীর মৃতদেহ অপূর্ব্ব স্বর্গীয় শোভা ধারণ করিল। আনিটার চিরদিনের সাধ আজ মিটিল। পতির অগ্রে প্রাণত্যাগ করিবেন—পতির মৃত্যুর পর যেন আর বাঁচিতে না হয়—এই তাঁহার নিত্য চিন্তার বিষয় ছিল; এই জন্য তিনি কি ভীষণ রণস্থল—কি ভয়াবহ প্রয়াণপথ—কোন স্থানেই পতিকে ফেলিয়া থাকিতে পারিতেন না। আজ সতীর সেই সাধের সাধ পুরিল। আজ ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা আগষ্ট সন্ধ্যার প্রাক্কালে প্রায় বিশ জন শোকাকুল ব্যক্তির সম্মুখে পতিকোলে আদর্শ-সতী আনিটা মানবলীলা সংবরণ করিয়া স্বর্গধামে গমন করিলেন। শোকার্ত্ত গ্যারিবল্ডী উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে ক্রন্দন দ্বারা সেই দারুণ শোক নিবারণ করা ঘটিল না। অনুসরণকারী অষ্ট্রীয়গণের ভয়ে তাঁহাকে সহধর্ম্মচারিণীর মৃতদেহ সমাধিনিহিত করার ভার সেই আতিথেয় কৃষকগণের হস্তে সমর্পণ করিয়া অবিলম্বে তথা হইতে পলায়ন করিতে হইল। কৃষকেরা অষ্ট্রীয়গণের ভয়ে প্রকাশ্য স্থলে আনিটার দেহ সমাধিনিহিত করিতে সাহস করিলেন না। তাঁহারা অতর্কিতভাবে এক ক্ষেত্রমধ্যে আনিটার দেহ সমাধিনিহিত করিয়া রাখিলেন। গ্যারিবল্ডী যখন

অষ্ট্রীয়গণকে ইতালীক্ষেত্র হইতে বিদূরিত করিয়া ডিক্টেটরের পদে অভিষিক্ত হন, তৎকালে এই সামান্য সমাধির উপর প্রকাণ্ড স্মৃতিচিহ্ন নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। সেই সময় হইতে এই স্থান পবিত্র তীর্থস্থল বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

ভারতের রমণীকুল! ইতালীর উদ্ধারব্রতে আনিটা যেমন আত্মজীবন আহুতি-প্রদান করিলেন—পাতিব্রত্য-ধর্ম্মের উদ্যাপনায় তিনি যেমন আত্মবলি দিলেন, আপনারা যত দিন জাতীয় ব্রতে সেইরূপ জীবন আহুতি ও পাতিব্রত্য-ধর্ম্মের উদ্যাপনায় সেইরূপ আত্মবলি দিতে না শিখিবেন, ততদিন এ পতিত ভারতের আর কোন আশা নাই।

নারী মহাশক্তির অংশস্বরূপিণী। সেই শক্তি উদাসীন থাকিতে পুরুষের ক্রিয়াশক্তি কার্য্যকরী হইতে পারে না। শক্তিসঞ্চার ব্যতীত জাতীয় উন্নতির কোনও আশা নাই। নারীজাতি জাতীয় উন্নতি ও জাতীয় অভ্যুত্থানের প্রতিকূল হইলে সে দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধতমসাচ্ছন্ন। পাশ্চাত্য দেশ সকলের উন্নতির মূল—নারিজাতির ক্রম-বিকাশ। ভারতীয় আর্য্যললনাকুল যখন সতীত্বে, পরহিতসাধনব্রতে ও স্বদেশানুরাগে জগতের আদর্শরূপিণী ছিলেন, তখনই ভারত জগতের শীর্ষস্থানীয় ছিল। সেই দিন কি আর আসিবে না? কে বলিল আসিবে না?

আশা জাতীয় জীবন-সঞ্চারের মহামন্ত্র। যে জাতির অন্তরে কোনও আশা নাই, সে জাতির ভবিষ্যৎ গাঢ় তিমিরে আচ্ছন্ন, সুতরাং আমরা আশা ছাড়িব কেন? যে জাতির আশা আছে, সেই জাতিরই সাধনা আছে। যে জাতির ঐকান্তিক সাধনা আছে, সিদ্ধি তাহার করতলস্থায়িনী।

'ন চ দৈবাৎ পরং বলম্।' দৈব ও পুরুষকার—কার্য্যসিদ্ধির অপরিহার্য্য উপাদান বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে দৈবই প্রধান। রাবণবধের জন্য অবতার রামচন্দ্রকেও ভগবতী মহাশক্তির অকালে উদ্বোধন করিতে হইয়াছিল। সুতরাং আশা নাই বলিব কিরূপে? বৎসরে অন্ততঃ তিন দিন সমস্ত জাতি মিলিত হইয়া মহামায়ার পূজা কর। তিনি অবশ্য তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন।

মা দশভুজে! আমরা তোমার দীনহীন কাঙ্গাল সন্তান। অর্দ্ধাশনে আমাদের শারীরিক বল দিন দিন ক্ষীণ হইতেছে। দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি দৈবী আপদ্ পরম্পরা আমাদিগকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। যদি সন্তানের প্রতি তোর মমতা থাকে, তাহা হইলে মুহূর্ত্তকালের জন্য অন্ততঃ একবার আমাদিগকে দেখা দিয়া তাপিত প্রাণ শীতল কর। গগনবিদারিয়া 'মা!' 'মা!' শব্দে কিরূপে তোর উদ্বোধন করিতে হইবে—তাহা শিক্ষা দে! আমাদের নয়নমণি উৎপাটন করিয়া সেই সুনীলপদ্ম তোর চরণে অঞ্জলি দিতে শিক্ষা দে! ষাইট কোটি নীলপদ্মের ভারে তুই যেন অতঃপর অচলা হইয়া এই সোনার ভারতে চিরবিরাজ করিস্ মা। এস ভাই! আমরা এবার মায়ের পূজার বিরাট আয়োজন করি। এস, আর কালবিলম্ব করিও না।

সমাপ্ত